জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

নাট্যসংগ্রহ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

সূচীপত্র

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ

কিঞ্চিৎ জলযোগ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

বাবু পূর্ণচন্দ্র	একজন ডাক্তার
বিধুমুখী ঘোষ	পূর্ণবাবুর স্ত্রী
পেরুরাম	একজন বেকার লোক
ভোলা	পূর্ণবাবুর পুরাতন ভৃত্য

আর-একজন ভৃত্য

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পূর্ণবাবুর বৈঠকখানা— চেয়ার টেবিল আয়না কৌচ ঘড়ি প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জীভূত

এই ঘরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে ভোলা শুইয়া কখনো মহাভারত পাঠ করিতেছে, কখনো হাই তুলিতেছে, কখনো-বা ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে

ভোলা। (ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ও হরি! (হাই তুলিয়া) সবে অ্যাড্ডা অ্যাহন পাচ্ডার মধ্যি আলি হয়? আজকাল কত্তাডির, আর গিন্নিডির এইরূপই চল্চে! আ! সে এক কাল গেছে, যহন কত্তাডির বিয়া হয় নাই, সে কাল আর ফিরি আস্‌বে না। কাজ নাই, কর্ম নাই, খাতাম দাতাম আর দিব্যি করি ঘুম মারতাম! গিন্নিডি যান রায়বাঘিনী হয়েছেন; কত্তাকে ওঠ্ বললি ওঠেন, বোস্ বললি বসেন! (উঠিয়া বসিয়া, হাই তুলিয়া, সুর করিয়া মহাভারত পাঠের উদ্যোগ— পুনশ্চ হাই তুলন, তৎপরে পুস্তক নিক্ষেপ করিয়া) এ বেটারা কি বোয়ে ল্যাখে, সাপ নাই, ব্যাং নাই; দূর কর। (নেপথ্যে পাল্কি বেহারাদিগের উঁ হুঁ উঁ হুঁ শব্দ) এই যে, পাল্কিতে বুঝি তারা আলেন। দূর কর, আর পারা যায় না। যহন ডাক্ দেবেন অ্যানে, তহন যাব. অ্যাহন তো এক ছিলিম তামুক খাই গিয়ে।

[ভোলার প্রস্থান

•

দ্বারের নিকট অতি ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে পেরুরামের আগমন

পেরু। (প্রবেশ করিয়া ও ঘরের ভিতর অনেক লোকজন আছে মনে করিয়া) গোলামকে মাপ করবেন, আমি পথ ভুলে— (তৎপরে ঘরের চতুর্দিক অবলোকন করিয়া কাহাকেও না দেখিতে পাওয়ায় স্বগত) এখানে যে কাকেও দেখছি নে? বা! এ কোথায় এসে পড়লেম? এ কেবল আমার বাড়িওয়ালার দোষে এইসব ঘটল। সেই ব্যক্তি তাহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে নাচ দেয়, সেই নাচে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল; সে ব্যক্তির সহিত পাছে মনান্তর হয়, এইজন্য সেখানে গেলেম, না হলে, আমি বড়ো কোথাও যেতে টেতে ভালোবাসি নে। সেখানে গিয়েছি, না পড়বি তো পড় একেবারে

সেই পাওনাদার বেটার সম্মুখে গিয়ে পড়েছি ! সে বেটা আমার দিকে কটমট করে তাকাতে লাগল। ওই যেমন তাকে দেখা, আর অমনি সিঁড়ি দিয়ে তত্তড় করে নীচে পিট্টান ! সে বেটাও পিছনে পিছনে ছুটল ! আমাকে আর-একটু হলেই ধরত আর-কি, যদি হঠাৎ একটা ফন্দি মনে না আসত। ঐ যে মিরজাপুরে কি স্যানের গির্জে আছে সেইখানে দেখি, এক সার পাল্কি রয়েছে। বেয়ারাগুণ মাথায় হাত দিয়ে ঘুমচ্ছে। আমি অমনি একটা পাল্কিতে ঢুকে পড়লেম। মনে করলেম, আর-এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে পালাব, না, ও মা ! আমি যেই পাল্কির মধ্যে দিয়ে যাব, না বেয়ারাগুণ শব্দ শুনতে পেয়েই, গা ঝাড়া দিয়ে উঠেই, কথা নেই বার্তা নেই, পাল্কি কাঁদে করেই উঁ হুঁ উঁ হুঁ করে দৌড়ুতে লাগল। আমি যত বলি থাম্ থাম্ , কিছুই শুনতে পায় না। চুরোটের নেশায় ভোঁ হয়ে চলেছে— একবার মনে করলেম, লাফিয়ে পড়ি, কিন্তু আবার মনে হল, যদি পাওনাদার বেটা পিছনে পিছনে থাকে ; তার পর মনে করলেম, এক প্রকার ভালোই হয়েছে, যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাক না কেন ?— এখন তো পাল্কির দরজা ভালো করে বন্দ করে গট্ হয়ে বসি, পাওনাদার বেটা পিছনে পিছনে আর কত দূর ছুটবে ? তার পরে তো এই বাড়ির উঠোনে এসে পাল্কি নাবালে। কলের পুতুলটির মতো আমিও তো নাবলেম, নেবেই দেখি আমার সামনে একটা সিঁড়ি উঠেছে। এই সময়ে সেই গণৎকার ঠাকুরের কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল। এই যেমন মনে পড়া, আর আমিও অমনি তত্তড্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়লেম ; উঠে তো এই ঘরে এসেছি, কেউ কোথাও নেই, সেই গণৎকার ঠাকুরের কথাটা বুঝি এইবার খাটল , এই ছয় মাস ধরে কর্মের চেষ্টায় ফিরছি, কোনো কর্মই তো জুটল না। কিন্তু সেই গণৎকার ঠাকুর, আমার কামিনীর বাড়িতে হাত দেখে বলেছিল যে, একদিন বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটা বাড়িতে তুমি গিয়ে পড়বে, সেখানে যদি ভয় না পেয়ে তিষ্ঠে থাকতে পার, তা হলে তোমার কর্ম জুটবে।

এ বা বুঝি সেই বাড়িই হয়, আবার দেখছি এখানে কেউ নেই তবে কর্ম দেবে কে ? ও বুঝেছি— বিধির ফের কে বুঝতে পারে— আমি শেষে হয়তো এই বাড়ির মালিক হয়ে দাঁড়াব ! কামিনী, তোর কপাল মন্দ, এখন যদি তুই আমার থাকতিস, তা হলে কৃষ্ণ রাধার মতো যুগল মূর্তিতে সুখে দুজনায় এই সোনার লঙ্কায় বাস করতেম। এই চিঠিখানা, যা তোর ঘরে কুড়িয়ে

পেয়েছি, তা দেখে তো বেশ বোধ হচ্ছে, যে আর-এক জনের প্রতি তোর মন গেছে। (পত্র পাঠ) "প্রেয়সি! কাল তোমাব সঙ্গে দেখা হবে— প।" প বেটা কে? এর তো কিছুই সন্ধান পাচ্ছি নে। যা হোক্, এর সন্ধানটা নিতে হবে। কামিনি! এই কি তোর ধর্ম; এত দিন খাওয়ালাম পরালাম, শেষকালে কিনা তুই আর-এক জনের হলি?

অন্যমনে গান করিতে করিতে

পক্ষী রে! তবু আমি আছি তোর।
এত যে খাবাবি করলি মোর॥
মেগে পেতে কর্জ করে, খাওয়ালাম পরালাম তোরে,
এখন কেবল বাকি আছে, হতে সিঁদেল চোর॥

ও বাবা! এ কোথায় এসে পড়েছি, সত্যি সত্যি কি শেষে এই বাড়ির মালিক হয়ে দাঁড়াব? কিন্তু ভিতরটা কেমন কেমন করছে যে; মন! সাহস ধরো, (বুক ফুলাইয়া সাহসের ভঙ্গিমা) (নেপথ্যে হঠাৎ প্রহারের ধ্বনি ও উড়ে বেয়ারাদিগের "মেরে পকাই দিল, পকাই দিল" ইত্যাদি শব্দ) ও বাবা! এ আবার কি? এখানে লোকজন আছে না কি? (ভয়ে কম্পমান ও ঘর হইতে বাহিরে গিয়া এক বারাণ্ডায় উপস্থিত) এখান দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় দেখা যাক। (পলাইবার পথ অন্বেষণ) এমন বিপদেও লোকে পড়ে গা; হা কামিনি! এইবার বুঝি—

[পেরুরামের প্রস্থান

পূর্ণ ডাক্তার ও তার স্ত্রী বিধুমুখী ঘোষের প্রবেশ

বিধুমুখী। আজ ভাই যে কি বিপদে পড়েছিলাম, তা ঈশ্বর জানেন। দৈবাৎ কখনো কেউ একটু মাতাল হল, তা নয় সওয়া যায়; কিন্তু বেটারা এরূপ ঘোর পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন, সংসারের ঘন মোহে আচ্ছন্ন। হৃদয় এরূপ শুষ্ক, ও পাপ তাপে অসাড় হইয়া গেছে, যে মদমত্ত হয়ে, আমাকে না নিয়েই স্বচ্ছন্দে পাল্কিটা নিয়ে উড়ে বেহারাগুণ চলে গেল।

পূর্ণ। (তাঁহার টুপি ও চাপকান খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া তরলভাবে) মাই ডিয়ার ডার্লিং, কি বিষয় তুমি লেকচার দিচ্ছ বাবা? মদনমত্ত হয়ে এসেছ, এই বলছ? মদনমত্ত হয়েছ, বেশ কথা। আমি তোমার তো মদনমোহন রয়েছি। (আপনাকে অঙ্গুলির দ্বারা প্রদর্শন)

বিধুমুখী। ও কি তুমি পাগলের মতো বকছ, ও কি সব অশ্লীল কথা মুখে আনছ ?

পূর্ণ। ও বাবা! অশ্বের স্ত্রীলিঙ্গ অশ্বিনী, আবার ব্যাকরণ! ঘাট হয়েছে!

বিধুমুখী। তুমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করে অঙ্গীকার করেছিলে যে, আর কখনো মদ্যপান করবে না— আবার ফের মাতাল হয়েছ ?

পূর্ণ। মাতাল! ছেলেবেলায় ব্যাকরণ পড়েছিলেম।— অ্যাঁ? একটা সন্ধি করব? মাতাল। মাতা ছিল আল— অর্থাৎ যে জিনিসের দ্বারা মাথা আল হয়, রোশ্নাই হয়। আর তাহাই যিনি পান করেন, তিনি কি? না মাতাল, (হাস্য) হা হা হা হা! হ্যাঁ ডিয়ার, মদ খেলে কি কখনো পাপ হয়, স্যানজার কাছে এতদিন লেকচার শুনে কি শেষে এই বিদ্যে হল ?

বিধুমুখী। কি? পাপের উপর পাপ? একটা পাপ করে কোথায় অনুতাপ করবে, না ফের পাপ! আমাদের পরমগুরু, পরমপূজনীয়, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন পাপীর গতি শ্রীপতিতপাবন সেন মহাশয়কে কিনা তুমি স্যানজা বললে ?

পূর্ণ। স্যানজা বললুম এতেও দোষ হল? এই ন্যাও ঘাট হয়েছে, আর আমি কথা কব না। (পার্শ্ব পরিবর্তন)

বিধুমুখী। আমার কাছে ঘাট মানলে কি হবে ?

পূর্ণ। ঘাট তবে আর কার কাছে মানব? তুমিই তো আমার সর্বস্ব ধন, তুমি যা বল, আমি তাই শুনি। বললে, সাঁইজির গির্জেয় যাব, ভালো বললে, রব্‌সেনের ওখানে চা খাব, ভালো তাই খাও। বললে, মেয়েমানুষের স্বাধীনতা আছে, আমি যেখানে খুশি উড়ব— ভালো তাই ওড় গিয়ে! আমি কোন্ কথাটা শুনি নি বল দেখি ডিয়ার? (বিধুমুখীর পদ ধরিয়া ক্রন্দন)

বিধুমুখী। ওকি ওকি! ছি ছি ছি! আমার পায়ে পড়লে কি হবে? একবার অনুতাপ করো, তা হলেই পাপ ক্ষয় হবে!

পূর্ণ। অনুতাপ করব? তা হলেই মাপ করবে। তা কেমন করে অনুতাপ করব ?

বিধুমুখী। কেমন করে করবে? ঊর্ধ্বদিকে হস্তোত্তোলন করে ক্রন্দন করতে করতে বলো, আর এমন কর্ম করব না।

পূর্ণ। (ঊর্ধ্বদিকে হস্তোত্তোলন করিতে করিতে), কোঁদল—কি বললে?

বিধুমুখী। না না ;— করজোড় করে এইরকম করে বলো যে, আর আমি পাপ করব না।

পূর্ণ। (ক্রন্দনের ন্যায় স্বর করিয়া) আর আমি এমন কর্ম করব না।

বিধু। ওঠো। এবার তোমাকে প্রভু মার্জনা করলেন।

পূর্ণ। (নেশা কিঞ্চিৎ উপশম হওয়ায় স্বগত) আ! সাম! বাঁচলেম! কি দৈব!

পূর্ণর ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া তাঁহার পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য ভোলা দৌড়িয়া ঘরের ভিতর আসিয়া দেখে পূর্ণ বিধুমুখীর পদতলে

ভোলা। কি হয়েছে, কি হয়েছে? কান্নাকাটির সোর্ পড়েছে কেন! আমার বাবুরে এই বাঈবাঘিনী সাবি ফ্যাল্লে! আমার বাবুরে দেখছি কি গুণ করেছে! হয়েছে! আমাদের স্যাকালে স্বামীর পায়ের ধুলা পালে, ম্যায়েগুলা বর্তায়ে য্যাত! এর কি আস্পর্ধা! জগদম্বার মতো মূর্তি করে দাঁড়ায়ে রয়েছেন, দ্যাহ না!

বিধু। (লজ্জিত হইয়া) ওকি পায়ের কাছে পড়ে আছ, ঐখানে উঠে বস না।

ভোলা। ঠারণ, তোমার আক্কেল ভারি! এতক্ষণ আমার বাবুরে পায়ের তলায় রাখিছ?

পূর্ণ। (উঠিয়া) আমার সামনে তুই প্রেয়সীকে অপমান করলি। ইউ ইম্পার্টিনেণ্ট রেচ্? বিগন্! না হলে এখনি তোর ঘুষিয়ে হাড় ভেঙে দেব। যা এখান থেকে।

ভোলা। (নিকটে গিয়া, পূর্ণবাবুর দাড়ি ধরিয়া) আহা! বাছার মুখখানি কাঁদি কাঁদি শুকায়ে গ্যাছে! আহা, ল্যাংটা হয়ে যহন বেড়াতে, তহন ভোয়া ভোয়া করি আমারে কত ডাকতে, আমার কোল ছাড়ি কোথাও নড়তি চাতে না। তোমার ইস্ত্রী কি খাওয়ায়ে যে তোমারে গুণ করলে, তা বলতি পারি না।

পূর্ণ। আবার এখনো বক্‌চিস? পালা এখান থেকে। (মারিতে উদ্যত)

বিধু। থাক্ থাক্ আর বুড়ো মানুষকে মারলে কি হবে। যেতে দেও। বুড়ো পাগলের কথা ধরতে নেই।

ভোলা। তোমার ইস্ত্রী যে কি গুণ করলে, তা বলতি পারি না। আহা, সোনার চাঁদেরে যেন গোলাম করি রাখেছে। ছ্যাহ, ইস্ত্রী আর কুত্তরে নাই দ্যালেই ঘাড়ে চড়ে। স্বাধীনতা স্বাধীনতা করি যে, কি মন্ত্র তোমার কানে পড়িল, সেই অবধি তোমার ইস্ত্রী তাধিনতা তাধিনতা করি আপনিও যেহানে-সেহানে নাচি বেড়ায়, তোমারেও নাচায়।

পূর্ণ। চোপ রাও, ইউ ড্যাম ফুল, ফের যদি কথা কবি, তো এই তলবার দিয়ে—

তলবার উঠাইয়া ভয় প্রদর্শন

ভোলা। বাপ্‌পুই রে, মলাম রে !

[পলায়ন

পূর্ণ। আ, বাঁচা গেল, এমন ইম্‌পার্টিনেণ্ট চাকর তো দেখি নি।

বিধুমুখী। ও অনেক কেলে পুরাতন ভৃত্য, তোমাকে মানুষ করেছে, আর বিশেষ শ্বশুর মহাশয় মৃত্যুকালে বলে গিয়েছিলেন যে, চাকরটিকে কখনো ছাড়াবে না। এইজন্য ওকে কিছু বলি নে, অন্য ভৃত্য ওরকম বেয়াদবি করলে, তৎক্ষণাৎ আমি তাকে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিতেম।

পূর্ণ। আমাকে কোন্ কালে মানুষ করেছিল বলে কি ওর এইসকল বেয়াদবি আমাকে সহ্য করতে হবে ! তুমি তো ঐরকম নাই দিয়ে দিয়েই ওর বৃদ্ধি বাড়িয়েছ।

বিধুমুখী। তা তো বটেই।— যা হোক, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে ; আর কেন ? এসো এখন তোমার মাতায় একটু জল দিয়ে আনি, তা হলে নেশাটা একেবারে ছুটে যাবে।

পূর্ণ। (সচকিত হইয়া) নেশা ! মাইরি কোন্ শালার আর নেশা আছে।

বিধুমুখী। আবার দিব্বি করছ ? দিব্বি করা ভারি পাপ তা জান ?

পূর্ণ। (জিব কাটিয়া) এই (স্বগত) এর লেকচারের জ্বালায় আর বাঁচি নে। কোনো ছুতো করে এখান থেকে এখন পালাতে পারলে হয়।

বিধুমুখী। চুপ করে যে বসে রইলে ? ওঠো না।

পূর্ণ। (সভয়ে) এই যে উঠছি। (উঠিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে গমন) (স্বগত) তুমি এখন জল ঢালতে পার, ঘোল ঢালতে পার, যা খুশি

করতে পার। এখন তোমার একতারে আছি বাবা, আর একটু পরে শ্যামবাজারের কামিনীর কাছে যাব, সেখানে গেলে আর তোমাকে কি ভয়? সেখানে গেলে প্রাণটা জুড়োবে। [উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পূর্ণবাবুর বৈঠকখানা

আর্দ্রমস্তক পূর্ণবাবুকে লইয়া বিধুমুখীর প্রবেশ ও উভয়ের কোচে উপবেশন

পূর্ণ। আমার মদ খাওয়াটা অভ্যাস নাই; আজকের আমার বন্ধুরা ভারি অনুরোধ করে ধরলে, তাই একটু মুখে ঠেকিয়েছিলেম।

বিধুমুখী। (স্বগত) তা কেমন! (প্রকাশ্যে) যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। অনুতাপ তো করেছ; আর কেন? আর যেন কখনো খেয়ো না।

পূর্ণ। (স্বগত) অনুতাপ করিয়েই যে ছেড়ে দিলে, এই ঢের! (প্রকাশ্যে) আমি আবার মদ খাব, ইহজন্মে তো আর না। (কিঞ্চিৎকাল মৌন থাকিয়া হঠাৎ) হাঁ মাই ডিয়ার, তুমি উড়ে বেহারাদের কথা তখন কি বলছিলে? আমার তখন মাথা ঘুরছিল বলে বুঝতে পারি নি।

বিধুমুখী। আমি তখন বলছিলেম কি— যে তোমারই তো দোষ—

পূর্ণ। (সচকিত হইয়া স্বগত)— আবার কি দোষ ধরে? যত দোষ নন্দ ঘোষ।

বিধু। তোমার উড়ে বেহারাদের তুমি তো ছাড়াবে না। আজকের মন্দিরের সার্ভিস হয়ে টয়ে গেলে আমি বেরিয়ে পাল্কিতে উঠতে যাই, না দেখি, পাল্কিও নেই, বেহারাও নেই, কেউ কোথাও নেই। অন্ধকার রাত্রি, কি করি, এমন সময়ে আমাদের প্রচারক মহাশয় প্রেমনাথবাবু আমাকে এইরকম অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন যে এসো, আমি তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেব। আ! আমি তখন বাঁচলেম, তখন আমার মনে হল যেন প্রভু যীশুখ্রীস্ট স্বয়ং এসে আমাকে এই বিপদ-সাগর হতে উদ্ধার করলেন; তার পর তিনি সস্নেহভাবে আমার হস্ত ধারণ করে, আমাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন, তার পর "স্বর্গরাজ্য সন্নিকট" বলে আমার নিকট হতে বিদায় নলেন, আমিও ভক্তিভাবে তাঁর পদতলে প্রণাম করে বাটীর মধ্যে ঢুকলেম।

পূর্ণ। (স্বগত) অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ! সন্দেহ হচ্ছে, "অন্ধকার রাত্রি।" আবার হস্তধারণ করে (প্রকাশ্যে) কি বিপদ? ভারি খারাপ তো, বোধ হয়, উড়ে বেহারাদের তুমি কি বলে দিয়েছিলে, তা তারা বুঝতে পারে নি।

বিধুমুখী। খুব সম্ভব; উড়েগুণ যে বোকা! বিশেষ যে বেহারাগুণকে রেখেছ, তারা যদি বাঙ্গালার একটা কথা বুঝতে পারে, আর তোমার যেমন বাতিক, কতকগুলো উড়ে ম্যাড়া চাকর রেখেছ, কিছুই কথা বোঝা যায় না।

পূর্ণ। কিন্তু যা বল ডিয়ার— এ তোমাব স্বীকার করতে হবে যে উড়েদের মধ্যে যেমন পাল্কি বেহারা সরেশ হয়, এমন কোনো জেতে নয়।

বিধু। তার সন্দেহ কি! আর বিশেষ যার প্রতি মজে মন, কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম। (অভিমান ও স্থানান্তরে উপবেশন)

পূর্ণ। মাই ডিয়ার, বলতে কি, এ-সব বিষয়ে তোমারও দোষ আছে। তখন সেই ভোলা চাকরটা যেরকম করে বেয়াদবি করেছিল, তা তুমি কিছু না বলে, বরং তার পোষকতা করলে।

বিধু। ভোলা! অবশ্য আমি তার হয়ে বলব। তোমার কি? আমি যদি তার কথা সহ্য করতে পারি। সে কত দিনকার পুরনো চাকর, তা জান, তার কথা কি ধরতে আছে?

পূর্ণ। তা যেন হল— তাই বলে তার বেয়াদবি সহ্য করতে হবে?

বিধুমুখী। উড়ে বেহারাদের কিছু দোষ নেই, আর ভোলারই যত দোষ হল। আমি ভোলাকে অবশ্য রাখব, তোমার কি?

পূর্ণ। (স্বগত) আর পারা যায় না, এইবার একটু চটিয়ে দিয়ে শ্যামবাজারে যাবার ফিকির দেখা যাক, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বেশ, তুমি ভোলাকে রাখ, আমিও উড়ে বেহারাদের অবশ্য রাখব। (বিধুর হাই তুলন — পূর্ণ উঠিয়া বস্ত্র পরিবর্তন করত বিধুর নিকট গমন)

বিধুমুখী। (পূর্ণকে ধরিয়া) বুঝেছি! বুঝেছি! তোমার শ্যামবাজারের সেই লোকটির কাছে যাচ্ছ, সেখানে প্রায় তুমি তো রোজই যাচ্ছ, তবু কি তোমার আশ মেটে না?

পূর্ণ। একজন মানুষ মরছে, তাকে আমি দেখতে যাব না? এই কি তোমার ধর্ম হল, আর রোজ রোজ সেখানে কবে যেতে দেখলে ডিয়ার?

বিধু। (অভিমানভরে) তুমি এখনই সেখানে যাও। আর আমি ধরে রাখব না। পাপ করলে ঈশ্বরের কাছে তুমিই দায়ী হবে। আমার কি? আর বিশেষ তিন চারি বৎসর ধরে যে মেয়েমানুষের সঙ্গে ভাব, তাকে যে এখন তখন দেখতে ইচ্ছে হবে তাতেই বা আশ্চর্য কি?

পূর্ণ। (টুপি পুনর্বার টেবিলের উপর রাখিয়া ও বিধুর নিকট ঘেঁষিয়া বসিয়া) মাই ডিয়ার তুমি বেশ জানবে, যে আমি তোমা ভিন্ন আর কাকেও ভালোবাসি নে!

বিধু। তবে তোমার মতন ভয়ানক মিথ্যাবাদী আর দুনিয়ায় নেই। শ্যামবাজারের কামিনীর উপর তোমার যে আসক্তি ছিল, তা এমন-কি আমাদের বিয়ে হবার আগে লোকে বলাবলি করত। যা হোক্, আমি গত বিষয়ের জন্য ভাবি নে, এখন কেবল আমার এই মনে হয় যে আমাকে বিয়ে না করে যদি তাকে বিয়ে করতে, তা হলে তোমার পক্ষেও ভালো হত, তার পক্ষেও ভালো হত।

পূর্ণ। এরকম ভাবনা তোমার অনুচিত ডিয়ার; এসো এসো, আর কেন?

বিধু। কেন কেন? যাও না, তার কাছে যাও না। অমন সুন্দরীকে ফেলে তোমার কি এখানে থাকা উচিত? যাও না, মিছে কেন দেরি করছ?

পূর্ণ। তবে আমার উপর তোমাব বিশ্বাস নেই?

বিধু। (উঠিয়া) বিশ্বাস! আমি জেনে শুনে তোমার ফাঁদে পডতে চাই নে, এই আমার অপরাধ।

পূর্ণ। (উঠিয়া) ও! সন্দেহটা কি ভয়ানক জিনিস। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার ঐক্য হয় না ডিয়ার।— এই মনে কর না কেন, আমি যদি দেখতে পাই— একজন বেগানা লোক এসে তোমার পায়ে পড়ে আছে, তা হলে আমার হঠাৎ মনে কি হয়? আমার তো মনে আর কিছু হয় না— আমার মনে হয় বুঝি একজন মুচি এসে তোমার পায়ের জুতোর মাপ ।

বিধু। (হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া) হা হা হা! বেশ যা হোক!

পূর্ণ। না না ঠাট্টা নয়, বাস্তবিক আমার মনে কোনো কুসন্দেহ প্রায়ই উপস্থিত হয় না।

বিধু। (নিকটে গিয়া) দেখ! মেয়েমানুষকে ঘেঁটিও না। কখনো তোমার সন্দেহ হয় না?

পূর্ণ। কখনো না। আমার স্বভাবই ওরকম না, তা তুমি বললে কি হবে? তা কেন—সেদিন নাচ দেখতে গিয়েছি, আমি যে কাছে আছি, তা দেখতে পায় নি—একজন লোক আর-একজন লোকের কাছে বলছে যে, প্রেমবাবু সমস্ত দুপর বেলাটা বিধুমুখীর ওখানে কাটিয়ে এসেছে।

বিধু। যদিও বা তিনি আমার সঙ্গে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে থাকেন—তাতেই বা দোষটা কি? তিনি হচ্ছেন, আমাদের একজন প্রধান প্রচারক—গুরুলোক!

পূর্ণ। (তাড়াতাড়ি) তাই তো, আমিও তো তাই মনে করি। লোকে যেরকম প্রেমনাথবাবুর বর্ণনা করে—দেখতে সুশ্রী—বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা—তাতে অন্য লোকের ঐ কথা শুনলে হঠাৎ ভয় হতে পারে বটে—কিন্তু ঐ কথা যখন আমার কানে এল, তখন তো আমার কিছুই মনে হল না। এমন-কি যদি তুমি এই বিষয় আগে না পাড়তে, তা হলে আমি যে কিছু কথা শুনেছিলেম আমার তাও মনে আসত না!

বিধু। (উঠিয়া টেবিলের নিকট গমন) আহা! তাই তো গা, আমার উপর তোমার কি অটল প্রেম!

পূর্ণ। মাই ডিয়ার, এ তুমি বেশ জেনে রেখো যে, সন্দেহ করার চেয়ে পাগলামি আর জগতে কিছুই নেই। এই যে সন্দেহটা, যে প্রথমে সৃজন করেছিল, সে নিশ্চয় তার নিকট হতে ভালোবাসা পায় নি—না পেয়ে অন্যেরও ভালোবাসাতে যাতে বাগ্ড়া পড়ে, এই তার চেষ্টা হল!

বিধু। মুখে মধু—হৃদে ক্ষুর! যাও যাও, আর তোমাকে আমায় বোঝাতে হবে না।

পূর্ণ। বাস্তবিক আমার মনে কখনো সন্দেহ হয় না।

বিধু। যাও যাও, আর মিছে দেবি কর কেন? শ্যামবাজারে গিয়ে আমোদ করোগে।

পূর্ণ। তবে নিতান্তই দেখছি তুমি আমাকে তাড়াবে; আমি গেলেই যেন তুমি বাঁচ? (যাইতে যাইতে ঘড়ি খুলিয়া দর্শন) ও! অনেক রাত্রি

হয়েছে, রোগীটা মল কি বাঁচল, কিছুই বলতে পারি নে। এলেম বলে ডিয়ার -রাগ টাগ কোরো না।

[পূর্ণর পরে বিধুমুখীর প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পূর্ণবাবুর বৈঠকখানা

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধুমুখী। যা হোক্, এত যে জারি জুরি করলেন, এখন আমায় একবার দেখতে হবে যে, আমার উপর ওঁর বাস্তবিক সন্দেহ হয় কি না? এ গহনাগুণ এই টেবিলের উপর থাক। (ঘরে সংক্রমণ করিতে করিতে আয়নার নিকট গমন) বাস্তবিক কি আমি দেখতে এত খারাব, যে, আমাকে তাঁর মনে ধরে না। আঃ— পুরুষ জাতিটাই খারাব! সবাই সমান; রোসো! আজকের একটু সাজ গোজ্ করা যাক্, সারারাতটাই এইরকম করে কাটানো যাক্। শুধু উপদেশ দিয়ে আর কিছু হয় না।— গালে একটু আলতা দি, খোঁপায় এক ছড়া মালা দি, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করি! এই রকম না করলে আর মন পাওয়া যায় না। তিনি এতক্ষণে বেরিয়ে গেছেন কি না বলতে পারি নে (পুর্ণর ঘরের কাছে গিয়া কর্ণপাতা) কিছুই তো শোনা যায় না।

বাইরে যাইবার পথ খুঁজে না পাওয়ায় ঘুরে ফিরে এই ঘরে পুনরায় পেরুরামের প্রবেশ

পেরুরাম। সকল দরজাগুলোই বন্দ, এ বাড়িটা প্রকৃত গোলকধাঁধার মতো দেখছি; একবার ঢুকলে আর বেরোবার যো নেই। এই বাড়ি থেকে এত করে পলাবার চেষ্টা করছি, কিছুতেই তো পেরে উঠছি নে।— প্রথমে যে ঘরে এসেছিলেম, আবার দেখি সেই ঘরেই এসে পড়েছি!

বিধু। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যাই আমার ঘরে গিয়ে শুইগে। (গহনা লইবার নিমিত্ত টেবিলের দিকে গমন ও পেরুরামের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ) ওমা গো! (ভয়ে থমকিয়া দণ্ডায়মান)

পেরু। অ্যাঁ! (ভয়ে তটস্থ) মা ঠাক্‌রন! (স্বগত) বা! বা! কি চেহারা!

বিধুমুখী। (স্বগত) নিশ্চয় এ চোর— তাতে আবার আমি এখানে একলা। (টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে ধাবমান)

পেরুরাম। (বিধুর নিকটে গিয়া) আমি দেখছিলেম —

বিধুমুখী। (ভাঙা ভাঙা গলায়) এই নে বাপু— এই মুক্ত, এই হীরে, এইসব নে— কেবল আমাকে প্রাণে মারিস নে!

পেরুরাম। বেয়াদবি মাপ করবেন, আমাকে ঠিক ঠাওরাতে পারেন নি। (বুঝাইয়া বলিবার নিমিত্ত বিধুর নিকটে গমন)

বিধু। (রঙ্গস্থলের অপর পার্শ্বে দৌড়িয়া গিয়া) তোর পায়ে পড়ি বাপু —এইসব নে! তোর দলবল নিয়ে চলে যা! সব নে, আমাকে প্রাণে মারিস নে।

পেরুরাম। (অত্যন্ত ভীত হইয়া বিধুর পশ্চাতে গমন ও তাহাকে তার বাস্তবিক অবস্থা বুঝাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা) দলবল, মা ঠাক্‌রন? আমার দলবল নেই। আমি একলা, আমার কেউ নেই, আমি অতি দুঃখী বেচারা! পথ ভুলে এই বাড়িতে এসে পড়েছি!

বিধুমুখী। পথ ভুলে এই বাড়িতে এসে পড়েছ, তার মানে কি? কে তুই? কোথায় থাকিস্? এ রাত্রে কি সাহসে এখানে এলি?

পেরুরাম। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! ঠাক্‌রন, আমার বাড়িওয়ালার যত দোষ।

বিধু। তোমার বাড়িওয়ালা। (পেরুর অগ্রসর ও বিধুর পশ্চাদ্গমন)

পেরু। ঠাক্‌রন! আমি চোর নই, আমি যে নির্দোষী তার কি প্রমাণ দেব?

বিধু। যদি তুই—

পেরু। আমাকে যদি বলতে দেন, তা হলে আমি সব খুলে বলি।

বিধু। (স্বগত) লোকটা কিছু বোকা বোকা রকম দেখছি! এতে একটু সাহস হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বল্, দেখি কেমন করে এখানে এলি।

পেরু। পাল্কি চড়ে ঠাক্‌রন! বেশ পাল্কিখানি!

বিধুমুখী। পাল্কিতে?

পেরুরাম। মিরজাপুরের গির্জের সামনে একটা পাল্কি ছিল, সেই পাল্কিতে চড়ে এই বাড়িতে এসেছি।

বিধু। ও! আমার সেই পাল্কিতে? তুই কি রকমে তার ভিতর ঢুকলি?

পেরু। কেমন করে ঢুকলেম? (স্বগত) বেড়ে চেহারা! ঠিক সত্যিটা বলা হবে না— সব কথা খুলে বললে পাছে আমাকে নীচ ঠাওরায়। (প্রকাশ্যে) কোনো বিশেষ কারণ জন্য— কোনো বিশেষ লোকের হাত হতে আমায় এড়াতে হল—

বিধু। তার পর?

পেরু। নিবেদন করছি! আমাকে কথাটা সমস্ত বলতে দিন। তার পর সেই লোকটা আমার পিছনে পিছনে তাড়া করাতে পলাবার আর অন্য উপায় না দেখে— একটা পাল্কি সামনে পেয়েই, তার দরজাটা খুলে ফেললুম। তার পর পাল্কির মধ্যে ঢুকে মনে করলেম, আর-এক দিক দিয়ে নেবে পড়ব— না হঠাৎ বেয়ারাগুণ পাল্কির দরজা খোলবার শব্দ শুনতে পেয়ে, পাল্কিটা কাঁদে করে নিয়ে, বোঁ বোঁ করে দৌড়ল।— আমি এত বলি থাম্ থাম্, কিছুতেই থামল না।

বিধুমুখী। (হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া মুখে রুমাল প্রদান) হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি— কিরকম ব্যাপারটা হয়েছিল।

পেরুরাম। (স্বগত) বা! বেশ মেয়েমানুষ! এ বুঝেছে কিরকম ব্যাপারটা হয়েছিল! বা! চমৎকার মেয়েমানুষ!

বিধুমুখী। আঃ উড়েবেয়ারাগুণ—

পেরুরাম। উড়ে বটে, ঠিক্; আমিও তাই ঠাউরেছিলেম। (বিধুর কাছে যাইয়া) আমি চোর নই। এখন ঠাকুরন, ইচ্ছা হয় তো সব খুঁজে দেখুন— এই কাপড় ঝাড়া দিচ্ছি। (কাপড় ঝাড়া দিতে উদ্যত)

বিধুমুখী। (হাসিয়া) না না না আর কাপড় ঝাড়া দিতে হবে না— তুমি যা বলছ, তা আমি অবিশ্বাস করছি নে।

পেরুরাম। তবে ঠাকুরন, তা যদি হয়— আমার উপর আর কোনো সন্দেহ না থাকে যদি— (স্বগত) এমন সুখের আলাপ ভঙ্গ দিতেও ইচ্ছা হয় না। (ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) (প্রকাশ্যে) এখন বোধ হচ্ছে প্রায়

দুটো বাজে, আর থাকাটা ভালো হয় না— অনুগ্রহ করে যদি যাবার পথটা দেখিয়ে দেন।

বিধুমুখী। (ঘড়ির নিকটে গিয়া) দুটো বেজেছে; তাই তো, একজন চাকরকে তবে ডাকি; (চাকরকে ডাকিবার জন্য দ্বারের নিকট গমন ও কি ভাবিয়া পুনর্বার প্রত্যাবর্তন) চাকর এলেই বা মাথামুণ্ড তাকে কি বলব? তাই তো এ যে ভারি মুশকিল দেখছি! তুমি আমাকে ভারি বিপদে ফেললে! এই দুটো রাতে একাকী একজন বেগানা পুরুষের সঙ্গে রয়েছি, চাকরেরা দেখে কি মনে করবে; এ ভারি বিপদ বটে।

পেরুরাম। তবে ঠাক্‌রুন এমন একটা উপায় বলে দিন, যাতে করে আমি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, অথচ আমাকে কেউ দেখতে না পায়।

বিধুমুখী। আর তো কোনো উপায় দেখি নে, তবে যদি ঐ গবাক্ষ দিয়ে?—

পেরু। (না বুঝিতে পারায়) কি বললেন ঠাক্‌রুন? ক-ক-ক অক্ষ দিয়ে?

বিধুমুখী। (স্বগত) তোমার পেটে ক অক্ষর গো মাংসই বটে! (প্রকাশ্যে) না না না, আমি বলছি, এই গবাক্ষ অর্থাৎ জানলা দিয়ে যা এক পালাবার পথ আছে।

পেরু। জানলা? (জানলার কাছে গিয়া ভালো করিয়া নিরীক্ষণ ও জানলা খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টি) ও বাবা! যে উঁচু! এ আমার কর্ম নয়— শেষে কি জানটা খোয়াব?

বিধুমুখী। তবে আর উপায় নেই; আর এই তো দোতালা বৈ তো নয়; —এখান থেকে স্বচ্ছন্দে—

পেরু। (স্বগত) ও বাবা এ যে দেখছি পুরুষের ঘাড়ে হাগে! দোতালা বৈ তো নয়! (প্রকাশ্যে) গোলামকে মাপ করবেন, আমার লাফানোটা বড়ো এসে না; কিন্তু লম্ফটা শিখতে আত্যেন্তিক বাসনা আছে। এখন নাকি শুনতে পাই যে লাফাতে পারে, সেই ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পায়। আর যদি কোনো কর্ম না জোটে, ঠাক্‌রুন! তা হলে দেখছি, সেই এক কালে লাফাতে হবে।—

বিধুমুখী। এখন ম্যালা ফালতো বকলে কি হবে? হয় এই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ো, না হয় তো দেখছি ঐ বন্দকের গুলি খেয়ে প্রাণটা যাবে।

পেরু। বন্দুক? বাবারে! (স্বগত) যে মেয়েমানুষ, বলে কিনা "দোতালা বৈ তো নয়," তার অসাধ্য কিছুই নেই— (প্রকাশ্যে) মা ঠাকুরন! পায়ে পড়ি, আমাকে মেরো না! আমি তোমার পায়ের গোলাম।

বিধুমুখী। আমি মেয়েমানুষ, আমি তোমাকে মারতে যাচ্ছি নে— তবে কিনা আমার স্বামী ভারি—

পেরু। (স্বগত) ও বাবা! আবার স্বামী আছে নাকি?— (প্রকাশ্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সকাতরে) একটা পথ আমাকে দেখিয়ে দেও মাঠাকুরন! তোমার পায়ে পড়ি— আর এমন কর্ম কখনো করব না।

বিধুমুখী। ঐ গবাক্ষ ভিন্ন আর কোনো উপায় নেই।

পেরু। (নিরাশ হইয়া) আচ্ছা একবার চেষ্টা করে দেখা যাক্। (লম্ফ-ঝম্ফ) ও বাবা! প্রথমে লাফিয়ে জানলাটার উপর উঠতে হবে, তার পর আবার জানলা থেকে নীচে লাফিয়ে পডতে হবে; আমার কর্ম নয়; লাফিয়ে যদি জানলায় উঠতে যাই, তা হলে নিশ্চয় পড়ে যাব— আর জানলে মাঠাকরন! আমার একটা ভারি বদরোগ আছে, শরীরে আমার একটু ব্যথা সয় না; ভারি সুখী শরীর, যদি একটু কোথাও লাগে তা হলে আমি এমনি চীৎকার করে উঠব, যে, বাড়িশুদ্ধ লোক জেগে পড়বে।

বিধুমুখী। তা বটে, তবে শীঘ্র জানলাটা বন্দ করে দেও।

(পেরু জানলা বন্দ করিতে গিয়া অঙ্গুলি চিম্‌টিয়া যাওন ও ব্যথা প্রযুক্ত নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি ও চিৎকার করিতে উদ্যত)

বিধুমুখী। (পেরুর প্রতি) চুপ্ চুপ্! (স্বগত) এইবার দেখছি বাড়িশুদ্ধ জাগালে, আ! কি আপদেই পড়েছি! এ পাপকে কিরকম করে বিদায় করি? আর একটা কোনো উপায় ঠাওরানো যাক্। (সংক্রমণ ও চিন্তা করিতে করিতে) আর তো কোনো উপায় দেখি নে, তবে আমার স্বামীকে পষ্টাপষ্টি বলা যাক না কেন যে, এইরকম ঘটনা হয়েছে; সত্য কথাই ভালো। আর এতে কোনো ভয় নেই, কারণ তিনি আমাকে সারাদিনই বলেন যে, তাঁর কিছুমাত্র আমার উপর সন্দেহ হয় না। (পূর্ণবাবুর ঘরের দরজার কাছে গিয়া) ওগো! ওগো! (চিন্তা করিয়া) না না না না, একটা কথা মনে

পড়েছে। তখন আমাকে তিনি আমাদের প্রচারক মহাশয় প্রেমনাথবাবুর কথা বলেছিলেন— ভালো একেই প্রেমবাবু বলে চালালে হয় না? হাঁ হাঁ এই বেশ কথা। (পেরুরামকে নিরীক্ষণ)

পেরু। (স্বগত হাই তুলিয়া) আজ অদৃষ্টে কি আছে, বলা যায় না;— *গণৎকার বেটার মুখে আগুন। এত কর্মভোগও ছিল! প্রায় তো আড়াইটে* হয়েছে, আ! এতক্ষণ কামিনীর বাড়িতে দিব্যি করে নিদ্রা যেতেম!

বিধুমুখী। (স্বগত) তিনি যে বড়ো বলেন, তাঁর মোটেই সন্দেহ হয় না। ভালো, তাঁকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কেমন তাঁর সন্দেহ হয় না, (প্রকাশ্যে পেরুরামের প্রতি) দেখো, আমি একটা উপায় ঠাওরেছি।

পেরু। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) ঠাওরেছেন? বেশ, কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে? (যাইবার পথ অন্বেষণ)

বিধুমুখী। (একটা চৌকি দেখাইয়া) না না না, এইখানে বোসো!— এই চৌকিতে।

পেরু। (আশ্চর্য হইয়া) এইখানে বসব?

বিধুমুখী। হাঁ! (বিধুর কোচে উপবেশন ও পেরুরামের চৌকিতে আলগোচে আড়ষ্ট হইয়া উপবেশন) পূর্বে তুমি কি কাজ কত্তে?

পেরু। ও ঠাক্‌রন, এককালে আমি মস্ত কাজ করেছি— আফিসের কেরানী ছিলেম।

বিধুমুখী। আমার একজন সরকার চাই, বোধ করি, তুমি সরকারের কর্ম করতে পারবে?

পেরু। সরকার?

বিধুমুখী। মাসে আড়াই টাকা আর খাওয়া-পরা।

পেরু। (উঠিয়া) মাসে আড়াই টাকা। আবার খাওয়া-পরা। আমার এই ঢের! আজকালের বাজারে এই বা পায় কে? কত বি. এ. এম. এ. কাজের জন্য হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছে!

বিধুমুখী। তবে তুমি এতে রাজি হলে?

পেরু। (পুনরুপবেশন করিয়া) তাতে আর সন্দেহ নেই।

বিধুমুখী। তবে তো একরকম সমস্তই ঠিক হল— তোমার এখন নামটা জানতে হবে যে?

পেরু। (উঠিয়া জোড় হস্তে বিনীতভাবে) আজ্ঞে, আমার নাম পেরুরাম।

বিধুমুখী। (হাসিয়া) ওকি বিচ্ছিরি নাম? ওনাম বদলালে তোমার কোনো ক্ষতি আছে?

পেরু। আজ্ঞে কিছুমাত্র না। নামে কি এসে যায়? আপনি গোলামকে যা আজ্ঞা করবেন, তাতেই রাজি আছি!

বিধুমুখী। প্রেমনাথ কেমন নাম?

পেরু। প্রেমনাথ। বা! এমন সরেশ নাম তো আমি কখনো শুনি নি।

বিধুমুখী। তবে ঐ নাম তোমার হল। (বিধু উঠিল, পেরুও উঠিয়া অন্যমনস্ক হইয়া "আড়াই টাকা" ইত্যাদি অঙ্গুলিতে গণনা। ইতিপূর্বে বিধুমুখী তাঁর স্বামীকে তাঁর নিজ কামরায় আসিয়া অলক্ষিতভাবে শুইতে দেখিয়া তাঁর মনে সন্দেহ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে পেরুরামকে লক্ষ্য করিয়া) প্রেমনাথবাবু! ও প্রেমনাথবাবু! কিঞ্চিৎ জলযোগ করবেন?

পেরু। (প্রথমে অন্যমনস্ক প্রযুক্ত শুনিতে না পাওয়ায়) আজ্ঞে! গোলামকে বলছেন? জলযোগ? জলযোগটা হলে ভালো হয় বটে! ক্ষুধাটাও আত্যেন্তিক প্রবল হয়েছে! (স্বগত) আর পেটে খেলে তো পিঠেও সয়। এখন জানলা থেকে পড়তে হয়, কি স্বামী বেটার বন্দুকেই মারা পড়তে হয়, তার তো কিছুই ঠিক নেই।

বিধুমুখী। (স্বগত) আমার স্বামী ঘরে এসে আস্তে আস্তে শুয়েছেন, তা আমি টের পেয়েছি! এত চেঁচিয়ে প্রেমনাথবাবু প্রেমনাথবাবু করে ডাকছি, তবু যে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ হচ্ছে না? রোসো, ভোলাকে এর জন্য জলখাবার আনতে বলে দি। ভোলা! ভোলা!

ঘুমের ঘোরে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে ভোলার প্রবেশ

ভোলা। ঠারন, আমায় ডায়েছেন?

বিধুমুখী। ভোলা!

ভোলা। ঠারন।

বিধুমুখী। কিছু জলখাবার নিয়ে এসো তো!

ভোলা। আজ্ঞে! (পেরুরামকে দেখিয়া অবাক হইয়া কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান) (স্বগত) এ রাত্তির ব্যালা আবার একটা কারে জোটায়ে

আনেছে! আমার বাবুরে যে কি গুণ করেছে, তা বলতে পারি নে— সে খ্যাহেও খ্যাহবে না— শোনেও শোনবে না।

বিধুমুখী। জলখাবার নিয়ে এসোগে না! আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

ভোলা। এই যাই।

[ত্যক্ত হইয়া ভোলার প্রস্থান

পেরু। (স্বগত) আ! এখন খেয়ে বাঁচব— সমস্ত দিনটা আজ পেটে অন্ন পড়ে নি! (পূর্ণবাবু এই সময়ে দ্বারের নিকট আগমন ও পেরুরামকে দেখিয়া থমকিয়া দণ্ডায়মান— পরে মশারির পিছনে লুক্কায়িত হইলেন)—

বিধুমুখী। (পূর্ণকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে স্বগত) এই যে, উনি আড়াল থেকে শুনছেন! (চৌকিতে বসিতে পেরুকে ইশারা ও আপনিও কৌচে উপবেশন। পেরুর প্রেমে বিধুমুখী পড়িয়াছে মনে করিয়া পেরুর নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী), এইবার খুব চেঁচিয়ে এর সঙ্গে কথা কওয়া যাক (প্রকাশ্যে) প্রেমবাবু! সেদিন মন্দিরে ভাগ্যি তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

পেরু। (কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বগত) মন্দিরে আবার এর সঙ্গে কোথায় দেখা হল? কালীঘাটের মন্দিরে এ সেদিন গিয়েছিল নাকি?

বিধুমুখী। যা হোক্, এখন ধর্মপ্রচারটা কেমন চলছে?

পেরু। (কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বগত) ও! ধর্মতলার বাজারের কথা বুঝি বলছে। (প্রকাশ্যে) ধর্মতলার বাজার এখন খুব গুলজার।

বিধুমুখী। (স্বগত) না না, এ-সব বিষয়ে আর এর সঙ্গে কথা কয়ে কাজ নেই-- যদি এক চুপ করে থাকে, তা হলে না হয় ওকে আমাদের প্রচারক প্রেমনাথবাবু বলে একরকম দাঁড় করাতে পারি। কিন্তু এ যে-রকম উত্তর দিচ্ছে, তা শুনে পাছে তিনি আর কিছু ঠাওরান। যাতে তাঁর মনে সন্দেহ হয়, এমন কোনো কথাবার্তা কওয়া যাক্ (প্রকাশ্যে) ভারতাশ্রম, কি চমৎকার জায়গা! সেখানে বেশ দুজনে সুখে থাকা যাবে।

পেরু। (আশ্চর্য হইয়া) ভারতবর্ষ চমৎকার জায়গা। আমি সেখানে একবার গিয়েছিলেম— ও কথা বলবেন না— অমন জায়গা আর দ্বিতীয় নেই।

বিধুমুখী। মিষ্টালাপে সময়টা কেমন সুখে অতিবাহিত হয়!

পেরুরাম। (কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বগত)— ও! মিষ্টান্নের কথা

বলছে বুঝি! এখন যে মিষ্টান্ন এলে হয়— পেটটা ক্ষিদেতে চোঁ চোঁ কচ্ছে।

বিধুমুখী। আচ্ছা, একটা ব্রহ্মসঙ্গীত গাও দেখি?

পেরুরাম। (স্বগত) বাঃ? মেয়েমানুষটা খুব রসিক দেখছি, আবার গাইতে বলে! আচ্ছা, একটা গাচ্ছি।

গান। সিন্ধু-ভৈরবী

প্রাণ তুমি কার হবে আমি যদি মুদি আঁখি।
অকৃতী সন্তান ব'লে আমারে দিও না ফাঁকি॥

বিধুমুখী। (লজ্জিত হইয়া) থাক, থাক, আর কাজ নেই।

পেরুরাম। (স্বগত) ও! বুঝিছি, শ্যামা-বিষয়ক গান বলে এর মনে ধরল না। মেয়েমানুষটা খুব রসিক না কি, তাই একটা রসের গান শুনতে চায়। (প্রকাশ্যে) আর একটা ভালো দেখে গাব?

বিধুমুখী। আচ্ছা, এবার একটা ভালো গান গাও।

পেরুরাম। আচ্ছা—

ভৈরবী

ও কালাচাঁদ বাতাস কর গরমিতে মরি,
গরমিতে মরি কালাচাঁদ গরমিতে মরি।

বিধু। থাক্ থাক্— আর কাজ নেই (পুর্ণর মশারি নড়িতে দেখিয়া —স্বগত) এইবার বোধ হচ্ছে, ওঁর মনটা একটু চঞ্চল হয়েছে। যা হোক, আমিও তো আর হাসি রাখতে পারছি নে। (প্রকাশ্যে পেরুর প্রতি) আমি চাকরটাকে জলযোগের তাড়া দিয়ে আসি— আমি এলেম বলে।

পেরুরাম। আঃ! তা আর আমার কাছে বলতে হবে না, এ তো ঘরের কথা।

বিধু। আমি এলেম বলে। (স্বগত) একটু হেসে আসিগে; দমটা ফেটে যাচ্ছে।

[বিধুমুখীর প্রস্থান

পেরুরাম। খাসা মেয়েমানুষ বটে। কেবল ভারতবর্ষের কথা আর ধর্মতলার বাজারের কথা কেন বললে। আমি কিছুই বুঝতে পারলেম না। (পেরুর কৌচে আয়েস করিয়া উপবেশন)

ম্লান ও ব্যাকুলভাবে পূর্ণবাবুর প্রবেশ

পূর্ণ। (স্বগত) এ দেখছি বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি! যা হোক, যতদূর স্থিরভাবে থাকতে পারি, তার চেষ্টা করতে হবে।

পেরু। (সম্মুখে পূর্ণবাবুকে দণ্ডায়মান দেখিয়া) আরে মর্, এ বেটা আবার কে এল? (উত্থান)

পূর্ণ। আমি।

পেরু। আমি? আমি কে?

পূর্ণ। তুই বেটা আমার জায়গায় কি করে এসে ভর্তি হলি?

পেরু। (স্বগত) ওঁর জায়গাই বটে! ও, বুঝেছি, এ বেটা এ বাড়ির পুরনো সরকার— যার জায়গায় ঠাকরুণ আমাকে বাহাল করেছেন— এ নিশ্চয় সেই বেটা!

পূর্ণ। আমার কথার উত্তর দিচ্ছিস নে যে বড়ো?

পেরু। যা যা। তোর আপনার চরকায় তেল দিগে যা! আমাকে ত্যক্ত করতে এসেছে!

জলখাবার লইয়া ভোলার প্রবেশ

পূর্ণ। (পেরুর প্রতি) হারামজাদা ভণ্ড কোথাকারে। দুপুর রাত্রে এখানে প্রচার করতে এসেছেন— প্রচার কববার আর জায়গা পেলেন না। (ভোলার প্রতি) এ সব কি?

ভোলা। জলখাবার।

পূর্ণ। আমার জন্যে?

ভোলা। এর জন্যে।

পূর্ণ। ওর জন্য জলখাবার! নিয়ে যা এখান থেকে।

ভোলা। ঠায়ন আমায় আনতি বললেন।

পূর্ণ। আমার কথা শুনছিস নে?

ভোলা। (আশ্চর্য হইয়া) অ্যাহন কাব কথা শুনি ম্যানে!

[অত্যন্ত চটিয়া ভোলার প্রস্থান

পেরু। আমার জন্য জলখাবার এল, উনি নিয়ে যেতে বলছেন! কি সুখ! আমার যদি তোর দশা হত, তা হলে তো আমি এত গুল্লি কত্তেম না।

ভোলা। একটা কর্ম থেকে ছেড়ে যাওয়া কষ্ট বটে; কিন্তু তোরই কি একলা কর্ম গেছে— পৃথিবীতে কি আর কারো কর্ম যায় নি, না যাবে না? তুই যদি এখন কর্মের যুগ্যি না হোস্, সে তো আর আমার দোষ না।

পূর্ণ। যুগ্যি না হোস! তার মানে কি রে বেটা?

পেরু। মানে! মানে এই যে, গিন্নী তোকে আর পছন্দ করে না। মানে আবার কি হবে? মেয়েমানুষের মন তো জানিস— কার প্রতি কখন সদয় হয়, তার কি কিছু ঠিকানা আছে? আবার দিন কতক পরে আমার উপরেও ঐরকম হতে বা আটক কি?

পূর্ণ। তুই মনে করিস্ নে, আমি এইসকল কথা সহ্য করে থাকব।

পেরু। আরে বাপু— তুই করবি কি? আর কি কোনো চারা আছে। মাইনেটা হাতে চুকিয়ে দিলেই ধির্ ধির্ করে চলে যেতে হবে!

পূর্ণ। এ বেটা পাগল না কি?

পেরু। তা বলবার যো নেই বাবা! পাগল হলে গিন্নীর মনে ধরত না!

পূর্ণ। আরে ন্যাকাম রেখে দ্যাও! ছোটোলোকের মতো কথাগুলো ছেড়ে দ্যাও! ওতে আমি ভুলি নে! ইদিকে, প্রচার করবার সময় কেমন মস্ত মস্ত সংস্কৃত কথা! আবার এখন ন্যাকাম দেখ না! (স্বগত) এ নিশ্চয় সেই প্রেমনাথবাবু— আমি তখন আড়াল থেকে শুনছিলেম, কি প্রচারের কথা হচ্ছিল।

পেরু। ওরে বেটা, আমি ছোটোলোকের মতো কথা কচ্ছি! তুই বেটা ছোটোলোক।

পূর্ণ। কি বলব, আমার হাতে এখন চাবুক নেই, না হলে তোকে একবার দেখিয়ে দিতেম!

পেরু। (ভয়ে স্থানান্তরে উঠিয়া বসিয়া) চাবুক নেই ভালোই হয়েছে! কথায়-কথায় হচ্ছিল, আবার হাতাহাতি কেন বাবা?

পূর্ণ কট্ কট্ করিয়া পেরুর প্রতি নিরীক্ষণ

পূর্ণ। তুই বেটা ভারি ভীতু!

পেরু। তা বটেই তো! ভীতু! আমি শুধু শুধু এই রাত্রে চাবুক খেয়ে মরি আর কি, তোর যেরকম গরম মেজাজ দেখছি বাবা, তাতে যে গিন্নীর কাছে এতদিনও টিকে ছিলি, এই তোর পরম ভাগ্যি বলতে হবে।

পূর্ণ। চুপ রও! ফের যদি একটা কথা কবি তো দেখতে পাবি! বেরো এ ঘর থেকে! তোর কথা আমি অনেকক্ষণ সহ্য করেছি, বেরো হারামজাদা!
(পেরু টেবিলের চতুর্দিকে ধাবমান ও পূর্ণ তাহাকে ধরিবার চেষ্টা)

পেরু। ওঁর ভারি সুখ! "ঘর থেকে বেরো"! (দৌড়িয়া রঙ্গভূমির অপর পার্শ্বে পলায়ন) আর এক ঘণ্টা আগে যদি বেরোতে বলতিস্, তা হলে আমি বত্তিয়ে যেতেম— এখন ওর জায়গায় জুত করে বসি নিয়েছি— এখন বলে কিনা "বেরো" (পূর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ঘরের প্রবেশ-দ্বারের নিকট গমন ও দ্বার-উদ্ঘাটন— পেরু ধাবমান)

পূর্ণ। এই শেষবার বলছি, বেরো ঘর থেকে, না হলে জোর করে ঐ জানলা দিয়ে বাহিরে ফেলে দেব।

পেরু। (স্বগত) এও যে আবার জানলা দিয়ে বেরুতে বলে! এ বাড়ির সকলেরই এই একটা বাতিক আছে না কি?

পূর্ণ। (পেরুর নিকটে গিয়া) আমার কথা শুনছিস? (তলবাব লইয়া আক্রমণ)

পেরু। ও বাবা! এ দেখি ঠাট্টা না। (চিৎকার) মাল্লে রে! মাল্লে রে! পুলিস্‌ম্যান! চৌকিদার! চোর! চোর! গেলুম রে! গেলুম রে!

পূর্ণর নিকট হইতে পলায়ন চেষ্টা— পূর্ণ পশ্চাতে ধাবমান— পেরুর চৌকি বাধিয়া পতন —ও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পলায়ন চেষ্টা, বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধুমুখী। এ-সব কি? কি ভয়ানক শব্দ!

পূর্ণ। বেশ সময়ে এসেচ! এখন অনুগ্রহ করে বল দেখি একবার, এইসকল ব্যাপারের মানে কি? এই ব্যক্তি এই বাড়িতে কি করে এল? এ ব্যক্তির সঙ্গে যেরূপ মিষ্টালাপ হচ্ছিল, তাও আমি সব শুনেছি!

বিধুমুখী। ছি ছি ছি! এমন কর্মও করে? দরজার আড়াল থেকে দেখছি তবে সব কথাই শুনেছ!

পেরু। (নিকটে আসিয়া) এ ভারি অন্যায়।

পূর্ণ। চোপরাও হারামজাদা, না হলে এই তলবার দিয়ে তোব মুণ্ডু দুখানা করে ফেলব।

পেরু। (সরিয়া গিয়া) লোকটা ভারি বদরাগী দেখছি!

বিধুমুখী। (পূর্ণর প্রতি) যদি তুমি সব শুনেই থাক, তা হলে অধিক কিছু

আর আমার বলবার নেই ; বোধ হয় তা হলে তুমি এতক্ষণে জানতে পেরেছ যে এই লোকটিকে আমি সরকার রেখেছি।

পূর্ণ। এখন তোমার ঠাট্টা মস্কারাম রেখে দ্যাও ; যেরকম ব্যাপার দেখেছি তাতে তো আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

বিধুমুখী। সন্দেহ! সন্দেহের মানে কি বল দেখি ?

পূর্ণ। সন্দেহের মানে কি, আপনি মনে বুঝে দেখ না।

বিধুমুখী। তবে দেখছি আমার উপর তোমার একটা জঘন্য সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে ?

পেরু। ও বেটার সঙ্গে আবার শিষ্টাচার কি ? আমি যদি হতুম, তো এখনি ওকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতুম।

পূর্ণর পুনর্বার পেরুর প্রতি আক্রমণ

বিধুমুখী। (পূর্ণর প্রতি) যে রকম তোমার ব্যবহার দেখছি— আজকের অবধি তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হল।

পূর্ণ। বেশ তো! আমারও তাই ইচ্ছে! আজকে থেকে ছাড়াছাড়ি হল, আর এখন ডাইভোর্সেরও আইন হয়েছে, তোমার টাকাকড়ি তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েই আমি স্বচ্ছন্দে চলে যাব।

বিধুমুখী। কালই আমি বাপের বাড়ি যাব-- আর সেখানে যদি বাপমায়ে না নেয়, তা হলে আমাদের ভারতাশ্রম হোটেলে গিয়ে বাস কবব।

পূর্ণ। আমিও কালকে থেকে উইলসনের হোটেলে গিয়ে থাকব।

[ক্রোধভরে পূর্ণ ও বিধুমুখীর প্রস্থান

পেরুরাম। দুজনেই চলে গেছে, আমিও আমার পথ দেখি। ও বেটা যে-রকম গোঁয়ার লোক দেখছি-- আবার কখন ঠুকে টুকে দেবে। গিন্নী এরকম মানুষকে যে ছাড়িয়ে দেবে, তাতে আর আশ্চর্য কি ? (হুড়াহুড়িতে একটা বোদাম ছিঁড়িয়া ইতিপুর্বে পড়ায় তাহা টেবিলের নীচে অন্বেষণ)

পূর্ণর পুনঃপ্রবেশ

পেরু। (টেবিলের নীচে হইতে উঠিবার সময় পূর্ণকে সম্মুখে দর্শন)

পূর্ণ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) আজ যেরকম ব্যাপার ঘটেছে, তাতে আর এ কলঙ্ক কিসে যাবে ?— এই তলবার দিয়ে—

পেরু। (ভয়ে) ও বাবা রে! আমাকে মারিস নে বাবা! তোর পায়ে পড়ি বাবা! তোর কর্ম তোকে ছেড়ে দিচ্ছি বাবা!

পূর্ণ। প্রেমবাবু! এই কি তোমার ধর্ম? এই কি তোমার প্রচার? "পরিবার বন্ধন" "পরিবার বন্ধন" "পরিবারের মধ্যে শান্তি" এইরকম কতকগুলি কথা ক্রমাগত মুখে মুখে বলে বেড়াও, আর তুমি নিজে কিনা এইরকম করে একজন ভদ্রলোকের পরিবারের শান্তি ভঙ্গ কত্তে এস, এখন আবার ধরা পড়ে পাগলের মতো আপনাকে দেখাতে চেষ্টা করছ?— তোমাকে আমি এর সমুচিত শাস্তি দেব। (তলবার হস্তে আক্রমণ ও পেরু ভয়ে কম্পমান)

পেরু। আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে বাবা! আমি নিজে হতে এখানে আসি নি বাবা! এ বাড়ির পাল্কিবেহারারা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

পূর্ণ। তবে তো আরো ভালো দেখছি; আবার পাল্কিবেহারাদের ঘুষ দেওয়া হয়েছে, আর কথা না— (তলবার দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত) বাবু পূর্ণচন্দ্রকে যে অপমান করে, তার আর নিস্তার নেই। (পেরু পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে পূর্ণবাবুর নাম শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল)

পেরু। আপনি কি পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। তবে দেখছি, তুমি আমার নামও জানতে।

পেরু। না, আমি তা জানতেম না। আমি মনে করেছিলেম, আপনি এ বাড়ির সরকার।

পূর্ণ। (আশ্চর্য হইয়া) তার মানে কি? বল দেখি ব্যাপারটা কি?

পেরু। আপনার নাম পূর্ণবাবু! আপনি যে আমার মুরুব্বি। আমি মহাশয়ের কাছে কত বেয়াদবি করেছি, তা বলতে পারি নে। অনুকূলবাবু আমার বিষয় মহাশয়ের কাছে সুপারিশ করেছেন! আমার নাম পেরুরাম!

পূর্ণ। পেরুরাম।

পেরু। অনুকূলবাবু আপনাকে একটা পত্র দিয়েছিলেন— ঐ পত্রখানা মহাশয়ের কাছে কালকের আমার নিয়ে যাবার কথা। (পত্র প্রদান)

পূর্ণ। (পত্র পাঠ) "প্রিয় পূর্ণবাবু! এই পত্রবাহককে কোনো একটা কর্ম প্রদান করিলে বাধিত হব। ব্যক্তিটা নিতান্ত বোকা, কিন্তু আসলে লোক মন্দ নয়।"

পেরুরাম। (তাড়াতাড়ি) তিনি তোমাকে বেশ চেনেন— এই আমার সার্টিফিকেট। (পূর্ণবাবুকে প্রদান)

পূর্ণ। তবে "প্রেমবাবু" নাম তোমার কি করে এল ?

পেরু। আ! রাম রাম রাম রাম! আমি কি আমার নাম প্রেমবাবু রেখেছি! এ বাড়ির গিন্নী ঠাকরন আমাকে ঐ নাম দিয়েছিলেন! প্রথমে যখন তিনি আমাকে এখানে দেখেছিলেন, তখন তিনি আমাকে চোর ঠাওরেছিলেন— তার পরে তিনি আমাকে তাঁর সরকার রাখলেন; তার পর তিনি এতদূর আমার উপর সদয় হয়েছিলেন যে, আমাকে জলযোগ করতে পর্যন্ত অনুরোধ কললেন— যা হউক, সে জলযোগ আমার অদৃষ্টে নাই।

পূর্ণ। (স্বগত) এতক্ষণে আমি মোদ্দাখানা বুঝতে পাললেম! বিধুমুখী আমাকে নিয়ে রঙ্গ কচ্ছিলেন।

পেরুরাম। গিন্নী আমাকে যে কর্ম দিয়েছেন, তাতে যদি অনুগ্রহ করে আমাকে বাহাল রাখেন।

পূর্ণ। আচ্ছা, তা পরে বিবেচনা করা যাবে। (অগ্রে গমন)

পেরু। (পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করত) তা হলে চিরকাল মহাশয়ের পায়ের ছুঁচ হয়ে থাকব!

পূর্ণ। (স্বগত) আচ্ছা ডিয়াব! আজকে তুমি বড়ো এক হাত আমার উপর নিয়েছ! এইবার আমার পালা! রোসো, তোমাকে একটু ভয় দেখাই! একটা মতলব ঠাওরেছি। (চিন্তা করিয়া) বিধুমুখীর কামরার জানলা দিয়ে, আমাদের বাড়ির বাগান বেশ দেখা যায়। (প্রকাশ্যে পেরুরামের প্রতি) পেরুরাম, তোমাকে সেই কর্মে বাহাল রাখব— কিন্তু তোমার একটি কাজ করতে হবে।

পেরু। গোলাম তো হাজির আছে— যা আজ্ঞে করবেন।

পূর্ণ। এই দুটো তলবার ন্যাও, নীচে বাগানে গিয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

পেরু। অ্যাঁ! যুদ্ধ! (দুহাত পিছনে সরিয়া দণ্ডায়মান)

পূর্ণ। সত্যিকের যুদ্ধ নয়; যেন আমরা দুজনে যুদ্ধ কচ্ছি, এইরকম আমি দেখাতে চাই।

পেরু। আর বলতে হবে না। আমি বুঝেছি। কিন্তু মিথ্যা যুদ্ধ করতে গিয়ে কার কোথায় আবার দৈবাৎ লেগে যাবে! আর বিশেষ, তখন যুদ্ধ কচ্ছি, এইটে দেখানো নিয়ে বিষয়, তখন দুজনে যাবার আবশ্যক কি? আমি একলা সেখানে গিয়ে অস্ত্রগুণ ঝন্ ঝন্ কললেই তো হল?

পূর্ণ। (হাসিয়া) আচ্ছা, তাই ভালো; আর এখন অন্ধকারে স্পষ্ট কিছুই দেখা যাবে না? আচ্ছা, তুমি একলাই যাও, আমিও তা হলে কি হচ্ছে, তা সব এখান থেকে দেখতে পাব। (দ্বার উদ্‌ঘাটন) এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাও— নেমে গিয়ে, বাঁ হাতি একটা দরজা দিয়ে বাগানে যাওয়া যায়।

পেরু। আচ্ছা।

[তলবার লইয়া পেরুর প্রস্থান

পূর্ণ। (স্বগত) বিধুমুখী আজকে যা হোক আমাকে বড়ো ঠকানটা ঠকিয়েছিল— এখন দেখি, আমি তাকে ঠকাতে পারি কি না! (বিধুমুখীর ঘরের দরজার নিকট গমন ও দ্বারের ছিদ্র দিয়া দর্শন) এই যে এই দিক দিয়েই আসছে!

অন্য দ্বারের পর্দার আড়ালে লুক্কায়িত হইলেন ও যখন বিধুমুখী প্রবেশ করিল তখন ঐ দ্বার দিয়া অলক্ষিত ভাবে পলায়ন

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। তারা গেল কোথা? বোধ হয়, এতক্ষণে পেরুরামের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আসল বৃত্তান্তটা টের পেয়েছেন। আর যে তাঁর মনে কখনো সন্দেহ হয় না, সে গুমরটাও বোধ হয় এতক্ষণে ভেঙেছে! কিন্তু কোথায় তিনি?— রাগ তো করেন নি, যদি রাগই বা করে থাকেন, তা হলে আমাকে এসে ধমকাচ্ছেন না কেন? যা হোক, আমার ভয় হচ্ছে! কেন আমি মরতে তাঁর সঙ্গে রঙ্গ করতে গিয়েছিলেম? তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হলে সমস্ত বৃত্তান্তটা বুঝিয়ে বলি।

পূর্ণ। (নেপথ্য হইতে ভাণ করিয়া বিকট চিৎকার) হা! বিধুমুখী।

পেরুরাম। (নেপথ্যে) সামাল সামাল। (তলবারে তলবারে ঝন্‌ঝনি শব্দকরণ)

বিধু। বাগানে কার গলা শুনতে পাই? (জানলার কাছে গিয়া— তলবারের ঝন্‌ঝনি শব্দ শ্রবণ)

পেরু। (নেপথ্য হইতে) মার্ বেটাকে, মার্ বেটাকে।

বিধুমুখী। ও মা কালী, রক্ষা করো, কি ভয়ানক শব্দ! (জানলা খুলিয়া দর্শন) বাহিরে অত্যন্ত অন্ধকার। তলবারের শব্দ! মারামারি হচ্ছে। আমারই নির্বুদ্ধিতার ফল! বাঁচা রে! বাঁচা রে! থাম, থাম।

কৌচে মূর্ছা হইয়া পতন ও পূর্ণবাবুর তাহার নিকট দৌড়িয়া আগমন

পূর্ণ। (ব্যস্ত হইয়া) ও কি মাই ডিয়ার! ও কিছুই নয়—আমি তামাশা কচ্ছিলেম। মূর্ছা গেছে দেখছি— কে আছিস ওখানে? এ দিকে আয় রে! কি পাগলামিই করেছি।

তলবার লইয়া পেরুরামের প্রবেশ

পেরু। (হাসিতে হাসিতে) পূর্ণবাবু! এখন মনের মতো হয়েছে তো? আমি খুব যুদ্ধ করে এসেছি।

পূর্ণ। (ভয়ে ব্যস্ত হইয়া) বেশি মাত্রা হয়ে গেছে। এইখানে তুমি একটু দাঁড়াও। আমি স্মেলিং সল্ট নিয়ে আসি।

[পূর্ণবাবুর প্রস্থান

বিধু। (চেতন পাইয়া) কে ও? নাথের গলার আওয়াজ শুনছিলেম না?

পেরু। (তাড়াতাড়ি) আমি ঠাকরন? আমি পেরুরাম।

বিধুমুখী। রে দুষ্ট নরাধম! তুই আমার প্রাণনাথকে হত্যা করিয়াছিস?

পেরু। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি না।

বিধুমুখী। যা হোক, তুই এখান থেকে পালাতে পারবি নে। (চিৎকার) ভোলা! ভোলা! খুন কললে! ডাকাত এসেছে!

পেরু। (স্বগত) বাবারে! কি ভয়ানক মূর্তি করেছে দেখো! আমিও এই সময়ে পালাই। **তলবার হস্তে পেরুরামের পলায়ন**

বিধুমুখী। ভোলা! ভোলা! খুন কললে! ডাকাত এসেছে!

ভোলা ও আর-একজন ভৃত্য আসিয়া পেরুর প্রতি আক্রমণ

বিধুমুখী চিৎকার করিতে করিতে দ্বারের নিকট গমন

এমন সময় পূর্ণ আসিয়া বিধুমুখীকে আলিঙ্গন

ভোলা ও আর-একজন ভৃত্য পেরুরামকে লইয়া প্রবেশ

পেরুরাম আড়ষ্ট ও ভয়ে কম্পমান

ভোলা। যহন ঠারন আমায় ডায়েলেন, তহন দ্যাকি কি না, এই বেটা যমকিঙ্করের মতো খাড়া হাতে বাগানের দিকি পলাতি যাচ্ছে! বুড়া হয়েছি বটে, তবু হাড়ে মজবুত আছি। শালা ডাকাতি কত্তি আয়েছেন। (গুঁতো প্রদান)

পেরু। ও বাবা রে! (পূর্ণবাবুকে দেখিতে পাইয়া) একি পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। (হাসিতে হাসিতে) ভোলা! ওকে ছেড়ে দে!

[ভোলা ও অন্য চাকরের প্রস্থান

পেরুরাম। (বস্ত্রাদি সামলাইয়া) রক্ষা কর! বাঁচালেম। বেটাদের পাচ মিনিট ধরে বোঝালেম— বলি— ঠাকরন আমাকে সরকার রেখেছেন, বেটারা কি কিছুতেই বুঝবে না?

বিধুমুখী। (স্বগত) বুঝেছি, উনি আমার সঙ্গে রঙ্গ কচ্ছিলেন— যা হোক, এ লোকটা বড়ো কষ্ট পেয়েছে— এর জন্য কিছু জলখাবার আনতে বলে দি। ভোলা!

ভোলা। ঠারন।

বিধুমুখী। জলখাবার নিয়ে এসো।

ভোলা। (না শুনিতে পাইয়া) কি বললেন?

বিধুমুখী। জলখাবার নিয়ে এসো!

ভোলা। এই যাই, (স্বগত) এ কি হচ্ছে, আমি তো এর কিছুই ব্যাওরা পাই না।

[ভোলার প্রস্থান

পূর্ণ। পেরুরাম! তুমি যে-সব কষ্ট আজ সহ্য করেছ—তার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে সরকারের পদেই বাহাল রাখলেম। আরো যদি তোমার কোনো উপকার করতে পারি, তাও বলো —

পেরু। (স্বগত) আর কি বলি? রোসো, সেই চিঠিটার কিছু সন্ধান বলে দিতে পারেন কি না দেখি, (প্রকাশ্যে) গোলামের উপর যদি এতই কৃপাদৃষ্টি হয়েছে— তা আমাকে যদি একটা সন্ধান বলে দিতে পারেন, তা হলে আমার বড়ো উপকার হয়। আর আমার কোনো প্রার্থনা নেই।

বিধুমুখী। আচ্ছা, বল না, কি শুনি?

পেরু। যদি বেয়াদবি মাপ করেন তো বলি। ঠাক্‌রন! আমার মতন হতভাগা লোক আর দুনিয়ায় নেই। কামিনী বলে একজন পরমাসুন্দরী মেয়েমানুষকে আমি ভালোবাসতেম; আমি ভাবতেম, সেও বুঝি আমাকে ভালোবাসে, কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখি, আর-একজন আমার জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। সেই লোকটা কে জানবার জন্য আমি ভারি অস্থির হয়েছি। আর কোনো চিহ্ন নেই, যা দেখে আমি তার সন্ধান পেতে পারি—

কেবল এই পত্রখানা আছে ;— এর উপরে একটা 'প' লেখ আছে ; এই চিহ্ন দেখে যদি কিছু আপনারা সন্ধান বলে দিতে পারেন !

বিধুমুখী। (স্বগত) এ লোকটা নিতান্ত বোকা দেখছি, এর সন্ধান আবার আমাদের জিজ্ঞাসা করতে এসেছে। ওঁর ভালোবাসার কে আর-একজন ভালোবাসা আছে, তার সন্ধান কিনা ওঁকে আমাদের বলে দিতে হবে। যা হোক্, কি বলে, শুনাই যাক না কেন।

পুর্ণ। (আপনার হস্তের লিপি চিনিতে পারিয়া স্বগত) কামিনীর সঙ্গে আবার এ বেটার ও ভাব আছে নাকি ? কামিনীকে যে পত্র লিখেছিলেম— এ বেটা কোথা থেকে কুড়িয়ে পেলে ? এখন ভালোয় ভালোয় ফাঁড়াটা উতরে গেলে বাঁচি। এ বেটা চিঠিখানা বিধুমুখীর হাতে না দিলে বাঁচি। রোস ! আগু থাকতে ওর কাছ থেকে পত্রখানা চেয়ে নি।

পুর্ণ। (পেরুর প্রতি) পত্রখানা দেখি।

পেরু। এই নিন। (পত্র প্রদান)

(পুর্ণ যেমন এহ পত্র গ্রহণ করিবে, এমন সময় বিধুমুখী তাঁর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন)

বিধুমুখী। (উঠিয়া) এ 'প' চিহ্ন আমি বেশ জানি ; (পুর্ণর প্রতি) এ যে তোমার মোহর দেখছি !

পুর্ণ। (স্বগত পেরুর প্রতি) দূর বোকা ! তুই বেটা আমাকে মজালি !

পেরু। (স্বগত) অ্যাঁ ? কি ? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে ; অতবড়ো মস্ত লোক পুর্ণবাবু যে কাঙালের ধন চুরি করবে, এ তো দেখলেও বিশ্বাস হয় না।

বিধু। (পুর্ণর প্রতি) হাতের লেখাও দেখছি তোমার। (পাঠ) "প্রেয়সী কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে"— প ;—সংক্ষেপ বটে ; কিন্তু অর্থপুর্ণ !

পুর্ণ। মাই ডিয়ার, এই চিঠি—

বিধু। অনেক দিনের চিঠি বলছ ? কিন্তু চিঠির তারিখটা দেখ দেখি একবার ! চার দিনের কথা।

পেরু। (স্বগত) আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে।

জলখাবার লইয়া ভোলার প্রবেশ

পুর্ণ। মাই ডিয়ার !—

ভোলা। জলখাবার আনেছি ঠাকুন।

বিধু। (পত্র ক্রোধে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া) ভোলা! জলখাবার নিয়ে যাও আর শীঘ্র পাল্কি আনতে বলো।

ভোলা। কি বলছেন ঠাকুন ?

বিধু। তুমি কি কালা নাকি ? জলখাবার এখান থেকে নিয়ে যাও আর শীঘ্র পাল্কি আনতে বলো।

ভোলা। আগ্‌গে! (স্বগত) সবাই ক্ষ্যাপেছে নাকি ?

[ভোলার প্রস্থান

বিধু। আর আমার এ বাড়িতে থাকা হয় না। আমি এক্ষণি ভারতাশ্রমে যাব।

পূর্ণ। (আর কোনো উত্তর খুঁজিয়া না পাওয়ায়) ছি মাই ডিয়ার! আবার আমার সঙ্গে রঙ্গ কচ্ছ ?

বিধু। আমি রঙ্গ কচ্ছি বৈকি !

পেরু। (স্বগত) ও! এতক্ষণে বুঝেছি! গিন্নী পূর্ণবাবুর সঙ্গে আবার তামাসা কচ্ছে! কিন্তু কৈ— এবার যে পূর্ণবাবু আর পালটা মারতে পাচ্ছেন না। গিন্নী প্রথমে একবার পূর্ণবাবুব সঙ্গে তামাশা করেছিলেন, পূর্ণবাবুও তার পর গিন্নীর উপর এক আড়ে হাত নিয়েছিল। এবার ফের গিন্নী পূর্ণবাবুর সঙ্গে তামাশা কচ্ছে— কিন্তু কৈ পূর্ণবাবু তো দেখছি— এবার আর কোনো ফন্দি বের কত্তে পাচ্ছে না। রোসো, আমি পূর্ণবাবুর হয়ে একটা পালটা জবাব দিচ্ছি! (প্রকাশ্যে) আমাকে দুটো কথা বলতে দেবেন ? তা হলেই সব গোল মিটে যাবে।

পূর্ণ। (স্বগত) আবার এ বেটা বলে কি দেখ! আজ আমাকে মজালে! (প্রকাশ্যে পেরুর প্রতি) সব বোঝা গেছে, আর কিছু বলতে হবে না।

বিধু। (তাড়াতাড়ি) আচ্ছা, বলো না, বলো না কি ? শুনি!

পেরু। আচ্ছা, আমি বৃত্তান্তটা বলি শুনুন! পূর্ণবাবুকে নিয়ে আপনি একবার রঙ্গ করেছিলেন— তাই পূর্ণবাবুও আপনার সঙ্গে একটা তামাশা করবেন, মনে করেছিলেন। তাই, আপনি যখন এই ঘর থেকে একবার বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এই পত্রখানা লিখে আমাকে বললেন যে, যদি

কোনোরকম করে এই পত্রখানা তুমি গিন্নীর হাতে ফেলতে পার, তা হলে তোমাকে পুরস্কার দেব।

পূর্ণ। (স্বগত— পেরুর প্রতি) বেশ বলেছিস, বাবা! বেশ জুগিয়ে বলেছিস! মাইনে দ্বিগুণ করে দেব! কে বলে তোকে বোকা? বুদ্ধিতে তুই বৃহস্পতির বাবা! (প্রকাশ্যে) কেমন, ডিয়ার, শুনলে তো? সকলেরই পালা আছে!

বিধু। আমাকে তাই বলে মিছিমিছি কি এইরকম করে কষ্ট দিতে হয়? সারাদিন রঙ্গ ভালো লাগে না।

ভোলার প্রবেশ

ভোলা। ঠারন। পাল্কি তৈরি।

বিধুমুখী। আর দরকার নেই, যেতে বলে দেও (পূর্ণবাবুর প্রতি) এক যদি তোমার শ্যামবাজারে যাবার দরকার থাকে

পূর্ণ। ছি ডিয়ার, আর ও কথা বোলো না!

বিধুমুখী। ভোলা!

ভোলা। ঠারন!

বিধুমুখী। জলখাবার নিয়ে এসো।

ভোলা। (আশ্চর্য হইয়া) ঠারন।

বিধুমুখী। জলখাবার নিয়ে এসো।

ভোলা। (স্বগত) সবাই ক্ষ্যাপে গেল নাকি!

[ভোলার প্রস্থান

পেরুরাম। ঠাকরন, তবে এখন আমি বিদায় হই? ভোর হয়ে গেছে!

বিধুমুখী। কি? জলযোগ না করেই যাবে?

পূর্ণ। আমাকেও কিছু জলযোগ করতে হবে— সমস্ত রাতটাই হুটোপাটি করা গেছে।

বারকোষে জলখাবার লইয়া ভোলার প্রবেশ

ভোলা। জলখাবার আনেছি ঠারন!

বিধুমুখী। বেশ করেছ— ঠিক সময়ে এনেছ, আমারও ক্ষিদে পেয়েছে! (একটা থাল উঠাইয়া লইয়া)

পেরু। (ঐ থাল লইবার জন্য ব্যস্ত) ওটা ঠাকরন, পেরুরামের জন্য।

পূর্ণ। (ঐ থালা লইয়া) মনিবের জন্য আগে।

পেরু। তবে দেখছি আমার অদৃষ্টে নেই।

বিধুমুখী। (ঐ থালা পূর্ণর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া পেরুকে প্রদান) এখন তো হল?

পেরু। (আহ্লাদে) আ! এতক্ষণের পর! (আহার) বা চমৎকার জিনিস! (পূর্ণ আর-এক থাল উঠাইয়া লইয়া বিধুমুখীর হস্তে প্রদান)

বিধুমুখী থালহস্তে দর্শকগণের প্রতি

মিটিল ঝগড়া-ঝাঁটি আর গোলযোগ।
সুখে করে পেরুরাম এবে জলযোগ!
তারি লাগি এতক্ষণ এই কর্ম-ভোগ!
এখন দর্শকগণ থ্যাটে দেও যোগ!

যবনিকা-পতন

পুরুবিক্রম নাটক

পাত্রগণ

সেকন্দর শা	গ্রীসদেশীয় সম্রাট
পুরুরাজ	
তক্ষশীল	পাঞ্জাবদেশীয় দুই নরপতি
এফেস্টিয়ন	সেকন্দর শার সেনাপতি
সেকন্দর শার প্রহরী ও সৈন্যগণ	
পুরুর প্রহরী ও সৈন্যগণ	
তক্ষশীলের রক্ষকগণ	
একজন গুপ্তচর	
চারিজন ক্ষুদ্র রাজকুমার	
ঐলবিলা	কুল্লুপর্বতের রানী
অম্বালিকা	তক্ষশীলের ভগিনী
সুহাসিনী	
সুশোভনা	ঐলবিলার সখীদ্বয়
একজন উদাসিনী গায়িকা	

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কুলুপর্বত প্রদেশ

রানী ঐলবিলার প্রাসাদের সম্মুখীন উদ্যান

চতুষ্পার্শ্বে পর্বত-দৃশ্য

সুশোভনা। রাজকুমারি! এই যে সেদিন আপনি সেখানে গেলেন, আবার এর মধ্যেই যাবেন?

ঐলবিলা। সেদিন গিয়ে আমি পঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত রাজকুমারগণকে যবনদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিয়ে এসেছি। তাঁরা সকলেই বিতস্তা নদীর কূলে শিবির সন্নিবেশিত করে একত্র সম্মিলিত হবেন, আমার নিকট অঙ্গীকার করেছেন। আমিও আজ সসৈন্যে সেখানে গিয়ে তাঁদের সহিত মিলিত হব। সখি! যতদিন না যবনেরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি হতে একেবারে দূরীভূত হচ্ছে ততদিন আমার আর আরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

সুহাসিনী। রাজকুমারি! আমাদের দেশীয় রাজাদের মধ্যে কি কিছুমাত্র ঐক্য আছে, যে আপনি তাঁদের একত্র সম্মিলিত করবার জন্য চেষ্টা কচ্ছেন? তবে যদি আপনার কথায় তাঁরা সকলে একত্রিত হন, তা বলতে পারি নে। কেননা তাঁরা নাকি সকলেই আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষী; বোধ হয়, আপনার কথা কেহই অবহেলা করতে পারবেন না।

ঐলবিলা। আমি তাঁদের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যে রাজকুমার যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করবেন, আমি তাঁরই পাণিগ্রহণ করব।

সুশোভনা। এরূপ প্রতিজ্ঞা করা আপনার কিন্তু ভালো হয় নি। আমি জানি আপনি পুরুরাজকে আন্তরিক ভালোবাসেন, পুরুরাজও আপনাকে ভালোবাসেন; কিন্তু যদি কোনো রাজকুমার যুদ্ধে পুরুরাজ অপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করেন, তা হলে কি হবে? তা হলে আপনি তাঁকে ভালো

বাসুন বা না বাসুন, তাঁর পাণিগ্রহণ তো আপনার কত্তেই হবে।

ঐলবিলা। আমি এ বেশ জানি যে, কোনো রাজকুমার পুরুরাজকে বীরত্বে অতিক্রম কত্তে পারবেন না। তাঁর মতো বীরপুরুষ ভারতভূমিতে আর দ্বিতীয় নাই। আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করেছি, তাতে আমার আন্তরিক প্রেমের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হবে না, অথচ এতে সমস্ত রাজকুমারগণ উৎসাহিত হয়ে, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য একত্রিত হবেন। সকল রাজকুমার একত্রিত না হলেও আবার আলেকজ্যাণ্ডারের অসংখ্য সেনার উপর জয়লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

সুশোভনা। (সুহাসিনীর প্রতি) যদি এরূপ হয় ভাই, তা হলে আমাদের রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞাতে কোনো দোষ হচ্ছে না।

সুহাসিনী। (হাস্য করত) ও ভাই, বুঝেছি, আমাদের রাজকুমারী এক বাণে দুই পাখি মারতে চান। আপনার আন্তরিক প্রেমের ব্যাঘাত হবে না, অথচ দেশকে উদ্ধার কত্তে হবে।

ঐলবিলা। আজ ভাই আমার হাসি খুশি ভালো লাগছে না, তোমাদের সব ছেড়ে যেতে হচ্ছে। না জানি, আবার কবে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

সুহাসিনী। ও কথা আপনি মুখে বলছেন। পুরুরাজকে পেলে আপনার কি তখন আমাদের মনে থাকবে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। মহারানীর জয় হোক! একজন গায়িকা দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, সে আপনার সহিত সাক্ষাৎ কত্তে ইচ্ছা করে।

ঐলবিলা। আমার আর অধিক সময় নাই। আচ্ছা, তাকে একবার আসতে বলো।

গায়িকার প্রবেশ

গায়িকা। রাজকুমারি! আমি শুনেছি, স্বদেশের প্রতি আপনার অত্যন্ত অনুরাগ। আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ কবি ভারতভূমির জয়-কীর্তন করে যে একটি নূতন গান রচনা করেছেন, সেই গানটি আপনাকে শোনাতে ইচ্ছা করি। শুনছি, আপনি নাকি এখনি যবনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন। মাতৃভূমির জয়কীর্তন শ্রবণ করে যদি আপনি যাত্রা করেন

তা হলে আপনার যাত্রা শুভ হবে। যাতে যবনগণের উপর জয়লাভ হয়, এই আমার একমাত্র ইচ্ছা, আমি অন্য কোনো পুরস্কার লাভের ইচ্ছা করি না।

ঐলবিলা। (স্বগত) আমি একে একজন সামান্য ভিখারিনী বলে মনে করেছিলেম ; কিন্তু এর কি উচ্চভাব। স্বদেশের প্রতি এর কি নিঃস্বার্থ অনুরাগ ! (প্রকাশ্যে) গাও দেখি— তোমার গানটি শুনতে আমার বড়োই ইচ্ছা হচ্ছে।

গায়িকা। (উৎসাহের সহিত)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়াঠেকা

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান-মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান,
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রিসমান ?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি, রত্নের নিদান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়।
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ ?
আর যত মহাবীরগণ ?

ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল-ধূমকেতু,
আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
"যতোধর্মস্ততোজয়ঃ"।
ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

ঐলবিলা। তোমার এ গান শুনলে কোন্ হৃদয়ে না দেশানুরাগ প্রজ্বলিত হয়? কে না দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে? ধন্য সেই কবি, যিনি এ গানটি রচনা করেছেন। তুমি কি সকল জায়গায় এইরকম গান গেয়েই বেড়াও? তোমার কি বাপ মা আছে? তোমার তো বয়স খুব অল্প দেখছি, তোমার কি বিবাহ হয় নি? তুমি এত অল্প বয়সে উদাসিনীর বেশ কেন ধারণ করেছ বল দেখি?

গায়িকা। রাজকুমারি! আমার বাপ মা কেহই নাই, আমার শুদ্ধ পাঁচ ভাই আছেন, তাঁরা আপনার সৈন্যদলের মধ্যে নিবিষ্ট আছেন। আমার বিবাহ হয় নি এবং আমি বিবাহ করবও না। প্রেম? প্রেম মানুষের মধ্যে নেই। প্রেম? প্রেম পৃথিবীতে নেই।

ঐলবিলা। সে কি? প্রেমের উপর তোমার যে এত বিরাগ?

গায়িকা। রাজকুমারি! আমি একজনকে প্রাণের সহিত ভালোবাসতেম, কিন্তু সে নির্দয় হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করেছে। সেই অবধি আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি, মানুষকে আর আমি ভালোবাসব না। সেই অবধি আমি স্বদেশকে পতিত্বে বরণ করেছি; আমি দেশকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি। আমি দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারি। আমার আর কোনো কাজ

নাই, আমি এই গানটি সকল জায়গায় গেয়ে গেয়ে বেড়াই ; এই আমার একমাত্র ব্রত হয়েছে। আমার যে পাঁচ ভাই আপনার সৈন্যদলের মধ্যে নিবিষ্ট আছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই এই গানটি আমি শিখিয়ে দিয়েছি ও তাঁদের আমি বলে দিয়েছি যে, এই গানটি গেয়ে যেন তাঁরা সকল সৈন্যগণের মধ্যে দেশানুরাগ প্রজ্বলিত করে দেন।

ঐলবিলা। আমরা যে স্ত্রীলোক, আমাদেরই মন যখন এই গানে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তখন যে বীরপুরুষগণের মন উত্তেজিত হবে, তার আর কোনো সন্দেহ নাই। যাও, তুমি ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে এই গানটি গাওগে। যতদিন না হিমালয় হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি এক উৎসাহানলে প্রজ্বলিত হয়, ততদিন তোমার কার্য শেষ হল, এরূপ মনে কোরো না ; ভগবান করুন, যেন তোমার এই মহৎ সংকল্পটি সুসিদ্ধ হয়।

গায়িকা। রাজকুমারি! এই কার্যে আমি প্রাণ সমর্পণ করেছি, ভগবান অবশ্যই আমার সংকল্প সিদ্ধ করবেন। সেই শুভদিনের অভ্যুদয় আমি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা কচ্ছি।

একজন রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। মহারানীর জয় হউক। আপনার শ্বেত হস্তী প্রস্তুত, সৈন্যগণ সকলেই সজ্জিত হয়েছে।

ঐলবিলা। (রক্ষকের প্রতি) আচ্ছা, তোমরা সকলে প্রস্তুত থাকো, আমি যাচ্ছি।

[রক্ষকের প্রস্থান

গায়িকা। রাজকুমারি! আমি তবে বিদায় হলেম, হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে।

[গায়িকার প্রস্থান

ঐলবিলা। (সখিগণের প্রতি) আবার ভাই তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে বলতে পারি নে। যদি বেঁচে থাকি তো আবার দেখা হবে।

সুশোভনা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) রাজকুমারি! ও অলক্ষণে কথা মুখে আনবেন না। এখন বলুন দেখি, আমরা কোন্ প্রাণে আপনাকে বিদায় দি। আপনি গেলে সব অন্ধকার হয়ে যাবে।

সুহাসিনী। আপনি কেন যাচ্ছেন? আপনার এত সৈন্য আছে, সেনাপতি আছে, তাদের আপনি পাঠিয়ে দিন-না কেন? স্ত্রীলোক হয়ে আপনি কি করে যুদ্ধে যেতে সাহস কচ্ছেন?

ঐলবিলা। আমি স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু দেখ সখি! বিধাতা এই ক্ষুদ্র প্রদেশটির রক্ষণের ভার আমার হাতে সমর্পণ করেছেন। আমার উপরে প্রজাগণের সুখস্বচ্ছন্দতা স্বাধীনতা, সমস্ত নির্ভর কচ্ছে। দেশে এমন বিপদ উপস্থিত, আমি কি এখন এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারি? আমি যদি আমার সৈন্যগণের মধ্যে না থাকি, তা হলে কে তাদের উৎসাহ দেবে? আমি যদি এখন নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকি, আর দেশটি স্বাধীনতা হতে বিচ্যুত হয়, তা হলে সকলে বলবে, একজন স্ত্রীলোকের হাতে রাজ্যভার থাকাতে দেশটা এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হল। তোমরা কেঁদো না। ভগবান যদি করেন, তো শীঘ্রই আবার তোমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হব।

রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। মহারানীর জয় হউক। এখনও জ্যোৎস্না আছে, এই বেলা এখান হতে না যাত্রা করলে বিতস্তা নদীর তীরে আজকের রাত্রের মধ্যে পৌঁছনো বড়ো কঠিন হবে।

ঐলবিলা। আর আমি বিলম্ব করতে পারি নে। তোমাদের নিকট আমি এই শেষ বিদায় নিলেম। [সখিদ্বয়কে চুম্বন করতঃ প্রস্থান

সুশো-সুহা। রাজকুমারি! তবে সত্য সত্যই কি আমাদের ফেলে চললেন? [কাঁদিতে কাঁদিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ও সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিতস্তা নদীর কূলে সন্নিবেশিত রাজা তক্ষশীলের শিবিরের মধ্যস্থিত একটি ঘর

রাজা তক্ষশীল ও রাজকুমারী অম্বালিকার প্রবেশ

অম্বালিকা। কি! মহারাজ! দেবতারা যাঁর সহায়, সমস্ত সসাগরা পৃথিবী যাঁর অধীনতা স্বীকার করেছে, সমস্ত নরপতি যাঁর পদানত হয়েছে, সেই

প্রবলপ্রতাপ সম্রাট সেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আপনি সাহস কচ্ছেন? না মহারাজ! আপনি এখনো তবে তাঁকে চেনেন নি। দেখুন, তাঁর বাহুবলে কত কত রাজ্য ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, কত কত দেশ ছারখার হয়েছে, কত কত রাজা বিনষ্ট হয়েছে; এইসকল দেখে শুনে, মহারাজ, কেন নিরর্থক বিপদকে আহ্বান কচ্ছেন?

তক্ষশীল। তোমার কি এই ইচ্ছা যে, আমি নীচ ভয়ের বশবর্তী হয়ে সেকন্দর শার পদতলে অবনত হব? আমি কি স্বহস্তে ভারতবাসীদিগের জন্য অধীনতা-শৃঙ্খল নির্মাণ করব? যে-সকল রাজকুমার মাতৃভূমি রক্ষণের জন্য সম্মিলিত হয়েছেন, যাঁদের এই একমাত্র প্রতিজ্ঞা হয়েছে যে, হয় তাঁরা তাঁদের রাজ্য রক্ষা করবেন, নয় রণভূমে প্রাণ বিসর্জন দেবেন, সেইসকল রাজকুমারগণকে ও বিশেষত মহারাজ পুরুকে কি আমি এখন পরিত্যাগ করব? তা কখনোই হতে পারে না। অম্বালিকে তুমি বল কি? সেই সকল রাজকুমারদের মধ্যে তুমি এমন একজনকে দেখাও দিকি, যিনি সেকন্দর শার নাম মাত্র শুনেই একেবারে কম্পমান হয়েছেন? তাঁর নামে ভীত হওয়া দূরে থাক্‌, তিনি যদি এখন আপন সিংহাসনেও উপবিষ্ট থাকেন, সেখান পর্যন্ত তাঁকে আক্রমণ করতে তাঁরা প্রস্তুত রয়েছেন। তবে কি শুদ্ধ রাজা তক্ষশীল, কাপুরুষের ন্যায় তাঁর পদতল লেহন করবেন?

অম্বালিকা। মহারাজ? সেকন্দর শা যখন আমাদের প্রাসাদ হতে আমাকে বন্দী করে তাঁর শিবিরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর যেরূপ সৈন্যবল আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তাতে আমার বেশ বোধ হয় আপনারা কখনোই তাঁর উপর জয়লাভ করতে পারবেন না। তিনি তো আর কোনো রাজার বন্ধুতা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি কেবল আপনার সঙ্গেই বন্ধুতা করতে ইচ্ছা কচ্ছেন। তাঁর বজ্র উদ্যত হয়ে রয়েছে, আর একটু পরেই নিপতিত হয়ে ভারতভূমিকে বিদীর্ণ করবে। এখন তাঁর এই ইচ্ছা, যেন ঐ বজ্র আপনার মস্তকের একটি চুলকেও না স্পর্শ করে।

তক্ষশীল। এত রাজা থাকতে আমার উপরেই যে তাঁর এত অনুগ্রহ? তিনি কি বেছে বেছে আমাকেই তাঁর এই নীচ জঘন্য অনুগ্রহের পাত্র বলে মনে করেছেন? মহারাজ পুরুর সহিত কি তিনি সখ্যতা স্থাপন করতে পারেন না? হাঁ! তিনি এ বেশ জানেন যে, মহারাজ পুরু এরূপ নীচ নন যে, তাঁর

এই লজ্জাকর গর্হিত প্রস্তাবের প্রতি কর্ণপাতও করবেন। বুঝেছি তিনি এরূপ একটি কাপুরুষ চান, যে নির্বিবাদে তাঁর অধীনতা স্বীকার করবে; আর আমাকেই সেই কাপুরুষ বলে তিনি স্থির করেছেন।

অম্বালিকা। ও কথা বলবেন না; আপনাকে তিনি কাপুরুষ বলে ঠাওরান নি। বরং তাঁর সকল শত্রুগণের মধ্যে আপনাকে অধিক সাহসী বীরপুরুষ মনে করে আপনারই সঙ্গে আগে বন্ধুতা করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছেন। তিনি এই মনে করেছেন যে, যদি আপনি এই যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করেন, তা হলে, তিনি অনায়াসে আর সকলের উপর জয়লাভ করতে সমর্থ হবেন। এ সত্য বটে, তিনি সমস্ত পৃথিবীকে পদানত করবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা কচ্ছেন কিন্তু এও তেমনি সত্য যে তিনি যাকে একবার বন্ধু বলে স্বীকার করেন, তার প্রতি তিনি কখনো দাসবৎ আচরণ করেন না। তাঁর সহিত সখ্যতা করলে কি, মহারাজ, মর্যাদার হানি হয়? তা বোধ হয় আপনি কখনোই মনে করেন না। তা যদি মনে করেন, তা হলে আমাকে এতদিন কেন নিবারণ করেন নি? দেখুন, সেকন্দর শা আমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন এখানে গোপনে দূত প্রেরণ কচ্ছেন। আপনি তা জানতে পেরেও আমাকে নিবারণ করেন নি, বরং তাতে আপনি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

তক্ষশীল। অম্বালিকা! তবে এখন তোমাকে আমার মনের কথা প্রকাশ করে বলি। তুমি যে অবধি সেকন্দর শার ওখান থেকে পালিয়ে এসেছ, সেই অবধি যে তিনি তোমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন এখানে দূত প্রেরণ কচ্ছেন, প্রেমলিপি তোমার নিকট প্রতিদিন গুপ্তভাবে পাঠাচ্ছেন, তা আমি সব জানি। এ সমস্ত জেনেও যে আমি তোমাকে নিবারণ করি নি, তার একটি কারণ আছে। আমি এ বেশ জানি যে, প্রেম বীর্যবান্ ব্যক্তিকেও নির্বীর্য করে ফেলে এবং যে-বীরপুরুষ সসাগরা পৃথিবীকে জয় কত্তে পারেন, তিনিও প্রেমের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। আমার এই ইচ্ছা যে, তুমি প্রেমের সুখকর সংগীতে সেকন্দর শাকে নিদ্রিত করে রাখ; আমরা এ দিক থেকে তাঁকে হঠাৎ গিয়ে আক্রমণ করি। কিন্তু ভগিনি সাবধান! যেন ঐ যবনরাজের মন হরণ করতে গিয়ে, উল্টে যেন তোমার নিজের মন অপহৃত না হয়।

অম্বালিকা। (স্বগত) হায়! আমার মন অপহৃত হতে কি এখনও

বাকি আছে ? (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আমার কথা শুহুন, কেন বলুন দেখি, এ দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হচ্ছেন? পৃথ্বী-বিজয়ী সেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ করে আপনি জয়লাভ করতে পারবেন, এইটি কি আপনার সত্যই বিশ্বাস হয়? আপনার প্রাসাদ হতে যখন সেকন্দর শা আমাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আপনার সৈন্যগণ কি আমাকে রক্ষা কত্তে পেরেছিল?

তক্ষশীল। ভগ্নি! তোমার নিকট আর আমি কিছু গোপন করব না। কল্লুপর্বতের রানী ঐলবিলার প্রেমাকাক্ষায় আমি এই দুঃসাহসিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমাকে বলতে কি, মহাবীর সেকন্দর শাকে যে আমরা যুদ্ধে পরাস্ত কত্তে পারব, তা আমার বড়ো বিশ্বাস হয় না। কিন্তু রানী ঐলবিলার প্রতিজ্ঞা শুনে অবধি আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। তিনি আমাদের এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, যে রাজকুমার মাতৃভূমি রক্ষার্থে সর্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করবেন, তিনিই তাঁর পাণিগ্রহণ করবেন। এখন বল দেখি অম্বালিকে! কি করে আমি রাজকুমারী ঐলবিলার প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সেকন্দর শার সঙ্গে সন্ধি করি?

অম্বালিকা। এইমাত্র আপনি আমাকে বলছিলেন যে, প্রেম বীর্যবান ব্যক্তিকে নির্বীর্য করে ফেলে, কিন্তু দেখুন, মহারাজ! প্রেম বীর্যবান ব্যক্তিকে নির্বীর্য করে— না, নির্বীর্য ব্যক্তি বরং প্রেমের বলে আরও বীর্যবান হয়? তার সাক্ষী দেখুন রাজকুমারী ঐলবিলা একমাত্র প্রেমের বলে এই সমস্ত রাজকুমার-গণকে একত্রিত করেছেন।

তক্ষশীল। সত্য বলেছ অম্বালিকে, রানী ঐলবিলা আমাদের সকলকে প্রেমবন্ধনে একত্র বন্ধন করেছেন।

অম্বালিকা। মহারাজ! আপনাকে তো সে প্রেমবন্ধনে বন্ধন করে নি, আপনাকে সে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধন করেছে।

তক্ষশীল। (আশ্চর্য হইয়া) কেমন করে?

অম্বালিকা। তা বৈকি মহারাজ! সে প্রেমের কুহকে আপনাকে মুগ্ধ করে রেখে কেবল তার নিজের অভিসন্ধি সিদ্ধ করে নিচ্ছে বৈ তো নয়, বাস্তবিক তার হৃদয় সে অন্যের নিকট বিক্রয় করেছে। তার প্রেমের ভাজন তো আপনি নন, তার প্রেমের ভাজন হচ্ছে পুরু। যান, মহারাজ! আপনি পুরুর হয়ে যুদ্ধ করে তার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। আপনি যুদ্ধে যতই কেন

বীরত্ব প্রকাশ করুন না, সেই মায়াবিনী ঐলবিলা অবশেষে এই বলবে যে, 'মহারাজ পুরুর বাহুবলেই আমরা জয়লাভ করেছি। অতএব আমি তাঁরই পাণিগ্রহণ করব।'

তক্ষশীল। কি? রাজকুমারী ঐলবিলা কি তবে পুরুরাজকে—

অম্বালিকা। রানী ঐলবিলা যে পুরুরাজকে ভালোবাসেন তাতেও কি আপনার এখনও সন্দেহ আছে? আপনার সম্মুখেই তো সে পুরুরাজের মহা প্রশংসা করে থাকে, তা কি আপনি শোনেন নি? পুরুরাজের নামেতে সে একেবারে গলে যায়, তা কি আপনি দেখেন নি? সে এ কথা কতবার বলেছে যে পুরুরাজ ব্যতীত ভারত-ভূমির স্বাধীনতা কেহই রক্ষা করতে পারবে না, পুরুরাজ ভিন্ন ঐ মহাবীর যবনের উপর কেহই জয়লাভ করতে পারবে না। যে ব্যক্তি এইরূপ সর্বদাই দেবতার স্বরূপ পুরুরাজের স্তুতি গান করে, তার হৃদয়মন্দিরের দেবতা কে, তা কি মহারাজ! এখনও আপনি বুঝতে পারেন নি?

তক্ষশীল। পুরুরাজের বীরত্বের প্রশংসা কে না করে থাকে? তিনি পুরুরাজকে প্রশংসা করেন বলেই যে, তিনি তাঁকে ভালোবাসেন তার কোনো অর্থ নেই। যাই হোক, আমার আশা কিছুতেই যাচ্ছে না! ভগ্নি! তুমি বড়ো নিষ্ঠুর, আমি এখন সুখের স্বপ্ন দেখছি, তুমি কেন আমাকে জাগাচ্ছ বল দেখি। আমাকে একেবারে নিরাশ-সাগরে ডুবিও না।

অম্বালিকা। (ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া) না মহারাজ! আপনি তবে আশা-পথ চেয়ে থাকুন, আপনার সুখের স্বপ্নের আর আমি ভঙ্গ দেব না। (কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া) সে যা হোক, যখন সেকন্দর শা আপনার সঙ্গে বন্ধুতার প্রস্তাব করে পাঠাচ্ছেন, তখন আপনি কেন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা কত্তে প্রবৃত্ত হচ্ছেন? পরের জন্য কেন আপনি ধন, প্রাণ, রাজ্য, সকলি খোয়াতে যাচ্ছেন? আর যার জন্য আপনি এ সমস্ত কচ্ছেন, সেও দেখুন, আপনাকে প্রতারণা কচ্ছে। সেকন্দর শা তো আপনার শত্রু নয়, পুরুরাজই আপনার শত্রু দেখুন, সে রাজকুমারী ঐলবিলার হৃদয়দুর্গ অধিকার করে আপনাকে তার ভিতরে প্রবেশ কত্তে দিচ্ছে না। অতএব সেকন্দর শার সহিত যুদ্ধ না করে আপনার পথের কণ্টক যে পুরুরাজ, তাকেই আপনি আগে অন্তরিত করুন। সেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ করে দেখুন, আপনি কোনো গৌরব লাভ

কত্তে পারবেন না। যদি যুদ্ধে জয় হয়, তা হলে লোকে বলবে পুরুরাজের বাহুবলেই জয়লাভ হয়েছে। আর আপনি কি এ মনে করেন যে, পৃথ্বী-বিজয়ী মহাবীর সেকন্দর শার সহিত সংগ্রামে সেই হীনবল ক্ষুদ্র পুরু জয়লাভ করতে পারবে? দেখে নেবেন পৃথিবীর অন্যান্য রাজা যেরূপ তাঁর বাহুবলে পরাস্ত হয়েছে, পুরুও সেইরূপ অবশেষে পরাভূত হবে। সেকন্দর শা আপনাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ কত্তে চাচ্ছেন না, তিনি আপনাকে বন্ধু বলে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা করছেন। তিনি আপনাকে সিংহাসন হতে বিচ্যুত করতে চাচ্ছেন না, বরং যেসকল রাজকুমারগণ তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করে সেইসকল সিংহাসন তিনি আপনা[illegible] প্রদান করতে চাচ্ছেন। (পুরু আসিতেছেন দেখিয়া) এই যে— পুরুর[illegible] এইখানে আসছেন।

তক্ষশীল। (স্বগত) অম্বালিকা যথার্থ কথাই বলছে। আমার [illegible] হয়, রাজকুমারী ঐলবিলা পুরুরাজকেই আন্তরিক ভালোবাসেন। পুরু[illegible] এখন আমার চক্ষুঃশূল হয়েছেন। উঃ! আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে।

অম্বালিকা। এখন আমি তবে বিদায় হই। কিন্তু মহারাজ! [illegible] সময় নাই। এই দুয়ের মধ্যে একটা স্থির করবেন— হয় পুরুরাজের দাস থাকুন, নয় সেকন্দর শার বন্ধুত্ব গ্রহণ করুন, আমি এখন চললেম।

[অম্বালিকার প্র[illegible]

তক্ষশীল। (স্বগত) বাস্তবিক, কেন আমি পরের জন্য আমার রাজ[illegible] খোয়াতে যাচ্ছি? সেকন্দর শার সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই ভালো।

পুরুর প্রবেশ

তক্ষশীল। আসতে আজ্ঞা হউক!

পুরু। মহারাজের কুশল তো?

তক্ষশীল। আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন এই যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ বুঝছেন?

পুরু। এখনও শত্রুগণ বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। আমাদের সৈ[illegible] সেনাপতিগণ সমরোৎসাহে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। তাদের মুখমণ্ডলে সা[illegible] ও তেজ যেন মূর্তিমান হয়ে স্ফূর্তি পাচ্ছে, সকলেই পরস্পরকে উৎসাহ দিচ্ছে[illegible] ক্ষুদ্রতম পদাতিসেনা পর্যন্ত সমরক্ষেত্রে গৌরবলাভ করবার জন্য উৎ[illegible] হয়েছে, প্রত্যেক সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে গিয়ে আমি দেখেছি, সকলেই দেশের

প্রাণপণ করেছে। আমি যাবামাত্রেই সকলে—'জয় ভারতের জয়' বলে সিংহনাদ করে উঠল— আর আমাকে এইরূপ বলতে লাগল যে,—'আর কতক্ষণ আমরা এই শিবিরে বসে বসে কাল হরণ করব? শীঘ্র আমাদিগকে ক্ষেত্রে নিয়ে চলুন। যবনরক্ত পান করে আমাদের অসির পিপাসা শান্তি হোক্।' এই বীরপুরুষদের আর কতক্ষণ থামিয়ে রাখা যায়? যবনরাজ এখন অনুকূল অবসর খুঁজছেন। এখনো তিনি সময়ের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন নি, এই হেতু তিনি কালবিলম্ব আশয়ে তাঁর দূত এফেস্টিয়নকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন ও নিরর্থক প্রস্তাবে—

তক্ষশীল। কিন্তু মহারাজ! তার কথা তো একবার আমাদের শোনা উচিত! সেকন্দর শার কি অভিপ্রায়, আমরা তো তা জানি নে। এমন হতে পারে, তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য উৎসুক হয়েছেন।

পুরু। কি বললেন মহারাজ! সন্ধি? সেই যবনদস্যুর হস্ত হতে আমরা সন্ধি গ্রহণ করব? ভারতভূমিতে এতদিন গভীর শান্তি বিরাজ কচ্ছিল, সে স্বচ্ছন্দে এসে সেই শান্তি উচ্ছেদ করলে; আমরা তার প্রতি অগ্রে কোনো অত্যাচরণ করি নি। সে বিনা কারণে খড়্গহস্তে আমাদের দেশে প্রবেশ করে, লুটপাট করে আমাদের কোনো কোনো প্রদেশ ছারখার করে ফেললে, আর আমরা কিনা তার সঙ্গে সন্ধি করব? আমরা তাকে কি এর সমুচিত শাস্তি দেব না? এখন বুঝি দৈব তার প্রতি বিমুখ হয়েছেন, তাই তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

তক্ষশীল। ও কথা বলবেন না মহারাজ! যে, দৈব তাঁর প্রতিকূল হয়েছেন। দেবতাদের কৃপা তাঁকে সর্বদাই রক্ষা কচ্ছে। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে এত দেশ বশীভূত করেছেন, তাঁকে কি সামান্য শত্রু বিবেচনা করে অবজ্ঞা করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজার কর্তব্য কর্ম?

পুরু। অবজ্ঞা করা দূরে থাক, আমি তাঁর সাহসকে ধন্য বলছি। কিন্তু আমার এই ইচ্ছা, যেমন আমি তাঁর সাহসকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারলেম না, তেমনি আমিও রণস্থলে তাঁর মুখ থেকে আমার সম্বন্ধে এইরূপ ধন্যবাদ বার করব। লোকে সেকন্দর শাকে স্বর্গে তুলেছে, আমার ইচ্ছা যে আমি তাঁকে সেই উচ্চ স্থান হতে নীচে অবতরণ করাব। সেকন্দর শা মনে করছেন যে, যখন তিনি পারস্যের রাজা দারায়ুসকে অনায়াসে পরাভূত

করেছেন, তবে মহারাজ কে? তখন তো তিনি পূর্বাঞ্চলের আর সমস্ত রাজাকে মেষের ন্যায় বশীভূত করতে পারবেন। কিন্তু কি ভ্রম! বীর-প্রসূ ভারতভূমিকে এখনও তিনি চেনেন নি।

তক্ষশীল। বরং বলুন, আমরা এখনও সেকন্দর শাকে চিনতে পারি নি। শত্রুকে এইরূপ অবজ্ঞা করেই দারায়ুস রাজা বিপদে পড়েছিলেন। আকাশে বজ্র গূঢ় ভাবে ছিল। দারায়ুস রাজা সেকন্দর শাকে নিতান্ত হীনবল মনে করে সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, কিন্তু যখন সেই বজ্র তাঁর মস্তকে পতিত হল, তখনই তাঁর সুখনিদ্রা ভঙ্গ হল।

পুরু। ভালো। তিনি যে এই সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন, তার বিনিময়ে তিনি কি প্রত্যাশা কচ্ছেন? আপনি সহস্র সহস্র দেশকে জিজ্ঞাসা করুন যে, এইরূপ কপট সন্ধি করে তিনি সেই-সকল দেশকে অবশেষে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করেছিলেন কি না? তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা করাও যা, তাঁর দাসত্ব স্বীকার করাও তা। মহারাজ, সেকন্দর শা যেরূপ লোক, তাঁর সহিত মধ্যবিৎ ব্যবহার চলতে পারে না। হয় তাঁর ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে, নয় তাঁর প্রকাশ্য শত্রু হতে হবে।

তক্ষশীল। মহারাজ! এক দিকে যেমন কাপুরুষ হওয়া ভালো নয়, তেমনি আবার নিতান্ত দুঃসাহসিক হওয়াও বুদ্ধিমানের কর্তব্য নয়। কতকগুলি অসার স্তুতিবাদে যদি আমরা সেকন্দর শাকে সন্তুষ্ট করতে পারি তাতে আমাদের কি ক্ষতি? যে বন্যার প্রবল স্রোত গ্রাম পল্লী চূর্ণ করে অপ্রতিহত বেগে মহা কোলাহলে চলেছে তার গতি রোধ করা কি বুদ্ধিমানের কর্তব্য? তিনি শুধু গৌরব চান, তিনি তো আমাদের সিংহাসন চান না। তাঁর কীর্তিধ্বজা একবার এখানে স্থাপিত হলেই, তিনি অন্যদেশে চলে যাবেন। একবার তাঁকে বিজয়ী বলে স্বীকার করলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। যদি তিনি এইরূপ অসার স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট হন, তাতে আমাদের কি ক্ষতি আছে?

পুরু। কি ক্ষতি আছে বলছেন মহারাজ? আপনি ক্ষত্রিয় হয়ে এ কথা অনায়াসে মুখ দিয়ে বলতে পারলেন? হো! এখন বুঝলেম, ক্ষত্রিয়গণের পূর্ববীর্য ক্রমেই লোপ হয়ে আসছে। ক্ষতি কি আছে বলছেন মহারাজ! আমাদের মান সম্ভ্রম যশ পৌরুষ সকলই যাচ্ছে, তথাপি এতে কিছু ক্ষতি নাই?

যশোমানপৌরুষের বিনিময়ে যদি আমাদের শূন্য রাজ্য বলুন আর এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণকে রক্ষা করতে হয়, তা হলে ধিক্ সে সিংহাসনকে, ধিক্ সে প্রাণকে, আর ধিক্ সেই কাপুরুষকে, যে এরূপ প্রস্তাবে কর্ণপাতও করে। আপনি কি মনে করেন, ঐ দুর্দান্ত যবন প্রবল বন্যার ন্যায় মহাবেগে আমাদের দেশ দিয়ে চলে যাবে, অথচ তার চিহ্নমাত্রও পরে থাকবে না? সেই বন্যার প্রবল স্রোত আমাদের রাজ্যসকল কি চূর্ণবিচূর্ণ করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না? আচ্ছা, মনে করুন মহারাজ! আপাতত মান যশ পৌরুষের বিনিময়ে আপনি আপনার সিংহাসনকে রক্ষা করতে পাল্লেন, কিন্তু আপনি কি মনে করেন, তা আপনি চিরকাল রক্ষা কত্তে পারবেন? বিজেতার অনুগ্রহের উপরই আপনার চিরকাল নির্ভর করে থাকতে হবে, কিছু ত্রুটি— একটু ছল পেলেই সে নিশ্চয় আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। পৌরুষের কথা দূরে থাক্, আপনি যদি শুদ্ধ নীচ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করেন, তা হলেও এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া কর্তব্য নয়। কেবল আপনার জন্যই আমার স্বার্থের কথা বলা ... নচেৎ আমি মান মর্যাদা ও পৌরুষের অনুরোধ ভিন্ন আর কারও অনুরোধে কর্ণপাতও করি নে।

তক্ষশীল। আমিও মহারাজ! সেই মর্যাদা রক্ষার জন্য এরূপ বাক্য বলছি; যাতে আমাদের রাজমর্যাদা রক্ষা হয়, যাতে আমাদের সিংহাসন হতে বিচ্যুত না হতে হয়; এইজন্যই আপনাকে সতর্ক হতে বলছি।

পুরু। যদি মর্যাদা রক্ষা করবার ইচ্ছা থাকে, যদি সিংহাসন রক্ষা করবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে চলুন, আর বিলম্ব না— চলুন আজই, আজই আমরা যবনদিগকে আক্রমণ করি। ঐ যবনরাজ আপনার ভগ্নীকে বলপূর্বক আপনার প্রাসাদ হতে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, তা কি আপনার স্মরণ নাই? সে অপমানও কি আপনি সহ্য করবেন? এইরূপে কি আপনি রাজমর্যাদা রক্ষা কত্তে চান?

তক্ষশীল। আমার মতে মহারাজ! দুঃসাহসিকতা, রাজমর্যাদা রক্ষণের অমোঘ উপায় নয়।

পুরু। তবে কি কাপুরুষতা তাহার উপায়? আমার মতে মহারাজ! কাপুরুষতা ভীরুতা অতি লজ্জাকর, অতি গর্হিত, অতি জঘন্য— ক্ষত্রিয়ধর্মের একান্ত বিরুদ্ধ।

তক্ষশীল। মহারাজ! যে রাজা স্বীয় প্রজাগণকে যুদ্ধ বিপদ হতে রক্ষা করেন, তিনি প্রজাগণের অত্যন্ত প্রিয় হন।

পুরু। মহারাজ! যে রাজা স্বীয় প্রজাগণকে বিদেশীয় রাজার আক্রমণ হতে রক্ষা করেন, তিনি প্রজাগণের অতীব পুজ্য হন।

তক্ষশীল। এইরূপ বাক্য গর্বিত উদ্ধত লোকেরই উপযুক্ত।

পুরু। এরূপ বাক্য রাজগণের আদরণীয়, রাজকুমারীগণেরও আদরণীয়।

তক্ষশীল। সকল রাজকুমারী না হউক, রাজকুমারী ঐলবিলা তো আপনার বাক্যে আদর করবেনই।

পুরু। সত্য বটে, তিনি কাপুরুষের বাক্যে আদর করেন না।

তক্ষশীল। মহারাজ! প্রেমের কি এই রীতি? আপনি নির্দয় হয়ে তাঁর কোমল অঙ্গকে এই ভীষণ যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যে কেন নিক্ষেপ কত্তে যাচ্ছেন বলুন দেখি?

পুরু। মহারাজ! রাজকুমারী ঐলবিলার শরীরে এখনও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি রণে ভীত নন; এই বীর্যবতী রমণীর সাহস, বীর্যহীন পুরুষদিগকে শিক্ষা দিক।

তক্ষশীল। মহারাজ! তবে কি আপনি নিতান্তই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন?

পুরু। আপনি যেরূপ শান্তির জন্য উৎসুক হয়েছেন, আমি তেমনি যুদ্ধের জন্য লালায়িত। সেকন্দর শাকে আমার বিক্রমের পরিচয় দেবার জন্যই আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। যেদিন অবধি আমি তাঁর কীর্তিকলাপ শ্রবণ করেছি, সেইদিন থেকেই এই বাসনাটি আমার মনে চিরজাগরূক রয়েছে যে, তিনি যেন একবার ভারতভূমে পদার্পণ করেন। সেইদিন অবধি আমার মন তাঁকে চিরশত্রু বলে বরণ করেছে। এ দেশে আসতে তাঁর যত বিলম্ব হচ্ছিল, আমার মন ততই অধীর হয়ে উঠছিল; তিনি যখন পারস্য দেশ জয় কত্তে এলেন, তখন আমার এই ইচ্ছা হচ্ছিল যে, যদি আমি পারস্যের রাজা হতেম, তা হলে আমার কি সৌভাগ্য হত। আমি তা হলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবার অবসর পেতেম। এতদিনের পর তিনি ভারতভূমে পদার্পণ করেছেন। এখন আমার মনের আশা পুর্ণ হবে। বলেন কি মহারাজ! আমি কি এমন সুন্দর অবসর পেয়ে ছেড়ে দেব? তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে কি আমার বহুদিনের অভিলাষ পুর্ণ করব না? দেখি দিখি তিনি কেমন আমাকে যুদ্ধ না দিয়ে,

আমাদের দেশ হতে চলে যেতে পারেন ?— এই নিষ্কোষিত তরবারিই তাঁর গতি রোধ করবে।

তক্ষ। মহারাজ! আমি স্বীকার কচ্ছি যে এরূপ উৎসাহ, এরূপ তেজ, ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত বটে; কিন্তু এ নিয়ে যে আপনি সেকন্দর শার নিকট পরাভূত হবেন। এই যে রানী ঐলবিলা এই দিকে আসছেন; আপনি ওঁর নিকটে এখন মনের সাধে আপনার বিক্রমের শ্লাঘা করুন। আপনি বসুন, আমি চললেন, আপনাদের সুখকর ও তেজস্কর বাক্যালাপের সময় আমি আপনাদিগকে বিরক্ত কত্তে ইচ্ছা করি নে। আমার মতন কাপুরুষ এখানে থাকলে আপনারা লজ্জিত হবেন।

[তক্ষশীলের প্রস্থান

ঐলবিলার প্রবেশ

ঐলবিলা। কি! রাজা তক্ষশীল আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন ?

পুরু। তিনি লজ্জায় আপনার নিকট মুখ দেখাতে পাল্লেন না। তিনি যখন এই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হচ্ছেন, তখন কি সাহসে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করবেন ? রাজকুমারি! তাঁকে আর কেন? তাঁকে ছেড়ে দিন, তিনি তাঁর ভগ্নীর সঙ্গে সেকন্দর শার পুজা করুন। আসুন, আমরা এই অস্পৃশ্য শিবির হতে নির্গত হই; এখানে রাজা তক্ষশীল পুজার উপচার হস্তে লয়ে যবনরাজের আরাধনার জন্য প্রতীক্ষা কচ্ছেন।

ঐলবিলা। সে কি মহারাজ ?

পুরু। ঐ ক্রীতদাস এর মধ্যেই ওর প্রভুর গুণগান কত্তে আরম্ভ করেছে। আরও ও চায় যে, আমিও ওর ন্যায় যবনের দাসত্ব স্বীকার করি।

ঐলবিলা। সত্য নাকি ? তবে কি রাজা তক্ষশীল আমাদিগকে পরিত্যাগ কত্তে উদ্যত হয়েছেন ? তিনি কাপুরুষের ন্যায় স্বদেশকে ছেড়ে শত্রুগণের সঙ্গে যোগ দেবেন, এ তো আমি স্বপ্নেও জানতেম না। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে যোগ না দেন, তা হলে আমাদের সৈন্যবল যে বিস্তর কমে যাবে, তা হলে সেকন্দর শার অসংখ্য সৈন্যের উপর জয়লাভ করা যে এক প্রকার অসম্ভব হয়ে উঠবে। কি আশ্চর্য ! ঐ স্বদেশদ্রোহী কাপুরুষকে এতদিন আমরা চিনতে পারি নি ? (কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া) যাই হোক, এতে একেবারে অধীর হওয়া আমাদের উচিত হচ্ছে না। দেখুন, আমি ওকে আবার

ফিরিয়ে আনছি। ওর সঙ্গে একবার আমার কথা কয়ে দেখতে হবে। এখন যদি ওর প্রতি আমরা নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করি, তা হলে আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন কত্তে ওকে এক প্রকার বাধ্য করা হবে। মিষ্টবচনে বোধ করি, এখনও ফেরানো যেতে পারে।

পুরু। রাজকুমারি! আপনি কি এখনও ওর অভিসন্ধি বুঝতে পারেন নি? আমার বেশ বোধ হচ্ছে ঐ কপট নরাধম মনে মনে এই স্থির করেছে যে, সে বিশ্বাসঘাতক হয়ে আপনাকে যবনরাজের হস্তে সমর্পণ করবে, ও পরে তার সাহায্যে বলপূর্বক আপনার পাণিগ্রহণ করবে। আপনার ইচ্ছা হয় তো আপনার ফাঁদ আপনি প্রস্তুত করুন। সে নরাধম আপনার প্রেম হতে আমাকে বঞ্চিত করলেও কত্তে পারে, কিন্তু সে সহস্র চেষ্টা করলেও, স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির জন্য, সংগ্রামে প্রাণ দিতে আমাকে কিছুতেই নিবারণ কত্তে পারবে না।

ঐলবিলা। রাজকুমার! আপনি কি মনে করেন, তার এই জঘন্য আচরণের পুরস্কার স্বরূপ আমি তাকে আমার হৃদয় প্রদান করব? আর যাই হউক, আপনি এ বেশ জানবেন, আমি কোনো কাপুরুষের পাণিগ্রহণ কখনোই করব না। (চিন্তা করিয়া) আমার বেশ বোধ হচ্ছে, তার ভগিনীর পরামর্শেই তার মন বিচলিত হয়ে গেছে। আমি যদি মধ্যে না থাকি, তা হলে নিশ্চয় সে তার কুমন্ত্রণায় ভুলে যাবে। আমি শুনেছি তার ভগিনীকে সেকন্দর শা বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে সম্প্রতি সে ফিরে এসেছে ও দূত দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে প্রেমালাপ চলছে।

পুরু। এসব জেনেও কেন আপনি তবে এত যত্ন করে সেই কাপুরুষকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা কচ্ছেন?

ঐলবিলা। তাকে যে আমি চাচ্ছি মহারাজ! সেও কেবল আপনার জন্য। আপনি একাকী সহায়বিহীন হয়ে কি করে সেই পৃথ্বী-বিজয়ী যবনরাজের অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করবেন? তক্ষশীল আপনার সঙ্গে যোগ দিলে আপনার সৈন্যদলের অনেক বৃদ্ধি হবে। সংগ্রামে শুদ্ধ প্রাণ দিলেই তো হয় না, জয়লাভের প্রতিও দৃষ্টি রাখা চাই। আমি জানি আপনি রণভূমে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন কত্তে পারেন। কিন্তু তা হলেই কি যথেষ্ট হল? যুদ্ধে জয়লাভ না হলে, আমাদের দেশের যে কি দুর্গতি হবে, তা কি

আপনি ভাবছেন না? যদি মহারাজ! রণস্থলে শুদ্ধ অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আপনার গৌরব লাভ করবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে আর অন্য কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করবার আবশ্যক নাই, যান আপনি সেই গৌরব অর্জনে এখনি প্রবৃত্ত হউন, আমি বিদায় হই, আর আমি আপনাকে ত্যক্ত করব না। (যাইতে উদ্যত)—

পুরু। (আগ্রহের সহিত) রাজকুমারি! যাবেন না, আমার কথা শুনুন, আমাকে ওরূপ নীচাশয় মনে করবেন না। আমি যদি দেশকেই উদ্ধার করতে না পারলেম, তা হলে শুদ্ধ অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আমার কি গৌরব হবে? রাজকুমারি! আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষী নই। কিন্তু আমি এই কথা বলছি যে, যদি আর কেহই আমার সহায় না হয়, সকলেই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি স্বদেশের স্বাধীনতাব জন্য একাকীই আমি ঐ অসংখ্য যবনসৈন্যের সহিত সংগ্রাম করব। এতে যদি প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু যবনেরা এ কথা যেন না বলতে পারে যে, তারা ভারতবাসিগণকে মেষের ন্যায় অনায়াসে বশীভূত কত্তে পেরেছে।

ঐলবিলা। কি? ভারতবাসিগণ অনায়াসে মেষের ন্যায় যবনের অধীনতা স্বীকার করবে? যদি কেহই আমাদের সহায় না হয়, তাই বলে কি আমরা যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হব? তা কখনোই না। ক্ষত্রিয় হয়ে কেউ কখনো কি এ কথা বলতে পারে? আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে, যতদূর সাধ্য, সহায় বল অর্জনে আমাদের চেষ্টার যেন ত্রুটি না হয়। গৌরবের অনুসরণ হতে আপনাকে বিমুখ করতে আমার ইচ্ছা নয়, ববং যাতে আপনার গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাই আমার মনোগত ইচ্ছা। যান, মহারাজ! আপনার বাহুবলে যবনরাজের দর্প চূর্ণ করে দিন, কিন্তু সহায় বল অর্জনে কিছুতেই বিরত হবেন না। সহায়সম্পন্ন না হলে যুদ্ধ যে নিষ্ফল হবে। এখন মহারাজ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি রাজা তক্ষশীলের সহিত সাক্ষাৎ করে একবার দেখি, তাকে কোনোরকম করে ফেরাতে পারি কি না। এ আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, কোনো কাপুরুষকে আমার হৃদয় কখনোই সমর্পণ করব না।

পুরু। রাজকুমারি! আমার এতে কোনো আপত্তি নাই। আপনি এক-

বার চেষ্টা করে দেখুন, আমি এখন চললেম ; যবনদূত আমার প্রতীক্ষা কচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হব।

[উভয়ের প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

তক্ষশীলের শিবির-মধ্যস্থিত একটি ঘর

অম্বালিকা ও যবনদূত এফেস্টিয়ন

এফেস্টিয়ন। আমাদের দেশের রাজকুমারগণ সকলেই যুদ্ধের জন্য দেখলেম প্রস্তুত হচ্ছেন। কিন্তু আমি এক্ষণে কেন যে আপনার সমীপে এলেম, তা রাজকুমারি শ্রবণ করুন। সেকন্দর শা তাঁর মনের কথা আমাকে সব খুলে বলেন। আমি তাঁর একজন অতি বিশ্বস্ত অনুচর। তিনি আপনার কুশল সংবাদ জানবার জন্য আপনার নিকট আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আর এই কথা আমাকে বলতে আদেশ করেছেন যে, যেমন এখন সমস্ত ভারতভূমির শান্তি তাঁর উপর নির্ভর কচ্ছে, তেমনি তাঁরও হৃদয়ের শান্তি একমাত্র আপনার উপর নির্ভর কচ্ছে। আপনি ভিন্ন সে হৃদয় প্রশমন করে এমন আর কেহই নাই। আপনার ভ্রাতার বিনা সম্মতিতে আপনি কি কোনো বাক্যদান কত্তে পারেন না? আপনার মন থাকলে তিনি কখনই আপনাকে নিবারণ কত্তে পারবেন না। আপনার চারুচরণে কি সমস্ত পৃথ্বীরাজ্য সমর্পণ কত্তে হবে? পৃথিবী শান্তিসুখ উপভোগ করবে, না যুদ্ধবিপ্লবে প্লাবিত হবে? বলুন, আপনার এক কথার উপর সমস্ত নির্ভর কচ্ছে। সেকন্দর শা আপনার প্রেম লাভের জন্য সকলেতেই প্রস্তুত আছেন।

অম্বালিকা। দূতরাজ! এই যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে এখনোও কি এই অধীনীকে তাঁর স্মরণ আছে? আমার হীন রূপের এমনই কি মোহিনী শক্তি যে, তাঁর মনকে বশীভূত কত্তে পারে? তাঁর হৃদয় গৌরব-স্পৃহাতেই পরিপূর্ণ, আমার জন্য সেখানে কি তিনি তিলার্ধ স্থান রেখেছেন? তাঁর হৃদয়কে কি আমি প্রেমশৃঙ্খলে বন্ধন কত্তে পেরেছি? আমি জানি, তাঁর মতন বন্দিগণ প্রেমশৃঙ্খলে

কখনোই বহুদিন বদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন না। গৌরব-স্পৃহা ঐ শৃঙ্খল ছিন্ন করে আপনার দিকেই বলপূর্বক নিয়ে যায়। আমি যখন বন্দী হয়ে তাঁর শিবিরে ছিলেম, তখন বোধ হয় আমার প্রতি তাঁর একটু অনুরাগ হয়েছিল, কিন্তু আমি যখনই তাঁর লৌহ-শৃঙ্খল মোচন করে তাঁর ওখান থেকে চলে এসেছি, তখনই বোধ হয়, তিনিও আমার প্রেমশৃঙ্খল ভগ্ন করে ফেলেছেন।

এফেস্টিয়ন। আপনি যদি তাঁর হৃদয়কে দেখতে পেতেন, তা হলে ও কথা বলতেন না। যেদিন অবধি আপনি তাঁর ওখান থেকে চলে এসেছেন, সেই-দিন অবধি তিনি বিরহ-জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছেন, তিনি আপনার জন্যই এত দেশ, এত রাজ্য উচ্ছিন্ন করেছেন, আপনার সমীপবর্তী হবার জন্যই তিনি কোনো বাধাকেই বাধা জ্ঞান করেন নি, অবশেষে কত বিঘ্ন অতিক্রম করে তবে আপনাকে রাজা তক্ষশীলের প্রাসাদ হতে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আপনি এখন নিদয় হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন। তাই তিনি ভাবছেন তিনি এত কল্লেন, তবু তিনি এখনও আপনার হৃদয়দুর্গ মধ্যে প্রবেশ লাভ কত্তে পাল্লেন না। রাজকুমারি! এখনও কেন আপনি তাঁর প্রতি হৃদয়-দ্বার রুদ্ধ করে রয়েছেন? যদি তাঁর প্রেমের প্রতি আপনার কোনো সন্দেহ থাকে— তাঁর প্রেম কৃত্রিম বলে যদি আপনার মনে হয়—

অম্বালিকা। দূতরাজ! আপনার নিকট আমার মনের কথা তবে খুলে বলি। উপযুক্ত সময় পাই নি বলে, আমি এতদিন প্রকাশ করি নি। আর আমি হৃদয়ের ভাব গোপন করে রাখতে পাচ্ছি নে। সেকন্দর শাকে তবে এ কথা বলবেন যে, যদিও আমি তাঁর নিকট হতে চলে এসেছি, তথাপি আমার হৃদয় তাঁর নিকট বন্দী রয়েছে। যখন তিনি প্রথম আমাদের প্রাসাদে প্রবেশ করে আমাকে বন্দী করেছিলেন, তখন তাঁর সেই তেজোময় মূর্তি দেখে আমি একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেম, কোথায় আমার দাসত্বশৃঙ্খলকে আমি অভিসম্পাৎ করব, না— আমি সেই শৃঙ্খলকে মনে মনে বারম্বার চুম্বন করেছিলেম। তিনি এখন বলতে পারেন যে, তবে কেন সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করে আমি এখানে চলে এসেছি; দূতরাজ! তার একটি কারণ আছে; আমার ভ্রাতা সেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন, তিনি পতঙ্গের ন্যায় সেই পৃথ্বীবিজয়ী বীরপুরুষের কোপানলে আপনাকে নিক্ষেপ কত্তে

যাচ্ছেন। ভ্রাতৃস্নেহের অনুরোধে, তাঁকে এই দুঃসাহসিক কার্য হতে বিরত করবার জন্যই আমি এখানে এসেছি; কিন্তু সেকন্দর শা কি আবার সসজ্জ হয়ে আমার ভাইকে আক্রমণ কত্তে আসবেন? আমার ভ্রাতার রক্তপাত করে সেই রক্তাক্ত হস্তে কি আমাকে আলিঙ্গন কত্তে তিনি ইচ্ছা করেন?

এফেষ্টিয়ন। না রাজকুমারি! তিনি কখনোই তা ইচ্ছা করেন না, আর সেইজন্যই তিনি আপনাদের রাজকুমারগণের সহিত সন্ধি করবার প্রস্তাব কচ্ছেন। পাছে রাজা তক্ষশীলের রক্তবিন্দুপাতে আপনার চারু নেত্র হতে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়, এই আশঙ্কাতেই তিনি শান্তি প্রার্থনা কচ্ছেন। আপনাদের রাজকুমারগণকে আপনি যুদ্ধ হতে নিবারণ করুন। বিশেষত যেন রাজা তক্ষশীল যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন, কারণ সেকন্দর শা রাজা তক্ষশীলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে আপনাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না।

অম্বালিকা। দূতরাজ! আমার ভায়ের জন্য আমার যে কি ভাবনা হয়েছে, তা আপনাকে কি বলব, সেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে আমি তাকে কত নিষেধ কচ্ছি, কিন্তু তিনি আমার কথা কিছুতেই শুনছেন না। সেই মায়াবিনী ঐলবিলা ও পুরুরাজ তাঁর মনের উপর একাধিপত্য কচ্ছে। রানী ঐলবিলার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় ও পুরুরাজের উত্তেজনা-বাক্যে তাঁর মন একেবারে বশীভূত হয়েছে। এতে যে আমার কি ভয় হয়েছে, তা আমি কথায় বলতে পারি নে। শুদ্ধ আমার ভায়ের জন্য ভয় হচ্ছে না— সেকন্দর শার জন্যও আমার ভয় হচ্ছে। সেকন্দর শার কীর্তি আমি কানে শুনেছি, তাঁর বিক্রমও আমি স্বচক্ষে দেখেছি— জানি, তিনি আপনার বাহুবলে পৃথিবীর অনেক দেশ জয় করেছেন, —জানি, তিনি শত শত রাজাকে পরাজয় করেছেন, কিন্তু— কিন্তু — পুরুরাজকেও আমি জানি। আমার ভয় হচ্ছে, পাছে পুরুরাজের সহিত যুদ্ধে সেকন্দর শা—

এফেষ্টিয়ন। রাজকুমারি! ও অলীক আশঙ্কা ত্যাগ করুন। পুরু যা কত্তে পারে করুক, ভারতভূমির সমস্ত প্রদেশ কেন তার হয়ে অস্ত্র ধারণ করুক-না, তাতে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। রাজকুমারি! আপনি কেবল এইটি দেখবেন, যেন রাজা তক্ষশীল এই যুদ্ধে যোগ না দেন।

অম্বালিকা। দূতরাজ! আপনার কার্য শীঘ্র সম্পন্ন করে আসুন। রাজকুমারগণের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করে দেখুন। যদি যুদ্ধ একান্তই ঘটে,

তা হলে দেখবেন, যেন সেকন্দর শার বজ্র রাজা তক্ষশীলের মস্তকে পতিত না হয়।

[অম্বালিকার প্রস্থান

এফেস্টিয়ন। এই যে রাজকুমারগণ এইখানেই আসছেন।

পুরু, তক্ষশীল ও চারিজন রাজকুমারের প্রবেশ

পুরু। দূতরাজ! আমাদের আসতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়েছে, তজ্জন্য আমাদের মার্জনা করবেন। এখন আপনার কি প্রস্তাব শোনা যাক।

এফেস্টিয়ন। রাজকুমারগণ! প্রণিধান করে শ্রবণ করুন। মহাবীর সেকন্দর শা আপনাদের নিকট এই প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন যে, এখনও যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে, তা হলে সন্ধি গ্রহণ করুন, নচেৎ তুমুল যুদ্ধে আপনাদের রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে ও অনতিবিলম্বে আপনাদেব প্রাসাদের উপর তাঁর জয়পতাকা উড্ডীন দেখবেন। ম্যাসিডোনীয় মহাবীরের প্রচণ্ডগতি, আপনারা কি মনে কচ্ছেন রোধ করতে সমর্থ হবেন? কখনোই না। সিন্ধুনদীর তীরে কি তাঁর জয়পতাকা উড্ডীন হয় নি? তবে কি সাহসে আপনারা তবু তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন? যখন তিনি আপনাদের রাজধানী পর্যন্ত আক্রমণ করবেন, যখন আপনাদের সৈন্যগণের রক্তে রণক্ষেত্র প্লাবিত হয়ে যাবে, তখন নিশ্চয় আপনাদের অনুতাপ কত্তে হবে। তাঁর সৈন্যগণ সংগ্রামের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তিনি কেবল তাদের থামিয়ে রেখেছেন। আপনাদের এই সুন্দর রাজ্য ছারখার করবার তাঁর ইচ্ছা নাই, আপনাদের রক্তে অসি ধৌত করবারও তাঁর ইচ্ছা নাই। তবে যদি আপনারা বৃথা গৌরব-স্পৃহার বশবর্তী হয়ে তাঁর কোপানল উদ্দীপিত করেন, তা হলে নিশ্চয় আপনাদের মহাবিপদ উপস্থিত হবে। এখনও তিনি প্রসন্ন আছেন, এখনও তিনি আপনাদের সঙ্গে সন্ধি কত্তে প্রস্তুত আছেন। বলুন, স গ্রাম না সন্ধি?—সংগ্রাম না সন্ধি? এই শেষবার বলছি। এখন আপনাদের যথা অভিরুচি, করুন।

তক্ষশীল। যদিও সেকন্দর শা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করেছেন, তথাপি তাঁর গুণের প্রতি আমরা অন্ধ নই। আমরা তাঁর দাসত্ব স্বীকার কত্তে পারি নে বটে, কিন্তু তাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন কত্তে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

প্রথম রাজকুমার। আমরা যবন-দস্যুর সঙ্গে কখনোই সন্ধি করব না।

দ্বিতীয় রাজকুমার। রাজা তক্ষশীলের কথা আমরা শুনব না।

তৃতীয় রাজকুমার। রাজা তক্ষশীল আমাদের ইচ্ছার বিপরীত কথা বলছেন।

চতুর্থ রাজকুমার। পুরুরাজ আমাদের হয়ে কথা কন, রাজা তক্ষশীল কাপুরুষের ন্যায় কথা বলছেন।

পুরু। যখন পঞ্চনদ-কূলবর্তী সমস্ত প্রদেশের রাজগণ যবনরাজের বিরুদ্ধে এই বিতস্তা-নদীকূলে প্রথম সমবেত হন, তখন আমি মনে করেছিলেম যে, সকলেই বুঝি একহৃদয়ে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন। কিন্তু এখন দেখছি, তাঁদের মধ্যে একজন স্বদেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা যবনরাজের বন্ধুত্বকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করেন। রাজা তক্ষশীল যখন স্বদেশের স্বার্থ বিসর্জন কত্তে উদ্যত হয়েছেন, তখন স্বদেশের হয়ে কোনো কথা বলবার ওঁর কিছুমাত্র অধিকার নাই এবং দূতরাজ! তাহা আপনার শোনাও কর্তব্য নয়। অন্যান্য রাজকুমারগণের কি অভিপ্রায়, তা তো আপনি এইমাত্র শুনলেন। আমি তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে, দেশের প্রতিনিধি হয়ে, আপনাকে পুনর্বার বলছি, আপনি শ্রবণ করুন। যবনরাজ সেকন্দর শা কি উদ্দেশে আমাদের দেশে এসেছেন? তিনি কেন আমাদের দেশ আক্রমণ কল্লেন? এতদিন আমাদের দেশে গভীর শান্তি বিরাজ করছিল, তিনি আমাদিগকে আক্রমণ করে কেন সেই শান্তি ভঙ্গ কল্লেন? আমরা কি অগ্রে তার প্রতি কোনো শত্রুতাচরণ করেছিলেম যে, তজ্জন্য তাঁর ক্রোধ উদ্দীপিত হয়েছে? তাঁর এতদূর স্পর্ধা যে তিনি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় আমাদের দেশ আক্রমণ কত্তে সাহসী হলেন? তাঁর প্রগল্‌ভতার সমুচিত শাস্তি না দিয়ে আমরা কি এখন তাঁকে ছেড়ে দেব? তা কখনোই হতে পারে না। তিনি কি মনে কচ্ছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করে তিনি একাধিপত্য করবেন? সমস্ত পৃথিবীকে তিনি কি একটি বৃহৎ কারাগার করে তুলতে চান? না, আমি যদি পারি, তাঁকে তা কখনোই কত্তে দেব না।

প্রথম রাজকুমার। ধন্য পুরুরাজ!

দ্বিতীয় রাজকুমার। পুরুরাজ বেশ বলছেন।

পুরু। দূতরাজ! লোককে কষ্ট হতে মুক্ত করবার জন্যই ক্ষত্রিয় নামের সৃষ্টি, সেই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়রক্ত বিন্দুমাত্র বহমান থাকতে কখনোই অত্যাচারীর অত্যাচার সমস্ত পৃথিবীর উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভুত্ব স্থাপন কত্তে পারবে না।

সূর্য নিস্তেজ হতে পারে, অগ্নিও চন্দনের ন্যায় শীতলস্পর্শ হতে পারে ; কিন্তু ক্ষত্রিয়তেজ কিছুতেই নির্বিবার নয়, যতদিন ক্ষত্রিয় নাম জগতে থাকবে, ততদিনই ইহাদের সেই তেজোময় জয়পতাকা ভারতরাজ্যে অত্যাচারীর পাপমস্তকে নিখাত থাকবে। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে যে, এতদিনের পর সেকন্দর শার চিরসঞ্চিত গৌরব নির্বাপিত হবার সময় উপস্থিত, না হলে কি নিমিত্ত উনি নানা রাজ্য দেশ অতিক্রম করে, অবশেষে এই ভারতরাজ্যে এসে পদার্পণ কল্লেন? ক্ষত্রিয়বাহুবলে যবনরাজের দাসত্ব হতে মুক্ত হয়ে, পৃথ্বীবাসিগণ পরে যাহা বলবে, তাহা এখনি যেন আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে। তারা আহ্লাদিত চিত্তে গদগদ স্বরে এইরূপ বলতে থাকবে যে, অত্যাচারী সেকন্দর শা সমস্ত পৃথিবীকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু পৃথিবীর প্রান্তভাগনিবাসী কোনো এক জাতি সেই শৃঙ্খল চূর্ণ করে পৃথিবীকে শান্তি প্রদান করেছে। আর দূতরাজ! আপনি বারবার যে এক সন্ধির কথা উল্লেখ কচ্ছেন, কিন্তু এটি আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, ক্ষত্রিয়গণ পদানত শত্রুর সহিতই সন্ধি স্থাপন করেন। অতএব যদি সেরূপ হয়, তা হলে আমরা সন্ধি করতে বিমুখ নই।

এফেষ্টিয়ন। কি! সেকন্দর শা আপনাদের পদানত হবেন? তা হলে বলুন না কেন, সিংহও শৃগালের পদানত হবে! আপনি অতি দুঃসাহসিকের ন্যায় কথা কচ্ছেন দেখছি, এখনো বিবেচনা করে দেখুন, এখনো সময় আছে। ঝড় একবার উঠলে আর রক্ষা থাকবে না। যদি মেদিনী আপনাদের ন্যায় দুর্বল সহায় অবলম্বন করে সেকন্দর শার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হতে মুক্ত হতে আশা করে থাকেন, তা হলে সে কি দুরাশা! আপনি দেখছি সেকন্দর শাকে এখনো চিনতে পারেন নি। আর আপনাকে নিবারণ করব না। অনলে পতনোন্মুখ নির্বোধ পতঙ্গের মৃত্যু কেহই নিবারণ করতে পারে না। আপনি দেখবেন, যখন মহাপরাক্রান্ত দারায়ুস রাজা—

পুরু। আমি আবার দেখব কি? আপনি কি এই বলতে যাচ্ছেন যে, যখন পারস্য-রাজ সেকন্দর শার বাহুবলে পরাভূত হয়েছেন, তখন আপনারা কেন বৃথা চেষ্টা কচ্ছেন? এই বলতে যাচ্ছেন? মহাশয়! বিলাসলালসা যে রাজাকে অগ্র হতেই মৃতপ্রায় নির্বীর্য করে ফেলেছিল, সেই বিলাসী রাজাকে পরাভূত করা কি বড়ো পৌরুষের কার্য? নির্বীর্য পারসীকেরা যে তাঁর অধীনতা

স্বীকার করবে, তাতে আর বিচিত্র কি? কোনো কোনো জাতি তাঁর নামে ভীত হয়েই তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে, আবার কোনো কোনো জাতি তাঁকে দেবতা মনে করে তাঁর পদানত হয়েছে। আমরা তো আর তাঁকে সে চক্ষে দেখি নে। কোনো অসভ্য বন্যদেশে তিনি আপনাকে দেবতা বলে পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু এ আপনি নিশ্চয় জানবেন, সুসভ্য ভারতবাসিগণ তাঁকে মনুষ্য অপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক জ্ঞান করবে না। দূতরাজ! তাঁকে বলবেন যে, এদেশে তিনি তাঁর পথে কখনোই কোমল পুষ্প বিকীর্ণ দেখতে পাবেন না। সহস্র সহস্র শাণিত অসির উপর দিয়ে তাঁর প্রতিপদ অগ্রসর হতে হবে। তার সাক্ষী দেখুন না কেন, সমস্ত পারস্যরাজ্য অধিকার কত্তে তাঁর যত না পরিশ্রম, যত না সৈন্য, যত না কাল ব্যয় হয়েছিল, এখানে অওর্না নামক একটি ক্ষুদ্র পর্বত অধিকার কত্তে তাঁর তদপেক্ষা অধিক আয়াস, অধিক সৈন্য ও অধিক কাল ব্যয় কত্তে হয়েছে। এমন-কি এক সময় তিনি জয়ের আশা পরিত্যাগ করে সৈন্যগণকে পলায়নের আদেশ পর্যন্ত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এফেস্টিয়ন। (দণ্ডায়মান হইয়া) আমি আর আপনাদিগকে নিবারণ কত্তে চাই নে। আপনাদের যথা অভিরুচি করুন, কিন্তু আমি এই আপনাদের বলে যাচ্ছি যে, এর জন্য নিশ্চয় পরে আপনাদের অনুতাপ কত্তে হবে। মহাবীর সেকন্দর শা আপনাদিগকে শান্তি প্রদান করে যে এক উচ্চতর গৌরবের আকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন, আপনি যখন সে গৌরব হতে তাঁকে বঞ্চিত কচ্ছেন, তখন দেখবেন আপনাদের রাজ্য ছারখার ক'রে, আপনাদের সিংহাসন বিনষ্ট ক'রে, আপনাদের দেশ শোণিতধারায় প্লাবিত ক'রে, অন্য প্রকার, ভীষণতর গৌরব তিনি অর্জন করবেন। তিনি সসৈন্যে আপনাদের বিরুদ্ধে আগতপ্রায়, আর বিলম্ব নাই।

পুরু। আমাদেরও তাই প্রার্থনা। আমরা তাতে ভীত নই। আপনি তাঁকে বলবেন, আমরা সকলে তাঁর প্রতীক্ষা করে আছি। কিম্বা না হয় আমরাই তাঁর সঙ্গে অগ্রে সাক্ষাৎ করব।

এফেস্টিয়ন। আমি চললেম।

[এফেস্টিয়নের প্রস্থান

তক্ষশীল। মহাশয়! দূতরাজকে কি রাগিয়ে দিয়ে ভালো কাজ হল?

প্রথম রাজকুমার। উনি তো উচিত কথাই বলেছেন, এতে যদি ওঁর রাগ হয় তো আমরা কি করব?

দ্বিতীয় রাজকুমার। রাগ করেই বা উনি আমাদের কি করবেন?

পুরু। (তক্ষশীলের প্রতি) দূতরাজ আমাদের উপরেই ক্রুদ্ধ হয়েছেন; আপনার কোনো ভয় নাই। আপনার অনুকূলে তিনি সেকন্দর শার নিকট বলবেন এখন। রানী ঐলবিলা ও আমরা এই কয়জন ভারতবর্ষের গৌরব রক্ষা করব। আমাদের যুদ্ধ আপনি দূর হতে দেখবেন, কিম্বা সেকন্দর শার বন্ধুতার অনুরোধে আপনি মাতৃভূমির বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ কত্তে পারেন।

তক্ষশীল। আমার বলবার অভিপ্রায় তা নয়।

তৃতীয় রাজকুমার। (আর তিনজন রাজকুমারের প্রতি) চলুন এখন যাওয়া যাক, আমাদের সৈন্যগণকে প্রস্তুত করিগে। (পুরু ও তক্ষশীলের প্রতি) আমরা তবে চললেম।

[চারিজন রাজকুমারের প্রস্থান

ঐলবিলার প্রবেশ

ঐলবিলা। (তক্ষশীলের প্রতি) রাজকুমার! আপনার সম্বন্ধে একটা কি জনরব শুনতে পাচ্ছি, সে কি সত্য? আমাদের শত্রুগণ অহংকার করে বলছে যে, 'রাজা তক্ষশীলকে তো আমরা অর্ধেক বশীভূত করে ফেলেছি,' রাজা তক্ষশীল বলেছেন নাকি যে, যে রাজাকে তিনি ভক্তি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে তিনি কখনো অস্ত্রধারণ কত্তে পারবেন না, একি সত্য?

তক্ষশীল। রাজকুমারি! শত্রুবাক্য একটু সন্দেহের সহিত গ্রহণ করা উচিত। আর আপনাকে আমি কি বলব? সময়ে আমাকে দেখে নেবেন।

ঐলবিলা। এই অমঙ্গলজনক জনরব যেন মিথ্যা হয়, এই আমার ইচ্ছা। যে গর্বিত শত্রুগণ এই জনরব রটিয়েছে, যান রাজকুমার! আপনি তাদের সমুচিত শাস্তি দিয়ে আসুন। পুরুরাজের ন্যায় অস্ত্রধারণ করে সেই দুরাত্মা যবনদিগকে আক্রমণ করুন। তাদের ভীষণ শত্রু বলে সকলের নিকট আপনাকে প্রকাশ্য-রূপে পরিচয় দিন।

তক্ষশীল। (দণ্ডায়মান হইয়া) রাজকুমারি! আমি এখনি আমার সৈন্যগণকে সজ্জিত কত্তে চললেম।

ঐলবিলা, পুরু। (দণ্ডায়মান হইয়া) চলুন, আমরাও যাই।

তক্ষশীল। (স্বগত) ঐলবিলা বোধ হয় পুরুরাজকেই আন্তরিক ভালোবাসেন, কিন্তু আমারও আশা একেবারে যাচ্ছে না (চিন্তা করিয়া) দূর হোক, কেন বৃথা আশায় মুগ্ধ হয়ে আমি আমার ধন প্রাণ রাজ্য সকলি খোয়াতে যাচ্ছি? যাই সেকন্দর শার হস্তে আমার সমস্ত সৈন্য সমর্পণ করে তাঁরই শরণাপন্ন হইগে।

[তক্ষশীলের প্রস্থান

ঐলবিলা। (তক্ষশীলের প্রতি লক্ষ করিয়া) ভীরু! তোর কথায় আমি ভুলি নে। সমরোৎসাহী বীরপুরুষের ওরূপ কথার ধারা নয়। (পুরুর প্রতি) রাজকুমার! ঐ কাপুরুষ নিশ্চয় ওর ভগিনীর কথায় আপনার দেশ ও পৌরুষকে বলিদান দিতে সংকল্প করেছে। এখনো মনের ভাব গোপন করে রাখতে চেষ্টা কচ্ছে, কিন্তু যুদ্ধের সময় বোধ করি প্রকাশ কববে।

পুরু। ওরূপ অপদার্থ হীন সহায় আমাদের পক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন হলে কোনো ক্ষতি নাই। বরং তাতে আমাদের মঙ্গলই আছে। কপট বন্ধু অপেক্ষা প্রকাশ্য শত্রুও ভালো। যদি আমাদের এক বাহুতে কোনো দুরারোগ্য সাংঘাতিক ক্ষত উৎপন্ন হয়, তা হলে বরং সেই বাহু কেটে ফেলা ভালো, তথাপি ঐ ক্ষত [পো]ষণ করে রাখা কর্তব্য নয়।

ঐলবিলা। কিন্তু রাজকুমার! আপনি যে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হচ্ছেন। [সে]কন্দর শার কত বল, তা কি আপনি গণনা করে দেখেছেন? আপনি একাকী, দুই চারিজন ক্ষুদ্র রাজকুমার মাত্র আপনার সহায়। আপনি কি করে অত অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করবেন?

পুরু। কি! রাজকুমারি! আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, ঐ কাপুরুষ তক্ষশীলের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আমিও স্বদেশকে পরিত্যাগ করব?— না— আপনি কখনোই তা ইচ্ছা করেন না। আমি জানি আপনার হৃদয়ে স্বাধীনতা-স্পৃহা প্রজ্বলিত রয়েছে। আপনিই তো সকল রাজকুমারগণকে যবনরাজের বিরুদ্ধে একত্র করেছেন। আপনার চক্ষের সমক্ষে আমরা যে যবনরাজের সহিত যুদ্ধ করে গৌরব লাভ করব, এই আশাতেই আমাদের উৎসাহ আরও দ্বিগুণিত হয়েছে। সমরে গৌরব লাভ করে যাতে আপনার প্রেম লাভ কত্তে পারি, এই আমার মনের একমাত্র আকিঞ্চন।

ঐলবিলা। যান, রাজকুমার! আর বিলম্ব করবেন না। আপনার

সৈন্যগণকে সজ্জিত করুন গে, আমি একবার এইখানে চেষ্টা করে দেখি, তক্ষশীলের সৈন্যগণকে যবনগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিতে পারি কি না। হাজার হউক, তবু তারা ক্ষত্রিয় সৈন্য। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তারা সব কত্তে পারে। এই আমার শেষ চেষ্টা। তার পরেই আপনার সঙ্গে শিবিরে গিয়ে মিলিত হব।

পুরু। রাজকুমারি! আর একটু পরেই আমি যুদ্ধতরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করব, হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ কত্তে হবে। এই বেলা যদি অন্তত জানতেও পারি যে, যাকে আমি আমার জীবন মন সকলই সমর্পণ করেছি, সে আমার প্রতি—

ঐলবিলা। যান, রাজকুমার! অগ্রে যুদ্ধে জয়লাভ করুন, এখন প্রেমালাপের সময় নয়।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পুরুরাজের শিবির-সম্মুখীন ক্ষেত্র

সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে ও ধ্বজবাহক নিশানহস্তে দণ্ডায়মান, অশ্বপৃষ্ঠে বর্মাবৃত পুরুরাজের প্রবেশ

সৈন্যগণ। (পুরুরাজকে দেখিয়া অসি নিষ্কোষিত করিয়া উৎসাহের সহিত) জয় ভারতের জয়! জয় মহারাজের জয়!

(নেপথ্যে— রণবাদ্য ও 'জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়' শুদ্ধ এই চরণটি মাত্র একবার গাইয়া গান বন্ধ হইল)

পুরু। ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দান্ত যবনগণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।

হও সবে একপ্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ ॥
বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গিয়ে তলবার
জ্বলন্ত অনলসম চল সবে রণে।
বিজয়নিশান দেখ উড়িছে গগনে ॥

যবনের রক্তে ধরা হোক প্লবমান,
যবনের রক্তে নদী হোক বহমান,
যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক বিমান,
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবান।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত)
যবনের রক্তে ধরা হোক প্লবমান,
যবনের রক্তে নদী হোক বহমান,
যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক বিমান,
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবান।

পুরু। এত স্পর্দ্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ ?
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারতভূমে
পুরুষ নাহিক একজন ?
"বীর-যোনি এই ভূমি যত বীরের জননী,"
না জানে এ কথা তারা অবোধ যবন।
দাও শিক্ষা সমুচিত, দেখুক বিক্রম ॥
ক্ষত্রিয়-বিক্রমে আজ কাঁপুক মেদিনী,
জ্বলুক ক্ষত্রিয়-তেজ দীপ্ত দিনমণি,
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক জ্বলন্ত অশনি,
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক শুনি সেই ধ্বনি।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত)
ক্ষত্রিয়-বিক্রমে আজ কাঁপুক মেদিনী,
জ্বলুক ক্ষত্রিয়-তেজ দীপ্ত দিনমণি,

নেপথ্যে 'জয় সেকন্দর শার জয়,' 'জয় ভারতের জয়,'

ঘোর যুদ্ধ-কোলাহল

গুপ্তচর। (ভয়ে কম্পমান) (স্বগত) এইবার বুঝি উভয় সৈন্যের পরস্পর দেখা হয়েছে। উঃ! কি ভয়ানক যুদ্ধ! কোলাহল ক্রমেই নিকট হয়ে আসছে দেখছি। এখন আমি কোথায় পালাই? একে এই ঘোর অন্ধকার, জনপ্রাণী দেখা যাচ্ছে না— তাতে আবার মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি হচ্ছে, এ সময় আমি যাই কোথায়? হে ভগবান! আমাকে এইবার রক্ষা করো। কেন মরতে আমি এখানে খবর দিতে এসেছিলেম? আ! কি বিপদেই পড়েছি! এই যে একটু আলো হয়েছে দেখছি, ঝড়টাও থেমেছে, এইবার একটা পালাবার রাস্তা দেখা যাক, উঃ কি ভয়ানক কোলাহল! (নেপথ্যে 'সকলে শ্রবণ করো'! ক্ষত্রিয় সৈন্যগণ, 'যুদ্ধে ক্ষান্ত হও') (পুনরায় নেপথ্যে 'গ্রীসীয় সৈন্যগণ! তোমরাও ক্ষান্ত হও, রাজা পুরু কি বলেন শোনো') ওকি ও! বোধ হয় আমাদের মহারাজের পরাজয় হয়েছে, আর এখানে থাকা না।

[গুপ্তচরের পলায়ন

সৈন্যগণের সহিত সেকন্দর শার প্রবেশ

সেকন্দর শা। গ্রীসীয় সৈন্যগণ! রাজা পুরু কি বলেন শোনো। ওঁর সমস্ত সৈন্যই তো প্রায় বিনষ্ট হয়ে গেছে। বোধ হয়, উনি এখন অস্ত্র পরিত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হচ্ছেন।

কতিপয় সৈন্যের সহিত পুরুর প্রবেশ

পুরু। সকলে শ্রবণ করো, আমি সেকন্দর শাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কচ্ছি। আমাদের দুইজনে যখন যুদ্ধ হবে তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যকে নিরস্ত থাকতে হবে। এ প্রস্তাবে সেকন্দর শা সম্মত আছেন কি না?

সেকন্দর শা। (অগ্রসর হইয়া) সেকন্দর শাকে যেই কেন যুদ্ধে আহ্বান করুক না, তিনি যুদ্ধে কখনোই পরাঙ্মুখ নন। দেখা যাক, মহারাজ পুরুর কিরূপ অস্ত্রশিক্ষা, কিরূপ বিক্রম আমি পুরুরাজের প্রস্তাবে সম্মত হলেম।

পুরু। (অগ্রসর হইয়া) তবে আসুন।

পুরু ও সেকন্দর শার অসিযুদ্ধ— পরে যুদ্ধ করিতে করিতে পুরুর অসির আঘাতে সেকন্দর শার অসি হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া দূরে পতন

সেকন্দর শা। ধন্য পুরুরাজের অস্ত্রশিক্ষা!

পুরু। মহারাজ! নিরস্ত্র হয়েছেন, অস্ত্র নিন; ক্ষত্রিয়গণ নিরস্ত্র যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করেন না।

সেকন্দর শা। (অসি পুনর্বার গ্রহণ করিয়া মহারোষে) ক্ষত্রিয়বীর! যোদ্ধামাত্রেরই এই নিয়ম।

পুনর্বার যুদ্ধ ও সেকন্দর শার অসির আঘাতে পুরুরাজের অসির অগ্রভাগ ভগ্ন হওন

পুরু। ধন্য বাহুবল!

সেকন্দর শা। মহারাজ! নূতন অসি গ্রহণ করুন।

পুরুরাজের একজন সেনা ত্বরিত আসিয়া আপনার অসি পুরুরাজকে প্রদান

পুরু। (মহারোষে) যবনরাজ! ক্ষত্রিয়রক্ত উত্তপ্ত হইলে ত্রিভুবনেরও নিস্তার নাই; সতর্ক হউন।

পুনর্বার যুদ্ধ— যুদ্ধ করিতে করিতে পুরু সবলে সেকন্দর শার গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অসি বিদ্ধ করিতে উদ্যত

সেকন্দরের সৈন্যগণ। (দৌড়িয়া আসিয়া) মহারাজকে রক্ষা করো— মহারাজকে রক্ষা করো!

একজন সেনা। (দৌড়িয়া আসিয়া পুরুরাজকে অসির দ্বারা আহত করত) আমরা জীবিত থাকতে— আমাদের মহারাজের অপমান!—

[**পুরু আহত হইয়া ভূমিতে পতন**

সেকন্দর শা। (ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া) নরাধম! আমার নিষেধের অবমাননা। **শত্রুকে অন্যায় রূপে আহত করে সেকন্দর শার নির্মল যশে তুই আজ কলঙ্ক দিলি? দেখ্ দিকি, তোর এই জঘন্য আচরণে সমস্ত গ্রীসদেশকে আজ হাস্যাস্পদ হতে হল? এফেস্টিয়ন! আমি ওর মৃত্যুদণ্ড আজ্ঞা দিলেম,** এখনি ওকে শিবিরে নিয়ে যাক।

এফেস্টিয়ন। (দুইজন রক্ষকের প্রতি) ঐ নরাধমকে অবরুদ্ধ করে এখনি শিবিরে নিয়ে যাও। ওর ব্যবহারে আমাদের সকলকেই লজ্জিত হতে হয়েছে।

[**দুইজন রক্ষক-কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া উক্ত সেনার প্রস্থান**

পুরুর সৈন্যগণ। (ক্রোধে অসি নিষ্কোষিত করিয়া) ওরূপ অন্যায় আর সহ্য হয় না। এসো, আমরাও যবনরাজকে অসির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে ফেলি।

পুরু। সৈন্যগণ! তোমরা ক্ষান্ত হও, ক্ষত্রিয়ের এরূপ নিয়ম নয় যে, কথা

দিয়ে আবার তার বিপরীতাচরণ করে। আমি কথা দিয়েছি, আমার সৈন্যগণ আমাকে সাহায্য করবে না, অতএব তোমরা নিরস্ত হও।

পুরুর সৈন্যগণ। যবনেরা যখন অন্যায় যুদ্ধে আপনাকে আহত করলে তখন আমরাও আমাদের কথা রাখতে বাধ্য নই।

পুরু। যবনগণ অন্যায় যুদ্ধ করুক, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের যেন কথার ব্যতিক্রম না ঘটে। 'ধর্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং।' ধর্মযুদ্ধে মৃত হলেও সে ত্রিভুবনজয়ী।

সেকন্দর শা। (এফেষ্টিয়নের প্রতি) হস্তে অস্ত্র ধারণ করেও যে পামরগণ যুদ্ধ-নিয়মের অনভিজ্ঞ, তারা এখনি আমার সৈন্যদল হতে দূরীভূত হউক।

এফেষ্টিয়ন। মহারাজ! ওরূপ বর্বরগণকে সৈন্যদল হতে দূরীভূত করে তবে আমার অন্য কাজ।

সেকন্দর শা। (স্বগত) আজ আমাকে বড়োই লজ্জিত হতে হয়েছে। আর আমি এখানে থাকতে পাচ্ছি নে। শিবিরে গিয়েই সৈন্যদিগকে উচিতমত শিক্ষা দিতে হবে। (প্রকাশ্যে) শোনো এফেষ্টিয়ন!

[সেকন্দর শার সহসা প্রস্থান

এফেষ্টিয়ন। আজ্ঞা মহারাজ। (যাইতে যাইতে সৈন্যগণের প্রতি) তোমরা এখানে থাকো, আমি এলেম বলে।

[দুই-তিনজন রক্ষকের সহিত ব্যস্তসমস্ত হইয়া এফেষ্টিয়নের প্রস্থান

পুরুর সৈন্যগণ। মহারাজ যে মূর্ছা হয়েছেন দেখছি, এসো, আমরা এখন এঁকে ধরাধরি করে আমাদের শিবিরের মধ্যে নিয়ে যাই।

[মূর্ছাপন্ন পুরুকে তুলিয়া সৈন্যগণের গমনোদ্যোগ

যবন সৈন্যগণ। আমাদের বন্দীকে তোরা কোথায় নিয়ে যাস? রাখ্ এখানে, না হলে দেখতে পাবি।

পুরুর সৈন্যগণ। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) কি, মহাবীর পুরু যবনের বন্দী! আমরা একজন বেঁচে থাকতেও যবনকে কখনোই মহারাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে দেব না।

যবন সৈন্যগণ। (অগ্রসর হইয়া ও অসি নিষ্কোষিত করিয়া) কি. এখনো বল-প্রকাশ? রাখ্ এখানে বলছি।

[কলহ করিতে করিতে উভয় সৈন্যের প্র

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

তক্ষশীলের শিবির মধ্যস্থিত একটি গৃহ

ঐলবিলার প্রবেশ

ঐলবিলা। (ব্যগ্রভাবে ইতস্তত পরিভ্রমণ করত স্বগত) সেই কাপুরুষ তক্ষশীল আমাকে দেখছি এখানে বন্দী করেছে। তার প্রহরিগণ আমাকে শিবির হতে নির্গত হতে দিচ্ছে না। কেন আমি মরতে এখানে এসেছিলেম? কেন আমি তখন পুরুরাজের কথা শুনলেম না? হায়! আমি এই যুদ্ধের সময় আমার সৈন্যগণের মধ্যে থাকতে পাল্লেম না? যুদ্ধে না জানি কাব জয় হল? পুরুরাজকে আমি বলেছিলেম যে, আমি শীঘ্রই তাঁর শিবিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হব। না জানি তিনি কি মনে কচ্ছেন— না জানি তিনি এখন কোথায় আছেন। হয়তো রণক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন করেছেন। হায়! এখন কি করব, এই পিঞ্জর থেকে এখন আমি কি করে বেরুই, কে এখন আমাকে উদ্ধার করে? আমি যে পত্রখানি লিখে রেখেছি তাই বা এখন কার হাত দিয়ে পুরুরাজের নিকট পাঠাই? কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি নে।

নেপথ্যে গান

মিলে সবে ভারত-সন্তান একতান-মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান। ইত্যাদি।—

কিয়ৎকাল পরেই গান থামিল

ও কি ও! স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ না? এখানে ভারতের জয়গান কে কচ্ছে? তবে কি আমাদের জয় হয়েছে? রোসো, এই গবাক্ষ দিয়ে দেখি। ও! আমাদের দেশের সেই উদাসিনী গায়িকাটি না? হাঁ, সেই তো বটে! এখানে সে কি করে এল? রোসো, আমি ওকে এখানে ডাকি। উদাসিনীর বেশ দেখে বোধ হয়, প্রহরিগণ ওকে এখানে আসতে নিবারণ করবে না। (হস্ত সঞ্চালন দ্বারা উদাসিনীকে আহ্বান) এইবার আমাকে দেখতে পেয়েছে। এই যে আসছে! এইবার বেশ সুযোগ পেয়েছি, এর দ্বারা পত্রখানি পুরুরাজের নিকট পাঠিয়ে দিলে হয়।

বীণাহস্তে উদাসিনী গায়িকার প্রবেশ

ঐলবিলা। তুমি এ দেশে কি জন্য এসেছ? তোমাকে দেখে আমার যে কি আহ্লাদ হয়েছে, তা বলতে পারি নে।

উদাসিনী। রাজকুমারি! আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলেছিলেম যে, আমি 'হোক ভারতের জয়' এই গানটি দেশ-বিদেশে গেয়ে গেয়ে বেড়াই, এই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। যাতে সমস্ত ভারতভূমি ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হয়, এই আমার মনের একান্ত বাসনা।

ঐলবিলা। যুদ্ধে কার জয় হল, তা কি তুমি কিছু শুনতে পেয়েছ?

উদাসিনী। রাজকুমারি! আমি এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছিছি, এখনো যুদ্ধের কোনো সংবাদ পাই নি। আপনিও কি কিছু সংবাদ পান নি?

ঐলবিলা। না, আমি কোনো সংবাদ পাচ্ছি নে। শত্রুদের সঙ্গে যোগ করে আমাকে রাজা তক্ষশীল এখানে বন্দী করে রেখেছে।

উদাসিনী। কি রাজকুমারি! আপনি এখানে বন্দী হয়েছেন? রাজা তক্ষশীল, আমাদের দেশের একজন প্রধান রাজা, তিনি স্বদেশকে পরিত্যাগ করে শত্রুগণের সহিত যোগ দিয়েছেন? কি আশ্চর্য! ভারতভূমি এরূপ নরাধমকেও গর্ভে ধারণ করেন? হা ভারতভূমি! এখন জানলেম, বিধাতা তোমার কপালে অনেক দুঃখ লিখেছেন। রাজকুমারি! আপনাকে আমি এখন কি করে উদ্ধার করি, ভেবে পাচ্ছি নে! (চিন্তা করিয়া) রাজা তক্ষশীলের সৈন্যগণ আমার গানে অনেকে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দেখি, যদি তাদের দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করতে পারি।

ঐলবিলা। তোমার আর-কিছু করতে হবে না, যদি এই পত্রখানি তুমি পুরুরাজের হস্তে দিয়ে আসতে পার, তা হলে আমি এই কারাগার হতে মুক্ত হলেও হতে পারি।

উদাসিনী। রাজকুমারি! আমাকে দিন না। তিনি যদি এখন ভীষণ সমরতরঙ্গের মধ্যেও থাকেন, আমি নির্ভয়ে সেখানে গিয়ে আপনার পত্রখানি দিয়ে আসব। আপনার জন্য, দেশের জন্য, আমি কি না কত্তে পারি?

ঐলবিলা। এই নেও, তুমি আমার বড়ো উপকার কল্লে। (পত্র প্রদান)

উদাসিনী। ও কথা বলবেন না রাজকুমারি! আমার ব্রতই এই। আমি চল্‌লেম।

[উদাসিনীর প্রস্থান

ঐলবিলা। (স্বগত) আ! পত্রখানি পাঠিয়ে যেন আমার হৃদয়ের ভার অনেকটা লাঘব হল।

অম্বালিকার প্রবেশ

ঐলবিলা। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! আমাকে রক্ষকগণ শিবিরের বাহিরে যেতে দিচ্ছে না কেন? তবে কি আমি এখানে বন্দী হলেম? আপনার ভাই মুখে বলেন যে, তিনি আমাকে ভালোবাসেন। এই কি তাঁর প্রেমের পরিচয়? কোথায় আমি বিশ্বস্তচিত্তে তাঁর এখানে এলেম, না তিনি কিনা বিশ্বাসঘাতক হয়ে আমার স্বাধীনতা হরণ কল্লেন?

অম্বালিকা। ও কথা বলবেন না রাজকুমারি! তিনি তো বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কাজ করেন নি, বরং তিনি প্রণয়িজনের ন্যায়ই ব্যবহার করেছেন। এই তুমুল সংগ্রামের সময় আপনাকে যে এখান হতে বেরুতে দিচ্ছেন না, এতে তো তাঁর প্রগাঢ় প্রেমেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়ে কি কোনো স্ত্রীলোকের বাহিরে বেরনো উচিত? এ স্থানটি দেখুন দেকি কেমন নিরাপদ— কেমন চারি দিকেই শান্তি—

ঐলবিলা। এমন শান্তিতে আমার কাজ নাই। যখন আমার সৈন্যগণ পুরুরাজের সহিত আমার জন্য রণস্থলে প্রাণ বিসর্জন কচ্ছে তখন কিনা আমি এখানে একাকী নিরাপদে শান্তি উপভোগ করব? যখন আমার মুমূর্ষ সৈন্যগণের আর্তনাদ প্রাচীর ভেদ করে এখানে আসছে তখন কিনা আমাকে শান্তির কথা বলছেন?

অম্বালিকা। রাজকুমারি! মহারাজ তক্ষশীল আপনার ন্যায় অমন সুকোমল পুষ্পকে কি প্রবল-যুদ্ধ-পবনের মধ্যে নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন?

ঐলবিলা। আপনি আর তাঁর কথা বলবেন না। কোথায় পুরুরাজ দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছেন, আর আপনার কাপুরুষ ভাই কিনা মাতৃভূমিকে পরিত্যাগ কল্লেন ও অবশেষে আমার পর্যন্ত স্বাধীনতা হরণ কল্লেন।

অম্বালিকা। পুরুরাজের কি সৌভাগ্য! তাঁর ক্ষণমাত্র অদর্শনে আপনার

মন দেখছি একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আপনি যেরূপ উদ্‌বিগ্ন হয়েছেন তাতে বোধ হয়, যেন তাঁকে দেখবার জন্য আপনি রণক্ষেত্র পর্যন্ত দৌড়ে যেতে পারেন।

ঐলবিলা। রণক্ষেত্র কি? তাঁকে দেখবার জন্য আমি যমপুরী পর্যন্ত যেতে পারি। আর বোধ হয় রাজকুমারী অম্বালিকাও সেকন্দর শার জন্য মাতৃভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেন।

অম্বালিকা। (রুষ্ট হইয়া) আপনি এ বেশ জানবেন, বিজয়ী সেকন্দর শাকে আমার প্রণয়ী বলে স্বীকার করতে আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই। আপনি কি মনে কচ্ছেন, ও কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন?

ঐলবিলা। লজ্জাহীন না হলে কি কোনো হিন্দুমহিলা যবনের প্রেমাকাঙ্ক্ষা করে? সে যা হোক, আপনি যে এর মধ্যেই সেকন্দর শাকে বিজয়ী বলে সম্বোধন কচ্ছেন, তার মানে কি? কে জয়ী, কে পরাজয়ী এখনো তার কিছুই স্থিরতা নেই।

অম্বালিকা। অত কথায় কাজ কি? এই যে আমার ভাই এখানে আসছেন ওঁর কাছ থেকেই সব শুনতে পাওয়া যাবে এখন। (স্বগত) ঐলবিলা! তুই আজ আমার মর্মে আঘাত দিয়েছিস, আজ অবধি তোকে আমার শত্রু বলে জ্ঞান করলেম!

তক্ষশীলের প্রবেশ

তক্ষশীল। (ঐলবিলার প্রতি) যদি পুরুরাজ তখন আমার কথা শুনতেন, তা হলে একটা অশুভ সংবাদ শুনিয়ে আপনাকে আমার আর কষ্ট দিতে হত না।

ঐলবিলা। ('অশুভ' এই কথাটিমাত্র শুনিয়া পুরুরাজের নিশ্চয় মৃত্যু হইয়াছে, অনুমান করিয়া) কি! – অশুভ— অশুভ সংবাদ!— বুঝেছি— বুঝেছি, আর বলতে হবে না। ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার! এই কথা বলবার জন্যই কি তুই এখানে এসেছিলি? হা পুরুরাজ!— পুরুরাজ! পুরুরাজ!—

[মূর্ছা হইয়া পতন

তক্ষশীল। ও কি হল? রাজকুমারী মূর্ছা হলেন? অম্বালিকে! বাতাস করো, বাতাস করো। পুরুরাজের পরাভব সংবাদ স্পষ্ট না দিতে দিতেই দেখছি উনি আগু থাকতে তা অনুমান করে নিয়েছেন।

[ঐলবিলাকে ব্যজন

ঐলবিলা। (একটু পরেই চেতন পাইয়া, উঠিয়া বসিয়া স্বগত) আর আমার বেঁচে সুখ নেই। যখন পুরুরাজ গেছেন তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাও জন্মের মতো বিদায় নিয়েছেন; যখন পুরুরাজ গেছেন তখন ভারত-ভূমির মস্তকে ভীষণ বজ্রাঘাত হয়েছে। যখন পুরুরাজ গেছেন তখন আমার সকলি গিয়েছে, আমার পৃথিবীর আশা ভরসা সকলি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু হৃদয়! এখনও ধৈর্য ধরো। যদিও আমার প্রেমের প্রস্রবণ জন্মের মতো শুষ্ক হয়ে গেল, তবু দেশ উদ্ধারের এখনও আশা আছে। আর-একবার আমি চেষ্টা করে দেখব। তার পরেই এ পাপ-জীবন বিসর্জন করে পুরুরাজের সহিত স্বর্গে সম্মিলিত হব। (প্রকাশ্যে) আমাদের সমস্ত সৈন্যই কি পরাজিত হয়েছে? আর একজনও কি বীরপুরুষ নেই যে, মাতৃভূমির হয়ে অস্ত্র ধারণ করে? বীরপ্রসূ ভারত-ভূমি কি এর মধ্যেই বীরশূন্য হলেন?

তক্ষশীল। সেকন্দর শার সম্পূর্ণ জয় হয়েছে ও পুরুরাজের সৈন্যগণ একেবারে পরাস্ত হয়েছে।

ঐলবিলা। ধিক্ রাজকুমার! আপনি অম্লানবদনে ও কথা মুখে বলতে পাচ্ছেন? দেশের জন্য আপনার কি কিছুমাত্র দুঃখ কি লজ্জা বোধ হচ্ছে না? দেখুন দিকি, আপনার জন্যই তো পুরুরাজ পরাভূত হলেন, দেশ দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হল। পুরুরাজ একাকী সহায়বিহীন হয়ে কতকাল অসংখ্য যবন সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে পারেন?

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আমি তো তাঁর হিতের জন্যই বলেছিলেম যে, সেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ করে কাজ নেই, তা তিনি শুনলেন না তো আমি কি করব?

ঐলবিলা। যদি তিনি কাপুরুষ হতেন, তা হলে আপনার কথা শুনতেন। যদিও আমাদের প্রাণ যায়, রাজ্য যায়, তাতেই বা কি? আমাদের হাতে তো ক্ষত্র-কুল-গৌরব কলঙ্কিত হয় নি।

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আপনার রাজ্য কেন যাবে? সেকন্দর শা সেরূপ লোক নন। স্ত্রীলোকের সম্মান কিরূপে রাখতে হয়, তা তিনি বেশ জানেন, আর আমি যখন আপনার সহায় আছি তখন কার সাধ্য আপনার সিংহাসন স্পর্শ করে।

ঐলবিলা। আপনার মুখে আর পৌরুষের কথা শোভা পায় না।

সেকন্দর শা কি ইচ্ছা কচ্ছেন যে, তিনি আমার সিংহাসন কেড়ে নিয়ে আবার তিনি সেই সিংহাসন আমাকে দান করবেন? আমি তেমন কুলে জন্মগ্রহণ করি নি যে, শত্রুহস্ত হতে কোনো দান গ্রহণ করব? এইরূপ দান করে তিনি কি মনে কচ্ছেন তাঁর বড়োই গৌরব বৃদ্ধি হবে? দানে গৌরব বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু এ কি সেইরূপ দান? আমার সিংহাসন আমার কাছ থেকে অপহরণ করে কিনা তাই আবার তিনি আমাকে দান করবেন?

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আপনি সেকন্দর শাকে জানেন না। পরাজিত ব্যক্তির প্রতি তিনি এমনি ব্যবহার করেন যে, অবশেষে সেই পরাজিত ব্যক্তিও তাঁর চিরবন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হয়। দেখুন, পরাজিত দারায়ুস রাজার মহিষী সেকেন্দর শাকে এখন ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করেন ও দারায়ুস রাজার মাতা তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন।

ঐলবিলা। হীনবল পারসীকেরা ওরূপ পারে, কিন্তু কোনো ক্ষত্রিয়কন্যা কখনোই স্বরাজ্যাপহারী দস্যুকে বন্ধু বলে স্বীকার কত্তে পারে না, ও তার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে কখনোই রাজত্ব কত্তে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খল কি শৃঙ্খল নয়? প্রভু আপনার ক্রীতদাসকে যতই কেন বেশভূষাতে ভূষিত করুক-না, তাতে কেবল প্রভুরই গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাতে কি কখনো দাসের দাসত্ব ঘোচে? সেকন্দর শার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে যদি আমাদের রাজত্ব রাখতে হয়, তা সে তো রাজত্ব নয়— সে দাসত্বের আর-এক নাম মাত্র; না, আমাদের অমন রাজত্বে কাজ নেই। ওরূপ রাজত্ব আপনি স্বচ্ছন্দে করুন গে, বরং সেকন্দর শা আপনার বন্ধুতার পুরস্কার স্বরূপ আমার ও পুরুরাজের সিংহাসন অপহরণ করে আপনাকে প্রদান করুন, আমরা তাতে কাতর নই। কিন্তু সেকন্দর শা যদি তেমন লোক হন, তা হলে আপনার মতন অকৃতজ্ঞ স্বদেশদ্রোহী নরাধমকে তাঁর ক্রীতদাস বলেও লোকের কাছে পরিচয় দিতে লজ্জিত হবেন।

[সদর্পে বেগে প্রস্থান

তক্ষশীল। এই ব্যাঘ্রিণীকে এখন কি করে বশীভূত করি, ভেবে পাচ্ছি নে।

অম্বালিকা। তার জন্য মহারাজ! চিন্তা করবেন না। সেকন্দর শার সাহায্যে ঐ ব্যাঘ্রিণীকে বন্ধন করে আপনার হস্তে এনে দেব।

তক্ষশীল। বল কি ভগ্নি! বাহুবলে কি কখনো প্রেমলাভ হয়?

অম্বালিকা। আচ্ছা, বলে না হয়, ছলে তো হতে পারে! (চিন্তা করিয়া) আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। মহারাজ! পুরুরাজ এখন কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় আছেন?

তক্ষশীল। শুনেছি, তিনি যুদ্ধে আহত হয়েছেন, কোথায় আছেন তা বলতে পারি নে।

অম্বালিকা। মহারাজ! তবে লেখবার উপকরণ আনতে আদেশ করুন।

তক্ষশীল। কে আছিস্ ওখানে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। আজ্ঞা মহারাজ!

তক্ষশীল। (রক্ষকের প্রতি) লেখবার উপকরণ শীঘ্র নিয়ে আয়।

রক্ষক। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[রক্ষকের প্রস্থান

তক্ষশীল। তুমি কাকে পত্র লিখবে?

অম্বালিকা। তা মহারাজ! পরে দেখতে পাবেন।

[রক্ষকের লিখিবার উপকরণ লইয়া প্রবেশ ও প্রস্থান

(পত্র লিখিয়া) এই আমার লেখা হয়েছে, শুনুন।

পত্র

রাজাধিরাজ মহারাজ তক্ষশীল প্রবল-প্রতাপেষু।

প্রাণেশ্বর! তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় আপনার পথ চেয়ে আমি এখানে রয়েছি, আপনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে এখনও ফিরে আসছেন না দেখে আমার মন বড়োই উদ্‌বিগ্ন হয়েছে, দেখা দিয়ে অধীনীর উদ্‌বেগ দূর করুন।

আপনারি প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী

ঐলবিলা।

এই পত্রখানি যদি কোনোরকম করে পুরুরাজের হাতে গিয়ে পড়ে, তা হলে বেশ হয়। তা হলে তিনি নিশ্চয় মনে করবেন যে, রাজকুমারী ঐলবিলা আপনাকেই আন্তরিক ভালোবাসেন, ও এইরূপ তাঁর একবার সংস্কার হলে, তিনি স্বভাবতই ঐলবিলার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করবেন এবং এইরূপ উপেক্ষিত হলে, ঐলবিলাও পুরুরাজের প্রতি বীতরাগ হবেন; তখন মহারাজ! আপনি চেষ্টা করলে অনায়াসে তার মন পেতে পারবেন।

তক্ষশীল। ঠিক বলেছ, অম্বালিকা! তোমার মতন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক আমি আর কোথাও দেখি নি। রোসো, আমি একজন রক্ষককে দিয়ে এই পত্রখানি পাঠিয়ে দি, ও রে! কে আছিস ওখানে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। মহারাজ!

তক্ষশীল। মহারাজ পুরু কোথায় আছেন, জানিস?

রক্ষক। মহারাজ! আমি শুনেছি, তিনি তাঁর শিবিরে আছেন।

তক্ষশীল। আচ্ছা— দেখ্, তুই তোর পোশাক-টোশাক খুলে ফেলে সামান্য বেশে এই পত্রখানি নিয়ে পুরুরাজের হস্তে দিয়ে আয়। তিনি যদি বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে এইরকম বলবি— "আমি রানী ঐলবিলার একজন প্রজা, সম্প্রতি আমার দেশ থেকে এসেছি। এখানকার কাউকে আমি চিনি নে, রানীর সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি আমাকে বললেন যে, রাজা তক্ষশীল রণক্ষেত্রে রয়েছেন, তাঁকে এই পত্রখানি গোপনে দিয়ে এসো। এই কথা বলে, তিনি রাজা তক্ষশীলের শিবিরে চলে গেলেন। তাই আমি এখানে এসেছি।" এর মধ্যে যেটি জিজ্ঞাসা করবেন, ঠিক তারি উত্তর দিস, বেশি কথা বলিস নে— বুঝিছিস?

রক্ষক। আমি বুঝেছি মহারাজ!

[পত্র লইয়া রক্ষকের প্রস্থান

অম্বালিকা। আচ্ছা মহারাজ! যুদ্ধের পর সেকন্দর শার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিল? তিনি কি আমাদের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

তক্ষশীল। দেখা হয়েছিল বৈকি! তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করে, গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে আমাকে এই কথা বললেন যে, "তুমি যাও, শীঘ্র রাজকুমারী অম্বালিকাকে এই শুভ সংবাদটি দিয়ে এসো। আমি ত্বরায় তাঁকে দর্শন করে আমার নয়ন সার্থক করব।" তিনি এখানে এলেন বলে, আর বিলম্ব নেই। ভগ্নি! তোমার প্রেমে আমি কিছুমাত্র বাধা দেব না, কিন্তু আমিও যাতে রাজকুমারী ঐলবিলার প্রেম লাভ কত্তে পারি, তার জন্য তোমাকেও চেষ্টা কত্তে হবে।

অম্বালিকা। মহারাজ! বিজয়ী সেকন্দর শা যদি আঁমাদের সহায় থাকেন,

তা হলে আর ভাবনা কি ? অবলা রমণী আর কতদিন আপনার হৃদয়-কপাট রুদ্ধ করে রাখতে পারে ?

তক্ষশীল। এই যে সেকন্দর শা এইখানেই আসছেন।

সেকন্দর শা, এফেস্টিয়ন ও রক্ষকগণের প্রবেশ

সেকন্দর শা। একটা জনরব উঠেছে যে, পুরুরাজ মরেছেন। এফেস্টিয়ন ! তুমি শীঘ্র জেনে এস দেখি, এ কথা সত্য কি না ? যদি বেঁচে থাকেন, তা হলে তাঁকে এখানে নিয়ে এসো। দেখো, যেন উন্মত্ত মূঢ় সৈন্যগণ কিছুতেই তাঁর প্রাণ বিনষ্ট না করে। ওরূপ বীরপুরুষকে আমি কখনোই হনন করতে ইচ্ছা করি নে।

এফেস্টিয়ন। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য !

[এফেস্টিয়ন ও রক্ষকগণের প্রস্থান

তক্ষশীল। (স্বগত) ভগবান করেন, যেন এই জনরবটি সত্য হয়। এত লোক যখন বলছে, তখন নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আ !— এতদিনে বুঝি আমার পথের কণ্টক অপসৃত হল।

সেকন্দর শা। মহারাজ তক্ষশীল ! এ কথা কি সত্য যে, কুলুপর্বতের রানী ঐলবিলা আপনার প্রতি অন্ধ হয়ে সেই দুর্মতি, দুঃসাহসিক পুরুরাজকে তাঁর হৃদয় দান করেছেন ? মহারাজ ! চিন্তা করবেন না, আপনার রাজ্য তো আপনারই রইল। এতদ্ব্যতীত পুরুরাজের রাজ্য ও রানী ঐলবিলার রাজ্যও আমি আপনাকে প্রদান করলেম। আপনি এখন তিন রাজ্যের অধীশ্বর হলেন, এই তিন রাজ্যের ঐশ্বর্য নিয়ে সেই সুন্দরীর চরণে সমর্পণ করুন, তা হলেই নিশ্চয় তিনি প্রসন্ন হবেন।

তক্ষশীল। মহারাজ ! আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করলেন। কি করে যে এখন আমার মনের কৃতজ্ঞতা আপনার নিকট প্রকাশ করি তা—

সেকন্দর শা। এখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থাক্, আপনি এখন শীঘ্র রানী ঐলবিলার নিকট গিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করুন।

তক্ষশীল। মহারাজ ! এই আমি চল্‌লেম।

[মহা আহ্লাদিত হইয়া তক্ষশীলের প্রস্থান

সেকন্দর শা। রাজকুমারি ! রাজা তক্ষশীলের যাতে প্রেম-লালসা

চরিতার্থ হয়, তজ্জন্য তাঁকে তো আমি সাহায্য করলেম, কিন্তু আমার জন্য কি আমি কিছুই করব না? আমার জয়ের ফল কি অন্যকে প্রদান করেই সন্তুষ্ট থাকব? সে যাই হোক, আমি আপনাকে বলেছিলেম যে, জয় লাভ করেই আমি আপনার নিকট এসে উপস্থিত হব। দেখুন, আমি আমার কথা মতো এসেছি; আপনিও আমাকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, এইবার সাক্ষাৎ হলে আপনি আপনার হৃদয় আমার প্রতি উন্মুক্ত করবেন, আপনি এখন আপনার কথা রাখুন।

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমার হৃদয়-দ্বার তো আপনার প্রতি সততই উন্মুক্ত রয়েছে, তবে— আমার এখন শুদ্ধ এই ভয় হচ্ছে, পাছে আমার মন প্রাণ সকলই আপনার হাতে সমর্পণ করে শেষে না আমায় অকূল পাথারে ভাসতে হয়। যে বস্তু বিনা আয়াসে ও সহজে লাভ হয়, তার প্রতি রাজকুমার! স্বভাবতই উপেক্ষা হয়ে থাকে। আপনাদের ন্যায় বীর-পুরুষের হৃদয় জয়লালসাতেই পরিপূর্ণ, তাতে কি প্রেম কখনো স্থান পায়? আর যদিও কখনো প্রেমের উদ্রেক হয়, তাও বোধ হয় ক্ষণস্থায়ী। আমার হৃদয়ের উপর একবার জয়লাভ কত্তে পারলেই আপনার জয়লালসা চরিতার্থ হবে ও তা হলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তার পরেই আবার আপনি অন্যান্য নূতন জয়ের অনুসরণে ধাবিত হবেন। এ অধীনকে তখন আপনার মনেও থাকবে না। রাজকুমার! আপনারা জয় কত্তেই পারেন— প্রেম কি পদার্থ, তা আপনারা চেনেন না।

সেকন্দর শা। রাজকুমারি! আপনি যদি জানতেন, আপনার জন্য আমার হৃদয় কিরূপ ব্যাকুল হয়েছে, তা হলে ও কথা বলতেন না। সত্য বটে, পূর্বে আমার হৃদয়ে যশঃস্পৃহা ভিন্ন আর-কিছুই স্থান পেত না। পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য ও রাজাকে জয় করব, এই আমার মনের একমাত্র চিন্তা ছিল। পারস্য রাজ্যে অনেক সুন্দরী রমণী আমার নয়নপথে পতিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের রূপলাবণ্য আমার মনকে বিচলিত কত্তে পারে নি। যুদ্ধ-গৌরবে উন্মত্ত হয়ে তাদের প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপও করি নি। কিন্তু যে অবধি আপনার ঐ সুকোমল নয়নবাণ আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে, সেই অবধি আমার হৃদয়ে অন্য ভাবের সঞ্চার হয়েছে। বিশ্বজয় কত্তেই আমি ইতিপূর্বে ব্যস্ত ছিলেম, কিন্তু এখন দেখছি, "বিশ্ব যায় গড়াগড়ি ও চারু চরণে।" এখন আমি পৃথিবীর

যেখানেই জয় সাধন কত্তে যাই-না কেন, আপনাকে না দেখতে পেলে আমার হৃদয় কিছুতেই তৃপ্তি লাভ কত্তে পারবে না।

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনি যেখানে যাবেন, জয়ও বন্দীর ন্যায় আপনার অনুগামী হবে, কিন্তু আপনি কি মনে করেন, প্রেমও সেইরূপ আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবে? বিস্তীর্ণ রাজ্য, অপার সমুদ্র, দুস্তর মরুভূমি-সকল, যখন আমাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করবে, তখন কি এই অধীনী আপনার স্মরণপথে আসবে? যখন সসাগরা ধরা আপনার বাহুবলে কম্পিত হয়ে আপনার পদানত হবে তখন কি আপনার মনে পড়বে যে, একজন হতভাগিনী রমণী কোনো দূরদেশে আপনার জন্য নিশিদিন বিলাপ কচ্ছে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনার ন্যায় সুন্দরীকে এখানে ফেলে কি আমি যেতে পারি? আপনি কি আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করেন না?

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনি তো জানেন রমণী চিরকালই পরাধীন। আমার ভায়ের বিনা সম্মতিতে আমি কিছুই কত্তে পারি নে। সকলই তাঁর উপর নির্ভর কচ্ছে।

সেকন্দর। তিনি যদি আমার বাসনা পূর্ণ করেন, তা হলে আমি তাঁকে সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর করে দিয়ে যাব।

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনার আর-কিছুই কত্তে হবে না। রাজকুমারী ঐলবিলা যাতে আমার ভায়ের প্রতি প্রসন্ন হন, এইটি আপনি করে দিন। তা হলে তাঁর সম্মতি গ্রহণ কত্তে আমার কোনো কষ্ট হবে না। ঐলবিলাকে যেন পুরুরাজ লাভ কত্তে না পারেন।

সেকন্দর। আচ্ছা রাজকুমারি! যাতে রানী ঐলবিলা রাজা তক্ষশীলের প্রতি প্রসন্ন হন, তজ্জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। রাজা তক্ষশীলের উপর যখন আমার সমস্ত সুখ শান্তি নির্ভর কচ্ছে, তখন তাঁরও যাতে মনস্কামনা পূর্ণ হয় তজ্জন্য আমি চেষ্টা কত্তে ত্রুটি করব না। ঐলবিলা এখন কোথায়?

অম্বালিকা। মহারাজ! তিনি পার্শ্বের ঘরে আছেন।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমি তবে তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে দেখি।

[সেকন্দর শা ও অম্বালিকার প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

তক্ষশীলের শিবিরমধ্যস্থিত একটি ঘর

ঐলবিলা। (স্বগত) এখন কেবল শত্রুগণের জয়ধ্বনিই চতুর্দিকে শোনা যাচ্ছে। এই দুঃখের সময় আমি কি একদণ্ডও একাকী বিরলে বসে বিলাপ করতেও পাব না? আমি যেখানে যাই, তক্ষশীলের লোকজন আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। কিন্তু আমাকে ওরা আর কতদিন এখানে ধরে রাখতে পারবে? হায়! পুরুরাজ! তুমি নিষ্ঠুরের ন্যায় আমাকে এখানে একাকী ফেলে চলে গেলে? যাও, কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়ব না। শীঘ্র তোমার সহিত পরলোকে গিয়ে সম্মিলিত হব। না— পুরুরাজ তো নিষ্ঠুর নন— আমিই নিষ্ঠুর। যুদ্ধে যাবার অগ্রে যখন তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন, সেই সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি তাঁকে আমার হৃদয় সমর্পণ করেছি কি না? কিন্তু আমি পাষাণহৃদয়ের ন্যায় তাঁকে বললেম, "যান, যুদ্ধে যান, এখন প্রেমালাপের সময় নয়।" পুরুরাজ! আমি অমন কথা আর বলব না; এখন বলছি, শ্রবণ করুন— আমার প্রাণ, হৃদয়, মন, সকলি আপনাকে সমর্পণ করেছি। সে সময়ে আমি তাঁকে বললেম না— এখন আর কাকে বলছি? আমার কথা কে শুনবে? পুরুরাজ! আর-একবারটি এসে আমাকে দেখা দিন! আর আপনাকে যুদ্ধে যেতে বলব না। কৈ— পুরুরাজ কৈ? হায়! আমি কেন বৃথা অরণ্যে রোদন কচ্ছি? আমার কথা বায়ুতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পুরুরাজ! তোমার কি ইচ্ছা যে, আমি যবনের অধীনতা স্বীকার করব? তবে কেন তুমি আমাকে উদ্ধার কত্তে আসছ না? আমি শুনছি আজ যবনরাজ আমাকে সান্ত্বনা করবার জন্য এখানে আসবেন, আসুন। যবনের সাধ্য নেই যে আমাকে ভুলায়। পুরুরাজ! তুমি এ বেশ জানবে, আমি তোমার অযোগ্য নই। তুমি যেমন বীরপুরুষের ন্যায় প্রাণ ত্যাগ করেছ— আমিও তেমনি বীরপত্নীর ন্যায় তোমারই অনুগামিনী হব।

সেকন্দর শার প্রবেশ

ঐলবিলা। (সেকন্দর শাকে দেখিয়া) এখানে আপনি কেন? পরের ক্রন্দন শুনতে আপনার কি ভালো লাগে? বিরলে বসে ক্রন্দন করবার আমার

যে একটু স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীনতাটুকু হতেও কি আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন? ক্রন্দনেও কি আমার স্বাধীনতা নাই?

সেকন্দর। রাজকুমারি! ক্রন্দন করুন, আমি আপনাকে নিবারণ কত্তে চাই নে। আপনার ক্রন্দনের যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আপনি যে অশুভ সংবাদ শুনেছেন, তা মিথ্যা হলেও হতে পারে। কারণ জনরবের কথা কিছুই বলা যায় না। পুরুরাজের ন্যায় সাহসী বীরপুরুষ আমি আর কোথাও দেখি নি। যদিও আমি তাঁর শত্রু, তথাপি এ আপনার কাছে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি। ভারতবর্ষে পদার্পণ করবার পূর্বেই আমি তাঁর নাম শুনেছিলেম। অন্যান্য রাজাদের অপেক্ষাও তাঁর যশ ও কীর্তি—

ঐলবিলা। পরের যশে পরের গুণে আপনার কি তবে ঈর্ষা হয়? আপনি সেইজন্যই কি এত দেশ অতিক্রম করে তাঁকে নিধন কত্তে এসেছিলেন?

সেকন্দর। রাজকুমারি! তা নয়। তাঁকে বধ করবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। আমি শুনেছিলেম যে, পুরুরাজকে কেহই জয় কত্তে পারে না। তাই শুনেই আমার জয়স্পৃহা উত্তেজিত হয়েছিল। আগে আমি মনে কত্তেম বুঝি আমার কীর্তি-কলাপে বিস্মিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীর চক্ষু এক-মাত্র আমার উপরেই নিপতিত রয়েছে। কিন্তু যখন শুনলেম, পৃথিবীর লোক পুরুরাজেরও জয়ঘোষণা কচ্ছে, তখন আমি বুঝলেম, পৃথিবীতে আমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। আমি যত দেশে জয় করবার জন্য গিয়েছি, প্রায় সকল দেশই বিনা যুদ্ধে আমার নামমাত্র শুনেই আমার শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু ওরূপ সহজ জয়লাভে আমার তৃপ্তি বোধ হত না। যখন পুরুরাজের নাম আমি শুনলেম, তখন ভারতভূমিকে আমার গৌরব অর্জনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে মনে করলেম; পুরুরাজের যেরূপ পৌরুষ ও বিক্রমের কথা পূর্বে শুনেছিলেম, কার্যে তার অধিক পরিচয় পেয়েছি। যখন তাঁর সমস্ত সৈন্য যুদ্ধে বিনষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। আমি তাতে সম্মত হয়েছিলেম, আমাদের দুজনে যুদ্ধ হচ্ছিল, এমন সময়ে আমার মূঢ় সৈন্যগণ আমার আজ্ঞার বিপরীতে, পুরুরাজকে আহত করলে। সমস্ত সৈন্যের সহিত তিনি যদিও এখন পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু এতে তাঁর গৌরবের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি।

ঐলবিলা। হ্রাস কি, তাঁর গৌরব বরং এতে আরও বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু

আপনি কি তাঁকে এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে নিহত করে কিছুমাত্র গৌরব অর্জন কত্তে পারলেন? আপনি জয়লাভ করেছেন, এই বলে মনকে প্রবোধ দিন। কিন্তু আপনি এ বেশ জানবেন যে, সেই কাপুরুষ, পুরুষাধম তক্ষশীলও মনে মনে আপনার বিজয়ী নামে সন্দেহ কচ্ছে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি যেরূপ মনোবেদনা পেয়েছেন, তাতে আমার প্রতি আপনার কোপ প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। এজন্য আপনাকে আমি দোষ দেব না। কিন্তু দেখুন, আমি অগ্রে পুরুরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করবার জন্য দূত প্রেরণ করেছিলেম, কিন্তু তিনি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে আপনার বিপদ আপনিই আহ্বান করলেন। কিন্তু অবশ্য এ আপনার মানতে হবে—

ঐলবিলা। আমাকে আপনি কি মানতে বলছেন? আচ্ছা, আমি মানলেম যে আপনি পৃথ্বীবিজয়ী, আপনি অজেয়, আপনার কিছুই অসাধ্য নেই। মনে করুন আমি এ সকলি মানলেম। কিন্তু এত দেশ জয় করে, এত রাজা বিনষ্ট করে, এত মনুষ্যের রক্তপাত করেও কি আপনার শোণিত-পিপাসার শান্তি হয় নি? পুরুরাজ আপনার কি অনিষ্ট করেছিলেন? আপনি এখানে না এলে আমরা দুজনে পরম সুখে জীবন যাপন কত্তে পারতেম। আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে যে সুকোমল গ্রন্থিটি ছিল, সেটি ছিন্ন করবার জন্যই কি আপনি এত দেশ অতিক্রম করে এখানে এসেছিলেন? অন্য লোকে আপনাকে যাই মনে করুক, আমি আপনাকে পররাজ্যাপহারী নিষ্ঠুর দস্যু বই আর কিছুই জ্ঞান করি নে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমার বেশ বোধ হচ্ছে, আপনি ইচ্ছা কচ্ছেন যে, আমি আপনার কটূক্তি শ্রবণ করে ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে আমিও আপনার প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ করব। কিন্তু না, তা মনে করবেন না। সেকন্দর শা পৃথিবীকে নিগ্রহ কত্তে পারেন, কিন্তু তিনি অবলা রমণীর মনে কখনোই কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না। আপনি হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন, আপনার দুঃখের যথেষ্ট কারণও আছে। কিন্তু রাজকুমারি! সকলই দৈবের অধীন। গত বিষয়ের জন্য বৃথা কেন শোক কচ্ছেন? আমি জানি, পুরুরাজ আপনার প্রতি যেরূপ অনুরাগী আর-একজন রাজকুমারও আপনার প্রতি তদপেক্ষা অধিক অনুরাগী আছেন, রাজা তক্ষশীল আপনার জন্য—

ঐলবিলা। কি! সেই বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ, নরাধম—

সেকন্দর। আপনি তাঁর উপর কেন এত রুষ্ট হয়েছেন? তিনি আপনার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখে দুজনে রাজ্যভোগ করুন। এই যে রাজা তক্ষশীল এই দিকেই আসছেন। তিনি আপনার মনোগত ভাব স্বয়ং আপনার নিকট ব্যক্ত করুন, আমি চললেম।

[সেকন্দর শার প্রস্থান

তক্ষশীলের প্রবেশ

ঐলবিলা। এই যে ক্ষত্রিয়কুল-প্রদীপ, ভারতভূমির গৌরবসূর্য, মহাবীর মহারাজ তক্ষশীল! আপনি এখানে কি মনে করে? আপনি যান, বিজয়ী যবনরাজের জয় ঘোষণা করুন-গে, আপনার প্রভুর পদসেবা করুন-গে, এখানে কেন বৃথা সময় নষ্ট কত্তে এসেছেন?

তক্ষশীল। আমাকে আর গঞ্জনা দেবেন না। আমার প্রতি অত নির্দয় হবেন না, আমাকে যা আপনি কত্তে বলবেন, তাই আমি কচ্ছি। আমি আপনারই আজ্ঞানুবর্তী দাস।

ঐলবিলা। আমাকে সন্তুষ্ট করবার যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তা হলে আমি যেরূপ যবনরাজকে ঘৃণা করি, আপনিও তেমনি তাঁকে ঘৃণা করুন। যবনসৈন্যদের বিরুদ্ধে এখনি যাত্রা করুন। যবন-শোণিতে ভারতভূমি প্লাবিত করুন— মাতৃভূমিকে উদ্ধার করুন— জয় লাভ করুন— রণক্ষেত্রে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করুন।

তক্ষশীল। রাজকুমারি! এত করেও কি আপনার হৃদয়লাভ কত্তে সমর্থ হব?

ঐলবিলা। আমি এই পর্যন্ত বলতে পারি, তা হলে আমার নিকট আপনি ঘৃণাস্পদ হবেন না। দেখুন, পুরুরাজ নেই, তবু তাঁর সৈন্যগণের উৎসাহ কমে নি; এমন-কি আপনার সৈন্যগণও যবন-বিরুদ্ধে যুদ্ধ কত্তে উৎসুক হয়েছে। আপনি তাদের যুদ্ধে নিয়ে যান, তাদিগকে উৎসাহ প্রদান করুন— পুরুরাজের স্থলাভিষিক্ত হউন— দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন— ক্ষত্রিয়কুলের নাম রাখুন। কি! চুপ করে রয়েছেন যে? আপনার কাছে তবে কি আমি এতক্ষণ বৃথা বাক্য ব্যয় করলেম? যান— তবে আপনি দাসত্ব করুন-গে— আপনার প্রভুর পদসেবা করুন-গে— এখানে কেন আমাকে ত্যক্ত কত্তে এসেছেন?

তক্ষশীল। আপনি জানেন—আপনি এখন আমার হাতে আছেন ?

ঐলবিলা। আমি জানি, আপনি আমার শরীরকে বন্দী করেছেন; কিন্তু আমার হৃদয়কে আপনি কখনোই বন্দী কত্তে পারবেন না। আপনি হাজার আমাকে ভয় দেখান, আমি তাতে ভীত নই। আমাকে কেন ত্যক্ত কচ্ছেন ?

[ঐলবিলার প্রস্থান

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আমাকে মার্জনা করুন, যাবেন না, যাবেন না।

অম্বালিকার প্রবেশ

অম্বালিকা। কেন মহারাজ! আপনি ঐ কুহকিনীর আশায় এখনও রয়েছেন? ওকে আপনার মন থেকে একেবারে দূর করে দিন। ওর জন্য আমাদের ভারি জ্বালাতন হতে হচ্ছে।

তক্ষশীল। না-- আমি ওঁকে আমার মন থেকে কিছুতে দূর কত্তে পারব না। দেখো দেখি ভগ্নি! তোমার জন্যই তো আমার এই দশা হল। তোমার পরামর্শ শুনেছিলেম বলেই তো ওর নিকট আমাকে ঘৃণাস্পদ হতে হয়েছে; আর আমার সহ্য হয় না। আমি ওর ঘৃণিত হয়ে আর ক্ষণকালও থাকতে পাচ্ছি নে। যাই— আমি ঐ সুন্দরীর পদতলে এখনি গিয়ে পড়ি। আমি তাঁকে বলি-গে যে, আমি সেকন্দর শার বিরুদ্ধে এখনি অস্ত্র ধারণ কত্তে প্রস্তুত আছি— যুদ্ধে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি।

অম্বালিকা। (রুষ্ট হইয়া) যান মহারাজ! এখনি আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে যান, আর আমি আপনাকে নিবারণ করব না, শীঘ্র যান, পুরুরাজ আপনার প্রতীক্ষা কচ্ছেন।

তক্ষশীল। (আশ্চর্য হইয়া) কি, পুরুরাজের এখনও মৃত্যু হয় নি? তবে কি জনরব মিথ্যা হল। পুরুরাজ আবার যমপুরী থেকে ফিরে এলেন না কি? তবে দেখছি, আমার সব আশা ফুরিয়ে গেল. হা অদৃষ্ট!

অম্বালিকা। দেখুন গিয়ে মহারাজ! পুরুরাজ বেঁচে উঠেছেন। তিনি খানিক অচেতন অবস্থায় ছিলেন বলে জনরব উঠেছিল, তাঁর মৃত্যু হয়েছে! তিনি এখনি সসৈন্য এসে বলপূর্বক রাজকুমারী ঐলবিলাকে আপনার নিকট হতে নিয়ে যাবেন। যান মহারাজ! আর বিলম্ব করবেন না, পুরুরাজের

সাহায্যে এখনি গমন করুন। পুরুরাজের মতো হিতৈষী বন্ধু তো আর আপনার দ্বিতীয় নেই, আমি চললেম।

[অম্বালিকার প্রস্থান

তক্ষশীল। (স্বগত) আমার অদৃষ্ট কি মন্দ! আমি মনে করেছিলেম, পুরুরাজ মরেছেন, আমার পথের কণ্টক অপসৃত হয়েছে। কিন্তু বিধি আমার প্রতি নির্দয় হয়ে আবার তাঁকে জীবিত করে তুলেছেন! যাই— রণক্ষেত্রে গিয়ে একবার দেখি, এ কথা সত্য কি না।

[তক্ষশীলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পুরুরাজের শিবির

পুরু আহত হইয়া পালঙ্কোপরি শয়ান, তাঁহার কতিপয় সৈন্য দণ্ডায়মান

সৈন্যগণ। মহারাজ দেখছি সংজ্ঞা লাভ করেছেন।

পুরু। সৈন্যগণ! আমি কি সেকন্দর শার বন্দী হয়েছি? আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছ?

একজন সেনা। মহারাজ! সেকন্দর শার সৈন্যগণ আপনাকে বন্দী করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের আমরা বললেম যে, আমরা একজন প্রাণী জীবিত থাকতেও যবনকে মহারাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে কখনোই দেব না। এই কথা বলে আপনার দেহকে রক্ষা কত্তে কত্তে আমরা শত্রুগণের সঙ্গে সংগ্রাম কত্তে লাগলেম। এখন মহারাজ! আপনি আপনারই শিবিরে রয়েছেন। শত্রুগণ পলায়ন করেছে, কিন্তু আমাদের প্রায় সমস্ত সৈন্যই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আমরা এই কয়েকজন মাত্র অবশিষ্ট আছি।

পুরু। সৈন্যগণ! তোমরা ক্ষত্রিয়ের ন্যায়ই কার্য করেছ। ঘরে বসে ব্যাধিতে মরা ক্ষত্রিয়গণের অধর্ম। রণস্থলে প্রাণত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের

একমাত্র ধর্ম। দেখো, তোমরা যুদ্ধের সময় কি রাজকুমারী ঐলবিলাকে দেখতে পেয়েছিলে ?

সৈন্যগণ। কৈ না মহারাজ !

পুরু। (স্বগত) তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তক্ষশীলের সৈন্যগণকে যবনগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিয়েই শিবিরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবেন। তা কৈ ? তিনি কি তবে আমাকে প্রতারণা করলেন ? তবে কি তিনি রাজা তক্ষশীলের প্রতিই যথার্থ অনুরাগিণী ? তিনি কি তবে তক্ষশীলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যই ছল করে তাঁর শিবিরে রইলেন ? না, এমন কখনোই হতে পারে না। রাজকুমারী ঐলবিলার কখনোই এরূপ নীচ অন্তঃকরণ নয়। কিন্তু কিছুই বলা যায় না— রমণীর মন !

একজন পত্রবাহকের প্রবেশ

পত্রবাহক। রানী ঐলবিলা আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন—

[পুরুকে পত্র প্রদান

পুরু। (মহা আহ্লাদিত হইয়া পত্র গ্রহণ করত স্বগত) রাজকুমারী ঐলবিলা পত্র পাঠিয়েছেন, আ! বাঁচলেম। এতক্ষণে যেন জীবন এল। (মনের আগ্রহ বশতঃ শিরোনামের প্রতি লক্ষ না করিয়াই পত্র পাঠ)

পত্র

"প্রাণেশ্বর ! তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় আপনার পথ চেয়ে আমি এখানে রয়েছি, আপনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে এখনও ফিরে আসছেন না দেখে আমার মন বড়োই উদ্বিগ্ন হয়েছে, দেখা দিয়ে অধীনীর উদ্বেগ দূর করুন।

আপনারি প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী

ঐলবিলা।"

"প্রাণেশ্বব !" "প্রাণেশ্বর !" আ! কি মধুর সম্বোধন ! আমার শরীরের যন্ত্রণা এখন আর যেন যন্ত্রণাই বলে বোধ হচ্ছে না। এখন যেন আমি আবার নূতন বলে বলী হলেম। আ! প্রেমের কি আশ্চর্য মৃতসঞ্জীবনী শক্তি ! (পুনরায় পত্র পাঠ) "চাতকিনীর ন্যায় আপনার পথ চেয়ে এখানে রয়েছি," এর অর্থ কি ? তাঁরই তো এখানে আসবার কথা ছিল, আমার সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার তো কোনো কথা ছিল না, তবে কেন তিনি আমার প্রতীক্ষা কচ্ছেন, বুঝতে পাচ্ছি নে। তবে বোধ হয় কোনো কারণ বশতঃ

তিনি এখানে আসতে পারেন নি, কিন্তু তা হলেও তো কারণটা তিনি পত্রে উল্লেখ কত্তেন। এর তো আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। যাই হোক, তাঁর অদর্শনে তাঁর সুধাময় হস্তাক্ষরই এখন আমার জীবন। এই রোগশয্যায় তাঁর পত্রই একমাত্র ঔষধি। আর-একবার পড়ি! (পত্রপৃষ্ঠ দর্শন)

শিরোনামা

"রাজাধিরাজ মহারাজ তক্ষশীল প্রবল-প্রতাপেষু।"

(বিস্মিতভাবে একটু উঠিয়া বসিয়া) এ কি? এ তো আমার পত্র না, এ যে রাজা তক্ষশীলের পত্র— রাজকুমারী ঐলবিলা সেই কাপুরুষ নরাধমকে এইরূপ পত্র লিখবেন? একি কখনো সম্ভব? "প্রাণেশ্বর!" "প্রাণেশ্বর!" —তক্ষশীল তার "প্রাণেশ্বর!" আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না আমার পড়তে ভ্রম হল? দেখি, (পুনর্বার পাঠ) না আমার তো ভ্রম হয় নি, এ যে স্পষ্টাক্ষরে তার নাম লেখা রয়েছে— হা! অবশেষে কি এই হল? (হতাশ হওত শয্যায় পুনর্বার শুইয়া পড়ন) একটু পূর্বে কোথায় আমার মন গগন স্পর্শ কচ্ছিল, এখন কিনা তেমনি দারুণ পতন! নিষ্ঠুর প্রেম! মানব-হৃদয়কে নিয়ে তোর কি এইরূপ ক্রীড়া? আর তোর কুহকে আমি ভুলব না, আর তোর মায়ায় মুগ্ধ হব না। পৃথিবীর ধন, পৃথিবীর যশ, পৃথিবীর সুখ, পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর আর সকলি যেরূপ— আজ জানলেম, পার্থিব প্রেমও সেইরূপ। (পত্রবাহকের হস্তে পত্র প্রদান করতঃ প্রকাশ্যে) এই নেও— রাজা তক্ষশীলের পত্র তুমি আমার কাছে কেন নিয়ে এসেছ?

পত্রবাহক। আজ্ঞা— আমাকে মার্জনা করবেন। আমি রানী ঐলবিলার একজন প্রজা, সম্প্রতি আমি দেশ থেকে এসেছি, এখানকার কাহাকেও চিনি নে। রানী বলেছিলেন যে, রাজা তক্ষশীল সমরক্ষেত্রে আছেন, লোকের মুখে সন্ধান পেয়ে রণক্ষেত্র পর্যন্ত আমি চিনে আসতে পেরেছিলেম, কিন্তু সেখানে কাহাকে দেখতে পেলেম না। তার পর এই সৈন্যগণকে দেখে মনে করলেম, বুঝি এইখানেই রাজা তক্ষশীল আছেন। তাই আমি—

পুরু। আমি অত কথা শুনতে চাই নে, আমার ও পত্র নয়, যার পত্র তাকে দেও-গে।

[পত্রবাহকের প্রস্থান

পুরু। (স্বগত) "প্রাণেশ্বর"—"তৃষিতা চাতকিনী"—"প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী"

(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ) ও! আর সহ্য হয় না। আমি যা সন্দেহ কচ্ছিলেম, তাই কি ঘটল! আমি কেন সেই ভুজঙ্গিনীকে এতদিন আমার হৃদয় মধ্যে পুষে রেখেছিলেম? হা! কেন আমি বেঁচে উঠলেম? রণক্ষেত্রেই কেন আমার প্রাণ বহির্গত হল না? আমার সৈন্যগণ বিনষ্ট হল— জন্মভূমি স্বাধীনতা হারালেন— আমি রাজসিংহাসন হতে পরিভ্রষ্ট হলেম, অবশেষে *আমার প্রেমের প্রস্রবণও কি শুষ্ক হয়ে গেল! কিন্তু কেন* আমি স্ত্রীলোকের মতো বৃথা বিলাপ কচ্ছি? হৃদয়! বীরপুরুষোচিত ধৈর্য অবলম্বন করো, সেই মায়াবিনী, কুহকিনী, ভুজঙ্গিনীকে জন্মের মতো বিস্মৃত হও।

নেপথ্যে— রণবাদ্যের শব্দ ও যবনসৈন্যগণের সিংহনাদ

পুরুর সৈন্যগণ। সকলে সতর্ক হও! যবনসৈন্যগণ বুঝি আবার আসছে।

পুরু। তোমরা এই কয়জনে কি অসংখ্য যবনসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে পারবে?

সৈন্যগণ। মহারাজ! আমরা একজনও বেঁচে থাকতে আপনাকে কথনোই বন্দী করে নিয়ে যেতে দেব না। এসো, আমরা সকলে দুর্গের ন্যায় বেষ্টন করে মহারাজকে রক্ষা করি।

নিষ্কোষিত অসি হস্তে সৈন্যগণ পুরুরাজকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান

এফেস্টিয়ন ও যবনসৈন্যগণের প্রবেশ

যবনসৈন্যগণ। জয় সেকন্দর শার জয়!

পুরুর সৈন্যগণ। জয় ভারতের জয়! জয় পুরুরাজের জয়!

এফেস্টিয়ন। (যবনসৈন্যের প্রতি) সাবধান! তোমরা ওদের কিছু বোলো না, (পুরুরাজের প্রতি) মহারাজ! বিজয়ী সেকন্দর শা আপনাকে তাঁর সমীপে উপনীত করবার জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। অতএব আপনি যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগ করে সহজে আত্মসমর্পণ করুন। আপনার সৈন্যগণকে যুদ্ধ হতে নিবারণ করুন। বৃথা কেন মনুষ্য-রক্ত পাত করেন?

পুরুর সৈন্যগণ। (পুরুর প্রতি) মহারাজ! ওরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা দেবেন না। তা হলে আমাদের মনে অত্যন্ত কষ্ট হবে। আশীর্বাদ করুন, যেন আমরা রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে স্বর্গলোক লাভ কত্তে পারি।

পুরু। (এফেস্টিয়নের প্রতি) দেখুন দূতরাজ! আমি তো আহত হয়ে নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমার তো আর যুদ্ধ কব্বার কিছুমাত্র শক্তি

নাই। আমি যদি এখন সৈন্যগণকে যুদ্ধ হতে নিবারণ করি, তা হলে ওদের মনে বড়ো কষ্ট দেওয়া হবে। দেখুন দূতরাজ! রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়গণের একমাত্র ধর্ম।

এফেস্টিয়ন। (যবনসৈন্যগণের প্রতি) তবে সৈন্যগণ! পুরুরাজকে বলপূর্বক বন্দী করে নিয়ে চলো।

পুরুর সৈন্যগণ। আমরা একজন থাকতে মহারাজকে বন্দী হতে দেব না।

উভয় সৈন্যের যুদ্ধ। একে একে পুরুরাজের সকল সৈন্যের পতন

এফেস্টিয়ন। সৈন্যগণ! এখন পুরুরাজকে শিবিরের বাহিরে নিয়ে চলো।

সৈন্যগণ পালঙ্ক ধরিয়া পুরুরাজকে রঙ্গভূমির কিঞ্চিৎ পুরোভাগে আনয়ন—
এই সময় পুরুর মৃত সৈন্যগণকে আবরণ করিয়া রঙ্গভূমি বিভাগ
করত আর-একটি পট নিক্ষেপ

দৃশ্য রণক্ষেত্র

তক্ষশীলের প্রবেশ

তক্ষশীল। পুরুরাজ মরেছেন না কি? কৈ দেখি? (নিকটে গিয়া স্বগত) এ যে এখনও বেঁচে আছে। তবেই দেখছি জনরবের কথাটা মিথ্যা হল। (প্রকাশ্যে এফেস্টিয়নের প্রতি) আপনি এঁকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি? (পুরুর প্রতি) ভায়া! তোমাকে এত করে বলেছিলেম যে, সেকন্দর শার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে যেও না, তা তো তুমি শুনলে না। এখন তার ফল ভোগ করো। তখন যে এত আস্ফালন করেছিলে, এখন সে-সব কোথায় গেল?

পুরু। (স্বগত) আর সহ্য হয় না। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, গায়ে যেন এখন একটু বল পেলেম, নরাধমকে সমুচিত শাস্তি না দিয়ে থাকতে পাচ্ছি নে।

হঠাৎ পালঙ্ক হইতে উঠিয়া অসি নিষ্কোষিত করিয়া তক্ষশীলের প্রতি আক্রমণ

(অসি দ্বারা আঘাত করিয়া) এই নে— এই তোর পাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু আমার অসি আজ কাপুরুষের রক্তে কলঙ্কিত হল।

তক্ষশীল। উঃ! গেলেম!

[তক্ষশীল আহত হইয়া পতন

যবনসৈন্যগণ। ওকি ও? ওকি ও? ধরো ধরো ধরো!

সকলে পুরুরাজকে ধরিয়া নিরস্ত্রকরণ ও বলপূর্বক তাঁহাকে ধারণ

তক্ষশীল। (স্বগত) আমি তো মলেম, কিন্তু রানী ঐলবিলার প্রেম ওকে সুখে কখনোই উপভোগ কত্তে দেব না, ওকে এর উচিত প্রতিশোধ দেব, (প্রকাশ্যে) আমাকে যেমন তুই অস্ত্রাঘাতে মারলি, তুইও তেমনি হৃদয়-জ্বালায় দগ্ধ হয়ে আজীবন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করবি। তুই কি মনে করেছিস— ঐলবিলা— তোর প্রতি অনুরাগিণী?— ও! গেলেম!

[তক্ষশীলের মৃত্যু

পুরু। (স্বগত কাঁপিতে কাঁপিতে) আর কোনো সন্দেহ নাই, তবে নিশ্চয় পত্রে যা ছিল তাই ঠিক, হা! আর আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি নে, শরীর অবসন্ন হয়ে এল।

[পুনর্বার মূর্ছা হইয়া পতন

এফেস্টিয়ন। পুরুরাজ আবার মূর্ছা গেছেন, এসো আমরা এঁকে নিয়ে যাই। রাজা তক্ষশীলের মৃতদেহও শিবিরে নিয়ে চলো।

[সৈন্যগণ পুরুকে ও তক্ষশীলের দেহকে লইয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

তক্ষশীলের শিবির

সেকন্দর শা ও অম্বালিকার প্রবেশ

সেকন্দর শা। কি রাজকুমারি! পরাজিত পুরুরাজকে আপনি এখনও ভয় কচ্ছেন? আপনার কোনো চিন্তা নেই। আমার সৈন্যগণ তাকে বন্দী করে নিয়ে আসবার জন্য অনেকক্ষণ গেছে।

অম্বালিকা। রাজকুমার! পুরুরাজ পরাজিত হয়েছেন বলেই আমার এত ভয় হচ্ছে। শত্রু পরাজিত হলেই আপনি তাঁকে বন্ধু জ্ঞান করেন ও তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।

সেকন্দর। না— পুরুরাজ আমার নিকট হতে এখন আর কোনো অনুগ্রহ প্রত্যাশা কত্তে পারেন না! আমি তাঁর সঙ্গে প্রথমে সন্ধি করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেম, কিন্তু তাঁর এত দূর স্পর্ধা যে, আমার বন্ধুত্ব অগ্রাহ্য করে তিনি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন! আমি এখন পৃথিবীর যাবতীয় লোককে

দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দেখাতে চাই যে, যে সেকন্দর শার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তার অবশেষে কি দুর্দশা উপস্থিত হয়। আর বিশেষত যখন রাজকুমারি, আপনি পুরুরাজের প্রতি প্রসন্ন নন—

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমি পুরুরাজের উপর ক্রুদ্ধ নই; তাঁর দুর্দশা দেখে বরং আমার দুঃখ হচ্ছে। তিনি আমাদের দেশের একজন বলবান রাজা ছিলেন। আমি কেবল এই আশঙ্কা কচ্ছি যে, পুরুরাজ বেঁচে থাকতে আমার ভাই কখনোই সুখী হতে পারবেন না ও আমিও সুখী হতে পারব না। পুরুরাজ বেঁচে থাকতে ঐলবিলা কখনোই আমার ভাইকে তার হৃদয় প্রদান করবে না। তিনি ঐলবিলার প্রেমে বঞ্চিত হলে আমাকে বলবেন যে আমার জন্যই তাঁর এরূপ দুর্দশা উপস্থিত হয়েছে। আমার প্রতি তাঁর তখন একেবারে জাতক্রোধ হয়ে উঠবে! রাজকুমার! আপনি তো গাঙ্গেয় দেশ সকল জয় করবার জন্য শীঘ্রই যাত্রা করবেন। আপনি যখন এখান থেকে চলে যাবেন, তখন আমাকে কে রক্ষা করবে? আর আপনি এখান থেকে চলে গেলে, আমি কিরূপেই বা জীবন ধারণ করব, হৃদয়জ্বালায় তা হলে আমাকে দিবানিশি দগ্ধ হতে হবে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনার হৃদয় যখন আমি লাভ করেছি তখন আর আমি কিছুই চাই নে। গঙ্গানদী-কূলবর্তী দেশগুলি জয় করেই আপনার নিকট উপস্থিত হব। এত রাজ্য, এত দেশ যে জয় কচ্ছি, সে কেবল আপনার চরণে উপহার দেবার জন্যই তো।

অম্বালিকা। না রাজকুমার! আমার অমন রাজ্য ঐশ্বর্যে প্রয়োজন নাই। আপনি আমার নিকটে থাকুন, তা হলেই আমার সকল সম্পদ লাভ হবে। রাজকুমার, আপনার কি জয়স্পৃহা এখনও তৃপ্ত হয় নি? যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন? আর কত দেশ জয় করবেন? আর কত যুদ্ধ করবেন? দেখুন, আপনার সৈন্যগণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আপনার অর্ধেক সৈন্য প্রায় বিনষ্ট হয়ে গেছে। আহা! তাদের মুখ দেখলে আমার দুঃখ হয়। রাজকুমার, আপনি তাদের উপর একটু সদয় হোন। আর তারা যুদ্ধ কত্তে পারে না, আপনি দেখবেন তাদের মুখে অসন্তোষের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! সেজন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি তাদের মধ্যে গিয়ে দেখা দিলেই তাদের মন পুনর্বার নবোৎসাহে, নবোদ্যমে

পূর্ণ হবে। তখন তারা আপনারাই যুদ্ধে যাবার জন্য লালায়িত হবে। সে যা হোক, আপনি এ নিশ্চয় জানবেন যে, যাতে তক্ষশীলের বাসনা পূর্ণ হয়, তজ্জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। পুরুরাজ কখনোই ঐলবিলাকে লাভ কর্ত্তে পারবে না।

অম্বালিকা। এই যে— রানী ঐলবিলা এখানে আসছেন।

ঐলবিলার প্রবেশ

সেকন্দর। (ঐলবিলার প্রতি) রাজকুমারি! দৈব আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েছেন, পুরুরাজ বেঁচে উঠেছেন।

ঐলবিলা। (আহ্লাদিত হইয়া) কি বললেন, পুরুরাজ বেঁচে উঠেছেন? সত্য বলছেন— না আমাকে বঞ্চনা কচ্ছেন? বলুন, আর-একবার বলুন। (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমি সত্য বলছি, তিনি জীবিত আছেন।

ঐলবিলা। যদিও আপনি আমার শত্রু, তথাপি আপনি যে শুভ সংবাদ দিলেন, এতে আপনাকে আমি মনের সহিত আশীর্বাদ করলেম। (স্বগত) কিন্তু এখনও কিছু বলা যায় না, আবার হয়তো শুনতে হবে তিনি রণস্থলে প্রাণত্যাগ করেছেন। যদি বেঁচে থাকেন, তা হলে নিশ্চয় আমার উদ্ধার করবার জন্য তিনি এখানে আসবেন; কিন্তু তিনি একাকী এই অসংখ্য সৈন্যগণের মধ্য থেকে কি করে আমাকে নিয়ে যাবেন? যাই হোক, তিনি যখন জীবিত আছেন তখন স্বাধীনতা-সূর্য কখনোই একেবারে অস্তগামী হবে না। আহা! তাঁর সেই তেজোময় মূর্তি আবার কবে আমি দেখতে পাব? এখন যদি তাঁর কাছে যেতে পারি, তা হলে আমি যে কি পর্যন্ত সুখী হই, তা বলতে পারি নে, কিন্তু সে বৃথা আশা— আমি এখন তক্ষশীলের বন্দী।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনার মুখ আবার ম্লান হল কেন? আপনি কি আমার কথায় বিশ্বাস যাচ্ছেন না? সৈন্যগণকে আমি বিশেষ করে আদেশ করে দিয়েছি যে, কেহই যেন তাঁর প্রাণ বিনষ্ট না করে। আপনি শীঘ্রই তাঁকে এখানে দেখতে পাবেন।

ঐলবিলা। তাঁর শত্রু হয়ে আপনি এরূপ আদেশ করেছেন? সেকন্দর শার অন্তঃকরণ কি এতই দয়ালু?

সেকন্দর। তিনি আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করেছেন, অন্যে হলে

তাঁর অহংকারের সমুচিত শাস্তি দিত; কিন্তু আমি তাঁকে কিছুই বলব না। রাজা তক্ষশীলের হস্তে আমি তাঁকে সমর্পণ করব, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করবেন, তাই হবে। পুরুরাজের জীবন মৃত্যু সকলি রাজা তক্ষশীলের উপর নির্ভর কচ্ছে। রাজা তক্ষশীলকে প্রসন্ন করে পুরুরাজের প্রাণ রক্ষা করুন।——

ঐলবিলা। কি বললেন? রাজা তক্ষশীলের উপর তাঁর জীবন মৃত্যু নির্ভর কচ্ছে? সেই কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী নরাধমের হস্তে তিনি জীবন লাভ করবেন? তাঁর এমন জীবনে কাজ নেই। ধিক্ সে জীবনে; বরং আমি তাঁর মৃত্যু সহস্র বার সহ্য করব— তবু এরূপ নীচ জঘন্য মূল্যে তাঁর জীবন ক্রয় কত্তে আমি কখনোই সম্মত হব না। তাঁর সঙ্গে ইহজীবনে যদি আর না দেখা হয়, তো পরলোকে গিয়ে মিলিত হব। আপনি কি তবে তাঁকে দগ্ধে মারবার জন্যই এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছেন? লোকে যে সেকন্দর শার দয়া ও মহত্ত্বের কীর্তন করে, তবে কি সে এইরূপ দয়া? এইরূপ মহত্ত্ব? ধিক!

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি যদি পুরুরাজকে ভালোবাসেন, তা হলে তাঁর মরণ ইচ্ছা করবেন না। আমি আপনাকে পূর্ব হতেই বলে রাখলেম যে, এতে আমার কোনো হাত নেই। রাজা তক্ষশীলের উপরেই সমস্ত নির্ভর কচ্ছে। যদি পুরুরাজের প্রাণ যায়, তা হলে সেও আপনার দোষেই যাবে। আমাকে তখন আর আপনি দোষী কত্তে পারবেন না। এই যে— ওরা পুরু-রাজকে এখানে নিয়ে আসছে দেখছি।

পুরুরাজকে লইয়া এফেষ্টিয়ন ও সৈন্যগণের প্রবেশ

সেকন্দর। ক্ষত্রিয়বীর! তোমার অহংকারের ফল এখন ভোগ করো। কেন তুমি জয়লাভের আশায় বৃথা আমার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে এসেছিলে বল দেখি?

পুরু। শৃগালের ন্যায় অলক্ষিতভাবে আক্রমণ করে যে জয়লাভ হয়, সেরূপ জয়লাভে কোনো বীরপুরুষ কখনোই উল্লসিত হন না।

সেকন্দর। কি পুরু! তুমি এখনও নত হলে না? তোমার দেখছি, ভারি স্পর্ধা হয়েছে। এর সমুচিত শাস্তি না দিয়ে আমি তোমাকে কখনোই ছেড়ে দেব না। রাজা তক্ষশীল দেখ দিকি কেমন আমার শরণাপন্ন হয়েছেন? তুমি যদি তাঁর দৃষ্টান্তের অনুগামী হতে তা হলে তোমার পক্ষে মঙ্গল ছিল— দেখে

নও আমি মহারাজ তক্ষশীলকে সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর করে দিয়ে যাব।

পুরু। কি? তক্ষশীল?—

সেকন্দর। হাঁ, আমি তাঁরই কথা বলছি।

পুরু। আমি জানি, সে তোমার বিস্তর উপকার করেছে। সে বিশ্বাসঘাতক হয়ে, আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে, তোমার পক্ষ অবলম্বন করেছে; সে তার যশোমান পৌরুষ সকলি তোমার নিকট বিক্রয় করেছে; এমন-কি সে আপনার ভগ্নীকে পর্যন্ত তোমাকে সমর্পণ করেছে। এরূপ উপকারী বন্ধুর প্রত্যুপকার করবার জন্য তোমার যে সর্বদাই চেষ্টা হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সেকন্দর শা! সে বিষয় আর কেন বৃথা চিন্তা করছ? যাও দেখে এসো, তোমার সেই পরমবন্ধুর মৃতদেহ এখন আমার শিবিরের মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

সেকন্দর। (আশ্চর্য হইয়া) কি! রাজা তক্ষশীলের মৃত্যু হয়েছে?

অম্বালিকা। কি? আমার ভাই? আমার মাথায় বজ্রাঘাত পড়ল না কি? হা! আমার কি হবে—

[ক্রন্দন

এফেস্টিয়ন। হাঁ মহারাজ! রাজা তক্ষশীলের সত্য সত্যই মৃত্যু হয়েছে। আমরা মহারাজের আদেশমতে পুরুরাজকে বন্দী কত্তে গিয়েছিলেম। পূর্বকার যুদ্ধে পুরুরাজের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হয়ে গিয়ে যে কয়েকজন মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তারা তো প্রথমে কোনোমতেই ওঁকে বন্দী কত্তে আমাদের দেবে না, তারা ঐ কয়েকজনে দুর্গের ন্যায় ওঁর চতুর্দিকে বেষ্টন করে আমাদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ কত্তে লাগল। মহারাজ! তাদের কি বীরত্ব! আমি এমন কখনো দেখি নি। বলব কি, তাদের মধ্যে একজনও বেঁচে থাকতে আমাদিগকে পুরুরাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে দেয় নি।

সেকন্দর। ধন্য পুরুরাজের সৈন্যগণ! এমন সৈন্য পেলে আমি সমস্ত পৃথিবী অনায়াসে জয় কত্তে পারি। তার পর?

এফেস্টিয়ন। তার পরে মহারাজ! একে একে সেই সমস্ত সেনাগুলিই নিহত হলে, ধ্বজবাহক পর্যন্ত নিহত হলে, তবে আমরা ওঁকে বন্দী কত্তে সমর্থ হলেম। তার পরে ওঁকে আমরা নিয়ে আসছি, এমন সময়ে রাজা

তক্ষশীল এসে ওঁকে একটা কি উপহাস করলেন, তাতেই পুরুরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে হঠাৎ পালঙ্ক থেকে উঠেই দৌড়ে গিয়ে তক্ষশীলকে আক্রমণ কল্লেন ও অসি আঘাতে তাঁর প্রাণ বধ কল্লেন।

অম্বালিকা। (সেকন্দর শার প্রতি) রাজকুমার! আমার কপালে কি এই ছিল? শেষে কি আমাকেই ক্রন্দন কত্তে হল? সমস্ত বজ্র কি অবশেষে আমারই মস্তকে পতিত হল? আপনার আশ্রয়ে থেকে আমার ভায়ের শেষকালে কি এই গতি হল? আমার ভাইকে বধ করে ঐ পাষণ্ড আমার সম্মুখে ও আপনার সম্মুখে নিঃশঙ্কচিত্তে স্পর্ধা কল্লে— তা শুনেও আপনি সহ্য কল্লেন? হা!

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি আর ক্রন্দন করবেন না। যা ভবিতব্য, তা কেহই নিবারণ কত্তে পারে না। আমি পুরুরাজকে এর জন্য সমুচিত শাস্তি দিচ্ছি।

ঐলবিলা। রাজকুমারী অম্বালিকা তক্ষশীলের জন্য তো বিলাপ কত্তেই পারেন। উনিই তো পরামর্শ দিয়ে তক্ষশীলকে ভীরু ও কাপুরুষ করে তুলেছিলেন। কিন্তু উনি যে তাঁকে বিপদ হতে রক্ষা করবার জন্য এত চেষ্টা কল্লেন, কিন্তু অবশেষে কি তাঁর প্রাণ রক্ষা কত্তে সমর্থ হলেন? কাপুরুষের মৃত্যু এইরূপেই হয়ে থাকে। পুরুরাজ তো আগে ওঁকে কিছু বলেন নি, ওঁকে উপহাস করাতেই উনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রাণ বধ করেছেন; পুরুরাজের এতে কিছুমাত্র দোষ নেই।

পুরু। (ঐলবিলাকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত) ও! মায়াবিনীর কি চাতুরী! এখন তক্ষশীল মরে গেছে— এখন আবার দেখাতে চেষ্টা কচ্ছে যে, ও তক্ষশীলকে ভালোবাসে না, আমাকেই ভালোবাসে। কি শঠতা! (প্রকাশ্যে সেকন্দরের প্রতি) তক্ষশীলকে বধ করে, আমি এই সকলকে শিক্ষা দিলেম যে, দুর্বল অবস্থাতেও যেন শত্রুগণ আমাকে ভয় করে। শোনো সেকন্দর শা! যদিও এখন আমি নিরস্ত্র, অসহায়, তথাপি আমাকে উপেক্ষা কোরো না! এখনও আমার ইঙ্গিতে শত শত ক্ষত্রিয় যোদ্ধা তোমার বিরুদ্ধে উঠতে পারে। আমাকে বধ করাই তোমার শ্রেয়। তা হলে তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে ও নির্বিবাদে সমস্ত পৃথিবী জয় কত্তে সমর্থ হবে। তোমার নিকট আমার আর অন্য কোনো

প্রার্থনা নাই। কেবল এইমাত্র জানবার ইচ্ছা আছে যে, তুমি জয় করে, জয়ের ব্যবহার জান কি না?

সেকন্দর। কি— পুরু! তোমার দর্প এখনও চূর্ণ হয় নি? এখনও তুমি নত হলে না? এখনও তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন কত্তে সাহস কচ্ছ? এখন মৃত্যুদণ্ড ভিন্ন তুমি আমার কাছ থেকে আর কি প্রত্যাশা কত্তে পার?

পুরু। তোমার কাছ থেকে আর আমি অন্য কিছুই প্রত্যাশা করি নে।

সেকন্দর। তোমার এখন শেষ দশা উপস্থিত, এখন তোমার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করো— কিরূপ মৃত্যু তোমার অভিপ্রেত? এই অন্তিম কালে তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার কত্তে হবে বলো?

পুরু। ক্ষত্রিয়েরা যেরূপ মৃত্যু ইচ্ছা করে, সেইরূপ মৃত্যু ও রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার কত্তে হয়, সেইরূপ ব্যবহার।

সেকন্দর। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তোমার প্রতি আমি রাজার ন্যায়ই ব্যবহার করব। (এফেষ্টিয়নের প্রতি) দেখো এফেষ্টিয়ন! ওর অসি ওঁকে প্রত্যর্পণ করো!

এফেষ্টিয়ন। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[অসি প্রত্যর্পণ

অম্বালিক।। (দৌড়িয়া আসিয়া ব্যাকুলভাবে) ও কি কচ্ছেন মহারাজ! ওঁর হাতে অসি দেবেন না— দেবেন না, এখনি আপনার প্রাণ বধ করবেন।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি অধীর হবেন না, শত্রুর হস্তে অসি দিতে সেকন্দর শা ভয় করেন না। অসি আমার ক্রীড়া-সামগ্রী।

পুরু। রাজকুমারি! আপনি চিন্তা করবেন না। আমি দস্যু নই। আমি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় কাহাকেও বধ করি নে। বিশেষত যে ব্যক্তি বিশ্বস্তচিত্তে আমার হাতে অসি অর্পণ করে, যুদ্ধে আহূত না হলে, বিশ্বাসঘাতকের ন্যায়, কাপুরুষের ন্যায়, আমি তার প্রতি কখনোই আক্রমণ করি নে।

ঐলবিলা। (স্বগত) সেকন্দর শার কি অভিপ্রায় বুঝতে পাচ্ছি নে। উনি আবার পুরুরাজকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবেন না কি? পুরুরাজ এরূপ দুর্বল শরীরে কি করে যুদ্ধ করবেন? নিশ্চয় দেখছি, যুদ্ধে হত হবেন। যা হোক, বন্দী হয়ে জল্লাদের হাতে মরা অপেক্ষা যুদ্ধে মরাই ভালো।

পুরু। সেকন্দর! আর কত বিলম্ব আছে? আমি মৃত্যুদণ্ড প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষা কচ্ছি।

সেকন্দর। পুরুরাজ! তোমার যে দণ্ডাজ্ঞা দিচ্ছি শ্রবণ করো— তুমি যে স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছ— শেষকাল পর্যন্ত বরাবর সমানরূপে তোমার তেজস্বিতা ও বীরত্ব প্রকাশ করে এসেছ— এত ভয় প্রদর্শনেও যে তুমি আমার নিকট নত হও নি, এতে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছি ও বাস্তবিক মনে মনে তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি স্বীকার কচ্ছি, তোমার উপর আমি যে জয়লাভ করেছিলেম, তাহা বাস্তবিক জয় নয়। তোমার রাজ্য তুমি ফিরে লও, আমি তা চাই নে। লৌহশৃঙ্খল হতে তুমি এখন মুক্ত হলে— এখন রাজকুমারী ঐলবিলার সহিত প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে দুজনে সুখে রাজত্ব ভোগ করো; এই একমাত্র কঠিন দণ্ড তোমাকে প্রদান করলেম। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! আমার এইরূপ ব্যবহারে আপনি আশ্চর্য হবেন না। সেকন্দর শা এইরূপেই প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। আপনারও মহৎ বংশে জন্ম, আপনি পুর্বের কথা সমস্ত ভুলে গিয়ে, উদারভাবে পুরুরাজের সমস্ত দোষ মার্জনা করুন।

ঐলবিলা। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! আমিও আপনার নিকটে এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি যে, যে বীরপুরুষকে আপনি হৃদয় দান করেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ বাস্তবিক মহৎ ও উদার বটে।

পুরু। (সেকন্দরের প্রতি) মহারাজ! আপনার গুণে আমি বশীভূত হলেম! আপনি যেমন স্বীকার করলেন, আপনি যে জয়লাভ করেছেন, তা বাস্তবিক জয় নয়, আমিও তেমনি আপনার কাছে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি যে, আপনার অসাধারণ মহত্ত্ব ও উদারতা দেখে আমি অতীব চমৎকৃত হয়েছি। আজ হতে আপনি আমাকে আপনার হিতৈষী বন্ধুগণের মধ্যে গণ্য করবেন।

সেকন্দর। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! আপনার মুখ এখনও যে ম্লান দেখছি? পুরুরাজের প্রতি আমি যেরূপ ব্যবহার কল্লেম, তা কি আপনার মনঃপূত হয় নি?

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমি আর কি বলব, আমার ভায়ের শোকে

আমার হৃদয় অভিভূত হয়ে রয়েছে। যেরূপ উদারতা আপনি প্রকাশ করলেন, এ আপনারই উপযুক্ত।

[অম্বালিকার প্রস্থান

সেকন্দর। (পুরু ও ঐলবিলার প্রতি) অনেক দিনের বিচ্ছেদের পর আপনারা একত্র আবার সম্মিলিত হয়েছেন। এক্ষণে দুজনে নির্জনে আলাপ করুন, আমরা চললেম।

[সেকন্দর শা ও সকলের প্রস্থান

ঐলবিলা। (পুরুর নিকটে আসিয়া) পুরুরাজ! আজ আমার কি আনন্দ! এতদিনে আমার হৃদয় পূর্ণ হল। যতদিন আপনাকে দেখতে পাই নি, ততদিন সমস্ত জগত অন্ধকার দেখছিলেম। আজ যে দিকেই চোখ ফেরাচ্ছি— সকলি মধুময় বলে বোধ হচ্ছে; চন্দ্র মধু বর্ষণ কচ্ছে— সমীরণ মধু বহন কচ্ছে— শত্রুর মুখ থেকেও মধুর বাক্য শুনতে পাচ্ছি। আমার চেয়ে এখন আর কেহই সুখী নয়; কিন্তু পুরুরাজ! আপনার মুখ ম্লান দেখছি কেন? কি হয়েছে আমাকে বলুন? কি ভাবছেন? চুপ করে রয়েছেন যে? কেন পুরুরাজ! কেন ওরকম করে রয়েছেন?

পুরু। কুহকিনীর বাক্যে আমি আর মুগ্ধ হই নে।

[প্রস্থান করিতে উদ্যত

ঐলবিলা। সে কি পুরুরাজ! কোথায় যান?

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ও পুরুর হস্ত ধরিতে উদ্যত

পুরু। (ঐলবিলার হস্ত ঠেলিয়া ফেলিয়া) মায়াবিনি! আমাকে স্পর্শ করিস নে।

[পুরুর বেগে প্রস্থান

ঐলবিলা। "মায়াবিনী আমাকে স্পর্শ করিস নে!" এই নিদারুণ বাক্য পুরুরাজের মুখ থেকে কেন আমায় শুনতে হল! এর অর্থ কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে, ও কথা আমাকে তিনি কেন বললেন? আমি তাঁর কাছে কি অপরাধ করেছি? তিনি কি উন্মাদ হয়েছেন? না— তিনি তো বেশ জ্ঞানের সহিত সেকন্দর শার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন। তবে কি সত্যই আমি কোনো অপরাধ করেছি? আমি যে হৃদয় মন প্রাণ সকলি তাঁকে সমর্পণ করেছি; যাঁর অদর্শনে আমি ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ কত্তে পারি নে—

যাঁর সুখে আমার সুখ— যাঁর দুঃখে আমার দুঃখ— আমি জেনেশুনে কি তাঁর কোনো অপরাধ করব? এ কি কখনো সম্ভব? না—আমি তাঁর কোনো অপরাধ করি নে। তবে আমি যে তাঁকে বলেছিলেম যে, তক্ষশীলের সৈন্যগণকে উত্তেজিত করে দিয়েই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, সেই কথা রাখতে পারি নি বলেই কি তিনি আমার উপর রাগ করেছেন? উদাসিনীর হাত দিয়ে তাঁকে যে পত্রখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তবে কি তা তিনি পান নি? আমি যে তক্ষশীলের বন্দী হয়েছিলেম, তা কি তিনি তবে জানতে পারেন নি? হায়! প্রথমে যেমন আমার আনন্দ হয়েছিল, এখন তেমনি বিষাদ উপস্থিত। যাই— আর-একবার চেষ্টা করে দেখি। (ক্রন্দন) পুরুরাজের চরণ ধরে— একবার জিজ্ঞাসা করব, তিনি কি অপরাধে আমাকে অপরাধিনী করেছেন, যাই!

[ঐলবিলার প্রস্থান

অম্বালিকার প্রবেশ

অম্বালিকা। (স্বগত) পুরুরাজকে আমি যে বিষতুল্য পত্রখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তার কার্য দেখছি এর মধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। আমি আড়াল থেকে ঐলবিলা ও পুরুরাজের সমস্ত কথাবার্তা শুনেছি। পুরুরাজের মন ওঁর প্রতি দেখছি একেবারে চটে গেছে। আমার দ্বারাই এই বিষানল প্রজ্বলিত হয়েছে। আহা! দুইটি প্রেমিকের হৃদয়ে হৃদয়ে যে প্রেম-গ্রন্থিটি ছিল, আমার কঠোর হস্তই তা ছিন্ন করেছে। তাদের চিরজীবনের সুখ শান্তি আমিই অপহরণ করেছি, আমার ন্যায় পাপীয়সী পিশাচিনী জগতে আর কে আছে? যে ভায়ের জন্য আমি এই সমস্ত পাপাচরণ কল্লেম, সে ভাইও নির্দয় হয়ে আমার নিকট হতে চলে গেল। এখন আর কার জন্য এই দুঃসহ পাপভার বহন করি? আর সহ্য হয় না, আমার হৃদয়ে নরক-জ্বালা দিবানিশি জ্বলছে।

সেকন্দর শার প্রবেশ

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমাকে বিদায় দিন, আমার সমস্ত সৈন্যগণ সজ্জিত হয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা কচ্ছে। গঙ্গানদী-কূলবর্তী প্রদেশগুলি জয় করবার জন্য আমায় এখনি যাত্রা কত্তে হবে। যুদ্ধ থেকে যদি ফিরে আসতে

পারি, তা হলে আবার হয়তো দেখা হবে। আপনি তত দিন এখানে সুখে রাজত্ব করুন, এই আমার মনের একমাত্র বাসনা।

অম্বালিকা। রাজকুমার! এই হতভাগিনীকে ফেলে আপনি কোথায় যাবেন? আমার আর কেহই নেই, আমি রাজ্য চাই নে, ঐশ্বর্য চাই নে, আমি আপনাকেই চাই। আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেইখানে যাব। পূর্বে যখন আপনার সঙ্গে আমাকে যেতে বলেছিলেন, তখন আমি সম্মত হই নি, কেননা, আমার ভায়ের বিনা সম্মতিতে আমি তখন কিছুই কত্তে পাত্তেম না। এখন যখন আমার ভাই নেই তখন আমার আর কেউই নেই। (ক্রন্দন) এখন আপনিই আমার ভাই, বন্ধু, স্বামী, সর্বস্ব।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনার ন্যায় কোমল পুষ্প কি পথের ক্লেশ, যুদ্ধক্ষেত্রের ক্লেশ সহ্য কত্তে পারবে?

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনার সঙ্গে আমি সকল ক্লেশ, সকল বিপদ সহ্য কত্তে পারব। অরণ্যে যান— মরুভূমে যান— সমুদ্রে যান— পর্বতে যান— যুদ্ধক্ষেত্রে যান, আপনার সঙ্গে আমি কোনো স্থানে যেতে ভয় করব না।

নেপথ্যে— একবার বাদ্যোদ্যম ও সৈন্য-কোলাহল

সেকন্দর। রাজকুমারি! ঐ শোনো, সৈন্যগণ প্রস্তুত হয়েছে। আমি আর বিলম্ব কত্তে পারি নে; ঘোরতর সংগ্রামের মধ্যে আপনাকে কেমন করে নিয়ে যাই। আপনি ধৈর্যাবলম্বন করুন।

অম্বালিকা। (সেকন্দর শার পদতলে পড়িয়া করজোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে) রাজকুমার! এ অধীনীকে ত্যাগ করবেন না। এখন আপনিই আমার ভগ্নহৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন— আপনিই এখন আমার আশা ভরসা সকলি। আমাকে ছেড়ে গেলে, আমি এক মুহূর্তও জীবন ধারণ কত্তে পারব না।

সেকন্দর। ও কি রাজকুমারি! উঠুন— ক্রন্দন করবেন না। (স্বগত) আমি যে এমন পাষাণ-হৃদয়, ওঁর ক্রন্দন শুনে আমারও হৃদয় বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। যাওয়া যাক— আর এখানে থাকা নয়, এখনও অনেক দেশ জয় কত্তে বাকি আছে।

একজন সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। মহারাজ! সৈন্যগণ সকলি প্রস্তুত, আপনার জন্য আমরা প্রতীক্ষা কচ্ছি, যাত্রার শুভ লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

[সেনাপতির প্রস্থান

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমি বিদায় হলেম।

[সেকন্দর শার প্রস্থান

অম্বালিকা। (দণ্ডায়মান হইয়া সতৃষ্ণ লোচনে একদৃষ্টে তাঁহার পথের দিকে লক্ষ করিয়া) সত্য সত্যই আমাকে ত্যাগ করে গেলেন? আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না? আর-একবার এসে আমাকে দেখা দিন— এই শেষ বিদায়, আর আমি আপনাকে ধরে রাখব না। অধীনীর কথা রাখলেন না? চলে গেলেন? (সেকন্দর শা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে নিরাশ হইয়া) হা— নিষ্ঠুর! —নিষ্ঠুর!—নিষ্ঠুর— পুরুষজাতি—

[অবসন্ন হইয়া পতন

(কিয়ৎকাল পরে) হা সেকন্দর শা! তুমি কি নিষ্ঠুর, আমি শেষ বিদায় নেবার জন্য তোমাকে এত ডাকলেম, তুমি কিনা একবার ফিরেও তাকালে না?

কিয়ৎকাল স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া পরে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া গান

রাগিণী। জংলা ঝিঁঝিট তাল। আড়াঠেকা

আগে করিয়া যতন, কেন মজাইলে মন।
প্রেমফাঁসি গলে দিয়ে বধিলে জীবন ॥
ভালো ভালো ভালো হল, দু-দিনে সব জানা গেল,
দিলে ভালো প্রতিফল, রহিল স্মরণ ॥

সেকন্দর শা। তোমার জন্য আমি দেশকে বলিদান দিলেম, বন্ধু-বান্ধবকে পরিত্যাগ করলেম, শেষে তুমি কিনা আমাকে এখানে ত্যাগ করে গেলে? আমার ভাই গেল, বন্ধু গেল, মান গেল, সম্ভ্রম গেল, এখন আমি শূন্য সিংহাসন নিয়ে কি করব? দেশবিদেশে আমার কলঙ্ক রটে গেছে, এখন আমি কি করে ক্ষত্রিয়গণের নিকট, আমার প্রজাগণের নিকট মুখ দেখাব? হা! প্রেমই রমণীর জীবন। আমার যখন প্রেম গেছে, তখন আমার সকলি গেছে। এখন আমি সকলই শূন্যময় দেখছি। কেন বিধাতা আমাদিগকে এরূপ সৃষ্টি

কল্লেন? আমরা ভালোবাসি, ভালোবেসে প্রাণ যায়, তবু ভালোবাসতে ছাড়ি নে। *না, আর আমি এখন কিছুই চাই নে, এখন সন্ন্যাসিনী হয়ে* দেশবিদেশ পর্যটন করে কাল কাটাব। ভালোবাসা জন্মের মতো ভুলে যাব।

রাগিণী। সিন্ধু ভৈরবী তাল। আড়াঠেকা

যাবত জীবন রবে কারে ভালোবাসিব না।
ভালোবেসে এই হল, ভালোবাসার কি লাঞ্ছনা।
ভালোবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভালোবাসে না।

আমি যেমন দুইটি প্রেমিকের সুকোমল প্রেমবন্ধন ছিন্ন করে দিয়েছি, বিধাতাও তেমনি আমার হৃদয়ের প্রেমকুসুম শুষ্ক করে আমার পাপের উচিত প্রতিফল দিলেন। বিধাতঃ! এতেও কি তুমি সন্তুষ্ট হও নি? এখনও কেন আমার হৃদয়কে নরক-জ্বালায় দগ্ধ কচ্ছ? বল, আমি কি করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব? উঃ! আর সহ্য হয় না। যাই পুরুরাজ যেখানেই থাকুন, তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বলি, তা হলেও হৃদয়ের ভার অনেকটা কমে যাবে। যাই—

[অম্বালিকার প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পুরুরাজের শিবির-পার্শ্বস্থ আম্রবন
নিশীথ সময়— গগনমধ্যে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান

পুরুর প্রবেশ

পুরু। (গাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইয়া সঞ্চরণ করিতে করিতে) হায়! এমন পূর্ণিমার চন্দ্র সমুদিত—কিন্তু আমার হৃদয়ে যেন তীব্র বিষকিরণ বর্ষণ কচ্ছে। সুখ আমার হৃদয় থেকে জন্মের মতো বিদায় নিয়েছে; প্রকৃতির এরূপ স্নিগ্ধ ভাব আর আমার এখন ভালো লাগছে না। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে গগন আচ্ছন্ন হয়ে যাক— মেঘের গর্জনে দিগ্বিদিক কম্পমান হোক— মুহুর্মুহু ভীষণ বজ্রপাত হোক— প্রলয় ঝড়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাক, তা হলে

প্রকৃতির সঙ্গে আমার মনের কিছু সামঞ্জস্য হবে। এখন আমার মনে হচ্ছে যেন আমার দুঃখে সকলেই হাসছে— চন্দ্রমা হাসছেন— চন্দ্রের হাস্যে সমস্ত প্রকৃতিই হাসছে। হায়! আমার এখন আর কিছুই ভালো লাগছে না; রণক্ষেত্রে যদি আমার প্রাণ বহির্গত হত, তা হলে আমার এত যন্ত্রণা ভোগ কত্তে হত না। কিন্তু কি! এখনও আমি সেই মায়াবিনীকে বিস্মৃত হতে পাল্লেম না? একজন চপলা রমণীর জন্য বীরপুরুষের হৃদয় অধীর হবে? ধিক!

ও কে ও! সেই মায়াবিনীর মূর্তি না? হাঁ সেই তো। আমি যতই ভুলতে চেষ্টা কচ্ছি, ততই কি বিধাতা আমাকে ওকে ভুলতে দেবেন না? এখানে আবার কি কত্তে আসছে?

ঐলবিলার প্রবেশ

ঐলবিলা। (স্বগত) পুরুরাজ কোথায় গেলেন? তাঁকে শিবিরে তো দেখতে পেলেম না, শুনলেম, তিনি আম্রবনে আছেন। তা কৈ? এখানেও তো দেখতে পাচ্ছি নে। শশাঙ্ক! তুমি সাক্ষী; বলো, তোমার ন্যায় আমার হৃদয়ে কি কোনো কলঙ্কের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ? তবে কেন পুরুরাজ আমার প্রতি এত নির্দয় হয়েছেন? কোথায় তিনি? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে একবার আমি জিজ্ঞাসা করব, তিনি কেন "মায়াবিনী" "কুহকিনী" বলে আমাকে ঘৃণা কচ্ছেন? গাছের আড়ালে ও কে? পুরুরাজ না? হাঁ, তিনিই তো। আমি তো কোনো দোষ করি নি— তবু ওঁকে দেখে আজ আমার বুকটা কেন কেঁপে উঠল?

অগ্রসর হইয়া পুরুর নিকট গমন

(প্রকাশ্যে) পুরুরাজ!—

পুরু। মায়াবিনি! আবার এখানে?

ঐলবিলা। পুরুরাজ!

পুরু। ভুজঙ্গিনি! আমার সম্মুখ হতে দূর হ।

ঐলবিলা। পুরুরাজ! বলুন, আমি কি অপরাধ করেছি? আমাকে বিনা অপরাধে কেন দোষী কচ্ছেন? (ক্রন্দন) বলুন, আমি কি অপরাধ করেছি? (চরণে পতন)

পুরু। তক্ষশীলকে যে পত্র লেখা হয়েছিল, তা কি আমি জানতে পারি নে ?

ঐলবিলা। (চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান) কি! আমি—তক্ষশীলকে—পত্র! ঈশ্বর সাক্ষী। আমি আমার আত্মাকে স্পর্শ করে বলছি, আমি তক্ষশীলকে কোনো পত্র লিখি নে, বরং একজন উদাসিনীর হাত দিয়ে আপনার নিকটই একখানি পত্র পাঠিয়েছিলেম। আমি যে তক্ষশীলের শিবিরে বন্দী হয়েছিলেম, সেই সংবাদটি তাতে ছিল।

পুরু। মিথ্যাবাদিনীর, কলঙ্কিনীর কথা আমি শুনতে চাই নে।

ঐলবিলা। কি! মিথ্যাবাদিনী? কলঙ্কিনী? তবে আর না—আর আমি কোনো কথা কব না—যা আমার বলবার ছিল, তা আমি বলেছি। আমার কথায় যদি না বিশ্বাস হয়—যদি কলঙ্কিনী বলে আমাকে মনে করে থাকেন, তা হলে আর বিলম্ব করবেন না, আপনার অসি দিয়ে এখনি আমার হৃদয় বিদীর্ণ করুন। (ক্রন্দন) আপনার কাছে আমার এই শেষ ভিক্ষা। আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না; বিলম্ব করবেন না, পুরুরাজ! আমার দোষের সমুচিত প্রতিফল দিন।

পুরু। (গম্ভীর স্বরে) স্ত্রীলোককে বধ করে আমার অসিকে কলুষিত কত্তে চাই নে।

ঐলবিলা। (করুণস্বরে) আচ্ছা আপনি না পারেন, আমি স্বয়ং আমার হৃদয় বিদীর্ণ কচ্ছি—হৃদয়ে যদি কোনো পাপ লুক্কায়িত থাকে, তা হলে আপনি স্পষ্ট পাঠ কত্তে পারবেন। (ছুরিকা নির্গত করিয়া) শশাঙ্ক! তুমিই সাক্ষী, বনদেবি! তুমিই সাক্ষী। অন্তর্যামী পুরুষ! তুমিই সাক্ষী। আমি নির্দোষী হয়ে প্রাণ ত্যাগ কচ্ছি! আমি পুরুরাজকে মার্জনা করলেম। জগদীশ্বরও যেন তাঁকে মার্জনা করেন।

হৃদয়ে বসাইবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন

অম্বালিকা। (আলুলায়িত কেশে সন্ন্যাসিনী বেশে হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া ঐলবিলার হস্ত ধারণ করতঃ) ক্ষান্ত হোন! ক্ষান্ত হোন!

ঐলবিলা। (ভয় ও বিস্ময়ে চমকিত হইয়া পশ্চাতে নিরীক্ষণ করত চমকিয়া দণ্ডায়মান ও হস্ত হইতে ছুরিকা পতন) এ কি! বনদেবী

নাকি ? (কিয়ৎকাল পরেই চিনিতে পারিয়া) রাজকুমারী অম্বালিকা! আপনি এ সময় এসে আমাকে কেন ব্যাঘাৎ দিলেন ?

অম্বালিকা। (পুরুরাজের প্রতি) রাজকুমার! রাজকুমারী ঐলবিলার কোনো দোষ নেই, উনি নির্দোষী, নির্দোষীর প্রতি কেন মিথ্যা দোষারোপ কচ্ছেন ? যে বাস্তবিক দোষী, সে আপনার নিকট উপস্থিত, আমাকে বধ করুন।

পুরু। (আশ্চর্য হইয়া) সে কি রাজকুমারি! আপনি এরূপ প্রলাপ বাক্য বলছেন কেন ? আপনাকে উন্মাদিনীর ন্যায় দেখছি কেন ? আপনার এ বেশ কেন ? আপনি এখানে কি জন্য এসেছেন ?

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমি উন্মাদিনী নই, আমি দুশ্চারিণী, আমি পাপীয়সী, আমি পিশাচিনী। আপনি আমাকে বধ করুন। আমিই একখানি পত্র স্বহস্তে লিখে, মিথ্যা করে রানী ঐলবিলার নাম স্বাক্ষরিত করে, আমার ভায়ের শিরোনামা দিয়ে, আপনার নিকট পাঠিয়েছিলেম। এই দেখুন, আমি সেই পত্রই এনেছি।

পুরুকে পত্র প্রদান

পুরু। (পত্র পাঠ করিয়া আশ্চর্য হইয়া) কি! রাজকুমারি! এ লেখা তবে কি আপনার ? (স্বগত) কি! তবে কি আমি প্রতারিত হয়েছি ?

অম্বালিকা। রাজকুমার! রানী ঐলবিলার ন্যায় একনিষ্ঠা সতী আমি আর কোথাও দেখি নি। রাজা তক্ষশীল ওর মন আকর্ষণ করবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হতে পারেন নি। অবশেষে অন্য কোনো উপায় আমরা না দেখে, এইরূপ জঘন্য উপায় অবলম্বন কত্তে বাধ্য হয়েছিলেম। আপনাদের নিকট এখন সমস্ত প্রকাশ করে আমার মনের ভার অনেক লাঘব হল। এখন আমাকে যে শাস্তি দিতে হয় দিন— আমি তা অনায়াসেই সহ্য করব।

পুরু। (স্বগত) এর কথা কি সত্য! সত্য বলে তো অনেকটা বোধ হচ্ছে। কিন্তু এখনও—

উদাসিনী গায়িকার প্রবেশ

পুরু। এ আবাব কে ? এরও যে উদাসিনীর বেশ দেখছি।

উদাসিনী। (ঐলবিলার প্রতি) এই যে রাজকুমারী দেখছি কারাগার হতে মুক্ত হয়ে এসেছেন। তবে এ পত্র পুরুরাজকে দেবার বোধ করি আর কোনো প্রয়োজন নেই। আমি তাঁর শিবিরে গিয়েছিলেম, কিন্তু সেখানে তাঁকে দেখতে পেলেম না। শুনলেম তিনি এইখানে আছেন। কিন্তু আমি তো তাঁকে চিনি নে।

পুরু। (উদাসিনীর প্রতি) এই যে আমি এখানে আছি, কি পত্র এনেছ আমাকে দেও।

উদাসিনী। আপনি মহারাজ পুরু? আপনি যবনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন? আশীর্বাদ করি আপনি চিরজীবী হউন। এই পত্র নিন, (ঐলবিলার প্রতি) রাজকুমারি! এখানকার কার্য আমার হয়ে গেল। (পুরুকে পত্র প্রদান) আমি চললেম। শুনছি যবনগণ গঙ্গাকূলবর্তী দেশসকল জয় করবার জন্য যাত্রা কচ্ছে। যাই— আমি তাদের আগে গিয়ে রাজা নন্দকে সতর্ক করে দিয়ে আসি, রাজকুমারি! আমি বিদায় হলেম।

[*"জয় ভারতের জয়"— গান করিতে করিতে উদাসিনীর প্রস্থান*

পুরু। (পত্রপাঠ)

পত্র

পুরুরাজ! তক্ষশীলের শিবিরে আমি বন্দী হয়েছি। আপনার সঙ্গে জয় করে সাক্ষাৎ করবার আর কোনো উপায় দেখছি নে। সেকন্দর শাকে আমাকে শীঘ্র এখান থেকে উদ্ধার করুন। চাতকিনীর ন্যায় আপনার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

ঐলবিলা

পুরু। (পত্র পাঠ করিয়া স্বগত) এখন আমার সকল সংশয় দূর হয়ে গেল। আমি কি নির্বোধ, আমি কি নিষ্ঠুর! আমি কি মূঢ়! আমি রাজকুমারী ঐলবিলার নির্মল চরিত্রে সন্দেহ করেছিলাম। (নিকটে আসিয়া ঐলবিলার প্রতি) রাজকুমারি! আপনার পবিত্র মুখের দিকে আর চাইতে আমার ভরসা হয় না। আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছি— আমি অত্যন্ত অপরাধী হয়েছি— আমাকে মার্জনা করুন। আমার যে কি মোহ হয়েছিল, তা আমি বলতে পারি নে। আমি যে কত কটু বাক্য আপনার প্রতি প্রয়োগ করেছি, কত আপনার মনে দুঃখ দিয়েছি, তা স্মরণ করে আমার হৃদয় বিদীর্ণ

হয়ে যাচ্ছে। বলুন, আপনি আমাকে মার্জনা করলেন— মনের সহিত মার্জনা করলেন, না হলে এই দণ্ডে আপনার পদতলে আমি প্রাণ বিসর্জন করব।

ঐলবিলা। রাজকুমার! আপনি যেরূপ প্রতারিত হয়েছিলেন, তাতে সহজেই আমার প্রতি আপনার সন্দেহ হতে পারে। আপনি আর সে বিষয় কিছু মনে করবেন না। আমি আপনাকে মনের সহিত মার্জনা করলেম।

পুরু। আ— এখন আমা অপেক্ষা সুখী আর কেহই নাই। (অম্বালিকার প্রতি) আমিও আপনাকে মার্জনা করলেম; আজ আপনারই প্রসাদে সংসারকে আর শ্মশানময় দেখতে হল না।

ঐলবিলা। (অম্বালিকার প্রতি) আজ হতে আমি আপনাকে আমার ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান কল্লেম।

পুরু। অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, এখন আর এ বনে কেন? চলুন, আমরা এখান থেকে সকলেই প্রস্থান করি।

[সকলের প্রস্থান

যবনিকা পতন

সমাপ্ত

সরোজিনী নাটক

নাটকীয় পাত্রগণ

রাণা লক্ষ্মণ সিংহ	মেওয়ারের রাজা (Lukumsi)
বিজয় সিংহ	বাদলাধিপতি— লক্ষ্মণ সিংহের ভাবী জামাতা
রণধীর সিংহ	গাবাধিপতি— লক্ষ্মণ সিংহের সেনাপতি ও মিত্ররাজ
রামদাস	লক্ষ্মণ সিংহের বিশ্বস্ত পৈতৃক পারিষদ
সুরদাস	লক্ষ্মণ সিংহের বিশ্বস্ত অনুচর
মহম্মদ আলি (কল্পিত নাম ভৈরবাচার্য)	ছদ্মবেশী মুসলমান চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরের পুরোহিত
ফতে উল্লা	মহম্মদ আলির চ্যালা
রাজপুত সেনানায়ক, সৈন্য ও প্রহরিগণ	
আল্লাউদ্দিন	দিল্লীর বাদশা
উজির, ওমরাও, মুসলমান প্রহরী ও সৈন্যগণ	
সরোজিনী	লক্ষ্মণ সিংহের দুহিতা— বিজয় সিংহের ভাবী পত্নী
রোশেনারা	বিজয় সিংহের বন্দী
রাজমহিষী	লক্ষ্মণ সিংহের মহিষী
মোনিয়া	রোশেনারার সখী
অমলা	রাজমহিষীর সহচরী
নর্তকীগণ	

সংযোগ-স্থল : দেবগ্রাম ও চিতোর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দেবগ্রাম

চতুর্ভুর্জা দেবীর মন্দির-সম্মুখীন শ্মশান

লক্ষ্মণ সিংহের প্রবেশ

লক্ষ্মণ সিংহ। (স্বগত) একে দ্বিপ্রহর রাত্রি, তাতে আবার অমানিশা—কি ঘোর অন্ধকার! জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। কেবলমাত্র শিবাগণের অশিব চীৎকার মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্ছে, সমস্ত প্রকৃতিই নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময়ে বিকট স্বরে "ময়্ ভুখা হোঁ" এই কথাটি বলে রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা কে ভঙ্গ কল্লে? ওঃ! সে কি ভয়ানক স্বর! এখনো আমার হৃৎকম্প হচ্ছে— আমার যেন বোধ হয়, সেই শব্দটি এই দিক থেকেই এসেছে। শুনেছি, দ্বিপ্রহর রাত্রে যোগিনীগণ এখানে বিচরণ করে। হয়তো তাদেরই কথা হবে। কিন্তু কৈ—কাকেও তো এখানে দেখতে পাচ্ছি নে। (বজ্রধ্বনি) এ কি? অকস্মাৎ এরূপ বজ্রনিনাদ কেন? এ কি! এ যে থামে না— মুহুর্মুহু ধ্বনি হচ্ছে— কর্ণ যে বধির হয়ে গেল — আকাশ তো বেশ নির্মল। তবে এইরূপ শব্দ কোথা হতে আসছে? এ আবার কি? হঠাৎ ও দিকটা আলো হয়ে উঠল কেন?

চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুর্জার আবির্ভাব

(চকিতভাবে) এ কি! এ কি! চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজার মূর্তি যে! (অগ্রসর হইয়া যোড়করে প্রকাশ্যে)

বিপক্ষপক্ষনাশিনীং মহেশহৃদ্বিলাসিনীং।
নৃমুণ্ডজালমালিকাং নমামি ভদ্রকালিকাং॥

(সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত উত্থান) মাতঃ! যবনদিগের সহিত যুদ্ধে জয় লাভার্থে তোমার পূজা দিবার জন্য সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে আমি এখানে এসেছিলেম। মাতঃ! তুমি কৃপা করে স্বয়ং এসে এ অধমকে যে দর্শন দিলে,

এ অপেক্ষা ক্ষুদ্র মানবের আর কি সৌভাগ্য হতে পারে? মা, যাতে যবনদের উপর জয়লাভ হয়, এই আশীর্বাদ কর।

আকাশবাণী

মূঢ়! বৃথা যুদ্ধ-সজ্জা যবন-বিরুদ্ধে।
রূপসী ললনা কোনো আছে তব ঘরে,
সরোজ-কুসুম-সম; যদি দিস পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোর-পুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তোরে।
আর শোন্ মূঢ় নর! বাপ্পা-বংশজাত
যদি দ্বাদশ কুমার রাজছত্রধারী
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে.
না রহিবে রাজলক্ষ্মী তব বংশে আর।

লক্ষ্মণ। মাতঃ! "ময়্ ভুখা হোঁ" এটি কি তবে তোমারই উক্তি— গত যবন-যুদ্ধে আমার যে অষ্টসহস্র আত্মীয়-কুটুম্বের বলিদান হয়, তাতেও কি তোমার রক্তপিপাসার শান্তি হয় নি?

আকাশবাণী

পুনর্বার বলি তোরে, শোন মূঢ় নর।
ইতর বলিতে মোর নাহি প্রয়োজন,
রাজবংশপ্রবাহিত বিশুদ্ধ শোণিত
যদি দিস পিতে মোরে—তবেই মঙ্গল।

লক্ষ্মণ। মাতঃ! আমি বুঝলেম, আমার দ্বাদশ পুত্র একে একে রীতিমত রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে যবন-যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করে, এই তোমার ইচ্ছা— কিন্তু আমার পরিবারস্থ কোন্ ললনার উত্তপ্ত শোণিত তুমি পান করবার জন্য লালায়িত হয়েছ, তা তো আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে— এইটি মাতঃ, কৃপা করে আমার নিকট ব্যক্ত করো।

চতুর্ভুজা দেবীর অন্তর্ধান

(স্বগত) এ কি? দেবী কোথায় চলে গেলেন? হা! আমি যে এখন ঘোর সন্দেহের মধ্যে পড়লেম। "রূপসী ললনা কোনো আছে

তব ঘরে সরোজ-কুসুম-সম" এ কথা কাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে? "সরোজ-কুসুম-সম" এ কথার অর্থ কি? অবশ্যই এর কোনো নিগূঢ় অর্থ থাকবে। আমাদের মহিলাগণের মধ্যে পদ্মপুষ্পের নামে যার নাম, তাকে উদ্দেশ করে তো এই দৈববাণী হয় নি? আমার খুল্লতাত ভীমসিংহের পত্নীর নাম তো পদ্মিনী। আর তিনি প্রসিদ্ধ রূপসীও বটেন। তবে কি তাঁকেই মনে করে এ কথা বলা হয়েছে? হতেও পারে, কেননা তিনিই তো আমাদের সকল বিপদের মূল কারণ, তাঁর রূপে মোহিত হয়েই তো পাঠানরাজ আল্লাউদ্দিন বারংবার চিতোর আক্রমণ কচ্ছেন। না হলে আর কে হতে পারে? কিন্তু সরোজিনীও তো পদ্মের আর-এক নাম। না— সরোজিনীকে উদ্দেশ করে কখনোই বলা হয় নি। না, তা কখনোই সম্ভব নয়। আর— বাপ্‌পা-বংশজাত দ্বাদশ রাজকুমার রীতিমত রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে একে একে যবনদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দিলে তবে আমার বংশে রাজলক্ষ্মী থাকবে। এও বা কি ভয়ানক কথা! যাই হোক— আমার দ্বাদশ পুত্র যবনযুদ্ধে যদি প্রাণ দেয় তাতেও আমার উদ্‌বেগের কারণ নাই— কেননা রণে প্রাণত্যাগ করাই তো রাজপুত পুরুষের প্রধান ধর্ম; কিন্তু দৈববাণীর প্রথম অংশটির অর্থ তো আমি কিছুই মীমাংসা করতে পাচ্ছি নে— আমার পরিবারের মধ্যে কোন্ ললনার শোণিত পান করবার জন্য না জানি দেবী এত উৎসুক হয়েছেন। মাতঃ চতুর্ভুজে! আমায় ঘোর সংশয়-অন্ধকার মধ্যে ফেলে তুমি কোথায় পালালে। আর-একবার আবির্ভূত হয়ে আমার সংশয় দূর করো। কই আর তো কেউ কোথাও নাই। আমি কি তবে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেম? না, সে কখনোই স্বপ্ন নয়। যাই, শিবিরে গিয়ে রণধীর সিংহকে এই সমস্ত ঘটনার বিষয় বলি; সে খুব বুদ্ধিমান, দেখি, এ বিষয়ে সে কি পরামর্শ দেয়!

[লক্ষ্মণ সিংহের প্রস্থান

মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ভৈরবাচার্য ও ফতে উল্লার প্রবেশ

ভৈরব। আল্লাউদ্দিন আর কি বললেন বল্ দেখি?

ফতে। মোল্লাজি! বোধ করি এইবার তোমার নসিব ফেরেছে। আর বেশি রোজ নৈবিদ্যি খাতি হবে না। এহান হতে বার হতি পাল্লিই মুই বাঁচি। ক্যান মত্তি এহানে তোমার সঙ্গে আয়েছেলাম। চাল-কলা খাতি খাতি মোর জানটা গেল। ও আল্লা। সে দিন কবে হবে আল্লা।

মহম্মদ। তুই বেটা আমাকে বিপদে ফেলবি না কি? অমন করে আল্লাজি মোল্লাজি বলে চেঁচাবি তো দেখতে পাবি। দেখ্ খবরদার, আমাকে মোল্লাজি বলিস নে, আমাকে ভৈরবাচার্য বলে ডাকিস।

ফতে। কি বলব? চাচাজি?

মহম্মদ। আরে মর বেটা, চাচাজি কি রে, বল, ভৈরবাচার্য, এ তো ভালো আপদেই পড়লেম দেখছি।

ফতে। অত বড়ো কথাডা মোর মু দিয়ে বারোয় না, মুই করব কি?

মহম্মদ। বেরোয় না বটে? দেখি এইবার বেরোয় কিনা, ঘা কত না দিলে তো তুই সোজা হবি নে। বল, বেটা, ভৈরবাচার্য— না হলে মেরে তখনি হাড় গুঁড়ো করে ফেলব। (মারিতে উদ্যত)

ফতে। দোহাই মোল্লাজি বলছি, বলছি, বলছি— মলাম মলাম— এইবার বলছি, ভরু চাচাজি— ও আল্লা! মোল্লাজি মারি ফেললে গো আল্লা!

ভৈরব। চুপ কর, চুপ কর, অত চেঁচাস নে।

ফতে। ও আল্লা! মলাম আল্লা!

ভৈরব। (স্বগত) এ বেটা আমায় মজালে দেখছি, (প্রকাশ্যে) চুপ কর বলছি। ফের যদি চেঁচাবি তো—

ফতে। মুই তো বলি চুপ করি। তোমার গুঁতোর চোটে চুপ করি থাকতি পারি না চাচাজি!

মহম্মদ। (স্বগত) একে নিয়ে তো দেখছি আমার অসাধ্য হয়ে উঠল। (প্রকাশ্যে) দেখ, তোকে একটা আমি কথা বলি— যখন আমি একলা থাকব, তখন তুই যা ইচ্ছে বলিস, কিন্তু অন্য কোনো লোক থাকলে খবরদার কথা কোস নে, যদি কেউ কখনো তোকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে তো তুই চুপ করে থাকিস, বুঝলি তো?

ফতে। আমি সম্জেছি মোল্লাজি, সব সমজেছি।

মহম্মদ। আচ্ছা সে যা হোক, আল্লাউদ্দিন কি বললে বল দেকি?

ফতে। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে) উহুঁ— উহুঁ— উহুঁ—

মহম্মদ। ও কি ও?

ফতে। মোরে যে কথা কতি মানা কল্লে?

মহম্মদ। আরে মোলো, এখন কেউ কোথাও নেই, এখন কথা ক-না।

অন্য লোকজন থাকলে কথা কোস নে। তবে তো তুই আমার কথা বেশ সম্‌জেছিলি দেখছি ?

ফতে। এইবার সম্‌জিছি চাচাজি, আর ক'তি হবে না।

মহম্মদ। আচ্ছা, সে যা হোক, বাদশা আর কি বললেন বল দেখি ?

ফতে। আবার কি বলবেন ? তিনি ঝা ঝা কয়েছেন, দিল্লি হ'তি আসেই তো মুই তোমায় সব কয়েছি। বাদশার ভাইঝিরে নিযে তুই ঝে পেলিয়েছিলে, তার লাগি তো তোমার গর্দান লেবার হুকুম হয়। তুমি তো সেই ভয়ে দশ বচ্ছর ধরি পেলিয়ে বেড়ালে, শ্যাযে হাঁদুদের মন ভোলায়ে, এই হাঁদু মস্‌জিদের মোল্লা হয়ে বসলে, তুমি তো চাচাজি স্বচ্ছন্দে চাল কলা নৈবিদ্যি খায়ে রয়েছ, মুই তো আর পারি না। আর তোমায় বলব কি, এই শ্মশানির মধ্যি ভূতির ভয়ে তো মোর রাতির বেলায় নিদ্ হয় না।

মহম্মদ। আরে মোলো, আসল কথাটা বল না। অত আগ্‌ডম বাগ্‌ড়ম বকৃচিস্ কেন ?

ফতে। এই যে বলছি শোনো না ; তিনি এই কথা কলেন ঝে, যদি হ্যাঁদুদের মধ্যি তুমি ঝগড়া বাদিয়ে দিতি পার, তা হলে তোমার সব কশুর রেয়াৎ করবেন, আরও বকশিস্ দিবেন।

মহম্মদ। ও কথা তো তুই আমাকে পুর্বেই বলেছিস ; আর-কিছু বলেছিলেন কি না, তাই তোকে আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

ফতে। আবার কি কবেন ?

মহম্মদ। (স্বগত) আমি বকশিস্ চাই নে, আল্লাউদ্দিন যদি আমার দোষ মাপ করেন, তা হলে আমার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের মুখ দেখে এখন বাঁচি। আর ছদ্মবেশে থাকতে পারা যায় না। আর, আমার সেই কন্যাটির না জানি কি হল ! সে যাক্— (প্রকাশ্যে ফতে উল্লার প্রতি) এই দেখ্, ঐ শ্মশান থেকে একটা মড়ার মাথার খুলি নিয়ে আয় তো।

ফতে। ও বাবা ! এই আঁদার রাতি, ওহানে কি অ্যাহন যাওয়া যায় ?

মহম্মদ। ফের, বেটা, গোল কচ্ছিস ! সিদে কথা তোকে বললে বুঝি হয় না ? বাংলাদেশের এই চাষাটাকে নিয়ে তো দেখছি ভারি বিপদেই পড়েছি।

ফতে। এই যাচ্ছি বাবা ! এম্‌নেও মরব— অম্‌নেও মরব ; এই যাই— মোল্লাজি, থোড়া দৌড়িয়ে যেও বাবা !

মহম্মদ আলির মন্দির মধ্যে প্রবেশ ও অভ্যন্তর হইতে দ্বার রুদ্ধ করণ

ফতে। ও মোল্লাজি! মোরে এহানে একা ফেলি কোয়ানে গেলে? মোল্লাজি! মেহেরবানী করে একবার দরজাটা খোলো বাবা! আমার যে বুকটা গুর্ গুর্ কচ্ছে। ও মোল্লাজি! ও মোল্লাজি! ও চাচাজি!

ভৈরব। (মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে) বেটা যেন কচি খোকা আর কি। গাধার মতো চীৎকার কচ্ছে দেখ না, ফের যদি চেঁচাবি তো দেখতে পাবি।

ফতে। (স্বগত) ও বাবা। কি মুশকিলেই পড়লাম গা—(কম্পমান) নসিবে যে আজ কি আছে বলতি পারি না। (চমকিত হইয়া) ও বাবা রে! পায়ে কি ঠ্যাক্‌লো। এই আঁদারে অ্যাহন কোয়ানে যাই? মড়ার খুলি না খুঁজি আনতি পাল্লিও তো চাচাজি ছাড়বে না— অ্যাহন উপই কি?

[ফতে উল্লার প্রস্থান

লক্ষ্মণ সিংহ ও রণধীর সিংহের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। এইখানে দেবী আমার নিকট আবির্ভূত হয়েছিলেন। রণধীর! সে আমার চক্ষের ভ্রম নয়, সে সময় আমার বুদ্ধিরও কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। এখন তোমাকে আমি যেমন স্পষ্ট দেখছি তেমনি স্পষ্ট আমি দেবীমূর্তি দর্শন করেছিলেম, আর আকাশবাণীচ্ছলে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তা এখনো যেন আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে।

রণধীর। মহারাজ! কিছুই বিচিত্র নয়। কোনো বিশেষ কার্য সিদ্ধ করবার জন্য দেবতারা সাধকের নিকট আবির্ভূত হয়ে আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করে থাকেন। আপনার বিলক্ষণ সৌভাগ্য যে আপনি স্বচক্ষে তাঁর দর্শন লাভ করেছেন। আপনার পুর্বপুরুষের মধ্যে পুজনীয় বাপ্পারাও ও সমর সিংহও এইরূপ দেবীর দর্শন পেয়েছিলেন।

লক্ষ্মণ। রণধীর! বোধ করি তুমিও এখনি দেখতে পাবে। দেখো, ঠিক এই স্থানে তিনি আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন, (চতুর্ভুজা মূর্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব) ঐ যে— ঐ যে— ঐ যে— দেখো রণধীর! এখনি নৃমুণ্ডমালিনী করালবদনা দেবী চতুর্ভুজা ছায়ার ন্যায় ঐ দিক দিয়ে চলে গেলেন, এবার এখানে আর দাঁড়ালেন না।

রণধীর। কৈ মহারাজ! আমি তো কিছুই দেখতে পেলেম না। বোধ

করি, তিনি যে সে লোককে দর্শন দেন না। তাঁর অনুগ্রহে আপনি নিশ্চয় দিব্য চক্ষু লাভ করেছেন।

চতুর্ভুজা মূর্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব

লক্ষ্মণ। ঐ দেখ, ঐ দেখ আবার—

রণধীর। তাই তো, মহারাজ! এইবাব আমি দেখতে পেয়েছি। (উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত) আমার ভাগ্যে এমন তো কখনো হয় নাই— কি আশ্চর্য! আমাকেও দেবী দর্শন দিলেন! আ! আজ আমার কি সৌভাগ্য —আমার নয়ন সার্থক হল— জীবন চরিতার্থ হল। মহারাজ! চিতোর রক্ষার জন্য দেবী আপনার নিকট যে দৈববাণী করেছেন, তা শীঘ্র পালন করুন— দেবীর অনুগ্রহ থাকলে কার সাধ্য চিতোর-পুরী আক্রমণ করে?

লক্ষ্মণ। দেবী তো এবার চকিতের ন্যায় দর্শন দিয়েই চলে গেলেন— এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়ালেন না। এখন কে আমাকে সেই দৈববাণীর অর্থ ব্যাখ্যা করে দেয় বল দেখি? আমি তো মহা সন্দেহের মধ্যে পড়েছি; এখন বল দেখি, রণধীর, এই সন্দেহ-ভঞ্জনের উপায় কি?

রণধীর। চলুন মহারাজ! এক কাজ করা যাক্, সম্মুখেই তো চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির, ঐ মন্দিরের সুবিজ্ঞ পুরোহিত ভৈরবাচার্য মহাশয় ভবিষ্যৎ ফলাফল উত্তমরূপে গণনা করতে পারেন। চলুন, তাঁর নিকটে গিয়ে দৈববাণীর ব্যাখ্যা করে লওয়া যাক।

লক্ষ্মণ। এ বেশ কথা। চলো, তাই যাওয়া যাক।

রণধীর। মহারাজ! দেখেছেন কি ভয়ানক অন্ধকার! এখন পথ চিনে যাওয়া সুকঠিন।

উভয়ে মন্দিরের দ্বারে আঘাত

মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করত ভৈরবাচার্যের প্রবেশ

লক্ষ্মণ।
রণধীর। ভগবন্! প্রণাম হই।

ভৈরব। মহারাজের জয় হোক্। এত রাত্রে যে এখানে পদার্পণ হল —রাজ্যের সমস্ত কুশল তো?

লক্ষ্মণ। কুশল কি অকুশল তাই জানবার জন্যই মহাশয়ের নিকট আসা হয়েছে।

ভৈরব। আমার পরম সৌভাগ্য। (ফতের প্রতি) এইখানে তিন খান কুশাসন নিয়ে আয় তো!

আসন লইয়া ফতের প্রবেশ

(লক্ষ্মণের প্রতি) মহারাজ! বসতে আজ্ঞা হোক্। মন্দিরের মধ্যে অত্যন্ত গ্রীষ্ম, এইজন্য এইখানেই বসবার আয়োজন করা গেল।

লক্ষ্মণ। তা বেশ তো, এই স্থানটি মন্দ নয়।

ভৈরব। এখন মহারাজের কি আদেশ, বলতে আজ্ঞা হোক্।

লক্ষ্মণ। এই দ্বিপ্রহর রাত্রে আমি ঐ শ্মশানে একাকী বিচরণ কচ্ছিলেম, এমন সময়ে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে একটি দৈববাণী কল্লেন, তার প্রকৃত অর্থ কি, তাই জানবার জন্য আপনার নিকট আমাদের আসা হয়েছে।

ভৈরব। কি বলুন দেখি, আমি তার এখনি অর্থ করে দিচ্ছি।

লক্ষ্মণ। সে দৈববাণীটি এই—

মূঢ়! বৃথা যুদ্ধসজ্জা যবন-বিরুদ্ধে।
রূপসী ললনা কোনো আছে তব ঘরে
সরোজ-কুসুম-সম; যদি দিস পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোর-পুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তোরে।
আর শোন্, মূঢ় নর! বাপ্পা-বংশজাত
যদি দ্বাদশ কুমার রাজছত্রধারী
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে তব বংশে রাজলক্ষ্মী আর।

এই দৈববাণীর শেষ অংশটি একরকম বোঝা গেছে, কিন্তু এর প্রথমাংশটি আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে, এইটি অনুগ্রহ করে আমার নিকট ব্যাখ্যা করে দিন।

ভৈরব। (চিন্তা করিতে করিতে) হুঁ—(স্বগত) যা আমি মনে মনে করেছিলেম তাই ঘটেছে। "রূপসী ললনা" রাজা লক্ষ্মণ সিংহের প্রিয় কন্যা সরোজিনীকেই যে বোঝাচ্ছে, এইটি ব্যক্ত করবার বেশ সুযোগ হয়েছে।

বিজয় সিংহ সরোজিনীর প্রতি অনুরক্ত, সে কখনোই তার বলিদানে সম্মত হবে না। কিন্তু অন্যান্য রাজপুত সেনাপতিগণের যদি একবার এই বিশ্বাস হয় যে, বলিদান ব্যতীত মুসলমানদিগকে কখনোই পরাজয় করা যাবে না, তা হলে সরোজিনীর রক্তের জন্য নিশ্চয় তারা উন্মত্ত হয়ে উঠবে। আর যদি সমস্ত সৈন্য এই বিষয়ে একমত হয়, তা হলে কাজে কাজেই রাজাকেও তাতে মত দিতে হবে। এই বিজয় সিংহের সঙ্গে বিবাদ ঘটবার খুব সম্ভাবনা আছে। আল্লাউদ্দিনের পূর্ব আক্রমণে বিজয় সিংহ ও রণধীর সিংহের বাহুবলেই চিতোর রক্ষা পেয়েছিল। এবার যদি এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘটে ওঠে, তা হলে চিতোরের নিশ্চয় পতন, আর আমারও তা হলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। (প্রকাশ্যে ফতে উল্লার প্রতি) খড়ি, ফুল ও মড়ার মাথা নিয়ে আয়।

ফতের প্রস্থান, খড়ি আদি লইয়া প্রবেশ ও তাহা রাখিয়া পুনঃপ্রস্থান

ভৈরব। "নমো আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ" (পরে মড়ার মাথায় হাত দিয়া) মহারাজ! একটি ফুলের নাম করুন দেখি।

লক্ষ্মণ। শেফালিকা।

ভৈরব। আচ্ছা।

তনু ধনু সহোদর,
লগ্ন মগ্ন পরস্পর,
সিংহ কন্যা বিছা তুলা,
বিনা বাতে উড়ে ধূলা,
মেষ বৃষে ডাকে মেঘ,
সূর্য সোম ছাড়ে বেগ,
বন্ধু পুত্র রিপু জায়া,
সপ্তমের মাতা ছায়া,
এক তিন পাঁচ ছয়,
একাদশে সর্ব জয়,
চারাক্ষরে প্রশ্ন হয়,
এটা বড়ো শুভ নয়।

ভৈরব। মহারাজ! ক্রমে আমি সব বলছি। আর-একটা ফুলের নাম করুন দেখি।

লক্ষ্মণ। বকুল।

ভৈরব। আচ্ছা।

বকুল বকুল বকুল,
বৃন্দাবন গোকুল,
একে চন্দ্র তিনে নেত্র,
কাশী আর কুরুক্ষেত্র,
চেরে আর তিনে সাত,
জগন্নাথ চন্দ্রনাথ,
তারা তিথি রাশি বার,
জ্বালামুখী হরিদ্বার,
এ সব তীর্থে নাহি যাব,
কোথা তবে আছে আর,
যে লগ্নে প্রশ্ন করা,
চিরজীবী হয় মরা,
বন্ধ্রগত আছে শনি,
সরোজিনীর প্রমাদ গণি।

লক্ষ্মণ। কি বললেন? সরোজিনীর?

ভৈরব। মহারাজ! অধীর হবেন না। বিজ্ঞ লোকে শুভ ঘটনাতে অতিমাত্র উল্লসিত হন না— অশুভ ঘটনাতেও অতিমাত্র ম্রিয়মাণ হন না! সংসারচক্রে সুখ-দুঃখ নিয়তই পরিভ্রমণ করে। গ্রহ-বৈগুণ্যে সকলই ঘটে। যা ভবিতব্য তা কেহই খণ্ডন কত্তে পারে না।

লক্ষ্মণ। মহাশয়, স্পষ্ট করে বলুন— কোন্ সরোজিনীর কথা আপনি বলছেন? শীঘ্র আমার সন্দেহ দূর করুন।

ভৈরব। মহারাজ! অত্যন্ত অপ্রিয় কথা শুনতে হবে. অগ্রে আপনার হৃদয়কে প্রস্তুত করুন, মনকে দৃঢ় করুন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে পাছে সে কথা শুনে আপনি জ্ঞানশূন্য হন।

লক্ষ্মণ। মহাশয়! বলুন, আমি প্রস্তুত আছি। শীঘ্র বলুন, আমাকে সংশয়-সংকটে আর রাখবেন না।

ভৈরব। তবে শ্রবণ করুন। রাজকুমারী সরোজিনীর রক্তপান ব্যতীত দেবী চতুর্ভুজা আর কিছুতেই পরিতুষ্ট হবেন না।

লক্ষ্মণ। কি বললেন? সরোজিনীর? রাজকুমারী সরোজিনীর? আমার প্রাণের দুহিতা সরোজিনীর? (স্তম্ভিত থাকিয়া কিঞ্চিৎ পরে) কি বললেন মহাশয়। রাজকুমারী সরোজিনীর? নিশ্চয় আপনার গণনায় ভুল হয়েছে। আর-একবার গুণে দেখুন। "সরোজ-কুসুম-সম" এর মর্মার্থ গণনায় সরোজিনী না হয়ে পদ্মিনীও তো হতে পারে। হয়তো আমার পিতৃব্য ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনী দেবীকেই উদ্দেশ করে ঐরূপ দৈববাণী হয়েছে। আর তাই খুব সম্ভব বলে আমার বোধ হয়। কেননা, আল্লাউদ্দিন পদ্মিনী দেবীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে লাভ করবার জন্যই চিতোর-পুরী বারংবার আক্রমণ কচ্ছেন। পদ্মিনী দেবী জীবিত থাকতে কখনোই চিতোর-পুরী নিরাপদ হবে না, এই মনে করেই চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা বোধ হয় এইরূপ দৈববাণী করেছেন।

ভৈরব। মহারাজ! যদি আমার গণনায় কিছুমাত্র ভ্রম থাকত তা হলে আমিও আহ্লাদিত হতেম। কিন্তু মহারাজ! আমি যেরূপ সতর্ক হয়ে গণনা করেছি, তাতে কিছুমাত্র ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা নাই।

লক্ষ্মণ। ভগবন্! সেই নির্দোষী বালিকা কি অপরাধ করেছে যে, দেবী চতুর্ভুজা এই তরুণ বয়সেই তাকে পৃথিবীর সুখ-সম্ভোগ হতে বঞ্চিত কত্তে ইচ্ছা কচ্ছেন? তার পরিবর্তে যদি তিনি আমার জীবন চান তা হলে অনায়াসে এখনি আমি তাঁর চরণে উৎসর্গ কত্তে প্রস্তুত আছি। মহাশয়! বলুন, আর কিসে দেবীর তুষ্টি সাধন হতে পারে? যাতে আমি এই ভয়ানক বিপদ হতে রক্ষা পাই, তার একটা উপায় স্থির করুন। তা হলে আপনি যা পুরস্কার চাবেন তাই দেব।

ভৈরব। মহারাজ! যদি এর কোনো প্রতিবিধান থাকত তা হলে আমি অগ্রেই আপনাকে বলতেম। পুরস্কারের কথা বলা বাহুল্য, ভগবানের নিকট মহারাজের মঙ্গল প্রার্থনা করাই তো আমাদের একমাত্র কর্তব্য

রণধীর। মহাশয়! তবে কি আর-কোনো উপায় নাই?

ভৈরব। না— আর-কোনো উপায়ই নাই।

রণধীর। মহারাজ! কি করবেন— যখন অন্য কোনো উপায় নাই

তখন কাজেই স্বদেশ রক্ষার জন্য এই নিষ্ঠুর কার্যও অনুমোদন কত্তে হবে।

লক্ষ্মণ। কি বলছ রণধীর? নিষ্ঠুর কার্য! শুধু নিষ্ঠুর নয়, এ অস্বাভাবিক। দেখো, এমন যে নিষ্ঠুর ব্যাঘ্রজাতি তারাও আপন শাবকদিগকে যত্নের সহিত রক্ষা করে, তবে কি রাণা লক্ষ্মণ সিংহ ব্যাঘ্রজাতি অপেক্ষাও অধম?

রণধীর। মহারাজ! পশুগণ প্রবৃত্তিরই অধীন। কিন্তু মনুষ্য প্রবৃত্তিকে বশীভূত কত্তে পারে বলেই পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

লক্ষ্মণ। আমি জন্মজন্মান্তরে পশু হয়ে থাকি, সেও ভালো, তথাপি এরূপ শ্রেষ্ঠতা চাই নে।

রণধীর। মহারাজ! প্রবৃত্তিস্রোতে একেবারে ভাসমান হবেন না। একটু স্থির ভাবে বিবেচনা করে দেখুন, কর্তব্য অতিশয় কঠোর হলেও তথাপি তা কর্তব্য। যদি অন্য কোনো উপায় থাকত তা হলে মহারাজ, আমি কখনোই এই নিষ্ঠুর কার্যে অনুমোদন কত্তেম না।

ভৈরব। মহারাজ! যদি চিতোর রক্ষা করতে চান, যবনের উপর জয়লাভের আশা থাকে, তা হলে দেবীবাক্য কদাচ অবহেলা করবেন না।

লক্ষ্মণ। মহাশয়! আমার তো এই বিশ্বাস ছিল যে, কোনো মন্দ গ্রহ উপস্থিত হলে স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা তাহার শান্তি করা যায়। আমার এ কুগ্রহ কি কিছুতেই শান্তি হবার নয়।

ভৈরব। মহারাজ! আপনার অদৃষ্টে কাল-শনি পড়েছে, এ হতে উদ্ধার করা মনুষ্যের সাধ্য নয়।

লক্ষ্মণ। আপনার দ্বারা যখন কোনো প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই তখন আর কেন আমরা এখানে বৃথা সময় নষ্ট কচ্ছি। চলো রণধীর, এখান থেকে যাওয়া যাক। (উত্থান) ভৈরবাচার্য মহাশয়, এরূপ সুবিজ্ঞ, সুবিখ্যাত, অসাধারণ পণ্ডিত হয়েও একটা সামান্য বিষয়ের প্রতিবিধান কত্তে পাল্লেন না। আমরা চললেম—প্রণাম।

ভৈরব। মহারাজ! মনুষ্য যতই কেন বুদ্ধিমান হোক্ না, কেহই দৈবের প্রতিকূলাচরণ কত্তে পারে না। এখন আশীর্বাদ করি—

লক্ষ্মণ। ওরূপ শূন্য আশীর্বাদে কোনো ফল নাই।

[মন্দিরের মধ্যে ভৈরবাচার্যের প্রস্থান

রণধীর। মহারাজ! এখন কর্তব্য কি স্থির কল্লেন ?

লক্ষ্মণ। আচ্ছা, তুমি যে কর্তব্যের কথা বলছ, আচ্ছা বলো দেখি, তুমিই বল দেখি, সন্তানের প্রতি পিতার কি কর্তব্য ? সন্তানের জীবন রক্ষা করা কি পিতার কর্তব্য নয়।

রণধীর। মহারাজ! আপনার প্রশ্নের উত্তরটি যদি কিঞ্চিৎ রূঢ় হয় তো আমাকে মার্জনা করবেন। আচ্ছা, আমি মানলেম যে, সন্তানের জীবন রক্ষা করা পিতার কর্তব্য। কিন্তু আমি আবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন দেখি, প্রজার প্রতি রাজার কি কর্তব্য ? শত্রুর আক্রমণ হতে প্রজাগণ যাতে রক্ষা পায়, তার উপায় বিধান করা কি রাজার কর্তব্য নয়।

লক্ষ্মণ। আচ্ছা, তা অবশ্যকর্তব্য, আমি তা স্বীকার কল্লেম ; কিন্তু যখন উভয়ই কর্তব্য হল তখন এরূপ সংকট-স্থলে তো কিছুই স্থির করা যেতে পারে না। এরূপ স্থলে আমার বিবেচনায় প্রবৃত্তি-অনুসারে চলাই কর্তব্য।

রণধীর। না মহারাজ! যখন দুই কর্তব্য পরস্পর-বিরোধী হয় তখন এই দেখতে হবে, কোন্ কর্তব্যটি গুরুতর। এরূপ বিরোধস্থলে গুরুতর কর্তব্যের অনুরোধে লঘুতর কর্তব্যকে বিসর্জন দেওয়াই যুক্তি ও ধর্ম সংগত।

লক্ষণ। কিন্তু রণধীর! কর্তব্যের গুরুলঘুতা স্থির করা বড়ো সহজ নয়।

রণধীর। কেন মহারাজ! কর্তব্যের গুরুলঘুতা তো অতি সহজেই স্থির হতে পারে। দুইটি কর্তব্যের মধ্যে যেটি পালন না কল্লে অধিক লোকের অনিষ্ট হয়, সেইটিই গুরুতর কর্তব্য। আপনার কন্যার বিনাশে শুধু আপনার ও আপনার পরিবারস্থ আত্মীয়স্বজনেরই ক্লেশ হতে পারে, কিন্তু দেখুন, যদি যবনগণ চিতোর-পুরী জয় কত্তে পারে তা হলে সমস্ত রাজ্যের লোক বংশপরম্পরাক্রমে চিরদাসত্ব-দুঃখ ভোগ করবে।

লক্ষ্মণ। হো! রণধীর। তোমার নৃশংস যুক্তি সংগত হলেও— হলেও কিন্তু— কিন্তু—

রণধীর। মহারাজ! আবার কিন্তু কি ? যুক্তিতে যা ঠিক বলে বোধ হচ্ছে, এখনি তা কার্যে পরিণত করুন। মনে করে দেখুন, মহারাজ! বিধাতা কি গুরুতর ভার আপনার স্কন্ধে অর্পণ করেছেন, লক্ষ লক্ষ রাজপুত-কন্যার জীবন-ধর্ম সুখ-স্বাধীনতা আপনার উপর নির্ভর কচ্ছে। প্রজাপুঞ্জের জন্য রাজার সকল ত্যাগ, সকল ক্লেশ স্বীকার করা উচিত। দেখুন, আপনার

পূজনীয় পূর্ব-পুরুষ সূর্যবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্র প্রজাগণের জন্য আপনার প্রিয়তমা ভার্যাকে পর্যন্ত বনে নির্বাসিত করেছিলেন। আপনি সেই উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করে তা কি এখন কলঙ্কিত কত্তে ইচ্ছা করেন?

লক্ষ্মণ। রণধীর! যথেষ্ট হয়েছে, আর না। তুমি যা আমাকে বলবে, তাই আমি কত্তে প্রস্তুত আছি। (চতুর্ভুজা মূর্তির আবির্ভাব ও অন্তর্ধান) দেখো, রণধীর! দেখো— দেখো ঐ-ঐ-ঐ-আবার— কি ভয়ানক ভ্রূকুটি! ঐ চলে গেলেন!

রণধীর। তাই তো।

লক্ষ্মণ। তুমি যে শুধু ভর্ৎসনা কচ্ছ তা নয়— দেবী চতুর্ভুজাও ভর্ৎসনা-ছলে পুনর্বার দর্শন দিলেন রণধীর। বলো, এখন কি করতে হবে— কি ছল করে এখন সরোজিনীকে চিতোর হতে আনাই? বলো, আমি সকলেতেই প্রস্তুত আছি।

রণধীর। মহারাজ! এক কাজ করুন— রাজমহিষীকে এই ভাবে একখানি পত্র লিখুন যে "যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে কুমার বিজয় সিংহ সরোজিনীকে বিবাহ কত্তে ইচ্ছুক হয়েছেন— অতএব তুমি পত্রপাঠমাত্র তাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসবে।"

লক্ষ্মণ। এখনি শিবিরে গিয়ে ঐরূপ একখানি পত্র লিখে আমার বিশ্বস্ত অনুচর সুরদাসের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার অদৃষ্টে যা হবার তাই হবে। (স্বগত) কে সরোজিনী, আমি তা জানি না। এ সংসারে সকলি মায়াময়, সকলি ভ্রান্তি, সকলি স্বপ্ন। হে মহাকাল-রূপিণি প্রলয়ঙ্করি মাতঃ চতুর্ভুজে! তোমার সর্বসংহারকার্যে সহায়তা কত্তে এমনি আমি চললেম। যাক্— সৃষ্টি লোপ হয়ে যাক, পৃথিবী রসাতলে যাক। মহাপ্রলয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎসন্ন হয়ে যাক, আমার তাতে কি ক্ষতি? আমার সঙ্গে কারো কোনো সম্বন্ধ নাই।

[লক্ষ্মণ সিংহের বেগে প্রস্থান ; পরে রণধীর সিংহের প্রস্থান
মন্দিরের মধ্য হইতে ভৈরবাচার্যের ও ফতের প্রবেশ

ভৈরব। (স্বগত) আমার যা মতলব তা সিদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। আমি এই বেলা আল্লাউদ্দিনের কাছে পত্রখানি পাঠিয়ে দি। এখানকার সমস্ত অবস্থা পূর্ব হতে তাঁকে জানিয়ে রাখা ভালো, তা হলে তিনি ঠিক অবসর

বুঝে আক্রমণ করতে পারবেন। (ফতের প্রতি) ওরে! এই পত্রখানি বাদশা আল্লাউদ্দিনের কাছে দিয়ে আয় দিকি।

ফতে। আবার কোয়ানে যাতি বলো? একে তো মডার মাথার লাগি সমস্ত রাত্তির মোরে শ্মশানি শ্মশানি গুরায়ে মারেছ।

ভৈরব। আরে! এ সে-সব কিছু না— এই পত্রখানি বাদশার কাছে নিয়ে গেলে আমাদের এখান থেকে চলে যাবার পন্থা হবে বুঝলি? তা হলে তুইও বাঁচিস, আমিও বাঁচি।

ফতে। (আহ্লাদিত হইয়া) এহান হতি তা হলি মোরা যাতি পাব? আঃ দেও চাচাজি, চিটিখান দেও, এহনি মুই লয়ে যাচ্ছি। আ তা হলি তো মুই প্যাট ভরি খায়ে বত্তাই। তা হলি এ গেরোর ভোগ আর ভুগতি হয় না। মোর বাঙ্গালা মুলুকে মুই যহন ছ্যালাম, তহন বেশ ছ্যালাম, চাস বাস কত্তাম —দুটা প্যাট ভরি খাতিও পাত্তাম। তোমার কথা শুনি মুই কেন মত্তি এহানে আয়েছেলাম, বাদশার ঘরে চাকরিও পালাম না। প্যাটও ভরল না। আর দেহ দিহি চাচাজি; তুমি মোর কি হাল করেছ? মোর খোবসুরৎ চেহারাটাই অ্যাকেবারে মাটি করি গ্যাছ? এহানে ছ্যাল মুসলমানের নুর। তুমি কাটি মাতায় হাঁদুর চৈতন বসায়ে খ্যালে— আর বাকি রাহেলে কি? এহন, এহান হতি যাতি পাল্লিই মুই বাঁচি।

ভৈরব। আরে বেটা, বাংলাদেশে তুই কেবল লাঙ্গল টেনে টেনেই মত্তিস বৈ তো নয়; এখন, এই চিঠিটা বাদশার হাতে দিতে পাল্লেই তোর একটা মস্ত কর্ম হবে, তা জানিস?

ফতে। (মহা খুশি হইয়া) মস্ত একটা কাম পাব? কি কাম চাচাজি?

ভৈরব। সে পরে টের পাবি— এখন এই চিঠিটা নিয়ে শিগগির যা দিকি। (পত্র প্রদান)

ফতে। মুই এহনি চললাম চাচাজি— স্যালাম।

[ফতের প্রস্থান

ভৈরব। (স্বগত) এখন তবে যাওয়া যাক।

[ভৈরবের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবিরের অভ্যন্তরস্থ গৃহ

লক্ষ্মণ সিংহের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হায় হায়! কি কাজ কল্লেম, সুরদাসকে দিয়ে কেন পত্রখানি পাঠিয়ে দিলেম? চিতোর তো এখান থেকে বেশি দূর নয়, এতক্ষণে, বোধ করি, সুরদাস সেখানে পৌচেছে। বোধ হয়, এতক্ষণে তারা সেখান থেকে ছেড়েছে। কেন আমি রণধীর সিংহের কথায় ভুলে গেলেম? রণধীর সিংহ যে কি কুহক জানে, তার কথায় আমি একেবারে বশীভূত হয়ে পড়ি। আহা! আমার সরোজিনীর এখন বিবাহের উপযুক্ত বয়স হয়েছে, কুমার বিজয় সিংহকে সে প্রাণের সহিত ভালোবাসে, তাঁর সহিত শীঘ্র এখানে বিবাহ হবে, এ সংবাদে তার মন কতই না আনন্দে নৃত্য করবে। কিন্তু সে যখন এখানে এসে দেখবে যে বিবাহ-সজ্জার পরিবর্তে তার জন্য হাড়কাঠ প্রস্তুত— কুমার বিজয় সিংহের পরিবর্তে, তার পাষণ্ড পিতা যমের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করেছে, তখন না জানি তার মনে কি হবে? ওঃ? আর মহিষীই বা কি বলবেন? কি করেই বা আমি তাঁর নিকট মুখ দেখাব? ওঃ! অসহ্য! এখন আবার যদি রামদাসকে দিয়ে এই পত্রখানি মহিষীর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি, তা হলে তাদের এখানে আসা বন্ধ হতে পারে। এখানে সে একবার পৌছিলে আর রক্ষা থাকবে না। রণধীর সিংহ ও ভৈরবাচার্য তাকে কিছুতেই ছাড়বে না। কিন্তু এখন রামদাসকেও পাঠানো বৃথা; এতক্ষণ তারা সে পত্র পেয়ে চিতোর হতে যাত্রা করেছে; রামদাস এখন গেলে কি আর তাদের সঙ্গে দেখা হবে? এখন কি করা যায়? রামদাসকে তো ডাকি, সে আমার অতি বিশ্বস্ত পৈতৃক পারিষদ, দেখি, সে কি বলে। রামদাস! রামদাস! — শোনো রামদাস।

রামদাসের প্রবেশ

রাম। মহারাজ কি ডাকছেন? রাত্রি প্রভাত না হতে হতেই যে মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে? যবনগণের কোলাহল কি শুনতে পাওয়া গেছে? সৈন্যগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। মহারাজের আদেশ হলে তাদের এখনি সতর্ক করে দেওয়া যায়।

লক্ষ্মণ। না রামদাস, তা নয়। হা! সেই সুখী যে রাজপদের মহান্ ভার হতে মুক্ত, যে সামান্য অবস্থায় মনের সুখে কালযাপন করে।

রাম। মহারাজ! আপনার মুখ থেকে আজ এরূপ কথা শুনতে পাচ্ছি কেন? দেবতারা প্রসন্ন হয়ে আপনাকে যে এই অতুল রাজসম্পদের অধিকারী করেছেন, তা কি এইরূপে তুচ্ছ কত্তে হয়? আপনার কিসের অভাব? সর্বলোকপূজ্য সূর্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশে জন্ম— সমস্ত মেওয়ার দেশের অধীশ্বর— তেজস্বী সন্তান-সন্ততি দ্বারা পরিবেষ্টিত— আপনার যশে সমস্ত ভারতভূমি পরিপূর্ণ— আবার বীরশ্রেষ্ঠ বাদলের অধিপতি রাজকুমার বিজয় সিংহ আপনার কন্যা রাজকুমারী সরোজিনীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী— মহারাজ! এ অপেক্ষা সুখ সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? তবে কেন মহারাজকে আজ এরূপ বিমর্ষ দেখছি? চক্ষু হতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হচ্ছে, এর অর্থ কি? আমি রাজসংসারের পুরাতন ভৃত্য— হাতে করে আপনাকে মানুষ করেছি বললেও হয়— আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না। মহারাজের হস্তে একখানি পত্র রয়েছে দেখছি— চিতোরের রাজপ্রাসাদ হতে তো কোনো কুসংবাদ আসে নি? রাজমহিষী ও রাজকুমারগণ ভালো আছেন তো? রাজকুমারী সরোজিনীর তো কোনো বিপদ হয় নি? বলুন মহারাজ! আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না।

লক্ষ্মণ। (অন্যমনস্কভাবে) না— আমি তাতে কখনোই অনুমোদন করব না।

রাম। মহারাজ! ও কি কথা? ওরূপ প্রলাপ-বাক্য বলছেন কেন?

লক্ষ্মণ। না রামদাস, প্রলাপ নয়। যে সময় আমরা চিতোর হতে সসৈন্যে চতুর্ভুজা দেবীর পুজা দিতে এখানে এসেছিলেম, যখন সমস্ত সৈন্যমণ্ডলী পথের ক্লেশে ক্লান্ত হয়ে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে, আমারও একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় একটা কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেম, আর নিকটস্থ শ্মশানের দিক থেকে "ময়্ ভুখা হোঁ" সহসা এই কথাটি আমার কর্ণগোচর হল। সে যে কি বিকট স্বর তা তোমাকে আমি কথায় বলতে পারি নে। এখনো তা মনে কল্লে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সেই শুনে অবধি নানা প্রকার কাল্পনিক আশঙ্কা আমার মনে উদয় হতে লাগল, আর কিছুতেই নিদ্রা হল না। তখন দ্বিপ্রহর রাত্রি, সকলই নিঃশব্দ, সমস্ত বসুধা নিদ্রায় মগ্ন, সামান্য পথের ভিখারী

যে, সেও সে সময় বিশ্রাম-ঘুম উপভোগ কচ্ছে; তখন যাকে তুমি পরম সুখী, পরম ভাগ্যবান বলছ, যাকে সূর্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব, সমস্ত মেওয়ারের অধীশ্বর বলছ, সেই হতভাগ্য মনুষ্যই একমাত্র জাগ্রত।

রাম। মহারাজ! ও কিরূপ কথা? সমস্ত খুলে বলে শীঘ্র আমার উদ্‌বেগ দূর করুন। আমি যে এখনো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে।

লক্ষ্মণ। শোনো রামদাস! আমি তার পর সেই বিকট শব্দ লক্ষ্য করে শ্মশানে উপস্থিত হলেম, খানিক পরেই বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে অলৌকিক গম্ভীর স্বরে একটি দৈববাণী কল্লেন। ওঃ! এখনো তা মনে পড়লে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়— আর সেই কথাগুলি যেন রক্তাক্ষরে আমার হৃদয়ে মুদ্রিত রয়েছে।

রাম। রক্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে? বলেন কি মহারাজ?

লক্ষ্মণ। হ্যাঁ রামদাস! রক্তাক্ষরেই মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। সেই দৈববাণীর তাৎপর্য জানবার জন্য আমি আর রণধীর সিংহ ভৈরবাচার্য মহাশয়ের নিকট গিয়েছিলেম। তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা কল্লেন তা অতি ভয়ানক, তোমার কাছে বলতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; তিনি বললেন যে, দৈববাণীর অর্থ এই যে, সরোজিনীকে দেবী চতুর্ভুজার নিকট বলিদান না দিলে চিতোর কিছুতেই রক্ষা পাবে না, আর বাপ্পা-বংশজাত দ্বাদশ রাজকুমার ক্রমান্বয়ে যবন-সংগ্রামে প্রাণ না দিলে আমার বংশে রাজলক্ষ্মী থাকবে না। দেখো রামদাস— পুত্রেরা যুদ্ধে প্রাণ দিক্! কিন্তু বলো দেখি, আমার স্নেহের পুত্তলী সরোজিনীকে আমি কোন্ প্রাণে বলিদান দি!

রামদাস। ওঃ, এ কি ভয়ানক কথা! মহারাজ! আপনি এখনো তাতে সম্মতি দেন নি তো?

লক্ষ্মণ। সম্মতি? ওঃ, সে কথা আর জিজ্ঞাসা কোরো না। আমার ন্যায় মূঢ় দুর্বলচিত্ত লোক আর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নি। আমি প্রথমে কিছুতেই সম্মত হই নি, কিন্তু সেই রণধীর সিংহ— বজ্রবৎ কঠিন হৃদয় রণধীর সিংহ— এই বলিদানের পক্ষে এরূপ অকাট্য যুক্তিসকল দেখাতে লাগল যে, আমি তার কোনো উত্তর দিতে পাল্লেম না— কাজে কাজেই আমাকে সম্মত হতে হল। তার পর যখন আবার দেবী চতুর্ভুজা ভর্ৎসনা-ছলে ভীষণ ভ্রূকুটি

বিস্তার করে আমার নিকট আবির্ভূত হলেন তখন আমার আর-কোনো উপায় রইল না।

রামদাস। মহারাজ! দেবী আপনার প্রতি এত নির্দয় কেন হয়েছেন বুঝতে পাচ্ছি নে—এ কি ভয়ানক আদেশ! প্রাণ থাকতে আপনার দুহিতাকে কি কেউ কখনো বলিদান দিতে পারে? মহারাজ! আপনি তো বলিদানে সম্মত হয়েছেন, এখন উপায় কি বলুন দিকি?

লক্ষ্মণ। রামদাস, শুধু সম্মত হওয়া নয়, আমি রণধীরের বাক্যে উত্তেজিত হয়ে তদ্দণ্ডেই সরোজিনীকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য মহিষীকে পত্র লিখিছি, তাঁকে এইরূপ ভাবে কৌশলে লেখা হয়েছে যে, "কুমার বিজয় সিংহ যুদ্ধযাত্রার পূর্বেই এখানে সরোজিনীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হয়েছেন, অতএব তাকে শীঘ্র সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।"

রামদাস। কিন্তু মহারাজ! রাজকুমার বিজয় সিংহকে কি আপনি ভয় কচ্ছেন না? যখন তিনি জানতে পারবেন যে, এইরূপ মিথ্যা বিবাহের ছল করে এই দারুণ হত্যাকাণ্ডের সংকল্প করা হয়েছে তখন আপনি কি মনে করেন তিনি নিশ্চেষ্ট থাকবেন?

লক্ষ্মণ। রামদাস! আমি বিজয় সিংহের অবর্তমানেই ঐ পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেম। তিনি যে এত শীঘ্র এখানে এসে পড়বেন, তা আমি জানতেম না। রাজ্যের পার্শ্ববর্তী কোনো শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমি মনে করেছিলেম, ঐ যুদ্ধ হতে প্রত্যাগমন করতে তাঁর অনেক বিলম্ব হবে, কিন্তু ঐ বীরপুরুষের অপ্রতিহত গতি কার সাধ্য রোধ করে? বিজয় সিংহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবামাত্রই বিজয়-লক্ষ্মী তাঁকে আলিঙ্গন করেছেন এবং তাঁর জয়বার্তা এখানে না পৌছিতে পৌছিতেই তিনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

রামদাস। মহারাজ! তিনি যদি এসে থাকেন, তা হলে আর কোনো চিন্তা নাই! আপনিও যদি বলিদানে সম্মত হন তা হলে বিজয় সিংহ আপনার পথের প্রতিবন্ধক হবেন।

লক্ষ্মণ। তুমি বল কি সংবাদ? বিজয় সিংহের ন্যায় সহস্র বীরপুরুষ একত্র হলেও রাণা লক্ষ্মণ সিংহের পথের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। আমার প্রতিবন্ধক আর কেহই নয়, স্বভাবই আমার একমাত্র প্রতিবন্ধক। স্বভাবের

দৃঢ়তর বন্ধনই আমার হস্তকে আবদ্ধ করে রেখেছে। দেখো, রামদাস! যার মুখভাব একটু বিমর্ষ, একটু মলিন হলে আমার হৃদয় যেন শত শত শেল বিদ্ধ হয়, সেই প্রিয়তমা দুহিতা, কোথায় আমার সস্নেহ আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হবার আশায় মহা হৃষ্টচিত্তে দ্রুতগতি এখানে আসছে— না, কোথায় সে এসে দেখবে যে তার জন্য ভীষণ হাড়কাট প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এই কল্পনাটি কি ভয়ানক!

রামদাস। ও! কি ভয়ানক! মহারাজ! এরূপ তো আমি স্বপ্নেও মনে করি নি!

লক্ষ্মণ। (স্বগত) মাতঃ চতুর্ভুজে! এই নিষ্ঠুর বলি যে তোমার অভিপ্রেত, এ আমি কখনোই প্রত্যয় করতে পারি নে, বোধ হয় তুমি আমাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই এইরূপ আদেশ করেছ। (প্রকাশ্যে) রামদাস! তুমি আমার বিশ্বাসের পাত্র, এইজন্য তোমাকে সমস্ত কথা খুলে বললেম। দেখো যেন প্রকাশ না হয়।

রামদাস। আমার দ্বারা মহারাজ, কিছুই প্রকাশ হবে না, কিন্তু যাতে রাজকুমারীর জীবন রক্ষা হয়, তার শীঘ্র একটা উপায় করুন!

লক্ষ্মণ। দেখো, রামদাস! আমি ইতিপূর্বে সুরদাসকে দিয়ে যে পত্রখানি মহিষীর কাছে পাঠিয়েছিলেম, সে পত্রখানি যদি তিনি পেয়ে থাকেন তা হলে তো সরোজনীকে নিয়ে এতক্ষণে চিতোর হতে যাত্রা করেছেন— আর তারা এখানে একবার পৌঁছলে রক্ষার আর-কোনো উপায় থাকবে না। তবে যদি তারা এখানে না আসতে আসতেই তুমি গিয়ে পথিমধ্যেই রাজমহিষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই পত্রখানি তাঁর হস্তে দিতে পার, তা হলে তাঁদের এখানে আসা বন্ধ হলেও হতে পারে।

রামদাস। মহারাজ! পত্রখানি দিন, এখনি আমি নিয়ে যাচ্ছি।

লক্ষ্মণ। এই লও— (পত্র প্রদান) তুমি শীঘ্র যাও, পথে যেন কোথাও বিশ্রাম কোরো না।

রামদাস। এই আমি চললেম মহারাজ!

লক্ষ্মণ। আর শোনো রামদাস! দেখো যেন পথভ্রম না হয়, বরং একজন নিপুণ পথ-প্রদর্শক সঙ্গে নিয়ে যাও। কারণ, যদি মহিষীর সঙ্গে তোমার দেখা না হয় আর সরোজিনী যদি একবার এখানে এসে পড়ে, তা হলেই

সর্বনাশ উপস্থিত হবে। তখন ভৈরবাচার্য সমস্ত সৈন্যমণ্ডলীর নিকট দৈববাণীর অর্থ শুনিয়ে দেবে, সরোজিনীর বলিদানের জন্য সমস্ত সৈন্যই উত্তেজিত হয়ে উঠবে; যারা আমার শত্রুপক্ষ তারা সেই সময় অবসর পেয়ে একটা বিরোধ ঘটিয়ে দেবে; আমার প্রভুত্ব, আমার রাজত্ব তখন রক্ষা করা বড়োই কঠিন হয়ে উঠবে। অন্তরের কথা তোমাকে আমি বলে দিলেম। এখন যাও রামদাস আর বিলম্ব কোরো না।

রামদাস। মহারাজ! পত্রের মর্মটা আমার জানা থাকলে ভালো হয় না? কেননা, যদি আমার কথার সঙ্গে পত্রের কোনো অনৈক্য হয়—

লক্ষ্মণ। ঠিক বলেছ। পত্রের মর্মটা তোমার শোনা আবশ্যক বটে। আমি রাজমহিষীকে এইরূপ লিখিছি যে, "কুমার বিজয় সিংহের মত পরিবর্তন হয়েছে, সরোজিনীকে বিবাহ করবার তাঁর আর আগ্রহ নাই। অতএব এখানে সরোজিনীকে নিয়ে আসবার আবশ্যক করে না।" আরও তুমি এই কথা তাঁকে মুখে বলতে পার যে, চিতোরের প্রথম আক্রমণ-কালে যবনশিবির হতে তিনি যে যুবতী মহিলাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিলেন— লোকে বলে, তারি প্রতি তাঁর এখন অধিক অনুরাগ হয়েছে। আর সেইজন্য তিনি এখন সরোজিনীর প্রতি উপেক্ষা কচ্ছেন। এই কথা বললেই যথেষ্ট হবে। কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না? এ কি? বিজয় সিংহ যে এ দিকে আসছেন, যাও যাও রামদাস, এই বেলা যাও—আর বিলম্ব কোরো না। বিজয় সিংহের সঙ্গে রণধীর সিংহও দেখছি আসছেন।

[রামদাসের প্রস্থান

বিজয় সিংহের ও রণধীর সিংহের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। এই যে বিজয় সিংহ! এর মধ্যেই তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রত্যাগত হয়েছ? ধন্য তোমার বিক্রম— যা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য তা দেখছি তোমার পক্ষে অলস বালকের ক্রীড়ার ন্যায় অতি সামান্য ও সহজ।

বিজয়। মহারাজ! এই সামান্য জয়লাভে বিশেষ কোনো গৌরব নাই। ভগবান করুন, যেন আরো প্রশস্ততর গৌরব-ক্ষেত্র আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়। এইবার যবনদের বিরুদ্ধে যদি জয়লাভ কত্তে পারি— চিতোর-পুরী রক্ষা কত্তে পারি— আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহের অপমানের যদি প্রতিশোধ দিতে পারি— যদি সেই লম্পট আল্লাউদ্দিনের মস্তক স্বহস্তে ছেদন কত্তে পারি— তা হলেই

আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। (কিয়ৎক্ষণ পরে) মহারাজ! একটা জনরব শুনে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি— শুনতে পাই নাকি রাজকুমারী সরোজিনীকে এখানে এনে তাঁর সহিত উদ্‌বাহ-বন্ধনে আমাকে চিরসুখী করবেন?

লক্ষ্মণ। (চমকিত হইয়া) আমার দুহিতা সরোজিনী? কে বললে তাকে এখানে আনা হবে?

বিজয়। মহারাজ! আপনি যে এ কথা শুনে আশ্চর্য হলেন? তবে কি এ জনরবের কোনো মূল নাই?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) কি সর্বনাশ! বিজয় সিংহ এর মধ্যেই গোপনীয় কথা কি করে জানতে পাল্লে?

রণধীর। (বিজয় সিংহের প্রতি) মহাশয়! মহারাজ তো আশ্চর্য হতেই পারেন। এই কি বিবাহের উপযুক্ত সময়? যে সময় যবনগণ চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ কচ্ছে— যে সময় জন্মভূমির স্বাধীনতা নির্বাণ হবার উপক্রম হয়েছে— যে সময়— এমন-কি— কি— হৃদয়ের রক্ত দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট কত্তে হবে— স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা গ্রহখণ্ডন কত্তে হবে— এই সময় কি না আপনি বিবাহের উল্লেখ কচ্ছেন? মহাশয়! এই সময় যুদ্ধের প্রসঙ্গ ভিন্ন কি আর-কোনো কথা শোভা পায়? এইরূপে কি তবে আপনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবেন?

বিজয়। মহাশয়! কথায় কেবল উৎসাহ প্রকাশ কল্লে কোনো কার্য হয় না। মাতৃভূমির প্রতি কার অধিক অনুরাগ, যুদ্ধক্ষেত্রেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আপনি বলিদান দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করুন— কবে শুভগ্রহ উপস্থিত হবে, তারই প্রতীক্ষা করুন— কিন্তু বিজয় সিংহ এ সকলের উপর নির্ভর করে না। এ সমস্ত গণনা করা ভীরু ব্রাহ্মণের কার্য, পুরোহিত ভৈরবাচার্যের কার্য, আপনার ন্যায় ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের উপযুক্ত নয়। (লক্ষ্মণ সিংহের প্রতি) মহারাজ! আমাকে অনুমতি দিন। আমি এখনি যবনদের বিরুদ্ধে যাত্রা কচ্ছি— বিলম্বের কোনো প্রয়োজন নাই।

লক্ষ্মণ। দেখো বিজয় সিংহ, আমার মনের সংকল্প এখনো কিছুই স্থির হয় নি— জয়লাভের পক্ষে এবার বিলক্ষণ সন্দেহ হচ্ছে।

রণধীর। মহারাজ! উদ্ধত, অহংকারী, অত্যুৎসাহী যুবকেরা যাই বলুন

না কেন, শুদ্ধ পৌরুষ দ্বারা জয়লাভের কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ আপনি বেশ জানবেন যে, যদি দেবীকে পরিতুষ্ট কত্তে পারি তা হলে তাঁর প্রসাদে নিশ্চয়ই আমরা জয়ী হব।

বিজয়। মহারাজ, আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হতে হতেই কেন এরূপ বৃথা সন্দেহ কচ্ছেন? প্রাণপণে যুদ্ধ কল্লে বিজয়লক্ষ্মী স্বয়ং এসে আমাদিগকে আলিঙ্গন করবেন। মহারাজ! আমি দেবদ্বেষী নই— আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে, শুভকার্যে দেবতারা কখনোই বিঘ্ন দেন না।

লক্ষ্মণ। কিন্তু বিজয় সিংহ, ভৈরবাচার্যের নিকট দৈববাণীর কথা যেরূপ শোনা গেল, তাতে বোধ হচ্ছে দেবতারা যবনদের সহায় হয়েছেন।

বিজয়। মহারাজ! আমরা কি তবে এখন শূন্য হস্তে ফিরে যাব? আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহকে যে সেই দুর্মতি আল্লাউদ্দিন ছলক্রমে বন্দী করেছিল, আমরা কি এখন তার প্রতিশোধ দেব না?

লক্ষ্মণ। তুমি ইতিপূর্বে যখন যবনদের শিবির হতে একজন যবন-রাজকুমারীকে বন্দী করে এনেছিলে, তখনি তার যথেষ্ট প্রতিশোধ দেওয়া হয়েছিল। যবনেরা তাতে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু দেখো, এখন দৈব আমাদের প্রতিকূল হয়েছেন। এখন কি—

বিজয়। মহারাজ! সর্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষা করে থাকলে মনুষ্য দ্বারা কোনো মহৎ কার্যই সিদ্ধ হয় না। আমাদের কার্য তো আমরা করি। তার পর যা হবার তা হবে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি কত্তে গেলে আমাদের পদে পদে ভীত হতে হয়। না মহারাজ! ভবিষ্যদ্‌বাণী দৈববাণী কথা শুনে যেন আমরা কতকগুলি অলীক বিঘ্নের আশঙ্কা না করি। যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য কত্তে বলছেন তখন তাই যথেষ্ট, আর-কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী। দেবতারা আমাদের জীবনের একমাত্র হর্তা-কর্তা সত্য, কিন্তু মহারাজ! কীর্তিলাভ আমাদের নিজেদের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না করে পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে বলছে— চলুন, আমরা সেইখানেই যাই। আমি যবনদিগের বিরুদ্ধে এখনি যেতে প্রস্তুত আছি। ভৈরবাচার্যের দৈববাণী যাই হউক-না মহারাজ, আমি তাতে কিছুমাত্র ভীত নই।

লক্ষ্মণ। দেখো বিজয় সিংহ! সে দৈববাণী অলীক নয়, আমি স্বয়ং তা শুনেছি ; দেবী চতুর্ভুজাকে এখন পরিতুষ্ট কত্তে না পাল্লে আমাদের জয়ের আর কোনো আশা নাই।

বিজয়। মহারাজ! বলুন, দেবীকে কিরূপে পরিতুষ্ট কত্তে হবে?

লক্ষ্মণ। বিজয় সিংহ! তাঁকে পরিতুষ্ট করা সহজ নয় ; তিনি যা চান, তা তাঁকে কে দিতে পারে?

বিজয়। মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে? আমার জীবন বলিদান দিলেও যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজ! আমি আর এখানে বিলম্ব কত্তে পারি নে। সৈন্যগণকে সজ্জিত কত্তে চললেম। পরামর্শ করে আপনাদের কি মত হয়, আমাকে শীঘ্র বলবেন। যদি আর কেহই যুদ্ধে না যান— আমি একাকীই যাব। আমার এই অসি যদি লম্পট আল্লাউদ্দিনের মস্তক ছেদন কত্তে পারে তা হলেই আমার জীবনকে সার্থক জ্ঞান করব।

[বিজয় সিংহের প্রস্থান

রণধীর। শুনলেন তো মহারাজ! বিজয় সিংহ বললেন—"পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে?" দেখুন, উনিও স্বদেশের জন্য সব কত্তে প্রস্তুত আছেন।

লক্ষ্মণ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) হা!

রণধীর। মহারাজ! ওরূপ দীর্ঘনিশ্বাসের অর্থ কি? ঐ নিশ্বাসে আপনার হৃদয়ের ভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, আপনার দুহিতার শোণিত-পাত আশঙ্কায় আপনি কি পুনর্বার আকুল হয়েছেন? এত অল্পকালের মধ্যেই আপনার প্রতিজ্ঞা বিচলিত হয়ে গেল? মহারাজ! বিবেচনা করে দেখুন, দেবী চতুর্ভুজা আপনার দুহিতাকে চাচ্ছেন। মাতৃভূমি আপনার দুহিতাকে চাচ্ছেন— এখন কি আপনি তাঁদের নিরাশ করবেন? আর যখন আপনি একবার প্রতিজ্ঞা করেছেন তখন কি বলে আবার তা অন্যথা করবেন বলুন দেকি? আপনি এরূপ প্রতিজ্ঞা করাতেই তো ভৈরবাচার্য মহাশয় সমস্ত রাজপুতদিগকে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, যবনগণ নিশ্চয়ই আমাদের দেশ হতে দূরীভূত হবে। এখন যদি তারা জানতে পারে যে, আপনি দেবীর আদেশ পালনে অসম্মত তা হলে নিশ্চয়ই তারা ক্রোধান্ধ হয়ে

আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, তখন আপনার সিংহাসন পর্যন্ত রক্ষা করা কঠিন হবে। এই সমস্ত বিবেচনা করে পূর্ব হতেই সতর্ক হোন। আর মহারাজ! আপনার পিতৃব্য ভীমসিংহকে যবনগণ যে ছলক্রমে বন্দী করেছিল, তারই প্রতিশোধ দেবার জন্যই তো আমরা অস্ত্রধারণ করেছি। একজন স্ব-জাতীয়ের অবমাননা হয়েছে— আমরা কেবল এইজন্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। আর আপনি কিনা আপনার অতি আত্মীয় পিতৃকুল পিতৃব্য ভীমসিংহের অবমাননা সহ্য করবেন?

লক্ষ্মণ। হা! রণধীর— আমি যে দুঃখে দুঃখী, তা হতে তুমি বহু যোজন দূরে। আমার দুঃখ তুমি এখনো অনুভব কত্তে পাচ্ছ না বলেই এরূপ উদারতা, এরূপ দেশানুরাগ প্রকাশ কতে সমর্থ হচ্ছ। আচ্ছা, তুমিই একবার ভেবে দেখো দেখি— তোমার পুত্র বীরবলকে যদি এইরূপ বলিদানের জন্য বন্ধন করে দেবী চতুর্ভুজার সমক্ষে আনা হয়, আর যদি তুমি সেখানে উপস্থিত থাক, তা হলে তোমার মনের ভাব তখন কিরূপ হয়? এই ভয়ানক দৃশ্য কি তোমাকে একেবারে উন্মত্ত করে তোলে না? তখন কি তোমার মুখ হতে এইরূপ উচ্চ উদার বাক্য-সকল আর শোনা যায়? তখন তুমি নিশ্চয়ই রমণীর ন্যায়— শিশুর ন্যায়— অধীর হয়ে ক্রন্দন কত্তে থাক; আর তখনই তুমি বুঝতে পার, আমার হৃদয়ে কি মর্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হয়েছে। যা হোক, তাই বলে আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কত্তে চাই নে— যখন একবার কথা দিয়েছি তখন আর উপায় নাই। আমি তোমাকে আবার বলছি, যদি আমার দুহিতা এখানে উপস্থিত হয় তা হলে তার বলিদানে আমি আর কিছুমাত্র বাধা দেব না। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি তার এখানে আসা না হয় তা হলে নিশ্চয় জানবে যে আর-কোনো দেবতা আমার দুঃখে কাতর হয়ে তার জীবন রক্ষা কল্লেন। দেখো রণধীর! তোমাকে অনুনয় কচ্ছি, তুমি এ বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি কোরো না।

সুরদাসের প্রবেশ

সুর। মহারাজের জয় হোক।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) না জানি কি সংবাদ!

সুর। মহারাজ! রাজমহিষী এবং রাজকুমারী এই শিবিরের সম্মুখস্থ বন পর্যন্ত এসেছেন— তাঁরা এলেন বলে, আর বিলম্ব নাই— আমি এই সংবাদ দেবার জন্য তাঁদের আগে এসেছি।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হা! যে একটি মাত্র বাঁচবার পথ ছিল, তাও এখন রুদ্ধ হল।

সুর। মহারাজ! গত চিতোর-আক্রমণ-সময়ে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে রেসিওনারা বেগম নামে যে যুবতীকে বিজয় সিংহ বন্দী করে এনেছিলেন, সেও তাঁদের সঙ্গে আসছে। এর মধ্যেই মহারাজ, তাঁদের আগমন-সংবাদ সকল জায়গায় প্রচার হয়ে গেছে। এর মধ্যেই সৈন্যেরা রাজকুমারী সরোজিনীর কল্যাণ-কামনায় দেবী চতুর্ভুজার নিকটে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা কচ্ছে। আর এই কথা সকলেই বলছে যে, মহারাজের ন্যায় প্রবলপরাক্রান্ত রাজা পৃথিবীতে অনেক থাকতে পারেন কিন্তু এমন ভাগ্যবান পিতা আর দ্বিতীয় নাই।

লক্ষ্মণ। তোমার কার্য তো শেষ হয়েছে, এখন তুমি বিদায় হতে পার।

সুর। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য— আমি চললেম।

[সুরদাসের প্রস্থান

লক্ষ্মণ। (স্বগত) বিধাতঃ! তোমার নিষ্ঠুর সংকল্প সিদ্ধ করবার জন্যই কি আমার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে দিলে? এই সময় যদি আমি অন্তত একবার স্বাধীনভাবে অশ্রু বর্ষণ কত্তে পারি। তা হলেও হৃদয়-ভারের কিছু লাঘব হয়, কিন্তু রাজাদের কি শোচনীয় অবস্থা! আমরা ক্রীতদাসেরও অধম— লোকে কি বলবে এই আশঙ্কায় এক বিন্দু অশ্রুপাতও কত্তে পারি নে! জগতে তার মতো হতভাগ্য আর কে আছে যার ক্রন্দনেও স্বাধীনতা নাই! (প্রকাশ্যে) রণধীর! আমাকে মার্জনা করবে— আমি আর অশ্রু সংবরণ কত্তে পাচ্ছি নে! মনে কোরো না, তাই বলে আমার সংকল্পের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়েছে— না, তা নয়— আমি যখন কথা দিয়েছি তখন আর উপায় নাই। কিন্তু রণধীর, তুমিও তো একজন পিতা— এই অবস্থায় পিতার মন কিরূপ হয় তা কি তুমি কিছুমাত্র অনুভব কত্তে পাচ্ছ না? এখন কোন প্রাণে বলো দেখি—

রণধীর। মহারাজ! সত্য, আমারও সন্তান আছে, পিতার যে হৃদয়ের ভাব তা আমি বিলক্ষণ অনুভব কত্তে পারি! আপনি হৃদয়ে যে আঘাত পেয়েছেন তাতে আমার হৃদয়ও যারপরনাই ব্যথিত হচ্ছে। ক্রন্দনের জন্য আপনাকে দোষ দেওয়া দূরে থাক্, আমারও চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হয়েছে! কিন্তু মহারাজ, আপনার এখন একটি বিবেচনা কত্তে হবে— মর্ত-স্নেহের উপরোধে দৈববাণীর কি অবমাননা করা উচিত? দেবীর দুরতিক্রম্য বিধানে

আপনার দুহিতা এখানে উপস্থিত হয়েছেন— ভৈরবাচার্য মহাশয় তা জানতে পেরে বলিদানের জন্য প্রতীক্ষা কচ্ছেন— এখন বিলম্ব দেখলে তিনি স্বয়ংই এখানে উপস্থিত হবেন। এখন আমরা দুইজন মাত্র এখানে আছি, এই অবসরে মহারাজ অশ্রুবর্ষণ করে হৃদয়-ভারের লাঘব করুন, আর সময় নাই।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) এখন আর-কোনো উপায় নাই— আমি জানি, আমি তার রক্ষার জন্য যতই কেন চেষ্টা করি-না— সকলই ব্যর্থ হবে। দৈবের প্রতিকূলে দুর্বল মানব-চেষ্টা বিফল। দেবি চতুর্ভুজে! একটি নির্দোষী অবলার শোণিত পান বিনা তোমার তৃষ্ণা কি আর কিছুতেই নিবারণ হবে না? হা! (কিয়ৎকাল পরে— প্রকাশ্যে রণধীরের প্রতি) আচ্ছা, তুমি অগ্রসর হও, আমি শীঘ্রই তাকে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু দেখো রণধীর! ভৈরবাচার্যকে বিশেষ করে বারণ করে দেবে, যেন বলিদানের বিষয় আর কেহই না জানতে পারে। বিশেষত এ কথা যেন মহিষীর কানে না ওঠে। তিনি এ কথা শুনতে পেলে ঘোর বিপদ উপস্থিত হবে। রণধীর! আমি কৃতসংকল্প হয়েছি, এখন কেবল মহিষীকে— সরোজিনীর জননীকেই ভয়।

রণধীর। মহারাজ! আপনার ভয় নাই, এ কথা আর কেহই জানতে পারবে না; আমি চললেম।

[রণধীর সিংহের প্রস্থান

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হিমাচল! বিন্ধ্যাচল! তোমাদের কঠিনতম দুর্ভেদ্য পাষাণে আমার হৃদয়কে পরিণত করো; কিন্তু না— তোমরাও তত কঠিন নও —তোমারও দুর্বল-হৃদয়— তোমরাও বিগলিত তুষার-রূপ অশ্রুবারি বর্ষণ করে ক্ষীণতার পরিচয় দেও। জগতে আরো যদি কিছু কঠিনতম সামগ্রী থাকে— লৌহ— বজ্র— তোমরা এসো— কিন্তু না— না— পাষাণই হোক্, লৌহই হোক্— বজ্রই হৌক, সকলই শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাবে, যখনি সেই নির্দোষী সরলা বালা একবার করুণ স্বরে পিতা বলে সম্বোধন করবে। হা! আমি কি এখন পিতা নামের যোগ্য? আমি কি সরোজিনীর পিতা? না— আমি তার পিতা নই— আমি তার কৃতান্ত— অতি দারুণ নিষ্ঠুর কৃতান্ত।

[লক্ষ্মণ সিংহের প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দিল্লীর রাজবাটী

সম্রাট আল্লাউদ্দিন এবং উজির ও

ওমরাওগণ সমাসীন

আল্লা। দেখো উজির, মহম্মদ আলি যে ছদ্মবেশে হিন্দু-মন্দিরের পুরোহিত হয়ে আছে, তার কাছ থেকে তো এখনো কোনো খবর এল না। বলো দেখি, এখন কি কর্ত্তব্য? তাঁর অপেক্ষা না করে এখনই চিতোর আক্রমণ করা যাক-না কেন?

উজির। জাঁহাপনা! গোলামের বিবেচনায় একটু অপেক্ষা করা ভালো। আজ তার ওখান থেকে একজন লোক আসবার কথা আছে। হিন্দুদের মধ্যে মহম্মদ আলির যেরূপ মান-সম্ভ্রম ও প্রভুত্ব হয়েছে, আর সে যেরূপ চতুর লোক, তাতে যে সে তাদের মধ্যে একটা বিবাদ ঘটিয়ে দিতে পারবে, তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষত ওদের মধ্যে যে বিজয় সিংহ আর রণধীর সিংহ নামে দুইজন প্রধান যোদ্ধা আছে, তাদের মধ্যে যদি সে কোনো কৌশলে বিবাদ ঘটিয়ে দিতে পারে তা হলে আমরা অনায়াসে চিতোর জয় কত্তে সমর্থ হব। হুজুরের বোধ হয় স্মরণ থাকতে পারে যে আমাদের প্রথম বারের আক্রমণে কেবল ঐ দুই যোদ্ধার বাহুবলেই চিতোর রক্ষা পেয়েছিল।

আল্লা। কি বললে উজির। তাদের বাহুবলে চিতোর রক্ষা পেয়েছিল? হিন্দুদের আবার বাহুবল? আমি কি মনে কল্লে সেইবারই চিতোর-পুরী ভূমিসাৎ কত্তে পাত্তেম না?

উজির। তার আর সন্দেহ কি? হুজুরের অসাধ্য কি আছে? আপনি মনে কল্লে কি-না কত্তে পারেন?

১ম ওমরাও। হুজুর সেবার তো মেহেরবানী করে হিন্দুদের ছেড়ে দিয়েছিলেন।

২য় ওমরাও। তার সন্দেহ কি?

আল্লা। কিন্তু সেবার সেই চতুরা হিন্দু-বেগম পদ্মিনী বড়ো ফিকির করে তার স্বামী ভীমসিংহকে এখানকার কারাগার থেকে মুক্ত করে নিয়ে গিয়েছিল। আমি মনে করেছিলেম, তার সঙ্গে যত পাল্কি এসেছিল, তাতে বুঝি তার দাসী ও সহচরীরা আছে— তা না হয়ে হঠাৎ কিনা তার ভিতর থেকে অস্ত্রধারী রাজপুত-সৈন্য সব বেরিয়ে পড়ল— ভাগ্যি আমরা সেদিন খুব হুঁশিয়ার ছিলেম ও আমাদের সৈন্য-সংখ্যা বেশি ছিল, তাই রক্ষে—

উজির। জাঁহাপনা! সেদিন আমাদের পক্ষে বড়ো ভয়ানক দিন গেছে।

আল্লা। দেখো উজির, এবার চিতোরে গিয়ে এর বিলক্ষণ প্রতিশোধ দিতে হবে। এবার দেখব পদ্মিনী-বেগম কেমন তার সতীত্ব রাখতে পারে? হিন্দুরাজাকে আমি এত করে বললেম যে, পদ্মিনী-বেগমকে আমার হস্তে সমর্পণ কল্লেই চিতোর-পুরী নিরাপদ হবে।

১ম ওমরাও। জাঁহাপনা! পদ্মিনীর কথা কি, হুজুরের হুকুম হলে আমি স্বর্গের পরীও ধরে এনে দিতে পারি। চিতোর শহরে একবার প্রবেশ কল্লেই হুজুর দেখবেন, আপনার পদতলে কত শত পদ্মিনী গড়াগড়ি যাবে।

আল্লা। (হাস্য করিয়া) আচ্ছা, সে বিষয়ে তোমাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করা গেল। তুমি সে যুদ্ধের উপযুক্ত যোদ্ধা বটে।

১ম ওমরাও। গোলামের উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ হল। এমন উচ্চপদ আর কারো হবে না। আমাকে হুজুর রাজ্য-ঐশ্বর্য দিলেও আমি এত খুশি হতেম না। হুজুর, সেখানে আমার বীরত্ব দেখবেন। (যোড়হস্তে) হুজুর! বেয়াদবি মাপ করবেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— চিতোর-আক্রমণের আর কত বিলম্ব আছে?

আল্লা। কি হে, তোমার দেখছি আর দেরি সয় না।

১ম ওমরাও। জাঁহাপনা! আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে, শুভ কার্যে বিলম্ব করাটা ভালো নয়।

আল্লা। আচ্ছা, তুমি এই বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধে যেতে কিসে এত সাহসী হচ্ছ বল দেখি?

১ম ওমরাও। হুজুর! বয়স এমন কি হয়েছে— হদ্দ যাট্, আর বিশেষ আপনি আমাকে যে পদ দিয়েছেন তাতে বোধ হচ্ছে যেন আমার নবযৌবন ফিরে এল। আর এমন কার্যে যদি প্রাণ না দেব, তবে আর দেব কিসে?

আল্লা। সে যা হোক্, দেখো উজির! হিন্দুদের যত মন্দির, সব ভূমিসাৎ করে দিতে হবে। তার চিহ্নমাত্রও যেন পরে কেউ দেখতে না পায়।

উজির। হুজুর! কাফেরদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই কর্তব্য বটে।

সকল ওমরাও। অবশ্য— অবশ্য, তার সন্দেহ কি— তার আর সন্দেহ কি।

২য় ওমরাও। আমাদের বাদশাই মহম্মদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি।

৩য় ওমরাও। আমাদের বাদশার মতো ভক্ত মুসলমান কি আর দুটি আছে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। খোদাবন্দ! হিন্দু মন্দির থেকে একজন লোক এসেছে। সে হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে চায়।

আল্লা। আচ্ছা. তাকে এখানে নিয়ে আয়।

রক্ষক। যে আজ্ঞা হুজুব।

[রক্ষকের প্রস্থান

ফতে উল্লার প্রবেশ

আল্লা। কি খবব?

ফতে। (কম্পমান)

আল্লা। আবে— এত কাঁপছে কেন? কথাব উত্তব নাই উজিব। কোনো মন্দ সংবাদ নয় তো?

উজির। জাঁহাপনা! ও মূর্খ চাষা লোক, বাদশাব কাছে কিরূপ কথা কইতে হয় তা জানে না, তাইতে বোধ হয় ভয় পাচ্ছে।

আল্লা। কি খবব এনেছিস বল্, ভয় নেই।

ফতে। চাচাজি তোমায় এ পত্রখানা দেলে। (পত্র প্রদান)

উজির। আরে বেয়াদব! জাঁহাপনা বল্।

আল্লা। উজির! ওকে যা খুশি তাই বলতে দেও, না হলে ভয় পেলে আর কিছুই বলতে পারবে না। (ফতেব প্রতি) পত্র কে পাঠিয়েছে?

ফতে। চাচাজি দেলে।

আল্লা। চাচাজি আবার কে?

ফতে। তোমরা যারে মহম্মদ আলি কও, হাদুবা তেনারে ভরু চাচাজি কন।

আল্লা। উজির! পত্রখানা পাঠ করে দেখো দেখি, কি লিখেছে। (পত্র প্রদান)

গোলামের বহুৎ বহুৎ সেলাম। আমি হিন্দু-রাজাদের মধ্যে একরকম বিবাদের সূত্রপাত করেছি। যখন বিবাদ খুব প্রবল হয়ে উঠবে তখন এ গোলাম জাঁহাপনাকে খবর পাঠিয়ে দেবে। সেই সময় চিতোর আক্রমণ কল্লে নিশ্চয় জয়লাভ হবে। আমার এইমাত্র প্রার্থনা গোলামকে পায়ে রাখবেন।

নিতান্ত অনুগত আশ্রিত ভৃত্য
মহম্মদ আলি

আল্লা। এ সুখবর বটে। উজির! ওকে কিছু বকশিস দিয়ে বিদায় করো।

উজির। যে আজ্ঞা। আয়, আমার সঙ্গে আয়।

ফতে। (স্বগত) বকশিস! দুটো প্যাজির তরকারি প্যাট ভরি খ্যাতি পালিই এহন বত্তাই— নৈবিদ্দির চাল-কলা খাতি খাতি মোর জানটা গেছে।

[উজির ও ফতের প্রস্থান

১ম ওমরাও। (স্বগত) আঃ— উজির বেটা গেল, বাঁচা গেল, ও বেটা থাকলে কাজ-কর্মের কথা ভিন্ন আর কোনো কথাই হবার যো নেই। (প্রকাশ্যে) হুজুর! বেয়াদবি মাপ করবেন, গোলামের একটি আর্জি আছে, যদি হুকুম হয়—

আল্লা। আচ্ছা, কি বলো।

১ম ওমরাও। জাঁহাপনা! উজির সাহেব দেখছি, হুজুরকে একচেটে করবার উদ্যোগ করেছেন। সময় নাই— অসময় নাই— যখন তখন উনি উড়ে এসে জুড়ে বসেন। যখন দরবারের সময় হবে তখনই ওঁর একৃতিয়ার, তখন উনি যা খুশি তাই কত্তে পারেন। কিন্তু এ সময় কোথায় হুজুর একটু আরাম করবেন, আমরা দুটো খোস-গল্প শোনাব, না, এ সময়েও উনি এসে হুজুরকে পেয়ে বসবেন।

আল্লা। (হাস্য করিয়া) হাঁ, আমি জানি, উজির গেলেই তোমাদের হাড়ে বাতাস লাগে।

১ম ওমরাও। (করজোড়ে) আজ্ঞে, আমাদের শুধু নয়— হুজুরেরও।

আল্লা। সে যা হোক্, দেখো উজির! হিন্দুদের যত মন্দির, সব ভূমিসাৎ করে দিতে হবে। তার চিহ্নমাত্রও যেন পরে কেউ দেখতে না পায়।

উজির। হুজুর! কাফেরদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই কর্তব্য বটে।

সকল ওমরাও। অবশ্য— অবশ্য, তার সন্দেহ কি— তার আর সন্দেহ কি।

২য় ওমরাও। আমাদের বাদশাই মহম্মদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি।

৩য় ওমরাও। আমাদের বাদশার মতো ভক্ত মুসলমান কি আর দুটি আছে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। খোদাবন্দ! হিন্দু মন্দির থেকে একজন লোক এসেছে। সে হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে চায়।

আল্লা। আচ্ছা, তাকে এখানে নিয়ে আয়।

রক্ষক। যে আজ্ঞা হুজুর।

[রক্ষকের প্রস্থান

ফতে উল্লার প্রবেশ

আল্লা। কি খবর?

ফতে। (কম্পমান)

আল্লা। আরে— এত কাঁপছে কেন? কথার উত্তর নাই উজির! কোনো মন্দ সংবাদ নয় তো?

উজির। জাঁহাপনা! ও মূর্খ চাষা লোক, বাদশার কাছে কিরূপ কথা কইতে হয় তা জানে না, তাইতে বোধ হয় ভয় পাচ্ছে।

আল্লা। কি খবর এনেছিস বল্, ভয় নেই।

ফতে। চাচাজি তোমায় এ পত্রখানা দেলে। (পত্র প্রদান)

উজির। আরে বেয়াদব! জাঁহাপনা বল্।

আল্লা। উজির! ওকে যা খুশি তাই বলতে দেও, না হলে ভয় পেলে আর কিছুই বলতে পারবে না। (ফতের প্রতি) পত্র কে পাঠিয়েছে?

ফতে। চাচাজি দেলে।

আল্লা। চাচাজি আবার কে?

ফতে। তোমরা যারে মহম্মদ আলি কও, হাঁদুরা তেনারে ভরু চাচাজি কন।

আল্লা। উজির! পত্রখানা পাঠ করে দেখো দেখি, কি লিখেছে। (পত্র প্রদান)

উজির। (পত্রপাঠ)

শাহেন্‌শা বাদশা আল্লাউদ্দিন

প্রবল-প্রতাপেষু—

গোলামের বহুৎ বহুৎ সেলাম। আমি হিন্দু-রাজাদের মধ্যে একরকম বিবাদের সূত্রপাত করেছি। যখন বিবাদ খুব প্রবল হয়ে উঠবে তখন এ গোলাম জাঁহাপনাকে খবর পাঠিয়ে দেবে। সেই সময় চিতোর আক্রমণ কল্লে নিশ্চয় জয়লাভ হবে। আমার এইমাত্র প্রার্থনা গোলামকে পায়ে রাখবেন।

নিতান্ত অনুগত আশ্রিত ভৃত্য

মহম্মদ আলি

আল্লা। এ সুখবর বটে। উজির! ওকে কিছু বকশিস দিয়ে বিদায় করো।

উজির। যে আজ্ঞা। আয়, আমার সঙ্গে আয়।

ফতে। (স্বগত) বকশিস! দুটো প্যাঁজির তরকারি প্যাট্‌ ভরি খ্যাতি পালিই এহন বত্তাই— নৈবিদ্দির চাল-কলা খাতি খাতি মোর জানটা গেছে।

[উজির ও ফতের প্রস্থান

১ম ওমরাও। (স্বগত) আঃ— উজির বেটা গেল, বাঁচা গেল, ও বেটা থাকলে কাজ-কর্মের কথা ভিন্ন আর কোনো কথাই হবার যো নেই। (প্রকাশ্যে) হুজুর! বেয়াদবি মাপ করবেন, গোলামের একটি আর্জি আছে, যদি হুকুম হয়—

আল্লা। আচ্ছা, কি বলো।

১ম ওমরাও। জাঁহাপনা! উজির সাহেব দেখছি, হুজুরকে একচেটে করবার উয্যুগ করেছেন। সময় নাই— অসময় নাই— যখন তখন উনি উড়ে এসে জুড়ে বসেন। যখন দরবারের সময় হবে তখনই ওঁর এক্তিয়ার, তখন উনি যা খুশি তাই কত্তে পারেন। কিন্তু এ সময় কোথায় হুজুর একটু আরাম করবেন, আমরা দুটো খোস-গল্প শোনাব, না, এ সময়েও উনি এসে হুজুরকে পেয়ে বসবেন।

আল্লা। (হাস্য করিয়া) হাঁ, আমি জানি, উজির গেলেই তোমাদের হাড়ে বাতাস লাগে।

১ম ওমরাও। (করজোড়ে) আজ্ঞে, আমাদের শুধু নয়— হুজুরেরও।

আল্লা। তোমার সঙ্গে দেখছি, কথায় আঁটা ভার। আচ্ছা, বলো দেখি, এখন কি করা যায়?

১ম ওমরাও। হুজুর! এমন সুখবর আজ পাওয়া গেল, এখন একটু নাচ-গান হলে হয় না? নর্তকীরাও হাজির আছে, যদি অনুমতি হয়—

আল্লা। আচ্ছা, তাদের ডাকো।

১ম ওমরাও। যে আজ্ঞা হুজুর।

১ম ওমরাওয়ের প্রস্থান ও নর্তকীগণকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ

নৃত্য ও গীত

রাগিণী। ঝিঁঝিট খাম্বাজ তাল। কাশ্মীরি খেমটা

সমরো তেগ অদা কো জরা শুনোতো সহি,
নেহি পয়মাল করো মল্‌কে হাতোমে মেদি,
কিসিকি খুন করেগি হেনা শুনতো সহি।
গজব হ্যায় তোম্ ফুল পঞ্জ দেখ নাম ইয়ারো
অগলি কহুই সরমোইয়া শুনোতো সহি।

আল্লা। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। (গাত্রোত্থান) ওদের বকশিস দিয়ে বিদায় করো।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাণা লক্ষ্মণ সিংহের শিবির সন্নিকটবর্তী উদ্যান

রোশেনারা ও মোনিয়ার প্রবেশ

রোশেনারা। এসো ভাই! আমরা একটু বেড়াই— দেখেছ এই বাগানটি কেমন নির্জন! রাজকুমারী সরোজিনী এখন তাঁর বাপের সঙ্গে দেখা করুন— কুমার বিজয় সিংহের সঙ্গে দেখা করুন— আমাদের সেখানে গিয়ে কি হবে? আমাদের আর জুড়াবার স্থান কোথায় বল? আমরা এসো ততক্ষণ এখানে মন খুলে আমাদের দুঃখের কথা কই। দেখো ভাই। আমার ইচ্ছে হয় এই

ঝাউগাছের তলায় আমি রাতদিনই বসে থাকি— ঝাউগাছে কেমন একটি বেশ সোঁ সোঁ শব্দ হয়, এই শব্দটি আমার বড়ো ভালো লাগে।

মোনিয়া। তোমার ভাই আজকাল এরকম ভাব দেখছি কেন? সারাদিনই নিরালা বসে বসে কাঁদ— কারো সঙ্গে মিশতে ভালোবাস না— এর মানে কি? আমার ভাই সেই অশুভ দিনের কথা বেশ মনে পড়ে, যে দিন হিন্দুরা আমাদের সৈন্যদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তোমাকে জোর করে বন্দী কল্লে— আর সেই বিজয়ী রাজপুত রক্তমাখা হাতে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তখন তো ভাই তোমার এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়ে নি। যে সময় কাঁদবার সময় সে সময় কাঁদলে না, আর এখন কিনা সারাদিনই তোমাকে কাঁদতে দেখি; এখন তো বরং যাতে তুমি সুখে থাক, সকলি সেই চেষ্টাই কচ্ছে। রাজকুমারী সরোজিনী তোমাকে মনের সঙ্গে ভালোবাসেন— তিনি আপনার বোনের মতন তোমাকে দেখেন, তোমার দুঃখে তিনি কত দুঃখ করেন— তোমার থাকবার জন্য আলাদা একটা বাড়ি করে দিয়েছেন— আর দেখো সখি! রাজকুমারী আমাদের ভালোবাসেন বলে, কেউ আমাদের মুসলমান বলে ঘৃণা কত্তেও সাহস পায় না— বরং সকলি আমাদের আদর করে। এখন তো ভাই, তোমার দুঃখের কোনো কারণই দেখতে পাই নে।

রোশেনারা। তুমি বল কি? আমার আবার দুঃখের কারণ নেই? আমার মতো হতভাগিনী আর কে আছে বল দিকি? দেখো, ছেলেবেলা থেকেই আমি অপরিচিত লোকদের হাতে রয়েছি; পিতামাতার স্নেহ যে কিরূপ, তা আমার জীবনের মধ্যে একবারও জানতে পাল্লেম না। আমার পিতামাতা যে কে তাও আমি জানি নে। একজন গণক একবার এইমাত্র গুণে বলেছিল যে, যখনই আমি তাঁদের জানতে পারব তখনই আমার মরণ হবে।

মোনিয়া। সখি! অমন অলক্ষণে কথা মুখে এনো না। গণকের কথায় প্রায়ই দ্বিভাব থাকে। বোধ করি, ওর আর কোনো মানে হবে।

রোশেনারা। না ভাই, এরূপ অবস্থার চেয়ে আমার মরণই ভালো। দেখো সখি! তোমার বাপ আমার জন্ম-বৃত্তান্ত সমস্তই জানতেন— তিনি একবার আমাকে বলেওছিলেন যে, আমার পিতামাতার কথা আমাকে একদিন গোপনে বলবেন— কিন্তু ভাই আমার এমনি পোড়া অদৃষ্ট যে, তার

পরেই তাঁর মৃত্যু হল। কুমার বিজয় সিংহের সহিত যুদ্ধে তিনি বীর-শয্যায় শয়ন করেন— আমরাও সেইদিন বন্দী হলেম।

মোনিয়া। আমাদের ভাই অদৃষ্টে যা ছিল, তাই হয়েছে— তা নিয়ে এখন বৃথা দুঃখ করলে কি হবে? আমি শুনেছি, এখানকার হিন্দু-মন্দিরের একজন পুরুত আছেন— তিনি নাকি যে-কোনো প্রশ্ন হয়, গুণে বলতে পারেন। তা — তাঁর কাছে একদিন লুকিয়ে গেলে তিনি হয়তো তোমার জন্মের কথা সব বলে দিতে পারেন। আর কুমার বিজয় সিংহও আমাকে বলেছিলেন যে, সরোজিনীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেলেই তিনিই আমাদের ছেড়ে দেবেন। তা হলেই ভাই আমরা দেশে চলে যাব।

রোশেনারা। কি বললে ভাই? সরোজিনীর সঙ্গে বিজয় সিংহের বিবাহ? (স্বগত) হা! কি কথা শুনলেম! (প্রকাশ্যে) বিবাহের কি সব ঠিক হয়ে গেছে? এ কথা ভাই, তুমি আমাকে আগে বল নি কেন?

মোনিয়া। আমিও ভাই এ কথা আগে টের পাই নি— সবে এইমাত্র শুনলেম।

রোশেনারা। আমি শুধু এই কথা শুনেছিলেম যে সরোজিনীকে রাজা ডেকে পাঠিয়েছেন— কেন যে ডেকেছেন তা ঠিক টের পাই নি— কিন্তু এ আমার তখন মনে হয়েছিল যে সরোজিনীর অবিশ্যি কোনো একটা সুখবর এসেছে।

মোনিয়া। সরোজিনীর বিবাহ হল কি না হল তাতে ভাই তোমার কি এল গেল? এ কথা শুনে তুমি এত উতলা হলে কেন?

রোশেনারা। হা! আমার সকল বিপদের চেয়ে যদি এই কাল-বিবাহকে আমি অধিক বিপদ মনে করি, তা হলে তুমি কি ভাই আশ্চর্য হও?

মোনিয়া। ও কি কথা ভাই?

রোশেনারা। আমার যে কি দুঃখ তা তুমি তখন বুঝতে পাচ্ছিলে না। এখন তবে শোনো। তা শুনলে তুমি বরং আরো আশ্চর্য হবে যে, কি করে এখনো আমি বেঁচে আছি। আমি যে অনাথা হয়েছি সে আমার দুঃখের কারণ নয়; আমি যে পরাধীন হয়েছি— সেও আমার দুঃখের কারণ নয়—আমি যে বন্দী হয়েছি, তাও আমার দুঃখের কারণ নয়; আমার দুঃখের কারণ আমার নিজেরই হৃদয়। তুমি ভাই, শুনলে অবাক হবে যে, সেই মুসলমানদের কাল-

স্বরূপ কুমার বিজয় সিংহ যিনি আমাদের সকল দুঃখের মূল, যিনি নির্দয় হয়ে আমাকে এখানে বন্দী করে এনেছেন, যিনি বিদেশী, যিনি বিধর্মী, যাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধই নেই, যাঁর নামমাত্র শুনলেও আমাদের মনে ঘৃণা হওয়া উচিত, ভাই, সেই ভয়ানক শত্রুই—

মোনিয়া। ও কি ভাই? বলতে বলতেই যে চুপ কল্লে?

রোশেনারা। ভাই, সেই ভয়ানক শত্রুই— আমার প্রাণের বন্ধু— আমার হৃদয়-সর্বস্ব!

মোনিয়া। বলো কি সখি! এর একটু বাষ্পও তো আমি পূর্বে জানতে পারি নি।

রোশেনারা। আমি মনে করেছিলেম, এই কথাটি আমার অন্তরের মধ্যেই চিরকাল রাখব, কিন্তু সখি, তোমার কাছে আর আমি গোপন কত্তে পাল্লেম না; যা হোক্, আর না— হৃদয়ের কথা হৃদয়েই থাক্।

মোনিয়া। সখি! আমাকেও বলতে তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ? এই কি তোমার ভালোবাসা? সব কথা খুলে না বললে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। এমন শত্রুর উপর তোমার কি করে ভালোবাসা হল, আমার জানতে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে!

রোশেনারা। সে কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর? কুমার বিজয় সিংহ কি আমার দুঃখে কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন? তিনি কি আমার কোনো উপকার করেছিলেন? তবে কেন আমি তাঁকে ভালোবাসলেম? কেন যে আমি তাঁকে ভালোবাসলেম, তা ভাই আমি নিজেই জানি নে। আচ্ছা, যে দিন আমি বন্দী হয়েছিলেম সেই ভয়ানক দিনের কথা কি তোমার মনে পড়ে না?

মোনিয়া। মনে পড়ে না আবার— বেশ মনে পড়ে।

রোশেনারা। মনে আছে— কতক্ষণ ধরে আমাকে সেই কারাগারের মধ্যে থাকতে হয়েছিল? তোমাকে ভাই বলব কি, সেখানে এমনি অন্ধকার যে, মনে হচ্ছিল যেন আমার প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে গেল— তার পর কতক্ষণ বাদে যখন একটু আলো দেখা গেল তখন যেন আমি বাঁচলেম, কিন্তু তার পরেই দেখতে পেলেম দুটো রক্তমাখা হাত আমার সম্মুখে উপস্থিত— দেখেই তো আমি একেবারে চমকে উঠলেম। তার পর

ভাই, সেই হাত ক্রমে সরে সরে এসে আমার শেকল খুলে দিলে। সেই শক্ত, কঠোর হাত স্পর্শমাত্রই আমার সর্বাঙ্গ যেন কাঁটা দিয়ে উঠল— আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলেম। তার পর কে যেন গম্ভীর স্বরে আমাকে এই কথা বললে— "যবন-দুহিতা! ওঠো!" আমি অমনি তাঁর কথায় ভয়ে ভয়ে উঠলেম; কিন্তু তখনো মুখ ফিরিয়ে ছিলেম— তখনো তাঁর দিকে তাকাতে আমার সাহস হয় নি।

মোনিয়া। আমি হলে তো ভাই একেবারে ভয়ে মরে যেতেম— তার পর?

রোশেনারা। তার পর যখন তিনি ভাই আমার সুমুখে এলেন— হঠাৎ তাঁর দিকে আমার চোক পড়ল। কি কুক্ষণেই আমি যে তাঁকে সেই দেখেছিলেম, সেই দেখাই ভাই, আমার কাল হল। কোথায় আমি মনে করেছিলেম, শয়তানের মতো কোনো ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখব, না কোথায় ইসফ্‌ প্যায়্‌গম্বরের মতো তেজস্বী পরমসুন্দর একজন যুবা পুরুষের মুখ দেখলেম। আমি কত ভর্ৎসনা করব মনে করেছিলেম, কিন্তু সে-সব যেন আমার মুখে আটকে গেল। তখন ভাই মনে হল যেন, আমার হৃদয়ই আমার বিপক্ষ হয়েছে। তার পর তিনি এমনি কোমল স্বরে বললেন—"সুন্দরি! আমায় দেখে কি ভয় পেয়েছ? ভয় নাই। আমার সঙ্গে এসো। রাজপুতবীর স্ত্রীলোকের মর্যাদা জানে।" এই কথাগুলিতে ভাই আমার হৃদয়ের তার যেন একেবারে বেজে উঠল। তখন মন্ত্রে মুগ্ধ হলে সাপ যে রকম হয়, আমি ঠিক সেইরকম হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলেম। সেই অবধিই ভাই, আমার শরীর শুধু নয়, আমার হৃদয়ও চিরকালের জন্য তাঁর কাছে বন্দী হয়ে রয়েছে। রাজকুমারী সরোজিনী আমাকে সখীর মতো ভালোবাসেন— বোনের মতো যত্ন করেন সত্যি—কিন্তু জানেন না যে, একটি কালসাপিনীকে তিনি ঘরের মধ্যে পুষছেন। তোমার কাছে ভাই বলতে কি, রাজকুমারী আমাকে হাজার ভালোবাসুন, আমি তাঁর ভালো কিছুতেই দেখতে পারব না— বিশেষ, তিনি যে কুমার বিজয় সিংহের প্রেমে সুখী হবেন, এ তো ভাই আমার প্রাণ থাকতে সহ্য হবে না।

মোনিয়া। সখি! বিজয় সিংহ হল হিন্দু, তুমি হলে মুসলমান, তুমি তাঁর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা কি করে কর বল দিকি? তার চেয়ে বরং তোমার এখানে না আসাই ভালো ছিল। বিজয় সিংহের সঙ্গে রাজকুমারী সরোজিনীকে

দেখলেই তুমি মনের আগুনে পুড়বে বৈ তো নয়? সখি! কেন বল দিকি, এ বৃথা যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যে চিতোর থেকে এলে?

রোশেনারা। আমি মনে করেছিলেম, এখানে আসব না, কিন্তু কে যেন আমার অন্তরের অন্তর থেকে বলতে লাগল যে, "যাও— এই বেলা যাও, সরোজিনীর সুখের দিন উপস্থিত— তুমি গিয়ে তার পথে কণ্টক দাও। তোমার মতো হতভাগিনীর সংসর্গে তার একটা না একটা অমঙ্গল হবেই হবে।" আমি সেইজন্যই ভাই এখানে এসেছি, আমার জন্ম-বৃত্তান্ত জানবার জন্যে আমি তত উৎসুক নই। যদি সরোজিনীর মনস্কামনা পূর্ণ হয় যদি বিজয় সিংহের সঙ্গে তার বিবাহ হয়, তা হলে ভাই নিশ্চয় জানবে, আমার পৃথিবীর দিন শেষ হয়ে এল।

মোনিয়া। ও কি কথা ভাই? তুমি কি করে বিজয় সিংহের সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহ আটক করবে বল দিকি? সে কখনোই সম্ভব নয়। তার চেয়ে ভাই বিজয় সিংহকে একেবারে ভুলে যাওয়াই তোমার পক্ষে ভালো।

রোশেনারা। হা! এ জন্মে কি ভাই তাঁকে আর ভুলতে পারব?

অন্যমনে গীত

রাগিণী। ঝিঁঝিট তাল। কাওয়ালি

তারে ভুলিব কেমনে?
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপনারি জেনে!
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম-তুলি, করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।

মোনিয়া। কে ভাই আসছে।

রোশেনারা। এ কি! রাজা আর সরোজিনী যে এই দিকে আসছেন, আমার গান তো শুনতে পান নি? এসো ভাই, আমরা ঐ গাছের আড়ালে লুকোই।

উভয়ের বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান

লক্ষ্মণ সিংহ ও সরোজিনীর প্রবেশ

লক্ষ্মণ। (স্বগত) ওঃ! আমি আর বাছার মুখের দিকে চাইতে পাচ্ছি নে।

সরোজিনী। পিতঃ! মুসলমানদের সঙ্গে কবে যুদ্ধ হবে?

লক্ষ্মণ। বৎসে, আমি তোমার পিতা নামের যোগ্য নই। আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান পিতা হলে তোমার উপযুক্ত হত।

সরোজিনী। পিতঃ! ও কি কথা? আপনার অপেক্ষা ভাগ্যবান আর কে আছে? আপনার কিসের অভাব? আপনার ন্যায় মান-মর্যাদা আর কোন্ রাজার আছে?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) আহা! এই সরলা বালা কিছুই জানে না— পিতা যে তোর কৃতান্ত, তা তুই এখনো টের পাস নি—

সরোজিনী। আপনি কি ভাবছেন? মধ্যে মধ্যে ওরূপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন কেন? আমি কি কোনো অপরাধ করেছি? আপনার বিনা আদেশে আমার কি এখানে আসা হয়েছে? তবে কেন ওরূপভাবে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন?

লক্ষ্মণ। না বৎসে! তোমার কোনো অপরাধ হয় নি। এখানে যুদ্ধ-সজ্জার জন্য নানা ভাবনা নাকি ভাবতে হচ্ছে, তাতেই বোধ হয় তুমি আমায় অমন দেখছ।

সরোজিনী। এ তো সেরকম ভাবনা বলে বোধ হয় না। আপনাকে দেখলে বোধ হয় যেন অন্তরের মধ্যে আপনার কি একটা ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হয়েছে। পিতঃ, বলুন কি হয়েছে? এরকম ভাব তো আপনার কখনোই দেখি নি।

লক্ষ্মণ। হা বৎসে!

সরোজিনী। আপনি কেন অমন করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন? বলুন, কি হয়েছে।

লক্ষ্মণ। বৎসে! আর কি বলব— মুসলমানেরা—

সরোজিনী। মা চতুর্ভুজা! যাদের জন্যে পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হয়েছে, সেই দুষ্ট মুসলমানদের শীঘ্র নিপাত করো।

লক্ষ্মণ। বৎসে! মুসলমানদের নিপাত সহজে হবার নয়। তার পূর্বে অনেক অশ্রুপাত করতে হবে— হৃদয়ের রক্ত পর্যন্ত শুষ্ক করতে হবে।

সরোজিনী। দেবী চতুর্ভুজা যদি আমাদের উপর প্রসন্ন থাকেন তা হলে আর কিসের ভাবনা?

লক্ষ্মণ। বৎসে! দেবী চতুর্ভুজা এখন আমার প্রতি অত্যন্ত নির্দয় হয়েছেন।

সরোজিনী। সে কি পিতঃ— এইজন্যই কি তবে ভৈরবাচার্য দেবীকে প্রসন্ন করবার আশায় যজ্ঞের আয়োজন কচ্ছেন ?

লক্ষ্মণ। হাঁ বৎসে!

সরোজিনী। যজ্ঞ কি শীঘ্রই হবে ?

লক্ষ্মণ। এই যজ্ঞ যতই বিলম্বে হয় ততই ভালো, কিন্তু ভৈরবাচার্য শুনছি তিলার্ধ বিলম্ব করবেন না।

সরোজিনী। কেন, বিলম্ব করবার প্রয়োজন কি ? যত শীঘ্র অমঙ্গলের শান্তি হয় ততই তো ভালো। এই যজ্ঞ দেখতে আমার বড়ো ইচ্ছে কচ্ছে। পিতঃ, আমরা কি সেখানে থাকতে পাব ?

লক্ষ্মণ। (দীর্ঘনিশ্বাস) হা!

সরোজিনী। পিতঃ, আমরা কি সেখানে থাকতে পাব না ?

লক্ষ্মণ। (উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া) পাবে। আমি এখন চললেম, হা!

[লক্ষ্মণ সিংহের বেগে প্রস্থান

রোশেনারা ও মোনিয়ার অন্তরাল হইতে নির্গমন

সরোজিনী। এ কি ! তোমরা ভাই এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

রোশেনারা। আমরা ভাই এখানেই বেড়াচ্ছিলেম। তার পর রাজা আসছেন দেখেই ঐ গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলেম।

সরোজিনী। দেখো ভাই রোশেনারা, আগে পিতা আমাকে দেখলে কত আদর কত্তেন, আজ তা কিছুই কল্লেন না ; খুশি হওয়া দূরে থাক্, আমাকে দেখে আরো যেন তাঁর মুখ ভার হল, আমার সঙ্গে ভালো করে কথাও কইলেন না, এর ভাব কি বল দিকি ? আমার ভাই, মনে কেমন একটা ভয় হচ্ছে। আমার উপর পিতার এরূপ তাচ্ছিল্য-ভাব আমি তো আর কখনোই দেখি নি। আমার বোধ হচ্ছে, কি যেন একটা বিপদ শীঘ্র ঘটবে। মা চতুর্ভুজা! আমার যাই হোক, আমার পিতার যেন কোনো অমঙ্গল না হয়।

রোশেনারা। কি রাজকুমারি! তোমার বাপ আজ তোমার সঙ্গে একটু কম কথা কয়েছেন বলে তুমি এত অধীর হয়েছ ? আমি যে আজন্মকাল বাপ-মা হারা হয়ে অনাথার মতো বিদেশে বিদেশে বেড়াচ্ছি— আমার তুলনায় তোমার দুঃখ তো কিছুই নয়। বাপ যদি তোমায় অনাদর করে থাকেন তো

তোমার মা আছেন, মায়ের কোলে গিয়ে সান্ত্বনা পেতে পার ; আর মা-বাপ যদি দুজনেই তোমার অনাদর করেন, কুমার বিজয় সিংহ তো আছেন—

সরোজিনী। তিনি ভাই কোথায় ? আমি এসে অবধি তো তাঁকে এখানে একবারও দেখতে পেলেম না। (স্বগত) আমি যে মনে করেছিলেম, তিনি আমাকে দেখবার জন্য না জানি কতই ব্যগ্র হয়েছেন, তার কি অবশেষে এই হল ? যুদ্ধের উৎসাহে তিনিও কি আমাকে ভুলে গেলেন।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজমহিষীর প্রবেশ

রাজমহিষী। এসো বাছা, আমরা এখান থেকে এখনই চলে যাই, এখানে আর এক দণ্ডও থাকা নয়। এখান থেকে এখনই না গেলে আমাদের আর মান-সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। পূর্বে আমি আশ্চর্য হয়েছিলেম যে, মহারাজ আমাদের সঙ্গে দেখা হলে কেন ভালো করে কথাবার্তা কন নি— এখন তার কারণ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি! যেরূপ অশুভ সংবাদ, তাতে কোন্ বাপ-মায়ের হৃদয় না আকুল হয় ? প্রথমে তো, মহারাজ সুরদাসকে যে পত্র পাঠিয়ে আমাদের এখানে আসতে বলেন কিন্তু তার পরেই যখন জানতে পাল্লেম যে বিজয় সিংহের মন ফিরে গেছে তখন তিনি আবার রামদাসের হাত দিয়ে এই পত্রখানি পাঠিয়ে আমাদের আসতে নিষেধ করেন। আমরা সুরদাসের পত্র পেয়েই তখনই এখানে চলে এসেছিলেম। এইজন্যে রামদাসের সঙ্গে আর আমাদের দেখা হয় নি। আমি সেই পত্র এখন পেলেম। তা এখন এসো বাছা, আমরা চিতোর ফিরে যাই। আর এখানে থেকে কাজ নেই, এখনই হয়তো অপমান হতে হবে। বিজয় সিংহের মন ফিরে গেছে, সে আর এখন বাছা তোমাকে বিবাহ কত্তে চায় না।

সরোজিনী। (স্বগত) কি কথা শুনলেম ? তিনি আর আমাকে বিবাহ কত্তে চান না ? মা চতুর্ভুজা! এখনই তুমি আমাকে নেও, এ পাপ-পৃথিবীতে আর আমি এক দণ্ডও থাকতে চাই নে।

রোশেনারা। (স্বগত) যা শুনলেম তা যদি সত্যি হয় তা হলে তো বড়ো ভালোই হয়েছে, আমি যা ইচ্ছে কচ্ছিলেম তা তো আপনা হতেই ঘটল! এখন দেখি আমার কপালে কি আছে।

রাজমহিষী। (স্বগত) আহা! এ কথা শুনে বাছার চোক ছল্‌ছল্ কচ্ছে, মুখখানি যেন একেবারে নীল হয়ে গেছে। (প্রকাশ্যে) এতে বাছা, তোমার

দুঃখ না হয়ে আরো বরং রাগ হওয়া উচিত। আমি এমনি নির্বোধ যে, সেই শঠের কথায় অনায়াসে বিশ্বাস করেছিলেম। আমি কোথায় আশা করেছিলেম, বিজয় সিংহের মহৎ বংশে জন্ম, তার সঙ্গে বিবাহ দিলে আমাদের বংশের মর্যাদা রক্ষা হবে— না শেষে কিনা তার এই ফল হল? সে যে এরূপ নীচ ব্যবহার করবে তা আমি স্বপ্নেও মনে করি নি। বাছা! তুমি যদি আমার মেয়ে হও তা হলে এ অপমান কখনোই সহ্য কোরো না। এসো বাছা, আমরা এখনই চলে যাই, তার মুখও যেন আমাদের আর না দেখতে হয়। আমি যাবার সমস্তই উদ্যোগ করেছি, কেবল একবার মহারাজের সঙ্গে দেখা করবার অপেক্ষা।

রোশেনারা। রাজমহিষী! আমার এখানে দু-এক দিন থাকতে ইচ্ছে কচ্ছে। এ জায়গাটি পূর্বে আমি কথনো দেখি নি নাকি—

রাজমহিষী। থাকো, তুমি থাকো— আমাদের সঙ্গে তোমার আর আসতে হবে না, আমরা চলে গেলেই তো তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়— যাও, বিজয় সিংহ তোমার জন্য অপেক্ষা কচ্ছে। তোমার মনের ভাব আমি বেশ টের পেয়েছি। যাই— আমি এখন মহারাজের সঙ্গে দেখা করিগে। দেখ্ বাছা সরোজিনী! তুইও ততক্ষণ ঠিকঠাক হয়ে থাক।

[রাজমহিষীর প্রস্থান

সরোজিনী। (স্বগত) এ আবার কি? রোশেনারাকে মা ওরকম কথা বললেন কেন? তবে কি ওরই উপর কুমার বিজয় সিংহের মন পড়েছে? (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ ভাই! মা তোমাকে ওরকম কথা বললেন কেন?

রোশেনারা। রাজকুমারি! আমিও তো ভাই এর ভাব কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে।

সরোজিনী। (স্বগত) কি, রোশেনারাও কিছু বুঝতে পারে নি? তবে মা ওরকম করে বললেন কেন? বিজয় সিংহেরই বা মন হঠাৎ এরূপ হল কেন? আমি তো এমন কোনো কাজই করি নি, যাতে তিনি আমার উপর বিমুখ হতে পারেন। এর কারণ এখন কি করে জানা যায়? তাঁর সঙ্গে কি একবার দেখা করব? না— তায় কাজ নেই, কেননা বাস্তবিকই যদি অন্যের উপর তাঁর মন পড়ে থাকে তা হলে কেবল অপমান হতে হবে বৈ তো নয়। তার চেয়ে চিতোরে ফিরে যাওয়াই ভালো। আচ্ছা, রোশেনারা যে বড়ো

এখানে থাকতে চাচ্ছে? (প্রকাশ্যে) ভাই রোশেনারা, তুমি একলা এখানে কি করে থাকবে বল দিকি? তুমিও ভাই আমাদের সঙ্গে চলো— চিতোরে তুমি আমা-ছাড়া এক দণ্ডও থাকতে পাত্তে না— আর এখন কিনা স্বচ্ছন্দে এখানে একলা থাকবে?

রোশেনারা। আমার ভাই এখানে বেশি দেরি হবে না, আমার একটু কাজ আছে, সেইটে সেরেই আমি যাচ্ছি।

সরোজিনী। এখানে আবার তোমার কি কাজ। মা যে বলছিলেন বিজয় সিংহ তোমার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছেন, তবে কি তাই সত্যি?

রোশেনারা। বিজয় সিংহ— বিজয় সিংহ— তিনি আবার অপেক্ষা করবেন? এমন সৌ—(স্বগত) এই! কি বলে ফেললেম? (প্রকাশ্যে) তিনি— তিনি— তিনি ভাই আমার জন্যে কেন অপেক্ষা করবেন?

সরোজিনী। (স্বগত) মা যা সন্দেহ করেছেন তবে তাই ঠিক। (প্রকাশ্যে) রোশেনারা! আমার বেশ মনে হচ্ছে যে, তোমাকে হাজার সাধলেও তুমি এখন এখান থেকে নড়বে না। আশ্চর্য! যা আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি— তাই কিনা আজ দেখতে পাচ্ছি— বুঝেছি, কুমার বিজয় সিংহকে না দেখে তুমি আর কিছুতেই এখান থেকে যেতে পাচ্ছ না রোশেনারা! কেন আর মিছে আমার কাছে লুকোও? মা যা বলছিলেন তাই ঠিক, আমি এখান থেকে গেলেই তোমার মনস্কামনা পুর্ণ হয়।

রোশেনারা। কি? যে আমার দেশের শত্রু— যে আমায় বন্দী করেছে, যে বিধর্মী, যাকে দেখলে আমার মনে ঘৃণা হয় তাকে কিনা আমি—

সরোজিনী। হ্যাঁ ভাই, তোমার ভাব দেখে আমার বেশ মনে হয় তাকেই তুমি ভালোবাস। যে শত্রুর কথা বলছ, সেই শত্রুকে ঘৃণা করা দূরে থাক, তাকেই তুমি নিশ্চয় হৃদয়-মন্দিরে পূজা কর। আমি কোথা আরো মনে করেছিলেম যে, যাতে তুমি দেশে ফিরে যেতে পার, তার জন্যে খুব চেষ্টা করব—কিন্তু আমি তো ভাই তখন জানতেম না যে, এই দাসত্ব-শৃঙ্খলই তোমার এত প্রিয়। যা হোক, তোমায় আমি দোষ দিই নে, আমারই কপাল মন্দ। তুমি ভাই সুখে থাক, তোমার মনস্কামনা পুর্ণ হোক, কিন্তু তুমি তাঁকে ভালোবাস, এ কথা আমাকে আগে বল নি কেন?

রোশেনারা। রাজকুমারি! তোমাকে ভাই আবার আমি কি বলব?

এ কি কখনো সম্ভব বলে বোধ হয় যে, প্রবল-প্রতাপ মহারাজ লক্ষ্মণ সিংহের গুণবতী রূপসী কন্যাকে ছেড়ে একজন কিনা অপরিচিত ঘৃণিত যবনীকে তিনি ভালোবাসবেন ?

সরোজিনী। রোশেনারা! কেন আর আমাকে যন্ত্রণা দেও ? তোমার তো মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে তা হলেই হল, এখন আমাকে আর উপহাস করে তোমার লাভ কি ? (স্বগত) পিতা যে কেন তখন বিষণ্ণ হয়েছিলেন এখন তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি।

বিজয় সিংহের প্রবেশ

বিজয়। এ কি রাজকুমারি! তুমি এখানে কখন এলে ? তুমি যে এখানে এসেছ, সমস্ত সৈন্যদের কথাতে আমার বিশ্বাস হয় নি। তুমি এখানে এখন কি জন্য এসেচ ? তবে যে মহারাজ আমাকে বলছিলেন, তোমার এখানে আসবার কোনো কথা নাই ? এ কথা তিনি কেন বললেন ?

সরোজিনী। রাজকুমার! আমি এখানে না থাকলেই তো আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়— তা ভয় নেই, আমি আর এখানে অধিকক্ষণ থাকছি নে। আপনি এখন সুখে থাকুন।

[সরোজিনীর প্রস্থান

বিজয়। (স্বগত) রাজকুমারীর আজ এরূপ ভাব কেন ? কেন তিনি আমাকে এরূপ কথা বললেন ? কেনই বা তিনি আমার কাছ থেকে চলে গেলেন ? (প্রকাশ্যে রোশেনারার প্রতি) ভদ্রে! বিজয় সিংহ তোমার নিকটে এলে তুমি কি বিরক্ত হবে ? যদি শত্রুর সঙ্গে কথা কইতে তোমার কোনো আপত্তি না থাকে তা হলে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কত্তে চাই।

রোশেনারা। বন্দীর আবার কিসের আপত্তি ? আপনার হাতেই তো আমার জীবন মৃত্যু সকলই নির্ভর কচ্ছে। রাজকুমার! যথার্থই কি আপনি আমার শত্রু ?

বিজয়। তোমার শত্রু না হতে পারি কিন্তু আমি যে তোমার দেশের শত্রু তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রোশেনারা। আপনি আমার দেশের শত্রু সত্যি কিন্তু আমি আপনাকে আমার শত্রু বলে মনে করি নে।

বিজয়। যে তোমার দেশের শত্রু তাকে কি তুমি শত্রু বলে জ্ঞান কর না ? তোমার দেশের প্রতি কি তবে অনুরাগ নাই ?

রোশেনারা। রাজকুমার! এমন-কি কেউ থাকতে পারে না যাকে দেশের চেয়েও অধিক—

বিজয়। সে কি? তবে কি তোমার পিতামাতা এখনো বর্তমান আছেন?

রোশেনারা। না রাজকুমার! আমার বাপ-মা নাই, আমি চির অনাথা। (স্বগত) এইবার যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে সে ব্যক্তি কে— তা হলে বলে ফেলব— আর গুম্‌রে গুম্‌রে থাকতে পারি নে। আমার বেশ বোধ হচ্ছে এইবার উনি ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করবেন।

বিজয়। সে যা হোক্‌, ভদ্রে! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেম, রাজমহিষী ও রাজকুমারী সরোজিনী এখানে কেন এসেছেন তা কি তুমি জান?

রোশেনারা। (স্বগত) হা অদৃষ্ট! ও কথা দেখছি আর জিজ্ঞাসা কল্লেন না। (প্রকাশ্যে) রাজকুমার! আপনি কি তা জানেন না।

বিজয়। সে কি! আমি যে একমাস কাল এখানে ছিলেম না, আমি তো সবে এইমাত্র এখানে পৌচেছি।

রোশেনারা। আপনার সঙ্গে বিবাহ হবে বলেই মহারাজ রাজকুমারীকে এখানে আনিয়েছেন। আপনিও তো তাঁর জন্যে—

বিজয়। (স্বগত) আমিও তো এই জনরব পুর্বে শুনেছিলেম। কিন্তু রাজাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তো তখন একেবারেই অমূলক বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি কি তবে আমাকে প্রতারণা কল্লেন? তা করবারই বা উদ্দেশ্য কি? কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি নে। (প্রকাশ্যে) সে যা হোক, রাজকুমারী এখন কোথায় চলে গেলেন বলতে পার?

রোশেনারা। রাজকুমার? তিনি বোধ হয় চিতোরে গেলেন।

বিজয়। (স্বগত) আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমি এখনই গিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে চিতোরে সাক্ষাৎ করি। সকলই আমার কাছে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হচ্ছে, আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে; মহারাজ আমাকে মুখে বললেন একরকম, কাজে আবার দেখছি ঠিক তার বিপরীত। সকলেই যেন কি একটা আমার কাছে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা কচ্ছে। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! রাজকুমারী আমাকে ওরূপ কথা বলে কেন চলে গেলেন বলতে পার?

রোশেনারা।. রাজকুমার! আমি যতদূর দেখছি তাতে এই পর্যন্ত বলতে পারি, আপনার উপর রাজকুমারীর মনের ভাব আর সেরকম নেই।

বিজয়। (স্বগত) হঠাৎ কেন এরূপ হল? না জানি আমার কি ত্রুটি হয়েছে। আজ আমার সকলকেই শত্রু বলে বোধ হচ্ছে— কিছু পুর্বে রণধীর সিংহ ও আর-আর প্রধান প্রধান সেনাপতিও আমার এই বিবাহের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; সকলেই যেন আমার বিরুদ্ধে কি একটা মন্ত্রণা কচ্ছে; যাহা হোক, আমাকে এখন এর তথ্য জানতে হল।

[বিজয় সিংহের প্রস্থান

রোশেনারা। (স্বগত) কৈ? বিজয় সিংহের মন তো কিছুই ফেরে নি— সরোজিনীর উপর তাঁর ভালোবাসা যেমন তেমনিই আছে, রাজমহিষী তবে কেন ও কথা বললেন? হা! আমি যা আশা করেছিলেম তা কিছুই সফল হল না। যা হোক সরোজিনী! তোর সুখ আমার কখনোই সহ্য হবে না— আর, যে-সকল লক্ষণ দেখছি, তাতে বোধ হচ্ছে (চিন্তা)— (পরে প্রকাশ্যে) দেখ্ ভাই মোনিয়া, আমার বেশ বোধ হচ্ছে, শীঘ্রই যেন কি একটা হুলস্থুল কাণ্ড বেধে উঠবে— আমি অন্ধ নই, চারি দিকের ভাবগতিক দেখে আমার মনে হচ্ছে, সরোজিনীর বিপদ আসন্ন, তার সুখের পথে কি একটা কণ্টক পড়েছে— আবার, মহারাজ লক্ষ্মণ সিংহকেও সারাদিন বিষণ্ণ দেখতে পাই; এই-সব দেখে-শুনে ভাই আমার একটু আশা হচ্ছে— আমার বোধ হয়, বিধাতা এখন সরোজিনীর উপর তত প্রসন্ন নেই।

মোনিয়া। তা ভাই কি করে টের পেলে? বিজয় সিংহের সঙ্গে কথা কয়ে দেখলে তো, সরোজিনীর জন্যেই তিনি ব্যাকুল, তোমার উপরে তো তাঁর আদপে মন নেই।

রোশেনারা। তা ভাই যাই হোক, বিজয় সিংহ আমাকে ভালোবাসুন আর নাই বাসুন, আমি তাঁকে— কখনোই— হা!—(অন্যমনে গান)

রাগিণী। সিন্ধুভৈরবী তাল। আড়াঠেকা

সখি! সে কি তা জানে।
আমি যে কাতরা তারি বিরহ-বাণে॥
নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি,
পাসরিতে নারি সেই জনে;
দেহে মম আছে প্রাণ, সতত তাহারই ধ্যানে।

মোনিয়া। এ ভাই তোমার আশ্চর্য কথা— তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না, আর তুমি কিনা তাঁর জন্যে পাগল হয়েছ?

রোশেনারা। তুমি আশ্চর্য হচ্ছ— লোকে শুনলেও আমাকে পাগল বলবে, কিন্তু ভাই, তোমাকে আমি সত্যি কথা বলছি, আমাকে যখন তিনি বন্দী করেন, সেই সময়ে আমি যে তাঁকে কি চোখে দেখেছিলেম তা বলতে পারি নে; তাঁর মূর্তি আমার হৃদয়ে যেন আঁকা রয়েছে তা কখনোই যাবার নয়। তিনি যদি এখন আমাকে পায়েও ঠেলেন তবু আমি তাঁর চরণতলে পড়ে থাকব— কিন্তু তাই বলে, আর কেউ যে তাঁর প্রেমে সুখী হবে তা আমার প্রাণ থাকতে সহ্য হবে না। আমার বলবার অধিকার থাক বা না থাক, আমি ভাই, সরোজিনীকে আমার সপত্নী বলে মনে করি। সখি! আমার সপত্নীর ভালো আমি প্রাণ থাকতে কখনোই দেখতে পারব না।

মোনিয়া। না ভাই, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারি নে— যাক, ও সব কথা এখন থাক, কে আবার শুনতে পাবে— চলো ভাই, এখান থেকে এখন যাওয়া যাক।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

তৃ তী য় অ ঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

চিতোরের রাজপথ

ফতে উল্লার প্রবেশ

ফতে। (পথ চলিতে চলিতে স্বগত) এই শহর ছাড়ায়ে আরো এক কোশ রাস্তা চল্লি পর, তবে চাচাজির আস্তানা নজরে আসবে। অ্যাহন মুই আরো বিশ কোশের পাল্লা মাত্তি পারি অ্যামন তাকৎ কি মোর হয়েছে। চাল-কলা খাওয়ায়ে খাওয়ায়ে চাচাজি মোর দফা রফা করি ফ্যালেছিল, ভাগ্যি দিল্লি

গ্যাছেলাম, তাই খায়ে বত্তালাম। বাবা! প্যাজ-রসুনির এমনই গুণ, মোর বুকির ছাতি হিম্মতে যেন দশ হাত ফুলি উঠেছে! অ্যাহন আর মুই কোনো বেটা হ্যাঁদুর তক্কা রাহি নে। মোরা বাদশার জাত, পরোয়া কি? সব নসিবির কাম। মুই বাদশা হলি তো আগে এই হ্যাঁদু বেটাদের কুটি কুটি করে জবাই করি; আর গদিতে ঠ্যাস্ মারি, খুব লম্বা চোড়া হুকুম করি, বাগুনির কাবাব আর চিংড়ির ছালোন বেনিয়ে খুব প্যাট ভরি খাই। আ! তা হলি কি মজাই হয়। (হাস্য) আর তা হলি চাচাজিরে মোর উজির করি। অ্যাহন চাচাজি যহন-তহন বড়ো মোরে মাত্তি আসেন, তহন তেনার আর সে জোর থাকবে না— তহন তেনার হাত যোড় করি মোর কাছে হরঘড়ি দেঁড়িয়ে থাকতি হবে। হি হি হি হি হি— (সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ) মোর চ্যাহারাডাও অ্যাহন বাদশার লায়েক হয়েছে— অ্যাহন গা হতি যেন চ্যাক্‌নাই ফাটি পড়ছে— হ্যাঁদুর চৈতনডা কাটি ফ্যালাইছি, অ্যাহন আবার মুসলমানির নুর বেরুতি শুরু করছে— আর মুই চাচাজির বাৎ শোনবো না— জান কবুল, তবু তেনার বাৎ শোনবো না। ত্যানিই তো মোরে হ্যাঁদু বানাবার জো করেছ্যালেন। ত্যাঁনিই তো মোরে ভোগা দে এই রোজপুতির ত্থাশে আনি ফ্যালেছেন। তেনার একবার স্যালাম ঠুকেই মুই দিল্লি পিট্টান দ্যাবো; চাচাজির নসিবি অ্যাহন যা থাকে তাই হবে। দিল্লি কি মজার শহর! সেহান হতি আর অ্যাহন মোর বাঙ্গালা মুল্লুকেও যাতি দেল চায় না।

তিনজন রাজপুত রক্ষকের প্রবেশ

১ম রক্ষক। কে ও যাচ্ছে? একজন বিদেশী না?

২য় রক্ষক। আমাদের এখন খুব সাবধান হওয়া উচিত। এ ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো গুপ্তচর হতে পারে।

ফতে। (স্বগত) অ্যাহন তো মুই হ্যাঁদু বেটাদের ছাতির ওপর দে চলেছি, অ্যাহন দেহি, কোন্ বেটা হ্যাঁদু মোর সামনে আগুতি পারে, তা হলে এক থাপ্পড়েই চাবালিডা ওড়ায়ে দিই। মোরা হচ্ছি বাদশার জাত, মোরা কি হ্যাঁদুদের ডর রাখি? অ্যাহন তো কোনো বেটারেই দেখতি পাচ্ছি না। (সগর্বে বুক ফুলাইয়া গমন)

৩য় রক্ষক। মুসলমান বলে তো আমার বোধ হচ্ছে। বেটা বুক ফুলিয়ে চলেছে দেখো-না— রোসো, জিজ্ঞাসা করা যাক (নিকটে যাইয়া) কে তুই?

ফতে। (স্বগত) কেডা ও? তিনজন হেতিয়ার বাঁধা সিপাই— বাপ-রে— এইবার গেলাম আল্লা— (কম্পমান)

১ম রক্ষক। কথা কোস্ নে যে— বল কে, না হলে এখনি দেখতে পাবি।

ফতে। মুই— মুই— মুই কেউ নই বাবা—

২য় রক্ষক। কেউ নই তার মানে কি? বেটাকে ঘা কতক দাও তো হে।

ফতে। বলছি বাবা, বলছি বাবা— মেরো না বাবা— মুই মোসাফের লোক—

৩য় রক্ষক। দেখছ, এত ঢাকবার চেষ্টা করছে তবু মুসলমানি কথা ওর মুখ দিয়ে আপনি যেন বেরিয়ে পড়ছে— ও বেটা নিশ্চয়ই মুসলমানদের কোনো চর হবে।

ফতে। আল্লার কিরে— মুই মুসলমান নই বাবা— মুই হ্যাদু— মুই হ্যাদু —তোমাদের জাত-ভাই—

১ম রক্ষক। বেটা বলছে আল্লার কিরে, আবার বলে মুসলমান নই! (উচ্চহাস্য) বেটা এখনো ঢাকতে চেষ্টা কচ্ছিস? আচ্ছা, তুই কি জাত বল দিকি?

ফতে। মুই বেরাহ্মণ ঠাকুর, মুই— মুই—ম—ম—ম— মস্‌জিদে— মর— মন্দিরে ঘণ্টা নাড়্যে থাকি।

১ম রক্ষক। মসজিদেই বটে, আচ্ছা বল দিকি বাপের ভাইকে আমাদের ভাষায় কি বলে?

ফতে। (অম্লানবদনে) চাচা।

১ম রক্ষক। হাঁ ঠিক হয়েছে। (সকলের হাস্য) আচ্ছা বল্ দিকি বাপের বোনের স্বামীকে কি বলে?

ফতে। কেন— ফুপু।

১ম রক্ষক। হাঁ এও ঠিক হয়েছে! (সকলের হাস্য) আচ্ছা বল দিকি আমি হারাম খাই।

ফতে। ও কথা কেন্— ও কথা কেন্?

১ম রক্ষক। বল্, না হলে এখনই—

ফতে। বলছি— বলছি— মুই হারাম—

১ম রক্ষক। ফের ন্যাকামি কচ্ছিস্? বল্, না হলে এখনি মার খেয়ে মরবি।

ফতে। বলছি— বলছি— মুই হাৱাম— খা—খা—খাই—তোবা তোবা—

১ম রক্ষক। হা শালার মুসলমান! তবে নাকি তুই হিন্দু— চল্ ভাই, শালাকে নগরপালের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া যাক।

[ফতেকে ধৃত করিয়া প্রহার করিতে করিতে লইয়া যাওয়া

ফতে। মুই হ্যাঁদু— মুই হ্যাঁদু— আ! মারিস্ নে বাবা— মলাম বাবা! ও চাচাজি! মলাম চাচাজি!

২য় রক্ষক। চল্, শালা— দেখি তোর চাচা কেমন রক্ষ্যে করে।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

লক্ষ্মণ সিংহের শিবির

রাণা লক্ষ্মণ সিংহ ও রাজমহিষীর প্রবেশ

রাজমহিষী। মহারাজ! আমরা বিজয় সিংহের উপর রাগ করে এখান থেকে চলে যাচ্ছিলেম, খানিক দূরে আমরা গিয়েছি, এমন সময়ে বিজয় সিংহের সঙ্গে পথে দেখা হল, তিনি আমাদের ফিরে আসতে বিস্তর অনুরোধ করলেন। তিনি শপথ করে বললেন যে, তিনি বিবাহের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁর মনের একটুও পরিবর্ত হয় নি। কে এই মিথ্যা জনরব রটিয়েছে তাই জানবার জন্যে মহারাজকে তিনি খুঁজছেন, তিনি আরো এই কথা বললেন যে, এইরূপ মিথ্যে জনরব যে রটিয়েছে তাকে তিনি সমুচিত শাস্তি দেবেন।

লক্ষ্মণ। দেবি! এতক্ষণে তবে আমার ভ্রম দূর হল, সকল সন্দেহ মন হতে অপসৃত হল। এখন তবে আবার বিবাহের উদ্যোগ করা যাক। পুরোহিতের কার্য ভৈরবাচার্য মহাশয়ের দ্বারাই সম্পন্ন হবে, তুমি সরোজিনীকে এই বেলা মন্দিরে পাঠিয়ে দাও-গে; আমি তার প্রতীক্ষায় রইলেম। দেখো, আর-একটা কথা বলে যাই— দেখছ তো কিরূপ স্থানে তুমি এসেছ; এখানে চতুর্দিকেই কেবল যুদ্ধ-সজ্জা হচ্ছে, সুতরাং এখানে বিবাহ হলে বিবাহ-স্থলে কেবল বীরগণেরই সমারোহ হবে; সৈন্যদের কোলাহল, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তিদের বৃংহিত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা বৈ আর কিছুই শুনতে পাবে না, আর চতুর্দিকে

রক্তমের অরণ্য ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হবে না। মহিষি! এ বিবাহে স্ত্রী-নেত্র-রঞ্জন কোনো দৃশ্যই থাকবার কথা নেই! আমি বেশ বলতে পারি, এরূপ বিবাহস্থলে তোমার থাকতে কখনোই ভালো লাগবে না— আর তোমার সেখানে থেকেই বা আবশ্যক কি? বিশেষত সে একটি সামান্য মন্দির, সেখানে উপযুক্ত স্থান নাই, আর তুমি সামান্যভাবে সেখানে থাকলে সৈন্যগণই বা কি মনে করবে? তোমার সখীগণ সরোজিনীকে মন্দিরে লয়ে যাক, আর তুমি এই শিবিরেই থাকো। তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নাই।

রাজমহিষী। কি বললেন মহারাজ? আমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই? আমার মেয়েকে আমি বিবাহ দেবার জন্যে এখানে আনলেম, আর কিনা তার বিবাহ দেখতে পাব না?

লক্ষ্মণ। মহিষি! তোমার যেন স্মরণ থাকে যে তুমি এখন চিতোরের রাজপ্রাসাদের মধ্যে নেই, তুমি এখন সৈন্য-শিবিরের মধ্যে রয়েছ।

রাজমহিষী। মহারাজ! আমি জানি, এখন আমি সৈন্য-শিবিরের মধ্যেই রয়েছি; আর এ-ও আমার ইচ্ছা নয় যে, আমি আপনার মহিষী বলে আমার জন্যে আপনি কোনো শিবির-নিয়মের অন্যথা করেন। এখানে একজন সামান্য সৈনিকের যে অধিকার তার চেয়ে কিছুমাত্র অধিক আপনার কাছে আমি প্রার্থনা করি নে। কিন্তু যখন প্রধান প্রধান সেনাপতি হতে একজন সামান্য পদাতিক পর্যন্ত সকলেই বিবাহ-স্থলে উপস্থিত থাকতে পারে, সকলেই এই উৎসবে মত্ত হবে, তখন কিনা যার কন্যার বিবাহ, সে সেখানে থাকতে পাবে না? আর মহারাজ যে বলছিলেন, সে সামান্য মন্দির, সেখানে বসবার উপযুক্ত স্থান নেই— কিন্তু যেখানে সূর্য-বংশাবতংস মেওবারের অধীশ্বর থাকতে পারেন, সেখানে কি তাঁর মহিষী থাকতে পারে না?

লক্ষ্মণ। দেবি! তোমায় আমি মিনতি কচ্ছি, তুমি আমার এই অনুরোধটি রক্ষা করো। আমি যে তোমাকে এইরূপ অনুরোধ কচ্ছি, তার অবশ্য কোনো বিশেষ কারণ আছে।

রাজমহিষী। নাথ! যা আমার চিরকালের সাধ, তাতে আমাকে নিরাশ করবেন না। আমি সেখানে থাকলে আপনাকে কিছুমাত্র লজ্জিত হতে হবে না। আমার কন্যার বিবাহ আমি স্বচক্ষে দেখতে পাব না, এরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা করবেন না।

লক্ষ্মণ। আমি পূর্বে মনে করেছিলেম, আমি বলবামাত্রই তুমি সম্মত হবে! কিন্তু যখন যুক্তিতেও তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পাল্লেম না— আমার অনুরোধ-মিনতিও তোমার কাছে ব্যর্থ হল, তখন তোমাকে এখন আদেশ কত্তে বাধ্য হলেম— তুমি সেখানে কখনোই উপস্থিত থাকতে পাবে না। মহিষি! তোমাকে পুনর্বার বলছি, এই আমার ইচ্ছা— এই আমার আদেশ— এই আদেশানুযায়ী এখন কার্য করো।

[লক্ষ্মণ সিংহের প্রস্থান

রাজমহিষী। (স্বগত) কেন মহারাজ এরূপ নিষ্ঠুর হয়ে আমাকে বিবাহস্থলে থাকতে নিষেধ কল্লেন? বাস্তবিকই কি আমি সেখানে থাকলে আপনার মানের লাঘব হবে? যাই হোক, তিনি যখন আদেশ কল্লেন তখন কাজেই তা আমাকে পালন কত্তে হবে। এখন এইমাত্র আক্ষেপ, আমার যা মনের সাধ ছিল তা পূর্ণ হল না। যাই হোক, আমার সরোজিনী তো সুখী হবে— তা হলেই হল। আমার এখন অন্য-কিছু ভাববার দরকার নাই, তার সুখেই আমার সুখ। এই যে, বিয়জ সিংহ এই দিকে আসছেন।

বিজয় সিংহের প্রবেশ

বিজয়। দেবি, মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তিনি এই বললেন যে, তিনি জনরবের কথায় প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন, এখন তাঁর মন হতে সকল সংশয় দূর হয়েছে। তিনি অধিক কথা না কয়েই আমায় গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন, আর বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ কত্তে তখনই আদেশ কল্লেন। রাজমহিষি! আর-একটি সুসংবাদ কি শুনেছেন? দেবী চতুর্ভুজাকে প্রসন্ন করবার জন্য একটি মহা যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে, শত সহস্র ছাগ আজ নাকি তাঁর নিকট বলিদান হবে। যজ্ঞানুষ্ঠানের পরেই আমাদের বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হবে, তার পরেই আমরা সকলে যুদ্ধ-যাত্রা করব।

রাজমহিষী। যুদ্ধে যেন জয়ী হও। এই আমার আশীর্বাদ। বাছা! তোমাকে আমি পর বলে ভাবি নে, তোমাকে ছেলেবেলা থেকেই আমি দেখছি, তুমি তখন সর্বদাই আমাদের প্রাসাদে আসতে— মহারাজ তোমাকে আমার নিকট অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিতেন— সরোজিনীর সঙ্গে তুমি কত খেলা কত্তে, কত কি গল্প কত্তে— মনে পড়ে বাছা? তখনই আমি মনে মনে কত্তেম যে, আহা, যদি এই দুটি ছেলেমেয়ের বিবাহ হয় তা হলে বেশ হয়; তা বাছা, বিধাতা

এখন আমার সেই সাধ এতদিনের পর পুর্ণ কল্লেন। বাছা, তুমি এখানে একটু থাকো, আমি সরোজিনীকে ডেকে নিয়ে আসি।

বিজয়। যে আজ্ঞে।

রাজমহিষী। (স্বগত) দুইজনকে একত্র দেখতে আমার বড়ো ইচ্ছা হচ্ছে। আমি তো বিবাহে উপস্থিত থাকতে পাব না, এই বেলা আমার মনের সাধ মিটিয়ে নিই। [রাজমহিষীর প্রস্থান

সরোজিনীর ও রোশেনারার প্রবেশ

বিজয় সিংহ। (স্বগত) এই যে রাজকুমারী আপনা-হতেই এসেছেন— (প্রকাশ্যে) রাজকুমারি! এখন তো সকল সন্দেহ দূর হয়েছে? আমার নামে কেন যে এরূপ জনরব উঠেছিল তা বলতে পারি নে। আশ্চর্য! মহারাজ, রাজমহিষী, সকলেই এই জনরবে বিশ্বাস করেছিলেন।

সরোজিনী। (স্বগত) আহা! রোশেনারার জন্য আমার বড়ো দুঃখ হয়; ওর ভাব দেখে বোধ হয় যেন ওর দাসত্ব অসহ্য হয়ে উঠেছে।

বিজয় সিংহ। রাজকুমারি! চুপ করে রইলে যে—এখনো কি সন্দেহ যায় নি?

সরোজিনী। না রাজকুমার! আর আমার কোনো সন্দেহ নেই, এখন কেবল আমার একটি প্রার্থনা—

বিজয়। প্রার্থনা? কি প্রার্থনা বলো। বিজয় সিংহের নিকট এমন কি বস্তু থাকতে পারে যা রাজকুমারী সরোজিনীকে অদেয়?

সরোজিনী। রাজকুমার! আমার প্রার্থনাটি অতি সামান্য— এই যুবতী যবন-কন্যাকে আপনিই বন্দী করে আনেন— অনেকদিন পর্যন্ত উনি আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখতে পান নি— ওঁর ভাব দেখে বোধ হয়, সেইজন্যই উনি অত্যন্ত মন-কষ্টে আছেন। আর আমিও একটু পূর্বে কোনো বিষয়ে মিথ্যা সন্দেহ করে ওঁকে যারপরনাই তিরস্কার করেছি— তাতেও উনি মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন। তা আর যেন উনি দুঃখ না পান, এই আমার প্রার্থনা। রাজকুমার, ইনি আপনারই বন্দী, আপনার অনুমতি হলেই এখন দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্ত হতে পারেন।

রোশেনারা। (স্বগত) এ শৃঙ্খল মোচন কল্লে কি হবে? যে শৃঙ্খলে আমার হৃদয় বাঁধা— সরোজিনী, তোর সাধ্য নেই যে তা হতে তুই আমায় মুক্ত করিস!

বিজয়। (রোশেনারার প্রতি) ভদ্রে! তুমি কি এখানে কষ্ট পাচ্ছ?

রোশেনারা। রাজকুমার! আমার শারীরিক কোনো কষ্ট নেই— আমার কষ্ট মনের ; আপনি আমাকে বন্দী করেছেন ; আপনিই আমার সকল দুঃখের মূল। (গদগদস্বরে) রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেলে আর যেন আপনাকে আমায় না দেখতে হয় ; আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

বিজয়। ভদ্রে! নিশ্চিন্ত হও, শত্রুর মুখ তোমাকে আর বেশি দিন দেখতে হবে না। তোমার দুঃখের দিন শীঘ্রই অবসান হবে— তুমি আমাদের সঙ্গে চলো— যখন আমাদের বিবাহ হবে, সেই শুভক্ষণেই আমি তোমার দাসত্ব মোচন করে দেব! (সরোজিনীর প্রতি) রাজকুমারি, এ অতি সামান্য কথা— এর জন্য তুমি এত ভাবিত হয়েছিলে?

রোশেনারা। (স্বগত) হা! আমার দুঃখ কেউই বুঝলে না। বুঝবেই বা কি করে? যার সঙ্গে আমার শত্রু সম্বন্ধ, তার জন্য আমার মন কেন যে এরূপ হল তা আমি নিজেই বুঝি নে তো অন্যে কি বুঝবে? সরোজিনী! আমি এখান থেকে গেলেই বুঝি তুই বাঁচিস? না হলে আমার দাসত্ব মোচন করবার জন্যে তোর এত মাথা-ব্যথা কেন? আর, আমি দাসত্ব-দুঃখ ভোগ কচ্ছি, এই মনে করে যদি বাস্তবিকই আমার জন্যে বিজয় সিংহের দুঃখ হত তা হলেও আমি খুশি হতেম— কিন্তু তা তো নয়— সরোজিনীর মন রাখবার জন্যই উনি আমার দাসত্ব মোচন কত্তে চাচ্ছেন। হা! আমার আশা-ভরসা আর-কিছুই নেই।

রাজমহিষীর প্রবেশ

রাজমহিষী। (সরোজিনীর প্রতি) এই যে, এইখানেই এসেছ দেখছি— আমি এতক্ষণ বাছা, তোমাকে খুঁজছিলেম।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া রামদাসের প্রবেশ

রাম। মহারানী! মহারাজ যজ্ঞবেদির সম্মুখে রাজকুমারীকে প্রতীক্ষা কচ্ছেন আর, তাঁকে সেখানে শীঘ্র নিয়ে যাবার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন— (অধোমুখে) কিন্তু— কিন্তু যেন—

রাজমহিষী। কিন্তু আবার কি রামদাস? এখনি তুমি বাছাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও-না।

রাম। না, তা নয়, বলি রাজমহিষি! সেখানে যদি রাজকুমারীকে এখন না পাঠান, হয়তো ভালো হয়।

রাজমহিষী। সে কি রামদাস? মহারাজ ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন, একটু পরেই বিবাহ হবে— আর আমি ওকে এখন পাঠাব না, এ তোমার কিরকম কথা?

রাম। রাজমহিষি! আমি আপনাকে বলছি, রাজকুমারীকে সেখানে কখনোই যেতে দেবেন না। (বিজয় সিংহের প্রতি) আপনিও দেখবেন, যেন রাজকুমারীকে সেখানে পাঠানো না হয়। আপনি বৈ আর কেউ নেই যে, ওঁকে রক্ষা করে।

বিজয়। কি! রক্ষা? রক্ষা আবার কি? কার অত্যাচার হতে রক্ষা কত্তে হবে?

রাজমহিষী। এ কি কথা রামদাস? তোর কথা শুনে আমার গা কাঁপছে। বল্, রামদাস! স্পষ্ট করে বল্।

রামদাস। রাজকুমার! যাঁর অত্যাচার হতে রক্ষা করতে হবে তাঁর নাম কত্তেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে— আমি যতক্ষণ পেরেছি, তাঁর গোপনীয় কথা প্রকাশ করি নি— কিন্তু এখন অসি, রজ্জু, অগ্নিকুণ্ড, হাড়কাঠ, সকলই প্রস্তুত দেখে, আর আমি প্রকাশ না করে থাকতে পাচ্ছি নে।

বিজয়। যেই হোক না, শীঘ্র তার নাম করো, রামদাস, তাতে কিছুমাত্র ভয় কোরো না। আজ যজ্ঞে শত সহস্র ছাগ বলিদান হবে বলেই তো হাড়কাঠ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়েছে, তাতে তোমার ভয়ের কারণ কি?

রাম। কি বললেন? শত সহস্র ছাগ বলিদান? সে যাই হোক, রাজকুমার, আপনি রাজকুমারীর ভাবী পতি; আর রাজমহিষী তাঁর জননী; আমি আপনাদের দুজনকেই এই কথা বলে যাচ্ছি— সাবধান! রাজকুমারীকে মহারাজের কাছে কখনোই যেতে দেবেন না।

রাজমহিষী। ও কি কথা রামদাস? মহারাজকে আবার ভয় কি?

বিজয়। রামদাস! সমস্ত কথা আমাদের কাছে খুলে বলো, বলতে কিছুমাত্র ভয় কোরো না।

রামদাস। কি আর বলব? আর কত স্পষ্ট করে বলব? আজ তো শত সহস্র ছাগ বলিদান হবে না— আজ মহারাজ রাজকুমারীকেই—

বিজয়। কি? মহারাজ রাজকুমারীকেই?

সরোজিনী। কি! আমার পিতা?

রাজমহিষী। কি বললে? মহারাজ তাঁর আপনার কন্যাকে? আমার সরোজিনীকে— আমার হৃদয়-রত্নকে— আমার— ওঃ মা— (মূর্ছিত হইয়া পতন)

সরোজিনী। এ কি হল? এ কি হল? মায়ের আমার কি হল? মা! এ কি হল মা? ওঠো মা! একি হল? রামদাসের কথা সব মিথ্যে। পিতা আমায় মারবেন কেন মা? আমি তো কোনো দোষ করি নি— ওঠো মা! আমি তোমায় বলছি রামদাসের কথা কখনোই সত্যি না। (বিজয়ের প্রতি) রাজকুমার! কি হবে? এখনই পিতাকে খবর দিন— আমার বড়ো ভয় হচ্ছে। (ব্যজন)

বিজয়। রাজকুমারি! ভয় নাই, এখনই চেতন হবে। রোশেনারা! তুমিও ঐ দিক থেকে বাতাস দাও তো— (স্বগত) একি বিভ্রাট!

রোশেনারা। (ব্যজন করিতে করিতে স্বগত) আঃ আমার কি সৌভাগ্য! বিজয় সিংহ আমাকে আজ নাম ধরে ডেকেছেন, ভাগ্যি এই বিপদ হয়েছিল। প্রণয়! তুই আমার হৃদয়ে কি ভয়ানক বিষ ঢেলে দিয়েছিস; যখন আর সকলেই এই বিপদে কাঁদছে, তখন কিনা আমিই মনে মনে হাসছি— জানি নে সরোজিনীর দুঃখে কেন আমি এত সুখী হই।

বিজয়। রামদাস! তুমি কেন বল দিকি একটা মিথ্যা কথা বলে এই বিভ্রাট উপস্থিত কল্লে? এ কি কখনো সম্ভব? এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

রামদাস। রাজকুমার, আমি জানতেম যে, এই ভয়ানক সংবাদ দিলেই একটা বিভ্রাট উপস্থিত হবে— কিন্তু কি করি? এ কথা না বললেও দেখলেম রামকুমারীর রক্ষার উপায় হয় না— তাই আমি বললেম— রাজকুমার! আমি মিথ্যা কথা বলি নি, আমি ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেম যদি এ বিষয়ে একটু সন্দেহও থাকত। ভৈরবাচার্য বলেছেন যে, চতুর্ভুজা দেবী আর-কোনো বলি গ্রহণ করবেন না।

বিজয়। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য কথা, আর-কোনো বলি তিনি গ্রহণ করবেন না? (প্রকাশ্যে) এই যে— এইবার রাজমহিষীর চেতন হয়েছে।

সরোজিনী। (স্বগত) আঃ! আমি এখন বাঁচলেম।

রাজমহিষী। (চেতন পাইয়া) কৈ ? আমার সরোজিনী কৈ ? তাকে তো নিয়ে যায় নি ?

সরোজিনী। এই যে মা ! আমি এইখানেই আছি।

রাজমহিষী। রামদাস ! ঠিক করে বল— তুই যা বললি তা কি সত্য ? মহারাজ কি সত্য সত্যই এইরূপ আদেশ করেছেন ?

রামদাস। রাজমহিষি ! আমি একটুও মিথ্যা কথা বলি নি, কিন্তু এতে অধীর না হয়ে যাতে এখন রাজকুমারীকে রক্ষা কত্তে পারেন, তারই উপায় দেখুন, আর সময় নেই।

রাজমহিষী। (স্বগত) রামদাস তো মিথ্যা বলবার লোক নয়, এখন তবে বাছাকে বাঁচাবার উপায় কি করি ? একলা বিজয় সিংহ কি রক্ষা কত্তে পারবেন ?

বিজয়। (স্বগত) ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। আমাকে এইরূপ প্রতারণা ? পিতা হয়ে কন্যার প্রতি এইরূপ ব্যবহার ! কোথায় শুভবিবাহ— না কোথায় এই দারুণ হত্যা ? তিনি রাজাই হোন, আর যেই হোন— তাঁকে এর সমুচিত প্রতিশোধ না দিয়ে কখনোই ক্ষান্ত হব না।

সরোজিনী। (স্বগত) পিতা আমাকে এত ভালোবাসেন, তিনি কি এরূপ করবেন ?

রাজমহিষী। রামদাস ! মহারাজ কি স্বয়ং এরূপ আদেশ করেছেন ?

রামদাস। রাজমহিষি ! তিনি না আদেশ কল্লে কি কোনো কাজ হতে পারে ?

রাজমহিষী। তাঁর সৈন্য সেনাপতিরাও কি এতে মত দিয়েছে ?

রামদাস। রাজমহিষি ! দুঃখের কথা বলব কি, তারা সকলেই এর জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

রাজমহিষী। (স্বগত) মহারাজ যে আমাকে মন্দিরে উপস্থিত থাকতে নিষেধ করেছিলেন তার অর্থ আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি। ও ! তিনি যে এমন পাষণ্ড, আমি তো তা স্বপ্নেও জানতেম না ! এখন কি করে বাছাকে রক্ষা করি ? যে তার প্রকৃত রক্ষক— যে তার পিতা, সেই তার যখন হন্তারক তখন আর কে রক্ষা করবে ? এখন তার আর কে আছে— এখন আর সে কার মুখের পানে চাবে ? আমি স্ত্রীলোক— আমার সাধ্য কি ! (প্রকাশ্যে) রামদাস

সৈন্যদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে, এই বিপদে রক্ষা করে ?

রামদাস। না রাজমহিষি ! সেরূপ কেউই নেই।

রাজমহিষী। (দুইজন রক্ষক আসিতেছে দেখিয়া) ঐ আবার বুঝি মহারাজ লোক পাঠিয়েছেন। এইবার বোধ হয়, বাছাকে জোর করে নিয়ে যাবে। (সরোজিনীর প্রতি) আয় বাছা, শীঘ্র এই দিকে আয়। (সরোজিনীকে লইয়া বিজয় সিংহের পার্শ্বে সত্বর গমন) এইখানে দাঁড়া, এমন নিরাপদ স্থান আর কোথাও পাবি নে। (বিজয় সিংহের প্রতি) বাছা! এই অসহায় অনাথ বালিকাকে তোমার হাতে সমর্পণ কল্লেম। এর আর কেউ নেই— পিতা থাকতেও এ পিতৃহীন— সহায় থাকতেও অসহায়— এখন তুমিই বাছা এর একমাত্র ভরসা— তুমিই এর সুহৃৎ, সহায়, সর্বস্ব। তুমি রক্ষা না কল্লে আর উপায় নেই— ঐ আসছে— বাছা! তুমি রক্ষা করো।

বিজয়। (অসি নিষ্কোশিত করিয়া) রাজমহিষি! আপনার কোনো ভয় নেই। আমি থাকতে কারো সাধ্য নেই যে, রাজকুমারীকে এখান থেকে বলপূর্বক নিয়ে যায়। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

দুইজন রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। মহারানীর জয় হোক! মন্দিরে রাজকুমারীকে পাঠাতে কেন এত বিলম্ব হচ্ছে তাই জানবার জন্যে মহারাজ আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

রাজমহিষী। (স্বগত) তাঁর কি একটু বিলম্বও সহ্য হচ্ছে না? কি ভয়ানক! তিনি কি আর সে মানুষ নেই? তাঁর হৃদয় হতে সেই কোমল দয়ার্দ্র ভাব কি একেবারেই চলে গেছে? তিনি হঠাৎ কি কোনো রক্ত-পিপাসু পিশাচের মূর্তি ধারণ করেছেন? আচ্ছা! এখনই আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি— দেখি তাঁর কিরূপ ভাব হয়েছে— দেখি কেমন করে তিনি আমার কাছে মুখ দেখান! (প্রকাশ্যে বিজয় সিংহের প্রতি) বাছা! আমার হৃদয়-রত্ন তোমার কাছে রইল— আমি একবার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। (রক্ষকদ্বয়ের প্রতি) চল্, আমি তোদের সঙ্গে যাচ্ছি— মন্দিরে পাঠাতে কেন এত বিলম্ব হচ্ছে আমি নিজে গিয়েই তাঁকে বলছি।

[রক্ষকদ্বয়ের সহিত রাজমহিষীর প্রস্থান

বিজয়। রাজকুমারি! আমি বেঁচে থাকতে কার সাধ্য তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়? যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে

ততক্ষণ তোমার আর-কোনো ভয় নেই। রাজকুমারি! এখন শুধু তোমাকে রক্ষা কত্তে পাল্লেই যে আমি যথেষ্ট মনে করব তা নয়— আরো, যে নরাধম আমাকে প্রতারণা করেছে তাকেও এর সমুচিত প্রতিফল না দিয়ে আমি কখনোই নিরস্ত হব না। দেখোদিকি সে কি পাষণ্ড, বিবাহের নাম করে আপনার ঔরসজাত কন্যাকে কিনা সে অনায়াসে অম্লানবদনে বলিদান দেবে! এ অপেক্ষা ভয়ানক দুষ্কর্ম আর কি হতে পারে? আবার তার উপর কিনা আমাকে প্রতারণা! রাজকুমারি! আমার আর সহ্য হয় না, এই উলঙ্গ অসিহস্তে এখন আমি চললেম, দেখি, তিনি কেমন— (গমনোদ্যম)

সরোজিনী। (ভীত হইয়া) রাজকুমার! একটু অপেক্ষা করুন— আমার কথা শুনুন— যাবেন না— যাবেন না— একটু অপেক্ষা করুন।

বিজয়। কি! রাজকুমারি— তিনি আমার এইরূপ অবমাননা করবেন আর আমি তাঁকে কিছু বলব না? আমি তাঁর হয়ে কত যুদ্ধ করেছি, তাঁর আমি কত সাহায্য, কত উপকার করেছি, আমার এই-সকল উপকারের প্রতিশোধ, আমার সকল পরিশ্রমের পুরস্কার কি অবশেষে এই হল? আমি তাঁর নিকট পুরস্কার স্বরূপ তোমা বৈ আর-কিছুই প্রত্যাশা করি নি— তা দূরে থাক্, তিনি কিনা স্বভাবের বন্ধন, বন্ধুতার বন্ধন সকলই ছিন্ন করে শোণিত-পিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায়, পিশাচের ন্যায়, যারপরনাই গর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন? আর, তুমিই মনে করে দেখো দিকি, আমি যদি আর একদিন পরে আসতেম তা হলে কি হত? তা হলে তো আর তোমার সঙ্গে ইহ-জন্মে দেখা হত না।

সরোজিনী। (ক্রন্দন) হাঁ, রাজকুমার! তা হলে আর আপনাকে এ জন্মে দেখতে পেতেম না।

বিজয়। বিবাহ-স্থলে আমাকে দেখতে পাবে মনে করে তুমি চার দিকে দৃষ্টিপাত কত্তে, কিন্তু কোথাও আমাকে দেখতে পেতে না। তুমি বিশ্বস্তচিত্তে আমার প্রতীক্ষা কত্তে, আর এমন সময় তোমার মস্তকের উপর যখন সেই ভীষণ খড়্গ উদ্যত হত তখন নিশ্চয় তুমি এই মনে কত্তে যে, নিষ্ঠুর বিজয় সিংহই আমাকে প্রতারণা করেছে— সেই আমার হন্তারক। এখন আমি সকল রাজপুতদিগের সম্মুখে সেই নরাধমকে একবার এই কথা জিজ্ঞাসা কত্তে চাই, সে কেন আমাকে এরূপ প্রতারণা কল্লে? সেই রক্তপিপাসু পিশাচ

জানুক যে, আমাকে প্রতারণা কল্লে কি ফল হয়।

সরোজিনী। না রাজকুমার, তাঁকে ওরূপ বলবেন না। তিনি কখনোই রক্তপিপাসু পিশাচ নন, তিনি আমার স্নেহময় পিতা।

বিজয়। কি রাজকুমারি! এখনো তুমি তাঁর স্নেহের কথা বলছ? এখনো তাঁকে তোমার পিতা বলতে ইচ্ছা হয়? না— এখনো আর তিনি তোমার স্নেহময় পিতা নন, এখন তিনি তোমার করাল কৃতান্ত।

সরোজিনী। না— রাজকুমার! এখনো তিনি আমার পিতা, সেই পিতাকে আমি ভালোবাসি, তাঁকে আমি দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করি— তিনিও আমাকে ভালোবাসেন, আমার উপরে তাঁর স্নেহ সমানই আছে। রাজকুমার, তাঁকে কিছু বলবেন না। তাঁকে কোনো রূঢ় কথা বললে আমার হৃদয়ে যেন শত শেল বিদ্ধ হয়।

বিজয়। আর, আমি যে এত অবমানিত হলেম তাতে তোমার হৃদয়ে কি একটি শেলও বিদ্ধ হল না? এই কি তোমার অনুরাগের পরিচয়?

সরোজিনী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) রাজকুমার! আমাকে কেন এরূপ নিষ্ঠুর কথা বলছেন? অনুরাগের পরিচয় কি এখনো পান নি? এখনো কি তার পরিচয় দিতে হবে? হা! আমার সম্মুখে আমার পিতার কত দুর্নাম কল্লেন। তাঁকে কত তিরস্কার কল্লেন, কত ভর্ৎসনা কল্লেন— অন্য হলে যা আমি কখনোই সহ্য কত্তেম না— কিন্তু কুমার বিজয় সিংহের মুখ থেকে বেরুচ্ছে বলে তাও আমি সহ্য কল্লেম— এতেও কি আমার অনুরাগের পরিচয় পান নি?

বিজয়। না— রাজকুমারি! আমি সে কথা বলছি নে— তুমি কেঁদো না। আমার বলবার অভিপ্রায় এই— যে ব্যক্তি এরূপ নিষ্ঠুর কাজ কত্তে পারে, সে কি পিতা নামের যোগ্য? যে আমাকে এইরূপ প্রতারণা কল্লে, তাকে কি আর-এক মুহূর্তের জন্যও আমি ভক্তি কত্তে পারি?

সরোজিনী। রাজকুমার! এ কথা কতদূর সত্যি তা না জেনেই কি তাঁকে একেবারে দোষী করা উচিত? একে তো নানা ভাবনা চিন্তায় তাঁর হৃদয় জর্জরিত হচ্ছে, তাতে আবার যদি তিনি জানতে পারেন যে, আপনি তাঁকে অকারণে ঘৃণা করেন, তা হলে কি আর তাঁর দুঃখ রাখবার স্থান থাকবে? রাজকুমার! আমি বলছি, তিনি কখনোই আপনাকে প্রতারণা

করেন নি। বরং এ বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। লোকের কথায় হঠাৎ কথনোই বিশ্বাস করবেন না।

বিজয়। কি আশ্চর্য! রাজকুমারি! রামদাসের কথাতে কি তোমার বিশ্বাস হল না?

রাজমহিষী ও তাঁহার সহচরী অমলার প্রবেশ

মহিষী। সর্বনাশ হয়েছে! সর্বনাশ হয়েছে! রামদাসের কথা একটুও মিথ্যা নয়; বিজয় সিংহ! বাছা, তুমি এখন না বাঁচালে আর রক্ষে নেই। মহারাজ আমাকে কিছুতেই দেখা দিলেন না— মন্দিরের চতুর্দিকে সব অস্ত্রধারী রক্ষক রেখে দিয়েছেন, তারা আমায় মন্দিরের মধ্যে যেতে দিলে না।

বিজয়। আচ্ছা, দেবি! আমিই মহারাজের সহিত এখনি সাক্ষাৎ কচ্ছি— দেখি তারা আমাকে কেমন করে আটকায়। (অসি খুলিয়া গমনোদ্যত)

সরোজিনী। রাজকুমার! যাবেন না, যাবেন না— একটু অপেক্ষা করুন।

বিজয়। (ফিরিয়া আসিয়া) রাজকুমারি! আমাকে নিবারণ কোরো না— এরূপ অন্যায় অনুরোধ করা তোমার অনুচিত।

রাজমহিষী। বাছা, তুই বলিস কি? এখন কি অপেক্ষা করবার আর সময় আছে? (বিজয় সিংহের প্রতি) না বাছা, তুমি এখনই যাও, ওর কথা শুনো না।

সরোজিনী। রাজকুমার! একটু অপেক্ষা করুন— মা! আমার কথা শোনো, রাজকুমারকে সেখানে কখনোই যেতে দিও না। পিতার উপর ওঁর এখন অত্যন্ত রাগ হয়েছে, এখন সেখানে গেলেই একটা বিপদ ঘটবে; আমার পিতা যেরূপ অভিমানী, তাতে তিনি কঠোর কথা কখনোই সহ্য কত্তে পারবেন না। (বিজয় সিংহের প্রতি) রাজকুমার! আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, আমার সেখানে যেতে বিলম্ব হলে আপনা হতেই তিনি এখানে আসবেন— এসে যখন দেখবেন, মা কাঁদছেন, তখন কি তাঁর মনে একটুও দয়া হবে না?

বিজয়। কি রাজকুমারি! এখনো তুমি তাঁর দয়ার উপর বিশ্বাস করে আছ? (রাজমহিষীর প্রতি) দেবি! আপনি রাজকুমারীকে সুপরামর্শ দিন, নচেৎ আমাদের কারো মঙ্গল নাই। এখানে বাক্য ব্যয় করে সময় নষ্ট করা বৃথা, আমি চললেম; এখন আর কথার সময় নেই, এখন কাজের সময় উপস্থিত।

রাজমহিষী। যাও বাছা, তুমি এখনই যাও— ও ছেলেমানুষের কথায় কান দিও না।

বিজয় সিংহ। দেবি, আমি রাজকুমারীর জীবনরক্ষার সমস্ত উদ্যোগ করিগে, আপনি নিশ্চিন্ত হোন— আপনার কোনো ভয় নেই ; এ আপনি বেশ জানবেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ দেবতারাও যদি রাজকুমারীর মৃত্যু ইচ্ছা করে থাকেন তাও ব্যর্থ হবে। আমি চললেম।

[বিজয় সিংহের প্রস্থান

সরোজিনী। মা! তুমি কেন রাজকুমারকে যেতে দিলে? পিতাকে যদি তিনি কিছু বলেন, তা হলে—

রাজমহিষী। আয় বাছা আয়। (যাইতে যাইতে) সে পাষণ্ডের কথা আর আমার কাছে বলিস নে।

সরোজিনী। কি-মা! তুমিও তাঁকে পাষণ্ড বলছ?

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবির-সন্নিহিত উদ্যান

রোশেনারা ও মোনিয়ার প্রবেশ

মোনিয়া। সখি! তুমি যে তখন বলছিলে যে, সরোজিনীর শীঘ্রই একটা বিপদ হবে, তা দেখছি সত্যই ঘটল। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই শুনছি তার বলিদান হবে।

রোশেনারা। তুমি কি ভাই মনে কচ্ছ, তার মৃত্যু ঘটবে? বলিদানের সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে সত্যি, কিন্তু সখি, এখনো বিশ্বাস নেই। যখন রাজ-মহিষী বৎস-হারা গাভীর মতো বিহ্বলা হয়ে চীৎকার কত্তে থাকবেন, যখন সরোজিনী আর্তস্বরে কাঁদতে থাকবে— যখন বিজয় সিংহ্ ক্রোধে গর্জন কত্তে

থাকবেন, তখন কি ভাই, লক্ষ্মণ সিংহের মন বিচলিত হবে না? না সখি! বিধাতা সরোজিনীর কপালে মৃত্যু লেখেন নি— সে আশা বৃথা। আমার কেবল যন্ত্রণাই সার— আর কারো অদৃষ্ট মন্দ নয়— কেবল বিধাতা আমাকেই হতভাগিনী করেছেন।

মোনিয়া। আচ্ছা ভাই, সরোজিনী মলে তোমার লাভ কি? তা হলে কি বিজয় সিংহের ভালোবাসা পাবে মনে কচ্ছ?

রোশেনারা। আর আমি এখন কারো ভালোবাসা চাই নে— যাকে আমি হৃদয় মন সকলই দিয়েছিলেম, সে আমার পানে একবার ফিরেও চাইলে না। সখি! আর নয়— আমার ঘুমের ঘোর এখন ভেঙেছে। কিন্তু তাই বলে সরোজিনীর সুখ কখনোই আমার সহ্য হবে না। আমি তোমায় পূর্বেই বলেছিলেম যে, হয় সে মরবে— নয় আমি মরব— এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। সৈন্যদের মধ্যে যারা এখনোও দৈববাণীর কথা শোনে নি, তাদের এখনই বলে দিইগে। এ কথা শুনলে তারা সরোজিনীর রক্তের জন্যে নিশ্চয়ই উন্মত্ত হয়ে উঠবে। আমাকে এখানে তো কেউ জানে না, আমার বেশ দেখলেও মুসলমানি বলে কেউ বুঝতে পারবে না।

মোনিয়া। তা করে ভাই কি দরকার?

রোশেনারা। মোনিয়া! তুমি বোঝ না— এতে আমাদের দেশেরও ভালো হবে। রাজপুত সৈন্যেরা আর মহারাজ যদি বলিদানের পক্ষে হন, আর তাতে যদি বিজয় সিংহের মত না থাকে তা হলে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই খুব একটা ঝগড়া বেধে উঠবে— কোথায় ওরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে— না হয়ে ওরা আপনা-আপনিই কাটাকাটি করে মরবে। হিন্দুরা যে আমাদের এখানে বন্দী করে এনেছে, তখন তার বিলক্ষণ প্রতিশোধ হবে, আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। অবিশ্বাসী হিন্দুদের নিশ্চয়ই পতন হবে। সখি! এ কথা মনে কল্লে কি তোমার আহ্লাদ হয় না? এ বলিদানে আমারও মঙ্গল, আমাদের দেশেরও মঙ্গল।

নেপথ্যে—পদশব্দ

মোনিয়া। সখি! কার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বোধ করি, কে আসছে— এই যে রাজমহিষী এই দিকে আসছেন, এখানে আর না— এসো ভাই, আমরা ঐ বাঘিনীর সমুখ থেকে পালাই।

রোশেনারা। হ্যাঁ চলো এখান থেকে যাওয়া যাক।

[রোশেনারা ও মোনিয়ার প্রস্থান

রাজমহিষী ও অমলার প্রবেশ

রাজমহিষী। আমি তাঁরই অপেক্ষায় এখানে আছি— দেখি তিনি কতক্ষণে আসেন। এখনই তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা কত্তে আসবেন যে, সরোজিনীকে এখনো কেন মন্দিরের মধ্যে পাঠানো হয় নি? তিনি মনে কচ্ছেন, তাঁর মনের ভাব এখনো আমার কাছে গোপন করে রাখতে পারবেন! এই-যে তিনি আসছেন— আমি যে ওঁর অভিসন্ধি জানতে পেরেছি, এ কথা প্রথম প্রকাশ করব না— দেখি উনি আপনার মনের ভাব কতক্ষণ গোপন করে রাখতে পারেন।

লক্ষ্মণ সিংহের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। মহিষি! এখানে কি কচ্ছ? সরোজিনী কোথায়? তাকে যে বড়ো এখানে দেখতে পাচ্ছি নে? আমি যে তাকে মন্দিরে পাঠিয়ে দেবার জন্য বারবার লোক পাঠালেম, তা কি তোমার গ্রাহ্য হল না? আমার আদেশের অবহেলা? তুমি কি মনে করেছ, তুমি সঙ্গে না গেলে তাকে একাকী কখনো সেখানে পাঠিয়ে দেবে না? চুপ করে রইলে যে? উত্তর দাও।

মহিষী। সরোজিনী যাবার জন্যে প্রস্তুতই রয়েছে— একান্তই যদি যেতে হয় তো এখনিই যাবে— তার জন্য চিন্তা কি? কিন্তু মহারাজ, আপনার কি আর তিলার্ধ বিলম্বও সহ্য হচ্ছে না?

লক্ষ্মণ। বিলম্ব কিসের?

মহিষী। বলি, আপনার উদ্যোগ ও যত্নে সকলই কি এর মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে?

লক্ষ্মণ। দেবি! ভৈরবাচার্য প্রস্তুত হয়েছে— বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে— আমার যা কর্তব্য তা আমি সকলই করেছি। যজ্ঞেরও সমস্ত আয়োজন—

মহিষী। যজ্ঞে যে বলিদান হবার কথা ছিল, তাও কি সব ঠিক হয়েছে?

লক্ষ্মণ। কি! বলিদান? ও কথা যে জিজ্ঞাসা কচ্ছ? বলিদান হবে তোমায় কে বললে? ও! বলিদানের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ শত সহস্র ছাগের বলিদান হবে বটে।

মহিষী। শুধু কি ছাগের বলিদানেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন ?

লক্ষ্মণ। সে কি ? ও কি কথা বলছ ? আবার কিসের বলিদান ?

মহিষী। তবে সরোজিনীকে এত শীঘ্র নিয়ে যাবার প্রয়োজন কি ?

লক্ষ্মণ। অ্যাঁ ? সরোজিনী ? তার বলিদান ? তোমায় কে বললে ?

মহিষী। আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তাকে এত শীঘ্র নিয়ে যাবার প্রয়োজন কি ?

লক্ষ্মণ। অ্যাঁ ? নিয়ে যাবার প্রয়োজন— প্রয়োজন কি— তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছ ? ও! তা— তা—

সরোজিনীর প্রবেশ

মহিষী। এসো বাছা এসো— তোমার জন্যেই মহারাজ প্রতীক্ষা কচ্ছেন। তোমার বাপকে প্রণাম করো— এমন বাপ তো আর কারো হবে না ?

লক্ষ্মণ। এ সব কি ? এ কিরূপ কথা ? (সরোজিনীর প্রতি) বৎসে! তুমি কাঁদছ কেন ? একি! দুজনেই কাঁদতে আরম্ভ কল্লে যে ? হয়েছে কি বল না, মহিষি !

মহিষী। কি আশ্চর্য! এখনো আপনি গোপন কত্তে চেষ্টা কচ্ছেন ?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) রামদাস! হতভাগা রামদাস! তুই দেখছি সব প্রকাশ করে দিয়েছিস— তুই আমার সর্বনাশ করেছিস।

মহিষী। চুপ করে রইলেন যে ?

লক্ষ্মণ। হা! (দীর্ঘনিশ্বাস)

সরোজিনী। পিতঃ! আপনি ব্যাকুল হবেন না, আপনি যা আদেশ করবেন তাই আমি এখনই পালন করব। আপনা হতেই আমি এ জীবন পেয়েছি, আদেশ করুন, এখনি তা আপনার চরণে উৎসর্গ করি ; আপনার ধন, আপনি যখন ইচ্ছে ফিরে নিতে পারেন, আমার তাতে কিছুমাত্র অধিকার নেই। পিতঃ, আপনি একটুও চিন্তা করবেন না, আপনার আদেশ পালনের আমি তিলার্ধ বিলম্ব করব না— আমার শরীরের যে রক্ত তা আপনারই — এখনই তা ফিরে নিন।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) ওঃ! এর প্রত্যেক কথা যেন সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় আমার হৃদয় ভেদ কচ্ছে। আর সহ্য হয় না। না, দেবী চতুর্ভুজার কথা আমি কখনোই শুনব না— ভৈরবাচার্য, রণধীর— কারো কথা শুনব না— এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে ওঃ!

সরোজিনী। পিতঃ! আমার যে-সকল মনের সাধ ছিল, যে-সকল সুখের আশা ছিল তা এ জীবনে আর পূর্ণ হল না সত্যি, কিন্তু তার জন্যে আমি তত ভাবি নে, আমার অবর্তমানে আমার মা যে কত শোক পাবেন, মাকে যে আর আমি জন্মের মতো দেখতে পাব না, এই মনে করেই আমার— (ক্রন্দন)

মহিষী। (সরোজিনীর কণ্ঠালিঙ্গনপূর্বক) বাছা! ও কথা আর বলিস নে, আমার আর সহ্য হয় না; বাছা, তুই আমাকে ছেড়ে কখনোই যেতে পারবি নে, তোর পাষণ্ড পিতার সাধ্য নেই যে সে আমার কাছ থেকে তোকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

লক্ষ্মণ। ও!

সরোজিনী। পিতঃ! আমি জানতেম না যে বিধাতা এর মধ্যেই আমার জীবন শেষ করবেন; যে অসি যবনদের জন্যে শাণিত হচ্ছিল, আমার উপরেই যে তার প্রথম পরীক্ষা হবে তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না। পিতঃ! আমি মৃত্যুর ভয়ে এ কথা বলছি নে— আমি ভীরুতা প্রকাশ করে কখনোই বাপ্পা রাওর বংশে কলঙ্ক দেব না; আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ যদি আপনার কাজে — আমার দেশের কাজে আসে তা হলে আমি কৃতার্থ হব। কিন্তু পিতঃ! (সরোদনে) যদি না জেনে-শুনে আপনার নিকট কোনো গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকি আর সেইজন্যেই যদি আমার এই দণ্ড হয় তা হলে মার্জনা চাই—

মহিষী। বাছা! তোকে আমি কখনোই ছাড়ব না— আমার প্রাণ-বধ না করে তোকে কখনোই আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) ওঃ কি বিষম সংকট! এক দিকে স্নেহ মমতা, আর-এক দিকে কর্তব্য-কর্ম! এতদূর অগ্রসর হয়ে এখন কি করে নিরস্ত হই? আর তা হলে রণধীরের কাছেই বা কি করে মুখ দেখাব? সৈন্যগণই বা কি বলবে? রাজত্বই বা কি করে রক্ষা করব?

সরোজিনী। পিতঃ! আমি কি কোনো অপরাধ করেছি।

লক্ষ্মণ। হা বৎসে! তোমার কোনো অপরাধ নেই। আমিই বোধ হয় পূর্বজন্মে কোনো গুরুতর পাপ করেছিলেম, তাই দেবী চতুর্ভুজা আমাকে এই কঠোর শাস্তি দিচ্ছেন। নচেৎ কেন তিনি এইরূপ বলি প্রার্থনা করবেন? বৎসে! তিনি দৈববাণী করেছেন যে, তোমাকে তাঁর চরণে উৎসর্গ না করলে

চিতোর-পুরী কখনোই রক্ষা হবে না। তোমার জীবন-রক্ষার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছিলেম— কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এর জন্য আমার প্রধান সেনাপতি রণধীর সিংহের সঙ্গে কত বিরোধ করেছি। প্রথমে আমি কিছুতেই সম্মত হই নি। এমন-কি আমার পূর্ব আদেশের অন্যথা করেও সেনাপতিদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যাতে তোমাদের এখানে আসা না ঘটে এইজন্য রামদাসকে পাঠিয়েছিলেম। কিন্তু দৈবের নিবন্ধন কে খণ্ডন কত্তে পারে? রামদাসের সঙ্গে তোমাদের দেখা হল না— তোমরাও এসে উপস্থিত হলে। বৎসে! দৈবের সঙ্গে বিরোধ করে কে জয়লাভ কত্তে পারে? তোমার হতভাগ্য পিতা তোমাকে বাঁচাবার জন্য এত চেষ্টা করলে, কিন্তু দৈববলে তা সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন যদি আমি দৈববাণী অবহেলা করি তা হলে কি আর রক্ষা আছে? রণোন্মত্ত, যবনদ্বেষী, রাজপুত-সেনাপতিগণ আমাকে এখনই—

মহিষী। মহারাজ! আপনি পিতা হয়ে এইরূপ কথা বলতে পাল্লেন? আপনার হৃদয় কি একেবারেই পাষাণ হয়ে গেছে? আপনার কি দয়া-মায়া কিছুই নেই? ও!

সরোজিনী। পিতঃ! আপনার অনিষ্ট প্রাণ থাকতে কখনোই আমি দেখতে পারব না— আমার জীবন-রক্ষা করে যে আপনাকে আমি বিপদগ্রস্ত করব তা আপনি কখনোই মনে করবেন না। (মহিষীর প্রতি) মা, তুমি পিতাকে তিরস্কার কোরো না— ওঁর দোষ কি? যখন দেবী চতুর্ভুজা এইরূপ আদেশ করেছেন তখন আর উনি—

মহিষী। বাছা! তুইও ঐ কথায় মত দিচ্ছিস? দেবী চতুর্ভুজা কি এরূপ আদেশ করেছেন? কখনোই না। ওঁর সেনাপতিরাই ওঁকে এই পরামর্শ দিয়েছে— আর পাছে ওঁর রাজ্য তারা কেড়ে নেয় এই ভয়েই উনি এখন কাঁপছেন।

লক্ষ্মণ। দেখো বৎসে! কোন্ বংশে তোমার জন্ম, এই সময়ে তার পরিচয় দেও; যে দেবতারা নির্দয় হয়ে তোমার মৃত্যু আদেশ করেছেন, অকুতোভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে তাঁদের লজ্জা দেও; যে রাজপুতগণ তোমার বলিদানের জন্য এত ব্যগ্র হয়েছে, তারাও জানুক যে বাপ্পা রাওর বীর-রক্ত তোমার শিরে শিরে বহমান আছে।

মহিষী। মহারাজ! আপনি এই নিষ্ঠুর আচরণে সেই পরম পূজনীয় বাপ্‌পা রাও-বংশের উপযুক্ত পরিচয়ই দিচ্ছেন বটে! দুহিতাঘাতী পাষণ্ড! তোমার আর-কিছুই বাকি নেই— তোমার আর-কিছুই অসাধ্য নেই, এখন কেবল আমাকে বধ কল্লেই তোমার সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়। নৃশংস! নিষ্ঠুর! এই কি তোমার শুভ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান? এই কি সেই বিবাহের উদ্যোগ? কি! যখন তুমি আমার বাছাকে যমের হাতে সমর্পণ করবে মনে করে মিথ্যা বিবাহের কথা আমায় লিখেছিলে, তখন কি তোমার হৃদয় একটুও বিচলিত হয় নি? লেখনী কি একটুও কাঁপে নি? কেমন করে তুমি আমায় এইরূপ মিথ্যা কথা লিখতে পাল্লে? আশ্চর্য! এখন আর আমি তোমার কথায় ভুলি নে। এইমাত্র তুমি-না বললে যে, ওকে বাঁচাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছ, অনেকের সহিত বিবাদ করেছ? বিবাদ তো কেমন? বিবাদ করে যুদ্ধ করে নাকি রক্তধারায় পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিয়েছ। মৃত শরীরে নাকি রণস্থল একেবারে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। আবার কিনা বলেছিলে, যদি তুমি দৈববাণী অবহেলা কর তা হলে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা অবসর পেয়ে তোমার সিংহাসন কেড়ে নেবে— ধিক্ তোমায়! ও কথা বলতে কি তোমার একটুও লজ্জা হল না? তোমার কন্যার জীবন অপেক্ষা তোমার রাজত্ব বড়ো হল? কি আশ্চর্য! পিতা যে আপনার নির্দোষী কন্যাকে বধ করে, এ তো আমি কখনোই শুনি নি, তুমি কোন্ প্রাণে যে এ কাজ করবে তা তো আমি একবারও মনেও আনতে পাচ্ছি নে। ধিক্! ধিক্! তোমার এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়েছি। কি! তোমার চোখের সামনে তোমার নির্দোষী কন্যার বলিদান হবে— আর তুমি কিনা তাই অম্লান-বদনে দেখবে? তোমার মনে কি একটুও কষ্ট হবে না? আর, আমি কোথায় তার বিবাহ দিতে এসেছিলেম, না এখন কিনা তাকে বলি দিয়ে— আমার সোনার প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ঘরে ফিরে যাব? না মহারাজ! সরোজিনীকে আমি তার পিতার হাতেই সমর্পণ করেছিলেম— যমের হাতে দিই নি। যদি তাকে বলি দিতে চান তবে আগে আমায় বলি দিন। আপনি আমাকে হাজার ভয় দেখান, হাজার যন্ত্রণা দিন, আমি কখনোই বাছাকে ছেড়ে দেব না; আমাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে না ফেললে কখনোই ওকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবেন না।

লক্ষ্মণ। দেখো মহিষি! আমাকে তিরস্কার করা বৃথা। বিধাতার নিবন্ধন খণ্ডন করে এমন কারো সাধ্য নাই। ঘটনাস্রোত এখন এতদূর প্রবল হয়ে উঠেছে যে, আর আমি তাতে বাধা দিতে পারি নে। বাধা দিলেও কোনো ফল হবে না। এখনই হয়তো উন্মত্ত সৈন্যেরা এসে বলপূর্বক—

মহিষী। নিষ্ঠুর স্বামিন্! সরোজিনীর পাষণ্ড পিতা! এসো দেখি কেমন তুমি সিংহিনীর কাছ থেকে শাবককে কেড়ে নিয়ে যেতে পার? তোমার একলার কর্ম নয়, ডাকো— তোমার উন্মত্ত সৈন্যদের ডাকো, তোমার দিগ্বিজয়ী সেনাপতিদের ডাকো— দেখি তাদেরও কতদূর সাধ্য! যদি তোমার ন্যায় তাদের হৃদয় পাষাণ অপেক্ষা কঠিন না হয় তা হলে শোকবিহ্বলা জননীর ক্রন্দনে নিশ্চয় তাদেরও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হবে। (সরোজিনীর প্রতি) আয় বাছা, তুই আমার সঙ্গে আয়— দেখি, কে আমার কাছ থেকে তোকে নিয়ে যায়!

সরোজিনী। মা! পিতাকে কেন তিরস্কার কচ্ছ? ওঁর কি দোষ?

মহিষী। আয় বাছা আয়, উনি আর এখন তোর পিতা নন।

[সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণপূর্বক রাজমহিষীর প্রস্থান

লক্ষ্মণ। ঐ সিংহিনীর তীব্র ভর্ৎসনা ও হৃদয়বিদারক আর্তনাদই আমি এতক্ষণ ভয় কচ্ছিলেম। আমি তো একেই উন্মত্তপ্রায় হয়েছি তাতে আবার মহিষীর গঞ্জনা ও সরোজিনীর অটল ভক্তি; ওঃ— আর সহ্য হয় না— মাতঃ চতুর্ভুজে! তুমি এরূপ নিষ্ঠুর কঠোর আদেশ প্রদান করে এখনো কেন আমাতে পিতার কোমল হৃদয় রেখেছ? আমা-দ্বারা যদি তোমার আদেশ প্রতিপালিত হবার ইচ্ছা থাকে তা হলে এরূপ হৃদয় আমার দেহ হতে এখনি উৎপাটিত— উন্মূলিত করে ফেলো।

বিজয় সিংহের প্রবেশ

বিজয়। মহারাজ! আজ একটি অদ্ভুত জনশ্রুতি আমার কর্ণগোচর হল। সে কথা এত ভয়ানক যে তা বলতেও আমার আপাদমস্তক কণ্টকিত হয়ে উঠছে। আপনার অনুমতিক্রমে— আজ নাকি— সরোজিনীর— বলিদান হবে? আপনি নাকি আজ স্নেহ মায়া মনুষ্যত্ব সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়ে বলিদানের জন্য ভৈরবাচার্যের হস্তে তাকে সমর্পণ কত্তে যাচ্ছেন? আমার সহিত বিবাহ

হবে এই ছল করে নাকি আজ তাকে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যাবেন? এ কথা কি সত্য? এ বিষয়ে মহারাজের বক্তব্য কি?

লক্ষ্মণ। বিজয় সিংহ! আমার কি সংকল্প— আমার কি মনোগত অভিপ্রায় তা আমি সকল সময় সকলের কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য নই। আমার আদেশ কি, সরোজিনী এখনো তা জানে না; যখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হবে তখন আমি তাকে জ্ঞাপন করব; তখন তুমিও জানতে পারবে, সমস্ত সৈন্যগণও জানতে পারবে।

বিজয়। আপনি যা আদেশ করবেন তা আমার জানতে বড়ো বাকি নাই।

লক্ষ্মণ। যদি জানতেই পেরেছ তবে আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছ?

বিজয়। কেন আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছি? আপনি কি মনে করেন, আপনার এই জঘন্য সংকল্পের অনুমোদন করে আমার চক্ষের উপর সরোজিনীকে আমি বলি দিতে দেব? না— তা কখনোই মনে করবেন না। আপনি বেশ জানবেন, আমার অনুরাগ— আমার প্রেম, অক্ষয় কবচ হয়ে তাকে চিরদিন রক্ষা করবে।

লক্ষ্মণ। দেখো বিজয়! তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে, তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা কচ্ছ— জানো কার সঙ্গে তুমি কথা কচ্ছ?

বিজয়। আপনি জানেন কার প্রাণ বধ কত্তে আপনি উদ্যত হয়েছেন?

লক্ষ্মণ। আমার পরিবারের মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তাতে তোমার হস্তক্ষেপ করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। আমার কন্যার প্রতি আমি যেরূপ আচরণ করি না কেন, তোমার তাতে কথা কবার অধিকার নাই।

বিজয়। না মহারাজ, এখন আর সরোজিনী আপনার নয়। আপনি যখন তার প্রতি এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহার কত্তে উদ্যত হয়েছেন তখন সন্তানের উপর পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার— তা হতে আপনি বিচ্যুত হয়েছেন। এখন সরোজিনী আমার। যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত আমার দেহে প্রবাহিত থাকবে, ততক্ষণ আমার কাছ থেকে আপনি তাকে কখনোই বিচ্ছিন্ন কত্তে পারবেন না। আপনার স্মরণ হয়, আমার সহিত সরোজিনীর বিবাহ দেবেন বলে আপনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন— এখন সেই অঙ্গীকারসূত্রেই সরোজিনীর প্রতি আমার ন্যায্য অধিকার। রাজমহিষীও কিছু পূর্বে

আমাদের উভয়ের হস্ত একত্র সম্মিলিত করে দিয়েছিলেন— আর আপনিও তো আমার সহিত বিবাহের নাম করে ছলপূর্বক তাকে এখানে আহ্বান করেছেন।

লক্ষ্মণ। যে দেবতা সরোজিনীর প্রার্থী হয়েছেন, তুমি সেই দেবতাকে ভর্ৎসনা করো— ভৈরবাচার্যকে ভর্ৎসনা করো— রণধীর সিংহকে ভর্ৎসনা করো— সমস্ত সৈন্যমণ্ডলীকে ভর্ৎসনা করো, অবশেষে তুমি আপনাকে ভর্ৎসনা করো।

বিজয়। কি! আমি! আমিও ভর্ৎসনার পাত্র?

লক্ষ্মণ। হাঁ তুমিও। তুমিও সরোজিনীর মৃত্যুর কারণ। আমি যখন বলেছিলেম যে, মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাজ নাই তখন তুমি মহা উৎসাহের সহিত আমাকে যুদ্ধে প্রবর্তিত কল্লে— তা কি তোমার মনে নাই? তুমিই তো আমাকে বলেছিলে, "মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে?" সরোজিনীর রক্ষার জন্য আমি একটি পথ খুলে দিয়েছিলেম, কিন্তু তুমিও সে পথে গেলে না— মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন তুমি আর কিছুতেই সম্মত হলে না— সেই যুদ্ধক্ষেত্রের পথ রোধ কত্তে আমি তখন কত চেষ্টা কল্লেম, কিন্তু তুমি আমার কথা কিছুতেই শুনলে না, এখন যাও তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করো-গে— এখন সরোজিনীর মৃত্যু তোমার জন্য সেই যুদ্ধক্ষেত্রের পথ উন্মুক্ত করে দেবে।

বিজয়। ওঃ! কি ভয়ানক কথা! শুদ্ধ অত্যাচার নয়— অত্যাচারের পর আবার মিথ্যা কথা! আমি কি এই বলিদানের কথা শুনেছিলেম? আর শুনলেও কি তাতে আমি অনুমোদন কত্তেম? কখনোই না। আমার যদি সহস্র প্রাণ থাকে, তাও আমি দেশের জন্য অনায়াসে অকাতরে দিতে পারি, তাই বলে একজন নির্দোষী অবলার প্রাণবধে আমি কখনোই সম্মত হতে পারি নে। আর দেবতারা যে এরূপ অন্যায় আদেশ করবেন তাও আমি কখনো বিশ্বাস কত্তে পারি নে। যে এরূপ কথা বলে, সে দেবতাদের অবমাননা করে— সেই দেব-নিন্দুকের কথা আমি শুনি নে।

লক্ষ্মণ। কি! তোমার এতদূর স্পর্ধা যে, তুমি আমাকে দেব-নিন্দুক বল? তুমি যাও— আমি তোমাকে চাই নে— যাও— তোমার দেশে তুমি ফিরে যাও— তুমি যে প্রতিজ্ঞাপাশে আমার কাছে বদ্ধ ছিলে তা হতে তোমাকে

নিষ্কৃতি দিলেম; তোমার মতো সহায় আমি অনেক পাব, অনেকেই আমার আজ্ঞানুবর্তী হবে; তুমি যে আমাকে অবজ্ঞা কর, তা তোমার কথায় বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। যাও! আমার সম্মুখ হতে এখনি দূর হও। যে সমস্ত বন্ধনে তুমি এতদিন আমার সহিত বদ্ধ ছিলে আজ হতে সে সমস্ত বন্ধন আমি ছিন্ন করে দিলেম— যাও!

বিজয়। যে বন্ধন এখনো আমার ক্রোধকে রোধ করে রেখেছে, আপনি অগ্রে তাকে ধন্যবাদ দিন। সেই বন্ধনের বলেই আপনি এবার রক্ষা পেলেন। আপনি সরোজিনীর পিতা, এইজন্যই আপনার মর্যাদা রাখলেম, নচেৎ সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হলেও আমার এই অসি হতে আপনি নিষ্কৃতি পেতেন না। আর, আমি আপনাকে এই কথা বলে যাচ্ছি যে সরোজিনীর জীবন আমি রক্ষা করবই— আমার বিন্দুমাত্র শোণিত থাকতে, আপনি কি আপনার সমস্ত সৈন্যমণ্ডলী একত্র হলেও, সরোজিনীর প্রাণবিনাশে কখনোই সমর্থ হবে না।

[বিজয় সিংহের প্রস্থান

লক্ষ্মণ। (স্বগত) হা! বিধাতা দেখছি আমার প্রতি নিতান্তই বিমুখ হয়েছেন। সকল ঘটনাই সরোজিনীর প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি কোথায় ভাবছিলেম যে, এখনো যদি কোনো উপায়ে তাকে বাঁচাতে পারি, না, আবার কিনা একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হল। বিজয় সিংহের গর্বিত স্পর্ধা-বাক্যে সরোজিনীর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠল। এখন যদি স্নেহবশত সরোজিনীর বলিদান নিবারণ করি তা হলে বিজয় সিংহ মনে করবে আমি তার ভয়ে এরূপ কাজ কল্লেম— না, তা কখনোই হবে না। কে আছে ওখানে? প্রহরী!

প্রহরীগণের সহিত সুরদাসের প্রবেশ

সুরদাস। মহারাজ!

লক্ষ্মণ। (স্বগত) আমি কি ভয়ানক কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছি! এই নিষ্ঠুর আদেশ এদের এখন কি করে দিই? বাতুলবৎ আপনার পদে আপনিই যে আমি কুঠারাঘাত কচ্ছি! সে নির্দোষী সরলা বালার কি দোষ? বিজয় সিংহই আমাকে ভয় প্রদর্শন কচ্ছে। বিজয় সিংহই আমাকে অবজ্ঞা কচ্ছে, সরোজিনীর প্রতি আমি কেমন করে নির্দয় হব? না— তা আমি কখনোই পারব না, দেবী-বাক্য আমি কখনোই শুনব না; এতে আমার যা হবার তাই

হবে। কিন্তু কি! আমার মর্যাদার প্রতি কি আমি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করব না? বিজয় সিংহের প্রতিজ্ঞাই কি রক্ষা হবে? সে তা হলে নিশ্চয় মনে করবে, আমি তার ভয়েই এরূপ কচ্ছি, তা হলে তার স্পর্ধার আর ইয়ত্তা থাকবে না। আচ্ছা, আর কোনো উপায়ে কি তার দর্প চূর্ণ হতে পারে না? সে সরোজিনীকে অত্যন্ত ভালোবাসে; বিজয় সিংহের সঙ্গে বিবাহ না দিয়ে সরোজিনীর জন্য যদি আর কোনো পাত্র মনোনীত করি তা হলেই তো তার সমুচিত শাস্তি হতে পারে। হ্যাঁ— সেই ভালো। (প্রকাশ্যে) সুরদাস! তুমি রাজমহিষী ও সরোজিনীকে এখানে নিয়ে এসো; তাঁদের বলো যে, আর কোনো ভয় নাই।

সুরদাস। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রহরীগণের সহিত সুরদাসের প্রস্থান

লক্ষ্মণ। মাতঃ চতুর্ভুজে! তুমি কি আমার কন্যার রক্তের জন্য নিতান্তই লালায়িত হয়েছ? তা যদি হয়ে থাকো তা হলে আমার সাধ্য নাই যে আমি তাকে রক্ষা করি— কোনো মনুষ্যের সাধ্য নাই যে তাকে রক্ষা করে; যাই হোক আমি আর-একবার চেষ্টা করে দেখব।

রাজমহিষী সরোজিনী মোনিয়া রোশেনারা
রামদাস সুরদাস ও প্রহরীগণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। (মহিষীর প্রতি) এই লও দেবি! সরোজিনীকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ কল্লেম; ওকে নিয়ে এই দয়া-শূন্য কঠোর স্থান হতে এখনি পলায়ন করো। কিন্তু দেখো দেবি! এর পরিবর্তে আমার একটি কথা তোমায় শুনতে হবে। সরোজিনীর সঙ্গে বিজয় সিংহের কখনোই বিবাহ দেওয়া হবে না, সে আজ আমার অবমাননা করেছে। (সরোজিনীর প্রতি) দেখো বৎসে! তুমি যদি আমার কন্যা হও তা হলে বিজয় সিংহকে জন্মের মতো বিস্মৃত হও।

সরোজিনী। (স্বগত) হা! আমি যা ভয় কচ্ছিলেম, তাই দেখছি ঘটল।

লক্ষ্মণ। দেখো মহিষী! রামদাস, সুরদাস ও এই প্রহরীগণ তোমাদের সঙ্গে যাবে। কিন্তু দেখো, এ কথার বিন্দু-বিসর্গও যেন প্রকাশ না হয়। অতি গোপনে ও অবিলম্বে এখান হতে প্রস্থান করো। রণধীর সিংহ ও ভৈরবাচার্য

যেন এ কথা কিছুমাত্র জানতে না পারে; আর দেখো মহিষী! সরোজিনীকে বেশ করে লুকিয়ে নিয়ে যাও, শিবিরের সমস্ত সৈন্যেরা যেন এইরূপ মনে করে যে, সরোজিনীকে এখানে রেখে কেবল তোমরাই ফিরে যাচ্ছ— পলাও, পলাও, আর বিলম্ব কোরো না— রক্ষকগণ! মহিষীর অনুগামী হও।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ!

মহিষী। মহারাজ! আপনার এই আদেশে পুনর্বার আমার দেহে যেন প্রাণ এল। (সরোজিনীর প্রতি) আয় বাছা! আমরা এখান থেকে এখনি পলায়ন করি।

সরোজিনী। (স্বগত) হা! এখন আর আমার বেঁচে থেকে সুখ কি? যাকে আমি এক মুহূর্তের জন্যে বিস্মৃত হতে পারি নে, তাকে জন্মের মতো বিস্মৃত হতে পিতা আমায় আদেশ কচ্ছেন! এখন প্রাণ থাকতে কি করে তাঁকে বিস্মৃত হই? পিতৃ-আজ্ঞাই বা কি করে পালন করি? আবার দেবী চতুর্ভুজা আমার জীবন চাচ্ছেন, আমার বলিদানের উপর চিতোরের কল্যাণ নির্ভর কচ্ছে, এ জেনে-শুনেও বা কি করে এখান থেকে পলায়ন করি? আমার বলিদান হলেই এখন সকল দিক রক্ষা হয়— কিন্তু পিতা সে পথও বন্ধ করে দিচ্ছেন। হা!

লক্ষ্মণ। ভৈরবাচার্য না টের পেতে পেতে তোমরা পলায়ন করো, আমি তার কাছে গিয়ে যাতে আজকের দিন যজ্ঞ বন্ধ থাকে তার প্রস্তাব করি, তা হলে তোমরাও পলাতে বেশ অবসর পাবে।

সরোজিনী। পিতঃ! আপনিই তো তখন বলছিলেন যে, আমাকে বলি দেবার জন্যে দেবী চতুর্ভুজা আদেশ করেছেন, এখন তাঁর আদেশ লঙ্ঘন কল্লে কি মঙ্গল হবে?

মহিষী। আয় বাছা আয়, তোর আর সে-সব ভাবতে হবে না।

লক্ষ্মণ। বৎসে! তোমার কিসে মঙ্গল আর কিসে অমঙ্গল তা আমি তোমার চেয়ে ভালো জানি।

মহিষী। আয় বাছা আয়, আর বিলম্ব করিস নে।

[সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণপূর্বক মহিষীর প্রস্থান—
রোশেনারা মোনিয়া ও রক্ষকগণ প্রভৃতির প্রস্থান

লক্ষ্মণ। (স্বগত) মাতঃ চতুর্ভুজে! বিনীতভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা

কচ্ছি, তুমি ওদের নিষ্কৃতি দাও— আর ওদের এখানে ফিরিয়ে এনো না, আমি অন্য কোনো উৎকৃষ্ট বলি দিয়ে তোমার তুষ্টি সাধন করব। তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ কোরো না। [লক্ষ্মণ সিংহের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্দির-সমীপস্থ গ্রাম্যপথ

রোশেনারা ও মোনিয়ার প্রবেশ

রোশেনারা। আমার সঙ্গে আয় মোনিয়া, উদিকে আমাদের পথ নয়।

মোনিয়া। সখি! আমাদের এখানে থেকে আর কি হবে? চল্‌-না, আমরাও ওদের সঙ্গে যাই।

রোশেনারা। না ভাই! আমাদের একটু অপেক্ষা কত্তে হবে, আমার এখন এই প্রতিজ্ঞা, হয় আমি মরব, নয় সরোজিনী মরবে। আয় ভাই, ওদের পালাবার কথা ভৈরবাচার্যের কাছে প্রকাশ করে দিই-গে। এই যে! ভৈরবাচার্যই যে এই দিকে আসছেন— তবে বেশ সুবিধে হল।

ভৈরবাচার্য ও রণধীর সিংহের প্রবেশ

ভৈরব। সরোজিনীকে এখনো যে মহারাজ মন্দিরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন না, তার মানে কি?

রণধীর। তাই তো মহাশয়, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। তবে বুঝি মহারাজের আবার মন ফিরে গেছে। তিনি যেরূপ অস্থিরচিত্ত লোক তাতে কিছুই বিচিত্র নয়। ভালো, ঐ স্ত্রীলোক দুটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক দিকি, ওরা বোধ হয় রাজকুমারীর সহচরী হবে। ওগো! তোমরা কি মহারাজের অন্তঃপুরে থাকো?

রোশেনারা। হাঁ মহাশয়! আমরা রাজকুমারীর সহচরী।

রণধীর। তোমরা বাছা বলতে পার, রাজকুমারী এখনো পর্যন্ত মন্দিরে আসছেন না কেন?

রোশেনারা। তাঁরা যে এইমাত্র চিতোরে যাত্রা কল্লেন।

রণধীর। (আশ্চর্য হইয়া) সে কি!

ভৈরব। অ্যাঁ? তাঁরা চলে গেছেন?

রণধীর। তুমি ঠিক বলছ বাছা?

রোশেনারা। আমি ঠিক বলছি নে তো কি— এইমাত্র যে তাঁরা রওনা হয়েছেন, ঐ বনের মধ্যে দিয়ে তাঁরা গেছেন, এখনো বোধ হয়, বন ছাড়াতে পারেন নি।

রণধীর। তবে দেখছি মহারাজ আমাদের প্রতারণা করেছেন; আর আমি তাঁর কথা শুনি নে; দেশের স্বার্থ আগে আমাদের দেখতে হবে; তিনি যখন সেই স্বার্থের বিপরীত কাজ কচ্ছেন তখন তাঁকে আর রাজা বলে মানতে পারি নে। আসুন মহাশয় আমার অধীনস্থ সৈন্যগণকে এখনি বলে দিই যে, তারা তাঁদের গতিরোধ করে।

ভৈরব। (রোশেনারার প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করত স্বগত) এ স্ত্রীলোকটি কে?

রণধীর। মহাশয়! আপনি ও দিকে কেন তাকিয়ে রয়েছেন? কি ভাবছেন? চলুন, এখন অন্য কোনো চিন্তার সময় নয়, চলুন—

ভৈরব। এই যে যাই, আপনি অগ্রসর হোন-না। (যাইতে যাইতে পশ্চাতে নিরীক্ষণ)

[রণধীর ও ভৈরবাচার্যের প্রস্থান

রোশেনারা। সখি, আমার কাজ তো শেষ হল— এখন দেখা যাক, বিধাতা কি করেন।

মোনিয়া। দেখ্ ভাই রোশেনারা, তোর পানে ঐ পুরুত মিন্‌সে এত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল কেন বল্ দিকি?

রোশেনারা। বোধ করি, আমার কথায় ওর সন্দেহ হয়েছিল। আমি সত্যি রাজকুমারীর সহচরী কি না তাই বোধ হয় ঠাউরে দেখছিল।

মোনিয়া। হ্যাঁ ভাই— তাই হবে। আমরা যে মুসলমানী, তা তো আমাদের গায়ে লেখা নেই যে ওরা টের পাবে। এখানে বিজয় সিংহ আর হদ্দ তার দুই-চারজন সেনাই যা আমাদের চেনে আর তো কেউ চেনে না।

নেপথ্যে। বলবন্ত সিংহ! তুমি দক্ষিণ দিকে যাও— বীরবল! তুমি উত্তরে— আর তোমরা পূর্ব-পশ্চিম রক্ষা করো— দেখো, যেন কিছুতেই তারা পালাতে না পারে, আমার অধীনস্থ সৈন্যগণ! সেনানায়কগণ! সকলে সতর্ক হও।

রোশেনারা। ঐ দেখো, সৈন্যেরা চারি দিকে ছুটেছে— আয় ভাই, আমরা এখন এখান থেকে যাই।

[রোশেনারা ও মোনিয়ার প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্দির-সমীপস্থ বন

রাজমহিষী সুরদাস ও কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ

রাজমহিষী। সুরদাস! সরোজিনী, রামদাস ওরা কি শীঘ্র বন ছাড়াতে পারবে?

সুরদাস। দেবি! তাঁরা যে পথ দিয়ে গেছেন তাতে বোধ হয় এতক্ষণ বন ছাড়িয়েছেন। দুই দল পৃথক হয়ে যাওয়াতে পালাবার বেশ সুবিধা হয়েছে। আর বিশেষ, রাজকুমারী যে গুপ্ত পথ দিয়ে গেছেন তাতে ধরা পড়বার কোনো সম্ভাবনা নাই।

মহিষী। (স্বগত) আহা, বাছা এই কাঁটা বন দিয়ে অত পথ কি করে হেঁটে যাবে? আমাদের অদৃষ্টে কি এই ছিল? আমি হচ্ছি সমস্ত মেওয়ারের অধীশ্বরী— আমায় কিনা এখন চোরের মতন বন-বাদাড় দিয়ে যেতে হচ্ছে! যাই হোক, এখন যদি আমার সরোজিনী রক্ষা পায় তা হলেই সকল কষ্ট সার্থক হবে।

(নেপথ্যে এই দিকে— এই দিকে)— (প্রকাশ্যে) ঐ— কিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি— সুরদাস! সতর্ক হও। বোধ করি, সৈন্যগণ আমাদের ধত্তে আসছে; এ কি! আমাদের চারি দিক যে একেবারে ঘিরে ফেলেছে— কি হবে?

চারি দিক বেষ্টন করত উলঙ্গ অসি-হস্তে সৈন্যগণের প্রবেশ

সেনানায়ক। রাজমহিষি! মেওয়ারের অধীশ্বরি! জননি! আমাদের সেনাপতি রণধীর সিংহের আদেশক্রমে আমরা আপনার পথরোধ কত্তে বাধ্য হলেম।

মহিষী। কি! রণধীর সিংহের আদেশক্রমে? রণধীর সিংহ, যে আমাদের অধীনস্থ করপ্রদ একজন ক্ষুদ্র রাজা, তার আদেশক্রমে?

সেনানায়ক। রাজমহিষি! আমরা এখন তাঁরই অব্যবহিত অধীন, তিনি আমাদের সেনাপতি।

*মহিষী। আমি মনে করেছিলেম, মহারাজের আদেশ; রণধীর সিংহের আদেশ আজ আমাকে পালন কত্তে হবে! পথ খুলে দাও, আমি যাব— পথ খুলে দাও, আমি বলছি।

সেনানায়ক। দেবি! মার্জনা করবেন, আমাদের আদেশ নাই।

মহিষী। আদেশ নাই? কার আদেশ নাই? মেওয়ারের অধীশ্বরী আদেশ কচ্ছেন, তোমরা পথ খুলে দাও।

সেনানায়ক। দেবি! আমাদের মার্জনা করবেন।

মহিষী। কি! সুরদাস! রক্ষকগণ! তোমরা থাকতে আমার এই অবমাননা।

সুরদাস। মহাশয়! রাজমহিষীর আদেশ শুনছেন না? পথ পরিষ্কার করুন— নচেৎ—

সেনানায়ক। আপনি চুপ করুন-না মহাশয়।

মহিষী। সুরদাস! ভীরু! এখনো তুমি সহ্য করে আছ? তোমার তলবার কি কোষের মধ্যে বদ্ধ থাকবার জন্যই হয়েছে?

সুরদাস। দেবি! শুদ্ধ আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলেম। রক্ষকগণ, পথ পরিষ্কার করো।

[নিষ্কোষিত অসি লইয়া আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় দলের প্রস্থান

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মন্দির-সমীপস্থ বনের অপর প্রান্ত

সরোজিনী ও অমলার প্রবেশ

সরোজিনী। না অমলা, আমাকে আর তুমি বাধা দিও না— আমার রক্ত না দিলে আর কিছুতেই দেবীর ক্রোধ-শান্তি হবে না। দেবতাদের বঞ্চনা কত্তে গিয়ে দেখো আমরা কি ভয়ানক বিপদেই পড়েছি। দেখো আমাদের গতি-রোধ করবার জন্য সৈন্যরা এই বনের চার দিক ঘিরে ফেলেছে। এখন আর পালাবার কোনো উপায় নেই। আমি এখন মন্দিরেই যাই। দেখো অমলা, আমি যে সেখানে যাচ্ছি, মা যেন তা কিছুতেই টের না পান। পিতা যে আমাকে আবার মন্দিরে যাবার জন্যে বলে পাঠিয়েছেন, এ কথা যেন তিনি শুনতে না পান— তা শুনলে তিনি মনে অত্যন্ত কষ্ট পাবেন।

অমলা। না রাজকুমারি! তোমার মন্দিরে গিয়ে কাজ নেই। মহারাজ তো এখন পাগলের মতো হয়েছেন, একবার পালাতে বলছেন আবার ডেকে পাঠাচ্ছেন, তাঁর কথা কি এখন শুনতে আছে? এখন এখান থেকে পালাতে পাল্লেই ভালো, তুমি সেখানে যেও না— কেন বলো দিকি আমাদের দুঃখ দেও—মরতে কি তোমার এতই সাধ?

সরোজিনী। পিতা আমাকে আর-একটি যে আদেশ করেছেন তা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে প্রার্থনীয়। দেখ্‌ অমলা, আমার আর বাঁচতে সাধ নেই।

অমলা। রাজকুমারি! মহারাজ আবার কি আদেশ করেছেন?

সরোজিনী। কুমার বিজয় সিংহের সঙ্গে বোধ হয় পিতার কি একটা মনান্তর উপস্থিত হয়েছে; রাজকুমারের উপর তাঁর এখন বিষ-দৃষ্টি। আর পিতা আমাকেও এইরূপ আদেশ করেছেন, যেন আমিও তাঁকে জন্মের মতো বিস্মৃত হই। অমলা, দেখো দিকি এর চাইতে কি আমার মরণ ভালো না? (ক্রন্দন) আমি বেঁচে থাকতে কুমার বিজয় সিংহকে কখনোই বিস্মৃত হতে

পারব না। আমি রামদাসকে কত বারণ কল্লেম কিন্তু সে কিছুতেই শুনলে না— সে আমার বলিদান রহিত করবার জন্যে আবার পিতার কাছে গেছে; কিন্তু দেখো অমলা আমার বাঁচতে আর সাধ নেই, এখন আমার মরণ হলেই সকল যন্ত্রণার শেষ হয়।

অমলা। ওমা! কি সর্বনাশের কথা! এত দূর হয়েছে তা তো আমি জানি নে।

সরোজিনী। দেখ্ অমলা! দেবতারা সদয় হয়েই আমার মৃত্যু আদেশ করেছেন— এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি আমার উপর তাদের কত কৃপা! ও কে আসছে? একি? কুমার বিজয় সিংহই যে এ দিকে আসছেন!

অমলা। রাজকুমারি! আমি তবে এখন যাই।

[অমলার প্রস্থান

বিজয় সিংহের প্রবেশ

বিজয়। রাজকুমারি! এসো আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এসো, এই বনের চতুর্দিকে যে-সকল লোক একত্র হয়ে উন্মত্তবৎ চীৎকার কচ্ছে— তাদের চীৎকারে কিছুমাত্র ভীত হোয়ো না। আমার এই ভীষণ অসির আঘাতে লোকের জনতা ভঙ্গ হয়ে এখনি পথ পরিষ্কৃত হবে। যে-সকল সৈন্য আমার অধীন তারা এখনি আমার সঙ্গে যোগ দেবে। দেখি, কে তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে? কি রাজকুমারি, তুমি যে চুপ করে রয়েছ? তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন? তোমাকে আমি রক্ষা করতে পারব, তা কি তোমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না? এখন ক্রন্দনে কোনো ফল নাই; ক্রন্দনে যদি কোনো ফল হবার সম্ভাবনা থাকত তা হলে এতক্ষণে তা হত। তোমার পিতার কাছে তো তুমি অনেক কেঁদেছ!

সরোজিনী। না রাজকুমার, তা নয়, আপনার সঙ্গে যে আজ আমার এই শেষ দেখা, এই মনে করেই আমার— (ক্রন্দন)

বিজয়। কি! শেষ দেখা? তুমি কি তবে মনে কচ্ছ আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না?

সরোজিনী। রাজকুমার! আমার জীবন-রক্ষা হলে আপনি কখনোই সুখী হতে পারবেন না।

বিজয়। ও কি কথা রাজকুমারি? আমি তা হলে সুখী হব না? তুমি

বেশ জেনো যে, তোমারই জীবনের উপর বিজয় সিংহের সুখ-শান্তি সমস্তই নির্ভর কচ্ছে।

সরোজিনী। না রাজকুমার! এই হতভাগিনীর জীবন-সূত্রে বিধাতা আপনার সুখ-সৌভাগ্য বন্ধন করেন নি। সকলই বিধাতার বিড়ম্বনা! তাঁর বিধান এই যে, আমার মৃত্যু না হলে আপনি কখনোই সুখী হতে পারবেন না। মনে করে দেখুন দিকি, মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করলে আপনার কত গৌরব-বৃদ্ধি হবে। আবার দেবী চতুর্ভুজার এইরূপ দৈববাণী হয়েছে যে, আমার রক্ত-দ্বারা সিঞ্চিত না হলে সেই যুদ্ধক্ষেত্র কখনোই ফলবান হবে না। তা দেখুন, আমার মৃত্যু ভিন্ন দেশ উদ্ধারের আর কোনো উপায়ই নেই। সমস্ত রাজপুত সৈন্যও এইজন্যে আমার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা কচ্ছে। তা রাজকুমার! আমাকে আর বাঁচাতে চেষ্টা করবেন না। মুসলমানদের হাত থেকে সমস্ত রাজস্থানকে আপনি উদ্ধার করবেন বলে পিতার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন— তাই এখন পালন করুন। রাজকুমার! আমি যেন মনের চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, যেই আমার চিতা প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে— অমনি আল্লাউদ্দিনের বিজয়লক্ষ্মী ম্লান হবে— তার জয়-পতাকা দিল্লির প্রাসাদশিখর হতে ভূমিতলে স্খলিত হবে— তার সিংহাসন কম্পমান হবে— রাজকুমার! এই আশায় আমার মন উৎফুল্ল হয়েছে— এই আশা-ভরে আমি অনায়াসে প্রাণত্যাগ কত্তে পারব; তাতে আমি কিছুমাত্র কাতর হব না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমি মলেম তাতে কি, আমার মৃত্যু যদি আপনার অক্ষয় কীর্তির সোপান হয়— দেশ-উদ্ধারের উপায় হয়, তা হলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। রাজকুমার, আমাকে এখন জন্মের মতো বিদায় দিন—

বিজয়। না, রাজকুমারি, আমি কখনোই পারব না। কে তোমায় বললে যে, চতুর্ভুজা দেবী এইরূপ দৈববাণী করেছেন? এ কথা যে বলে সে দেবতাদের অবমাননা করে। দেবতারা কি কখনো নির্দোষী অবলার রক্তে পরিতৃপ্ত হন? এ কথা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। আমরা যদি দেশের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করি তা হলেই দেবতারা পরিতুষ্ট হবেন; সেজন্য তুমি ভেবো না। এখন আমার এই বাহু-যুগল যদি তোমার জীবন-রক্ষা করতে পারে তা হলেই আমি মনে করব, আমার সকল গৌরব লাভ হল—

আমার সকল কামনা সিদ্ধ হল। এসো রাজকুমারি, আর বিলম্ব কোরো না, আমার অনুবর্তিনী হও।

সরোজিনী। রাজকুমার! আমাকে মার্জনা করবেন, কি করে আমি পিতার অবাধ্য হব? আমি যে তাঁর নিকট মহাঋণে বদ্ধ আছি— তাঁর আজ্ঞা-পালন ভিন্ন সে ঋণ হতে কি করে মুক্ত হব?

বিজয়। সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ কর্তব্য তা কি তিনি রক্ষা করেছেন যে, তুমি তাঁর আদেশ-পালনে এত ব্যগ্র হয়েছ? রাজকুমারি, আর বিলম্ব কোরো না— আমার অনুরোধ শোনো।

সরোজিনী। রাজকুমার! পুনর্বার বলছি আমাকে মার্জনা করুন। আমার জীবন অপেক্ষা আমার ধর্ম কি আপনার চক্ষে অধিক মূল্যবান বোধ হয় না? এ দুঃখিনীকে আপনি মার্জনা করুন, কেমন করে আমি পিতার কথা লঙ্ঘন করব?

বিজয়। আচ্ছা, এ বিষয়ে তবে আর কোনো কথা কবার প্রয়োজন নাই। তোমার পিতারই আদেশ এখন পালন করো। মৃত্যু যদি তোমার এতই প্রার্থনীয় হয়ে থাকে, স্বচ্ছন্দে তুমি তাকে আলিঙ্গন করো; আমি আর তাতে বাধা দেব না। রাজকুমারি, যাও আর বিলম্ব কোরো না, আমিও সেখানে এখন যাচ্ছি। যদি চতুর্ভুজা দেবী শোণিতের জন্য বাস্তবিকই লালায়িত হয়ে থাকেন, তা হলে শীঘ্রই তাঁর শোণিত-পিপাসা নিবৃত্ত হবে, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন রক্তপাত আর কেউ কখনো দেখে নি। আমার অন্ধ-প্রেমের নিকট কিছুই অধর্ম বলে বোধ হবে না। প্রথমেই তো পুরোহিত নরাধমের মুণ্ডপাত করতে হবে— তার পরে, আর যে-সকল পাষণ্ড ঘাতক আর সহকারী হয়েছে, তাদেরও রক্তে আমি যজ্ঞবেদি ধৌত করব। এই প্রলয়-কাণ্ডের মধ্যে যদি দৈবাৎ অসির আঘাতে তোমার পিতারও কোনো অনিষ্ট হয়, তা হলেও আমি দায়ী নই— সেও জানবে তোমার এই অতি পিতৃ-ভক্তির ফল।

[বিজয় সিংহের প্রস্থানোদ্যম

সরোজিনী। রাজকুমার! একটু অপেক্ষা করুন— আমি যাচ্ছি— আমি—

[বিজয় সিংহের প্রস্থান

(স্বগত) হা! কুমার বিজয় সিংহও আমার উপর বিমুখ হলেন!

প্রাণের উপর আমার যে একটুকু মমতা এখনো পর্যন্ত ছিল, এইবার তা একেবারে চলে গেল— এখন আর আমার বাঁচতে একটুকুও সাধ নেই— এখন যে দিকেই দেখি, মৃত্যুই আমার পরম বন্ধু বলে মনে হচ্ছে। মা চতুর্ভুজা! এখনি আমাকে গ্রহণ করো, আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

রাজমহিষী, সুরদাস ও রক্ষকগণের প্রবেশ

মহিষী। (দৌড়িয়া গিয়া সরোজিনীকে আলিঙ্গনপূর্বক) এ কি! আমার বাছাকে একা ফেলে সকলে চলে গেছে? রামদাস কোনো কাজের নয়— তোমাকে নিয়ে এখনো পালাতে পারে নি? তারা সব কোথায় গেল? অমলা কোথায়?

সরোজিনী। মা, তারা নিকটেই আছে।

মহিষী। আহা! বাছার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে। আহা! ছেলেমানুষ, ওর কি এ-সব ক্লেশ সহ্য হয়?

মহিষী। (দূরে সৈন্যদের আগমন লক্ষ্য করিয়া) আবার ঐ রক্তপিপাসুরা এখানে কেন আসছে? (সুরদাসের প্রতি) ভীরু! তোরা কি বিশ্বাসঘাতক হয়ে আমাদের শত্রুহস্তে সমর্পণ করবি বলে মনে করেছিস?

সুরদাস। দেবি! ও কথা মনেও স্থান দেবেন না। যতক্ষণ আমাদের দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকবে, ততক্ষণ আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হব না— তার পরেই আপনার চরণতলে প্রাণ বিসর্জন করব। কিন্তু আমাদের এই দুই-চারিজন দ্বারা আর কত আশা কত্তে পারেন? একজন নয়, দুইজন নয়, শিবিরের সমস্ত সৈন্যই এই নিষ্ঠুর উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে— কোথাও আর দয়ার লেশমাত্র নাই। এখন ভৈরবাচার্যই সর্বময় কর্তা হয়ে প্রভুত্ব কচ্ছেন। তিনি বলিদানের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন। মহারাজও পাছে তাঁর প্রভুত্ব ও রাজত্ব যায়, এই ভয়ে তাদের মতেই মত দিয়েছেন। কুমার বিজয় সিংহ, যাকে সকলেই ভয় করে, তিনিও যে এর কিছু প্রতিবিধান কত্তে পারবেন তা আমার বোধ হয় না। তারই বা দোষ কি? যে সৈন্যতরঙ্গ চারি দিক ঘিরে রয়েছে, কার সাধ্য তার মধ্যে প্রবেশ করে।

রাজমহিষী। ওরা আসুক-না; দেখি কেমন করে বাছাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে, আমায় না মেরে ফেললে তো আর নিয়ে যেতে পারবে না।

সরো। মা! এই অভাগিনীকে কি কুক্ষণেই গর্ভে ধারণ করেছিলে! আমার এখন যেরূপ অবস্থা, তাতে তুমি মা আমাকে কি করে বাঁচাবে? মানুষ ও দৈব সকলেই আমার প্রতিকূল, আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করা বৃথা— শিবিরের সকল সৈন্যই পিতার বিদ্রোহী হয়েছে— মা, তাঁরও এতে কিছু দোষ নেই।

রাজমহিষী। বাছা! তুমি তো কিছুতেই তাঁর দোষ দেখতে পাও না। তাঁর এতে মত না থাকলে কি এ-সব কিছু হতে পারত?

সরোজিনী। মা! তিনি আমাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন।

মহিষী। বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন বই-কি— সে কেবল তাঁর প্রবঞ্চনা— চাতুরী।

সরোজিনী। দেবতাদের হতেই তাঁর সকল সুখসৌভাগ্য— কেমন করে তাঁদের আদেশ তিনি অগ্রাহ্য করবেন? মা, আমার মৃত্যুর জন্যে কেন তুমি এত ভাবছ? আমি গেলেও তো আমার বারো জন ভাই থাকবেন, মা, তাঁদের নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে।

মহিষী। বাছা! তুইও কি নিষ্ঠুর হলি? কোন্ প্রাণে তুই আমায় ছেড়ে যাবি বল্ দিকি? বাছা, আমায় ছেড়ে গেলেই কি তুই সুখী হোস? হা, একি! ঐ পিশাচেরা যে এই দিকেই আসছে। এইবার দেখছি আমার সর্বনাশ হল।

সেনানায়কের সহিত কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ

সেনানায়ক। (সরোজিনীর প্রতি) রাজকুমারি! আপনাকে মন্দিরে লয়ে যাবার জন্য মহারাজ আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

সরোজিনী। মা! আমি তবে চললেম, এইবার অভাগিনীকে জন্মের মতো বিদায় দাও— মা! এইবার শেষ দেখা— এ জন্মে বোধ হয় আর দেখা হবে না। (ক্রন্দন)

সৈন্যগণের সহিত সরোজিনীর গমনোদ্যম

মহিষী। বাছা, আমাকে ছেড়ে তুই কোথায় যাবি? আমি তোকে কখনোই ছাড়ব না, আমিও সঙ্গে যাব। সত্যই যদি চতুর্ভুজা দেবী বলি চেয়ে থাকেন তা হলে আমি প্রস্তুত আছি— মহারাজ, আমায় বলি দিন।

সরোজিনী। মা! ওকথা বোলো না, চতুর্ভুজা দেবী আমার রক্ত ভিন্ন

আর কিছুতেই তৃপ্ত হবেন না। মা, আমার জন্যে তুমি কেন ভাবছ? আমার মরতে একটুও দুঃখ হবে না। আমি সুখে মরতে পারব। কেবল তোমাকে যে আর এ জন্মে দেখতে পাব না, এইজন্যেই আমার— (ক্রন্দন)

সেনানায়ক। রাজকুমারি! আর বিলম্ব করে কাজ নেই। মহারাজ আপনার কাছে এই কথা বলতে বলে দিয়েছেন যে যদি পিতার অবাধ্য হতে আপনার ইচ্ছা না থাকে তা হলে আর তিলার্ধ বিলম্ব করবেন না।

সরোজিনী। মা! আমি তবে চললেম। আর কি বলব? আমার এখন একটি কথা রেখো, আমার মৃত্যুর জন্যে যেন পিতাকে তিরস্কার কোরো না। এই আমার শেষ অনুরোধ। এখন আমি জন্মের মতো বিদায় হলেম। আর একটি অনুরোধ, যতদিন রোশেনারা এখানে থাকবে, সে যেন কোনো কষ্ট না পায়।

কতিপয় সৈন্যের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে সরোজিনীর প্রস্থান ও রাজমহিষীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন

সেনানায়ক। (রাজমহিষীর প্রতি) দেবি! আপনাকে সঙ্গে যেতে মহারাজ নিষেধ করেছেন।

রাজমহিষী। কি! আমায় যেতে নিষেধ? আমি নিষেধ মানি নে; বাছা আমার যেখানে যাবে, আমিও সেইখানে যাব— দেখি আমায় কে আটকায়? ছাড়্ পথ বলছি। আমার কথা শুনছিস নে— রাজমহিষীর কথা শুনছিস নে? সুরদাস, তোমরা এখানে কি কত্তে আছ?

সুরদাস। দেবি! এবার মহারাজের আদেশ, এবার কি করে—

রাজমহিষী। ভীরু! দে তোর তলবার! (সুরদাসের নিকট হইতে তলবার কাড়িয়া লইয়া সেনানায়কের প্রতি) পথ ছেড়ে দে— নাহলে এখনি তোর—

সেনানায়ক। (স্বগত) রাজমহিষীর গাত্র কি করে স্পর্শ করি? পথ ছাড়তে হল।

[সেনাগণের পথ ছাড়িয়া দেওন ও রাজমহিষীর বেগে প্রস্থান, পরে সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্দিরের নিকটস্থ একটি বিজন স্থান

ভৈরবাচার্যের প্রবেশ

ভৈরব। (সংক্রমণ করিতে করিতে স্বগত) এখনই তো হিন্দুদের মধ্যে বেশ ঝগড়া বেধে উঠেছে, বলিদানের সময় দেখছি আরো তুমুল হয়ে উঠবে। চিতোরপুরী তো এখন একপ্রকার অরক্ষিত বললেও হয়; সেখান থেকে প্রায় সমস্ত সৈন্যই এখানে পুজা দেবার জন্যে চলে এসেছে; এই ঠিক আক্রমণের সময়। এ দিকে হিন্দুরা আপনাদের মধ্যে কলহ করে সময় অতিবাহিত করবে— ও দিকে আল্লাউদ্দিন চিতোরপুরী আক্রমণের বেশ অবসর পাবেন। যদিও চিতোর এখান থেকে দূর নয়, তবুও হিন্দুদের প্রস্তুত হয়ে যথাকালে সেখানে পৌঁছিতে বিলম্ব হবার সম্ভাবনা। আর, এই যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্বন্ধে দুই-একদিনের অগ্র-পশ্চাতই সমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। এবার আমাদের নিশ্চয়ই জয় হবে; আর, শুদ্ধ জয় নয়, আমি যে ফন্দি করেছি, তাতে চিতোরের সিংহাসন চিরকালের জন্য আমাদের অধিকৃত হবে। লক্ষ্মণ সিংহের তেজস্বী পুত্রগণ বেঁচে থাকতে আমাদের সে আশা কখনোই পূর্ণ হবার নয় কিন্তু তারও এক উপায় করেছি। আমি যে মিথ্যা দৈববাণী করেছিলেম যে--

— বাপ্পা-বংশ জাত
যদি দ্বাদশ কুমার, রাজ-ছত্রধারী,
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,
না রহিবে তব বংশে রাজলক্ষ্মী আর।

এই কথা সেই নির্বোধ ধর্মান্ধ লক্ষ্মণ সিংহ দৈববাণী বলে বিশ্বাস করেছে আর সে যে এই বিশ্বাস-অনুযায়ী কাজ করবে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নাই; আর তা হলেই আমার যা মতলব তা সিদ্ধ হবে; লক্ষ্মণ সিংহ একেবারে নির্বংশ হবে, তার দ্বাদশ পুত্রকেই যুদ্ধে প্রাণ দিতে হবে; আর তার পুত্রগণ মলেই আমরা নিষ্কণ্টকে ও নির্বিবাদে চিতোর-রাজ্য ভোগ কত্তে পারব। এখন কিন্তু আমাদের বাদশাকে কি করে সংবাদ দি? সেই ফত্তে উল্লা বেটা ছিল— বোকাই হোক আর যাই হোক অনেক সময় আমার কাজে আসত;

সে বেটা যে— সেই গেছে— আর ফিরে আসবার নামও করে না। এখন কি করি ? বেটা এখন এলে যে বাঁচি ; ও কে ? এই যে! সেই বেটাই তো আসছে দেখছি— নাম কত্তে কত্তেই এসে উপস্থিত।

ফতে উল্লার প্রবেশ

ফতে। চাচাজি! মুই আয়েছি, স্যালাম।

ভৈরব। তুমি এসেছ— আমাকে কৃতার্থ করেছ আর কি ? হারামজাদা, আমি তোকে এত করে শিখিয়ে দিলেম— এর মধ্যেই সব জলপান করে বসে আছিস ?

ফতে। (মহম্মদের প্রতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া) কি মোরে শেখায়েছ ?

ভৈরব। আমি যে তোকে বলে দিয়েছিলেম যে, আমাকে কখনো এখানে সেলাম করবি নে— আমাকে হিন্দুদের মতন প্রণাম করবি, তা এই বুঝি ?

ফতে। চাচাজি! ওডা মোর ভুল হয়েছে— এই আবার প্যান্নাম করি— (প্রণাম করণ) এই— স্যালামও যা, প্যান্নামও তা ; কথাডা অ্যাহি, তবে কি না এডা, হাঁদুর কায়দা— ওডা মোসলমানির কায়দা—

ভৈরব। আর তোমার ব্যাখ্যায় কাজ নেই— ঢের হয়েছে।

ফতে। চাচাজি! ওডা যে ভুল হয়েছে, তাতো মুই স্বীকেরই কচ্ছি— আবার ধমকাও ক্যান্ ?

ভৈরব। আবার বেটা আমাকে চাচাজি বলে ডাকছিস্ ? তোকে আমি হাজার বার বলে দিয়েছি, আমাকে ভৈরবাচার্য মশায় বলে ডাকবি, তবু তোর চাচাজি কথা এখনো ঘুচল না ? কোন্ দিন দেখছি তোর জন্যে আমাকে মুসলমান বলে ধরা পড়তে হবে।

ফতে। মুই কি বলছি ? মুই তো ঐ বলছি— তবে কিনা অত বড়ো বাৎটা মোর মুয়ে আসে না— তাই ছোটো করে লয়েছি—

ভৈরব। ভালো, না হয়, আচার্য্যিই বল্— চাচাজি কিরে বেটা ?

ফতে। এই গ্যাহ! মুই আর বলছি কি ? মুইও তো তাই বলছি!

ভৈরব। তুই কি বলছিস্ ? আচ্ছা বল্ দিকি আচার্য্যি।

ফতে। চাচাজি, তুমি যা বলছ মুইও তো তাই বলছি।

ভৈরব। হাঁ তা ঠিকই বলছিস। (স্বগত) দূর কুর্— বেটার সঙ্গে আর

বকতে পারা যায় না। (প্রকাশ্যে) ভালো, সে কথা যাক। তুই আসতে এত দেরি কল্লি কেন বল্ দিকি ?

ফতে। দের্ কল্লাম ক্যান্ ? মোর যে কি হাল হয়ছ্যাল তা তো তুমি একবারও পুছ্ কর্বা না চাচাজি? খালি দের্ কল্লি ক্যান? দের্ কল্লি ক্যান? (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন) মুই যে কি নাকাল হয়েছি— তা খোদাই জানে— আর কি কব।

ভৈরব। চুপ্ চুপ্ চুপ্! অমন করে চেঁচাস নে— (স্বগত) এ বেটা আমাকে মজালে দেখছি। ভাগ্যি এ স্থানটি নির্জন ছিল তাই রক্ষে। আঃ— এ বেটাকে নিয়ে পারাও যায় না— আবার এ না হলেও আমার চলে না। ভালো মুশকিলেই পড়েছি। (প্রকাশ্যে) তোর কি হয়েছিল বল্ দিকি; আস্তে আস্তে বল্, অত চেঁচাস নে।

ফতে। (মৃদুস্বরে) আর দুক্কের কথা কব কি চাচাজি; মুই এহানে আস্ছেলাম— পথের মদ্দি হ্যাদু বেটারা মোরে চোর বলি ধরপাকড় করি কয়েদ কল্লে, আর কত যে বেইজ্জৎ কল্লে তা তোমার সাক্ষাতি আর কব কি— স্যাশে যহন টাহাকড়ি কিছু পালে না তহন মোর কাপড়-চোপড় কাড়ি লয়ে এক গালে চুন আর এক গালে কালি দে হাঁকায়ে দেলে। মোর আবস্থার কথা তোমার কাছে আর কি কব চাচাজি।

ভৈরব। আর কোনো কথা তো তুই প্রকাশ করিস নি? তা হলেই সর্বনাশ!

ফতে। মোর প্যাটের কথা কেউ জানতি পারবে? এমন বোকা মোরে পাও নি। মোর জান যাবে তবু প্যাটের কথা কেউ জানতি পারবে না।

ভৈরব। ভালো, তোর প্যাটের কথাই যেন কেউ না জানতে পাল্লে। কিন্তু তোর কাছে যে আমার চিটির নকলগুলো ছিল সে-সব তো ফেলে আসিস নি?

ফতে। ঐ যাঃ! চাচাজি! সেগুলো মোর বুচ্‌কির মদ্দি ছ্যাল চাচাজি!

ভৈরব। (সচকিতভাবে) অ্যাঁ? বেটা করিছিস কি? সর্বনাশ করিছিস?

ফতে। মোর কাপড়-চোপড় কাড়ি ন্যালে তো মুই করব কি? মুই যে জান লয়ে পেলিয়ে এসতে পারেছি এই মোর বাপ্‌পোর ভাগ্যি।

ভৈরব। (স্বগত) তবেই তো সর্বনাশ! এখন কি করা যায়? তবে

কিনা চিটিগুলো ফার্সিতে লেখা তাই রক্ষে। হিন্দু বেটাদের সাধ্যি নেই যে, সে লেখা বোঝে। না— সে বিষয়ে কোনো ভয় নেই। (প্রকাশ্যে) দেখ্, তোকে ফের দিল্লি যেতে হচ্ছে। এই চিটিটা বাদশার কাছে নিয়ে যা— পারবি তো?

ফতে। পারব না ক্যান? মুই এহনি নিয়ে যাচ্ছি। এহান হতি মুই যাতি পাল্লিই বাঁচি।

ভৈরব। তবে এই নে (পত্রপ্রদান) দেখিস, এবার খুব সাবধানে নিয়ে যাস।

ফতে। মোরে আর বলতি হবে না— মুই চললাম— স্যালাম চাচাজি।

[ফতে উল্লার প্রস্থান

ভৈরব। যাই— দেখি-গে, মন্দির-প্রাঙ্গণে বলিদানের কিরূপ উদ্যোগ হচ্ছে। বোধ হয় এতক্ষণে সব প্রস্তুত হয়ে থাকবে।

[ভৈরবাচার্যের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ

ধূপধুনা প্রভৃতি বলিদানের সজ্জা— সংযোজিনী যজ্ঞবেদির সম্মুখে উপবিষ্টা—
লক্ষ্মণ সিংহ ম্লানভাবে দণ্ডায়মান— পুরোহিত ভৈরবাচার্য আসনে উপবিষ্ট—
লক্ষ্মণ সিংহের নিকট রণধীর দণ্ডায়মান— চতুঃপার্শ্বে সৈন্যগণ

ভৈরবাচার্য। মহারাজ! আর বিলম্ব নাই, বলিদানের সময় হয়ে এসেছে, এইবার অনুমতি দিন।

লক্ষ্মণ। আমাকে এখন জিজ্ঞাসা করা যা— আর ঐ প্রাচীরকে জিজ্ঞাসা করাও তা— আমার অনুমতিতে তোমাদের এখন কি কাজ হবে? এখন ঐ রক্তপিপাসু রণধীর সিংহকে জিজ্ঞাসা করো— এই উন্মত্ত রাজপুত সৈন্যদের জিজ্ঞাসা করো— আমার কথা এখন কে শুনবে? আমার কর্তৃত্ব এখন কে মানবে?

রণধীর। মহারাজ! দৈবের প্রতিকূলে সংগ্রাম করা নিষ্ফল।

ভৈরব। মহারাজ! শুভক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, আর বিলম্ব করা যায় না— জয় চতুর্ভুজা দেবীর জয়!

সৈন্যগণ। (কলরব করত) জয় চতুর্ভুজা দেবীর জয়! মহারাজ, শীঘ্র আদেশ দিন— আর বিলম্ব করবেন না—

সরোজিনী। পিতঃ! অনুমতি দিন, আর বিলম্বে ফল কি? দেখুন, আমার রক্তের জন্যে সকলেই লালায়িত হয়েছে, এই বেলা কার্য শেষ হয়ে যাক্, আপনার এই হতভাগিনী দুহিতাকে জন্মের মতো বিদায় দিন।

লক্ষ্মণ। (ক্রন্দন) না মা, আমি তোমাকে কিছুতেই বিদায় দিতে পারব না। বৎসে! তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, যদিও আমি তোমার পিতা-নামের যোগ্য নই। তবুও বৎসে, মনে কোরো না আমার হৃদয় একেবারেই পাষাণে নির্মিত। রণধীর, তুই তো আমার সর্বনাশের মূল। কি কুক্ষণেই আমি তোর পরামর্শ শুনেছিলেম! কতবার আমি মন পরিবর্তন করেছি— আর কতবার তুই আমাকে ফিরিয়ে এনিছিস। না, আমি এ কাজে কখনোই অনুমোদন করব না। রণধীর, না, আমার এতে মত নেই— আমার রাজত্বেরই লোপ হোক, আর মুসলমানদেরই জয় হোক, বা দেশই উৎসন্ন হয়ে যাক, তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

সৈন্যগণ। অমন কথা বলবেন না মহারাজ— অমন কথা বলবেন না। বাপ্পা রাওর বংশে ওরূপ কথা শোভা পায় না।

সরোজিনী। পিতঃ! আমার জন্যে আপনি কেন তিরস্কারের ভাগী হচ্ছেন? যদি আমার এই ছার জীবনের বিনিময়ে শত শত কুলবধূ অস্পৃশ্য অপবিত্র যবন-হস্ত হতে নিস্তার পায় তা হলেই আমার এই জীবন সার্থক হবে। পিতঃ, রাজপুত-কন্যা মৃত্যুকে ভয় করে না। সেজন্য আপনি কেন চিন্তিত হচ্ছেন?

সৈন্যগণ। ধন্য বীরাঙ্গনা! ধন্য বীরাঙ্গনা! আশ্চর্য মহাশয়, তবে আর বিলম্ব কেন? জয় চতুর্ভুজা দেবীর জয়!

লক্ষ্মণ। না মা, তোমার কথা আমি শুনব না— ভৈরবাচার্য মহাশয়! আপনি এখান থেকে উঠুন— উঠুন বলছি— এ-সব সজ্জা দূরে নিক্ষেপ করুন— আমি থাকতে কখনোই হবে না। যাও রণধীর! তুমি তোমার সৈন্যদের নিয়ে এখনই প্রস্থান করো। আমি থাকতে তোমার কর্তৃত্ব কিসের? আমি রাজা, তা কি তুমি জান না?

রণধীর। মহারাজ! যতক্ষণ রাজা দেশের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, ততক্ষণই তিনি রাজা নামের যোগ্য।

সরোজিনী। পিতঃ! আপনি কেন আমার জন্যে অপমানের ভাগী হচ্ছেন? আমার জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না। এ কথা যেন কেউ না বলতে পারে যে, আমার পিতার জন্যে দেশ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হল; বাপ্পা রাওর বিশুদ্ধ বংশ কলঙ্কিত হল; বরং এর চেয়ে আমার মৃত্যুও শতগুণে প্রার্থনীয়।

লক্ষ্মণ। না মা, লোকে আমায় যাই বলুক, আমি কখনোই তোমাকে মৃত্যুমুখে যেতে দেব না। তোমার ও সুকুমার দেহে পুষ্পের আঘাতও সহ্য হয় না— তুমি এখন বাছা কি করে— কি করে— ওঃ— ভৈরবাচার্য মহাশয়! যান— আপনাকে আর প্রয়োজন না। যান, বলছি। এখনই এখান থেকে প্রস্থান করুন।

ভৈরব। (রণধীর সিংহের প্রতি) মহাশয়! মহারাজ কি আদেশ কচ্ছেন শুনছেন তো? এখন কি কর্তব্য বলুন।

রণধীর। মহারাজ! এই কি আপনার ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা? এই কি আপনার দেশানুরাগ? এই কি আপনার দেবভক্তি? এইরূপে কি আপনি সূর্যবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্রের বংশ বলে পরিচয় দেবেন? আর, চতুর্ভুজা দেবীর এই পবিত্র মন্দিরে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর সমক্ষেই আপনি তাঁর অবমাননা কত্তে সাহসী হচ্ছেন?

লক্ষ্মণ। কি, দেবীর অবমাননা? না রণধীর, আমা হতে তা কখনোই হবে না। তোমাদের যা কর্তব্য তা করো, আমি চললেম। (গমনোদ্যম)

ভৈরব। ও কি মহারাজ! কোথায় যান? আপনি গেলে উৎসর্গ করবে কে? তা কখনোই হতে পারে না।

লক্ষ্মণ। (ফিরিয়া আসিয়া) তোমরা আমাকে মার্জনা করো, এ নিষ্ঠুর দৃশ্য আর আমি দেখতে পারি নে।

রণধীর। না! মহারাজ! আপনাকে এ দৃশ্য আর দেখতে হবে না; আমি তার উপায় কচ্ছি। মহারাজ! আপনি এখন শিশুর ন্যায় হয়েছেন, শিশুকে যেরূপে ঔষধ খাওয়াতে হয়, আমাদের এখন সেইরূপ উপায় অবলম্বন কত্তে হবে। আসুন, এই বস্ত্র দিয়ে আপনার চক্ষু বন্ধন করে দি— তা হলে আর আপনার কষ্ট হবে না।

লক্ষ্মণ। তোমাদের যথা অভিরুচি করো। আমার নিজের উপর এখন

কোনো কর্তৃত্ব নেই। তোমরা এখন যা বলবে তাই করব; দাও, আমার চক্ষু বন্ধন করে দাও।

রণধীর কর্তৃক বস্ত্রদ্বারা রাজার চক্ষু বন্ধন

লক্ষ্মণ। রণধীর! আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে।

রণধীর। আমি আপনার হাত ধরছি, আমার স্কন্ধের উপর আপনি শরীরের সমস্ত ভার নিক্ষেপ করুন। (ঐরূপ ভাবে দণ্ডায়মান) ভৈরবাচার্য মহাশয়, অনুষ্ঠান সংক্ষেপে সারতে হবে— মহারাজ অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ছেন।

ভৈরব। সেজন্য চিন্তা নাই। মুহূর্ত মধ্যেই আমি সমস্ত শেষ কচ্ছি। (পুষ্পাঞ্জলি লইয়া) শ্মশানালয়বাসিন্যৈ চতুর্ভুজাদেব্যৈ নমঃ। (খড়্গ লইয়া)

খড়্গায় খরধারায় শক্তিকার্যার্থতৎপর।

বলিশ্চেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গ-নাথ নমোঽস্তুতে॥

অদ্য কৃষ্ণে পক্ষে, অমাবস্যায়াং তিথৌ, সূর্যবংশীয়স্য শ্রীমল্লক্ষ্মণসিংহস্য বিজয়-কামনয়া, ইমাং বলিরূপিণীং কুমারীং সরোজিনীমহং ঘাতয়িষ্যামি। (সরোজিনীর প্রতি) মা, অধীর হোয়ো না।

সরোজিনী। (স্বগত) চন্দ্র! সূর্য! গ্রহ! নক্ষত্র! পৃথিবী! তোমাদের সবার নিকট এইবার আমি জন্মের মতো বিদায় নিলেম, একটু পরে আর এ চক্ষু তোমাদের শোভা দেখতে পাবে না। কিন্তু তাতেও আমি তত কাতর নই। তোমাদের আমি অনায়াসে পরিত্যাগ করে যেতে পারি; কিন্তু পিতাকে, মাকে, বিজয় সিংহকে ছেড়ে কেমন করে আমি— ওঃ! (ক্রন্দন) মা, তুমি কোথায়? তোমার সঙ্গে কি আর এ জন্মে দেখা হবে না? আমার এই দশা দেখেও কি তুমি নিশ্চিন্ত আছ? কুমার বিজয় সিংহ? তুমিও কি জন্মের মতো আমায় বিস্মৃত হলে? যদি কোনো অপরাধ করে থাকি তো মার্জনা করো। এই সময়ে একটিবার আমাকে দেখা দাও— আর আমি কিছু চাই নে। (ক্রন্দন)

ভৈরব। চতুর্ভুজার উদ্দেশে এইখানে প্রণাম করো। আর ক্রন্দন কোরো না। (সরোজিনীর প্রণত হওন) (ভৈরব খড়্গ হস্তে উত্থান করিয়া) জয় মা চতুর্ভুজে!

লক্ষ্মণ। (ব্যাকুলভাবে) এমন কাজ করিস নে— করিস নে— পাষণ্ড!

ক্ষান্ত হ! ছেড়ে দে আমাকে রণধীর! ছেড়ে দাও— ছেড়ে দাও আমাকে, তোমাকে মিনতি কচ্ছি, ছেড়ে দাও—

ভৈরব। মহারাজ! অধীর হবেন না। (পুনর্বার খড়্গ উঠাইয়া)—

জয় দেবি ভয়ঙ্করী! নিখিল-প্রলয়ঙ্করী!
যক্ষ-রক্ষ-ডাকিনী-সঙ্গিনী!
ঘোর কাল-রাত্রি-রূপা! দিগম্বর-বুকে দু-পা!
রণ-রঙ্গ-মত্ত-মাতঙ্গিনী!
জল-স্থল-রসাতল, পদ-ভরে টল-মল!
ত্রিনয়নে অনল ঝলকে!
শোণিত বরষা-কাল, বিদ্যুতয়ে তরবাল,
সিংহনাদ পলকে পলকে!
রক্তে-রক্ত মহা-মহী! রক্ত ঝরে অসি বহি!
রক্তময় খাঁড়া লক্-লকে!
লোল-জিহ্বা রক্ত-ভুখে, ক্ষত-অঙ্গ শত মুখে,
রক্ত বহে ঝলকে ঝলকে!
উর' কালি কপালিনী! উর' দেবি করালিনী
নর-বলি ধরো উপহার!
উর' জলধর-নিভা! উর' লক-লক-জিভা!
পুর' বাঞ্ছা সাধক-জনার!

জয় মা চতুর্ভুজে! (আঘাত করিবার উদ্যম)

সসৈন্যে বিজয় সিংহের দ্রুতবেগে ঘোর কোলাহলে প্রবেশ ও ভৈরবাচার্যের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লওন

লক্ষ্মণ। ভৈরবাচার্য মহাশয়! অমন নিষ্ঠুর কাজ করবেন না— করবেন না— আমার কথা শুনুন—

বিজয়। কি ভয়ানক! মহারাজের আজ্ঞার বিপরীতে এই দারুণ হত্যাকাণ্ড হতে যাচ্ছিল? (ভৈরবাচার্যের প্রতি) নিষ্ঠুর! পাষণ্ড! তোর এই কাজ?

লক্ষ্মণ। না জানি কোন্ দেবতা এসে আমার সহায় হয়েছেন— তুমি যেই হও, আমার চক্ষের বন্ধন মোচন করে দাও— আমি একবার দেখি, আমার সরোজিনী বেঁচে আছে কি না।

বিজয়। মহারাজ! আপনার আর কোনো ভয় নাই, আমি থাকতে আর কারো সাধ্য নাই যে রাজকুমারীর গাত্র স্পর্শ করে। আমি এখনই আপনার চক্ষের বন্ধন মোচন করে দিচ্ছি।

লক্ষ্মণ। কে? বিজয় সিংহের কণ্ঠস্বর না? আঃ বাঁচলেম! এইবার জানলেম আমার সরোজিনী নিরাপদ হল।

বিজয়। (স্বীয় সৈন্যের প্রতি) সৈন্যগণ! মহারাজের চক্ষের বন্ধন শীঘ্র মোচন করে দাও। (সৈন্যগণ কর্তৃক মহারাজের বন্ধন-মোচন)

রণধীর। দেখো বিজয় সিংহ! তুমি এক পদ অগ্রসর হয়েছ কি, এই অসি তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করবে।

বিজয়। (ভৈরবাচার্যকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি) সৈন্যগণ! দেখো দেখো, ঐ পাষণ্ড পুরোহিত পালাবার উদ্যোগ কচ্ছে— তোমরা ওকে ঐখানে ধরে রাখো— আগে রণধীরের রণসাধ মেটাই, তার পর ওরও মুণ্ডপাত কচ্ছি। (সৈন্যগণের ভৈরবকে ধৃতকরণ)

ভৈরব। (সকম্পে স্বগত) তবেই তো দেখছি সর্বনাশ! হা! অবশেষে আমার কপালে কি এই ছিল? এতদিনের পর দেখছি আমার পাপের শাস্তি পেতে হল! এখন বাঁচবার উপায় কি? (প্রকাশ্যে) মহাশয়, আমার এতে কোনো দোষ নাই— দেবতার আজ্ঞা কি করে বলুন দেখি—

বিজয়। আমি ওসব কিছু শুনতে চাই নে।

ভৈরব। মহাশয়! তবে স্পষ্ট কথা বলি, আমার বড়োই সন্দেহ হচ্ছে। যখন এই বলিদানে এত বাধা পড়ছে তখন বোধ হয়, এ বলি দেবীর অভিপ্রেত নয়; আমার গণনায় হয়তো কোনো ভুল হয়ে থাকবে। মহাশয়! কিছুই বিচিত্র নয়, মুনিরও মতিভ্রম হতে পারে। যদি অনুমতি হয় তো আর-একবার আমি গণনা করে দেখি।

লক্ষ্মণ। গণনায় ভুল? গণনায় ভুল? আ!

বিজয়। আচ্ছা, আমি আপনাকে গণনার সময় দিলেম। সৈন্যগণ, এখন ওঁকে ছেড়ে দাও। (ভৈরবাচার্যের গণনার ভানে মাটিতে আঁক-পাড়া)

(পরে বিজয় সিংহ রণধীরের নিকটে আসিয়া) এখন রণধীর সিংহ, এসো দিকি, দেখা যাক, কে কারে শমন-সদনে পাঠায়।

রণধীর। এসো— স্বচ্ছন্দে—

উভয়ের কিয়ৎকাল অসি-যুদ্ধ

ভৈরব। মহাশয়েরা একটু ক্ষান্ত হোন, বাস্তবিকই দেখছি আমার গণনায় ভুল হয়েছিল।

রণধীর। কি! গণনায় ভুল? (যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া) মহাশয়, আমি অস্ত্র পরিত্যাগ কল্লেম।

বিজয়। কি! এর মধ্যেই?

রণধীর। আর আপনার সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নাই।

বিজয়। সে কি মহাশয়?

রণধীর। আমি যে গণনায় ধ্রুব বিশ্বাস করে কেবল স্বদেশের মঙ্গল-কামনায় ও কর্তব্যবোধে এতদূর পর্যন্ত করেছিলেম, একটি অবলা বালাকে নিরপরাধে বলি দিয়ে, আর একটু হলেই সমস্ত রাজপরিবারকে শোকসাগরে নিমগ্ন কচ্ছিলেম— এমন-কি, রাজদ্রোহী হয়ে আমাদের মহারাজের প্রতি কত অত্যাচার, কত অন্যায় ব্যবহারই করেছি, সেই গণনায় বিশ্বাস করেই আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম। সেই গণনায় যখন ভুল হল তখন তো আমার সকলই ভুল। কি আশ্চর্য! দেখুন দিকি আচার্য মহাশয়! আপনার এক ভুলে কি ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হয়েছে; আপনারা দেখছি, সকলই কত্তে পারেন! আপনাকে আর কি বলব— আপনি ব্রাহ্মণ— নচেৎ—

ভৈরব। মহাশয়! শাস্ত্রেই আছে— 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ'। যখন মহারাজ বলিদানের বিরোধী হয়ে দাঁড়ালেন আমার তখনই মনে একটু সন্দেহ হয়েছিল যে, যখন এতে একটা বাধা পড়ল তখন অবশ্য এ বলি দেবতার অভিপ্রেত নয়; আমার গণনার কোনো ব্যতিক্রম হয়ে থাকবে। সেইজন্য আমিও একটু ইতস্তত কচ্ছিলেম। তা যদি আমার মনে না হত তা হলে তো আমি কোন্ কালে কার্য শেষ করে ফেলতেম। তার পর যখন আবার কুমার বিজয় সিংহ এসে প্রতিবন্ধকতাচরণ কল্লেন তখন আমার সন্দেহ আরো দৃঢ় হল— তখন মহাশয়, গুণে দেখি যে, যা আমি সন্দেহ করেছিলেম তাই ঠিক

রণধীর। কি আশ্চর্য! শত্রুরা আমাদের গৃহদ্বারে; কোথায় আমরা সকলে একপ্রাণ হয়ে তাদের দূর করবার চেষ্টা করব, না, কোথায় আমাদেরই মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ হবার উপক্রম হয়েছে। মহারাজ. আপনার চরণে আমার এই অসি রাখলেম, আপনি এখন বিচার করে আমার প্রতি যে দণ্ড আদেশ করবেন, আমি তাই শিরোধার্য করব। মহারাজ, আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। প্রাণদণ্ড অপেক্ষাও যদি কিছু অধিক শাস্তি থাকে, আমি তারও উপযুক্ত।

লক্ষ্মণ। সেনাপতি রণধীর! তোমার অসি তুমি পুনর্গ্রহণ করো। তোমার লক্ষ্য যেরূপ উচ্চ ছিল, তাতে তোমার সকল দোষই মার্জনীয়। আমার সরোজিনী রক্ষা পেয়েছে, এই আমি যথেষ্ট মনে করি। বৎস বিজয় সিংহ! তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হলেম।

রণধীর। ভৈরবাচার্য মহাশয়! এখন গণনায় কিরূপ দেখলেন? কি প্রকার বলি এখন আয়োজন করতে হবে বলুন। কেননা যতই আমরা সময় নষ্ট করব ততই মুসলমানেরা সুযোগ পাবে।

লক্ষ্মণ। রণধীর সিংহ ঠিকই বলেছেন, এইবেলা কার্য শেষ করে ফেলুন। বৎস বিজয় সিংহ! এই লও— সরোজিনীকে তোমার হস্তে সমর্পণ কল্লেম, তুমি এখন ওকে মহিষীর নিকট লয়ে যাও। তিনি দেখবার জন্য বোধ হয় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন।

বিজয়। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য— রাজকুমারি, আমার অনুগামী হও।

[বিজয় সিংহ ও সরোজিনীর প্রস্থান

ভৈরব। (স্বগত) আমার মতলব সম্পূর্ণ না হোক, কতকটা হাসিল হতে পারে। এরা যখন বিবাদ-বিসম্বাদে মত্ত ছিল তখনই আমি বাদশাকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। বোধ হয়, মুসলমানেরা এতক্ষণে চিতোরের দিকে রওনা হয়েছে। এখন বলিদানের বিষয় কি বলা যায়? যা হয় তো একটা বলে দিই— (প্রকাশ্যে মহা গম্ভীর ভাবে) রাজপুতগণ, কিরূপ বলি চতুর্ভুজা দেবীর অভিপ্রেত তা প্রণিধানপূর্বক শ্রবণ করো। দৈববাণীতে যে উক্ত হয়েছে—

মূঢ়! বৃথা যুদ্ধ-সজ্জা যবন-বিরুদ্ধে;
রূপসী-ললনা কোন্ আছে তব ঘরে,
সরোজ-কুসুম-সম; যদি দিস পিতে
তার উত্তপ্ত-শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোরপুরী—

এস্থলে 'তব ঘরে' এই বাক্যের অর্থ— তব রাজ্যে, আর 'সরোজ-কুসুম-সম'— এর অর্থ হচ্ছে— পদ্মপুষ্পসদৃশ লাবণ্যবতী; এই দুই-একটি কথার অর্থ-বৈপরীত্য হেতু সমস্ত গণনাই ভুল হয়ে গিয়েছিল, আর এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি, কেন ভুল হয়েছিল। গণনাটা শনিবার রজনীর শেষ যামার্ধে হয়েছিল, এই হেতু গণনায় কালরাত্রি দোষ বর্তেছে। আমাদের জ্যোতিষ-শাস্ত্রেই আছে যে—

রবৌ রসাব্ধী সিতগৌ হয়াব্ধী
স্বয়ং মহীজে বিধুজে শরাশ্বৌ।
গুরৌ শরাষ্টৌ ভৃগুজে তৃতীয়া
শনৌ রসত্যাস্তমিতি ক্ষপায়াম্॥

মহাশয়, আপনারা জানবেন যে, এই দোষ গণনার পক্ষে বড়ো বিঘ্নকারী, গণনা যদি ঠিকও হয় তবু এই কাল-বেলাদোষে অর্থ বিপরীত হয়ে পড়ে। এমন গণনায় যেরূপ সিদ্ধান্ত হয়েছে তা আপনাদের বলি, সেইরূপ আপনারা এখন কার্য করুন।

সৈন্যগণ। বলুন মহাশয়, শীঘ্র বলুন— এখনি আমরা সেইরূপ কচ্ছি।

ভৈরব। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে একজন এখনি যাত্রা করো, এই মন্দির-প্রাঙ্গণ-সীমার অর্ধক্রোশ পরিমাণ ভূমির মধ্যে সুকোমল পদ্মপুষ্পসম লাবণ্যবতী পূর্ণযৌবনা যে কোনো রূপসী তোমাদের দৃষ্টিপথে প্রথম পতিত হবে সেই জানবে, বলিদানের যথার্থ পাত্র।

একজন সৈনিক। আচার্য মহাশয়! আমি তার অন্বেষণে এখনি চললেম।

রণধীর। যাও— শীঘ্র যাও।

[সৈনিকের প্রস্থান

লক্ষ্মণ। (স্বগত) না জানি, আবার কোন্ অভাগিনীর কপালে বিধাতা মৃত্যু লিখেছেন।

রোশেনারাকে লইয়া সৈনিকের পুনঃপ্রবেশ

সৈনিক। মহাশয়! আমি এই মন্দিরের বাহিরে বেরিয়েই যুবতীকে দেখতে পেলেম।

ভৈরব। (স্বগত) এ কি! এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গেই না আমাদের সে দিন পথে দেখা হয়েছিল? আহা! ওর মুখখানি দেখলে বড়ো মায়া হয়। আমার কল্পনাই হোক, আর যাই হোক, এর মুখে যেন আমার সেই কন্যার একটু একটু আদল আসে। কিন্তু এ কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই হতে পারে না, কারণ তার এখানে আসবার তো কোনো সম্ভাবনা নাই।

রোশেনারা। (স্বগত) হায়! অবশেষে আমাকেই কি মরতে হল? হ্যাঁ, আমার পক্ষে মরণই ভালো। আমার আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। বিজয় সিংহ তো আমার কখনোই হবে না। (ভৈরবাচার্যের প্রতি) পুরোহিত মহাশয়, আর কেন বিলম্ব কচ্ছেন, এখনি আমার প্রাণবধ করুন। কেবল আপনার নিকট একটি আমার প্রার্থনা আছে। এই অন্তিম কালের প্রার্থনাটি অগ্রাহ্য করবেন না। পুরোহিত মহাশয়, আমি চির-দুঃখিনী, আমি অনাথা, জন্মাবধি আমি জানি নে যে, আমার মা-বাপ কে; সূতিকা-গৃহেই আমার মার মৃত্যু হয়; আমার বাপ সেই অবধি নিরুদ্দেশ হয়েছেন। শুনতে পাই, আপনি গণনায় সুনিপুণ, যদি গণনা করে বলে দিতে পারেন, আমার মা-বাপ কে তা হলে আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।

ভৈরব। (স্বগত) আমার কন্যার অবস্থার সঙ্গে তো খানিকটা মিলছে— কিন্তু একি অসম্ভব কথা। আমি পাগল হয়েছি না কি? কেন বৃথা সন্দেহ কচ্ছি, তা যদি হত তো সেই অর্ধচন্দ্রের মতো জড়ুল চিহ্নটি তো ওর গ্রীবা-দেশে থাকত— বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আর সব বদলাতে পারে কিন্তু সে চিহ্নটি তো আর যাবার নয়।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) এ স্ত্রীলোকটিকে যেন আমি কোথায় দেখিছি মনে হচ্ছে। একবার মনে আসছে আবার আসছে না।

রণধীর। ভৈরবাচার্য মহাশয়! আপনাকে ওরূপ চিন্তিত দেখছি কেন? কার্য শীঘ্র শেষ করে ফেলুন। আর দেখুন, হৃদয়ের রক্তে দেবীর অধিক পরিতোষ হতে পারে— অতএব তার প্রতি দৃষ্টি রেখে যেন কার্য করা হয়।

ভৈরব। (স্বগত) না— কেন মিথ্যা আর সন্দেহ কচ্ছি (প্রকাশ্যে)

আর বিলম্ব নাই— এইবার শেষ কচ্ছি— আপনি হৃদয়ের রক্তের কথা বলছিলেন— আচ্ছা তাই হবে। মা! এইখানেই স্থির হয়ে বোসো। জয় মা চতুর্ভুজে!

ছুরিকার দ্বারা হৃদয় বিদ্ধকরণ ও রোশেনারার ভূমিতলে পতন

লক্ষ্মণ। কি কল্লেন মহাশয়? কি কল্লেন মহাশয়? আমার এবার মনে হয়েছে— যে মুসলমান-কন্যাকে বিজয় সিংহ বন্দী করে এনেছিল, এ যে সেই দেখছি।

সৈন্যগণ। কি! মুসলমান?

রণধীর। কি! মুসলমান?

ভৈরব। (স্বগত) কি! মুসলমান! তবেই তো দেখছি সর্বনাশ? কৈ? সেই চিহ্নটা তো দেখতে পাচ্ছি নে, (গ্রীবাদেশ নিরীক্ষণ ও সেই চিহ্ন দেখিতে পাইয়া) এই-যে সেই চিহ্ন— তবে আর কোনো সন্দেহ নাই। (প্রকাশ্যে) হায়! কি সর্বনাশ করেছি! হায় আমি কাকে মাল্লেম, আমার কপালে কি শেষে এই ছিল?

সৈন্যগণ। আচার্য মহাশয়! অমন কচ্ছেন কেন? এত দুঃখ কেন? এ কিরকম?

লক্ষ্মণ। তাই তো, এ কি?

রণধীর। আপনি ওরূপ প্রলাপ-বাক্য বলছেন কেন? বোধ করি, বলিদান দেওয়ার অভ্যাস নাই— তাই হত্যা করে পাগলের মতন হয়েছেন।

ভৈরব। মা! তুই কোথায় গেলি মা? একবার কথা ক মা— আমিই তোর হতভাগ্য পিতা, মা—

রোশেনারা। অ্যাঁ! কে? আপনি— পিতা— কি অপরাধে? (মৃত্যু)

ভৈরব। অ্যাঁ? কি বললে মা? অপরাধ? অপরাধ! কি অপরাধ! ওঃ! ওঃ! (মুহূর্তকাল এক দৃষ্টে শবের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) কে এ সর্বনাশ কল্লে? কে এ সর্বনাশ কল্লে? তোদেরই এই কাজ, তোরাই আমার সর্বনাশ করেছিস। মার্ মার্, সব ভেঙে ফেল্, দূর হ, দূর হ, দূর হ, তোরা সব দূর হ।

ছুরিকা আস্ফালন করত বলিদানের নিমিত্ত সজ্জিত উপাদান
সমস্ত পদাঘাত দ্বারা দূরে নিক্ষেপ

রণধীর। সৈন্যগণ! আচার্য মহাশয় পাগল হয়ে গেছেন— ওঁকে ধরে ওঁর ছুরিকা শীঘ্র হাত থেকে কেড়ে লও।

ভৈরবের হস্ত হইতে সৈন্যগণের ছুরিকা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা

ভৈরব। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমাকে— সব গেল সব গেল সব গেল— ছাড়্ আমাকে বলছি—

[হস্ত ছাড়াইয়া বেগে প্রস্থান

রণধীর। এ কি ব্যাপার? আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। সকলই ভোজবাজির মতো বোধ হচ্ছে। ও হল যবন-কন্যা। ভৈরবাচার্য ওর পিতা হল কি করে?

লক্ষ্মণ। তাই তো আমারও বড়ো আশ্চর্য বোধ হচ্ছে। বোধ হয়, হত্যা করে পাগল হয়েছেন, না হলে তো আর কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

রণধীর। আর, অবশেষে এই অস্পৃশ্যা যবন-কন্যার রক্তই কি দেবীর প্রার্থনীয় হল?

লক্ষ্মণ। যবনদের উপর যে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন তা এই বলিদানেই বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

সৈন্যগণ। মহারাজ! আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে।

রণধীর। সৈন্যগণ! চলো, এখন এই বলির রক্ত লয়ে দেবীকে উপহার দেওয়া যাক।

[শিবিরের পটক্ষেপন ও সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

লক্ষ্মণ সিংহের শিবির

অমলা ও রাজমহিষীর প্রবেশ

অমলা। জানেন দেবি, এই বিপদের মূল কে? জানেন, আমাদের রাজকুমারী কোন্ কালসাপিনীকে হৃদয়ের মধ্যে পুষেছিলেন? সেই বিশ্বাসঘাতিনী রোশেনারা, যাকে রাজকুমারী এত আদর করে তাঁর সঙ্গে এনেছিলেন, সেইই আমাদের পালাবার সমস্ত কথা রাজপুত সৈন্যদের বলে দিয়েছিল।

রাজমহিষী। সেই আমাদের এই সর্বনাশ করেছে! বিধাতা কি তার

পাপের শাস্তি দেবেন না? (কিয়ৎক্ষণ পরে) হা! না জানি এতক্ষণে আমার বাছার অদৃষ্টে কি হয়েছে। অমলা! আমি আর-একবার যাই, দেখি এবার, আমি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি কি না; আমাকে তুমি আর বাধা দিও না।

অমলা। দেবি! এখনো আপনি ঐ কথা বলছেন? গেলে যদি কোনো কাজ হত তা হলে আপনাকে আমি কখনোই বারণ কত্তেম না। আপনি তিন-তিনবার মন্দিরের মধ্যে যেতে চেষ্টা কল্লেন— তিনবারই দেখুন আপনার চেষ্টা ব্যর্থ হল। একে আহার নেই, নিদ্রা নেই, শরীরে বল নেই, তাতে আবার যখন-তখন মূর্ছা যাচ্ছেন, এই অবস্থায় কি এখন যাওয়া ভালো? আর সেজন্যে আপনি ভাবছেন কেন? সেখানে যখন মহারাজ আছেন তখন আর-কোনো ভয় নেই— বাপ কি কখনো আপনার চোখের সামনে আপনার মেয়েকে মারতে দেখতে পারে?

রাজমহিষী। অমলা! তুই তবে এখনো তাঁকে চিনিস নি; তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই; না অমলা, আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে— আমি আর এখানে থাকতে পাচ্ছি নে— যাই মন্দিরে প্রবেশ করবার জন্যে আর-একবার চেষ্টা করি-গে— এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। দেবী চতুর্ভুজা তো আমার প্রতি একেবারে নির্দয় হয়েছেন; এখন দেখি যদি আর কোনো দেবতা আমার উপরে সদয় হন। (গমনোদ্যম)

রামদাসের প্রবেশ

রামদাস। দেবি! আর-একজন দেবতা যে আপনার 'পরে সদয় হয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নাই। রাজকুমার বিজয় সিংহ আপনার প্রার্থনা পুর্ণ কত্তে উদ্যত হয়েছেন। তিনি সৈন্য-ব্যূহ ভেদ করে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। আমি দেখে এসেছি— চতুর্দিকে মার মার শব্দ উঠেছে— কেউ পালাচ্ছে— কেউ দৌড়চ্ছে— রাজকুমারের অসি হতে মুহুর্মুহুঃ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরুচ্ছে— আর মহা হুলস্থুল বেধে গেছে। তিনি আমাকে দেখে কেবল এই কথা বলে দিলেন যে, 'যাও রামদাস, রাজমহিষীকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসো— আমি এখনি সরোজিনীকে উদ্ধার করে তাঁর হস্তে সমর্পণ কচ্ছি।' আমি তাই দেবি, আপনাকে নিতে এসেছি— আপনি আর-কিছু ভয় করবেন না— মহারাজের সৈন্যেরা সব পালিয়ে গেছে।

রাজমহিষী। চলো রামদাস, চলো— তুমি যে সংবাদ দিলে তাতে আশীর্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও। রামদাস, তুমি বেশ জানবে, এখন আর কোনো বিপদই আমাকে ভয় দেখাতে পারে না। যেখানে তুমি যেতে বলবে, আমি সেইখানেই যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু একি ? বিজয় সিংহ না এইখানে আসছেন ? হাঁ তিনিই তো ; তবে দেখছি, আমার বাছা আর নেই— রামদাস, বোধ হচ্ছে সব শেষ হয়ে গেছে।

বিজয় সিংহের প্রবেশ

বিজয়। না দেবি ! আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই, শান্ত হোন, আপনার কন্যা বেঁচে আছেন। এখনই তাঁকে দেখতে পাবেন।

রাজমহিষী। কি বললে বাছা, আমার সরোজিনী বেঁচে আছে ? কোন্ দেবতা তাকে উদ্ধার কল্লেন ? কার কৃপায় আবার আমি দেহে প্রাণ পেলেম ? বলো, বাছা বলো। শীঘ্র বলো।

বিজয়। দেবি ! স্থির হয়ে শ্রবণ করুন, রাজপুতানা এমন ভয়ানক দিন আর কখনো দেখে নি। সমস্ত শিবিরের মধ্যেই অরাজকতা বিশৃঙ্খলতা উন্মত্ততা, সকল রাজপুতেরাই রাজকুমারীর বলিদানের জন্যে ভয়ানক ব্যগ্র, মন্দিরের চারি দিকে অসংখ্য সৈন্য উলঙ্গ অসিহস্তে দণ্ডায়মান, কাহাকেও প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। এমন সময় আমি কতিপয় সৈন্য লয়ে তাদের মধ্য দিয়ে পথ উন্মুক্ত কল্লেম। তখন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হল, রক্তের নদী বইতে লাগল, মৃতে ও আহতে রণস্থল একবারে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। এইরূপ যুদ্ধ হতে হতে শত্রুদিগের মধ্যে হঠাৎ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হল। তখন তারা প্রাণভয়ে যে কে কোথা পালাতে লাগল, তার কিছুই ঠিকানা রইল না। এইরূপে আমি বলপূর্বক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ কল্লেম। প্রবেশ করে দেখি, মহারাজ, 'মেরো না মেরো না' বলে চীৎকার কচ্ছেন— আর ভৈরবাচার্য অসি উঠিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে— ঐ যেমন আঘাত করবে, অমনি আমি তার হাতটা ধরে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তার সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হলেম ; এমন সময় সে বললে যে, যখন এই বলিদানে এত বাধা পড়ছে তখন বোধ হয় গণনার কোনো ব্যতিক্রম হয়ে থাকবে। এই বলে পুনর্বার গণনায় প্রবৃত্ত হল ; তার পর গণনা করে বললে যে তার পূর্ব গণনায় বাস্তবিকই ভুল হয়েছিল— এ বলি দেবীর অভিপ্রেত নয়। তখন সকলেই

সন্তুষ্ট হলেন ও মহারাজ আহ্লাদিত হয়ে রাজকুমারীকে আমার হস্তে সমর্পণ কল্লেন। পরে রাজকুমারীকে লয়ে আমি মন্দির হতে চলে এলেম। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন বলে আমি শিবিরের অপর প্রান্তে তাঁকে রেখে এই সংবাদ আপনাকে দিতে এসেছি। তাঁকে এখনই আমি নিয়ে আসছি, আপনার আর কোনো চিন্তা নাই।

রাজমহিষী। আ বাঁচলেম! বাছা, তুমি চিরজীবী হও। আর তাকে নিয়ে আসতে হবে না— আমিই সেখানে যাচ্ছি। বাছা, তোমাকে আমি এখন কি দেব? কি মূল্য দিয়ে, কি উপহার দিয়ে এখন যে তোমার উপকারের প্রতিশোধ করব— তা ভেবে পাচ্ছি নে—

বিজয়। আমি আর-কিছুই চাই নে, আপনার আশীর্বাদই আমার যথেষ্ট। দেবি, আর যেতে হবে না, রাজকুমারী স্বয়ংই এইখানে আসছেন। এই যে, মহারাজও যে এই দিকে আসছেন।

রাজমহিষী। কৈ? কৈ? আমার সরোজিনী কোথায়?

লক্ষ্মণ সিংহ ও রাজকুমারীর প্রবেশ

রাজকুমারী। কৈ? মা কোথা?

রাজমহিষী। (দৌড়িয়া গিয়া আলিঙ্গন) এসো বাছা, আমার হৃদয়-রত্ন এসো! (উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতভাবে ও বাষ্পাকুললোচনে অবস্থান)

লক্ষ্মণ সিংহ। এসো, বৎস বিজয় সিংহ! (আলিঙ্গন) তোমারই প্রসাদে পুনর্বার আমরা সুখী হলেম।

রাজমহিষী। (রাজার নিকট আসিয়া) মহারাজ! এ দাসীর অপরাধ মার্জনা করবেন। আমি আপনাকে অনেক কটুবাক্য বলেছি— অনেক তিরস্কার করেছি, আমার গুরুতর পাপ হয়েচে।

লক্ষ্মণ। না দেবি! তাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই। আমি যেরূপ দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম তাতে আমি তিরস্কারেরই যোগ্য। মহিষি! যেমন পতঙ্গ অনলে আপনা হতেই পতিত হয়, তেমনি আমি আপনার বিপদ আপনিই আহ্বান করেছিলেম।

কতিপয় সৈন্যের সহিত ব্যস্তসমস্ত হইয়া রণধীর সিংহের প্রবেশ

রণধীর। মহারাজ! সর্বনাশ উপস্থিত! সর্বনাশ উপস্থিত!

লক্ষ্মণ। কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?

বিজয়। মুসলমানদের কিছু সংবাদ পেয়েছেন না কি ?

রণধীর। এ যে-সে সংবাদ নয়, তারা চিতোরপুরীর অতি নিকটবর্তী হয়েছে— এমন-কি আর একটু পরেই চিতোরপুরীতে প্রবেশ করবে।

লক্ষ্মণ। কি সর্বনাশ ! চিতোরপুরী তো এখন একপ্রকার অরক্ষিত, আমার দ্বাদশপুত্র মাত্র সেখানে আছে— আর তো প্রায় সকল সৈন্যই এখানে চলে এসেছে। এখন সরোজিনী ও মহিষীকে কি করে প্রাসাদে নির্বিঘ্নে লয়ে যাওয়া যায় ?

বিজয়। মহারাজ ! আমি সে ভার নিলেম। আমি সসৈন্যে অগ্রে এঁদের প্রাসাদে পৌঁছে দেব, তার পরেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব।

রণধীর। চলুন, তবে আর বিলম্ব নয়, আমাদের সৈন্যেরা সকলেই প্রস্তুত।

রাজমহিষী। (স্বগত) এ আবার কি বিপদ !

লক্ষ্মণ। এসো, সকলে আমার অনুগামী হও।

সৈন্যগণ। জয় ! রাজা লক্ষ্মণ সিংহের জয় ! জয় মহারাজের জয় !

[লক্ষ্মণ সিংহ ও সকলের প্রস্থান

পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত

ষষ্ঠ অঙ্ক

চিতোরপুরী

চিতোর-প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ

অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত— ধুপ ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সজ্জিত

গৈরিক-বস্ত্র-পরিহিতা সরোজিনী ও রাজমহিষীর প্রবেশ

রাজমহিষী। বাছা! তোর কপালে বিধাতা সুখ লেখেন নি। এক বিপদ হতে উত্তীর্ণ না হতে হতেই আর-এক বিপদ উপস্থিত— এ বিপদ আরো ভয়ানক! যদি মুসলমানেরা জয়ী হয়ে এখানে প্রবেশ করে তা হলে আমাদের সতীত্ব-সম্ভ্রম রক্ষা করা কঠিন হবে। তখন এই অগ্নিদেবের শরণ ভিন্ন রাজপুত-মহিলার আর অন্য উপায় নেই।

সরোজিনী। মা! যখন কুমার বিজয় সিংহ আমাদের সহায় আছেন, তখন কি মুসলমানেরা জয়ী হতে পারবে?

রাজমহিষী। বাছা! যুদ্ধের কথা কিছুই বলা যায় না। সকলই দেবতার অনুগ্রহ। যা হোক, আমরা যে দেবগ্রাম হতে নিরাপদে এখানে পৌছিতে পেরেছি, এই আমাদের সৌভাগ্য।

[দূরে যুদ্ধ-কোলাহল ও জয়ধ্বনি

ঐ শোন্, কিসের শব্দ হচ্ছে। আমার বোধ হয়, শত্রুরা নগরতোরণের মধ্যে প্রবেশ করেছে। না জানি, আমাদের অদৃষ্টে কি আছে; আয় বাছা, এইবেলা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করি। আমাদের এখানে আর কেহই সহায় নাই, এখন সকলেই যুদ্ধে মত্ত।

সরোজিনী। মা! একটু অপেক্ষা করো. আমার বোধ হচ্ছে, কুমার বিজয় সিংহ এখনই জয়ের সংবাদ আমাদের নিকট আনবেন।

পুনর্বার পূর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী কোলাহল

রাজমহিষী। বাছা! ঐ শোন্— ঐ শোন্, ক্রমেই যেন শব্দটা নিকট হয়ে আসছে। আয় বাছা, আর বিলম্ব না, দুরাত্মা যবনেরা এখনই হয়তো এসে পড়বে। ঐ দেখ্, কে আসছে, এইবার বুঝি আমাদের সর্বনাশ হল!

লক্ষ্মণ সিংহের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। মহিষি! আর রক্ষা নেই। মুসলমানেরা নগরের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

রাজমহিষী। মহারাজ, আপনি? আমি মনে করেছিলেম, আর কে; আ! আপনাকে দেখে যেন আবার দেহে প্রাণ পেলেম। আপনি আমাদের কাছে থাকুন তা হলে আমাদের আর কোনো ভয় থাকবে না।

লক্ষ্মণ। মহিষি! আমি তোমাদের কাছে কি করে থাকব? আমার দ্বাদশ পুত্র সংগ্রামে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তারা এতক্ষণে জীবিত আছে কি না তাও আমি জানি নে। পূর্বে এইরূপ দৈববাণী হয়েছিল যে, বাপ্পা বংশোদ্ভব দ্বাদশ কুমার একে একে রাজ্যাভিষিক্ত হয়ে যুদ্ধে প্রাণ না দিলে আমার বংশে রাজলক্ষ্মী থাকবে না। আমি মন্ত্রীকে বলে এসেছি, যেন এই দৈববাণীর আদেশানুযায়ী কার্য করা হয়।

রাজমহিষী। মহারাজ! আমাকে কি তবে একেবারেই পুত্রহীন করবেন?

লক্ষ্মণ। মহিষি! তুমি রাজপুতমহিলা হয়ে ওরূপ কথা কেন বলছ? যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া তো রাজপুতের প্রধান ধর্ম।

রাজমহিষী। আচ্ছা মহারাজ! আপনার দ্বাদশ পুত্র যুদ্ধে প্রাণ দিলে আপনার ঘরে রাজলক্ষ্মীই বা কি করে থাকবে? আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। তা হলে তো আপনার বংশ একেবারে লোপ হয়ে গেল।

লক্ষ্মণ। মহিষি! দেবতাদের কার্য মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। যখন এইরূপ দৈববাণী হয়েছে তখন আর তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ করা উচিত নয়।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া রামদাসের প্রবেশ

রামদাস। মহারাজ! আপনার দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে এগারোজন রীতি-মত অভিষিক্ত হয়ে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। এখন কেবল আপনার কনিষ্ঠ পুত্র অজয় সিংহ অবশিষ্ট।

লক্ষ্মণ। কি! এখন কেবল একমাত্র অজয় সিংহ অবশিষ্ট? হা!

রাজমহিষী। মহারাজ! আমার অজয়কে আর যুদ্ধে পাঠাবেন না। আমি ওকে আপনার নিকট ভিক্ষা চাচ্ছি! মহারাজ! এই অনুরোধটি আমার রক্ষা করুন।

লক্ষ্মণ। মহিষি, তা কি কখনো হতে পারে? দৈববাণীর বিপরীত কার্য কল্লে আমাদের কখনোই মঙ্গল হবে না।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া সুরদাসের প্রবেশ

সুরদাস। মহারাজ! মুসলমানদের ষড়যন্ত্র সব প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এরূপ ভয়ানক ষড়যন্ত্র কেউ কখনো স্বপ্নেও মনে কত্তে পারে না! কুমার বিজয় সিংহ এই সংবাদ আপনাকে দেবার জন্যে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পাঠিয়ে দিলেন। এই ষড়যন্ত্র আর একটু আগে প্রকাশ হলেই সকল দিক রক্ষা হত।

লক্ষ্মণ। সে কি সুরদাস? মুসলমানদের ষড়যন্ত্র?

রামদাস। সে কি?

সুরদাস। মহারাজ, ভৈরবাচার্য, যাকে আমরা এতদিন ভক্তি শ্রদ্ধা করে এসেছি, সে একজন ছদ্মবেশী মুসলমান।

লক্ষ্মণ। অ্যাঁ? সে মুসলমান? সে কি সুরদাস?

সুরদাস। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, সে মুসলমান।

রামদাস। সে কি কথা?

লক্ষ্মণ। সে মুসলমান! তবে কি সেই যবনকুমারী বাস্তবিকই তারই কন্যা? ওঃ এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি। তা সম্ভব বটে। কি আশ্চর্য! এতদিন সে ধূর্ত যবন আমাদের প্রতারণা করে এসেছে? আমরা কি সকলেই অন্ধ হয়েছিলেম?

সুরদাস। মহারাজ! তার মতো ধূর্ত আর জগতে নাই। সকলেই তার কাছে প্রতারিত হয়েছে। চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরের পুর্ব পুরোহিত সোমাচার্য মহাশয়ের নিকট সে ব্রাহ্মণের পুত্র বলে পরিচয় দিয়ে তার ছাত্র হয়েছিল। পরে তাঁর এমনই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল যে তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি ওকেই আপন পদে নিযুক্ত করে যান। মহারাজ! দৈববাণী প্রভৃতি সকলই মিথ্যা, সমস্তই তারই কৌশল। বলিদানের সময় যখন আপনাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হয়েছিল সেই সময় চিতোর আক্রমণ করবার জন্যে সে যবন-রাজকে সংবাদ পাঠিয়ে দেয়। মহারাজ, কুমার অজয় সিংহের আর যুদ্ধে গিয়ে কাজ নাই। তিনি চিতোর হতে প্রস্থান করুন, তিনি যুদ্ধে প্রাণ দিলেই আপনি নির্বংশ হবেন আর তা হলেই ধূর্ত যবনদের সকল মনস্কামনাই পুর্ণ হবে।

লক্ষ্মণ। কি আশ্চর্য! আমরা কি নির্বোধ, এতদিন আমরা এর বিন্দু-বিসর্গও টের পাই নি! স্থরদাস, এ সমস্ত এখন কি করে প্রকাশ হল?

স্থরদাস। মহারাজ! ফতে উল্লা বলে তার একজন চেলা ছিল, সেও ছদ্মবেশে মন্দিরে থাকত; সে একদিন এই নগর দিয়ে যাচ্ছিল, এখানকার প্রহরীরা তাকে চোর মনে করে ধরে, তার পর তাকে ছেড়ে দেয়; সেই একটা কাপড়ের বুচ্‌কি ফেলে যায়— সেই বুচ্‌কির মধ্যে কতকগুলি পত্র ছিল, সেই পত্রের সূত্র ধরে এই সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

লক্ষ্মণ। ওঃ! কি শঠতা! কি ধূর্ততা! চলো, আর না— ঐ ধূর্ত যবনদের এখনই সমুচিত শাস্তি দিতে হবে— অজয় সিংহকে নগর হতে এখনই প্রস্থান করতে বলো— সেই আমার বংশ রক্ষা করবে। আমি এখন যুদ্ধে চললেম। এই হস্তে যদি শত সহস্র যবনের মুণ্ডপাত কত্তে পারি তা হলেও এখন কতকটা আমার ক্রোধের শান্তি হয়। ওঃ! কি চাতুরী! কি প্রতারণা! কি শঠতা! মহিষি! আমি বিদায় হলেম; যদি যুদ্ধে জয়লাভ কত্তে পারি— চিতোরের গৌরব রক্ষা কত্তে পারি তা হলেই পুনর্বার দেখা হবে, নচেৎ এই শেষ দেখা।

রাজমহিষী। (গদগদস্বরে) যান মহারাজ! বিজয়লক্ষ্মী যেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন; যুদ্ধক্ষেত্রে চতুর্ভুজা দেবী যেন আপনাকে রক্ষা করেন, আর আমি কি বলব!

লক্ষ্মণ। বৎসে সরোজিনি! আশীর্বাদ করি, এখনো তুমি সুখী হও। সৈন্যগণ, চলো, আর না।

[রামদাস ও স্থরদাসের সহিত সসৈন্য লক্ষ্মণ সিংহের প্রস্থান

নেপথ্যে। রে পরপিণ্ড যবনগণ! প্রাণ থাকতে বিজয় সিংহ তোদের কখনোই অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেবে না।

নেপথ্যে। নির্বোধ রাজপুত! এখনো তুই জয়ের আশা করিস। (দূরে যবনদের জয়ধ্বনি)

রাজমহিষী। বাছা! ঐ শোন্, এইবার সর্বনাশ! আর রক্ষা নেই— (সরোজিনীর হস্ত আকর্ষণ করিয়া) আয়, এইবেলা আমরা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করি, আয়।

সরোজিনী। মা, যাচ্ছি, একটু অপেক্ষা করো— আমি কুমার বিজয় সিংহের স্বর শুনতে পেয়েছি— আমি একটি বার তাঁকে দেখব।

পুনর্বার কোলাহল ও দ্বারদেশে আঘাত

রাজমহিষী। বাছা! আর এখন দেখবার সময় নাই— আমার কথা শোন্— তোর সোনার দেহ পুড়ে যদি ছাই হয়, তাও আমি দেখতে পারব, কিন্তু তোর সতীত্বে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক আমি কখনোই সহ্য কত্তে পারব না। আয় বাছা, আমার বোধ হচ্চে মুসলমানেরা একেবারে দ্বারের নিকট এসেছে— আর বিলম্ব করিস নে, আয়, আমি বলছি এইবেলা আয়—

সরোজিনী। মা! কুমার বিজয় সিংহ নিকটে এসেছেন, তাঁর স্বর আমি শুনতে পেয়েছি, তিনি বোধ হয় এখনই আসবেন।—

রাজমহিষী। (অগ্নিকুণ্ডের নিকট গিয়ে জোড়হস্তে স্বগত) হে অগ্নিদেব! তোমার নাম পাবক, তুমি যেখানে থাক, সেখানে কলঙ্ক কখনো স্পর্শ কত্তে পারে না, তোমার হস্তে আমার সরোজিনীকে সমর্পণ কল্লেম, তুমিই তার সহায় হোয়ো।

নেপথ্যে। হা! এইবার আমাদের সর্বনাশ হল! মহারাজ! ধরাশায়ী হলেন— চিতোরের সূর্য চিরকালের জন্য অস্ত হল। (দূরে যবনদের জয়ধ্বনি)

রাজমহিষী। ও কি! ও কি! হা! কি শুনলেম— মহারাজ ধরাশায়ী! বাছা! আমি চললেম, অগ্নিদেব! আমাকে গ্রহণ করো। (অগ্নিকুণ্ডে পতন)

সরোজিনী। মা! যেও না মা, আমাকে ফেলে যেও না মা! আমি কি দোষ করেছি? আমাকে ফেলে কোথা গেলে মা! হা! এর মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেছে, কাকে আর বলছি। আমিও যাই— আর কার জন্যে থাকব— কুমার বিজয় সিংহের সঙ্গে এ জন্মে বুঝি আর দেখা হল না। (অগ্নি-কুণ্ডে পতনোদ্যম)

নেপথ্যে। রে পাষণ্ডগণ! তোরা কখনোই অন্তঃপুরে প্রবেশ কত্তে পারবি নে।

সরোজিনী। ঐ— আবার তাঁর গলার শব্দ শুনতে পেয়েছি। একটু অপেক্ষা করি, এইবার বোধ হয় তিনি আসছেন।

নেপথ্যে। দুর্মতি! নরাধম! যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমি তোদের কখনোই ছাড়ব না। (যুদ্ধ-কোলাহল)

সরোজিনী। এবার তিনি নিশ্চয়ই আসছেন।

দূরে যুদ্ধ-কোলাহল

আহত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিজয় সিংহের প্রবেশ

বিজয়। (সরোজিনীকে দেখিয়া) হা! সরোজিনি—

পতন ও মৃত্যু

সরোজিনী। (দৌড়িয়া আসিয়া বিজয় সিংহের নিকট পতন) হা! একি হল? কি সর্বনাশ হল! নাথ! কেন তুমি ডাকছ? আর কথা কও না কেন? নাথ! একটি বার চেয়ে দেখো, একটি বার কথা কও। যুদ্ধের শ্রমে কি ক্লান্ত হয়েছ? তা হলে এ কঠিন ভূমিতলে কেন? এসো, আমাদের প্রাসাদের কোমল শয্যায় তোমাকে নিয়ে যাই। আমি যে তোমাকে দেখবার জন্যে মার কথা পর্যন্ত শুনলেম না— তা কি তোমার এইরূপ মলিন শুষ্ক মুখ দেখবার জন্যে? মা গেলেন, বাপ গেলেন— আমি যে কেবল তোমার উপর নির্ভর করে ছিলেম, হা! এখন তুমিও কি আমায় ছেড়ে যাবে? নাথ, তুমি গেলে যবন-হস্ত হতে আমাকে কে রক্ষা করবে? প্রাণেশ্বর! ওঠো— ওঠো— আমার কথার উত্তর দাও, একটি কথা কও— নাথ! হৃদয়-বল্লভ! স্বামিন্! আর-একবার সরোজিনী বলে ডাকো, আর আমি তোমাকে ত্যক্ত করব না— কি! এখনো উত্তর নাই? হা জগদীশ্বর! দারুণ কষ্ট ভোগের জন্যেই কি আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেম? (ক্রন্দন)

আল্লাউদ্দিন ও মুসলমান সৈন্যের প্রবেশ

আল্লা। এই কি সেই দুঃসাহসিক রাজপুত-বীর, যে এই অন্তঃপুরের দ্বার রক্ষার জন্যে আমাদের অসংখ্য সৈন্যের সহিত একাকী যুদ্ধ কচ্ছিল? (সরোজিনীকে দেখিয়া স্বগত) এই কি সেই পদ্মিনী বেগম? কি চমৎকার রূপ! কেশ আলুলায়িত— পদ্মনেত্র হতে মুক্তাফলের ন্যায় বিন্দু বিন্দু অশ্রুবিন্দু পড়ছে, তাতে যেন সৌন্দর্য আরো দ্বিগুণতর হয়েছে। (প্রকাশ্যে) বেগম! তুমি কেন বৃথা রোদন কচ্ছ? আমার সঙ্গে তুমি দিল্লীতে চলো, তোমাকে আমার প্রধান বেগম করব, তোমার নাম কি পদ্মিনী? তোমার জন্যেই আমি চিতোর আক্রমণ করেছি। যে অবধি একটি দর্পণে তোমার প্রতিবিম্ব আমার নয়ন-পথে পতিত হয়, সেই অবধিই আমি তোমার জন্যে উন্মত্ত হয়েছি। ওঠো—

অমন কোমল দেহ কি কঠোর মৃত্তিকাতলে থাকবার উপযুক্ত? ওঠো।
(হস্ত ধারণ করিবার উদ্যম)

সরোজিনী। (সত্বর উঠিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া) অস্পৃশ্য যবন! আমাকে স্পর্শ করিস নে।

আল্লা। বেগম! তুমি আমার প্রতি অত নির্দয় হোয়ো না, এসো, আমার কাছে এসো, তোমার কোনো ভয় নেই। আমি তোমাকে কিছু বলব না। (নিকটে অগ্রসর)

সরোজিনী। নরাধম! ঐখানে দাঁড়া, আর-এক পাও অগ্রসর হোস নে—

আল্লা। বেগম! তুমি অবলা স্ত্রীজাতি, তোমার এখানে কেহই সহায় নেই, আমি মনে কল্লে কি বলপূর্বক তোমাকে নিয়ে যেতে পারি নে?

সরোজিনী। তোর সাধ্য নেই।

আল্লা। দেখো বেগম, সাবধান হয়ে কথা কও— আমার ক্রোধ একবার উত্তেজিত হলে আর রক্ষা থাকবে না।

সরোজিনী। রাজপুতমহিলা তোর মতো কাপুরুষের ক্রোধকে ভয় করে না।

আল্লা। দেখো বেগম, এখনো আমি তোমাকে সময় দিচ্ছি, একটু স্থির হয়ে বিবেচনা করো, যদি তুমি ইচ্ছাপূর্বক আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর, তা হলে তোমাকে আমি অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী করব, নচেৎ—

সরোজিনী। যবন-দস্যু! তোর ও কথা বলতে লজ্জা হল না? সূর্যবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সিংহের দুহিতাকে তুই ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখাতে আসিস?

আল্লা। বেগম! তুমি অতি নির্বোধের মতো কথা কচ্ছ। আমি পুনর্বার বলছি, আমার ক্রোধকে উত্তেজিত কোরো না। তুমি কি সাহসে ওরূপ কথা বলছ বলো দিকি? আমি বল-প্রকাশ কল্লে কে এখানে তোমাকে রক্ষা করে? এখানে কে তোমার সহায় আছে?

সরোজিনী। জানিস নরাধম, অসহায়া রাজপুতমহিলার ধর্মই একমাত্র সহায়।

আল্লা। তবে আর অধিক কথার প্রয়োজন নেই। অনুনয় মিনতি দেখছি তোমার কাছে নিষ্ফল। এইবার দেখব, কে তোমায় রক্ষা করে— দেখব কে তোমার সহায় হয়? (ধরিতে অগ্রসর)

সরোজিনী। এই দেখ, নরাধম! আমার সহায় কে?

অগ্নিকুণ্ডে পতন

আল্লা। (আশ্চর্য হইয়া) এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! অনায়াসে অগ্নির মধ্যে প্রবেশ কল্লে? এতে কিছুমাত্র ভয় হল না? হা! আমি যার জন্যে এত কষ্ট করে এলেম, শেষকালে কি তার এই হল?

একজন সৈনিক। জাহাঁপনা! আপনার ভ্রম হয়েছে, ও বেগমের নাম পদ্মিনী নয়।

আল্লা। তবে পদ্মিনী বেগম কোথায়?

সৈনিক। হজ্‌রৎ! ভীমসিংহ ও পদ্মিনী বেগম স্বতন্ত্র প্রাসাদে থাকেন।

আল্লা। আমাকে তবে সেইখানে নিয়ে চল্‌।

সৈনিক। জাহাঁপনা! সেখানে এখন যাওয়া বৃথা। পদ্মিনী বেগমও এই-রকম আগুনে পুড়ে মরেছেন।

আল্লা। একি আশ্চর্য কথা! এরকম তো আমি কখনো শুনি নি।

সৈনিক। হুজুর! আপনাকে আর কি বলব, আমার সঙ্গে চলুন, আপনি দেখবেন, ঘরে ঘরে এইরকম চিতা জ্বলছে, এ নগরে আর একটিও স্ত্রীলোক নেই।

আল্লা। আচ্ছা, চলো দিকি যাই।

এক দিক দিয়া সকলের প্রস্থান ও অন্য দিক দিয়া পুনঃপ্রবেশ

পট-পরিবর্তন

চিতাধূমাচ্ছন্ন চিতোরের রাজপথ

আল্লা। তাই তো! এ কি! সমস্ত চিতোর নগরই যেন একটি জ্বলন্ত চিতা বলে বোধ হচ্ছে। পথঘাট ধূমে আচ্ছন্ন, কিছুই আর দেখা যায় না, পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি চিতা জ্বলছে— ওঃ! কি ভয়ানক দৃশ্য— ও কি আবার? ও দিকে আগুন লেগেছে নাকি?

সৈনিক। জাহাঁপনা! ও দিকে কতকগুলি বাড়ি পুড়ছে, কোনো কোনো রাজপুত-গৃহে আগুন লাগিয়ে গৃহশুদ্ধ সপরিবারে পুড়ে মরছে।

আল্লা। কি আশ্চর্য!

নেপথ্যে। জল্, জল্, চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ—

আল্লা। ও কি ও? (সকলের কর্ণপাত)

নেপথ্যে। (কতকগুলি রাজপুতমহিলা সমস্বরে)—

জল্, জল্, চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা।
জলুক জলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনই প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন! শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

আল্লা। কতকগুলি স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর না? চতুর্দিকে এতক্ষণ গভীর নিস্তব্ধতা রাজত্ব কচ্ছিল, হঠাৎ আবার এরূপ শব্দ কোথা থেকে এল? তবে দেখছি এখনো এ নগরে স্ত্রীলোক আছে।

সৈনিক। রাজপুতরা পরাজিত হলে তাদের স্ত্রীরা চিতা প্রবেশের পূর্বে 'জহর' বলে যে অনুষ্ঠান করে, আমার বোধ হয় তাই হচ্ছে। হুজুর, আমি বেশ করে দেখে এসেছি, নগরে স্ত্রীলোক আর অধিক নাই। আমার বোধ হয়, যে কজন স্ত্রীলোক এখনো ছিল, এইবার তারা পুড়ে মরছে।

নেপথ্যে। (এক দিক হইতে একজন রাজপুতমহিলা)

পরানে আহুতি দিয়া সমর-অনলে,
স্বর্গে পিতা পুত্র পতি গিয়াছেন চলে,
এখন কি সুখ আশে, থাকিব সংসার-পাশে,
এখন কি সুখে আর ধরিব পরাণ।
হৃদয় হয়েছে ছাই, দেহও করিব তাই,
চিতার অনলে শোক করিব নির্বাণ।
দূর হ দূর হ তোরা ভূষণ-রতন!
বিধবা রমণী আজি পশিবে চিতায়;
কবরি! তোরেও আজি করিনু মোচন,
বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায়;

অনল সহায় হও, বিধবারে কোলে লও,
লয়ে যাও পতি পুত্র আছেন যথায় ;
বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায়।

সকলে সমস্বরে

জ্বল্, জ্বল্, চিতা ! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরান সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনই প্রাণের জ্বালা ॥
শোন্, রে যবন ! শোন্, রে তোরা !
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥

আল্লা। একি ? আবার কোন্ দিক থেকে এ শব্দ আসছে ?

নেপথ্যে। (আর-এক দিকে একজন)—

ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনল-শিখায়,
আমরাও আয়, আছি যে কজন,
পৃথ্বীর কাছে বিদায় লই।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন—
ওই যবনের শোন্ কোলাহল,
আয় লো চিতায় আয় লো সই !

সকলে সমস্বরে

জ্বল্ জ্বল্ চিতা ! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ !
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্ রে যবন ! দেখ্ রে তোরা !
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি ;

জলন্ত-অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী।

আর-এক দিকে একজন

আয় আয় বোন! আয় সখি আয়!
জলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জলন্ত চিতায়,
জলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ।

সকলে সমস্বরে

জল্ জল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরান সঁপিবে বিধবা বালা
জলুক জলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনই প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন, শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

আল্লা। একি! চার দিক থেকেই যে এইরূপ শব্দ আসছে।

কতকগুলি আহত রাজপুত পুরুষ সমস্বরে

দেখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দেখ্ রে চন্দ্রমা, দেখ্ রে গগন!
স্বর্গ হতে সব দেখ্ দেবগণ,
জলদ-অক্ষরে রাখ্ গো লিখে।
স্পর্ধিত যবন, তোরাও দেখ্ রে,
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরান অনল-শিখে।

আল্লা। ওখান থেকে ঐ আহত রাজপুতগণ আবার কি বলে উঠল-ওরা মৃতপ্রায় হয়েছে, তবু দেখছি এখনো ওদের মনের তেজ নির্বাণ হয় নি।

রাজপুতমহিলাগণ সমস্বরে

জল্ জল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ,
জলুক জলুক চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্ রে যবন, দেখ্ রে তোরা,
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি,
জলন্ত-অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী।

আল্লা। একি! আবার যে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আশ্চর্য! আশ্চর্য! ধন্য হিন্দুমহিলাদের সতীত্ব! হায়! এত কষ্ট করে যে জয়লাভ কল্লেম তা সকলই নিষ্ফল হল। চলো, এখন আর এ শূন্য শ্মশানপুরীতে থেকে কি হবে?

সৈন্যগণ। জাহাঁপনা! আমাদেরও তাই ইচ্ছে।

[সকলের প্রস্থান

রামদাসের প্রবেশ

১

রামদাস। গভীর তিমিরে ঘিরে জল-স্থল সর্ব-চরাচর,
চিতাধূম-ঘন, ছায় রে গগন,
বিষাদে বিষাদময় চিতোর-নগর।

২

আচ্ছন্ন ভারত-ভাগ্য আজি ঘোর অন্ধ তমসায়,
জয়-লক্ষ্মী বাম, ম্লান আর্য-নাম
পুণ্য বীর-ভূমি এবে বন্দিশালা হায়!

৩

স্বাধীনতা-রত্নহারা, অসহায়া, অভাগা জননি!
ধন-মান যত, পর-হস্ত-গত,
পর-শিরে শোভে তব মুকুটের মণি।

৪

নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, কোষবদ্ধ নিস্তেজ-কৃপাণ ;
শর তূণাশ্রিত, রণবাদ্য হত,
ধূলায় লুটায় এবে বিজয়-নিশান ।

৫

দেখিব নয়নে কি গো আর সেই সুখের তপন,
ভারতের দগ্ধ-ভালে, উদিত হইবে কালে,
বিতরিয়া মধুময় জীবন্ত কিরণ ?

৬

আর কি চিতোর ! তোর অভ্রভেদী উন্নত প্রাকার,
শির উচ্চ করি, জয়ধ্বজা ধরি,
স্পরধিবে বীরদর্পে জগৎ-সংসার ?

৭

তবে আর কেন মিছে এ জীবন করিব বহন ,
হয়ে পদানত, দাস-ব্রতে রত,
কি সুখে বাঁচিব বল— মরণই জীবন ।

৮

জলন্ত দহনে হায় জ্বলিতেছে আজি মন প্রাণ ;
তবে কেন আর, বহি দেহ-ভার,
চিত্তানলে চিতানল করি অবসান ।

৯

দেখিয়াছি চিতোরের সৌভাগ্যের উন্নত-গগন ,
একি রে আবার, একি দশা তার,
স্বর্গ হতে রসাতলে দারুণ পতন !

১০

রঙ্গভূমি সম এই ক্ষণস্থায়ী অস্থির সংসার,
না চাহি থাকিতে, হেন পৃথিবীতে,
যবনিকা পড়ে যাক জীবনে আমার ।

যবনিকা পতন

অলীকবাবু

প্রথমে 'এমন কর্ম আর করব না' নামে প্রকাশিত

প্রহসনের পাত্রগণ

সত্যসিন্ধুবাবু	কৃষ্ণনগরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
হেমাঙ্গিনী	সত্যসিন্ধুর কন্যা
অলীকপ্রকাশ	হেমাঙ্গিনীর বিবাহার্থী
প্রসন্ন	হেমাঙ্গিনীর দাসী
জগদীশ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত লোক
গদাধর	জগদীশবাবুর মোসাহেব ও প্রসন্নের বিবাহার্থী

অলীকের বন্ধু

একজন বাড়িভাড়া আদায়ের লোক

বেলিফের পেয়াদা

প্রথমাঙ্ক

একটা ঘর

প্রসন্নের প্রবেশ

নেপথ্যে দ্বারে আঘাত

প্রসন্ন। দরজা ঠেলে কে ও? (দ্বার উদ্‌ঘাটন ও গদাধরের প্রবেশ) ও মা, গদাধরবাবু যে! কি ভাগ্যি! আজ যে এত সকাল সকাল? বড়ো মানুষের মোসাহেব, দশটা না বাজতে বাজতেই ঘুম ভাঙল?

গদা। মাইরি! তাই তো! আজকাল দেখছি তুই বড়ো রসিক হয়েছিস!

প্রস। আমাকে আবার রসিক দেখলে কিসে? বলি, বড়ো মানুষের মোসাহেব বলে আমাদের কি একেবারে ভুলে যেতে হয়?

গদা। ছি! ও কথা বোলো না। তোমাকে কি আমি ভুলতে পারি? যেই শুনেছি তোমাদের মনিবের সঙ্গে কাল তুমি কলকাতায় এসেছ— অমনি আমি আহার নিদ্রে ত্যাগ করে কখন তোমার সঙ্গে দেখা হয় এই চিন্তাতেই আছি। আজ ভোর না হতে হতেই দেখো তোমার কাছে দৌড়ে এসেছি। এই বাড়িটের সন্ধান কত্তেই যা আমার একটু দেরি হয়েছে। তা পিস্‌নি, তোর সাক্ষেতে বলতে কি, এই দেখ্, তোর জন্য ভেবে ভেবে আমার কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে।

প্রস। (কণ্ঠায় হাত দিয়া) ও মা তাই তো গা— আহা! কি হবে!

গদা। ভালো পিস্‌নি, আমি যে এই দশটি মাস ধৈর্য ধরে রয়েছি, কারো পানে একবারও চোক্ ফেরাই নি, এর দরুণ তুই আমাকে কি দিবি বল্ দেখি?

প্রস। এতদিন আর কারো পানে কি তোমার মন যায় নি?

গদা। তোমার দিব্যি না। তা কেন, অত কথায় কাজ কি, তোমা ভিন্ন আর কারো 'পরে আমার মন নেই বলে মোসাহেব মহলে আমার ভারি নিন্দে হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ঠাট্টা খেতে খেতে আমার প্রাণটা গেল। ভালো পিস্‌নি, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আমি যেমন ঠিক আছি তুইও তো—

প্রস। মর্ ড্যাক্‌রা— আমরা কি পুরুষের মতন—

গদা। না না না, আমি তা বলছি নে। আমি বেশ জানি, তোমার মতো সতী সাবিত্রী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সে যা হোক, তুমি আমাকে তখন কি বলছিলে?

প্রস। এমন কিছু নয়, আমি বলছিলেম কি যে আমাদের কর্তা সত্যসিন্ধু-বাবু, তাঁর মেয়ের বে দেবার জন্যে এখানে এসেছেন। আমাদের দিদিঠাকরুন সমস্ত হয়ে উঠেছে— এখনও বে হল না— কি ঘেন্নার কথা মা!

গদা। সে কি? এখনো বে হয় নি? তোমাদের কর্তা খেষ্টান না কি?

প্রস। অমন কথা বোলো না। তেনার বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ হয়। কর্তা ইদিকে খুব ধম্মিষ্টি। তবে কিনা তেনার একটা এই বাতিক হয়েছে যে, মনের মতন বর না পেলে তিনি কখনোই তেনার মেয়ের বে দেবেন না। এর মধ্যে যে কত বর এল আর গেল তার আর ঠিকানা নেই। এইবার যে ছেলেটির সঙ্গে বে হবার কথা হচ্ছে সে ছেলেটি খুব ভাগ্যিমন্ত। যে বাড়িতে এখন আমরা রয়েছি এটা তার বাড়ি।

গদা। এটা তো মস্ত বাড়ি দেখছি।

প্রস। মস্ত বৈকি, এর আবার দুই মহল। এক মহলে বরটি নিজে থাকে, আর-এক মহলে আমাদের কর্তাকে থাকতে দিয়েছে। তিনি কৃষ্ণনগর থেকে সবে এই এসেছেন— কলকাতার তো কিছুই চেনেন না, তাই আপাতত এই বাড়িতে উঠেছেন। বরটিকে আমাদের দিদিঠাকরুনের বড়ো পছন্দ হয়েছে। এখন যার সঙ্গেই হোক, দিদিঠাকরুনের বেটা হলে হয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তেনার বে হলে আমাকে গয়না দেবেন, কাপড় দেবেন আর নগদ টাকা দেবেন।

গদা। নগদ টাকা! তবে তো তোমার পোহা বারো দেখছি! তা— তা— তা কত টাকা পাবে?

প্রস। হাজার টাকা।

গদা। মরুক গে যাক, আমার তা জেনে লাভ কি? (স্বগত) এই টাকাটা গ্যাঁড়া দিতে হবে (প্রকাশ্যে) তা, ওতে আমার কি লাভ? পীরিত যে জিনিস সে কি টাকার ধার ধারে? ওই যে কি একটা ভালো গান আছে—(গান গাইতে গাইতে)

শুধু ধনে কি করে,

যে যারে সঁপেছে প্রাণ সে চায় তারে

(কিঞ্চিৎ পরে) ভালো, হ্যাগা টাকাটা কি নগদ দেবে ?

প্রস। নগদ বৈকি !

গদা। (স্বগত) ভালো, একটা কথা মনে পড়ল। আমাদের জগদীশ-বাবু আমাকে বলেছিলেন যে, যদি আমি বিধবা বে কত্তে পারি তা হলে তিনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। তিনি বলেন যে বিধবা বিয়ে চলতি না হলে দেশের ভালো হবে না। আর এইজন্য তিনি বিস্তর টাকা খরচ কচ্ছেন। এতে দেশের ভালোই হোক আর মন্দই হোক তাতে আমার কিছু এসে যায় না— আমার কিছু লাভ হলেই হল। একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক-না— এতে আমার দোকর লাভ হবে— মাগিকে যদি রাজি কত্তে পারি তা হলে ওর হাজার টাকাটা গ্যাঁড়া দেওয়া যাবে, আবার আমাদের বাবুর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা হাতানো যাবে। বড়ো মজাই হয়েছে। এখন মাগিকে রাজি কত্তে পাল্লে হয়। কথাটা পেড়েই দেখা যাক-না। (প্রকাশ্যে) পিস্‌নি, তুই যদি আমাকে ভালোবাসিস তা হলে একটি কথা শুনতে হবে, বল্ শুনবি কি না ?

প্রস। ইস্তক নাগাদ আমি তোমার কোন্ কথাটি শুনি নি যে তুমি আমাকে অমন করে বল্লছ।

গদা। তবে বলব ? কোনো দূষ্য কথা নয়— এই বলছিলেম কি— তুই বে করবি ?

প্রস। মরণ আর কি ! মিন্‌সের কথার ছিরি দেখ না, আমি আবার কেন বে করতে গেলেম— তুই বে কর্, তোর চোদ্দপুরুষ বে করুক। পোড়ামুখোর বলবার রকম দেখো না— একবার বে হয়ে গেলে আবার নাকি বে হয়, ও মা, কি লজ্জার কথা ! কি ঘেন্নার কথা মা ! তুমি কি গা পাগল হয়েছ না কি ?

গদা। এ সে বে নয় রে, এ সে বে নয়। এ বিধবা বে। এতে কোনো দোষ নেই। এখনকার পণ্ডিতরা বলেছে যে বিধবাদের বে হতে পারে। আর এখন তো পাড়ায় পাড়ায় তাই হচ্ছে, আবার বিধবা বের আইনও হয়েছে। এই সেদিন তো আমাদের ভট্‌চাষ্যি মশাদের বাড়িতে বিধবা বে হয়ে গেল, তাতে কত বড়ো বড়ো পণ্ডিত সব বিদেয় নিয়ে গেল।

প্রস। (আহ্লাদিত হইয়া) ও মা, কি হবে! বিধবার বে তবে হতে পারে? যে পণ্ডিত এ কথা বলেছে তার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক!

গদা। এখন বল্ দেখি এতে রাজি আছিস কি না!

প্রস। এতে যখন কোনো দোষ নেই তখন রাজি হব না কেন?

গদা। আর দেখ্, বে'র খরচপত্রের কোনো ভাবনা নেই, তুই যে টাকাটা পাবি তাতেই অনায়াসে হবে, তা আর দেরি করবার দরকার নেই, শুভস্য শীঘ্রং বুঝলি কি না!

প্রস। হা আমার কপাল! এখনো যে আমাদের দিদিঠাকরুনের বে হয় নি— তেনার বে না হলে তো আর আমি ও টাকা পাচ্ছি নে।

গদা। কেন, এখনো হচ্ছে না কেন?

প্রস। তা আমি বলতে পারি নে— কিন্তু ভাবসাব দেখে বোধ হচ্ছে একটা কি বাগড়া পড়েছে।

গদা। কিসের বাগড়া? নগদ হাজার টাকা যখন পাবার কথা হচ্ছে তখন আবার বাগড়া কিসের? এই বিয়েটা কোনোরকম করে ঘটাতেই হবে। তোর কর্তাকে কোনোরকম করে ভুলিয়ে ভালিয়ে যাতে এই বিয়েটা হয় তার জন্যে তোর চেষ্টা কত্তে হবে। আর যদি কোনো বিষয়ে আমাকে দরকার হয়—

প্রস। তোমাকে দরকার হবেই— আমি জানি তোমার অনেক ফন্দি টন্দি এসে। কিন্তু আগে এইটে জানতে হবে, কর্তা রাজি হচ্ছে না কেন। এই যে দিদিঠাকরুন এই দিকে আসছেন। তুমি এইবেলা ঐ আড়ালটায় লুকোও। মাথা খাও পালিও না। [গদার অন্তরালে গমন

নেপথ্যে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওলো ও পিস্‌নি! পিস্‌নি!

হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ

প্রস। কেন দিদিঠাকরুন?

হেমা। এই যে লো— তুই যে এখানে আছিস দেখছি। হ্যাঁলো তিনি কি আজ বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?

প্রস। কে গা?

হেমা। কে গা— যেন উনি কিছুই বুঝতে পারেন নি— রঙ্গিনী আর কি!

প্রস। (ঈষৎ হাসিয়া) ও বুঝেছি, অলীকবাবুর কথা সুধোচ্ছ?

হেমা। হ্যাঁলো হ্যাঁ।

প্রস। কৈ না দিদিঠাকরুন, তাঁকে আজ এখানে দেখতে পাই নি।

হেমা। ও লোকটি কে লো, যে এইমাত্র চলে গেল?

প্রস। (স্বগত) ও মা! দিদিঠাকরুন দেখতে পেয়েছেন দেখছি! (প্রকাশ্যে) আমার দেশের একটি কুটুম্ব-মানুষ দিদিঠাকরুন। তা— তা—

হেমা। আমার কাছে আবার ভাঁড়াচ্ছিস? টিক কথা না বললে দেখতে পাবি।

প্রস। তবে বলব দিদিঠাকরুন! এই কৃষ্ণনগরে তোমার সাক্ষেতে যার কথা বলেছিলাম দিদিঠাকরুন, সেই মিন্‌সেটি।

হেমা। তার সঙ্গে তোর কি কথা হচ্ছিল লো?

প্রস। ও মা কি ঘেন্নার কথা! মিন্‌সে বলে কি দিদিঠাকরুন যে, তুই আমাকে বে কর, পণ্ডিতরে নাকি বলেছে যে বিধবা বেতে দোষ নেই; এ কথা কি সত্যি দিদিঠাকরুন?

হেমা। (হাস্য করত) ওলো! তুই বিধবা বিয়ে করবি? ও মা আমি কোথায় যাব! তা তুই কর না, তাতে কোনো দোষ নেই। সত্যি, পণ্ডিতরা বলেছে বিধবার বিয়ে হতে পারে।

প্রস। দিদিঠাকরুন, তাই তোমায় সুধোচ্ছি। মিন্‌সের কথায় আমার বড়ো পেত্তয় হয় নি।

হেমা। তার সঙ্গে যদি তোর ভাব হয়ে থাকে তা হলে তুই বিয়ে কর-না। যার সঙ্গে যার ভালোবাসা হয় তাদের বিয়ে দিতে আমার বড়ো ইচ্ছে করে। যখন নভেলে পড়ি যে দুজনের ভালোবাসা হয়ে বিয়ে হল না তখন আমার বড়ো কষ্ট হয়। তা আমার বিয়ে হয়ে গেলে তোর বিয়ে দিয়ে দেব— আর তাতে যা খরচপত্র লাগবে তা সব দেব।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) তবে আমাকে আর পায় কে?

হেমা। তা— সেই মিন্‌সেটিকে তোর পছন্দ হয়েছে তো লো?

প্রস। মিন্‌সেটাকে দিদিঠাকরুন, দেখতে বেশ। মুখটা চ্যাপ্টা পারা— চোক দুটি গোল-গোল পারা— নাকটা ট্যাকাল পারা— বেশ।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) আ মরি! আমার রূপের কি বর্ণিমেটাই হচ্ছে!

হেমা। (হাস্য করত) তার রূপের যেরকম বর্ণনা কল্লি তাতে আর কার না পছন্দ হয়? সে যা হোক— ইদিকে যে ভারি গোল বেধে উঠেছে লো; আমার বে'তে যে বাগড়া পড়েছে, আমার বিয়ে না হলে তো আর তোর বিয়ে হচ্ছে না।

প্রস। বাগড়া পোলো কেন দিদিঠাকরুন?

হেমা। অলীকবাবুর সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দেবেন না, সম্বন্ধটা ভেঙে দেবেন।

গদা। (অন্তরাল হইতে) আরে গেল যা! হাজার টাকাটা দেখছি তবে মাঠে মারা গেল।

প্রস। কেন দিদিঠাকরুন, বরটি তো বেশ। দেখতে শুনতে কথায়-বাত্রায় কেমন! দু-চারটে শৌখিন রকমের দোষ থাকলে আর কি এসে যায়?

হেমা। (হাস্য) মাইরি তোর কথা শুনলে হাসি পায়, দোষ আবার শৌখিন রকম কি লা? মাইরি, পিস্‌নি এত জানে!

প্রস। শৌখিন দোষ কাকে বলে জান না দিদিঠাকরুন? এই মদ-টদ খাওয়া। বাবুলোকদের এ দোষগুলি প্রায়ই হয়ে থাকে।

হেমা। দোষের কথা যদি বলিস— তো তার আমি একটি দোষ দেখেছি। সেই দোষের কথা কাল বাবার কাছে একজন কে বলে দিয়েছে। তুই তো জানিস আমার বাবা কিরকম সাদাসিদে লোক, পষ্টাপষ্টি কথা না বললে তিনি ভারি চটে যান। তিনি আর সব দোষ মাপ করেন কিন্তু সেই দোষটি মাপ করেন না। বাবার কাছে কে বলেছে যে অলীকবাবু, আর সকল রকমে লোক ভালো, কেবল দোষের মধ্যে ভুলেও তাঁর মুখ দিয়ে একটি সত্যি কথা বেরয় না, কিন্তু বাস্তবিক তা তো নয়। তিনি একটু সাজিয়ে গুজিয়ে কথা বলেন, আর লোকে মনে করে মিথ্যে কথা। আর, লোকগুলো এমনি খারাপ যে, গল্প একটু আশ্চর্য রকম হলেই তাঁদের আর বিশ্বাস হয় না।

প্রস। এতক্ষণে আমি কথাটা বুঝতে পাল্লেম দিদিঠাকরুন, বোধ করি, তিনি অনেক মুলুক ভেমন করে থাকবেন। যারা মুলুক দেখে বেড়ায় তাদের কাছে অনেক রকম আশ্চয্যি কথা শুনতে পাওয়া যায়।

হেমা। তা নয় পিস্‌নি, আমার বোধ হয় তিনি অনেক নভেল পড়েছেন। নভেল কি তা জানিস? নভেল বলে একরকম নতুন বই বেরিয়েছে— তাতে

যেমন জ্ঞানের কথা থাকে এমন আর কিছুতে না। আগে মহাভারত রামায়ণ পড়তে কি ভালোই লাগত, কিন্তু নভেল পড়তে শিখে অবধি সেগুলো আর ছুঁতেও ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে করে তোকে লেখাপড়া শেখাই, তা হলে নভেল পড়বার সুখটা তুই জানতে পারিস। আচ্ছা, নভেল পড়তে কেমন লাগে শুনবি পিস্‌নি?

প্রস। আমরা দিদিঠাকরুন মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমরা ও-সব কি বুঝব।

হেমা। সব কথা না বুঝিস ভাবটাও তো বুঝতে পারবি— সে এমনি মিষ্টি একবার শুনলে আর তুই ভুলতে পারবি নে— আমি বইটা নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান

প্রস। কথক-ঠাকুরের কাছে কত শাস্তোরের কথা শুনেছি কিন্তু দিদি-ঠাকরুন যে শাস্তোরের কথা বললেন তা তো আমি কখনো শুনি নি। আমাদের দিদিঠাকরুন কত ন্যাকাপড়াই না জানি শিখেছেন।

পুস্তক-হস্তে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ

হেমা। এই শোন্, (পাঠারম্ভ) "এখনও প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। এখনও ক্ষীণচন্দ্র নৈশ-গগন প্রান্তে, সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল, হাসিতেছিল, খেলিতেছিল, আবার হাসিতেছিল এবং আবার খেলিতেছিল।" দেখ্ দিকি পিস্‌নি, এখানটা কেমন লিখেছে— তোরা হলে শুধু বলতিস "হেসে খেলে বেড়াচ্ছিল" কিন্তু এতে দেখ্ দিকি কেমন বলেছে "ভাসিতেছিল হাসিতেছিল খেলিতেছিল আবার হাসিতেছিল এবং আবার খেলিতেছিল" (প্রসন্ন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক ভাবে হাঁ করিয়া শ্রবণ) তার পর শোন্— "ক্রমে উষার দুই চারিটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল— পুষ্প-কলিকা দুই চারিটি ফুটিয়া উঠিল— গাছের দুই চারিটি পাতা নড়িল। প্রথমে একটি পক্ষী ডাকিল, তার পর দুইটি পক্ষী ডাকিল, পরে তিনটি পক্ষী ডাকিল— শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। কুঞ্জে কুঞ্জে পক্ষীর কলরবের সহিত গৃহে গৃহে ঝাঁটার কলরব উঠিল। এই দুই কলরব মিশিয়া এক অপূর্ব মধুর প্রভাত-সংগীত সৃজিত হইয়া প্রাভাতিক গগনে সমুত্থিত হইল। সকলই নিস্তব্ধ— কেবল একটি মাত্র অশ্বারোহী পুরুষ জনশূন্য পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার অশ্বের পদশব্দে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে— ক্রমে সেই অশ্বারোহী পুরুষ একটি গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন

করিলেন। দেখিলেন, বংশীবদন ঘোষের বাড়ির গৃহস্থেরা সকলেই নিদ্রিত। কেবল একটিমাত্র বালিকা সম্মার্জনীহস্তে, গৃহপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতেছিল। সুন্দরীর সুকুমার হস্তে ঝাঁটার যে কি শোভা তাহা কি পাঠকগণ দেখিয়াছেন? কেহ যদি না দেখিয়া থাকেন তো আমি দেখিয়াছি। ইহাতে প্রখরে মধুরে মিশে। বজ্র ও বিদ্যুতে প্রখরে মধুরে মিশে; নিদাঘ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ও বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় প্রখরে মধুরে মিশে; ব্রাণ্ডি ও বরফে প্রখরে মধুরে মিশে; চিলের চিহিঁরবে ও কোকিলের কুহুধ্বনিতে প্রখরে মধুরে মিশে; এবং বালিকার সুকুমার হস্তে ঝাঁটিকাও প্রখরে মধুরে মিশে। হে ঝাঁটে! হে শতমুখি!— হে ধূমকেতু প্রতিরূপিণি সম্মার্জনি! হে কুণ্ডলাকৃতিধূলি-রাশি-সমুদ্গারিণি! হে শল্লক-কণ্টকী-নিন্দিত-তীক্ষ্নকর-প্রসারিণি! হে নারিকেল-রশি-নিবদ্ধ-শিরোদেশ-সুশোভিনি! কি বা তোমার অতুলনা মহিমা! তুমি গৃহের শ্রীস্বরূপা, কারণ তুমি গৃহ-প্রাঙ্গণের মুখ উজ্জ্বল কর— তুমি পল্লীর বৈতালিক-স্বরূপা, কারণ তোমার মৃদু মধুর ঝর ঝর নিনাদে গৃহস্থের নিদ্রা ভঙ্গ কর— তুমি দ্বিপত্নীক ভর্তার ভীতি-স্বরূপা, কারণ দিবারাত্রি তাহার উপর নিগ্রহ কর— তুমি বীরত্বের আদর্শ-স্বরূপা, তোমার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে কেহ অগ্রসর হয় না, কারণ তোমা কর্তৃক নিগৃহীত ভীরুদের পৃষ্ঠদেশেই ক্ষতচিহ্ন লক্ষিত হয়— তুমি অলঙ্কার শাস্ত্রোল্লিখিত মহাকাব্য-স্বরূপা— কারণ তোমাতে নব রসেরই আবির্ভাব। যখন আনতমুখী অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর সুকুমার হস্তে তুমি শোভমানা হও, তখন তুমি আদিরসের উত্তেজক— যখন প্রচণ্ড মূর্তি-ধারিণী, ঘূর্ণায়মানলোচনা, আলুলায়িতকেশা, বদ্ধ-পরিকরা বাপান্ত-বর্ষিণী প্রৌঢ়ার হস্তে বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া থাক তখন তুমি রৌদ্র বীর ও ভয়ানক রসের উত্তেজক এবং যখন তোমার সেই সুতীব্র ভীষণ বজ্র নিগৃহীত ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশ শতধা বিদীর্ণ করিয়া রক্তনদী প্রবাহিত করে, তখন তুমি করুণ-রসের উত্তেজক— যখন তুমি আঁস্তাকুঁড়ের আবর্জনারাশির মধ্যে ক্রীড়া করিতে থাক তখন তুমি বীভৎস রসের উত্তেজক— যখন তোমার কোমল স্পর্শে কুপিত নায়কের কোপ-শান্তি হয় তখন তুমি শান্তিরসের উত্তেজক। তোমার মহিমার অন্ত কোথায়? তোমাকে প্রণাম।"

প্রস। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

হেমা। ও কি লো প্রণাম করিস কাকে?

প্রস। দিদিঠাকরুন, ঠাকুর-দেবতাদের নাম শুনলে প্রণাম করতে হয়। ওতে ঠাকুরের মহিমের কথা খুব নিকেছে।

হেমা। (হাসিয়া) সে কি লো? ঠাকুর-দেবতার কথা এতে কোথায় পেলি? তুই কি কিছুই বুঝতে পারিস নি? তাই তো বলি, লেখাপড়া যদি শিখতিস তা হলে কেমন বুঝতে পাত্তিস। দেখছিস নে, একটা সামান্ত কথা বাড়িয়ে— কত অলংকার দিয়ে লিখেছে। তা দেখ্, একটা ছোটো কথা বাড়িয়ে বললে কেমন বেশ মিষ্টি লাগে। সেইজন্যে অলীকবাবুর কথা শুনতে আমার বড়ো ভালো লাগে। কিন্তু বাবা তো তা বোঝেন না। একটা কথা ভালো করে সাজিয়ে বললেই তিনি মিথ্যে কথা মনে করেন। দেখ্ পিস্নি, আমার বলে নয়— যথার্থ ভালোবাসা হলেই কেমন একটা-না-একটা বাগড়া পড়ে। এরকম ঢের আমি নভেলে পড়েছি। কিন্তু ভালোবাসা হলে কি কেউ ধরে রাখতে পারে? বাবা বলেছেন যদি তিনি একবার একটা মিথ্যা কথা ধরতে পারেন তা হলে তাঁর সঙ্গে আর আমার বিয়ে দেবেন না।

প্রস। বলো কি দিদিঠাকরুন? বাবু মানুষ, কাঁচা বয়েস. শহরে বাস, দু-চারটে মিথ্যে কথা না বললে কি চলে?

হেমা। সে যাক, এখন অলীকবাবুকে আগে থাকতে কি করে সাবধান করে দি ভেবে পাচ্ছি নে।

প্রস। রোসো, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি তিনি কখন এখানে আসেন। কর্তাবাবুর কাছে যাবার আগেই আমি তেনাকে সাবধান করে দেব।

হেমা। চুপ কর্ তো। বাবার ঘরে কে যেন কথা কচ্ছে না? এ নিশ্চয় অলীকবাবুর গলা।

প্রস। তবে বুঝি দিদিঠাকরুন, তিনি আর-এক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসেছেন।

হেমা। তবেই তো দেখছি সর্বনাশ! যদি বাবার সঙ্গে কথা কবার সময় পেয়ে থাকেন তা হলেই তো দেখছি—

প্রস। তা দিদিঠাকরুন, কর্তাবাবু যাতে ওঁর বেফাঁস কথাগুলো না ধরতে পারেন তার একটা ফন্দি করতে হবে। আমার ঘটে বড়ো বুদ্ধি এসে না। তবে আমার সেই মিন্সেটিকে বলে দেখি, যদি তার কোনোরকম বুদ্ধি জোগায়, দিদিঠাকরুন, আমি জানি তার অনেকরকম ফন্দি এসে।

হেমা। তবে তাই দেখ্ দিকি।

[হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান

প্রস। (গদাধরের প্রতি লক্ষ করিয়া) ওগো একবার এই দিকে এসো তো গা।

গদাধরের প্রবেশ

প্রস। দিদিঠাকরুন যা বলছিলেন তা সব শুনেছ তো?

গদা। আড়াল থেকে আমি সব শুনেছি।

প্রস। পারবে?

গদা। পারব না? হাজার টাকা বড়ো কম কথা না, আমি এর ভার নিলুম। আমি এমন ফন্দি করব যে তাঁর মিথ্যা কথা স্বয়ং ব্রহ্মা এলেও ধরতে পারবেন না! অলীকবাবু আমাকে দেখতে পাবেন না অথচ তাঁর কথা আড়াল থেকে আমার সব শুনতে হবে। কিরকম ধাঁচের লোকটা তার একটু আঁচ আমার আগে থাকতে নিতে হবে।

প্রস। দেখো— ওন্‌রা এলে তুমি ঐ ঘরের ভিতর ঢুকো; তুমি ঐ ঘর থেকে সব দেখতে শুনতে পাবে, অথচ তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না। পিছনের সিঁড়ি দিয়ে পালাবারও বেশ পথ আছে।

গদা। কিছু ভয় নেই— দেখ্ দিকি আমি কি করি। (স্বগত) অলীকবাবু মিথ্যে কথা বলে যেই ধরা পড়বার মতন হবেন অমনি তাঁকে আমার বাঁচিয়ে দিতে হবে। যদি বুদ্ধির দোষে না বাঁচাতে পারি তা হলে হাজার টাকাটা তো মাঠে মারা যাবে। এই বুঝে এখন আমার কাজ করতে হবে।

প্রস। ওগো, এইবেলা ঘরে ঢুকে পড়ো, তেন্‌রা আসছেন।

[গদাধর ও প্রসন্নের প্রস্থান এবং অন্তরাল হইতে অবলোকন

অলীকবাবু। (নেপথ্য হইতে) সত্য বলছি মশায়।

সত্যসিন্ধু ও অলীকবাবুর প্রবেশ

সত্য। বলো কি বাপু?

অলীক। আজ্ঞা হাঁ মশায়, কামাখ্যা দেশের রাজকন্যা। রাজকন্যার নামটি হচ্ছে মনোরমা। আমাকে বিবাহ করবার জন্য তিনি একবারে পাগল, কিন্তু আমি তাতে রাজি হলেম না। কেননা, আর-একজনের সঙ্গে আমার নাকি—

সত্য। আচ্ছা বাপু, সে কি সত্য রাজকন্যা?

অলীক। আজ্ঞে, রাজা বিক্রমাদিত্যের বংশ।

সত্য। বনেদি ঘরের বটে। ভালো, সকলেই কি তাঁর দর্শন পেতে পারে?

অলীক। বলেন কি মশায়, তাও কি কখনো হয়! চারি দিকে সেপাই পাহারা। কেবল আমি বলে তাই পেরেছিলেম।

সত্য। বটে?

অলীক। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়ে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে তা আমি একমুখে বলতে পারি নে। সমস্ত গল্পটা মহাশয়ের কাছে বলছি শুনুন।

সত্য। ও কথা বাপু থাক, আর-একটা গল্প বলো।

অলীক। এ গল্পটা সত্যি মশায়।

সত্য। এ গল্পটা সত্যি, তবে কি অন্য গল্পগুলো মিথ্যে?

অলীক। রাম! সে কি কখনো হতে পারে? সব গল্পগুলিই সত্যি, তবে কিনা এটা আরো—

সত্য। এটা আরো সত্যি?

অলীক। না না, তা নয়। আমি সে কথা বলছি নে। সে যা হোক, বিবাহের সমস্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল, তবে আবার আপত্তি হচ্ছে কিসে মশায়?

সত্য। বাপু! তোমাকে তবে সব খুলে বলি। আমার মেয়েটির বয়স হয়েছে, আর তাকে বেশি দিন রাখা যায় না। এখনো তার বিবাহ হল না বলে লোকে আমার ভারি নিন্দে কচ্ছে। কিন্তু আমি সে-সব সহ্য কচ্ছি। আমার এই প্রতিজ্ঞা হয়েছে যে যতদিন না একটি ভালো বর খুঁজে পাই, ততদিন কখনোই আমার মেয়ের বিবাহ দেব না। এতে আমার জাত থাকুক আর নাই থাকুক। বিশেষ আমার মেয়েটিকে অনেক যত্নে লেখাপড়া শিখিয়েছি, উপযুক্ত বর না পেলে তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়।

অলীক। তাতে আর সন্দেহ কি মশায়। তা কেন, শেক্সপিয়ার তাঁর ওয়েব্‌স্টার ডিক্স্যানারি বলে একটা নভেলেতে তো পষ্টই লিখেছেন যে মেয়েদের লেখাপড়া না শেখালে তারা হয় একটা জন্তু।

হেমা। (প্রসন্নের প্রতি অন্তরালে) দেখ্‌লি উনি নভেল পড়েছেন, আমি যা ঠাউরেছিলেম তাই।

অলীক। আর, চেম্বর্স অ্যাট্‌লাসে বায়রন লিখেছে যে নথ যেমন স্ত্রীলোকের প্রধান আলংকার বিদ্যাও স্ত্রীলোকের পক্ষে তাদ্রূপ।

সত্য। আমাদের শাস্ত্রেতেও এ বিষয়ের অনেক প্রসঙ্গ আছে।

অলীক। আজ্ঞে আছে বইকি। আমাদের শাস্ত্র অগাধ জগদম্বা বিশেষ, উপযুক্ত ডুবুরি হলে সকল রত্নই পাওয়া যায়। তা কেন, কালিদাসই তো মুগ্ধবোধে লিখে গেছেন যে 'বিদ্যাহীন না শোভন্তি বৈশাখে নর বাঁদরী'।

সত্য। তুমি বাপু সংস্কৃতও জান নাকি?

অলীক। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) আজ্ঞে, আপনার আশীর্বাদে কিঞ্চিৎ জানা আছে— বললে অহংকার করা হয়, এই সে দিন তারানাথ বাচস্পতি মশায়ের সঙ্গে ব্যাকরণ-ঘটিত অনেক তর্ক-বিতর্ক হল— তা বলতে কি, তাঁর কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মেছে— তা মশায়, ঝাড়া তিন ঘণ্টা তর্কের পর তাঁকে মুক্ত কণ্টকে স্বীকার করতে হল যে বাপু, তোমার মতো অদ্যুতীয় পণ্ডিত আর ভূভারতে নেই।

সত্য। বাপু, আমাদের সেকেলে ইংরাজি ও সংস্কৃতের চর্চা বড়ো ছিল না— পার্সিটাই খুব চলিত ছিল। (স্বগত) সংস্কৃত ও ইংরাজি শাস্ত্রে ছোগ্‌রাটির বিলক্ষণ দখল আছে দেখছি। কিন্তু শুধু বিদ্যা থাকলে তো চলবে না, (প্রকাশ্যে) দেখো বাপু, এ পর্যন্ত যে কত বর এল গেল তার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু তাদের কাকেও আমার পছন্দ হয় নি।

অলীক। ভালো বর না হলে আপনার মতন লোকের পছন্দ হবে কেন? আর ভালো বর পাওয়াও অদৃষ্টের কর্ম। অত কথায় কাজ কি। এই দেখুন-না কেন, বিষ্ণুপুরের রাজা তার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য আমাকে কত সাধাসাধি কল্লে— কিন্তু আপনাকে কথা দিয়েছি বলে আমি তাতে কিছুতেই রাজি হলেম না। আর দেখুন মশায়, আমার কি একটা বদ্‌ রোগ আছে যে একবার কথা দিলে আর আমি তা লঙ্ঘন কত্তে পারি নে— বরং ইদিকের সুয্যি উদিকে উঠতে পারে তবু আমার কথার বেঠিক হয় না।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) তা কেমন— যুধিষ্ঠিরের ঠাকুরদাদা আর কি?

সত্য। এ আবার বদ্‌ রোগ কি? এ তো সচ্চরিত্রের লক্ষণ। এরকম রোগ যেন বাপু সকলেরই হয়। যা হোক বাপু, তোমাকে আজ আমার

পরীক্ষা কত্তে হবে— আমি এই নিয়ম করেছি যে পরীক্ষা না করে কারো সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেব না।

অলীক। (আশ্চর্য হইয়া) পরীক্ষা! কিসের পরীক্ষা মশায়? (স্বগত) কি উৎপাত! এত করে ইস্কুল থেকে এড়িয়ে আবার বুড়ো বয়সে এগ্‌জ্যামিনের দায়ে পড়তে হল নাকি!

সত্য। এমন কিছু পরীক্ষা নয়— তোমার কথাবার্ত্তাতেই তোমার যথেষ্ট পরীক্ষা হবে।

অলীক। (স্বগত) রাম বলো বাঁচলেম। কথাবার্ত্তায় আমার পরীক্ষা হবে। তবে আমাকে আর পায় কে? এমনি লম্বা চৌড়ো কথা শুনিয়ে দেব যে উনি একেবারে তাক হয়ে যাবেন। (প্রকাশ্যে) তা মশায়, আমি পরীক্ষা দিতে রাজি আছি। দেখুন মশায়, সে দিন একটা ভারি বিপদে পড়েছিলেম।

সত্য। কি বিপদ বাপু?

গদা। (অন্তরাল হইতে) এই দেখো, আবার কি একটা আষাঢ়ে গল্প বলে।

অলীক। ও পারে বোসদের বাড়ি সেদিন আমার আর আমার একটি বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল— তা মশায় আমরা তো জগন্নাথ-ঘাটে নৌকো করলেম। নৌকোয় উঠে খানিক দূর গিয়েছি— তখন ঝিকিমিকি বেলা— অমনি কোন্নগরের দিকে একটানা মেঘ দেখা দিলে, তার পরে ফুর ফুর করে একটু বাতাস উঠল। তার পরেই মশায় তত্তর করে কালো মেঘে একেবারে আকাশ ছেয়ে গেল— আর ভয়ানক ঝড়!

হেমা। (অন্তরালি হইতে স্বগত) যেরকম বর্ণনা কচ্ছেন তাতে তো দেখছি ইনি বেশ নভেল লিখতে পারেন।

অলীক। তার পর মশায় ভয়ানক তুফান, এমন আমি কখনো দেখি নি। তালগাছের মতো বড়ো বড়ো ঢেউ যেন চার দিক থেকে গিলতে এল। নৌকোটা ডোবে আর কি— এমন সময় আমি কোমর বেঁধে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লেম। ভাগ্যি আমার সাঁতার দেওয়াটা খুব অভ্যেস ছিল, তাই রক্ষে। আমি সেখান থেকে এক ডুব মারলেম, আর এক ডুবেই একেবারে শালকের ঘাটে দাখিল। ঘাটের রাণাটা আমার মাথায় ঠনাৎ করে লাগল। কপালটা মশায় একেবারে ফুলে ঢাক হয়ে উঠল। তার পর দেখি পেটটাও জল খেয়ে ঢেঁকি হয়েছে। যা হোক, প্রাণটা তো বাঁচল।

হেমা। আহা, না জানি উনি কত কষ্ট পেয়েছিলেন।

সত্য। জল খেলে কি করে বাপু? যে ডুব-সাঁতার ভালো জানে সে কি কখনো জল খায়?

অলীক। এ কি মশায় ছোটো পুষ্করণী— একে গঙ্গা, তাতে আবার তুফান— যেই এক-এক বার মাথা ওঠাচ্ছি অমনি এক-এক ঘটি জল খেয়ে ফেলছি।

সত্য। তবে যে বাপু, তুমি বললে এক ডুবেই গঙ্গা পার হলেম?

অলীক। সে কথার কথা বলছিলেম। তার পর শুনুন না মশায়, সাঁতার দিয়ে তো ভয়ানক হাঁপিয়ে পড়েছি— প্রাণ যায় আর কি— কি করি— কোথায় যাই— ভাগ্যি কাছে একটা দোকান ছিল তাই মশায় রক্ষে— সেখানে গিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে তবে বাঁচি।

সত্য। এক গঙ্গা জল খেয়েও সাধ মিটল না বাপু?

অলীক। সে জল কি পেটে ছিল মশায়, ডাঙায় এসেই সব উঠে গিয়েছিল।

সত্য। ভালো, তোমার সেই বন্ধুটির দশা কি হল? মোলো কি বাঁচল তার কথা তো তুমি কিছুই বললে না।

অলীক। বন্ধু কে মশায়?

সত্য। এই যে তুমি প্রথমেই বললে "ও পারে আমার আর আমার একটি বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল"—

অলীক। ওঃ! তার কথা বলছেন? সে তো তখনই অক্কা পেলে। যেমন নৌকোডুবি হল, তারও সেই সঙ্গে কর্ম সাফ হয়ে গেল— সাঁতার না জানলে কি গঙ্গায় রক্ষা আছে মশায়?

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) লোকটার মুখ-জোর খুব আছে দেখছি। বোধ হয়, আমার বেশি কষ্ট পেতে হবে না। আপনার কাজ আপনি ফতে কত্তে পারবেন।

অলীকবাবুর একজন বন্ধুর প্রবেশ

বন্ধু। (স্বগত) সে শালা কোথায়? সে দিন বড়ো ঢলিয়েছিল। এমনি মাতাল হয়েছিল যে চৌকিদারেরা ঝোলায় করে তাকে পুলিসে নিয়ে যায়।

আমি তবে দশটা টাকা দিয়ে চৌকিদারের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। কোথায় সে শালা।

অলীককে দেখিতে পাইয়া প্রকাশ্যে

হ্যাঃ বাবা! সেদিন কেমন রগড় হয়েছিল?

অলীক। (ত্রস্ত হইয়া স্বগত) কি উৎপাত! সেই শালা এসেছে দেখছি— এইবার দেখছি সব ফাঁস হয়ে গেল। কি করে এখন একে থামাই।

এই সময়ে গদাধর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অলীকের বন্ধুকে তাড়াতাড়ি ইঙ্গিত-দ্বারা আহ্বান ও গদাধরের নিকট তাহার গমন

সত্য। ও লোকটি কে বাপু?

অলীক। (স্বগত) ও বেশ গাইতে পারে— ওকে গাইয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যাক-না কেন। শহরের একজন খুব ধনী বলে আমি সত্যসিন্ধুর কাছে আপনার পরিচয় দিয়েছি— দুই-একজন গাইয়েও যে আমার মাইনে করা চাকর আছে— সেটাও তো বলা ভালো। আর গান কত্তে বললেই ও বেটাও লজ্জায় এখান থেকে এখনই পালাবে— তা হলে আমিও বাঁচব।

সত্য। ও ছোগ্‌রাটি কে বাপু? বলছ না যে?

অলীক। আজ্ঞে, ও একটি গাইয়ে— ৫০ টাকা দিয়ে ওকে আমি চাকর রেখেছি।

সত্য। বটে!

গদাধর। (অন্তরালে— অলীকের বন্ধুর প্রতি জনান্তিকে) কর্তা বসে আছেন দেখতে পাও নি? এয়ারকির কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে ওখানে ভালো হয়ে বোসো।

বন্ধু। (স্বগত) উনি কর্তা নাকি— তবে তো কথাটা ভালো হয় নি। এবার তবে ভালো মানুষের মতো বসি-গে। (নিকটে আসিয়া উপবেশন)

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) ইনি বেশ গাইতে পারেন মশায়।

সত্য। "জ্ঞানং পরতরং নাস্তি, গানং পরতরং নাস্তি" গানের চেয়ে কি আর জিনিস আছে? তোমাদের কলকাতায় এলেম বাপু— দু-একটা গান-টান শোনাও।

বন্ধু। (লজ্জিত হইয়া) আমি মশায়, গান জানি নে।

অলীক। মশায়, উনি গানেতে ওস্তাদ।

সত্য। তবে হোক না একটা— হোক— হোক।

অলীক। গাও-না একটা—

বন্ধু। (স্বগত) ভালো মুশকিলেই পড়েছি— এরকম হবে জানলে কোন্ শালা এখানে আসত— দূর হোক-গে— যা জানি একটা গেয়ে পালাই। (গানারম্ভ)

রাগিণী। ললিত তাল। আড়াঠেকা

গা তোলো রে নিশি অবসান প্রাণ।
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে পুঁইশাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।
ধুতুরা ভ্যারেণ্ডা আদি, ফুটে ফুল নানা জাতি,
স্ক্যাবেঞ্জারের গাড়ি নিয়ে যায় গাড়োয়ান।

সত্য। বাঃ, বেশ মিষ্টি গলা তো!

অলীক। কেন মশায়, প্রাতঃকালের বর্ণিমেটাই বা কি মন্দ।

বন্ধু। (উৎসাহ পাইয়া) এরই জোড়া আর-একটি সন্ধ্যার বর্ণনা আছে— সেটা আরো ভালো।

অলীক। সেটা শুনিয়ে দেও-না!

বন্ধু। গানটি হচ্ছে জানকীর প্রতি শ্রীরামের উক্তি।

সত্য। তা বেশ— বেশ ঐ গানটিই গাও বাপু!

বন্ধু। (গানারম্ভ)

রাগিণী। পূরবী তাল। কাওয়ালি

গা ঢালো রে, নিশি আগুয়ান, প্রাণ।
'বেল ফুল' 'বেল ফুল' ঘন হাঁকে মালিকুল,
'বরীফ' 'বরীফ' হেঁকে বরফ-ওলা যান।
শ্যাওড়া বনে পালে পাল, ক্যাক্কাহুয়া ডাকে শ্যাল
আঁস্তাকুড়ে কিচির মিচির ছুঁচোয় করে গান।
হুলো বেড়াল মিয়াও করে, নেংটে ইঁদুর খাচ্ছে ধরে
পেঁচা ভাবে আমার খাবার অন্যে কেন খান।
পড়ল গুড়ুম নটার তোপ, এখনো কি যায় নি কোপ,
একটুখানি দিয়ে হোপ রাখল আমার প্রাণ।

ভোঁদড়গুলো মারছে উঁকি, ঘুমিয়ে পোলো খোকা খুঁকি,
শ্রীরাম বলেন, হে জানকী ভাঙবে কি তোর মান?
দ্বিজ বাল্মীকি কয়, এ মান ভাঙবার নয়,
চরণ ধরো হে দয়াময়, নইলে নাইকো ত্রাণ।

সত্য। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) কিন্তু এটা তো বাল্মীকের রচনা বলে বোধ হচ্ছে না বাপু। এটা যে কেমন কেমন ঠেকছে।

অলীক। আজ্ঞে, ওটা নিজ বল্মীকের না হোক কীর্তিরাম দাসের ভাঙা বটে। (স্বগত) ইনি হচ্ছেন একজন অজ পাড়াগেঁয়ে লোক— রাগ-রাগিণীর ধার তো কিছুই রাখেন না। আমিও ততোধিক—কিন্তু এঁর কাছে রাগ-রাগিণী ফলাতে খুব আরাম আছে, (প্রকাশ্যে) এটা কি রাগিণী জানেন মশায়?

সত্য। না বাপু, রাগ-রাগিণীর আমি কিছু বুঝি নে।

অলীক। আজ্ঞে, এটা হচ্ছে রাগিণী শব্দকল্পদ্রুম।

বন্ধু। না না, এটা যে বেহাগ।

অলীক। আরে মূর্খ— এর বাংলা নাম বেহাগ, সংস্কৃততে একে শব্দ-কল্পদ্রুম বলে। দেখুন মশায়, হিন্দুসন্তান হয়ে সংস্কৃতটা না জানা বড়োই খারাপ।

সত্য। তার সন্দেহ কি বাপু। আর-একটা গান হোক-না—তুমি বাপু, ফরমাশ করো— আমি তো রাগ-রাগিণী কিছুই বুঝি নে।

অলীক। আচ্ছা, রাগ ঘটোৎকচ গাও দিকি।

বন্ধু। সে কি আবার?

সত্য। ঘটোৎকচ বলে একটা রাক্ষস ছিল জানি— ঐ নামে এক রাগও আছে নাকি?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ! এ রাগ সকলে জানে না। খুব বড়ো গাইয়ে না হলে এ রাগে গাইতে পারে না।

বন্ধু। (স্বগত) শালা তো ভারি উৎপাতে ফেললে দেখছি। ঘটোৎকচ রাগ তো আমি কখনো শুনি নি। যা হোক, আর এখানে থাকা নয়, পালানো যাক। (প্রকাশ্যে) অলীকবাবু, আমি তবে আসি— আমার আজ একটু বিশেষ কাজ আছে।

[তাড়াতাড়ি প্রস্থান

অলীক। বেটার রোজই একটা-না-একটা ওজর। ৫০ টাকা মাইনে বড়ো কম নয়। রোস্, কালই ওকে ছাড়িয়ে আর-একজন গাইয়ে বাহাল কচ্ছি। আমার বড়ো আপসোস হচ্ছে যে মশায় ঘটোৎকচ রাগিণীটা শুনতে পেলেন না— তা সকল ওস্তাদ তো সকল রাগ জানে না। আমি আর-এক ওস্তাদের কাছে এই রাগটি পূর্বে শিক্ষা করেছিলেম— তা যদি বেয়াদবি মাপ করেন তো—

সত্য। তা গাও না— তাতে ক্ষতি কি। উত্তম সংগীত হলে পিতা-পুত্রেও গাওয়া যায়। শাস্ত্রেই তো আছে "শিশু পশু মৃগব্যালা নাদেন পরিতুষ্ঠতি"।

অলীক। (নানা ভঙ্গী সহকারে গানারম্ভ)

রাগিণী। খাম্বাজ তাল। কাওয়ালি

ছিলি যেখানে সেখানে যারে ভৃঙ্গ ;
চটক্ ফটক্ দেখালে কি হবে।
আস্‌কারা মস্‌কারা পেয়ে করিস্ নেকো রঙ্গ।
করিস নে করিস নে ম্যানে মিছে ন্যাকেরা,
রাগে গর্ গর্ গর্ গর্ গর্ গর্ কপালে থ্যাংরা ;
ধা কিটিতাক্ ধুমকিটিতাক্ ধেন্না উড়ে যা পতঙ্গ,
রঙ্গ ভঙ্গ দেখে জ্বলিছে অঙ্গ ॥

সত্য। দিল্লি থেকে একজন মস্ত ওস্তাদ কৃষ্ণনগরে একবার এসেছিল— সে বাবু এইরকম খিটিমিটি খিটিমিটি করে কত কি গান গেয়েছিল। তাতেই বোধ হচ্ছে, ইটি উচ্চ অঙ্গের সংগীত।

অলীক। আজ্ঞে হাঁ, উচ্চ অঙ্গের বই-কি, মিঞা তানসেনের পৃসিদ্ধ ধ্রুপদ।

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) হা কর্ণ! তুমি কি শুনলে! যা শুনলে তা কি আর কখনো শুনেছ? এমন মিষ্টতা কোথায় আছে? এমন মিষ্টতা পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে নেই— এমন মিষ্টতা উষার অরুণ-কিরণে নেই— এমন মিষ্টতা মধুকর-রচিত মধুচক্রে নেই— হা, কি শুনলেম!

সত্য। বাপু, তামাক ডাকো, সেই অবধি তোমার গল্প শুনছি— এক ছিলিম তামাক দিলে না।

অলীক। তাই তো, বেটারা ভারি কুঁড়ে দেখছি। ওরে মাধা— হারা— কানাই— কোনো বেটাই যে উত্তর দেয় না।

সত্য। এমন জানলে যে আমার চাকর সঙ্গে নিয়ে আসতেম। তুমি বললে তোমার ঢের চাকর আছে— তাই আর আনলেম না।

অলীক। আজ্ঞে চাকরের অপ্রতুল কি? আমার দশ-বারোজন চাকর। বেটারা সব ঘুমুচ্ছে দেখছি। বসুন মশায়, আমি একবার দেখে আসি।

অলীকের প্রস্থান, পরে স্বয়ং তামাক সাজিয়া অলক্ষিত ভাবে হাতটি মাত্র বাড়াইয়া ঘরের ভিতরের দেয়ালে হুকা ঠেস দিয়া রাখন ও পরে পুনঃপ্রবেশ

অলীক। আশ্চর্য! এখনো বেটারা তামাক দিলে না? ও! ঐ যে দিয়ে গেছে দেখছি। মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন।

সত্য। (হুঁকা লইয়া) আ বাঁচলেম!

অলীক। দেখেছেন মশায়, বেটারা আস্তে আস্তে হুঁকোটা ঐখানে রেখে গেছে— আমার ভয়ে এখানে আসতে পারে নি।

সত্য। (কাশিতে কাশিতে) দেখো বাপু, তোমাদের কলকাতা বড়ো গরম— এখানে আর তিষ্ঠোনো যায় না।

অলীক। গরম বোধ হচ্ছে? একটু নক্সভমিকা খান-না মশায়।

সত্য। সে কি বাপু?

অলীক। হুমোপাথি চিকিৎসায় এই ওষুধ চলিত— বড়ো চমৎকার ওষুধ। হনুমানজী গন্ধমদন থেকে যে ওষুধ এনে লক্ষ্মণ ভায়াকে বাঁচান, এ সেই ওষুধ। জানেন মশায়, আমাদের হনুমান একজন মস্ত ডাক্তার ছিলেন।

সত্য। হুমোপাথি চিকিৎসাটা কিরকম বাপু? তোমার চিকিৎসা বিদ্যাও আসে নাকি?

অলীক। আজ্ঞে চিকিৎসা শাস্ত্রও কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করা হয়েছিল— হুমোপাথি শাস্ত্রটা কি জানেন মশায়? প্রথমে এই শাস্ত্রের নাম হনুমানপন্থী ছিল— ক্রমে তার নাম হুমোপ্যাথি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজ বেটারা বলে কিনা এ শাস্ত্র তারা বের করেছে— কিন্তু হনুমান যে এর ছিষ্টিকর্তা এটা মশায় তারা অস্বীকার কত্তে পারে না।

সত্য। বটে?

বাড়িভাড়ার টাকা আদায় করিবার জন্য একটা খাতা হস্তে একজন ব্যক্তির প্রবেশ

ঐ ব্যক্তি। (স্বগত) সেই ছোগ্‌রাটা তো এই বাড়ি ভাড়া করেছে—

তার বিষয়-আশয় আছে কি না তা তো জানি নে— এখন ভাড়ার টাকাটা আদায় হলে হয়।

অলীক। (স্বগত) সর্বনাশ করেছে— সেই বেটা এই বাড়ির ভাড়া আদায় কত্তে এসেছে। এটা যে আমার নিজ বাড়ি নয়— ভাড়াটে বাড়ি— এইবার দেখছি সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। বেটাকে এখন কি করে তাড়ানো যায় ?

ঐ ব্যক্তি। (অলীককে দেখিতে পাইয়া) এই-যে বাবু, আমার হিসাবটা চুকিয়ে দিলে ভালো হয় না ? অনেক দিন পড়ে আছে।

অলীক। (ধমকাইয়া) এখানে কি ? যাও যাও, নীচে যাও, দফতর-খানায় যাও—

ঐ ব্যক্তি। দফতরখানায় যাব ? এই যাই মশায় ! (স্বগত) এমন তেরিয়া মেজাজের বাবুও তো আমি কখনো দেখি নি— মিষ্টিমুখে বললেই হয় যে যাও দপ্তরখানায় গিয়ে খাতাঞ্জির কাছ থেকে ভাড়ার টাকা কটা চুকিয়ে নেও-গে— তা তো নয়— বাবা ! আমাকে যেন একেবারে খেতে এল।

[প্রস্থান

গদা। (স্বগত অন্তরাল হইতে) বাবুর খাতাঞ্জি তো ঢের ! এখন ও বেটা যদি ফের উপরে আসে তা হলেই তো মিথ্যা কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তা কখনোই হতে দেব না— বেটা নীচে গেলে এমনি ঠুকে দেব যে প্রাণান্তেও আর এমুখো হবে না !

অলীক। আরে মশায়, আমার সরকারটা ভারি বিরক্ত করে তুলেছে। এই সময় কিনা হিসেব নিয়ে উপস্থিত ! এই সময় কি হিসেব দেখবার সময় ?

সত্য। হিসেব-টিসেব বুঝি তুমি নিজেই দেখ ?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ, সব নিজে দেখতে হয়— নিজের চোখে না দেখলে কি চলে মশায় ?

সত্য। এ কথা শুনে বাবু আমি বড়ো খুশি হলেম— কেননা, বড়ো মানুষের ছেলেরা নিজের চোখে কিছুই দেখে না। আর-একটা বাবু তোমাকে আমি উপদেশ দি। দেখো, ঘরে বসে কখনোই থেকো না— একটা কোনো ভালো কাজকর্মের চেষ্টা দেখো— যদিও তোমার অতুল ঐশ্বর্য— কিছুরই অভাব নেই— তবু একটা কাজকর্ম নিয়ে থাকলে খারাপ দিকে মন যায় না— গভর্নমেণ্টে কাজ করে এমন-কি কোনো বড়োলোকের সঙ্গে তোমার

আলাপ নাই ? মুরুব্বির জোর না থাকলে বাপু আজকাল কোনো কাজ পাওয়া যায় না। অনারেবল জগদীশবাবুর সঙ্গে কি তোমার আলাপ আছে ? তিনি একজন মস্ত লোক।

অলীক। বলেন কি মশায় ? তাঁর সঙ্গে আমার আবার আলাপ নেই— বিলক্ষণ আলাপ আছে।

সত্য। তাঁর সঙ্গে সর্বদা সাক্ষাৎ হয় ?

অলীক। সাক্ষাৎ হয় না ? প্রতিদিনই সাক্ষাৎ হয়। তাঁর বাড়িটি বড়ো চমৎকার দেখতে মশায়।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) এই দেখো, আবার একটা মিথ্যে কথা কয়। আমি হলেম জগদীশবাবুর মোসাহেব— আমি তো ওকে একদিনও আমাদের বাড়িতে যেতে দেখি নি।

অলীক। জগদীশবাবু আমার একজন মস্ত মুরুব্বি। তিনি দুটো কর্ম আমার জন্যে রেখেছেন। হয় বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের, নয় টাকশালের দেওয়ানি পদটা তিনি সাহেব-সুবোকে বলে আমাকে করে দেবেন। এখন আমার ওর মধ্যে যেটা পছন্দ হয়। আর তিনি পষ্টই বলেন যে অলীকপ্রকাশের মতো বিদ্বান বুদ্ধিমান সচ্চরিত্র সত্যবাদী লোক শহরের মধ্যে অতি অল্পই আছে।

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) তা বাস্তবিক। অলীকবাবুর মতো লোক আমি তো কোথাও দেখি নি। যে পৃথিবীতে গোলাপে কণ্টক আছে, বিদ্যুতে বজ্র আছে, পুষ্পকলিকায় কীট আছে, প্রতি পদে অলীকতা কুটিলতা শঠতা, অলীকবাবু সে পৃথিবীর লোক নন।

সত্য। এ অতি সুখের বিষয়। তা বাপু, এমন সুবিধে পেয়েও চুপ করে বসে আছ ? এসো, এখনই তোমায় জগদীশবাবুর কাছে যেতে হবে। এসো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি— এই দুটোর মধ্যে একটা কর্ম যাতে তোমার শীঘ্র হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা কত্তে হবে।

অলীক। এই সবে আপনি এখানে এসেছেন, এর মধ্যেই কাজকর্মের ঝঞ্ঝাটে যাবেন ? ভালো কথা, আমার এই বাড়িটা আপনি কেমন পছন্দ করেন ?

সত্য। বাড়িটা একটু ফাঁকা জায়গায় হলেই ভালো হত— তা—

অলীক। এ কথা আমাকে আগে বললেন না কেন মশায় ? বিডিন

এস্কোয়্যারের সামনে আমার একটা মস্ত বাড়ি আছে— সে জায়গাটা বেশ ফাঁকা। তা হলে ঠিক আপনার মনের মতো হত।

সত্য। তোমার আর-একটা বাড়ি আছে নাকি?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ। সে বাড়িটে তৈরি কত্তে আমার বেশি খরচ পড়ে নি। হদ্দ পাঁচ লাখ টাকা।

গদা। (অন্তরাল হইতে) খরচের মধ্যে একটা মিথ্যে কথা!

অলীক। বাড়িটি মশায় বড়ো চমৎকার! আগাগোড়া নতুন— বড়ো বড়ো ঘর, আর সকল রকম সুবিধে আছে। সে বাড়ি দেখলে আপনি নিশ্চয় পছন্দ কত্তেন।

সত্য। সত্যি নাকি? তা বেশ হয়েছে— আমি সেই বাড়িতেই থাকব। যদিও এ বাড়ির দুটো মহল আছে— তবু তোমাতে আমাতে এখন একসঙ্গে থাকাটা ভালো দেখায় না।

অলীক। কি আপসোস। আপনি যদি এর কিছু আগে বলতেন তা হলে বড়ো ভালো হত। আমি— এই কাল বাড়িটে বিক্রি করে ফেলেছি।

সত্য। কি! এর মধ্যেই বিক্রি করে ফেলেছ?

অলীক। হাঁ মশায়, দেড় লাখ টাকায়। যেমন বাড়ি তদুপযুক্ত দাম হয় নি যদিও— কিন্তু কিছু মেরামত বাকি ছিল নাকি তাই—

সত্য। এই বললে বাড়িটে আগাগোড়া নতুন— আবার মেরামত বাকি?

অলীক। আমার বলবার অভিপ্রায় তা নয়— বাড়িটা নতুন সত্যি— কিন্তু একটা দেয়ালের গাঁথনি মজবুত ছিল না বলে খানিকটা ভেঙে পড়েছিল। আজকালের গাঁথুনি কি কম মজবুত তা তো আপনি জানেন— সেইজন্যে দেড় লাখ টাকা— দেড় লাখ টাকাতেই রাজি হলেম— মনে কল্লেম— যথা লাভ!

সত্য। বাড়িটা বিক্রি করেছ কাকে?

অলীক। যাকে বিক্রি করেছি তার নাম লাটুভাই। লোকটা খুব ধনী। আগে কলকাতায় একজন মস্ত দালাল ছিল। এখন কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়ি বসে আছে।

পত্র লইয়া এক ব্যক্তির প্রবেশ

পত্রবাহক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়! আপনার নামে একখানি পত্র আছে। (পত্রপ্রদান)

সত্য। (পত্রপাঠ) ও! সেই টাকাটা দিতে হবে বটে! সেই হুণ্ডিগুলো আবার কোথায় রাখলেম দেখি।

সত্যসিন্ধু পত্রবাহক ও অলীকের প্রস্থান এবং হেমাঙ্গিনী ও প্রসন্নের প্রবেশ

হেমা। দেখ্ পিস্‌নি, যার সঙ্গে ভালোবাসা হয় তাকে ভালোবাসার চিঠি গোপনে পাঠাতে হয়— তুই যদি নভেল পড়তিস তা হলে এ-সব বেশ বুঝতে পাত্তিস।

প্রস। তোমরা দিদিঠাকরুন ন্যাকাপড়া জান, তোমরা চিঠি পাঠাবে বই-কি—আমরা মুখ্‌খু নোক, আমরা অত কি জানি।

হেমা। তা দেখ্— আমি একটা চিঠি লিখেছি— শোন্ দিকি কেমন হয়েছে। (পত্রপাঠ)

পত্র

স্বামিন!

কি বলিলাম? আমি কি এখন আপনাকে এরূপ সম্বোধন করিতে পারি? কে বলে পারি না? অবশ্য পারি। সমাজ ইহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে পারে, পৃথিবীর সমস্ত লোক আমার নিন্দা দেশবিদেশে পরিঘোষণা করিতে পারে, কিন্তু এরূপ মধুর সম্বোধন করিতে কেহই আমাকে বিরত করিতে পারিবে না। আমি জগতের সমক্ষে, চন্দ্রসূর্যকে সাক্ষী করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে বলিব তুমিই আমার স্বামী; শতবার বলিব, সহস্রবার বলিব, লক্ষবার বলিব, তুমিই আমার স্বামী। যে অবধি আমাদের গবাক্ষ দ্বার দিয়া তোমার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি দেখিলাম— সেই মুখখানি— সেই উষার প্রথম কিরণের ন্যায় মুখখানি, সায়াহ্নের প্রথম তারার ন্যায় মুখখানি, কমল-বনে প্রথম শিশিরবিন্দুর ন্যায় মুখখানি, প্রেমের প্রথম আলাপের ন্যায় সেই মুখখানি দেখিলাম— দেখিয়া মজিলাম— মজিয়া জ্বলিলাম— জ্বলিয়া মরিলাম না কেন? আর পারি না— পত্রের প্রতি ছত্র অশ্রুজলে সিক্ত হইতেছে। কত পত্র লিখিলাম, অশ্রুজলে মুছিয়া গেল। আবার মুছিয়া গেছে— আবার লিখিয়াছি— আর পারি না— অশ্রুজলে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না— এইবার বিদায়— এইবার শেষ বিদায়— জন্মের মতো বিদায়। যদি এই নারীজন্মে বিধাতা এমন দিন লিখিয়া থাকেন, তবে

একবার তোমার সেই মুখখানি দেখিব— নয়ন ভরিয়া দেখিব— দেখিতে দেখিতে মরিব। জীবনে আর আমার কোনো সাধ নাই।

তোমারই হেম

প্রস। (অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে) বালাই! তুমি দিদিঠাকরুন মরবে কেন? ওরকম অলুক্ষুণে কথা কি বলতে আছে? যার কেউ নেই সেই মরুক, তুমি মরবে কেন? বালাই!

হেমা। তুই পাগল হয়েছিস নাকি? আমি কি সত্যি-সত্যি মরতে যাচ্ছি? ভালোবাসার চিঠিতে ওরকম লিখতে হয়। তুই যদি নভেল পড়তে জানতিস তো এসব বুঝতে পাত্তিস। (স্বগত) হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে গিয়েছি, বিষবৃক্ষের সেই জায়গাটা তুললে হত। যাক্ আর কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) দেখ্ পিস্নি, তুই এই চিঠিটা কোনোরকম করে অলীকবাবুর হাতে দিতে পারিস?

প্রস। তা দিদিঠাকরুন, পারব না কেন— আমি লুকিয়ে দিয়ে আসব এখন।

হেমা। (পত্রপ্রদান) দেখিস যেন কেউ না টের পায়। ঐ বুঝি অলীক-বাবু এই দিকে আসছেন।

হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান ও অলীকের প্রবেশ

প্রস। (অলীকের প্রতি) হ্যাগা বাবু, তুমি কি কিছুতেই শোধরাবে না?

অলীক। (চমকিত হইয়া) এ মাগি আবার কোথা থেকে এল? ক্যাডাভ্যারাস্— কে তুই?— আ মোলো মাগি, শোধরাব কি?

প্রস। তোমার সঙ্গে বে'র সোম্মোন্দো হচ্ছে নাকি— তাই বলছি, আমি দিদিঠাকরুনের দাসী, আমার নাম পেসন্ন।

অলীক। (বুঝিতে পারিয়া) ও! তুমি প্রসন্ন— দিদিঠাকরুনের দাসী— এসো, এসো। তোমার দিদিঠাকরুন ভালো আছেন

প্রস। হ্যাগা, ভালো আছেন।

অলীক। আমি তোমার দিদিঠাকরুনের কাছে কি দোষে অপরাধী যে তুমি আমার শোধরাবার কথা বলছ? তোমার দিদিঠাকরুন বই আমি তো আর কাউকে জানি নে।

প্রস। না না, তা নয়— কত্তাবাবু বলেছেন যে আজ রাত্তিরের মধ্যে যদি

তোমার একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়ে তা হলে তোমার সঙ্গে দিদিঠাকরুনের বে দেবেন না।

অলীক। আমার মিথ্যা কথা? আমি মিথ্যে কথা কই? এ দোষ কে দিলে? আমার মতন মিথ্যেবাদী— রাম বল— সত্যবাদী আর একটি খুঁজে বের করো দিকিন!

প্রস। না না, তা বলছি নে বাবু— কথাগুলো ডাগর ডাগর না বলে একটু খাটো খাটো করে বোলো— আমাদের কত্তা ডাগর ডাগর কথা ভালোবাসেন না।

অলীক। সব সময়েই কি কথা ছোটো হয়— কখনো খাটো— কখনো ডাগর— যেটা সত্যি সেইটিই তো আমার বলতে হবে। জানলে প্রসন্ন, আমার সব কথাই সত্যি— মোদ্দাখানা সত্যি। তবে অত খুঁটিনাটি ধরতে গেলে চলে না। আর দেখো বাছা, যেটি হয়েছে ঠিক সেইটি বলতে আমার বড়ো ভালো লাগে না— ওর মধ্যে একটুখানি অলংকার না দিলে কথাগুলো খট্‌খোটে হয়ে পড়ে। কাট্‌খোট্টার মতো নেহাৎ ডালরুটি-খেগো কথাগুলো কি ভালো লাগে? ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলেই পাঁচরকম সাজিয়ে বলতে হয়— নাহলে যে আমাকে অসভ্য বলবে। অত কথায় কাজ কি— এবার তোমাকে বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছি, মানুষ কি শুধু ভাত খেয়ে বাঁচতে পারে? ভাতের সঙ্গে ডাল চাই— মাছের ঝোল চাই— কালিয়ে চাই—

প্রস। (তাড়াতাড়ি) আমি বাবু কিন্তু একটা মাচ-চচ্চড়ি আর আম্বল পেলেই সব ভাতগুলো খেয়ে ফেলতে পারি।

অলীক। তাই বলছি— এখন বুঝলে তো?

প্রস। এখন বুঝিছি। আমিও তো তাই বলি বাবু!

অলীক। তবে আর কেন— যাও!

প্রস। হ্যাঁ দেখো বাবু, দিদিঠাকরুন তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। (পত্রপ্রদান)

অলীক। (পত্র পড়িতে পড়িতে)— এর মধ্যেই স্বামী— গাছে না উঠতেই এক কাঁদি— তা হয়েছে ভালো— মেয়েটাও দেখতে মন্দ নয়— আর সত্যসিন্ধুর টাকাও ঢের। মেয়েটার তো পছন্দ হয়েছে, এখন বাবা— বেটার চোখে ধুলো দিতে পারলেই হয়। মেয়েটার পেটে কিছু বিদ্যে আছে দেখছি

— যেরকম লিখেছে, আমার চোদ্দপুরুষেও অমন লিখতে পারে না। মেয়েটা দেখছি আমার প্রেমে একেবারে মজে গেছে। তা আমাকে দেখতে তো নেহাৎ মন্দ নয়— মজবেই বা না কেন? লিখছে "দেখিলাম— দেখিয়া মজিলাম— মজিয়া জ্বলিলাম— জ্বলিয়া মরিলাম না কেন"— বালাই, মরবে কেন? লিখে জবাব দেওয়া তো আমার কর্ম নয়, মুখে জবাব দেওয়া যাক্— আমার পেটে যত রসিকতা আছে এইবার সব টেনেটুনে বের কত্তে হবে। আমার চেয়ে মেয়েটার বিদ্যে থাকতে পারে কিন্তু রসিকতায় আমার সঙ্গে আর পারতে হয় না— পেট থেকে পড়েই বিদ্যেসুন্দর পড়তে আরম্ভ করেছি। (প্রকাশ্যে প্রসন্নের প্রতি) দেখো প্রসন্ন, তোমার দিদিঠাকরুনকে বোলো— যে অবধি আমি তাঁর সেই পদ্মপলাশলোচনবৎ চক্ষুযুগল, তাঁর সেই শুকচঞ্চুবৎ ঠোঁটযুগল, তাঁর সেই অজানুলম্বা হাতযুগল এবং তাঁর সেই গজেন্দ্রগমনবৎ শ্রীচরণকমলেষু দর্শন করেছি সেই অবধি আমিও মজেছি। মজেওছি বটে, মরেওছি বটে। দেখো প্রসন্ন, তোমার দিব্যি, সেই অবধি আমার আর আহার-নিদ্রে নেই। সদা-সর্বদা অষ্টপ্রহরই তোমার দিদিঠাকরুনের ধ্যানেতেই মগ্ন আছি। আবার তাতে এখন বসন্তকাল! বসন্তকালের যে কি বিরহ-যন্ত্রণা তা তো তুমি জানো প্রসন্ন। যখন কোকিল কুহু-কুহু করে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তখন গুম্ গুম্ শব্দে আমার প্রাণে যেন কে কিল মারতে থাকে— যখন চাঁদের জোচ্ছনা ফোটে, তখন এমনি গরম হয়ে ওঠে যে শরীরটা একেবারে শিক-কাবাব হয়ে যায়— গা-ময় মস্ত মস্ত সব ফোস্কা পড়ে— দেখো প্রসন্ন, এখনো তার দাগ মিলোয় নি (বসন্তের দাগ প্রদর্শন) আর যখন আমি বিছানায় শুই তখন যে শুয্যি-কণ্টকটা উপস্থিত হয় তা আর কি বলব— একবার এ পাশ, একবার ও পাশ— ক্রমাগত ছট্‌ফট্ কত্তে হয়। কে বলে বিছানা বিছা না। অন্যের পক্ষে যাই হোক আমার পক্ষে, প্রসন্ন, সে বিছাই বটে। কট্‌কট্ করে ভয়ানক কামড়াতে থাকে। এই-সব যন্ত্রণার কথা তোমার দিদিঠাকরুনের কাছে সব নিবেদন কোরো প্রসন্ন। আর যদি কোনো রকমে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় তবে তো আর কথাই নেই। তোমার দিদিঠাকরুনকে বোলো আমি তাঁর জন্যে তৃষিত চাতকিনীর ন্যায় উপেক্ষা কচ্ছি।

প্রস। তা বলব।

[প্রসন্নের প্রস্থান

অলীক। (স্বগত) সত্যসিন্ধুবাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে যে আপত্তির কথা বলছিলেন প্রসন্নের কথার ভাবে এতক্ষণে তা বুঝতে পাল্লেম। এইবার খুব সাবধান হয়ে কথা কইতে হবে। কিন্তু— আমার কেমন একটা বদ্ অভ্যাস হয়ে গেছে যে মিথ্যা কথাগুলো যেন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

অলীকের প্রস্থান এবং প্রসন্ন ও হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ

হেমা। কি লো, সেই চিঠিটা কি তাঁকে দিয়েছিস ?

প্রস। দিয়েছি বই-কি দিদিঠাকরুন।

হেমা। তিনি কি তার কোনো উত্তর দিয়েছেন ?

প্রস। দিদিঠাকরুন, বরটি বেশ— নাহলে কি তোমার মনে ধরে— কেমন বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা— ভালোমানষের ছেলেটি বড়ো সুবোধ শান্ত— আমাকে একবারও তুই-তাকারি কল্লে না গা— আমাকে বাছা বলে, পেসন্ন বলে কত কথাই কইলে, একবারও আমাকে পিস্‌নি বলে ডাকে নি দিদি-ঠাকরুন !

হেমা। তিনি কি বললেন, তাই বল্-না।

প্রস। আমি কি সে-সব বুঝতে পেরেছি দিদিঠাকরুন, তিনি কত ন্যাকাপড়ার কথা কইলেন— কোকিলের কথা কইলেন— চন্দর-সূর্য্যির কথা কইলেন— আর কত কি কথা কইলেন। কিন্তু একবারও আমাকে পিস্‌নি বলে ডাকেন নি।

হেমা। আ মর্— পিস্‌নি বলেন নি এই আহ্লাদে উনি গেলেন আর-কি— আমার কথা কি বললেন তা বলবে না— আপনার কথাই পাঁচ কাহন।

প্রস। দিদিঠাকরুন, তোমার কথাই তো কইলেন। আহা ভালো মানষের ছেলে কত দুক্ষু কত্তে নাগল গা— বললে গরমে তার গায়ে ফোস্কা পড়েছে— আবার বিছানার মধ্যে একটা বিছে ছিল, তেনাকে কট্ কট্ করে কামড়ে দিয়েছে— তার জন্যে তেনার রাত্তেরে ঘুম হয় নি— এইসব দুক্ষের কথা তোমার কাছে দিদিঠাকরুন জানাতে বললেন। আরো বললেন তোমাকে তেনার বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে।

হেমা। (আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া) কি বল্‌লি পিস্‌নি, আমাকে তাঁর দেখতে ইচ্ছে করে ? আমার জন্যে তাঁর কষ্ট হয় ? হা ! (দীর্ঘনিশ্বাস) আমি

এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করব। নদী যখন সাগর-উদ্দেশে যায় তখন কে তাকে রোধ করতে পারে? দেখ্‌ পিস্‌নি, আজ তটিনী সাগর উদ্দেশে চলল— কল্‌ কল্‌ নিনাদে চলল— দেখব কে তার গতিরোধ করে? পিস্‌নি, তুই তাঁকে খবর দে— আমি তাঁর সঙ্গে আজ দেখা করবই করব। আমাকে দেখবার জন্যে না জানি তিনি কত অধীর হয়েছেন।

প্রস। তা যাবে এখন দিদিঠাকরুন— আগে একটু তেল দিয়ে মুখখানি পোঁছো— দাঁতে একটু মিশি দেও— একটি সিঁদুরের টিপ পরো— একটি পান খেয়ে ঠোঁট টুকটুকে করো— পায়ে একটু আলতা দাও— একখানি রাঙা পেড়ে শাড়ি পরো— বেশ করে পেটে-পাড়িয়ে চুল বাঁধো— আহা দিদিঠাকরুন, বয়সকালে আমি কত করেছি— মিন্‌সে আমায় কত আদর কত্তো— সে-সব কথা এখন মনে কল্লে বুকটা ফেটে যায়।

হেমা। (ঈষৎ হাসিয়া) ও মা কি হবে, ঐ রূপ নিয়ে তুই আবার সাজগোজ কত্তিস? তা ও-সব যে সেকেলে ধরণ। আশ্চয্যি! ওরকম সাজগোজে আবার তখনকার পুরুষগুলো ভুলত! তোদের কালে পিস্‌নি, লোকগুলো রূপে ভুলত— এখনকার কালে তারা ভাবে ভোলে। প্রেম যে কি পদার্থ তা তখনকার লোকে কি করে জানবে বল্‌ দিকি— তখন তো আর নভেলের সৃষ্টি হয় নি। এখন কিরকম সাজগোজ কত্তে হয় শুনবি পিস্‌নি? এই শোন্‌— চুলগুলো এলো করে রাখতে হয়— মুখে একটু দুঃখের ভাব আনতে হয়— কখনো বা আকাশপানে একদৃষ্টে তাকিয়ে, বুকে হাত দিয়ে বেড়াতে হয়— কখনো-বা চোখ মাটির দিকে করে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হয়— মধ্যে মধ্যে খুব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে হয়— দেখ্‌, মাথা থেকে পা পর্যন্ত গয়না পরলে যত না হয় এক এক দীর্ঘনিশ্বাসে তার চেয়ে বেশি কাজ হয়— এইরকম ভাব দেখলে নভেল-পড়া পুরুষগুলো একেবারে ভুলে যায়। তাদের বেশি দেখা দেওয়া ভালো নয়— একবার দেখা দিয়েই সরে পড়তে হয়। তার পর তারা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে চোখের জল ফেলে বুক চাপড়ে মরুক-গে। এই দেখ্‌ যারা মাছ ধরে তারা যেমন মাছদের মুখে বর্শি লাগিয়েও শিঘ্‌ঘির তোলে না— অনেকক্ষণ খেলিয়ে খেলিয়ে আধমরা করে তবে তোলে, সেইরকম পুরুষদেরও খেলিয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়। তার পর যখন তারা নিতান্ত নিরাশ হয়ে গলায় দড়ি দিতে যাবে কিম্বা বুকে ছুরি বসাতে যাবে

কিম্বা এক আধ ঘা বসিয়েছে বা— তখন হঠাৎ পিছন থেকে গিয়ে "নাথ! কি কর" বলে বারণ কত্তে হবে।

প্রস। তোমার কথা দিদিঠাকরুন বুঝতে নারি।

হেমা। তুই যে নভেল পড়িস নি, তাই বুঝতে পাচ্ছিস নে। যা, এখন শিঘঘির অলীকবাবুকে খবর দিয়ে আয়।

[প্রসন্ন ও হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান ও অলীকের প্রবেশ

অলীক। (স্বগত) প্রসন্ন বললে যে তার দিদিঠাকরুন আমার সঙ্গে আজ দেখা করতে আসবে। আর একটু আগে যদি খবর পেতুম তা হলে আরো ভালো করে সাজগোজ কত্তে পাত্তুম। তা যা করেছি তাতেই কিন্তু মাৎ হবে— প্রায় বছর দশেক হল এক বন্ধুলোকের কাছে এই জরির পোশাক ও টুপি ধার করে এনেছিলেম— তা সে বোধ হয় এতদিনে তামাদি হয়ে গেছে। দোষের মধ্যে পোশাকটা আমার গায়ে বড়ো ঢিলে হয়— আর-একটু পোকাতেও কেটেছে— তা হোক-গে— এখনো তো ঝক্‌ঝকে আছে। আর বেশি সাজগোজেই বা দরকার কি— যে চেহারা তাতেই মেরে রেখেছি বাবা! (পকেট হইতে একটা ছোটো আর্শি বাহির করিয়া নানা ভঙ্গি সহকারে মুখদর্শন) বাঃ! কি চেহারা— (আয়না পকেটে রাখিয়া) এখন যে সে এলে হয়— মল ঝম্‌ঝম্ করে, নাকে নথ দুলিয়ে, ঘোমটার ভিতর থেকে যখন নয়নবাণ মারতে মারতে গজেন্দ্রগমনে আসবে— তখন দেখছি একেবারে খুন-খারাপি হবে।

হেমাঙ্গিনী ও প্রসন্নের প্রবেশ

হেমা। (আলুলায়িত কেশে মলিন বেশে ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত বুকে হাত দিয়া ম্লান ভাবে অবস্থান)

অলীক। এসো এসো— প্রেয়সী এসো—

হেমা। (ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস)

অলীক। (আশ্চর্য হইয়া অবলোকন করত স্বগত) এ কি! ঘোমটা নেই— চুল এলো— আকাশপানে তাকিয়ে— ফোঁস্ ফোঁস্ করে সাপের মতন নিশ্বাস ফেলছে— ব্যাপারটা কি? (প্রকাশ্যে) প্রেয়সি! হৃদয়বল্লভ! বিধুমুখি— গজেন্দ্রগমনি! এ দাস কি অপরাধ করেছে? তোমা বই তো আমি আর কাউকে জানি নে— তুমি আমার নয়নবাণের মণি— তুমি

আমার "বিনোদিয়া বিনোদিনী"— তুমি আমার "বেণী"— তুমি আমার "সাপিনী"— তুমি আমার "তাপিনী"— তুমি আমার—

হেমা। (ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস) (স্বগত) এতেই বোধ হয় কার্য শেষ হবে। বেশ দেখতে পাচ্ছি আমার এই হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাসগুলি ওঁর মর্মের অন্তস্তল পর্যন্ত ভেদ কচ্ছে।

অলীক। (স্বগত) ঘোমটা নেই— মেয়েটা বেহদ্দ বেহায়া দেখছি— কিন্তু কথা কয় না কেন? বোবা নাকি? কি আপদ! সত্যসিন্ধুর টাকা-কটা হাতিয়েই ডাইভোস কত্তে হবে— যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন মন যুগিয়ে চলা যাক— মান করেছে নাকি? দেখাই যাক-না।

কেন মলিন মলিন হেরি বিধুবদনী।
কথা ক-না লো, প্রাণে বাঁচা লো,
নইলে গলায় বাঁধিয়া দড়ি মরিব এখনি।
কেন এত মান, কে করেছে অপমান,
বুঝি ভগবান প্রেমে লিখেছে শনি।
প্রেমের তুফান, বাঁচে নাকো প্রাণ,
এখন ভরসা কেবল ঐ চরণ-তরণী।

পদতলে জানু পাতিয়া উপবেশন

হেমা। আজ আমি তোমাকে জগৎ সমীপে বলিব— কে নিবারণ করিবে— স্বামিন্— প্রভো প্রাণেশ্বর—

প্রস। পালাও পালাও— কত্তাবাবু আসছেন।

হেমা। (স্বগত) বাবা আসছেন নাকি? তাঁর যেমন খেয়েদেয়ে কর্ম নেই! আমাদের এই মধুর প্রথম প্রেমালাপে কিনা তিনি ভঙ্গ দিতে এলেন—

অলীক। (চতুর্দিক নিরীক্ষণপূর্বক) কৈ! কেউ কোথাও তো নেই— প্রেয়সী— তুমি বলে যাও— কিছু ভয় নেই— হাম হ্যায়। (স্বগত) মেয়েটা দেখছি আমার প্রেমে একেবারে মজে গেছে— "স্বামী— প্রভু— প্রাণেশ্বর"— আরো না জানি কত কি বলবে।

হেমা। কণ্ঠরত্ন! হৃদয়েশ্বর—

প্রস। এইবার সত্যি কত্তাবাবু আসছেন।

হেমা। মোলো যা— কথাগুলো শেষ কত্তেও দিলে না। (পলায়নোদ্যত)

অলীক। প্রেয়সি, ওর কথা সব মিথ্যে, কেউ কোথাও নেই— আমার মাথা খাও পালিও না— (হঠাৎ পা ধরিয়া) তোমার পায়ে পড়ি যেও না। (হেমাঙ্গিনীর পতন ও পুনর্বার উঠিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন)

অলীক। (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত) প্রেয়সি, যেও না— যেও না— তা হলে আমি বিরহযন্ত্রণায় একেবারে মারা যাব।

[হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান

সত্যসিন্ধুর প্রবেশ

সত্য। (একটা কাগজ-হস্তে) আমার কাছে দেখছি এখন বেশি টাকা নেই। ভালো কথা, বাপু অলীকপ্রকাশ, তুমি আমার একটা উপকার করতে পার?

অলীক। কি বলুন-না মশায়— আপনার উপকার আমি করব না?

সত্য। এমন কিছু না— হাজার টাকা আমার প্রয়োজন হয়েছে— এখন আমার হাতে অত টাকা নেই— যদি তুমি বাপু—

অলীক। (মুশকিলে পড়িয়া চিন্তা) অ্যাঁ— অ্যাঁ (স্বগত) হাজার পয়সা নেই তো হাজার টাকা (প্রকাশ্যে) এখন তো আমার কাছে মশায় অত টাকা নগদ নেই।

সত্য। বাঃ! সেকি বাপু? সে টাকাগুলো কোথায় গেল?

অলীক। কোন্ টাকা?

সত্য। কেন, বাড়ি বিক্রি করে যে টাকাটা পেয়েছ।

অলীক। (আশ্চর্য হয়ে) আমার বাড়ি? (পরে সামলে নিয়ে) ও! হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি— তবে আসল বৃত্তান্তটা শুনবেন! এইমাত্র আমি—

সত্য। কি! এত টাকা এর মধ্যে খরচ করে ফেলেছ?

অলীক। না— না— হাঁ— একরকম খরচই বটে। তবে সত্যি কথা বলব? আপনার কাছে লুকিয়ে আর কি হবে? (মৃদুস্বরে) আমার কিছু ধার ছিল, তাই ঐ টাকাটা দিয়ে শুধেছি। মশায়, সংসারে থাকতে গেলেই কিছু কিছু ধার কত্তে হয়। আবার হয়েছে কি মশায়, চুনিলাল নামে যে খোট্টার কাছে আমি বাড়ি বিক্রি করেছিলেম— তার কাছে—

সত্য। এই একটু আগে যে তুমি আমাকে বলেছিলে তার নাম লাটু-ভাই।

অলীক। কি? হ্যাঁ তাই তো। তাঁর নাম চুনিলাল লাটুভাই।

গদা। (অন্তরাল হইতে) শাবাশ! বেশ যুগিয়ে বললে বাবা! (প্রসন্নের প্রতি) দেখ্ পিস্‌নি, নীচে একটা ঘর-ভাড়া করে একজন বহুরূপী আছে— তার সঙ্গে আমারও বেশ আলাপ আছে— তুই এখানে থাক্, আমি চললেম— যদি মিথ্যে কথাটা ধরা পড়বার মতন হয় তা হলে চট্ করে আমাকে খবর দিস— আমি লাটুভাই সেজে আসব।

[প্রস্থান

অলীক। আগে সে একজন মস্ত দালাল ছিল— এখন এখানে বড়োবাজারে একটা জুয়া খেলবার আড্ডা করেছে। তা মশায়, এই ভদ্রলোকটির কাছ থেকে আমি পূর্বে টাকা ধার করেছিলেম। তা মশায়, সে যখন আমার কাছ থেকে বাড়িটা কিনে নিলে— তখন ঐ বাড়ির দামের টাকাতে আমার ধারের টাকা শোধবোধ হয়ে গেল।

সত্য। ভালো বাপু, কত তার ধারতে?

অলীক। এক লাখ টাকা।

সত্য। তুমি যে বাপু দেড় লাখ টাকায় তোমার বাড়ি বিক্রি করেছিলে, তা হলে এখনোও তো তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা তার কাছ থেকে পাবে।

অলীক। হাঁ— আমিও— আমিও— আমিও তো তাই বলতে যাচ্ছিলেম, কিন্তু কিন্তু—

প্রস। এইবেলা আমার মিন্‌সেকে খবর দিগে।

[প্রস্থান

সত্য। বাপু, তোমার এই বাড়ির গল্পটি সর্বৈব মিথ্যা বোধ হচ্ছে। আমার বেশ প্রত্যয় হয়েছে যে লাটুভাই— না কি ভাই যে তোমার বাড়ি কিনেছে বলছ, সে লোকটি তোমার কল্পনা বই আর কিছুই নয়।

অলীক। সে কি মশায়! তা কি কখনো হতে পারে? আপনি বলেন কি? আমার কল্পনা? তা কি করে হবে? আপনি পৃণিধান করে বিবেচনা করে দেখুন-না— আমি কি মিথ্যে কথা বলবার লোক? আপনি কি শেষ এই ঠাওরালেন? আপনার মতন লোকের এ বিবেচনাটা কি ভালো হল?

প্রস। (অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া) লাটুভাই না কি একজন লোক দেখা করতে এসেছে।

একজন বুড়ো চশমা-নাকে হিন্দুস্থানী দালালের বেশে
গদাধরের প্রবেশ

অলীক। (আশ্চর্য হইয়া) অ্যাঁ? এ কি?

সত্য। (অবাক হইয়া) অ্যাঁ? এ কি?

গদা। (অলীকের প্রতি হিন্দুস্থানী উচ্চারণে) মশা হামাকে মাপ করতে হোবে— হপনাকে হামি একটু দেক্ করতে আসিছি— হামার দস্তুর আছে কি যে "আগাড়ি কাম— পিছে সেলাম"— হমি মশার গোলাম হাজির আছে — একটু উঠতে আজ্ঞে হোয়— (সত্যসিন্ধুর প্রতি) অলীকবাবুর সাথ হমার কুছ বাতচিত আছে মশা।

সত্য। কোনো গোপনীয় কথা আছে নাকি? আমি তবে যাই।

গদা। না না, মশাই হপনি যাবে কেন? বইস্ না-- বইস্ না।

অলীক। এ বেটা কে রে?

গদা। (কথা টেনে টেনে) ভালা অলীকচন্দ্র বাবু— উ-উ— হম জান্‌নে কো আয়া— য়া-য়া— তোম্ ও বাড়িকো বাৎ শেষ করে গা কি নেই?

অলীক। (আশ্চর্য হইয়া) আমার বাড়ি?

গদা। হাঁ বাবু, যো বাড়ি তোম হমার কাছে বিক্রি করিয়েছে ঐ বাড়ির কথা হামি বলছে— এখন ঐ বাড়ি হমাকে দখল দেলাতে হোবে— এখন বুঝিয়েছে কিনা মশা? জলদি কাম শেষ করিয়ে ফেলো মশা— হমার দস্তুর আছে কি যে— "আগাড়ি কাম— পিছে সেলাম"।

অলীক। সেইজন্য আপনি বুঝি— ইয়ে কত্তে— ইয়ে হয়েছে— (সত্য-সিন্ধুর প্রতি) মশায়, এর কিছু মানে বুঝেছেন? ব্যাপারটা কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে— আশ্চয্যি!

সত্য। বিলক্ষণ! আশ্চয্যটা কিসের? তুমি তোমার বাড়ি এঁকে বিক্রি করেছ, তাতে আবার আশ্চয্য কি?

অলীক। (স্মরণ হওয়াতে) না— এতে আর আশ্চর্য কি? (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি? আমি তো কিছুই এর ভাব বুঝতে পাচ্ছি নে। যা হোক্, দেখা যাক কত দূর যায়। (প্রকাশ্যে) আমি বলছিলেম কি যে, এত অল্প দামে—

গদা। বলো কি মশা, সওদা ঠিক হয়ে গেইছে— আর কি ফের্ ফার্

হোতে পারে? টাকা হমার পাস নগদ আছে— যখনি চাবে তখনি আমি দিতে পারে—

অলীক। (স্বগত) এর মানে কি? বোধ হচ্ছে সব দমবাজি! রোসো, ওর ফাঁদেই ওকে ধরছি, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা জি, তুমি যে বলছ নগদ টাকা সঙ্গে এনেছ— আচ্ছা টাকাটা দিয়ে ফেলো দিকি।

গদা। অলবৎ মশাই, (পাকেট হাতড়াইয়া পরে নস্যের ডিবে বাহির করণ) হমি তোমার কাছে যে একলাখ টাকা পাব তার কি করিয়েছে মশা?

অলীক। তুমি আমার কাছ থেকে একলাখ টাকা পাবে, আমি তোমার কাছ থেকে তেমনি দেড়লাখ টাকা পাব। আচ্ছা, একলাখ টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকাটা আমাকে দেও।

গদা। তোমার উকিলের পাস হমি পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা করিয়ে দিয়েছে, দেখো গে যাও মশা।

অলীক। (আশ্চর্য হইয়া) আমার উকিলের কাছে জমা করে দিয়েছে! (স্বগত) পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলে যে বত্তিয়ে যাই, (প্রকাশ্যে) এখন যদি ঐ টাকাটা নগদ দিতে পার জি তা হলে আমারও উপকারে আসে আর এই বাবুমশায়েরও উপকারে আসে, (স্বগত) নগদ টাকাটা পেলে বড়ো মজাই হয়।

গদা। ওতো ঠিক বাত্ আছে মশা। তোমার মতন লোকের টাকার বহুৎ দরকার আছে হমি তা জানে; বিশেষ তোমার আবি টাকা ডেপাজিট্ দিতে হোবে নাকি।

অলীক। আমার টাকা ডেপজিট্!

গদা। হাঁ মশাই, বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দাওয়ানি কাম নিতে হলে টাকা ডেপাজিট্ দিতে হোবে।

সত্য। কর্মের কথাটাও তবে সত্যি নাকি?

গদা। সে তো সব কোই জানে মশাই যে, হানারেবল জগদীশচন্দ্র মুখুয্যিয়া উন্‌কো মুরব্বি আছে। কামের ভাবনা কি? তাঁর সঙ্গে সকালে এই মাত্র হমার দেখা হইছে।

অলীক। (স্বগত) না, এ আমাকে হারিয়েছে— আমি জানতেম আমার আর জুড়ি নেই— কিন্তু এ যে দেখছি আমার ঠাকুরদাদা— এর মতন বেহায়া আমি তো আর দুনিয়ায় দেখি নি; যা হোক ভাগ্যি এ লোকটা ছিল তাই এ

যাত্রা বেঁচে গেলেম। কিন্তু এ লোকটা কে? আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। (প্রকাশ্যে) ভালা ও জি!

গদা। এখন তবে মশাই হমি আসি— হমার বহুৎ কাম আছে— কাম থাকতে মশায় ঝুট্‌মুট্‌ বাতচিত অচ্ছা লাগে না, হমি এই স্থানে মশাই কি "আগাড়ি কাম, পিছে সেলাম"।

[প্রস্থান

অলীক। (স্বগত) এ বেটার মতন মিথ্যেবাদী তো আমি দুনিয়ায় দেখি নি।

সত্য। বাপু, আমাকে মাপ কত্তে হবে। আমি তোমার গল্প মিথ্যা মনে করেছিলেম— কিন্তু এখন আমার সে ভ্রম ঘুচল।

অলীক। আমার কথায় মশায় সন্দেহ করেন?

সত্য। ও বিষয় তুমি কিছু বাপু মনে-টনে কোরো না— আমাকে মাপ করো— জগদীশবাবু তোমাকে যে মস্ত কর্ম জুটিয়ে দিয়েছেন, তজ্জন্য আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি। আর দেখো বাপু, আমার সঙ্গে একবার তাঁর আলাপটা করিয়ে দেও।

গদা। এইবার দেখছি ওঁর দফা নিকেশ হল।

অলীক। বসুন মশায় দেখি! আজ হল শনিবার, ও! তবে তিনি এখন তাঁর উল্টোডিঙ্গির বাগানে আছেন— সে স্থানটি বড়ো চমৎকার! ঠিক গঙ্গার উপর— কাছে একটা মস্ত কালো জামের গাছ আছে। মশায়, জাম ভালোবাসেন? জগদীশবাবু কিন্তু বড়ো জাম-ভক্ত— সে দিন দেখলেম দুশো জাম আপনি খেলেন।

সত্য। সেকি বাবু? পৌষ মাসে জাম?

অলীক। (মুশকিলে পড়িয়া) সে যে বারো-মেসে গাছ মশায়!

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) হাঃ, শাবাশ!

সত্য। ও! বটে!

অলীক। আমি সেখানে প্রায় হপ্তার মধ্যে দুই-তিনবার করে যাই। জগদীশবাবু খুব দাবা খেলতে পারেন। তাঁর মতন খেলোয়াড় আর কলকাতা শহরে দুটি নেই। সে দিন তাঁর সঙ্গে এক বাজি খেলা গেল— তা তাঁর আর বেশি খেলতে হল না— এক চালেই মাৎ।

সত্য। কিন্তু বাপু, আজ তো জগদীশবাবু বাগানে যান নি। কেননা ঐ যে তোমার বন্ধু— লাটুভাই না ফাটুভাই— কি ভালো তার নাম— যে তোমার কাছে এইমাত্র এসেছিল— সে যে বলছিল তাঁকে কলকাতায় আজ সকালে দেখেছে। এসো বাপু তবে তাঁর ওখানে এখনই যাওয়া যাক। আমার এক জায়গায় একটা নিমন্ত্রণ আছে— আবার সেইখানে এখনই যেতে হবে— এইবেলা চলো বাপু।

অলীক। আজ কেমন করে হয় মশায়? আজ বর্ধমানের রাজা প্রভৃতি আমারও কতকগুলি বন্ধুমানুষ এখানে খেতে আসবেন— আপনাকেও বলব মনে করছিলেম—

সত্য। বর্ধমানের রাজা? আমি আজ পারি নে বাপু— আর-এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ আছে—

অলীক। এ-সমস্ত আয়োজনটা কি তবে বৃথা নষ্ট হবে? এত উয্যুগ করা গিয়েছিল। পোলাও-কালিয়ে-কোপ্তা-ক্ষীর-দই-পায়েস সব নষ্ট হল দেখছি।

গদা। (অন্তরাল হইতে) এটাও তো দেখছি সব মিথ্যে—আমাদের বাবুর বাড়ি থেকে কালিয়ে-পোলাও তৈরি করিয়ে এনে গুছিয়ে রাখা ভালো— কি জানি যদি দরকার হয়। আর আমাদের বাবুর বাড়িও তো এ বাড়ির একেবারে লাগাও।

সত্য। এখন সবে চারটে বই তো নয়, সাতটার আগে তো তোমাদের আর খাওয়া হবে না। আমার ছটার সময় নিমন্ত্রণ খেতে যেতে হবে— এর মধ্যে তো অনেক সময় আছে-- চলো এখনই জগদীশবাবুর ওখানে যাওয়া যাক— সেখানে আজ যেতেই হবে। কেন বাপু, চুপ করে রইলে যে?

অলীক। (স্বগত) মোলো যা! আমাকে যে ছিনে জোঁকের মতন ধরেছে— এখন যে ছাড়ানো ভার! এককালে আমার বাপের সঙ্গে জগদীশ-বাবুর আলাপ ছিল তো শুনেছি— তাঁর সঙ্গে আমার তো চাক্ষুষ কখনো আলাপ হয় নি, এখন করি কি?

সত্য। বাপু, তোমার হল কি? তোমাকে এত ভাবিত দেখছি কেন? একটুখানির জন্য বাড়ি থেকে বেরোবে তাতেও তোমার আলস্য।

অলীক। আলিস্যি কি মশায়? আপনার কাছে দেখছি তবে প্রকৃত

কথাটা না বললে চলল না! আজকের আমি বাড়ি থেকে নড়তে পারছি নে মশায়— আপনাকে তবে আসল কথাটা বলি— একজন বলে গেছে যে আজ আমার বাড়িতে এসে আমাকে মারবে, আমি যদি এখন চলে যাই মশায়, তা হলে সে মনে করবে আমি ভারি ভিতু তাই পালিয়ে গিছি। সেটি মশায় আমি প্রাণ থাকতে পারব না। আমি আর সব সহ্য কত্তে পারি কিন্তু লোকে যে আমাকে কাপুরুষ বলবে তা আমার কখনো সহ্য হবে না।

সত্য। মারামারি!

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) ইনি দেখছি একজন বীরপুরুষ। ইনিই তবে আমার কুমার জগৎসিংহ।

সত্য। তোমার এমন বিপদ উপস্থিত— তোমাকে বাপু আমি এখন একলা ফেলে যেতে পারি নে।

অলীক। আপনি বুড়ো মানুষ, আপনি থাকলে কি সাহায্য হবে? আপনার এখানে থেকে কাজ নেই, দৈবাৎ লেগে টেগে যাবে।

সত্য। ঝগড়াটা কিজন্য হয়েছিল, আমার জানতে হবে বাপু। ঝগড়ার কথাটা জানতে না পেলে কখনোই তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেব না।

অলীক। (স্বগত) এ যে বড়ো ভয়ানক লোক দেখছি। (প্রকাশ্যে) আপনার এখুনি যে কোথায় নিমন্ত্রণে যাবার কথা ছিল— তার তো সময় হয়েছে—

সত্য। কি বল বাপু, তোমার জীবন নিয়ে টানাটানি, আমি কিনা স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ খেতে যাব? আচ্ছা, সত্যি করে বলো দিকি বাপু অলীক-প্রকাশ, আসল ব্যাপারটা কি হয়েছিল?

অলীক। এমন কিছু না— যা সচরাচর হয়ে থাকে— একটা দাঙ্গা—

সত্য। দাঙ্গা— কেমন করে ঝগড়াটা হল বাপু?

অলীক। আমি মশায় তার গায়ে হাত দিই নি।

সত্য। প্রথমে তবে গালাগালি হয়েছিল?

অলীক। আমি তাকে একটি কথাও বলি নি।

সত্য। তবে ঝগড়াটা কি করে হল?

অলীক। শুনুন-না মশায়— যেরকম যেরকম হয়েছিল আমি সব বলছি।

একদিন আমার একটি বন্ধুমানুষ আমাকে ও আর কতকগুলি লোককে তাঁর বাড়িতে খেতে নেমন্ত্রণ করেছিলেন। সে দিনটা বড়ো গরম হয়েছিল। তাই আমাদের সকলের মত হল যে আমরা ছাতের উপরে গিয়ে খাব। সে ছাতটার চারি দিক খোলা— পাঁচিল-টাচিল নেই— বুঝলেন মশায়— তার পরে মশায়— তার পর মশায়— তা— ছাতের উপরেই তো পাতটাত্ সাজানো হল। তা, আমার সেই ফ্রেণ্ডের স্ত্রী পরিবেশন কচ্ছিলেন— তিনি আমাদের সাক্ষাতে বেরোতে লজ্জা করেন না— কেননা, তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমার নাকি হরিহর-আত্মা, বুঝলেন মশায়— তাই তাঁর চুলের আমি প্রশংসা কচ্ছিলেম। তা তিনি সেই প্রশংসাতে মত্ত হয়ে গরম ঘি আমার পাতে না দিয়ে আমার গায়ের উপর ঢেলে দিয়েছেন— ঐ যেমন ঢেলে দেওয়া— আমিও— মাগো করে চিৎকার করে উঠে পাশে এক ঠেলা মেরেছি— আমার ঠিক পাশে ছাতের কিনারায় একজন খেতে বসেছিলেন— তিনি সেই ঠেলা খেয়ে একেবারে ছাতের উপর থেকে নীচে—

সত্য। (আশ্চর্য ও ভীত হইয়া) লোকটা মারা গেল নাকি ?

অলীক। না মশায়, বেঁচে গিয়েছে।

সত্য। রাম ! বাঁচলেম। তা ছাদের উপর থেকে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙল না ?

অলীক। সে দিন সে বড়ো বাঁচান বেঁচে গিয়েছিল মশায়। ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছেন। ভাগ্যিস সেই সময় নীচে রাস্তা দিয়ে একজন চীনেম্যান যাচ্ছিল— পড়্‌বি তো পড়্ ঠিক তার কাঁদের উপর গিয়ে পোলো। সে তো কাঁদের উপর চড়ে বেঁচে গেল— কিন্তু আমি শেষকালে মশায় বিপদে পড়লেম।

সত্য। একি ব্যাপার ? তুমি কি করে বিপদে পড়লে ?

অলীক। চীনেম্যানটা আমাকে বলতে লাগল কি যে তুই আমাকে অপমান করবার জন্য ঐ লোকটাকে আমার ঘাড়ের উপর ফেলে দিইছিস। আমি আপস করবার জন্য ঢের চেষ্টা কল্লেম। কিন্তু কিছুতেই সে শুনলে না। আমি তাকে বললেম আচ্ছা তুই বরং এর পৃতিশোধ নে— আমি তাতে রাজি আছি। আমি নীচে রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি, তুই নয় ঐ ছাতের উপর থেকে লাফিয়ে আমার ঘাড়ের উপর পড়্— আচ্ছা, সে ব্যক্তি একতালা থেকে

পড়েছে— তুই নয় দোতালার থেকে— নয় তেতালার থেকেই পড়্— আর কি চাস ? তা কিছুতেই সে বেটা তাতে রাজি হল না। তারপরে সে আমার বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা কল্লে— আমি ঠিকানাটা বললেম। সে বেটা মশায় আমাকে বললে কি— যে, তুই আমাকে রাস্তায় অপমান করিছিস— আমি তোকে তোর বাড়িতে গিয়ে অপমান করব। একবার আস্পদ্দার কথাটা শুনেছেন মশায় ? আমার বাড়িতে এসে আমাকে অপমান করবে ? বেটার সাহস দেখুন-না— বাড়িতে এলেই এমনি ঠুকে দেব যে বাছাধন টের পাবেন। এখনই তার আসবার কথা আছে মশায়।

প্রস। (অন্তরাল হইতে স্বগত) এ কথাটা তো সত্যি বলে বোধ হচ্ছে না। রোস্ আমার মিন্‌সেকে বলি-গে যাই।

সত্য। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে স্বগত) উঁহু— উঁহু— এ গল্পটা বড়ো আজগুবি রকম বোধ হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) না বাপু, তোমাকে ছেড়ে যাওয়া আমার উচিত হচ্ছে না— যাতে আপস হয় তার চেষ্টা কত্তে হবে।

অলীক। (স্বগত) আরে মোলো। আমি মনে করেছিলেম বুড়ো-মানুষ দাঙ্গার কথা শুনলেই বুঝি পালাবে— এ দেখছি ভয়ানক লোক। এর হাত থেকে এখন কি করে এড়ানো যায় ? (প্রকাশ্যে) আপনার থাকবার আর দরকার নেই। সে বেটার সাহস এতক্ষণে বোধ হয় কোন্ দিকে উড়ে গেছে।

সত্য। (স্বগত) তবে এই গল্পটা বোধ হচ্ছে সর্বৈব মিথ্যা।

চীনেম্যানের বেশে সজ্জিত গদাধরকে লইয়া প্রসন্নের প্রবেশ

প্রস। একজন চীনের সাহেব।

সত্য। (স্বগত) কি ! এ-সব তবে সত্যি নাকি ?

অলীক। (স্বগত) একি ! আমি যেটি মনে মনে মতলব কচ্ছি সেইটি দেখছি সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্ছে ! না জানি আমার কি একটা আশ্চয্যি ক্ষ্যামতা জন্মেছে। কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে—

গদা। (রাগের লক্ষণ মুখে প্রকাশ করিয়া অলীকের প্রতি) চুঁ চুঁ মাচু কাচু মিচি— শালা হমি টোর গর্ডান লেবে (ছুরি হস্তে অলীকের নিকট গমন, অলীক ভয়ে পলাইতে উদ্যত ও চিৎকার) চৌকিদার— চৌকিদার—

সত্য। (উহাদের মধ্যে যাইয়া) হাঁ-হাঁ কর কি সাহেব— ওকে মেরো

না—আমার কথা শোনো— ওকে মাপ করো— ছেলেমানুষ একটা কাজ করে ফেলেছে, দোহাই সাহেব মাপ করো।

গদা। টুম বোল্‌টা কি বাবু— ওট্টা উচুশে হমার মাঠার উপর পরি গেছে— ডেখ টো হম্‌রা টোপি কেয়া হুয়া (ভাঙা টুপি প্রদান) এ টৌপি ডেখ্‌নে সে হমার রাগ হোটা— ওবাৎ হমি ছুনবে না টোমর গোলা কাটবে।

অলীক। (স্বগত) একি আশ্চর্য! আমি যেটি মনে কচ্ছি সেইটিই কাজে ঘটছে— আমি কোথায় একটা চীনেম্যানের গল্প বানিয়ে বললেম— না, একটা কিনা সত্যিকার টিকিওয়ালা বেড়াল-চোকো ইঁদুর-খেগো জলজ্যান্ত চীনেম্যান উপস্থিত— কিন্তু আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে— আমার ছিষ্টি করবার একটা ক্ষ্যামতা জন্মাল নাকি? কিন্তু এবারকার ছিষ্টিটা যে বড়ো বেয়াড়া ছিষ্টি— এ বেটা সত্যি সত্যি যদি ছুরি বসিয়ে দেয়— না— বোধ হয় এক বেটা কে এসে আমাকে দম দিচ্ছে। আমার জানতে হবে— রোস্ পরখ্ করে দেখা যাক্। (কোমর বেঁধে দ্বারের নিকটে গিয়া দূর হইতে প্রকাশ্যে) আয় দিকি শালা দেখি। তুই আমাকে মার্ দিকি তোর কেমন যুগ্যতা। বেটা চালাকি করতা হ্যায়— জানতা নেই আমি কে হ্যায়— আমি অলীক-প্রকাশ রায়বাহাদুর হ্যায়— এতবড়ো আস্পদ্দা হ্যায় যে হাম্‌কো অপমান করতা হ্যায়—রাগে সর্বাঙ্গ আমার জলতা হ্যায়— কি বলব তুই হাতের কাছে নেই, নাহলে বেটা তোর টিকি ধরে আচ্ছা করে দেখিয়ে দেতা হ্যায়— (স্বগত) ও বাবা, বেটা যে ছুরি বাগিয়ে এগোয়— তেমন তেমন হলে এই দিক দিয়ে পিট্টান দেওয়া যাবে। (ভয়ে কম্পমান)

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) কি সাহস! হাতে অস্ত্র নেই— তবু যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছেন— ওঃ কি তেজ! ক্রোধে ওঁর সর্বাঙ্গ কম্পমান হচ্ছে।

সত্য। (দুইজনের মধ্যে যাইয়া) অলীকপ্রকাশ লেখাপড়া শিখে তোমার এই ব্যবহার? ওরকম ঝগড়াটে স্বভাব হলে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের কখনোই বিয়ে দেব না। (গদাধরের প্রতি) সাহেব, ও ছেলেমানুষ বোঝে না। মাপ করো, দোহাই সাহেব, আচ্ছা তোমরা দুজনে থামো, আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। বলো দিকি, কে কারে আগে অপমান করেছিল।

অলীক। ও আগে আমাকে অপমান করেছিল।

সত্য। তোমাকে অপমান করেছে? ওর টুপি যেরকম ভেঙে গেছে

দেখছি তাতে তুমি যে ওকে মেরে ফেলবার যো করেছিলে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

অলীক। ওর কথা সত্যি না মশায়।

গদা। আলবট্ সচ্ হ্যায়।

সত্য। হাঁ এ কথা সত্যি বাপু, তুমি যে মেরেছ তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই— দেখো দিকি ওর টুপিটা কি করে দিয়েছ। তোমার দোষ স্বীকার করো-না বাপু, নাহলে কখনো তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।

অলীক। সাক্ষীর মধ্যে তো ওর ঐ টুপিটা। আপনি যখন বলছেন তখন আর কি বলি। ভালো, আমার কথাই মিথ্যা; ওর কথাই সত্যি।

সত্য। দেখো সাহেব, ও আপনার দোষ কবুল কচ্ছে— আর ঝগড়াতে কাজ কি। দুজনে আপস করে ফেলো।

গদা। (হাস্যকরত সত্যসিন্ধুর প্রতি) বুঢ্ঢা, টুম বড়া মজাকা আড্‌মি আছে— হা হা হা! আও বাবু— (দুইজনে শেক্‌হ্যাণ্ড)

অলীক। (স্বগত) বাঁচা গেল— ঘাম দিয়ে জ্বর পালাল। এ-সব কাণ্ড কি হচ্ছে, আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে।

সত্য। তবে আর কি— মিটমাট হয়ে গেল— সাহেবকে এখন কিছু খাইয়ে দেও।

হেমা। (অন্তরালে স্বগত) আঃ বাচলেম! যুদ্ধটা হল না ভালোই হল— যদি যুদ্ধে আহত হতেন তা হলে আমি আয়েষার মতন ওঁর শিয়রে বসে কত শুশ্রূষাই কত্তেম।

সত্য। বাপু, তোমার চাকরদের ডাকো— সাহেবকে কিছু খাইয়ে দিক।

অলীক। ওরে— ওরে হরে— মেধো— হারা— বেটারা গেল কোথায়? আমার সেই বন্ধুর বাড়ি সব বেটাই সগাদ নিয়ে গেছে দেখছি, দু-চার আনার লোভ আর সামলাতে পারে না। কিন্তু মশায়, ওঁর খাওয়া তো সহজ নয়— ছুঁচো ইঁদুর সাপ ব্যাঙ না দিলে তো ওঁর আর তৃপ্তি হবে না।

গদা। বাঙ্গালা খানা আমি বহুট্ পসন্দ্ করি, আমি বাঙ্গালির সাথ দশ বরস কলকাতায় আছে— আমি বাঙ্গালির সব জানে।

অলীক। (স্বগত) এ বেটা খেতে রাজি হল— তবেই তো দেখছি

মুশকিল ! (সত্যসিন্ধুর প্রতি) কড়ায়ের ডাল আর ভাত কি সাহেবের ভালো লাগবে মশায় ?

সত্য। তুমি যে বাপু পোলাও কালিয়ে হুকুম দিয়ে দিলে, তার কি হল ?

অলীক। কালিয়ে পোলাও !

সত্য। তোমার বন্ধুরা তো কেউ এল না বাপু— সেই-সব খাবার সাহেবকে খাইয়ে দেও-না কেন।

অলীক। হাঁ হাঁ— বটে বটে— এখন চাকরগুলো এলে যে হয়।

প্রস। মশায়, খাবার সব ঠিক হয়েছে।

অলীক। (স্বগত) এ কি ! কোথা থেকে এর মধ্যে সব তৈরি হল ? এ-সব কাণ্ড ভেল্কিতে হচ্ছে নাকি— আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। আমি যতই মিথ্যে কথা কচ্ছি, ততই কিনা সব সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্ছে ! যা হোক, এখন আমার একটু ভরসা হচ্ছে। এর মধ্যে একটা কি আছে। একটা মিথ্যে কথাতেও তো এ পর্যন্ত ধরা পড়লেম না। এখন তবে অনর্গল মিথ্যে কথা কওয়া যাক। (প্রকাশ্যে গদাধরের প্রতি) এসো সাহেব, তোমাকে কিছু খাইয়ে দি— তোমাকে বড়ো কষ্ট দিয়েছি।

গদা। (স্বগত) বেশ হল— এখন বিলক্ষণ করে সেবা দেওয়া যাক-গে— সব ফাঁড়াগুলোই তো কেটেছে— এখন কেবল একটা আছে সত্যসিন্ধুবাবু আমাদের বাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন ; দেখা করতে গেলেই তো মিথ্যে কথাটা ধরা পড়বে— তা— আমিই আগে থাকতে কেন জগদীশ-বাবু সেজে আসি নে— সেই ভালো।

হেমা। (অন্তরালে স্বগত) শত্রুকে আবার খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন, এরূপ উদারতা বীরপুরুষেরই উপযুক্ত বটে।

[অন্তরাল হইতে প্রস্থান

[গদাধর, অলীক ও সত্যসিন্ধুর প্রস্থান

প্রস। হি হি হি হি— মাইরি এত রঙ্গও জানে। মিন্‌সের নকল দেখে এমনি হাসি পাচ্ছিল যে আর দম রাখতে পারি নে— এখন হেসে বাঁচি— হি হি হি হি— কিচি মিচি করে চীনের সাহেবের মতো কত নকলই কল্লে— মরণ আর কি— হি হি হি হি— আমার মিন্‌সেটা খুব রসিক যা হোক— নাহলে কি আমার মনে ধরে। হি হি হি হি— ড্যাল্লা যা হোক !

[প্রসন্নের প্রস্থান

জগদীশবাবুর প্রবেশ

জগ। অলীকপ্রকাশ কি এখানে আছে ?

প্রস। তিনি আমাদের কত্তাবাবুর কাছে আছেন।

জগ। তোমাদের কত্তার নাম কি বাছা ?

প্রস। তেনার নামটা আমার বড়ো মনে থাকে না বাবু— রোসো, মনে করি, প্যাটরা— প্যাটরা— প্যাটরা— আ মর্—

জগ। (আশ্চর্য হইয়া) প্যাটরা ! সে কি বাছা ?

প্রস। না না— প্যাটরা না— সিন্দুক— সিন্দুক —

জগ। সে কি বাছা— সিন্দুক কি ?

প্রস। এইবার মনে পড়েছে বাবু— আমাদের কত্তাবাবুর নাম সত্যিবেন সিন্দুক— আ মর্— সত্যি সিন্দুক।

জগ। সত্যি সিন্দুক ! সত্যসিন্ধু বুঝি—

প্রস। তাই হবে— আমি বাপু অত জানি নে। বাবু, তোমার নাম কি গা ?

জগ। তা বাছা তোমার জেনে কাজ নেই।

প্রস। তোমার কি দরকার বলো-না, আমি—

জগ। সে তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে আমি বলব।

প্রস। এই-যে কত্তাবাবু আসছেন।

সত্যসিন্ধুর প্রবেশ

সত্য। (দ্বারের নিকট) এ লোকটি কে প্রসন্ন ?

প্রস। বোধ হয় অলীকবাবুর সঙ্গে ওঁর কিছু কাজ আছে।

[প্রসন্নের প্রস্থান

জগ। মহাশয়ের নাম বোধ করি সত্যসিন্ধুবাবু ? বড়ো সৌভাগ্য যে মহাশয়ের সঙ্গে এখানে আলাপ হল। আপনার নাম পূর্বে কর্ণে শোনা ছিল। এখন সাক্ষাৎ হয়ে চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন হল। মহাশয়, অখিলপ্রকাশের পুত্র অলীকপ্রকাশ কি এই বাড়িতে থাকে ?

সত্য। তাঁদের সঙ্গে কি মহাশয়ের আলাপ আছে ?

জগ। পূর্বে অখিলের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হত। এখন তার সঙ্গে

আমার প্রায় ২০-২৫ বৎসর দেখা হয় নি। মধ্যে মধ্যে কখনো সে পত্র লেখে এইমাত্র।

সত্য। মহাশয়ের নাম?

জগ। আমার নাম জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সত্য। কি? মশায়ের নাম জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়? আপনি এত কষ্ট করে এই ক্ষুদ্র কুটিরে পদার্পণ করেছেন। আজ আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার বন্ধু অখিলপ্রকাশের পুত্র অলীকপ্রকাশের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহের কথা হচ্ছে— তার উপর মহাশয়ের যেরূপ অনুগ্রহ তা আমি সব শুনেছি।

জগ। অনুগ্রহ! আমি তো মশায়, অলীকপ্রকাশকে চক্ষেও দেখি নি। তবে তার বাপের একটা কর্ম করে দিয়েছি বটে— অখিল এখন মুর্শিদাবাদে সেরেস্তাদারি কাজ করে।

সত্য। সেরেস্তাদারি কাজ! তিনি যে একজন মস্ত জমিদার। তার পুত্রের সঙ্গে মশায়ের কি তবে আলাপ নাই।

জগ। কাল আমি তার বাপের কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়েছি। কিন্তু সেই পত্রের মর্ম আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। শুনলেম নাকি অখিলের পুত্র অলীকপ্রকাশ এই বাড়িতে থাকে, তাই সেই বিষয়টা জানতে এলেম। অলীকের সঙ্গে আমার কখনো চাক্ষুষ হয় নি। এই পত্রটা পড়ে দেখুন দিকি। এর মর্ম তো আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। (সত্যসিন্ধুকে পত্রপ্রদান)

সত্য। সে কি মশায়! (পত্রপাঠ)

পত্র

দীন-প্রতিপালকবরেষু

অসংখ্যপ্রণামা বহবো নিবেদনঞ্চ বিশেষ

হুজুরালীর শ্রীচরণ-সরোজের কৃপায় এই দীন হীন অভাজন সেরেস্তাদারি কর্ম প্রাপ্তে কোনো প্রকারে সপরিবারে বজায় আছে। আমার পুত্রটি বেকার অবস্থায় থাকা বিধায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাকে বার বার লিখি— অদ্য পুত্রের পত্রে অবগত হইলাম যে সে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল এবং তাহাকে দেখিবামাত্রই তাহার পরে নাকি মহাশয়ের

আত্যন্তিক স্নেহ পড়িয়াছে— এমন-কি যাহা অস্মদাদির ন্যায় অন্তজ মনিষ্যের স্বপ্নেরও অগোচর, মহাশয় নাকি বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানি পদটি তাকে দিবেন বলিয়া স্বীকার পাইয়াছেন— এই সমাচারে অধীন যে কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছে তাহা ভগবানই জানেন। অলীকপ্রকাশ যেরূপ সুবোধ সুশীল সত্যবাদী তাহাতে দেখিবামাত্রই যে তাহাকে মহাশয়ের পছন্দ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি। কেননা শাস্ত্রে বলে জহরী না হইলে কি কখনো জহর চিনিতে পারে। আর যত্তপিসাং তাহার কোনো গুণই না থাকে তথাপি মহাশয় নিজগুণে সকলই করিতে পারেন। মহাশয়ের অসাধ্য কি আছে— একবার এই দীনজনের উপর কৃপাকটাক্ষপাত হইলে সকলই সম্ভব। এ অধীনদিগের আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? মহাশয়ই আমাদের সকল ভরসা— মহাশয় আমাদের জজ— মহাশয়ই আমাদের মেজেস্টর— মহাশয়ই আমাদের কুইন ভেক্‌টরিয়া, আর অধিক কি লিখিব ইতি—

পদরজ-প্রেত্যাশিত

শ্রীঅখিলপ্রকাশ দাসস্য

মশায়, তবে অলীকপ্রকাশকে বাঙ্গলা-ব্যাঙ্কের দেওয়ানি পদ দেবেন বলে স্বীকার পেয়েছেন।

জগ। মশায় বলেন কি! আমার সঙ্গে তার মোটেই দেখাশুনো নেই, আমি তাকে কর্ম কি করে দেব?

সত্য। সে কি মশায়! অলীকপ্রকাশ কি মহাশয়ের বাটীতে সর্বদা যাতায়াত করে না?

জগ। কই! না মশায়।

সত্য। মশায়ের বসতবাটীর কথা বলছি নে— বাগানবাটীর কথা বলছি।

জগ। আমার বাগানবাড়ি এখানে কোথা মশায়, আমার বাগানবাড়ি বালিগঞ্জে।

সত্য। উল্টোডিঙিতে আপনার কি একটা বাগানবাড়ি নেই?

জগ। কই, আমি তো মশায় জানি নে।

সত্য। আপনার সেই বাগানে নাকি একটা প্রকাণ্ড বারোমেসে জামগাছ আছে— আর আপনি নাকি জাম খেতে বড়ো ভালোবাসেন। সেখানে নাকি অলীকপ্রকাশের সঙ্গে রাতদিন দাবা খেলেন।

জগ। (হাস্য করিতে করিতে) সে কি মশায়, অলীকপ্রকাশকে এখনো পর্যন্ত চক্ষে দেখি নি— যে জায়গার কথা বলছেন আমি তো তার কিছুই জানি নে মশায়— আর দাবা খেলা আমার জীবনে তো আমি কখনো খেলি নি। (স্বগত) অলীকপ্রকাশের দেখছি সকলই অলীক।

সত্য। পাজি! লক্ষ্মীছাড়া! তবে দেখছি আগাগোড়া মিথ্যেকথা বলেছে। এমন মিথ্যেবাদী তো আমি দুনিয়ায় দেখি নি। আর যাই হোক, ওর সঙ্গে তো আমার মেয়ের বিবাহ দিচ্ছি নে।

জগ। মশায়, তার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দেবেন বলে কি কথা দিয়েছেন?

সত্য। না মশায়, আমি তাকে কোনো কথা দিই নি। সে এ বিষয়ে কোনো আপত্তি করতে পারে না। কেননা, তাকে আমি পূর্ব হতেই বলে রেখেছিলেম যে তার সঙ্গে বিবাহ দেবার পক্ষে আমার একটি আপত্তি আছে; সে আপত্তি না খণ্ডন হলে আমি বিবাহ দেব না। এই যে লক্ষ্মীছাড়া এই দিকে আসছে।

জগ। আপনি ওকে এখন আমার কোনো পরিচয় দেবেন না। কি করে দেখা যাক।

অলীকপ্রকাশের প্রবেশ

অলীক। আপনি মশায় তো আহার করেই চলে এসেছেন। আর সেই চীনেম্যান বেটা যে কোথায় চলে গেল তা বলতে পারি নে। (জগদীশ-বাবুর প্রতি) আমাকে মার্জনা করবেন, আপনাকে পূর্বে দেখিছি কি না স্মরণ হচ্ছে না। বোধ করি, কৃষ্ণনগর থেকে আসা হচ্ছে।

জগ। ঠিক ঠাওরেছ।

অলীক। কৃষ্ণনগরের লোকদের দেখলেই কেমন চেনা যায়। যদি মশায়ের কলকাতায় বাস্ করবার ইচ্ছে থাকে তা হলে আমাকে বলবেন, আমি সব ঠিকঠাক করে দেব।

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) দিব্যি পাত্রটি তো পেয়েছেন মশায়।

সত্য। (মৃদুস্বরে) পাজি লক্ষ্মীছাড়া!

জগ। (অলীকের প্রতি) আমি এখানে কাজকর্মের চেষ্টায় এসেছি— জগদীশবাবুর সঙ্গে মহাশয়ের কি আলাপ আছে? *

অলীক। তাঁর সঙ্গে আবার আমার আলাপ নেই? (বেশ লোক। দেখতে বড়ো ভালো না যদিও— একটু কুঁজো রকম— নাকটা একটু থাঁদা— দাঁতগুলো একটু উঁচু-উঁচু— কিন্তু এ দিকে লোক খুব ভালো— দোষের মধ্যে দু-একটা মিথ্যে কথা বলে— তা আজকালের বাজারে মশায় ও দোষটি কার না আছে? কিন্তু দেখুন মশায়, আমার কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গেছে যে ভুলেও একটি মিথ্যে কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না।)

জগ। (স্বগত) তা তো বিলক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

সত্য। (স্বগত) পাজি! লক্ষ্মীছাড়া! অম্লানবদনে বলছে দেখো-না।

জগ। আপনার সঙ্গে তাঁর যখন এত আলাপ— তখন তাঁকে বলে কয়ে আমার একটা কোনো কর্ম জুটিয়ে দিলে বড়ো বাধিত হই।

অলীক। অবশ্য অবশ্য। আমি নিজে তোমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে দেখবে তিনি কি চমৎকার লোক। ভারি উত্তম লোক! বললে অহংকার করা হয় আমার সঙ্গে তাঁর কিছু বিশেষ আত্মীয়তা আছে।

জগ। (হাস্য সম্বরণ করিয়া) হুঁ।

অলীক। তাতে আবার লোকটা খুব ইয়ার। কাল তাঁর বাড়িতে একত্রে আহার কল্লেম।

সত্য। তাঁর সঙ্গে আহার কল্লে?

অলীক। হাঁ— আর কেউ ছিল না, কেবল আমি আর তিনি। দুজনে খাওয়া যাচ্ছে আর খোশগল্প চলছে।

সত্য। তবে তো জগদীশবাবু কালকের চেয়ে অনেক বদলে গেছেন।

অলীক। কি করে মশায়?

সত্য। কি করে? তুমি কাল এঁর সঙ্গে একত্র খেলে আর আজ চিনতে পাচ্ছ না।

অলীক। অ্যাঁ, ইনিই জগদীশবাবু! কলকাতার জগদীশবাবু! দুঃখের বিষয় এঁকে তো আমার স্মরণ হচ্ছে না।

সত্য। স্মরণ না থাকতে পারে— কিন্তু ইনিই যে জগদীশবাবু তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

অলীক। তা আমি অস্বীকার কচ্ছি নে— কিন্তু আমার বলবার অভিপ্রায়

এই যে এঁর সঙ্গে আমি কাল আহার করি নি। তবে এঁর নাম জগদীশবাবু কি করে হল তা মশায় আমি কি করে বলব। তবে যদি ওঁর পরিবারের মধ্যে আর কোনো জগদীশবাবু থাকেন।

জগ। আমার নামে আমার পরিবারের মধ্যে তো কই আর কাকেও দেখতে পাই নে। তবে আমার একটি ভাগনে আছে, তার নামও জগদীশ বটে।

অলীক। বটে? তার নামও জগদীশ? এই তবে এখন ঠিক হয়েছে। ওঃ— তাঁরই সঙ্গে আলাপ ছিল। তাঁরই সঙ্গে আমি কাল একত্রে আহার করেছি।

জগ। ও কথা আমি বিশ্বাস কত্তে পাত্তেম— কিন্তু ওর মধ্যে যে একটু গোল বাধছে। আমার যে ভাগনেটির নাম জগদীশ, সে এই তিন বৎসর ধরে দেশে নেই। সে পশ্চিমে পালিয়ে গেছে।

অলীক। (স্বগত) আরে মোলো! কি উৎপাত! (প্রকাশ্যে) আপনি তবে জানেন না। তিনি কাল কলকাতায় এসেছেন। লজ্জায় আপনার কাছে মুখ দেখাতে না পেরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি তাঁকে কাল দেখেছি মশায়।

জগ। না বাপু, সে আসে নি।

অলীক। অবশ্য এসেছেন। আমি বলছি এসেছেন। আচ্ছা বাজি রাখুন—

সত্য। আচ্ছা বাপু, তিনি এসেছেন তার প্রমাণ দেও, তা হলে তোমার আর সকল দোষ মার্জনা করব।

প্রসন্নের প্রবেশ

প্রস। জগদীশবাবু এসেছেন।

জগদীশবাবু সাজিয়া গদাধরের প্রবেশ

অলীক। (দণ্ডায়মান হইয়া) এই যে জগদীশবাবু— আসতে আজ্ঞা হোক।

জগ। (স্বগত) আ মোলো! এ যে আমার মোসাহেব গদাধর দেখছি! এ এখানে কি কত্তে এল? দেখাই যাক-না কি করে— আমাকে এখনো

দেখতে পায় নি— রোসো, আমি আর একটু মুখ ফিরিয়ে বসি। (মুখ ফিরিয়া উপবেশন)

গদা। তবে অলীকবাবু, ভালো আছেন তো ?

অলীক। যেমন রেখেছেন। এখন এসেছেন, বাঁচা গেল। অনেক সময় আপনি আমার উপকার করেছেন— তাজ্জন্যে মহাশয়ের কাছে আমি বড়োই বাধিত আছি। (স্বগত) এইবার এ না এলেই তো আমার দফা রফা হচ্ছিল। কিন্তু একি ব্যাপার, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। (গদাধরের প্রতি প্রকাশ্যে) আসুন মশায়, এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

গদা। (জগদীশবাবুকে দেখিয়া স্বগত) কি সর্বনাশ ! বাবু যে— (লজ্জিত হইয়া পলাইবার উদ্যোগ, পরে মুখে কাপড় ঢাকিয়া মুখ ফিরাইয়া এক কোণে দণ্ডায়মান)

জগ। (স্বগত) ও যে আবার আমার পোশাক পরেছে। এখনো কিছু বলা হবে না— দেখাই যাক-না কি করে।

অলীক। (গদাধরকে লজ্জিত দেখিয়া সত্যসিন্ধুর প্রতি) এই দেখুন মশায়, আমি সত্যি কি মিথ্যে বলেছিলেম। কাল উনি পশ্চিম থেকে কলকাতায় এসে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আজ হঠাৎ মামার সঙ্গে দেখা হয়ে লজ্জা হয়েছে। (স্বগত) এ কে ? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে— ভাগ্যি এ বেটা এসেছিল তাই এ যাত্রাও রক্ষা পেলেম।

জগ। (স্বগত) একটু মজা করা যাক— (প্রকাশ্যে গদাধরের প্রতি) লুকিয়ে লুকিয়ে কেন বেড়াচ্ছ বাপু ?

অলীক। (গদাধরের প্রতি) "মামা গো ভাগনে তোমার" বলে এসে পড়ো বাবা— আর কেন।

সত্য। তবে তো অলীকের একটা কথাও মিথ্যে নয়।

অলীক। মশায়, আমার উপর শুধু-শুধু সন্দেহ করেন এই আমার দুঃখ। (স্বগত) আজ সমস্ত দিন যা মনে কচ্ছি তাই কি সত্যি হচ্ছে !

সত্য। বাপু আমাকে মাপ করবে— আর আমি তোমার কথায় সন্দেহ করব না— আমি যতবার সন্দেহ করেছি, ততবারই তোমার কথা সত্যি বলে পরে প্রকাশ হয়েছে। প্রথমে তোমার সেই লাটুভায়ের কথা অবিশ্বাস করি— একটু পরেই লাটুভাই এসে উপস্থিত হল— তোমার সেই চীনে-

সাহেবের গল্প অবিশ্বাস করেছিলাম, তার পর চীনে-সাহেব উপস্থিত হল— আবার জগদীশবাবুর ভাগনের কথা অবিশ্বাস করেছিলেম, এটাও সত্যি হল। আর আমি তোমাকে অবিশ্বাস কত্তে পারি নে— তোমার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিবাহ দেব।

অলীক। (স্বগত) রাম, বাঁচলেম— একে একে সবঁ ফাঁড়াগুলোই কেটে গেল। এখন আমাকে পায় কে।

জগ। (স্বগত) সত্যসিন্ধু দেখছি ভারি সাদাসিধে লোক। আমার ভাগনে বলেই বিশ্বাস করেছে। আর এই ছোগরাটি দেখছি মিথ্যেবাদীর একশেষ। সত্যসিন্ধুর মুখে এইমাত্র শুনলেম— এর পুর্বে অনেকবার অলীকের কথায় তাঁর অবিশ্বাস হয়েছিল, কিন্তু তার পরেই সেই-সব কথা সত্যি বলে প্রকাশ হয়। আমার ভাগনের কথা যেরকম সত্যি, সে-সব কথাও বোধ হয় সেইরকম সত্যি। গদাধর এবার যেমন সেজে এসেছে, এইরকম বোধ হয় প্রতিবার সেজে এসে মিথ্যেকে সত্যি করে দাঁড় করাচ্ছে। আমার বোধ হয়, ওর সঙ্গে অলীক একটা কি ষড়যন্ত্র করে বুড়োমানুষকে ঠকাচ্ছে। কিন্তু গদাধরের এ তো বড়ো অন্যায়— আমার লোক হয়ে তার এইরকম কাজ! আর এই মিথ্যে কথাগুলো যদি সব ধরা না পড়ে তা হলেই তো সত্যসিন্ধু-বাবু এই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে ওঁর কন্যার বিবাহ দেবেন। এ-সব জেনেশুনে একজন ভদ্রলোক কখনোই নীরব থাকতে পারে না। আর নীরব থাকা উচিতও নয়। (প্রকাশ্যে সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়, ও আমার ভাগনে নয়। অলীকের সমস্তই মিথ্যে কথা, আপনি ওর কথায় ভুলবেন না। ছোগরাটির মিথ্যে কথার কতদূর দৌড় তাই দেখবার জন্যই ওর কথায় একটু সায় দিয়ে-ছিলেম। কিন্তু বাস্তবিক ও আমার ভাগনে নয়।

সত্য। কি বলেন মশায়, ও ব্যক্তি আপনার ভাগনে নয়?

জগ। না মশায়।

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়, উনি মিথ্যে কথা বলছেন। একটু আগে উনি ভাগনে বলে স্বীকার কল্লেন— আর এখন কিনা বলছেন ভাগনে নয়। আমার বোধ হয় ওঁর ভাগনে কোনো বদনামের কাজ করে পশ্চিমে পালিয়ে গিয়েছিল— তাই আপনার ভাগনে বলে পরিচয় দিতে এখন ওঁর লজ্জা হচ্ছে।

সত্য। (জগদীশের প্রতি) আমার কাছে মশায় লজ্জা কচ্ছেন কেন, আমি প্রকাশ করব না।

জগ। এ কি আপদ! আপনি ওর কথায় বিশ্বাস কল্লেন? আমি নিশ্চয় বলছি ও আমার ভাগনে নয়।

অলীক। আমি বাজি রাখতে পারি ঐ ওঁর ভাগনে।

সত্য। মশায়, ওরকম স্থলে নাম প্রকাশ কত্তে একটু লজ্জা হয় বটে— কিন্তু মিথ্যে কথা বলাটাও তো ভদ্রলোকের উচিত নয়।

জগ। একি আপদেই পড়লেম মশায়, আমার কথা অবিশ্বাস কচ্ছেন?

সত্য। ও লোকটিকে তবে কি আপনি আদপে চেনেন না?

জগ। চিনব না কেন মহাশয়— ও যে আমার মোসাহেব।

অলীক। এই দেখুন মশায়, একটা মিথ্যে কথা ঢাকতে গিয়ে আবার একটা মিথ্যে কথা।

জগ। আমার মিথ্যে কথা! ও রকম বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) আমার কথা মিথ্যে কি সত্যি মশায় বিবেচনা করে দেখুন-না।

সত্য। না বাপু, তোমার কথা আর আমি অবিশ্বাস কত্তে পারি নে। যতবার মিথ্যে মনে করেছি ততবারই সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অলীক। দেখুন দিকি তবু আমাকে বলে কিনা মিথ্যেবাদী।

জগ। (স্বগত) কি আপদ! সত্যসিন্ধুর চোখে আমিই শেষ মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়ালেম! অলীককে নিয়ে একটু মজা কচ্ছিলেম— এটা সত্যসিন্ধু আর বুঝতে পারলেন না, সত্যি সত্যিই আমার ভাগনে মনে কল্লেন। এই বিপদ থেকে একবার উদ্ধার হলে এখন বাঁচি। আমার বেশ মনে হচ্ছে— গদাধরই অলীকের সমস্ত মিথ্যেকে সত্যি করে দাঁড় করিয়েছে। ওরই জন্যে আমার এই বিপদে পড়তে হয়েছে। (গদাধরের নিকটে গিয়া) গদাধর, তুমি ভারি অন্যায় কাজ করেছ। তুমিই বোধ হয় নানারকম সঙ সেজে অলীকের মিথ্যে কথাগুলোকে সত্যি করে দাঁড় করিয়েছ। এখন সব কথা খুলে বলো। নাহলে তোমার আমি উচিত শাস্তি করব। আর দেখো, তুমি সব কথা খুলে না বললে আমি সত্যসিন্ধুবাবুর কাছে মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়াচ্ছি— যদি তোমার একটুও প্রভুভক্তি থাকে তাহলে বোধ হয় আমার কাছে তুমি কোনো কথা ভাঁড়াবে না।

গদাধর। (সম্মুখে আসিয়া) আপনাকে উনি মিথ্যেবাদী মনে কচ্ছেন— আর আমি চুপ করে থাকতে পারি নে— আমি সব খুলে বলছি। এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। আপনি আমাকে বলেছিলেন যে যদি আমি বিধবা বিয়ে কত্তে পারি তা হলে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন। তাই সেই লোভে— এই বাড়ির চাকরানীকে বিধবা বিয়েতে রাজি করেছিলেম। কিন্তু সে বললে যে তার দিদিঠাকরনের বিয়ে না হলে সে বিয়ে কত্তে পারবে না— তার দিদিঠাকরন তাকে বলেছিলেন তাঁর নিজের বিয়ে হয়ে গেলে পর তার বিয়ের খরচপত্র দেবেন। তার পর শুনলেম যে দিদিঠাকরনের বিয়েতে একটা বাগড়া পড়েছে— একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়লে অলীকবাবুর সঙ্গে সত্যসিন্ধুবাবু তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন না। এই কথা শুনে প্রসন্নের সঙ্গে পরামর্শ কল্লেম যে, কোনোরকম করে এই বিয়েটা ঘটাতেই হবে— অলীকবাবুর মিথ্যে কথা যেই ধরা পড়বার মতো হবে, অমনি তাঁকে কোনোরকম করে বাঁচিয়ে দিতে হবে, তাই সত্যসিন্ধুবাবু যতবার অলীকবাবুর কথায় সন্দেহ করেছিলেন, ততবারই আমি সেজে এসে অলীকবাবুকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। লাটুভায়ের গল্প যখন অবিশ্বাস কল্লেন তখন আমিই লাটুভাই সেজে আসি— চীনেম্যানের কথা যখন অবিশ্বাস কল্লেন তখন আমিই চীনেম্যান সেজে আসি— আবার যখন দেখলেম সত্যসিন্ধুবাবু, মহাশয়ের বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন তখন মনে কল্লেম— অলীকবাবুর মিথ্যে কথা ধরা পড়বে— আমিই নয় আগে থাকতে সেজে এসে মহাশয়ের নামে পরিচয় দি— তা হলে আর উনি আপনার ওখানে দেখা করতে যাবেন না— আপনি যে এখানে নিজে এসে উপস্থিত হবেন, তা আমি স্বপ্নেও মনে করি নি। ধর্মাবতার, আমাকে মাপ করুন, এমন কর্ম আর কখনো করব না।

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) শুনলেন তো মশায়!

সত্য। তাই তো! এ-সব কি! আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। বাপু অলীকপ্রকাশ, এ সকলের অর্থ কি?

অলীক। (স্বগত) এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পাল্লেম— এখন কি বলা যায়—

সত্য। চুপ করে রইলে যে বাপু?

অলীক। আপনি যে এখনো আমার উপর সন্দেহ কচ্ছেন, এতেই আমি অবাক হয়েছি। আর কিছু নয়— এই দুইজনে আমাকে ছেলেমানুষ পেয়ে ভোগা দেবার চেষ্টা কচ্ছে মশায়।

সত্য। তা ঠিক— ও লোকটিকে আমারও বড়ো ভালো ঠেকছে না।

জগ। মশায়, আমার কথাও কি বিশ্বাস করেন না?

সত্য। না মশায়, আমি শীঘ্র আর কারো কথায় বিশ্বাস কচ্ছি নে। কার কি মনের ভাব কিছুই বলা যায় না।

গদা। (জগদীশবাবুর প্রতি) মহাশয়, নিশ্চিন্ত হোন— আমি এতক্ষণ ওঁর সহায় ছিলেম বলে মিথ্যে কথাগুলো ধরা পড়ে নি— এখন দেখব কে ওঁকে রক্ষা করে। আর পাঁচ মিনিট ওঁকে কথা কইতে দিন। তা হলেই দশটা মিথ্যে কথা হাতে হাতে এখনই ধরা পড়বে— তা হলেই সত্যসিন্ধুবাবু সমস্ত বুঝতে পারবেন।

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না— ও বেটা ভারি মিথ্যেবাদী।

গদা। আমি মিথ্যেবাদী, না তুই মিথ্যেবাদী?

অলীক। আমি মিথ্যেবাদী! কোন্ সালের কোন্ আইনের কোন্ ধারায় কি কথা বললে কি হয় তা তুই জানিস? ইস্টুপিড্! শুধু এক কথা বললেই হয় না— পেটে একটু বিদ্যে চাই— জানিস এ কোম্পানির মুলুক— আমাকে মিথ্যেবাদী বলিস— জানিস নে দশ সালের আট আইনের ৫৩০ ধারায় কি বলে? আমাকে বলে কিনা মিথ্যেবাদী!

সত্য। থাক থাক বাপু, আর ঝগড়ায় কাজ নেই। তুমি যে মিথ্যে কথা কও না তা আমার বেশ বিশ্বাস হয়েছে। মিছে ঝগড়ায় কাজ কি।

অলীক। না মশায়, ও কথা আমার বরদাস্ত হয় না— আমাকে বলে কি-না মিথ্যেবাদী! ও কি জানে না যে আমি মনে কল্লে এখনই ওর নামে আমি ফর্জারি কেস এনে শমনজারি ডিক্রিজারি করে শেষ গেরানজুরিতে ঠেলতে পারি? আমাকে কিনা যে-সে লোক মনে করেছে।

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) ছোগরাটির আইন-জ্ঞানও বিলক্ষণ আছে দেখছি।

সত্য। না মশায়, ছোগরাটি লিখতে পড়তে কইতে বলতে স্বভাব-

চরিত্রে সব দিকেই ভালো— কেবল দোষের মধ্যে একটু রাগী— তাও বয়েসের ধর্ম, একটু বয়েস হলেই শুধরে যাবে।

অলীক। রাগ হবে না মহাশয়? আমার বাড়িতে বসে আমাকে কিনা অপমান করে— ভাড়াটে বাড়ি হলেও কথা থাকত— আমার নিজ পৈত্রিক বাস্তুভিটেতে বসে কিনা আমাকে অপমান— এ কখনো সহ্য হয়?

সত্য। থাক থাক, বাপু, যেতে দেও।

গদাধর। (জগদীশের প্রতি) দেখুন মশায়, এই একটা মিথ্যে কথা বললে— এটা একটা ভাড়াটে বাড়ি— ও বললে কিনা ওর নিজের বাড়ি!

অলীক। এই দেখুন মশায়— সাধে কি আমার রাগ হয়— ও বেটা স্বচ্ছন্দে বললে কিনা আমার নিজ বাড়ি নয়— ভাড়াটে বাড়ি।

সত্য। না, এ যে তোমার নিজ বাড়ি তা আমি জানি।

গদাধর। আচ্ছা, আমি যদি প্রমাণ করে দিতে পারি যে এটা ভাড়াটে বাড়ি?

জগ। গদাধর! আর কেন মিথ্যে ঝগড়া কচ্ছ— চলো যাওয়া যাক। (স্বগত) ভালো বিপদেই পড়েছি— পরের কথায় থাকা বড়ো ঝক্‌মারি এখন যেতে পাল্লে হয়। এইবার ওঠা যাক।

ভাড়া আদায় করিবার জন্য বেলিফের পেয়াদার সঙ্গে একজন লোকের প্রবেশ

ঐ লোক। ঐ বাবু এই বাড়িভাড়া করেছিল।

পেয়াদা। (অলীককে ধরিয়া) এই দেখো গেরেফ্‌তারি পরোয়ানা— রুপিয়া দেও— নেই আদালৎ মে চলো।

অলীক। (ভয়ে কম্পমান) অ্যাঁ— কি! ভাড়ার টাকা! অ্যাঁ— আমি অ্যাঁ—।

পেয়াদা। চল্ বে চল্! (গুঁতা প্রদান)

অলীক। যাচ্ছি বাবা— পেয়াদা-সাহেব, একটু সবুর করো বাবা— অ্যাঁ— শ্বশুরমশায় ভাড়ার টাকাটা দিন, আমি মারা যাই যে— আপনার জন্যেই তো এই বাড়ি-ভাড়া করেছিলেম—

গদা। ফোর্‌জারি ফার্জারি— শমনজারি ডিক্রিজারি— গেরানজুরি— সে-সব জারিজুরি এখন কোথায় গেল বাবা? এখন বলো তো কোন্ সালের কোন্ আইনের কোন্ ধারায় ওয়ারেন্ট্ জারি লেক্ষে?

জগ। আর কেন, যথেষ্ট হয়েছে।

সত্য। এটা তবে তো সত্যি ভাড়াটে বাড়ি— তবে তো দেখছি ওর সব কথাই মিথ্যে— মিথ্যেবাদী পাজি! লক্ষ্মীছাড়া— ছুঁচো— হতভাগা! আমাকে দেখছি আগাগোড়া ঠকিয়ে এসেছে। (জগদীশবাবুর প্রতি) মহাশয়, মাপ করবেন, আমি আপনার কথা পর্যন্ত অবিশ্বাস করেছিলেম।

জগ। আমি তাতে কিছু মনে করি নি— আপনি যেরূপ প্রতারিত হয়েছিলেন তাতে সকলি সম্ভব।

পেয়াদা। চল্ বে চল্।

অলীক। একটু সবুর করো বাবা— পেয়াদা-সাহেব বড়ো ভালো লোক— শ্বশুরমশায় আমাকে এ যাত্রা উদ্ধার করুন— আমি এমন কর্ম আর করব না।

সত্য। দেখ্, আমাকে "শ্বশুরমশায়" "শ্বশুরমশায়" করে ডাকিস নে— আর আমার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিচ্ছি নে— পাজি— ছুঁচো— লক্ষ্মীছাড়া!

অলীক। এ যাত্রায় রক্ষা করুন— আর এমন কর্ম করব না—

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) ভাড়ার টাকা কটা দিয়ে খালাস করে দিন— হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে—

সত্য। না মশায়, আমি এ টাকা দিচ্ছি নে— যেমন কর্ম তেমনি ফল!

হেমাঙ্গিনীর অন্তরালে আগমন

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) একি! আমার প্রাণেশ্বর বন্দী হয়েছেন!

সত্য। না— আমার মেয়ের সঙ্গে ওর কখনোই বিয়ে দেব না— পাজি ছুঁচো— লক্ষ্মীছাড়া!

হেমা। (অন্তরালে স্বগত) কি কথা শুনলেম! ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না! আমি আর নীরব থাকতে পারি নে। প্রণয়ের অপমান! এ প্রাণ আর রাখব না।

[প্রস্থান

পেয়াদা। চলো বাবু চলো। (গুঁতা প্রদান)

অলীক। মারিস নে বাবা— তোকে পরে খুব খুশি করব— শ্বশুরমশায় কিছু কল্লে না— নিতান্তই কি তবে জেলে শ্বশুরবাড়ি করতে হবে— ও

প্রেয়সী— প্রেয়সী— বিরহ-যন্ত্রণায় তা হলে যে একেবারে মারা যাব— এই অসময়ে একবার দেখা দাও।

একটা ভোঁতা বঁটি-হস্তে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ

হেমা। আমি পিতার সমক্ষে, সমস্ত জগতের সমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে বলছি, এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর— আমার কণ্ঠরত্ন— ইনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করব না— যদি এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ না হয় তা হলে এই দণ্ডেই প্রাণ বিসর্জন করব।

সত্যসিন্ধু। হাঁ হাঁ— করো কি! করো কি! অমন কর্ম কোরো না মা— আমি এখনই টাকা দিয়ে খালাস করে দিচ্ছি— একি উৎপাত! লক্ষ্মীটি ঘরে যাও— এত লোকের সামনে কি বেরোতে আছে— ছি ছি, কি লজ্জা!

হেমা। আমি জগতের সামনে এই শেষবার বলছি এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।

[দ্রুতবেগে হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান

জগ। একি ব্যাপার!

গদা। তাই তো, একি!

অলীক। এইবার খালাস করে দিন মশায়, প্রেয়সীর তো অনুমতি হয়েছে।

সত্য। মশায়, আমি কি কুক্ষণে আমার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে দিয়েছিলেম, তার ফল এখন ফলছে। রাম রাম! কি লাঞ্ছনা! আমার আর-একটি ছোটোমেয়ে আছে, তাকে আর লেখাপড়া শেখাচ্ছি নে— এবার বিলক্ষণ শিক্ষা হয়েছে— এমন কর্ম আর করব না।

জগ। মশায়, লেখাপড়া শেখানোর দোষ দেবেন না। ভালো করে লেখাপড়া শেখালে কখনোই তার মন্দ ফল হয় না— আর শুধু লেখাপড়া শেখালেই যে সুশিক্ষা হয় তাও নয়— পিতামাতার উপদেশ দৃষ্টান্তের উপর অনেক নির্ভর করে।

সত্য। যাই হোক— এখন উপায় কি— ঐ লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াও যা— হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেওয়াও তা।

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি মৃদুস্বরে) দেখুন মশায়, এক কাজ করুন— ওকে এই কথা বলা যাক যে যদি ও বিয়ে করবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করে তা হলে ভাড়ার টাকা চুকিয়ে ওকে খালাস করা যাবে।

সত্য। আপনারা যা ভালো বোঝেন তাই করুন— আমি আমার মেয়ের আচরণ দেখে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছি।

অলীক। মশায়, আমার উপায় কি কল্লেন. এই অবস্থায় কি আমাকে সমস্ত দিন থাকতে হবে ?

জগ। তুমি যদি বাপু ওঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহের আশা একেবারে পরিত্যাগ কর— তা হলে ভাড়ার টাকাটা চুকিয়ে দিয়ে তোমাকে খালাস করা যায়।

অলীক। এখনই— এখনই। আমি তাতে রাজি আছি মশায়— আমার বিয়েতে কাজ নেই— এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি— মশায় ও ভয়ানক মেয়েমানুষ— যেরকম বঁটি হাতে করে এসেছিল, ও খুন কত্তে পারে, সব কত্তে পারে— বিয়ে হলে আমারই গলায় কোন্ দিন ছুরি বসিয়ে দেবে— বাবা! এমন মেয়েকে বিয়ে করা আমার কর্ম নয়— আমার ঝকমারি হয়েছে, আমি এখানে বিয়ে কত্তে এসেছিলেম— এমন কর্ম আর করব না। খালাস করে দিলেই আমি এখান থেকে টেনে দৌড় মারব। আর এমুখোও হব না। তোমাদের মেয়েকেও ডেকে নিয়ো বাবা— আমার পিছনে পিছনে আবার না তাড়া করে। কি ভয়ানক! বঁটি হাতে!

জগ। (ভাড়া-আদায়ের লোকের প্রতি) বাড়ি-ভাড়া কত্ত টাকা পাবে ?

ঐ লোক। এক শো টাকা।

জগ। (সত্যসিন্ধুর নিকট হইতে নোট লইয়া) এই লও এক শো টাকার একখানা নোট দিচ্ছি। (পেয়াদার প্রতি) আবি বাবুকো ছোড় দেও, আওর কেয়া মাংতা ?

পেয়াদা। (অলীককে ছাড়িয়া দিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে) বাবু কো তো ছোড় দিয়া— হমারা বক্‌শিস!

অলীক। বক্‌শিস! দাঁত বের করকে এখন হাসতা হ্যায়— যখন আমার পিঠে গুঁতো মারতা হ্যায়— তখন বক্‌শিসের কথা মনে ছিল না হ্যায়— এখন বক্‌শিস! বাঞ্ছারাম আর কি!

পেয়াদা। সেলাম বাবু!

[প্রস্থান

অলীক। আমি মশায় চললেম। আর এখানে নয়।

জগ। বাপু, তোমার স্বভাবটা একটু শুধরিও, অমনতরো অনর্গল মিথ্যে কথা বোলো না। মিথ্যে কথা বলবার কি ফল তা তো দেখলে। তোমার বাবাকে বোলো, তোমার স্বভাবটা শুধরে গেলে অলীক নামটা যেন বদলে দেন।

অলীক। মশায়, আমার ঘাট হয়েছে— আমি নাকে খৎ দিচ্ছি, এমন কর্ম আর কখনো করব না। কিন্তু মশায়, মাপ করবেন, অলীক নামটি আমি কিছুতেই বদলাতে পারব না। বাপ-মা আদর করে নামটি দিয়েছেন, আপনারা পাঁচজনে বলুন-না, ও নাম কি এখন বদলানো যায়? কিছুতেই না। তবে অনুমতি হয় তো আজ আসি।

জগদীশ ও সত্যসিন্ধু। এখনই এখনই! শুভস্য শীঘ্রং।

[অলীকের প্রস্থান

জগদীশ। চলুন, আমরাও তবে যাই।

[সকলের প্রস্থান

যবনিক

অশ্রুমতী নাটক

পাত্রগণ

প্রতাপসিংহ	মেবারের রাণা
অমরসিংহ	প্রতাপসিংহের পুত্র
আকবর শা	মোগল-সম্রাট
সুলতান সেলিম	আকবরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী (ভাবী জেহাঙ্গীর)
মানসিংহ	অম্বরের (জয়পুর) রাজা ও আকবরের সেনাপতি
ফরিদ খাঁ	একজন সামান্য সেনানায়ক
ভাম্‌শা	প্রতাপসিংহের মন্ত্রী
ঝালাপতি	প্রতাপসিংহের একজন মিত্র রাজা
মল্লু	ভীল-পতি
শক্তসিংহ	প্রতাপসিংহের ভ্রাতা
পৃথ্বীরাজ সিংহ	বিকানেরের রাজকুমার (আকবরের বন্দী)
উদয়সিংহ ও অন্যান্য পতিত রাজপুতগণ	উদয়সিংহ-মারোয়ারের রাজা
মোহব্বৎ খাঁ	আকবরের একজন সেনাপতি

ভীলগণ মুসলমান ও রাজপুত রক্ষকগণ পুরোহিত বৈদ্য দূত ইত্যাদি

রাজমহিষী	প্রতাপসিংহের স্ত্রী
অশ্রুমতী	প্রতাপসিংহের দুহিতা
মলিনা	অশ্রুমতীর সখী
হ্যাম্বা	মল্লুর দুহিতা

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়-সাগরের তীরস্থ ভূমি

খাদ্যসামগ্রী সজ্জীভূত

প্রতাপসিংহ অমরসিংহ মন্ত্রী ও রক্ষকগণের প্রবেশ

প্রতাপ। মন্ত্রিবর, মানসিংহের ভোজনের সমস্ত আয়োজন আছে তো?

মন্ত্রী। ঐ দেখুন মহারাজ, সমস্তই প্রস্তুত— কেবল তাঁর আগমনের অপেক্ষা। পরিবেশনের সময় কি মহারাজ উপস্থিত থাকবেন?

প্রতাপ। কি বললে মন্ত্রি? যে ক্ষত্রিয়াধম মুসলমানের হস্তে আপনার ভগিনীকে সম্প্রদান করেছে, তার পরিবেশনে সূর্যবংশীয় মেবারের রাণা উপস্থিত থাকবে?

মন্ত্রী। মহারাজ, আতিথ্য-সৎকার মহৎ ধর্ম, ইহার ত্রুটি হলে অপযশের সম্ভাবনা আছে। বিশেষত তিনি অনাহূত অতিথি।

প্রতাপ। আতিথ্য-সৎকার যে মহৎ ধর্ম তা আমি জানি— সাধ্যমত আমি তার ত্রুটি করব না। আমার পুত্র অমরসিংহ উপস্থিত থাকবেন। এতদূর নীচতা যে স্বীকার কচ্ছি— সেও কেবল আতিথ্যধর্মের অনুরোধে, নচেৎ যে নরাধম পিতৃভূমি পরিত্যাগ করে মুসলমানের সঙ্গে কুটুম্বিতা করেছে, তার আমি মুখদর্শন করতেম না।

একজন রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। মহারাজের জয় হোক! অম্বরের রাজা মানসিংহ এসেছেন।

প্রতাপ। আচ্ছা তাঁকে নিয়ে এসো।

[রক্ষকের প্রস্থান

প্রতাপ। (মন্ত্রী ও অমরসিংহের প্রতি) আমি একটু অন্তরালে থাকব। তোমরা তাঁর অভ্যর্থনা কোরো। আমি চললেম।

মন্ত্রী ও অমর সিংহ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

এক দিক দিয়া প্রতাপসিংহের প্রস্থান ও অন্য দিক দিয়া
২।৪ জন রক্ষকের সহিত মানসিংহের প্রবেশ

মন্ত্রী ও অমরসিংহ। আসতে আজ্ঞা হোক মহারাজ। আহার সামগ্রী প্রস্তুত।

মানসিংহ। আপনাদের আতিথ্যে চরিতার্থ হলেম।

আহারে উপবেশন

সোলাপুর হতে বরাবর আসছি— যুদ্ধবিগ্রহে অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়া গেছে।

মন্ত্রী। তা হবেই তো। যুদ্ধে কোন্ পক্ষ জয়ী হল মহারাজ?

মানসিংহ। যে পক্ষে মানসিংহ, যে পক্ষে মোগল-সম্রাট, সে পক্ষ ভিন্ন আর কোন্ পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা?

নেপথ্য হইতে গম্ভীর স্বরে

"কি! যে পক্ষে মানসিংহ, যে পক্ষে মোগল-সম্রাট, সে পক্ষ ভিন্ন আর কোন্ পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা?"

মানসিংহ। (অন্ন-দেবকে দুই চারিটি অন্ন দিয়া আহারে উদ্যত হইতেছিলেন এমন সময়ে নেপথ্য-নিঃসৃত বাক্য শ্রবণে চমকিত হইয়া চতুর্দিক অবলোকন করত স্বগত) এ কি! এখানে তো আর কেহই নাই— কে উপহাসচ্ছলে আমার বাক্যের প্রতিধ্বনি করলে? উদয়-সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কি আমাকে ভর্ৎসনা কল্লেন? আমি ভীষণ ব্যাঘ্রের বাস-গহ্বরে গিয়ে ব্যাঘ্রশাবক হরণ করে এনেছি— বজ্রনাদী কামানের মুখে গিয়ে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করেছি— কই, কখনো তো আমার হৃদয় কাঁপে নি— কিন্তু ঐ প্রতিধ্বনি শুনে কেন এরূপ হল? রাজপুত হয়ে মোগলের দাসত্ব? তাতে আমার দোষ কি? সে অদৃষ্ট! যখন একবার দাসত্ব স্বীকার করেছি, তখন ভালো করেই দাসত্বব্রত পালন করব।

নেপথ্য হতে

"কি! যে পক্ষে মানসিংহ, যে পক্ষে মোগল-সম্রাট, সে পক্ষ ভিন্ন আর কোন্ পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা?"

(চতুর্দিক অবলোকন করত) কোথা থেকে এ আওয়াজ আসছে?

অমরসিংহ। মহারাজ, আহারে প্রবৃত্ত হোন।

মানসিংহ। আমি লোকাচার বিস্মৃত হয়েছিলেম— ভালো কথা, রাণা প্রতাপসিংহ কোথায়? তিনি পরিবেশন করতে আসবেন না?

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজের শিরঃপীড়া হওয়ায়—

মান। মন্ত্রিবর ক্ষান্ত হোন— রাণাকে বলবেন আমি তাঁর শিরঃপীড়ার

কারণ বুঝতে পেরেছি— কিন্তু এ ভুল আর সংশোধন হবার নয়— তিনি পরিবেশন না করলে আমি অন্ন গ্রহণ করব না। আমি উঠলেম।

মন্ত্রী। হাঁ হাঁ মহারাজ করেন কি!

প্রতাপসিংহের প্রবেশ

প্রতাপ। মন্ত্রি, মিথ্যা ছলের প্রয়োজন নাই— মহারাজ মানসিংহ, মার্জনা করবেন— যে রাজপুত আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করেছে, যে বোধ হয় এমন-কি তুর্কের সহিত একত্র ভোজন করেছে, তাঁর সহিত সূর্যবংশীয় রাণা একত্র কখনোই আহার-স্থানে উপবেশন করতে পারে না।

মান। মহারাজ প্রতাপসিংহ! আপনার গৌরব বর্ধন করবার জন্যই তুর্ককে ভগ্নী কন্যা অর্পণ করে আমাদের নিজ গৌরব বিসর্জন করেছি সত্য। কিন্তু চিরকাল বিপদের ক্রোড়ে বাস করাই যদি আপনার মনোগত সংকল্প হয় তো সে সংকল্প আপনার সিদ্ধ হোক— আমি এই কথা বলে যাচ্ছি— আপনি এ প্রদেশে বহুদিন তিষ্ঠিতে পারবেন না। কে আছিস— শীঘ্র আমার ঘোড়া—

প্রতাপ। দেখুন মহারাজ মানসিংহ, আমি বরঞ্চ পর্বতে পর্বতে, বনে বনে, অনাহারে ভ্রমণ করে বেড়াব, সকল প্রকার বিপদকে অসংকোচে আলিঙ্গন করব, অদৃষ্টের সকল অত্যাচারই অনায়াসে অক্লেশে সহ্য করব, তথাপি তুর্কের দাসত্ব কখনোই স্বীকার করব না। আপনিই না বলছিলেন— "যে পক্ষে মানসিংহ, যে পক্ষে মোগল-সম্রাট, সে পক্ষ ভিন্ন আর কোন্ পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা?" তুর্কের লবণভোজী দাসের উপযুক্ত কথাই বটে!

মান। হাঁ মহারাজ, আমি তুর্ক-সম্রাটের একজন নিতান্ত অনুগত দাস বলে আপনার পরিচয় দিতে কিছুমাত্র লজ্জিত নই— আর কার্যেও শীঘ্রই সে দাসত্বের পরিচয় পাবেন। (বেগে গমন ও রঙ্গভূমির দ্বারদেশে আসিয়া পুনর্বার প্রতাপসিংহের দিকে মুখ ফিরাইয়া) রাণা প্রতাপসিংহ! তোমার যদি অহংকার চূর্ণ করতে না পারি তো আমার নাম মানসিংহ নয়—

প্রতাপ। কি! মানসিংহ, তুমি আমার অহংকার চূর্ণ করবে? বাপ্পা রাওর বীর-রক্ত, সর্বলোকপুজনীয় রামচন্দ্রের অকলঙ্কিত রক্ত যে ধমনীতে বহমান, তার অহংকার চূর্ণ করা কি দাসব্রতে রত পতিত মানভ্রষ্ট মানসিংহের কর্ম?

মানসিংহ। সে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যাবে।

প্রতাপ। বড়ো সুখী হব যদি যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হয়।

[মানসিংহের প্রস্থান

মন্ত্রী। (রক্ষকগণের প্রতি) দেখো এই স্থান কলঙ্কিত হয়েছে— গঙ্গাজলের ছড়া দাও— এসো, আমরা সকলে স্নান করে পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে ফেলি।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কমলমেরু গিরি-দুর্গস্থ প্রাসাদশালা

প্রতাপ মন্ত্রী ও কতিপয় মিত্ররাজ আসীন

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনাকে চিন্তাযুক্ত দেখছি কেন?

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রি, পূজনীয় সঙ্গরাণা ও আমি এই উভয়ের মধ্যবর্তী যদি আর কেহই না থাকত— যদি উদয়সিংহের অস্তিত্বমাত্র না থাকত— তা হলে কখনোই তুর্কেরা রাজস্থানের পবিত্র বক্ষে পদার্পণ করতে পারত না।

মন্ত্রী। তা সত্য মহারাজ।

প্রতাপ। তিনিই চিতোরের বিজয়লক্ষ্মীকে তুর্কের হস্তে বিসর্জন দিয়েছেন— হা! সে চিতোর এখন বিধবা— স্বাধীনতার জন্মভূমি— বীরের জননী— সেই চিতোর এখন বিধবা! (উত্থান করিয়া ও কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া) রাজপুতগণ, তরবাল হস্তে এসো আমরা সকলে শপথ করি— যতদিন না চিতোরের অস্তমান গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে পারি— ততদিন আমরা ও আমাদের উত্তরাধিকারিগণ একটিও বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার করব না— রজত ও কাঞ্চন পাত্র-সকল দূরে নিক্ষেপ করে তার পরিবর্তে বৃক্ষপত্র ব্যবহার করব— আমাদের শ্মশ্রুতে আর ক্ষুরস্পর্শ করব না— আর শুষ্ক তৃণশয্যায় আমরা শয়ন করব।

অন্য রাজপুতগণ। এই তরবারিস্পর্শে আমরা শপথ করলেম— তার অন্যথা হবে না।

মন্ত্রী। মহারাজ, মারবারের রাজা, অম্বরের রাজা প্রভৃতি প্রধান প্রধান

সকল রাজাই তুর্কের নিকট আপনার কন্যা ভগিনী বিক্রয় করেছে— কেবল এই দশ হাজার রাজপুত পর্বতের ন্যায় অটল আছেন।

প্রতাপ। সে ক্ষত্রিয়াধমদের নাম মুখেও এনো না— তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই নাই। দেখো মন্ত্রি, এইরূপ ঘোষণা করে দেও যে আজ থেকে, কি যুদ্ধযাত্রায়— কি বিবাহযাত্রায় বিজয়-দুন্দুভি অগ্রবর্তী না হয়ে যেন পশ্চাতে থাকে। আরো, সমস্ত প্রজাদের নিকট এই ঘোষণা প্রচার করো, যতদিন চিতোর উদ্ধার না হয় ততদিন যেন তারা অবিলম্বে মেবারের সমভূমি পরিত্যাগ করে এই-সকল পর্বত-প্রদেশে এসে বাস করে। বুনাস্ ও বেরিস নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত উর্বর প্রদেশ যেন অরণ্যে পরিণত হয়— ব্যাঘ্র ভল্লুক শিবা যেন দিবসেই সেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করে— রাজপথ সকল তৃণাচ্ছাদিত হয়ে যেন একেবারে বিলুপ্ত-চিহ্ন হয়, ও সেখানে যেন ভীষণ বিষাক্ত সর্প-সকল নিরন্তর ফণা বিস্তার করে থাকে। নন্দন-কানন মরুভূমিতে পরিণত হোক, জনপূর্ণ লোকালয় শ্মশানে পরিণত হোক, দীপমালা-উজ্জ্বলিত নগর উপনগর দীপশূন্য হোক, শত্রুর চির-আশা চিরকালের জন্য উন্মূলিত হোক!

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ, আমি এখনই ঘোষণা করে দিচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দিল্লীর প্রাসাদ

আকবর শা মারোয়ারের রাজা পৃথ্বীসিংহ প্রভৃতি রাজপুতগণ ও মোহব্বৎ খাঁ আসীন

রক্ষকের প্রবেশ

আকবর। রাজপুত বীরগণ, তোমরাই আমার রাজ্যের স্তম্ভ ও অলংকার স্বরূপ।

মারোয়ারের রাজা। সে বাদশার অনুগ্রহ।

রক্ষক। হুজুর, মহারাজ মানসিংহ দ্বারে উপস্থিত।

আকবর। তিনি আসুন।

মানসিংহের প্রবেশ

আকবর। (অল্প উত্থান করিয়া মানসিংহের হস্ত ধারণ-পূর্বক স্বীয় দক্ষিণ দিকে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত) এই রাজপুতবীরের বাহুবলে আমি অর্ধেক রাজ্য জয় করেছি।

মান। সে বাদশার প্রতাপে— এ দাসের বাহুবলে নয়।

আকবর। মহারাজ মানসিংহ, সোলাপুরের খবর কি ?

মান। শাহেন্ শার শ্রীচরণ-প্রসাদে যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে।

আকবর। আমি বড়ো সন্তুষ্ট হলেম। কিন্তু আশ্চর্য হলেম না— কারণ আমি বিলক্ষণ জানি যেখানে মানসিংহ সেইখানেই বিজয়লক্ষ্মী। কিন্তু মহারাজ মানসিংহ, তোমাকে আজ ম্লান দেখছি কেন ? যুদ্ধে জয়লাভ করে কোথায় উৎফুল্ল হবে, না, বিষণ্ণ ?

মান। শাহেন্ শা, বিষাদের কারণ আছে। মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ আমাকে অত্যন্ত অপমান করেছে—

আকবর। কি ! মানসিংহের অপমান ?

মান। শাহেন্-শা ! আমি সোলাপুর থেকে আসবার সময় রাণাকে বলে পাঠিয়েছিলেম যে আমি উদয়-সাগরের তীরে তাঁব আতিথ্য গ্রহণ করব— কিন্তু তিনি ভোজনের সময় স্বয়ং না এসে তাঁর পুত্রকে পাঠালেন— আর এতদূর স্পর্ধা, তিনি নিজে এসে বললেন যে, "যে রাজপুত আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করেছে— তার সঙ্গে সূর্যবংশীয় রাণা কখনোই একত্র আহার-স্থানে উপবেশন করতে পারে না।"

আকবর। কি ! এতদূর স্পর্ধা ? মহারাজ মানসিংহের অপমান ? এখনই, মহারাজ, সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করে সেই গর্বিত বর্বরকে সমুচিত শিক্ষা দাও— আর তিলার্ধ বিলম্ব কোরো না— যাও—

মান। শাহেন্-শা, আমি তাঁকে এই কথা বলে এসেছি, "আমি যদি তাঁর দর্প চুর্ণ করতে না পারি তো আমার নাম মানসিংহ নয়।"

আকবর। মানসিংহের উপযুক্ত কথাই হয়েছে।

উদয়। বাদশাহের ঘরে বিবাহ দেওয়া পরম সৌভাগ্য— প্রতাপ আমাদের

চেয়ে বড়ো কিসে? কুলে, শীলে, মানে, ঐশ্বর্যে, কিসে বড়ো— যে তাঁর এত অহংকার?

অন্যান্য পতিত রাজপুত। ওঃ ভারি অহংকার দেখছি!

আকবর। দেখো মহারাজ, শীঘ্রই সে অহংকার চূর্ণ হবে— শীঘ্রই তার রাজ্য ছারখার হবে— শীঘ্রই তাঁকে আমার সিংহাসন-সমীপে নতশির দেখবে। মহারাজ মানসিংহ! মোহব্বত খাঁ! এখনই সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করো। এ ক্ষুদ্র যুদ্ধে আমার যাবার প্রয়োজন নাই— আমার পুত্র সেলিম গেলেই যথেষ্ট হবে।

মানসিংহ ও মোহব্বৎ খাঁ। যে আজ্ঞা! আমরা সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করতে চললেম।

[মানসিংহের প্রস্থান

আকবর। (স্বগত) রাজপুতদিগের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে আমাদের সিংহাসন অটল করব মনে করেছিলেম— আমার সে রাজনৈতিক অভিসন্ধি অনেক পরিমাণে সিদ্ধও হয়েছে— কিন্তু প্রতাপসিংহ দেখছি সেই-সব পুরাতন হিন্দু কুসংস্কার আবার উদ্দীপন করে দিচ্ছেন, আবার সেই চিরন্তন জাতি-বৈরিতা উত্তেজিত করে দিচ্ছেন। তাঁকে দমন না করলে আমার এই রাজনৈতিক অভিসন্ধি একেবারে বিফল হবে। (প্রকাশ্যে) চলো চলো, আমি সৈন্যদের স্বয়ং পরিদর্শন করব।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মেবারের সমভূমি প্রদেশস্থ একটি গ্রাম
গ্রাম্যদিগের কুটির এবং গ্রাম্য পথ

দুইজন গ্রাম্য ভদ্রলোকের প্রবেশ

১ গ্রাম্য। শুনেছেন মহাশয়, আমাদের চাষ-বাস, বাড়ি-দোর ফেলে পাহাড়ে গিয়ে বাস করতে হবে?

২ গ্রাম্য। হাঁ মশায় শুনেছি। মুসলমানেরা যাতে এই সমস্ত উর্বর প্রদেশ মরুভূমি দেখে ব্যর্থমনোরথ হয়, তাই শুনছি রাণা এই হুকুম দিয়েছেন।

১ গ্রাম্য। রাণার হুকুম শিরোধার্য! তিনি যেখানে যেতে বলবেন আমরা সেইখানেই যাব— তিনি আমাদের পিতৃতুল্য পুজনীয়।

২ গ্রাম্য। মারবারের রাজা প্রভৃতি সকলেই মুসলমানের নিকট নতশির হয়েছে, কিন্তু আমাদের রাণা অটল। মৃত্যুকালে উদয়সিংহ জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম অতিক্রম করে তাঁর যে প্রিয়পুত্র জগমলকে আপনার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছিলেন, তিনি যদি সিংহাসনে উঠতেন তা হলে এতদিন কি হত বলা যায় না। উদয়সিংহ যেমন কাপুরুষ তাঁর প্রিয় পুত্রও যে সেইরূপ হত, তা বেশ বোধ হয়।

১ গ্রাম্য। তবে জগমলের স্থানে কি করে প্রতাপসিংহ সিংহাসনে উঠলেন?

২ গ্রাম্য। ফাল্গুন মাসের পুর্ণিমা তিথিতে উদয়সিংহের মৃত্যু হলে তাঁর অন্যান্য পুত্র ও সম্ভ্রান্ত কুটুম্বেরা তাঁর অগ্নিসংস্কার করতে যান— এ দিকে উদয়পুরের অভিনব রাজধানীতে জগমল সিংহাসন অধিকার করলেন। এক দিকে তুরী-ভেরী-রব হচ্ছে— ভাটেরা জগমলের রাজমহিমা ঘোষণা করে 'মহারাজ চিরঞ্জীবী হোন' বলে আশীর্বাদ কচ্ছে— ও দিকে উদয়সিংহের মৃত দেহের চতুষ্পার্শ্বে, রাজপুতানার প্রধানদিগের মধ্যে একটা পরামর্শ বসে গেছে। উদয়সিংহ যে শনিগড়ার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, তাঁর গর্ভে প্রতাপসিংহের জন্ম— তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র। শনিগড়ার রাজকুমারীর ভাই ঝালোর রাও— তাঁর ভাগনে প্রতাপের স্বত্ব সমর্থন করবার জন্য মেবারের পুরাতন প্রধানমন্ত্রী রাবৎকৃষ্ণকে বললেন যে এ অন্যায় কার্যে তিনি কিরূপে সম্মতি দিলেন?

১ গ্রাম্য। তাতে রাবৎকৃষ্ণ কি বললেন?

২ গ্রাম্য। রাবৎকৃষ্ণ বললেন যে— রোগী যদি অন্তিম দশায় দুগ্ধপান কত্তে চায় তো কেন তাকে বারণ করা? তোমার ভাগিনেয় প্রতাপসিংহই আমার মনোনীত উত্তরাধিকারী— আমি তাঁরই পক্ষ অবলম্বন করব।

১ গ্রাম্য। তার পর?

২ গ্রাম্য। তার পর— এ দিকে জগমল সভা-গৃহে প্রবেশ করেছেন— ও দিকে প্রতাপসিংহের প্রস্থানের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত— এমন সময় রাবৎকৃষ্ণ ও গোয়ালিয়রের পুর্বতন রাজকুমার সেখানে উপস্থিত হলেন।

১ গ্রাম্য। রাবৎকৃষ্ণ কি বললেন?

২ গ্রাম্য। জগমলের এক হাত রাবৎকৃষ্ণ ও আর-এক হাত গোয়ালিয়রের রাজকুমার ধরে তাঁকে গদি থেকে আস্তে আস্তে নাবিয়ে গদির সামনের এক আসনে বসালেন, আর রাবৎকৃষ্ণ তাঁকে এই কথা বললেন যে, "আপনার ভ্রম হয়েছিল মহারাজ ও আপনার ভ্রাতার আসন।" এই কথা বলেই তিনি দস্তুরমতো একটা তরবার মাটিতে তিনবার স্পর্শ ক'রে সেই তরবার প্রতাপসিংহের কোমরে বেঁধে দিলেন— বেঁধে দিয়ে বললেন, "মহারাজ প্রতাপসিংহ, আপনিই মেবারের অধিপতি, আপনাকে আমরা অভিবাদন করি।"

১ গ্রাম্য। আচ্ছা মহাশয়, প্রতাপসিংহের ভ্রাতা শক্তসিংহ নাকি নির্বাসিত হয়েছেন?

২ গ্রাম্য। আজ্ঞে হাঁ, তিনি নির্বাসিত হয়েছেন— তাতে প্রতাপসিংহের একটু অন্যায় হয়েছিল।

১ গ্রাম্য। প্রতাপসিংহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার পরেই বললেন যে, "আজ 'আহিরিয়া' উৎসব-দিন— পুরাতন প্রথা ভোলা উচিত নয়, এসো আমরা সবাই অশ্বারোহী হয়ে শিকারে বহির্গত হই, ভগবতী গৌরীর নিকট বরাহ বলি দিয়ে আগামী বৎসরের ফলাফল নির্ণয় করি"— এই বলে সবাই শিকারে যাত্রা কল্লেন। শক্তসিংহ সেই সঙ্গে গেলেন।

১ গ্রাম্য। তার পর?

২ গ্রাম্য। তার পর— শিকার করতে করতে দুই ভ্রাতায় বিবাদ উপস্থিত হল— বর্শাঘাতে একটা বরাহ বিদ্ধ হওয়ায় একজন বললেন, আমার আঘাতেই বরাহ নিহত হয়েছে, আর-একজন বললেন, আমার আঘাতেই প্রাণত্যাগ করে— এই নিয়ে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হল। প্রতাপসিংহ ক্রোধে অন্ধ হয়ে বললেন, দেখো শক্তসিংহ, ঐ বৃহৎ বরাহ বিদ্ধ করা তোমার ন্যায় দুর্বলবাহুর কর্ম নয়। শক্তসিংহ ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে বললেন, আচ্ছা মহারাজ, কে দুর্বলবাহু, দ্বন্দ্বযুদ্ধে তার পরীক্ষা হোক। প্রতাপসিংহ বললেন, আচ্ছা এসো—

১ গ্রাম্য। কি সর্বনাশ!

২ গ্রাম্য। তার পর— যুদ্ধভূমিতে পরিক্রমণ করতে করতে যখন উভয়েই উভয়ের প্রতি বর্শা লক্ষ্য কচ্ছেন — এমন সময় রাজপুরোহিত তাঁদের উভয়ের

মধ্যে গিয়ে বললেন, মহারাজ, নিরস্ত হোন— নিরস্ত হোন— আমি অনুনয় কচ্ছি, বংশ-লক্ষ্মীকে উৎসন্ন দেবেন না— কিন্তু সে কথা কে শুনে— কেহই নিরস্ত হবার নয়—

১ গ্রাম্য। কি আশ্চর্য, পুরোহিতের কথাতেও নিরস্ত হলেন না।

২ গ্রাম্য। তার পর— যখন উভয়ের বর্শা উভয়ের শরীরে সাংঘাতিক আঘাত দেবার জন্য উদ্যত হয়েছে— পুরোহিত যখন তা নিবারণের আর কোনো উপায় দেখতে পেলেন না, তখন তিনি তাঁর ছোরা বের করে আপনার বুকে বসিয়ে যোদ্ধৃদ্বয়ের মধ্যে গিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

১ গ্রাম্য। কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!

২ গ্রাম্য। এই ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হওয়াতে তাঁরা ক্রোধান্ধ হয়ে পরস্পরের প্রতি যে বর্শা লক্ষ্য করেছিলেন, তা হতে উভয়ই নিরস্ত হলেন।

১ গ্রাম্য। তবু রক্ষে! তার পর মশায়?

২ গ্রাম্য। তার পর প্রতাপ হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন, "আমার রাজ্য হতে প্রস্থান করো"— শক্তসিংহ "সময়ে প্রতিশোধ" এই কথাটি মাত্র বলে অভিবাদন-ছলে মস্তক ঈষৎ অবনত করে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কল্লেন।

১ গ্রাম্য। প্রস্থান করে কোথায় গেলেন?

২ গ্রাম্য। শুনছি তিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য আকবরের আশ্রয় নিয়েছেন।

১ গ্রাম্য। তবেই তো দেখছি সর্বনাশ। ঘর-শত্রু বিষম শত্রু— বিভীষণের দ্বারাই তো লঙ্কা ছারখার হয়।

২ গ্রাম্য। তার সন্দেহ কি।

১ গ্রাম্য। যাই হোক, শক্তসিংহকে দুর্বলবাহু বলায় প্রতাপসিংহের অন্যায় হয়েছিল।

২ গ্রাম্য। অন্যায় হয়েছিল বই-কি— শক্তসিংহ সাহস ও বীর্যে প্রতাপ-সিংহের তো কোনো অংশেই ন্যূন নন। আমি গল্প শুনেছি, যখন শক্তসিংহ অতি শিশু ছিলেন, তখন একজন অস্ত্রকার একটা নূতন ছোরা বিক্রয় করবার জন্য উদয়সিংহের নিকট আনে— শিশু শক্ত রাণাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "এ-কি হাড় মাংস কাটবার জন্য?" এই বলে তিনি নিজ হস্তের উপর পরীক্ষা

করেন— ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল কিন্তু শক্তসিংহ আদপে বিচলিত হলেন না।

১ গ্রাম্য। উঃ কি আশ্চর্য! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সাহসিকতা— এই বীরত্ব অবশেষে কিনা স্বদেশের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হল। এখন যাই মহাশয়, পাহাড়ে উঠে যাবার উদ্যোগ করি-গে।

২ গ্রাম্য। আমিও মহাশয় চললেম।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কমলমেরুর গিরি-দুর্গস্থ রাজ-ভবন

প্রতাপসিংহ ও রাজমহিষী

মহিষী। মহারাজ, শুধু শুধু কেন কষ্ট ভোগ কচ্ছ? যে চিরকাল সুখের কোলে পালিত হয়েছে— তার কি এ-সব সহ্য হয়! তোমাকে যখন খড়ের বিছানায় শুতে দেখি, পাতার পাত্রে আহার কত্তে দেখি তখন মহারাজ, আমার প্রাণটা যেন ফেটে যায়।

প্রতাপ। দেখো মহিষি, এ-সব অভ্যাস করা ভালো— পৃথিবীতে সকলই অস্থির। স্সাগরা পৃথিবীর অধিপতি ও নিঃসম্বল পথের ভিকারী— এ উভয়ের মধ্যে অল্পই ব্যবধান। সকলেই অদৃষ্টের অধীন। আজ যে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, কাল হয়তো সে পথের ভিকারী— আজ যে পথের ভিকারী, কাল সে রাজরাজেশ্বর। বিশেষত বিলাসই আমাদের সর্বনাশের মূল— বিলাসেই আমরা উৎসন্ন যাই— বিলাসকে বিষবৎ পরিত্যাগ করাই উচিত।

মহিষী। কিন্তু মহারাজ, সৌভাগ্যলক্ষ্মী যতদিন প্রসন্ন থাকেন ততদিন কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর প্রসাদ কি ভোগ করা উচিত নয়?

প্রতাপ। কি বললে মহিষি! সৌভাগ্যলক্ষ্মী? সৌভাগ্যলক্ষ্মী কি আর আছে? সৌভাগ্যলক্ষ্মী অনেক দিন যে চিতোর পরিত্যাগ করেছেন তা কি তুমি জান না? হা! যে অশুভ দিনে চিতোর মুসলমানের হস্তগত হয়েছে, সেই অবধি লক্ষ্মী আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। আর এখন আমাদের কি

আছে? চিতোরের যখন স্বাধীনতা গেছে তখন সকলই গেছে—(উঠিয়া) যে চিতোর পূজনীয় বাপ্পা রাওর স্থাপিত— যে চিতোর আমার পূর্বপুরুষের বাসস্থান— যে চিতোর স্বাধীনতার লীলাস্থল— সে চিতোর যখন গেছে তখন আর আমাদের কি আছে? মহিষি, তোমরা স্ত্রীলোক, তোমরা বস্ত্র অলংকার ধন ধান্যকেই লক্ষ্মী বলে জ্ঞান কর— কিন্তু' তোমরা জান না স্বাধীনতাই সৌভাগ্যের প্রাণ— স্বাধীনতাই—

মহিষী। মহারাজ, ক্ষান্ত হও, আমি তোমার সঙ্গে যে কথাই কইতে যাই, তার মধ্যে থেকে তুমি চিতোরের কথা এনে ফেল— মনে এত উদ্‌বেগ হলে কি কখনো শরীর থাকে? রাত্রিতে স্বপনেও 'চিতোর-চিতোর' করে ওঠ— শরীর অপারগ হলে কি করে চিতোর উদ্ধার করবে বলো দিকি? ও কথা এখন যাক— অশ্রুমতীর বিবাহের কি কচ্ছ মহারাজ?

প্রতাপ। তোমাদের ঐ এক কথা— কেবল বিবাহ-বিবাহ— বিবাহের কথা পেলে আর কিছুই তোমরা চাও না। বিবাহ! এই কি বিবাহের সময়? এখন চতুর্দিকে বিবাদ-বিসম্বাদ— কখন মুসলমানেরা আসে তার ঠিক নেই— এখন ক্রমাগত যুদ্ধের আয়োজন কত্তে হচ্ছে— এখন ও-সব চিন্তা কি মনে স্থান পায়? তাতে এত অল্প বয়স—

মহিষী। এইজন্যই আরো মহারাজ বিবাহের শীঘ্র একটা স্থির করা উচিত। যুদ্ধের সময় কার কি দশা হয় বলতে তো পারা যায় না— মেয়েটির বিবাহ দেখে যেতে পাল্লেই আমরা নিশ্চিন্ত হই। আমার ইচ্ছে মহারাজ, বিকানিরার রাজকুমার পৃথ্বীরাজের সঙ্গে এইবেলা সম্বন্ধ করে রাখি। পৃথ্বীরাজ যেমন বীর তেমনি আবার একজন প্রসিদ্ধ কবি। আর তোমার উপর তার যার-পর-নাই শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে।

প্রতাপ। ও শ্রদ্ধা-ভক্তির উপর কিছুই বিশ্বাস নেই— কে এখন মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দেয়— কে না দেয়, তার এখন কিছুই স্থিরতা নেই। মুসলমানদের উৎকোচের প্রলোভন অতিক্রম করতে পারে, দুঃখের বিষয় এমন বিশুদ্ধ-রক্ত রাজপুত অতি অল্পই আছে। মেবারের রাজার অম্বরের রাজার বিষবৎ দৃষ্টান্ত রাজপুতদের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই সংক্রামিত হচ্ছে। এমন-কি, সেই কুলাঙ্গার— সেই পাষণ্ড শক্তসিংহও শুনছি নাকি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দিক তাতে ক্ষতি নাই— ভাই বন্ধু সকলই, এমন-কি আমার

পুত্র অমরসিংহও যদি মুসলমানদের পদানত হয়— তবু প্রতাপসিংহ এই কমলমেরু-গিরির ন্যায় অটল থাকবে। তার মাথার একটি কেশও বিচলিত করতে পারবে না।

মহিষী। কিন্তু মহারাজ, তোমার আদেশেই তো শক্তসিংহ দেশ হতে নির্বাসিত হয়েছেন?

প্রতাপ। ভায়ে ভায়ে যতই শত্রুতা হোক-না কেন— দেশ-বৈরীর বিরুদ্ধে কি সকল ভ্রাতার তলবার একত্র হবে না? যাক্ তার কথা আর বোলো না। সে প্রতিশোধ নেবে বলে আমাকে শাসিয়ে গেছে— দেখা যাক কি প্রতিশোধ নেয়।

একজন রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। মহারাজ, একজন চর এসে এইমাত্র সম্বাদ দিলে মুসলমানেরা অতি নিকটে এসেছে— আরাবল্লী পর্বতের নিকটেই শিবির সন্নিবেশ করেছে।

প্রতাপ। এসেছে? চলো চলো— সবাইকে প্রস্তুত হতে বলো— সেই দেশদ্রোহী মানসিংহের রক্তে এই অসি ধৌত করবার অবসর হয়েছে— চলো।

[বেগে প্রস্থান, পরে সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

আরাবল্লী পর্বতের উপত্যকায়
সেলিমের শিবির

মানসিংহ ও ফরিদ খাঁর প্রবেশ

মান। দেখো ফরিদ, প্রতাপসিংহের কন্যাকে বন্দী করবার জন্য আমি তিন-চার দল সৈন্য আরাবল্লী পর্বতের পৃথক পৃথক পথে পাঠিয়েছি, তুমিও কতকগুলি সেনার নেতা হয়ে আর এক দিকে যাও। যে দল তাকে হরণ করে নিয়ে আসতে পারবে, তার নেতাই সেই কন্যারত্নের অধিকারী হবে। বুঝলে?

ফরিদ। আজ্ঞা হাঁ বুঝেছি— কিন্তু— (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে)

মান। কিন্তু আবার কি? তোমার এখন যুবা বয়েস— বিবাহ হয় নি— এখনো কিন্তু?

ফরিদ। আমি তবে পষ্ট কথা বলি মহাশয়— তিনি রাণার মেয়ে এইমাত্র যদি তাঁর সুপারিশ হয়— তা হলে মহাশয় আমি এত পরিশ্রমে রাজি নই। তবে এম্‌নি আমাকে হুকুম দেন— আমি এখনই যাচ্ছি। রাণার মেয়েকে বিবাহ করে যে আমার মান বৃদ্ধি করব আমি এমন প্রত্যাশা রাখি নে— গরিব মানুষ রাজরাজড়ার মেয়েকে ঘাড়ে করে শেষকালে কি মারা যাব?

মান। বুঝিছি, তুমি মনে কচ্ছ রাণার মেয়ে হলে কি হয়— রাণার মেয়ে কি কুৎসিত হতে নেই? কিন্তু ফরিদ, তোমাকে আমি বলছি কি— অমন কন্যারত্ন তুমি কখনো চক্ষে দেখো নি— আর কোনো নেতা যদি তোমার আগে তাকে নিয়ে আসতে পারে তা হলে তখন তোমার নিশ্চয়ই আপসোস হবে— এই বেলা যাও, আর বিলম্ব কোরো না।

ফরিদ। অমন সুন্দরীকে আর-একজন আমার আগে নিয়ে আসবে? বলেন কি মহাশয়? আমি এখনই যাচ্ছি— ও কথা জানলে কি আমি তিলার্ধ দেরি করি? দেখি এখন আমার অদৃষ্টে কি হয়।

[ফরিদের প্রস্থান

মান। (স্বগত) "যে রাজপুত আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করেছে, সূর্যবংশীয় রাণা তার সঙ্গে কখনোই একত্র আহারস্থানে উপবেশন করতে পারে না"— কি দর্প! কি অহংকার! প্রতাপের এ দর্প আমার চূর্ণ করতেই হবে। আমাদের কন্যা ভগিনী তো দিল্লীর সম্রাটকে দিয়েছি— আমি যদি পারি তো ওর কন্যাকে একজন সামান্য মুসলমানের হস্তে দিয়ে রাণার উন্নত মস্তক অবনত করব। এখন দেখা যাক, কতদূর সফল হই।

পৃথ্বীরাজ ও শক্তসিংহের প্রবেশ

মান। মহাশয়, আপনাদের দুজনকে সারাদিন এত বিষণ্ণ দেখি কেন? কারো সঙ্গে বড়ো কথা কন না, একলা একলা এ দিক ও দিক বেড়ান— এখন যুদ্ধের সময়— এখন কি বিমর্ষ হলে চলে? আপনাদের রহস্য ভেদ করা বড়োই কঠিন দেখছি।

পৃথ্বী। মহাশয়, এ রহস্য অতি সহজ। দাসত্বে এখনো আমরা ভালো করে অভ্যস্ত হই নি। এখনো আমাদের হীন অবস্থা উপলব্ধি করে কষ্ট পাচ্ছি।

মান। আচ্ছা— ভালো— আর কিছুদিন যাক— তার পরে কিছু মনে হবে না— আমারও এক সময় ওরকম হয়েছিল।

[মানসিংহের প্রস্থান

পৃথ্বী। আঃ, ওটা গেল— বাঁচা গেল। দেখো শক্তসিংহ প্রতাপকে ধন্য বলতে হবে— আকবর শা রাণাকে এত প্রলোভন দেখালে— এত ভয় দেখালে — কিছুতেই তাঁকে নত করতে পারলে না, আর বোধ হয় পারবেও না— আমার রাজ্য গেছে— সব গেছে, আমি আর প্রতাপকে কি করে সাহায্য করব— আমার এখন এক কবিতা মাত্র সম্বল, মাঝে মাঝে আমি গোপনে তাঁকে কবিতা লিখে উৎসাহিত করবার জন্য চেষ্টা করি এইমাত্র— দেখো শক্তসিংহ, তাঁর সঙ্গে কোন্ কালে তোমার একটু মনান্তর হয়েছিল বলে তুমি কি চিরকাল তা মনে করে রাখবে? তুমি যাও— এই সময় গিয়ে তোমার ভ্রাতাকে সাহায্য করো।

শক্তসিংহ। তাঁর রাজ্যে পদার্পণ করতে আমার নিষেধ— আমি বিদ্রোহী! আমি দেশ-বৈরী— আমি তাঁর শত্রু—

পৃথ্বী। দেখো শক্তসিংহ, ও-সব কথা এখন ভুলে যাও। ভায়ে ভায়ে কখনো কখনো একটু-আধটু মনান্তর হতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি তা চিরকাল মনে-মনে পোষণ করে রাখা উচিত? প্রতিশোধ-লালসা কি তোমার মনে চির-জাগরূক থাকবে?

শক্ত। পৃথ্বীরাজ, তুমি তো সমস্তই আনুপূর্বিক শুনেছ, আমি কি কোনো অপরাধ করেছিলেম? তিনিই কি প্রথমে আমার অপমান করেন নি? যাক, ও-সব কথা আর তুলে কাজ নেই— আমি চললেম।

[শক্তসিংহের প্রস্থান

পৃথ্বী। এ শত্রুতা দেখছি বিষম বদ্ধমূল হয়েছে, কিছুতেই যাবার নয়, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, এই সময় কিনা গৃহ-বিচ্ছেদ।

[পৃথ্বীরাজের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

আরাবল্লী পর্বতস্থ হলদিঘাটের গিরিপথ, সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে
প্রতাপসিংহ দণ্ডায়মান, ছত্রধারী প্রতাপসিংহের
মস্তকের উপর ছত্রধারণ—পর্বতের
উপর ভীলসৈন্য

সৈন্যগণ। জয় মহারাজের জয়! জয় প্রতাপসিংহের জয়! জয় মেবারের জয়!

প্রতাপ। রাজপুতগণ! তোমাদের অধিক আর কি বলব— দেখো যেন আজকের যুদ্ধে মাতৃদুগ্ধ কলঙ্কিত না হয়।

সৈন্যগণ। আজ আমরা যুদ্ধে প্রাণ দেব— চিতোরের গৌরব রক্ষা করব —মুসলমান রক্তে আমাদের অসির জলন্ত পিপাসা শান্তি করব— (রাজপুত-দিগের যুদ্ধ-চীৎকার, দূরে মুসলমানদিগের কলরব)

প্রতাপ। ঐ মুসলমানেরা আসছে— এগোও এগোও—

মুসলমান সৈন্যগণের প্রবেশ

মুসলমান সৈন্য। আল্লা হো আকবর! আল্লা হো আকবর!

উভয়সৈন্য যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ও রাজপুত সৈন্য
সমভিব্যাহারে ঝালাপতি ও প্রতাপসিংহের
অন্য দিক দিয়া পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপ। (অসি উদ্যত করিয়া) কই সে ক্ষত্রিয়াধম— রাজপুত-কলঙ্ক মানসিংহ কোথায়? কোথাও তো তাকে পাচ্ছি নে— আঃ তার মুণ্ড যদি স্বহস্তে ছেদন করতে পারি, তবেই আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়।

ঝালাপতি। মহারাজ, রাজ-চিহ্ন ছত্র আপনার মস্তকের উপর থাকলে আপনার উপর সকলেই লক্ষ্য করবার সুবিধা পাবে— মহারাজ, এই ছত্রের জন্য আপনার জীবন তিন-তিনবার সংকটাপন্ন হয়েছে তা আপনি জানেন? ছত্রটা নাবিয়ে রাখতে অনুমতি হোক।

প্রতাপ। না ঝালা, ছত্র উদ্যত থাক— আমি চাই যে এই চিহ্ন দেখে মানসিংহ আমার কাছে আসে— যদি সে কাপুরুষ না হয়, অবশ্যই আসবে— চলো চলো— যেখানে মানসিংহ সেইখানে চলো।

প্রতাপসিংহের এক দিক দিয়া প্রস্থান, ঝালাপতি মান্না ছত্রধারীর নিকট হইতে ছত্র কাড়িয়া লইয়া নিজ মস্তকে ধারণ ও মানসিংহ মুসলমান সৈন্য লইয়া অন্য দিক দিয়া প্রবেশ

মান। ঐ ছত্র ঐ ছত্র! ঐ প্রতাপ! ঐ উদ্ধত প্রতাপ-- এই নে— এই নে— মানসিংহের অবমাননার এই ফল। (মান্নার প্রতি বর্শাঘাত)

ঝালাপতি মান্নার বর্শাঘাতে মৃত্যু

মান। একি! এ কাকে মাল্লেম! আঃ আমার লক্ষ্য মিথ্যা হয়ে গেল— আমার প্রতিশোধ-পিপাসা তৃপ্ত হল না— চলো সৈন্যগণ-- প্রতাপসিংহ যেখানে সেইখানে চলো।

সসৈন্য মানসিংহের প্রস্থান এবং পৃথ্বীরাজ ও শক্তসিংহের প্রবেশ

শক্ত। দেখো পৃথ্বীরাজ, আমি দাদার সঙ্গে মনে করেছিলেম দেখা করব— যেখানে তুমুল যুদ্ধ চলছে, সেখান পর্যন্ত প্রবেশ করেছিলেম কিন্তু তাঁকে দেখতে পেলেম না। তুমি তাঁর কিছু খবর জান?

পৃথ্বী। আমি সেই দিক থেকেই আসছি। আর ও-কথা কেন জিজ্ঞাসা কর— রাজপুতেরা পরাজিত হয়েছে।

শক্ত। রাজপুতেরা পরাজিত? দাদা কোথায়?

পৃথ্বী। রাজপুতেরা পরাজিত বটে কিন্তু এমন বীরত্ব কেউ কখনো দেখে নি। বিশ হাজার রাজপুত পঞ্চাশ হাজার বিপক্ষ সৈন্যের সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ করতে পারে বল— এই বিশ হাজারের মধ্যে আট হাজার রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে— আর প্রতাপসিংহের কি বীরত্ব! তিনি মানসিংহকে খুঁজে না পেয়ে তলবারের দ্বারা পথ পরিষ্কার করে যেখানে সেলিম নেতৃত্ব কচ্ছিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে সেইখানে উপস্থিত হলেন— সেলিমের রক্ষকগণকে স্বহস্তে নিহত করে সেলিমের উপর বর্শা চালনা কল্লেন— কিন্তু সেলিমের হাওদা লোহার পাতে সুরক্ষিত ছিল বলে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেলেন, নাহলে আকবরের উত্তরাধিকারীর আর-একটু হলেই মক্কাপ্রাপ্তি হচ্ছিল। সেলিমের উপর লক্ষ্য ব্যর্থ হলে, তিনি হাতির মাথার উপর নিজ ঘোড়ার পা চালিয়ে দিয়ে মাহুতকে নিহত করলেন— মাহুত নিহত হলে হাতি নিরঙ্কুশ হয়ে সেলিমকে নিয়ে যে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই।

শক্ত। তার পর? তার পর? দাদার কি হল?

পৃথ্বী। তার পর মোগল-সৈন্যের সঙ্গে রাজপুতদের ঘোরতর যুদ্ধ হল। মোগলদের সঙ্গে অসংখ্য কামান—আর রাজপুতদের তলবার ভরসা, স্থতরাং সমস্ত রাজপুতসৈন্যই প্রায় বিনষ্ট হল— প্রতাপসিংহকে তখনো পরাঙ্মুখ না দেখে তাঁর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি বললেন যে, মহারাজ এখন আপনার শরীর রক্ষা করুন— এখন আমাদের সমস্তই গেছে, কোনো আশা নাই— আপনি এখনই হত হবেন অথচ হত হয়ে কোনো ফল হবে না— আপনি যদি বেঁচে থাকেন তো ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিশোধের আশা থাকে— এইরূপ অনেক করে বলে তাঁর ঘোড়ার মুখ রণক্ষেত্রের অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন— ঘোড়া দ্রুতবেগে তাঁকে নিয়ে চলে গেল।

শক্ত। তিনি কি একা গেলেন, না তাঁর সঙ্গে আরো রক্ষক ছিল?

পৃথ্বী। একাকী— তাঁর সঙ্গে আর কেউ নেই।

শক্ত। একাকী? কেউ সঙ্গে নেই? একাকী? এই তো তবে সময়—

পৃথ্বী। কি বললে শক্তসিংহ— 'এই তো সময়?' কি! এই সময় তুমি তাঁর প্রতিশোধ নেবে? ধিক্ তোমাকে, এই অসহায় অবস্থায়—

দুইজন মোগল-সেনার প্রবেশ

শক্তসিংহ। কোথায়?

সৈনিকদ্বয়। আমরা প্রতাপসিংহের অনুসরণে যাচ্ছি—

শক্তসিংহ। দাঁড়াও, আমি যাব।

সৈনিকদ্বয়। আপনার ঘোড়া প্রস্তুত আছে তো?

শক্তসিংহ। হাঁ প্রস্তুত।

সৈনিকদ্বয়। তবে চলুন।

পৃথ্বীরাজ। তাঁর এ অসহায় অবস্থাতে তুমি প্রতিশোধ নিও না, নিও না। এমন অ-বীরোচিত কাজ কোরো না। তাতে তোমার কোনো পৌরুষ নাই।

শক্তসিংহ। না পৃথ্বীরাজ, প্রতিশোধ অনিবার্য!

[**সৈনিকদ্বয়ের সহিত শক্তসিংহের প্রস্থান**

পৃথ্বী। শক্তসিংহ, একটু দাঁড়াও— আমার কথা শোনো। যদি তুমি ওরূপ গর্হিত কার্য কর তো দেশবিদেশে, রাজস্থানের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে ভাটেরা তোমার কলঙ্ক ঘোষণা করবে। তোমার এই ভ্রাতৃদ্রোহ, তোমার

এই কাপুরুষতা, আমার কবিতায়— আমার জ্বলন্ত কবিতায় দেখো আমি নিশ্চয় তা হলে—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করত প্রস্থান

পট-পরিবর্তন

পর্বতস্থ শিলাখণ্ডের উপর নির্ঝরের ধারে প্রতাপসিংহ নিদ্রিত

শক্তসিংহের প্রবেশ

শক্তসিংহ। (নিকটে গিয়া প্রতাপসিংহের শরীরে অস্ত্রাঘাত নিরীক্ষণ করত) উঃ! অস্ত্রাঘাতে শরীর ক্ষতবিক্ষত— বুকে ঐ বর্শার তিনটে গুলির একটা-- আহা। এই আবার বাহুতে তলবারের তিনটে— এই সাতটা অস্ত্রাঘাত— কিন্তু কি গভীর, কি গভীর নিদ্রা! যেন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজ প্রাসাদে নিদ্রা যাচ্ছেন। ঐ যে, মোগল সৈনিক-দুজনও এসে পড়ল— আর্য, এই আমার প্রতিশোধের সময়।

মোগল সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ

সৈনিকদ্বয়। ঐ যে প্রতাপসিংহ নিদ্রিত— এইবার বেশ সুবিধা হয়েছে—

শক্তসিংহ। কি! সুবিধা হয়েছে? প্রতাপসিংহ নিদ্রিত কিন্তু প্রতাপসিংহের ভ্রাতা জাগ্রত তা জানিস? (অসি নিষ্কোষিত করিয়া আক্রমণ)

সৈনিকদ্বয়। বিশ্বাসঘাতককে মার্— মার্— নেমকহারামকে মার্—

শক্তসিংহ। এই দেখ্— আজ এই যবন-ঘাতক হয়ে বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করি। (যুদ্ধ)

দুইজন সৈনিক একে একে নিহত হইয়া পতন ও
প্রতাপসিংহের নিদ্রাভঙ্গ

প্রতাপ। (তলবারে হস্ত দিয়া ও উঠিয়া বসিয়া) (স্বগত) কিসের গোল? দুইজন মোগল সৈনিকের মৃতদেহ— কে ওদের নিহত করলে? —আমার এই অসহায় অবস্থায় কে বন্ধুর ন্যায় কার্য করলে? ও কে? শক্তসিংহের মতো দেখছি না? (দণ্ডায়মান ও শক্তসিংহের আগমন) কি! শক্তসিংহ! তুমি?

শক্তসিংহ। আজ্ঞা হাঁ, আমি সেই নির্বাসিত শক্তসিংহ।

প্রতাপ। কই শক্ত, তোমার প্রতিশোধ কই?

শক্ত। প্রতিশোধ? (মৃতদেহদ্বয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ঐ দেখুন মহারাজ, আমার প্রতিশোধ!

প্রতাপ। কি! এই প্রতিশোধ? আ! শক্ত— শক্ত— ভাই— কি আর বলব— (কণ্ঠরোধ) এসো এসো যুগযুগান্তের পর আজ—

দুজনে আলিঙ্গন ও শক্ত প্রতাপের পদধূলি গ্রহণ

শক্ত। মহারাজ, আপনার ঘোড়া কই?

প্রতাপ। হা! আমার অনেকদিনের বন্ধু, যুদ্ধের সঙ্গী, বিপদের অংশ-ভাগী, আমার প্রিয় অশ্ব 'চৈতক' যুদ্ধে আমার ন্যায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে এইমাত্র প্রাণত্যাগ করেছে।

শক্ত। মহারাজ, এখনও বিপদের সম্ভাবনা— আমার ঘোড়া প্রস্তুত— সেই ঘোড়া নিয়ে আপনি প্রস্থান করুন— আমি সুবিধা পেলেই আপনার সঙ্গে আবার পুনরায় সাক্ষাৎ করব— কিন্তু না, একটা কথা আমি বিস্মৃত হয়েছিলেম, আপনার রাজ্যে পদার্পণ করবার যে আমার অনুমতি নাই।

প্রতাপ। শক্ত, আর আমাকে লজ্জা দিও না।

শক্ত। মহারাজ, আমি তবে চললেম— প্রণাম করি।

প্রতাপ। তোমার বীর-অসি অজেয় হোক, এই আমার আশীর্বাদ।

[**উভয়ের প্রস্থান**

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আরাবল্লী পর্বতের গুহা

প্রতাপসিংহ ও রাজমহিষী

প্রতাপ। আমি যে তোমাকে বলেছিলেম— সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, আর নিসঃম্বল পথের ভিখারী— উভয়ের মধ্যে অতি অল্পই ব্যবধান— সে কথা কতদূর সত্য এখন মহিষি, বুঝতে পাচ্ছ?

মহিষী। আমাদের এতদূর দুর্দশা হবে তা মহারাজ কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি।

প্রতাপ। আমার আর কি আছে? কমলমেরু, ধর্মমতী, গগুণ্ডা প্রভৃতি মেবারের প্রধান প্রধান স্থান সমস্তই শত্রুর হস্তগত হয়েছে— রাজকোষ শূন্য— রাজপুতরক্তে আরাবল্লী প্লাবিত— রাজপুতরাজ এখন পথের ভিখারী— ভিখারীরও অধম, ভিখারীরা ভিক্ষা করেও তো নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণ কত্তে পারে, আমার সে উপায়ও নাই— এখন বন্যপশুর ন্যায় তাড়িত হয়ে পর্বতের গুহায় গুহায় আমাকে বেড়াতে হচ্চে। আমি পুরুষমানুষ, আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু মহিষি, উপবাসে তোমার মুখ যখন শুষ্ক দেখি, শিলাঘাতে তোমার কোমল পদদুটি যখন ক্ষতবিক্ষত রক্তময় দেখি, বস্ত্রাভাবে শীতের ক্লেশে তোমাকে যখন থর্ থর্ করে কাঁপতে দেখি, দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্যকিরণে যখন তোমার মুখখানি ঝলসিত দেখি, তখন আমার এমন যে কঠোর হৃদয় তাও শতধা বিদীর্ণ হয়ে যায়।

মহিষী। মহারাজ, আমার জন্য কিছু চিন্তা কোরো না, কষ্টই স্ত্রীলোকের ভূষণ, কষ্টভোগ করবার জন্যই পৃথিবীতে আমাদের জন্ম— মহারাজ, তোমরা পুরুষজাতি, তোমরা ইচ্ছে করে বিপদকে আলিঙ্গন কর, আমরা তা পারি নে সত্য কিন্তু বিপদে পড়লে কিরকম করে সহ্য করতে হয়, সে বিষয়ে তোমাদেরও অনেক সময় আমরা শিক্ষা দিতে পারি। বীর্যে যদি তোমরা সূর্যের মতো হও, ধৈর্যে আমরা পৃথিবীর সমান। আমার জন্য মহারাজ, কিছু চিন্তা কোরো না। বিশেষত তুমি কাছে থাকলে আমার কিসের অভাব? তুমি যেখানে, আমার স্বর্গ সেখানে। আমার জন্য আমি কিছু ভাবি নে। তবে যখন ছেলেপিলেদের দেখি, ক্ষুধার জ্বালায় অধীর হয়ে কাঁদছে, ঘাসের চালে দুই-চারিখানি রুটি তৈরি করে তাও যখন তাদের টুকরো টুকরো করে ভাগ করে দিতে হয়, আবার তাও যখন কোনো কোনো দিন তাদের মুখের গ্রাস থেকে বন-বিড়ালে লুফে নিয়ে যায়, তখন মায়ের প্রাণে যে কি হয় তা মা ভিন্ন আর কেউ অনুভব কত্তে পারে না। মহারাজ, তখন— তখন।

প্রতাপ। মহিষি, তুমি স্ত্রীলোক, তোমার দুঃখ তো হবেই— সে দিন যখন আমার ছোটো ছেলেটি রুটির টুকরাটি মুখে দিতে দিতে একটা বন-বিড়াল এসে তার মুখের গ্রাস লুফে নিয়ে গেল— আর যখন তুমি ঘরে একটু

খুদও পেলে না যাতে তার ক্ষুধা শান্তি হতে পারে, আর সে যখন অধীর হয়ে কাঁদতে লাগল, তখন— যে নেত্র প্রিয়তম পুত্রদের রণস্থলে হত দেখেও নিরস্ত্র ছিল— অস্ত্রাঘাতে শরীর ক্ষতবিক্ষত হলেও যে নেত্র হতে একবিন্দু অশ্রুবারি বিগলিত করতে পারি নি— সেই নেত্র, সেই মরুভূমিসম শুষ্ক নেত্রও সেই সময় পর্বতনির্ঝরের ন্যায় অজস্র অশ্রুবারি মোচন করেছিল— এমন-কি, এক-একবার মনে হচ্ছিল, দূর হোক্-গে চিতোর যাক— আকবরকে বলে পাঠাই— না না, ও পাপচিন্তা মনেও আনতে নাই— (উঠিয়া) কি ! আমি— বাপ্পা রাওর বংশপ্রসূত— সমর সিংহের বংশপ্রসূত— সংগ্রাম সিংহের বংশপ্রসূত— আমি প্রতাপসিংহ— সূর্যবংশীয় রাণা প্রতাপসিংহ— কোন্ মর্ত্যমানবের পদানত হব ? বিশেষত স্বাধীনতাপহারী মোগল-দস্যুর দাসত্ব স্বীকার করব— (করজোড়ে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া) ভগবান একলিঙ্গ ! দেবদেব মহাদেব ! মনে বল দাও— বল দাও— বল দাও— ও দুর্মতি যেন না হয় ! ও দুর্দশা যেন আমার কখনো না হয় ! (সজোরে একটা শিঙা ফুৎকার করণ)

দুই-চারিজন কারাপ্রদেশস্থ পর্বতবাসী ভীল সমভিব্যাহারে ভীলপতি বৃদ্ধ মল্লুর লাঠি-হস্তে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবেশ

প্রতাপ। তোমরাই আমার এখন একমাত্র বিশ্বাসের স্থল— তোমাদের ভরসাতেই আমি স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে এই দুর্গম-পর্বত-গহ্বরে বাস কচ্ছি— আমার মেয়েটি তো আর একটু হলেই মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল, ভাগ্যি তোমরা তাকে জবরার টিনখানিতে লুকিয়ে রেখেছিলে— কতদিন পরে আবার তাকে তোমাদের প্রসাদেই ফিরে পেলেম— তোমরাই ওর পিতামাতার কাজ করেছ। একি ! মল্লু যে ! তুমি বুড়োমানুষ কেন এলে ? তোমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেই তো হত।

মল্লু। রাজা, মুই আসিছি কেন শুনবি রাজা ? মুই তোর মেয়াকে একবার ছাখতে আসিছি, দশ বরষ ধরে ওয়ারে হাতে করি মানুষ করেছি— একবার না দেখলে পরে মোর হিয়াটা কেমন কেমন করে— চার দিন হল তেহারে তোর হাতে সোঁপে গিছি রাজা, চার দিন ধরে মোর বাড়ির ম্যাইয়ারা কছু পেটে ভাত ছায় নাই— তেহারে একবার ডাক্ রাজা—

প্রতাপ। অশ্রুমতি ! অশ্রুমতি !

অশ্রুমতীর প্রবেশ

প্রতাপ। তোমার প্রতিপালক ভীল-রাজ তোমাকে দেখতে এসেছেন।

ভীল-রাজের নিকট গিয়া অশ্রুমতীর প্রণাম করণ

মল্লু। ভালো আছিস বুড়ি ?

অশ্রু। ভালো আছি। হ্যাম্বা ভালো আছে বুঢ়্ঢা দাদা ?

মল্লু। হ্যাম্বা ভালো আছে, খাম্বা ভালো আছে, তোর পাকে সবার আঁখ্ ঝুরছে বুড়ি। তুই মোর সাথে যাবি ? উচ্ছেমুতী ? ওহার নাম কি রাজা মোর মনে থাকে না— মোরা ওহারে "চেনি চেনি" করে ডাকি। কি ওহার নাম রাজা ? উচ্ছ্যামুতী ?

প্রতাপ। ওর নাম অশ্রুমতী— চিতোর যে দিন মুসলমানের হস্তগত হয়, সেই দুর্দিনে ওর জন্ম— তাই ওর নাম অশ্রুমতী রেখেছিলেম। ও! প্রায় চোদ্দো বৎসর গত হয়ে গেল।

মল্লু। (পরিহাসচ্ছলে) রাজা! ও তোর মেইয়া নয়, ও মোদের মেইয়া— মোরে তুই দে— মুই লয়্যা যাই। যাবি বুড়ি ?

অশ্রু। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) যাব বুঢ়্ঢা দাদা।

মল্লু। রাজা, ও বলছে কি— হঃ-হঃ-হঃ— শুনেছিস রাজা, ও বলছে যাব— হঃ-হঃ-হঃ— (হাস্য)

রাজমহিষী। (সহাস্যে) তা, ও যাক-না— ও আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে বই তো নয়।

মল্লু। (সহাস্য ও বাৎসল্যভাবে) অচ্ছুমতি! তু কি ছে ? রাজপুত্তি ছে, না ভীল্‌নি ছে ?

অশ্রু। রাজপুত্নী কি বুঢ়্ঢা দাদা ? মু তো ভীল্‌নি ছো।

মল্লু। হঃ হঃ হঃ হঃ (হাস্য) রাজা, ও বলছে কি— মুই রাজপুত্নী নই— মুই ভীল্‌নি— হঃ হঃ হঃ হঃ—

সকলের হাস্য

(অশ্রুমতী লজ্জিত হইয়া মাতার নিকট গমন) মা, আমরা কি মা ? আমরা কি সবাই ভীল্‌নি নই ?

রাজমহিষী। আ অশ্রু— তাও তুই জানিস নে ? আমরা সবাই যে রাজপুত।

প্রতাপ। মহিষি, তুমি ওকে ভালো করে শিখিও, যে-সব কবিদের গাথাতে রাজপুত-বীরত্বের গুণকীর্তন ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ আছে, সেই-সব গাথা ওর কণ্ঠস্থ করিয়ে দিও।

অশ্রুমতী। মুসলমান কারা বাবা?

প্রতাপ। সে তোমার মার কাছে সমস্ত শুনতে পাবে।

মল্লু। হেথা ওর খেলার সাথি পায় না, তাই বড়ো দুক্ষে আছে না রাজা?

প্রতাপ। হ্যাঁ প্রথম প্রথম বড়োই কেঁদেছিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে রাজপুত বালিকাটি আছে, তার সঙ্গে ভাব হয়ে অবধি আর এখন বড়ো কাঁদে না— দুজনে খুব ভাব হয়েছে— এসো ভীলগণ, আমরা পর্বতের চারি দিকটা একবার অন্বেষণ করে আসি—

ভীলগণ। রাজা, তোর পাকে মোরা সবাই পরাণ দিব তুই কুচ্ছু ভাবিস না, কোথা যাবি রাজা চল্‌।

প্রতাপ। মহিষি সকলকে নিয়ে গুহার মধ্যে থেকো, আমরা এলেম বলে।

[ভীলদিগকে লইয়া প্রতাপসিংহের প্রস্থান

মল্লু। (অশ্রুমতীর প্রতি) বাপ্পা মায়ের কোল পায়্যা মোদের ভুলিস না বুড়ি!

[মল্লুর প্রস্থান

রাজমহিষী। আয় অশ্রুমতি, আমরা গহ্বরের ভিতর ঘুমুই-গে যাই।

রাজমহিষী ও অশ্রুমতীর গুহার মধ্যে প্রস্থান ও কিয়ৎকাল পরে অশ্রুমতীর প্রবেশ

অশ্রুমতী। (স্বগত) এক এক সময় আমার মন কেমন খারাপ হয়ে যায়, কিছুই ভালো লাগে না— এইখানে একটু বেড়াই। আকাশে মেলাই তারা উঠেছে, উঠুক গে, তারা তো রোজই ওঠে— মলিনাকে ডেকে একটু গল্প করব? না একলা একলাই ভালো—

মলিনার প্রবেশ

মলিনা। তুমি বুঝি ভাই আমাকে ফেলে উঠে এসেছ? আমি উঠে দেখি তুমি কাছে নেই, আমিও তাই তাড়াতাড়ি এলেম, বলো দেখি অশ্রু কোথায়, তা ভাই, আমাকে কি একলাটি ফেলে আসতে হয়? ছিঃ ভাই!

অশ্রুমতী। না ভাই, আমার এখন কারো সঙ্গে কথা কয়তে ভালো লাগছে না তাই তোমাকে আর ডাকলেম না।

মলিনা। কেন অশ্রু, তোমার ভাই কি হয়েছে?

অশ্রুমতী। আমার ভাই কিছুই হয় নি— কেমন এক-একবার মনটা শূন্য হয়ে যায়— কিছুই ভালো লাগে না।

মলিনা। সে কি ভাই? এখন বাপ-মাকে পেয়েছ, এখন আর ভাই তোমার অভাব কি?

অশ্রু। তা ভাই বলতে পারি নে— কিন্তু মনটা এক এক সময়ে কি একরকম হয় তা ভাই— তা ভাই তোমাকে বোঝাতে পাচ্ছি নে—

মলিনা। ওঃ আমি ভাই তোমার রোগ বুঝেছি— আমি ভাই তোমার চেয়ে বয়সে বড়ো— তোমার বয়সে আমারও ভাই ঠিক ঐরকম হত।

অশ্রু। কি রোগ ভাই?

মলিনা। সে রোগ কি তা জানো না ভাই— সে ভালোবাসার থাঁকতি?

অশ্রু। ভালোবাসার থাঁকতি? সে কি? কেন ভাই আমার তো ভালোবাসার থাঁকতি নেই। আমি মাকে ভালোবাসি, বাবাকে ভালোবাসি-- তোমাকে ভালোবাসি— সেই বুড়া দাদাকে ভালোবাসি, আমার সেই কাগাতুয়াটিকে ভালোবাসি, আমার ভাই কিসের থাঁকতি?

মলিনা। সে ভাই তুমি এখন বুঝতে পাচ্ছ না, তোমার মনের ভাব আমি তোমার চেয়ে ভালো বুঝছি। সে বাপমায়ের ভালোবাসা, পাখির ভালোবাসা, পুতুলের,ভালোবাসা নয়, সে ভালোবাসা আলাদা। আর যাকেই কেন ভালোবাস না, মনের এক কোণে একটু ফাঁক থাকেই, সে ফাঁকটি ভাই মনের মানুষ না পেলে কিছুতেই পূরণ হয় না।

অশ্রু। মনের মানুষ আবার কি ভাই?

মলিনা। মনের মানুষ কাকে বলে জান না? যাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে যায়. সেই মনের মানুষ। তুমি যখন ভীলদের সঙ্গে ছিলে তখন কি তাদের কোনো বিয়ে দেখো নি?

অশ্রু। তা দেখিছি বই-কি— তাকেই তুমি বল মনের মানুষ? তা, আমার তো কোনো মনের মানুষ নেই।

মলিনা। তাইতে ভাই তোমার মনটা মাঝে মাঝে ঐরকম হয়।

অশ্রুমতী। তোমার ভাই কি কোনো মনের মানুষ আছে?

মলিনা। আছে ভাই, কিন্তু ভাই সে কথা—

অশ্রুমতী। ও কথা বলতে ভাই লজ্জা কচ্ছ কেন?

মলিনা। তোমার কাছে লজ্জা কি ভাই? এই বলছি— ছেলেবেলায় একজন আমার খেলার সাথী ছিল— তার পর বড়ো হলে তার সঙ্গেই একবার আমার বিয়ে হবার কথা হয়। তাঁর নাম পৃথ্বীরাজ— যেমন বীর তেমনি কবি। তোমার মতো যখন আমার বয়স ছিল তখন ঐরকম এক এক সময় মন উড়ু উড়ু করত। তার পর বড়ো হলে, অনেক দিনের পর যখন আবার পৃথ্বীরাজকে দেখলেম, তাঁর মূর্তিটি কেমন মনের মধ্যে বসে গেল। এখন একলা থাকলে সেই মূর্তিকেই ভাবি। সেই মূর্তির সঙ্গে মনে মনে কত কথাবার্তা কই— কখনো আদর করি, কখনো রঙ্গ করি, কখনো অভিমান করি, — এইরকম করেই ভাই আমার সময় চলে যায়। তোমার ভাই যদি কখনো সেরকম অবস্থা হয় তো—

অশ্রুমতী। আমার ভাই এখন ঘুম পাচ্ছে।

মলিনা। (অপ্রস্তুত ভাবে) তবে চলো ভাই শুই-গে।

উভয়ের গুহার মধ্যে প্রস্থান ও পরে অশ্রুমতীর পুনঃপ্রবেশ

অশ্রুমতী। গুহার মধ্যে বড়ো গরম— আমি বাইরে এই খাটিয়ার উপর ঘুমুই—

খাটিয়ার উপরে শয়ন ও নিদ্রা

পা টিপিয়া টিপিয়া ২।৪ জন সৈনিক সমভিব্যাহারে

ফরিদ খাঁর প্রবেশ

ফরিদ। চুপ চুপ, তোমরা ঐখানে দাঁড়াও— কে একটি স্ত্রীলোক ওখানে শুয়ে আছে না? রোসো দেখি। (নিকটে গিয়া স্বগত) বোধ হয় এত দিনের পর বিধাতা আমার প্রতি সদয় হলেন। রাজপুত স্ত্রীলোকের বেশ— এ নিশ্চয় প্রতাপসিংহের কন্যা— মানসিংহ যা বলেছিল তা ঠিক, এমন সুন্দরী তো আমার বয়সে কখনো দেখি নি— আহা ভুরু দুটি যেন তুলি দিয়ে কে এঁকে দিয়েছে— টানা টানা চোক্‌-দুটি ঘুমের আবেশে একেবারে যেন ঢলে পড়েছে— অধরে কেমন একটি মধুর হাসির ঈষৎ রেখা পড়েছে— খড়ের উপর শুয়ে আছে, যেন শ্যাওলার উপরে পদ্মফুলটি ফুটে রয়েছে— ভাগ্যি আমি মানসিংহের কথায় এসেছিলেম— নইলে এ শিকার তো আমার ভাগ্যে ঘটত না। এখন নিয়ে যেতে পারলে হয়। এখন ঘুমিয়ে আছে, এই ঘুমন্ত

বেলায় খাটিয়া শুদ্ধ নিয়ে যাবারও বেশ সুবিধা হবে। যেই একটু জাগো-জাগো হবে অমনি পথের এক জায়গায় নামিয়ে রাখব। আর, আমাদের শিবিরও তো বেশি দূর নয়। (প্রকাশ্যে) দেখো, তোমরা এই খাটিয়া-শুদ্ধ উঠিয়ে আস্তে আস্তে নিয়ে এসো, খুব সাবধানে উঠিও, যেন না ঘুম ভাঙে— খুব সাবধানে, খুব সাবধানে—

চারিজন সৈনিক খাটিয়া-সমেত ঘুমন্ত অশ্রুমতীকে লইয়া
প্রস্থান ও পরে ফরিদের প্রস্থান
মলিনার প্রবেশ

মলিনা। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) কোথায়? অশ্রুমতী গেল কোথায়? এই আমার কাছে শুয়ে ছিল, এর মধ্যে উঠে কোথায় গেল? চারি দিকে খুঁজলেম কোথাও তো পেলেম না— রাজা এলে, রাজমহিষী উঠলে যখন জিজ্ঞাসা করবেন অশ্রু কোথায়, তখন আমি কি উত্তর দেব— তাঁরা জানেন যে যখন অশ্রুমতী আমার কাছেই শোয়, অবিশ্যি আমি তার কথা বলতে পারব— কি হবে? আমি কি করে তাঁদের কাছে মুখ দেখাব? মুসলমানেরা তো আবার আসে নি? ওমা কি হবে! যাই, যে দিকে চোক্ যায় সেই দিকেই তার সন্ধানে যাই। তাকে না পেলে মুখ দেখাব কেমন করে?

মলিনার প্রস্থান ও ব্যস্তভাবে রাজমহিষীর প্রবেশ

মহিষী। অশ্রুমতী কোথায়? মলিনা কোথায়? দুজনের একজনকেও তো দেখতে পাচ্ছি নে। আমার বুক কেমন কচ্ছে— মাথা ঘুরে আসছে— মুসলমানরা তো আসে নি? না, তা হলে তো গোল হত— অত গোলেও কি আমার ঘুম ভাঙে নি— এ কখনো কি হতে পারে? তাকে কি বাঘে নিয়ে গেল? দুজনকেই কি নিয়ে যাবে? তা কি করে হবে? এত রাত্রি হল এখনো মহারাজ এলেন না— তিনি বাহিরে পাহারা দিতে গেলেন— এ দিকে ঘরে যে কি সর্বনাশ হয়েছে তা তিনি দেখছেন না— আমি কি করি এখন? কোন্ দিকে যাই? ঐ কার পায়ের শব্দ শুনছি— কে যেন আসছে— নিশ্চয়ই তারা আসছে— বোধ হয় কোথায়ও বেড়াতে গিয়েছিল, এইবার আসছে— কই! শব্দ যে বাতাসে মিলিয়ে গেল— আবার ঐ আবার! শব্দটা ক্রমে কাছে আসছে— ঐ যে কাদের দেখতে পাচ্ছি না? ঐ যে মহারাজ আসছেন— বোধ হয় অশ্রুমতীকে পথে দেখতে পেয়ে সঙ্গে করে

নিয়ে আসছেন— আঃ নিশ্চয় তাই, নাহলে আর কি হতে পারে ? মহারাজকে দেখে তবু ভরসা হচ্ছে—

প্রতাপসিংহের প্রবেশ

মহিষী। (ব্যগ্রভাবে) মহারাজ, আমার অশ্রুমতী ? আমার অশ্রুমতী ?

প্রতাপ। সে কি মহিষি ? অশ্রুমতী তো আমার সঙ্গে যায় নি।

মহিষী। মহারাজ, তবে সর্বনাশ হয়েছে— অশ্রুমতীকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না— তুমি আমার অশ্রুমতীকে এনে দেও— নাহলে আমি আর বাঁচব না— চিতোর উদ্ধার থাক্ মহারাজ, আগে আমার অশ্রুকে এনে দাও।

প্রতাপ। চারি দিকে কি সন্ধান করেছ ?

মহিষী। আমি মহারাজ, চারি দিকে খুঁজেছি কোথাও পেলেম না—

প্রতাপ। বাঘের বাসা থেকে শাবক নিয়ে যায় কার এমন ভরসা ? এখনই আমি তার অনুসন্ধানে চললেম। মহিষি, অতি অশুভ লগ্নে অশ্রুমতীর জন্ম হয়েছিল, অশ্রুমতীর জন্যে তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি আমাদের অনেক অশ্রুপাত করতে হবে— আর এ স্থানে থেকে কাজ নেই, যদি অশ্রুমতীকে পাই তো ভালো, নচেৎ এ পর্বতময় প্রদেশ ছেড়ে মেবারকে মরুভূমিতে সম্পূর্ণরূপে পরিণত করে সিন্ধুনদীগর্ভস্থ সগিদদের পুরাতন রাজধানীতে গিয়ে বাস করব— নীরস মরুভূমিতে মুসলমানেরা কি রস পায় দেখা যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সেলিমের শিবির

ফরিদের ঘরে খাটিয়ার উপর অশ্রুমতী নিদ্রিত

মানসিংহ ও ফরিদ খাঁর প্রবেশ

ফরিদ। এই দেখুন মহাশয়, আমার শিকার ঠিক হয়েছে কি না সে আপনি বলতে পারেন। কিন্তু এর চেয়ে ভালো শিকার যে কারু জালে পড়তে পারে তা তো আমার বিশ্বাস হয় না।

মান। (নিদ্রিতা অশ্রুমতীর নিকটে আসিয়া নিরীক্ষণ করত) হ্যাঁ ঠিক হয়েছে— এই প্রতাপসিংহের কন্যা বটে। যদিও আমি একে খুব ছেলেবেলায় দেখেছিলাম কিন্তু সেই আদল এখনো বেশ উপলব্ধি হচ্ছে। তবে ফরিদ, এই কন্যারত্নকে নিয়ে এখন তুমি সুখে ঘরকন্না করো। তোমার পরিশ্রমের এই পুরস্কার।

ফরিদ। আপনার পুরস্কার শিরোধার্য। আমার উপর আপনার যথেষ্ট মেহেরবানি।

মান। কিন্তু দেখো রীতিমত বিবাহ করতে হবে।

ফরিদ। তা করব বই-কি মশায়, বিয়ে করব না? এমন মেয়েকে লাখ-শো-বার বিয়ে করব— এমন-কি, আমার শ্বশুরমশায়কেও একটা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়ে দেব। তাতে অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবে না।

মান। আমিও তাই চাই। (স্বগত) হুঁ! "যে আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করে, তার আহারের স্থানে সূর্যবংশীয় রাণা উপস্থিত থাকতে পারে না!" এইবার কি হয় দেখা যাবে।

[সদর্পে প্রস্থান

ফরিদ। (স্বগত) আর কত ঘুমবে? এই বেলা ওঠাই— আর ভোর হতেও তো দেরি নেই— না, তার আগে আমি একটু সেজে গুজে নি না কেন। যে চেহারা, তাতে যদিও সাজগোজের দরকার হয় না, তবু কি জানি মেয়েমানুষের মন— মোচে একটু আতর লাগাই (একটু আতর লইয়া গুম্ফে প্রদান)— চুলটা ও দাড়িটা একটু আঁচড়ে চুমড়ে নি— আমার দাড়ি দেখে তো ভয় পাবে না? সেই একটা কথা— আর এই তাজ টুপিটা একটু ট্যাড়া করে পরি— দেখি আর্শিতে এখন একবার মুখখানা দেখি কেমন দেখাচ্ছে (আর্শিতে নানা ভঙ্গিক্রমে নিজ মুখদর্শন) বা! বেড়ে হয়েছে! আপনার রূপেই আপনি মোহিত হয়ে যাচ্ছি— এতদিনের পরে তবে আমি সংসারী হলেম! সারা জীবনটা যুদ্ধ করে মরেছি, এইবার একটু আয়েশ করতে হবে— এ তো যে-সে ঘরের মেয়ে নয়, ও বাবা রাণার মেয়ে— একে ভালো ঘরে রাখতে হবে। কিন্তু কোথায় এত টাকা পাই? কেন, শাজাদা সেলিমের দৌলৎ অক্ষয় হোক— তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন আর বিশ্বাস করেন, তাঁরই মস্তকে হাত বুলোনো যাবে— সে যেন হল, আমার

ছেলের নাম রাখব কি? কে বলতে পারে, তার ভাগ্যেই যদি চিতোরের সিংহাসনটা পড়ে যায়, একটা জমকালো দেখে নাম রাখা তো চাই (চিন্তা করিয়া) কেন হোসেন খাঁ— ছ্যা ও পুরোনো নাম— আচ্ছা জবরদস্ত খাঁ, হ্যাঁ এই বেশ গালভরা নাম হয়েছে— এইবার গা মোড়া দিচ্ছে— এইবার জাগো-জাগো হয়েছে— আমার বুক যে ধড়াস ধড়াস কচ্ছে— রাণার মেয়েকে কি বলে সম্বোধন করব? প্রেয়সি!— ছ্যা ছ্যা ছ্যা— সুন্দরি— ছি—ও সব ছোটোলোকের সম্বোধন— হৃদয়ের মানিক-মুক্ত-পান্না-জহর এই-সব বলেই রাজারাজড়ার মেয়েদের ডাকতে হয়— আস্তে আস্তে এগোই—

অশ্রুমতীর নিদ্রাভঙ্গ

অশ্রুমতী। (ঘুমের ঘোরে) ওঃ! কি একটা ভয়ানক ডাকাতের স্বপ্ন দেখছিলেম— যেন আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আ! ঘুম ভেঙে বাঁচলেম— ভাগ্যিস্ স্বপ্ন! মলিনা কোথায়? (ভালোরূপে চক্ষু মেলিয়া) একি! আমি কোথায়? এতো আমাদের পর্বত নয়— মা! মা! মলিনা! মলিনা! আমি কোথায় এসেছি? একি হল? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না, স্বপ্ন তো নয়, মা কোথায়? কই— কেউ নেই— কোথায় এলেম? আঁ্যা? এ কি? (বিছানা হইতে উঠিয়া) ও কে? সত্যিকের ডাকাত না কি? কি ভয়ানক দেখতে! ও মা গো! (দৌড়িয়া ঘরের কোণে পলায়ন)

ফরিদ। ভয় নেই মেরা জানি— তুমি আমার হৃদয়ের মানিক, মুক্ত, জহর, পান্না সকলই—

অশ্রু। (চীৎকার) মা গো, আমাকে রক্ষা করো! আমাকে রক্ষা করো!

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। একজন স্ত্রীলোকের আর্তনাদ শুনলেম না, কে এমন সময়ে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে? এই যে একজন পরমাসুন্দরী বালিকা দেখছি।

অশ্রুমতী। (সেলিমের নিকটে আসিয়া) তুমি কে গো— আমাকে এই ডাকাতের হাত থেকে বাঁচাও—

সেলিম। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) তোমার আর কোনো ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্ত হও। তুমি ফরিদ? তুমি! তুমি এই অসহায় বালিকার প্রতি

অত্যাচার কত্তে প্রবৃত্ত হয়েছ? কোথা থেকে একে নিয়ে এলে? বলো, কথা কও না যে?

ফরিদ। আজ্ঞা হুজুর, আমার কোনো দোষ নেই— মানসিংহ আমাকে অনুমতি করাতেই— বলতে কি, তাঁরই অনুমতিক্রমেই—

সেলিম। যাও আমার নাম করে তুমি মানসিংহকে এখনই ডেকে নিয়ে এসো— যাও—

ফরিদ। যো হুকুম হুজুর। (স্বগত) গরিবের পনে ধর্মাবতারের নজর পড়েছে— তবেই দেখছি আমার জবরদস্ত খাঁর দফা মাটি।

[ফরিদের প্রস্থান

সেলিম। (অশ্রুমতীর প্রতি) তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে এইখানে বোসো, আর কোনো ভয় নেই।

অশ্রুমতী। তুমি বসবে না? তুমি কাছে থাকলে ও আমাকে আর কিছু বলতে পারবে না। তোমাকে ও ভয় করে।

সেলিম। আচ্ছা আমিও বসছি। তোমার আর কোনো ভয় নাই।

ফরিদের প্রবেশ

সেলিম। কই? মানসিংহ কোথায়?

ফরিদ। আজ্ঞে হুজুর, তিনি এখনই আসছেন। (স্বগত) ধর্মাবতার যে আমার জায়গায় বেশ জুত করে বসে নিয়েছেন! এইবার আমার অন্ন মারা গেল দেখছি। দুজনের দৃষ্টিও বড়ো ভালো ঠেকছে না— লক্ষণ ভালো নয়— বড়ো গতিক খারাপ। আমার গা-টা গস্ গস্ কচ্ছে। আমি এত পরিশ্রম করে নিয়ে এলেম, উনি কিনা উড়ে এসে জুড়ে বসলেন।

মানসিংহের প্রবেশ

সেলিম। (উঠিয়া) মহারাজ মানসিংহ, একি ব্যাপার? এ বালিকাকে কে এখানে আনলে? বীরপুরুষ হয়ে অবলার প্রতি অত্যাচার? ফরিদ বলছে তোমার অনুমতিতেই নাকি এই-সব কাণ্ড হচ্ছে?

মানসিংহ। শাজাদা গোস্তাগি মাফ করবেন, আপনার অল্প বয়স— তাই একটা বিষয় না জেনেশুনেই হঠাৎ রুষ্ট হয়ে পড়েন, সে বয়সের ধর্ম, আপনার দোষ নেই। আমার মূল্য আপনি কি জানবেন? সম্রাটই আমার মর্যাদা বুঝতে পারেন। আমি রাজসরকারে যে-সব কাজ করেছি, আর কে

বলুন দেখি সেরকম কত্তে পারে? সম্রাট আকবর শা মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলেন যে আমার বাহুবলেই তিনি অর্দ্ধেক রাজ্য জয় করেছেন।

সেলিম। মহারাজ মানসিংহ, আমি তোমার অমর্যাদা কচ্ছি নে, তুমি যে রাজসরকারের একজন পরম হিতকারী বিশ্বাসী মিত্র তা বিলক্ষণ অবগত আছি, সে কথা হচ্চে না— আমি জানতে চাই এ-সব ব্যাপারের অর্থ কি? এই অবলা কুমারীটিকে বলপূর্বক কে এখানে এনেছে?

মান। শাজাদা, আপনি এসব ব্যাপারের অর্থ জানতে চান? এই শুনুন, ইনি হচ্ছেন মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের দুহিতা। রাণাকে বন্দী কত্তে পারা যায় নি, এঁকেই বন্দী করে আনা হয়েছে।

সেলিম। কি! বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজা প্রতাপসিংহের দুহিতা! এখনই সমুচিত সম্ভ্রমের সহিত এঁকে তাঁর নিকটে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, অবলার প্রতি অত্যাচার করে কোনো বীরত্ব নাই।

অশ্রু। না আমি ওদের সঙ্গে যাব না। ওরা ডাকাত।

মান। কি শাজাদা, আপনি সম্রাটের আজ্ঞার বিরুদ্ধে— আপনার পিতৃ-আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপনার এই হুকুম আমাদিগকে তামিল করতে বলেন?

সেলিম। কি! বাদশার এই আদেশ?

মান। আজ্ঞে হাঁ শাজাদা।

সেলিম। আচ্ছা তাঁর যদি এই আদেশ হয় তো আমি তার বিরুদ্ধাচারী হতে চাই নে। আচ্ছা এঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি স্বয়ং নিলেম। ইনি যাতে বন্দীভাবে কষ্ট না পান, আমার তা দেখতে হবে। এতে তো সম্রাটের কোনো আপত্তি হতে পারে না?

মান। এতে আর কি আপত্তি হতে পারে? কেমন ফরিদ?

ফরিদ। তার আর সন্দেহ কি (স্বগত) বিলক্ষণ আপত্তি আছে, আপত্তি নেই? (প্রকাশ্যে) স্বয়ং শাজাদা যদি বন্দীশালার রক্ষক হন, তার চেয়ে আর সুরক্ষক কে হতে পারে? (স্বগত) যিনিই রক্ষক তিনই ভক্ষক না হলে বাঁচি।

সেলিম। এসো বালা, তুমি আমার সঙ্গে এসো— তোমার কোনো ভয় নাই— তোমার কি এখনো ভয় হচ্ছে?

অশ্রু। এ কোথায় আমি এসেছি? আমাকে আমার বাপ-মায়ের কাছে নিয়ে যাও— তোমার সঙ্গে গেলে আমার ভয় হবে না।

সেলিম। (মানসিংহের প্রতি) আমি স্বয়ং গিয়ে এঁর থাকবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি— তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।

অশ্রুমতীকে লইয়া সেলিমের প্রস্থান

ফরিদ। (স্বগত) মরে যাই আর কি! আমাদের কি নিশ্চিন্ত করেই গেলেন। কৃতার্থ করলেন আর কি!

মান। তুমি যে ফরিদ, একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলে ?

ফরিদ। আর মশায় মাথায় হাত দিয়ে বসব না তো কি করব।

মান। তুমি এর মধ্যেই নিরাশ হলে না কি ? শেষকালে দেখো ও রত্ন তোমারই হবে— বুনো পাখিকে যদি কেউ পোষ মানিয়ে দেয়, তাতে তোমার আপত্তি কি ? যখন বেশ পোযা হবে তখন পেলে আর পোষ মানাবার কষ্ট তোমাকে ভোগ কত্তে হবে না। বুঝলে ফরিদ ?

ফরিদ। (উঠিয়া চটিয়া গমনোদ্যত) বেশ বুঝিছি মহাশয়, আর বলতে হবে না— ঢের বুঝিছি— আচ্ছা বুঝিছি— বিলক্ষণ বুঝিছি—

মান। আরে যাও কোথায় ? কথাটাই শোনো-না বলি— চটে চললে কোথায় ?

ফরিদ। যান মহাশয়, আপনার কথায় আর ভদ্রলোকের থাকতে নেই— যে আপনার ভরসায় থাকে, তার মতো আহাম্মক দুনিয়ায় নেই।

[বেগে প্রস্থান

মান। (স্বগত) আমার যে অভিসন্ধি ছিল ঠিক সেরূপ ঘটে কি না বিলক্ষণ সন্দেহ হচ্ছে— ফরিদের সঙ্গে যদি বিবাহ ঘটিয়ে দিতে পারতেম তা হলেই চূড়ান্ত হত— কিন্তু তাও যদি না হয়— শাজাদা সেলিমের সঙ্গে বিবাহটা ঘটলেও আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে— শাজাদা আপনি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন সে ভালোই হয়েছে— কৃপাই প্রেমের পূর্বসূত্র। যদি আমি এইটে ঘটাতে পারি তা হলে প্রতাপ! তোর দর্প চূর্ণ হবে, যে তুর্কের হস্তে নিজ ভগিনী দেয়, তার আহার-স্থানে সূর্যবংশীয় মেবারের রাণা উপবেশন কত্তে পারে না বটে ?

[মানসিংহের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মেবারের প্রান্তভাগে একটা বন— তন্মধ্যে ভগবতীর একটি ভগ্ন মন্দির— দূরে চিতোরের জয়স্তম্ভ দৃশ্যমান

দুইটি বালক লইয়া প্রতাপসিংহ ও রাজমহিষীর প্রবেশ

প্রতাপ। (স্বগত) জন্মভূমি চিতোর, তোমাকে জন্মের মতো বিদায় দি— তোমার এ অযোগ্য সন্তানের নিকট আর কোনো আশা কোরো না— আর একটু পরেই তোমার ঐ উন্নত জয়স্তম্ভ আমার চক্ষের অন্তরাল হবে— এইবার ভালো করে দেখে নিই— আমি তোমার কুসন্তান— আমা হতে তোমার কোনো উপকার হল না। (অবলোকন করিয়া) হায়! এ-সব স্থান পূবে লোকালয় ছিল, গীত-বাদ্য উৎসব কোলাহলে পূর্ণ ছিল, কত হাস্যময় শস্যক্ষেত্র এখানে প্রসারিত ছিল, এখন এখানে কি ভীষণ অরণ্য— মধ্যাহ্নেও যেন দ্বিপ্রহর অমাবস্যা রাত্রি কি গভীর নিস্তব্ধ— আমার নিষ্ঠুর হস্তই এই হাস্যময় প্রদেশকে শ্মশানে পরিণত করেছে—

মহিষী। মহারাজ, আর কতদূর যেতে হবে, আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি, আর পারি নে— সিন্ধুনদী তো এখনো অনেক দূর।

প্রতাপ। এই মন্দিরের সোপানে বসে একটু বিশ্রাম করো।

মহিষী। আয় বাছারা, আমরা এইখানে বসি—

প্রতাপ। হা! দুর্জয় কাল এই মন্দিরটির উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য কত অত্যাচারই না কচ্ছে— ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র ওর মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে— অশ্বত্থের মূল জাল অন্তর-বাহির ভেদ করে নিষ্ঠুর রূপেই ওকে বেষ্টন করেছে— তবু কেমন নিজ ভিত্তির উপর উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। আমার প্রতি অদৃষ্টের যতই অত্যাচার হোক-না, আমার শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায় দুঃখের মূল বিস্তৃত হোক-না কেন— তবু আমার উন্নত মস্তক মুসলমানদের নিকট কখনোই নত হবে না।

মহিষী। মহারাজ! আমরা এ দুর্দশা আর কত দিন ভোগ করব? আকবর সন্ধি করবার জন্য যে দূত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার কি হল?

প্রতাপ। সন্ধি! মহিষি, ও কথা মুখেও এনো না— সন্ধি! তার অর্থ

মুসলমানদের বন্দী হওয়া— হে মা ভগবতি, সে দুর্দশা যেন আমাদের না হয়— এসো আমরা পিতা পুত্রী স্ত্রী সকলে মিলে ভগবতীর চরণে প্রার্থনা করি জোড়-করে, এসো, আমরা হৃদয়ের সহিত তাঁকে ডাকি— তিনি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী — অবশ্যই আমাদের দুর্গতি মোচন করবেন।

সকলে সমস্বরে ভগবতীর স্তুতিগান

রাগিণী। মূলতান

অগতির তুমি গতি বিশ্বমাতা ভগবতি।
ডাকি তোমা সকাতরে পিতাপুত্র দারা সতী।
উপায় নাহিক কোনো, হারালাম রাজ্যধন
ও পদে দাও শরণ ভকতের এ মিনতি।
তোমার সেবক হয়ে মর্তমানবের ভয়ে
হব কি মা নতশির? যেন না হয় ও দুর্মতি।
বরঞ্চ গো বনে বনে, বেড়াইব মরুভূমে,
মরিব মা অন্ন বিনে, সহিব না অবনতি।
যদি কভু দাও দিন (এবে মাতঃ বলহীন)
চিতোর দেখিবে পুন চিতোরাধিপতি॥

কতকগুলি রাজপুত-সৈন্য লইয়া মন্ত্রী ভামশার বনমধ্যে প্রবেশ

ভাম। দেখো রাজপুতগণ, ঐ দিক থেকে সংগীতের ধ্বনি আসছিল না? এইমাত্র থামল।

সৈন্যগণ। হাঁ মন্ত্রিবর, আমরাও শুনতে পেয়েছি।

ভাম। চলো, আমরা ঐ দিকে যাই। (মন্দিরের অনতিদূরে আগমন)

প্রতাপ। যদি কভু দাও দিন (তবে মাতঃ বলহীন)
চিতোর দেখিবে পুন চিতোরাধিপতি।

সকলে প্রণাম করো। (সাষ্টাঙ্গে সকলের প্রণিপাত)

ভামশা। কি! 'চিতোর দেখিবে পুন চিতোরাধিপতি'— রাজপুতগণ, ঐখানে নিশ্চয় আমাদের মহারাজ আছেন— তোমরা কি শুনতে পাও নি?

সৈন্যগণ। হাঁ মন্ত্রিবর, আমরা শুনতে পেয়েছি— চলুন, ঐ দিকে চলুন— শীঘ্র চলুন— মহারাজা প্রতাপসিংহের জয়! মেবারের জয়!

প্রতাপ। (প্রণাম করিয়া উঠিয়া) কি! এই ভীষণ অরণ্যে রাজপুত-

দিগের জয়ধ্বনি! আমার সৈন্যসামন্ত তো আর কেউ নেই— আমি এখন অসহায় নিরাশ্রয় পথের পথিক— আমি তো আর সে মেবারের রাণা নই— কোথা হতে তবে এ জয়ধ্বনি হচ্ছে?

সৈন্যগণ। জয় প্রতাপসিংহের জয়!

প্রতাপ। (পশ্চাৎ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক সবিস্ময়ে) একি! একি! সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে মন্ত্রিবর!

সৈন্যগণ। মহারাণার জয়!

প্রতাপ। মন্ত্রিবর, তুমি এই সৈন্যসামন্ত লয়ে কোথা থেকে এলে? (উভয়ের আলিঙ্গন)

ভাম্‌শা। আমরা কোনো বিশ্বাসী লোকের প্রমুখাৎ অবগত হলেম যে মহারাজ নিরাশ হয়ে সপরিবারে মেবার পরিত্যাগ করে মরুভূমি অঞ্চলে যাত্রা করেছেন— সেইজন্য আমরা মহারাজের সন্ধানে নির্গত হয়েছি! আমাদের প্রাণ থাকতে আপনাকে দেশত্যাগী হতে কখনোই দেখতে পারব না— আমরা এই কয়জন মহারাজের চির-অনুগত সেবক ও দাস আছি— এই অসময়ে যদি আমরা মহারাজের কোনো উপকারে আসি তা হলেই আমাদের জীবন সার্থক হয়।

প্রতাপ। মন্ত্রিবর, বংশপরম্পরাক্রমে তোমরা যে আমাদের হিতৈষী বন্ধু তা আমি বিলক্ষণ জানি— তোমার কিছুমাত্র ত্রুটি নেই। কিন্তু এই কয়টি সৈন্য নিয়ে তুমি কি মেবার উদ্ধার করবে? তুমি তো জান, মন্ত্রিবর, আমি এখন নিঃসম্বল পথের ভিখারী— আমার ধনাগার শূন্য, সৈন্য সংগ্রহ করবার কি আমার কিছুমাত্র সম্বল আছে?

ভাম্‌শা। মহারাজ, সম্বলের অভাব কি? এই নিন আমার যথাসর্বস্ব আপনার চরণে সমর্পণ করলেম। এতে বারো বৎসরকাল পঁচিশ হাজার সৈন্যের ভরণ-পোষণ হতে পারবে।

প্রতাপ। কি মন্ত্রিবর, তোমার কষ্টার্জিত ধন অনায়াসে আমার হাতে সমর্পণ করলে?

ভাম। মহারাজ, এতে কি কষ্ট? আপনার ধন আপনাকেই দিলেম— দেশের ধন দেশকেই দিলেম।

প্রতাপ। আ! ভগবতীকে যে স্তব করেছিলেম তার আশার অতীত

ফল পেলেম— মন্ত্রিবর, আমার এ কৃতজ্ঞতা কোথায় রাখব— কণ্ঠরোধ হচ্ছে— কি বলে আমার এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ? এই শুষ্ক নেত্রের অশ্রু উপহার লও— আর কি দেব ? এসো মন্ত্রিবর, হৃদয়ের সঙ্গে তোমাকে একবার আলিঙ্গন করি।

একজন সৈনিক। বিকানিয়রের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ আপনার নিকট এই পত্রটি প্রেরণ করেছেন।

প্রতাপ। পড়ো মন্ত্রিবর !

ভাম। (পাঠ করণ)

হিন্দুর ভরসা আশা হিন্দুর উপর।
সে আশারও পরে রাণা ছেড়েছে নির্ভর।
প্রতাপ ছিল গো ভাগ্যি — নচেৎ আকবার
করেছিল সমভূমি— সব একাকার।
ক্ষত্রিয় বীরের আর কোথা সে বিক্রম ?
মহিলারও কোথা এবে সতীত্ব সম্ভ্রম ?
যথার্থ যে রাজপুত— 'নয় রোজা' দিনে
বিসর্জিতে পারে কি গো আপন সম্ভ্রমে ?
কিন্তু বল কয়জন করে নি বিক্রয়,
সেই অমূল্য ধন খেয়ে লজ্জাভয় ?
ক্ষত্রিয়ের মুখ্য ধন বেচিল ক্ষত্রিয়,
বিকাবে সে রত্ন কি গো চিতোর তুমিও ?
কখনো না, কখনো না— নাহি তাহে ভয়,
চিতোর সম্ভ্রম রত্ন অটুট অক্ষয়।
খুয়ায়ে প্রতাপ আর সরবস্ব ধন
রেখেছে ঐ রত্ন মাত্র করিয়া যতন
বিশ্বজন জিজ্ঞাসিছে 'কোন্ গুপ্ত বলে
এড়ালেন মহারাণা শত্রুর কৌশলে ?'
নাহি প্রতাপের— শোনো— অন্য কোনো বল,
হৃদয়ের বীর্য আর কৃপাণ সম্বল !
আর্যবর ! ক্ষত্রবর ! চিতোরের রাজ্যেশ্বর।

চিরজীবী হয়ে থাকো মর্ত এই ভবে,
যতদিন তব প্রাণ, ততদিন আর্য-মান
অক্ষত অক্ষুণ্ণ হয়ে অকলঙ্ক রবে।
যবনের তাড়নায়, ক্ষাত্র-লক্ষ্মী মৃতপ্রায়,
তোমা পানে চেয়ে শুধু এখনো অটল,
হৃদে তাঁর আশা পূর্ণ, যবনের দর্পচূর্ণ
তুমিই করিবে একা— তুমিই কেবল!
হীন ক্ষত্ররাজ দলে, আকবরের পদতলে,
লোটাক না নতশিরে— কি ক্ষতি তাহায়?
কাপুরুষ ভীরু যারা, ভারত-কলঙ্ক তারা,
দিল্লীর পথের ধূলি— তাদের কে চায়?
যবন— বিপ্লব মাঝ, কিসেরই ভাবনা আজ,
ধ্রুবতারা রূপে যবে প্রতাপ উদয়;
চন্দ্র সূর্য থেকো সাক্ষী, আবার বিজয়-লক্ষ্মী
প্রতাপের গুণে শুধু হবেন সদয়।
কিসেরই নিরাশা তবে, কিসেরই বা ভয়,
মুক্তকণ্ঠে গাও সবে মেবারের জয়!

প্রতাপ। দেবীর প্রসাদ আজ পদে পদে অনুভব কচ্ছি— অসহায় ছিলেম, সহায় পেলেম— কোষ শূন্য ছিল, পূর্ণ হল— হৃদয় মুমূর্ষু ছিল, আবার এই কবিতায় জীবন পেলেম। এখন চলো বীরগণ, চলো!

কিসেরই নিরাশা তবে, কিসেরই বা ভয়?
মুক্তকণ্ঠে গাও সবে মেবারের জয়!

সৈন্যগণ। (চীৎকার করিয়া)

জয় মেবারের জয়!
জয় চিতোরের জয়!

প্রতাপ। মন্ত্রিবর, প্রথমে কোন্ স্থান আক্রমণ করা যাবে?

ভামশা। দেবৈরে শাবাজ খাঁ শিবির স্থাপন করে আছে— অগ্রে সেইখানে যাওয়া যাক।

প্রতাপ। চলো তবে সেইখানেই চলো, রাজপুতগণ! আর কিছুই চাই নে।

হৃদয়ের বীর্য আর কৃপাণ সম্বল!

সৈন্যগণ। 'হৃদয়ের বীর্য আর কৃপাণ সম্বল!'

সকলের যাত্রা

জয় মহারাজার জয়! জয় প্রতাপসিংহের জয়!

প্রতাপ। রাজপুতগণ, আমাদের জয়ঘোষণা কেন কচ্ছ? ভগবতীর জয়-ঘোষণা করো— এই সমস্ত তাঁরই আশীর্বাদের ফল।

সৈন্যগণ। জয় ভগবতীর জয়! গৌরীর জয়!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সেলিমের শিবির

অশ্রুমতী ও মলিনা

মলিনা। ভাগ্যি সুলতান তোমার কাছে আমাকে রেখে 'দলেন নাহলে একলা আবার কি করে ফিরে যেতেম, কোথায় থাকতেম ভাবছি। কত পথ হেঁটে হেঁটে, কত কষ্ট করে যে তোমার সন্ধান পেয়েছি তা ভগবান জানেন। আমি তখন ভাই মনের ঝোঁকে বেবিয়ে পড়েছিলেম বলেই আসতে পেরেছি— এখন আমি আপনিই আশ্চর্য হচ্ছি যে অত পথ কি করে একলা একলা এলেম।

অশ্রুমতী। সুলতান সেলিম আমার কোনো কথাই ভাই অগ্রাহ্য করেন না— আমি যাতে সুখে থাকি তাই তাঁর চেষ্টা। আমি তাঁকে বলবামাত্রই দেখো তিনি আমার কাছে তোমাকে রেখে দিলেন।

মলিনা। তা তো দেখছি, কিন্তু তোমার ভাই কথাবার্তার ভাবে বোধ হয় সুলতানের উপরে তোমারও যেন খুব ভালোবাসা হয়েছে। তাঁর কথা বলতে বলতে তুমি যেন একেবারে গলে যাচ্ছ।

অশ্রুমতী। তিনি আমাকে ভাই অত যত্ন কচ্ছেন— আমি তাঁকে একটু ভালোবাসতেও পারব না?

মলিনা। তিনি যে ভাই আমাদের শত্রু। তিনিই তো তোমাকে বন্দী করে রেখেছেন।

অশ্রুমতী। তিনি শত্রু? তুমি বল কি ভাই? তিনি আমাকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করলেন— তিনি শত্রু? তিনি তাদের কত ধমকালেন— এমন-কি বাবার কাছে ফিরে নিয়ে যেতে পর্যন্ত বলে দিলেন— আমিই বরং ওদের সঙ্গে যেতে রাজি হলেম না— এই কি ভাই শত্রুতার কাজ

মলিনা। তুমি ভাই এতদিন ভীলদের মধ্যে ছিলে— কে মুসলমান, কে রাজপুত, তাই তুমি জানো না, তুমি মুসলমানদের ছলকৌশল কি বুঝবে ভাই? যাকে তুমি রক্ষাকর্তা বলছ, সেই ডাকাতের সর্দার তা তুমি জান?

অশ্রুমতী। ভাই মলিনা, ভাই মলিনা, কেন ভাই আমাকে কষ্ট দাও? ওকে যদি শত্রু বল তো ঐরকম শত্রু যেন আমার জন্ম জন্ম—

মলিনা। ও কি ভাই, তোমার চোখে জল এল যে! না ভাই, আমি আর ও কথা বলব না।

অশ্রুমতী। ভাই মলিনা! আমি কত আশা করেছিলেম যে তোমার সঙ্গে যদি দেখা হয় তো আমার মনের গোপনীয় কথা তোমাকে বলে কত আরাম পাব— আর তুমিও তা শুনে কত খুশি হবে। বাস্তবিক, সুলতান সেলিমের কথা ভাবতে পর্যন্ত আমার এমন একটি আমোদ হয় যে সেরকম আমোদ আমার আর কখনো হয় নি! হ্যাঁ ভাই মলিনা, তুমি ভাই যে 'মনের মানুষে'র কথা আমাকে বলেছিলে, আমার বোধ হয় সেই মনের মানুষ এতদিনের পর আমিও পেয়েছি, এই কথা ভাই তোমাকে বলবার জন্য আমি কত ব্যস্তই হয়েছিলেম— তা ভাই শেষকালে কি এই হল?

মলিনা। (স্বগত) এ যে বড়ো বিষম ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি— (প্রকাশ্যে) না ভাই, আমি তোমাকে পরখ করবার জন্যই ঐরকম বলছিলেম — আমি দেখছিলেম তোমার ভালোবাসার কতদূর দৌড়।

অশ্রুমতী। (হাসিয়া) ও! তাই? তাই? আমি ভাই বুঝতে পারি নি— আমি মনে করছিলেম বুঝি তোমার সত্য সত্যই ও কথা শুনে ভালো-লাগে নি। এখন ভাই বাঁচলেম। (মলিনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) এসো ভাই, তোমাকে একটি চুমো খাই (চুম্বন)। এখন এসো ভাই, আমরা মন খুলে আমাদের মনের কথা বলাবলি করি। যার সঙ্গে তোমার পূর্বে ভাব হয়েছিল,

আর যার কথা তুমি একবার বলেছিলে, তার কি ভাই কোনো খবর পেয়েছ ?

মলিনা। তোমাকে সে কথা বলতে ভাই ভুলে গিয়েছিলেম, সে দিন আমি ভাই একটা বাগানে বেড়াচ্ছিলেম, আর বেড়াতে বেড়াতে আপন মনে গান গাচ্ছিলেম, হঠাৎ দেখি পৃথ্বীরাজ আমার ছেলেবেলার সঙ্গী পৃথ্বীরাজ— সেখানে সরোবরের চাতালে বসে আছেন, আমি ভাই তাঁকে দেখে যেন স্বর্গ হাতে পেলেম, লজ্জায় আহ্লাদে আমার গা থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল— পৃথ্বীরাজও আমাকে দেখে আশ্চর্য হলেন, কত কি কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু ভাই আমার কথা আটকে গেল— আমি কি বলে সম্বোধন করব, কি উত্তর দেব কিছুই ভেবে পেলেম না। তার পর তিনি যখন আমাকে তাঁর কাছে বসতে বললেন— আর সব আগেকার পুরানো কথা বলতে লাগলেন— তখন ভাই আমার মুখ ফুটল। তার পর তিনি বললেন, মলিনা, তুমি যে গানটি গাচ্ছিলে সে গানটি গাও-না— অনেক অনুরোধের পর ভাই গাইলাম, তার পর তিনি ভাই বললেন, আমি রোজ এইখানে তোমার গান শুনতে আসব, তুমি কি আসবে ? আমি বললেম, আসব— সেই অবধি ভাই আমি রোজ সেখানে গিয়ে তাঁকে গান শোনাই— আর আমাকে দেখলে তিনি কত খুশী হন। আমি মনে করেছিলেম, কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে মহারাজের কাছে বলে আসব যে তোমার এইরকম বিপদ হয়েছে। কিন্তু ভাই পৃথ্বীরাজকে ছেড়ে আর কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না।

অশ্রুমতী। এমন সুখের কথা তুমি ভাই আমাকে আগে বল নি ?

মলিনা। তোমাকে ভাই বলব-বলব করে আর বলা হয় নি— আমরা ভাই দুজনে এখানে পড়ে রইলেম, রাজমহিষী মহারাজ কত ভাবছেন, আমার ভাই এক-একবার সেই ভাবনা হয়— তোমার ভাই বাপ-মার জন্য কি মন কেমন করে না ?

অশ্রুমতী। মধ্যে মধ্যে খুব করে। কিন্তু ভাই সেলিমকে দেখলেই সব ভুলে যাই। তিনি একবার করে রোজ আমাকে দেখতে আসেন। তিনি আমাকে বলেছেন, আমার বাপ-মাকে তিনি খবর পাঠিয়ে দেবেন যে আমি এখানে নিরাপদে আছি। আর তাঁরা কেমন আছেন তার খবরও আনিয়ে দেবেন। ঐ যে সেলিম আসছেন—

মলিনা। আমি ভাই তবে এখন যাই—

[মলিনার প্রস্থান

সেলিমের প্রবেশ

অশ্রুমতী। আমি মনে করেছিলাম তুমি আজ বুঝি আর এলে না।

সেলিম। কেন অশ্রু, আমি তো ঠিক সময়েই এসেছি। তোমার আর তো কোনো কষ্ট নেই?

অশ্রুমতী। তুমি সেলিম, আমার কাছে থাকলে আমার কোনো কষ্ট থাকে না। তুমি গেলে আমার বাপ-মায়ের জন্য এক-একবার মন কেমন করে।

সেলিম। তুমি কি তাঁদের কাছে যেতে চাও।

অশ্রুমতী। তুমি যদি সঙ্গে করে নিয়ে যাও তো যাই।

সেলিম। সে অশ্রু অসম্ভব। তবে, তোমার কাকা এখানে আছেন, তাঁকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি— তাঁর কাছে তুমি তোমার বাপ-মায়ের খবর মাঝে মাঝে পেতে পার। দেখো অশ্রু, আমি তোমায় বন্দীর মতো এখানে রাখতে চাই নে— তোমার আত্মীয়স্বজন যদি কেউ এখানে থাকেন তো যখন ইচ্ছা আমাকে বললেই আমি তাঁদের আনিয়ে দিতে পারি।

অশ্রুমতী। সেলিম, আমার কাকা এখানে আছেন? আমি তাঁকে একবার দেখব।

সেলিম। আচ্ছা, তাঁকে তুমি দেখতে পাবে। দেখো অশ্রু, আমি একটা মনের কথা তোমাকে খুলে বলি— আমি যে তোমায় এত যত্ন কচ্ছি, তার দরুণ তোমার কৃতজ্ঞতাব উদয় হতে পারে— সে কার না হয়? কিন্তু আমি তোমায় যতদূর ভালোবাসি, যতদিন না আমি দেখি তুমি আমাকে ততদূর ভালোবাস, ততদিন আমি বিবাহের নাম পর্যন্ত করব না। সে বিবাহের পরিণাম কষ্ট ভিন্ন আর কিছুই হবে না।

অশ্রুমতী। (সজলনেত্রে) সেলিম, সেলিম, কি বললে সেলিম? তুমি যতদূর ভালোবাস আমি ততদূর ভালোবাসি নে? তুমি কতক্ষণে এখানে আসবে, কতক্ষণে তোমাকে দেখব, এই আশায় সমস্ত দিন যে আমি তোমার পথ চেয়ে থাকি— রাত্রিতে যখন ঘুমুই তখন তোমাকেই যে স্বপ্নে দেখি— তোমাকে দেখলে বাপ-মার কষ্ট পর্যন্ত ভুলে যাই— একে কি সেলিম কৃতজ্ঞতা বলে? এই যদি কৃতজ্ঞতা হয় তবে তাই।

সেলিম। না অশ্রু, তুমি কেঁদো না— তোমার অশ্রুবিন্দু আমার হৃদয়ের রক্ত। আমি এখন বুঝলেম, তুমি আমাকে ভালোবাস। আমি যাই, তোমার কাকাকে পাঠিয়ে দিই-গে।

[সেলিমের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সেলিমের শিবির সমীপস্থ একটি উদ্যান
সেই উদ্যানের অভ্যন্তরস্থ সরোবরের
ঘাটের প্রস্তর-চাতালে
পৃথ্বীরাজ ও মলিনা উপবিষ্ট

পৃথ্বীরাজ। দেখো মলিনা, এর উপায় কি বল দেখি? রাজপুতকুলে রাণা প্রতাপসিংহের নাম অকলঙ্ক ছিল— তিনি আমাদের এতদিন মান রেখেছিলেন, তাঁর শুভ্র যশও মলিন হতে চলল— এ ভারি দুঃখের বিষয়। আমি সেদিনও তাঁকে লিখেছি—

ক্ষত্রিয়ের মুখ্য ধন বেচিল ক্ষত্রিয়
বিকাবে সে রত্ন কিগো চিতোর তুমিও?
কখনো না কখনো না— নাহি তাহে ভয়
চিতোর সম্ভ্রম রত্ন অটুট অক্ষয়।

কিন্তু এখন যে বিলক্ষণ ভয় হচ্ছে— চিতোরের সম্ভ্রমও যে আর থাকে না।

মলিনা। এতে প্রতাপসিংহের দোষ কি? তাঁর মেয়েকে যে মুসলমানেরা হরণ করে এনেছে— তা তিনি তো জানেন না। তুমি পৃথ্বীরাজ যদি তাঁকে খবর পাঠিয়ে দিতে পার তো বড়ো ভালো হয়।

পৃথ্বী। তাঁকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া বড়ো সহজ নয়— তিনি কোথায় পর্বতে-পর্বতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁর সন্ধান কে পাবে বল? তাঁকে খবর পাঠাতে পাঠাতে এ দিকে যদি কলঙ্কের ঢাক বেজে ওঠে তার উপায় কি? আমি একজন বিশ্বাসী লোক পেলেই তাঁর কাছে পত্র পাঠাব।

মলিনা। দেখো, একটা কাজ করলে হতে পারে। রাজকুমারী অশ্রুমতীর

বাড়ন্ত বয়স— এই সময় ভালোবাসা লতার মতো যাকেই প্রথমে সম্মুখে পায় তাকেই আশ্রয় করে। আর কখনো অন্য সুপুরুষের সংসর্গে আসে নি। সেলিমকে দেখেই একেবারে ভুলে গেছে— এখন যদি একটু ভালো রাজপুত যুবার সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে বোধ হয় আর কোনো মন্দ ঘটনা হতে পায় না। আর, রাজকুমারীর কাকাও এখানে আছেন। তিনি উদ্যোগ করলেও অনায়াসে হতে পারে।

পৃথ্বী। এ একটা নূতন কথা বলেছ— এ কথা আমার মনে আসলে উদয় হয় নি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কথা তাঁর কাকাকে বলছি। বেশ বলেছ। মলিনা, তুমি যে একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী হতে পার দেখছি।

মলিনা। পৃথ্বীরাজ, তুমি আমাকে তোমার রাজ্যের মন্ত্রী কোরো—

পৃথ্বী। কিরকম মন্ত্রণা দেবে বল দেখি?

মলিনা। আমার মন্ত্রণা শুনবে? আমি বলব, পৃথ্বীরাজ, তুমি রাজার কাজ-টাজ ছেড়ে দিয়ে অষ্টপ্রহর আমার কাছে বসে থাক— যুদ্ধে গিয়ে কি হবে? তুমি আমার কাছে থাক। আমি তোমাকে কত গান শোনাব, কত গল্প করব— এইরকম কত মন্ত্রণা দেব।

পৃথ্বী। (হাসিয়া) বাঃ, এ বেশ মন্ত্রণা! এইরকম মন্ত্রণা দিলেই প্রতুল আর কি! যখন তুমি আমার মন্ত্রী হবে তখন তো তুমি আমাকে কত গান শোনাবে— এখন আগাম কিছু শোনাও দেখি— তোমার সেই গানটি গাও তো মলিনা!

মলিনা। সেইটে— সে দিন যেটা গাচ্ছিলেম?

পৃথ্বী। হ্যাঁ সেইটে!

মলিনা। আচ্ছা গাচ্ছি।

রাগিণী। বেহাগ তাল। কাওয়ালি

এ সুখ-বসন্তে সই কেন লো এমন আপন-হারা বিবশা আহা-মরি!
কুন্তল আলুথালু এলায়ে কপোলোপরি।
হাসে চন্দ্র ঘুমন্ত জ্যোছনা-হাসি,
ঢালে মল্লিকা সুরভি-রাশি রে—
বোলে পাপিয়া পিউ পিউ—
কূজে কোয়েলা কুহু কুহু রবে কুঞ্জে কুঞ্জে।

যদি হাসে চাঁদ মধুর হাসি রে,
মলিন কেন হেরি ও মুখশশী লে.—
যদি গায় পাখি, তবে কেন সাথ নীরবে রহিবি হায়।
আয় কুঞ্জে ফুটন্ত মালতী তুলি,
গাঁথি মালিকা দুজনে মিলিয়ে,
গানে গানে পোহাইব রজনী সজনিরে।

পৃথ্বী। বড়ো মিষ্ট লাগল— আর একটা গাও মলিনা।

মলিনা। কোন্‌টা গাব ?

পৃথ্বী। যেটা তোমার ভালো লাগে— একটা আমোদের গান গাও।

মলিনা। আমোদের গান ? আচ্ছা গাচ্ছি।

রাগিণী। ঝিঁঝিট

গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
সজনি, আও আও লো।

পিনহ চারু নীল বাস
হৃদয়ে প্রণয়কুসুম-রাশ,
হরিণনেত্রে বিমল হাস
কুঞ্জবনমে আও লো।

ঢালে কুসুম সুরভভার,
ঢালে বিহগ সুরবসার,
ঢালে ইন্দু অমৃতধার,
বিমল রজত ভাতি রে।

মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে
ফুটল সজনি, পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতি রে।

দেখ লো সখি, শ্যাম রায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়—
মধুর বদন অমৃতসদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনিবৃন্দ
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ—
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে।

পৃথ্বী। তোমার গান শুনলে আর কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না— কিন্তু দেখো মলিনা, অশ্রুমতীর বিবাহের বিষয় তুমি যে পরামর্শ দিয়েছ, তা আমার মনের সঙ্গে বড়ো মিলেছে। সে বিষয় শক্তসিংহের সঙ্গে একবার কথা কয়ে দেখতে হবে— এইবেলা যাই, কি বল?

মলিনা। এর মধ্যেই যাবে পৃথ্বীরাজ? আচ্ছা যাও, আমিও চললেম, কাল আবার আসবে তো?

পৃথ্বী। আসব বই-কি— এই বিষয়টা স্থির করতে পারলেই আমি এখন নিশ্চিন্ত হই।

মলিনা। (স্বগত) আ! পৃথ্বীরাজকে পেলে যেন আমি স্বর্গ হাতে পাই— এক মুহূর্তের জন্যও ওঁকে ছাড়তে ইচ্ছে করে? কাল এ সময়টা কতক্ষণে আবার আসবে—

[মলিনার প্রস্থান

পৃথ্বী। গান শুনে আমোদ হল বটে কিন্তু হৃদয়ের ভার কিছুই কমল না— বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ আমার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা— তাঁকে প্রাণ থাকতে আমি কখনোই কলাঙ্কত হতে দেব না। তাঁর বীরত্ব নিয়েই আমার কবিতা জীবিত রয়েছে— যাই, এ বিষয়ে শক্তসিংহের সহিত পরামর্শ করি-গে। না, আগে একবার সুলতান সেলিমের কাছে যাই— যদি মুক্তিমুদ্রা দিয়ে অশ্রুমতীকে খালাস করা যায় তারও চেষ্টা দেখা যাক।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সেলিমের শিবির

সেলিম। (পদচারণ করিতে করিতে ফরিদের প্রতি) দেখো ফরিদ, অশ্রুমতীর হৃদয় তো এখন আমারই হয়েছে—আর কোনো ভয় নেই, এখন তবে বিবাহের উদ্যোগ করতেই আদেশ করা যাক-না কেন।

ফরিদ। হুজুরালি, আর একটু সবুর করুন, মেয়েমানুষের মন, এখনো কিছু বলা যায় না। এমনি যদি বিবাহ করেন তা হলে তো আর কোনো গোলই থাকে না—কিন্তু হুজুর যে পণ করেছেন, তার হৃদয় হস্তগত করে তবে তার পাণিগ্রহণ করবেন—সে বড়ো শক্ত পণ—রাজপুত হয়ে মুসলমানকে কি সহজে বিবাহ করতে চাবে?

সেলিম। ফরিদ, আমার আর সে সন্দেহ নেই—আমি সে বিষয় একটু সন্দেহ করেছিলেম বলে সে সরলা বালা কত অশ্রুপাত করলে।

ফরিদ। হুজুর, বেয়াদবি মাপ করবেন—স্ত্রীলোকের অভ্যস্ত অশ্রুর কোনো কিম্মৎ নেই—ও পথে-ঘাটে যেখানে সেখানে ছড়াছড়ি, ডাকিনীরাও অমন অশ্রু যখন তখন ফেলতে পারে।

সেলিম। ফরিদ, তুমি জানো না তাই ও কথা বলছ। সে বালা মূর্তিমতী সরলতা—আমি তাঁর কথায় কোনো সন্দেহ করি নে—সহস্র রাজপুত তার বিবাহের প্রার্থী হোক-না, আমি তাতে কোনো ভয় করি নে—আমি বেশ জানি সে তাদের মুখদর্শনও করবে না।

ফরিদ। সেরূপ ঘটনা যদি কখনো উপস্থিত হয় তখনই বোঝা যাবে—এখন হুজুরের বিশ্বাসের উপর আমার কথা কওয়া উচিত হয় না।

রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। বিকানিয়রের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

সেলিম। আচ্ছা, তাঁকে আসতে বলো।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ

সেলিম। কি সংবাদ রাজকুমার?

পৃথ্বীরাজ। সুলতান, আপনি যে মুক্তিমুদ্রার কথা বলেছিলেন, তা আমি

সংগ্রহ করে এনেছি। এতে দশজন রাজপুত বন্দী মুক্ত হবার কথা। সুলতান, আপনি জানবেন আমার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করে আমি এই পণ সংগ্রহ করেছি।

সেলিম। তোমার উদারতা প্রশংসনীয়, কিন্তু উদারতায় আমাকে অতিক্রম করতে পারবে না। তোমার পণ তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, তুমি তো মুক্ত হলেই, আর দশজন কেন— আরো একশতজন রাজপুত-বন্দীকে আমি মুক্তি দিলেম, তুমি এখনই নিয়ে যাও।

পৃথ্বীরাজ। সুলতান, আপনার অসাধারণ উদারতায় আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হলেম। ৯৯ জন রাজপুতের মুক্তি হতে একটু বিলম্ব হলেও ক্ষতি নাই— অগ্রে সেই রাজপুত-বালিকা অশ্রুমতী মুক্ত হলেই বড়ো সুখী হই।

সেলিম। কি! রাজকুমার, অশ্রুমতীর মুক্তির কথা তুমি বলছ? আমার কথা বুঝতে তোমার ভ্রম হয়েছে দেখছি! আমি ১০০ জন রাজপুত-পুরুষের কথা বলেছিলেম— রাজপুত-স্ত্রীর কথা তো আমি বলি নি? অশ্রুমতীর বিনিময়ে তুমি কি পণ দিতে পার? তোমার ক্ষুদ্র রাজ্য বিক্রয় করলেও তো সে পণ সংগ্রহ হতে পারে না— তোমার রাজ্য কি, সমস্ত মেবারও তার উপযুক্ত মূল্য হতে পারে না— তবে তুমি আর কি পণ দেবে?

পৃথ্বীরাজ। সুলতান, অশ্রুমতীর মুক্তির জন্য আমি প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে পারি!

সেলিম। কি! প্রাণপণ? রাজকুমার, তুমি পাগলের মতো কি বকছ? ও-সব প্রলাপবাক্য আমার কাছে বোলো না— তুমি যদি আরো ১০০ জন রাজপুত-পুরুষের মুক্তি প্রার্থনা কর তো এখনই আমি অনুমতি দিচ্ছি— কিন্তু ও কথা আমার কাছে মুখেও এনো না।

[সেলিমের বেগে প্রস্থান

ফরিদ। আহা মেয়েটির জন্য আমার বড়ো কষ্ট হয়— সে কথা ভাবতে গেলে চক্ষে জল আসে— আহা! মেয়েটি হল রাজপুত-বংশের— আমাদের সুলতান হলেন মুসলমান, এ মিলনে কোনো সুখ নেই— এ বিষয় আমাদের ধর্মেতেও নিষেধ আছে।

পৃথ্বীরাজ। সুলতানের সে দিকে লক্ষ আছে না কি? তুমি বল কি ফরিদ?

ফরিদ। মানুষের মন বলা যায় না তো, এর পর কি হয় কে বলতে পারে!

পৃথ্বীরাজ। কি ভয়ানক! শীঘ্র এর একটা উপায় করতে হবে।

পৃথ্বীরাজের প্রস্থান ও সেলিমের পুনঃপ্রবেশ

সেলিম। কি স্পর্ধার কথা! "অশ্রুমতী মুক্ত হলেই বড়ো সুখী হই" "অশ্রুমতীর মুক্তির জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে পারি।"

ফরিদ। আজ্ঞা হুজুর, ও কথাগুলো আমারও বড়ো ভালো ঠেকল না।

সেলিম। তোমার সব তাতেই সন্দেহ। অশ্রুমতীর প্রতি ওর লক্ষ থাকতে পারে কিন্তু আমি বেশ বলতে পারি, অশ্রুমতীর হৃদয়ে আমি ছাড়া আর কেউই স্থান পাবে না।

ফরিদ। হুজুর অবিশ্যি আসল অবস্থা আমার চেয়ে ভালো জানেন। তবে, "সুখী" হবার কথা, আর "প্রাণপণে"র কথা শুনেই একটু চমকে গিয়েছিলাম, যেহেতু হুজুর, আমার এই সংস্কার যে, এক হাতে কখনো তালি বাজে না।

সেলিম। যাও যাও, তোমার ও-সব কথা রেখে দাও— অশ্রুমতীর উপর যেদিন আমার সন্দেহ হবে, সেদিন আমি জানব সরলতা বলে পৃথিবীতে কোনো পদার্থই নেই।

[সেলিমের প্রস্থান

ফরিদ। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে আমার একটু ভাব করতে হবে, দুই দিকেই টোপ ফেলি, দেখি কোন্ দিকে লেগে যায়। ফরিদ খাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া বড়ো সহজ নয়।

[ফরিদের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

শক্তসিংহের প্রবেশ

শক্ত। (স্বগত) দাদাই রাজপুত-কুলের মর্যাদা সম্ভ্রম এতদিন বজায় রেখেছিলেন— আর তো প্রায় উচ্চবংশের সমস্ত রাজপুতই বাদশার নিকট

কন্যা ভগিনী বিক্রয় করে পতিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের বংশের সে মর্যাদা বোধ হয় আর থাকে না। এখন কি করা যায়? কি করে অশ্রুমতীকে উদ্ধার করা যায়? যদি বলপূর্বক নিয়ে যাবার চেষ্টা করি, আর যদি তাতে কৃতকার্য না হই তা হলে আরো ভয়ানক হবে। এ অন্য কিছু নয় যে আবার পুনরুদ্ধার হতে পারে— যদি স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম একবার নষ্ট হয় তা আর ফেরবার নয়— সে কলঙ্ক আমাদের কুলপরম্পরায় প্রবাহিত হবে। প্রথমে সহজ উপায়ই অবলম্বন করা যাক। এই বেলা যদি কোনো রাজপুতের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ফেলা যায় তা হলে বোধ হয় ফাঁড়াটা কেটে যেতেও পারে— এখানে তেমন সুপাত্রই বা কোথায়? (চিন্তা করিয়া) কেন পৃথ্বীরাজ! ঠিক হয়েছে— রূপে গুণে কুলে পৃথ্বীরাজের মতো পাত্র পাওয়া বড়ো সহজ নয়। এই যে পৃথ্বীরাজই এই দিকে আসছেন দেখছি।

পৃথ্বীরাজের পুনঃপ্রবেশ

শক্তসিংহ। কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

পৃথ্বী। তোমার নিকটেই আসছিলেম। তা, এখানে দেখা হল ভালোই হল। কি সর্বনাশ হয়েছে বল দেখি? চিতোরের যে সম্ভ্রম এতদিন ছিল— সে সম্ভ্রম আর থাকে না। তুমি প্রতাপসিংহের ভ্রাতা, তোমার তো এতে কষ্ট হতেই পারে— তোমার চেয়ে আমার কষ্ট বোধ হয় কিছুমাত্র কম হবে না। প্রতাপসিংহ আমার কবিতার একমাত্র নায়ক— আমার হৃদয়-মন্দিরের আরাধ্য দেবতা— তাঁতে যে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ হবে, এ তো আমার প্রাণ থাকতে সহ্য হবে না।

শক্তসিংহ। সত্য, আমাদের বংশ-মর্যাদা বুঝি আর থাকে না— এখন কি করা যায় ভেবে পাচ্ছি নে— এই বিপদ হতে কি করে উদ্ধার হওয়া যায় বল দেখি? তুমি কি কিছু ভেবেছ পৃথ্বীরাজ?

পৃথ্বী। আমি কি স্থির করেছি শোনো, একটি ভালো রাজপুত-পাত্র সন্ধান করে এখনই অশ্রুমতীর বিয়ে দাও। আমি সেলিমের যেরকম ভাব দেখে এলেম তাতে লক্ষণ বড়ো ভালো ঠেকল না।

শক্ত। আমাদের দুজনের মতই তবে এক হয়েছে— আমিও তাই ভাবছিলেম। তবে তোমার চেয়েও আর-একটু আমি বেশি মাত্রা ভেবে রেখেছি।

পৃথ্বী। কি বল দেখি—

শক্ত। তুমি পাত্র-সন্ধানের কথা বলছ— আমি পাত্র পূর্ব হতেই স্থির করে রেখেছি।

পৃথ্বী। তবে আর বিলম্ব কেন? এখনই তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ফেলো। দেখতে শুনতে কিরকম বল দেখি?

শক্ত। পাত্রটি দেখতে শুনতে অবিকল তোমার মতো।

পৃথ্বী। (আশ্চর্য হইয়া) সে কি! তার নাম কি?

শক্ত। তার নাম বিকানিয়রের রাজকুমার শ্রীমান পৃথ্বীরাজ সিংহ।

পৃথ্বী। কি! আমি! আমাকে লক্ষ করে বলছ! সে কি করে হবে? সে হতেই পারে না— আর কোনো পাত্র তুমি অনুসন্ধান করো। ও কি কথা শক্তসিংহ?

শক্ত। তোমার তো কোনো রাজপুতই এখানে অপরিচিত নেই— বলো দেখি পৃথ্বীরাজ, অশ্রুমতীর যোগ্য পাত্র এখানে কোথায় পাওয়া যায়? আর, তুমিই তো বলছিলে বিবাহটা যত শীঘ্র হয় ততই ভালো।

পৃথ্বী। (চিন্তামগ্ন হইয়া) তা তো আমি বলছিলেম, কিন্তু— কিন্তু— এ একটা নূতন কথা তুমি উপস্থিত করেছ, আমাকে ভাবতে একটু সময় দাও। সে কি করে হয়— কখনোই হতে পারে না— দেখো শক্তসিংহ! আমি এর জন্য আদপে প্রস্তুত ছিলেম না। পাত্রের অভাব কি? নিদেন আমি একবার চেষ্টা করে দেখি— আমাকে তুমি আর-একদিনের সময় দাও— দেখো, একটি ভালো পাত্র আমি শীঘ্রই তোমার কাছে এনে উপস্থিত কর্চ্ছি।

শক্ত। আচ্ছা, তুমি একদিনের সময় নিলে, এর মধ্যে যদি অন্য যোগ্য পাত্র না আনতে পার তো আমার প্রস্তাবই গ্রাহ্য হল বলে আমি গণ্য করব। কি বল?

পৃথ্বী। তা কোরো— পাত্রের ভাবনা কি— দেখো দেখি আমি তোমাকে এনে দিচ্ছি।

শক্ত। এই তো কথা?

পৃথ্বী। হ্যাঁ, তার জন্য তুমি ভেবো না।

শক্ত। এই কথার প্রতিভূ-স্বরূপ— তোমার ডান হাত আমাকে দাও।

পৃথ্বী। এই নেও। (উভয়ে উভয়ের হস্তপীড়ন)

পৃথ্বী। কিন্তু শেষকালে যদি সেলিম এই বিবাহের পক্ষে কোনো বাধা দেন। তার উপায় কি ?

শক্ত। তা বোধ হয় দেবেন। তিনি অন্য মুসলমানের মতো নন, তাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্ত উদার। হলদিঘাটের যুদ্ধে যখন দুইজন মোগল অশ্বারোহী আমার দাদাকে অনুসরণ করে তখন আমি তাদের দলের মধ্যে মিশে তাদের বধ করে আমার দাদাকে রক্ষা করেছিলেম। তার পর ফিরে এলে যখন সেলিম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন সত্য ঘটনা কি হয়েছিল বলো— আমি তাঁকে সমস্ত কথা খুলে বললেম। তাতে তিনি আমার ভ্রাতৃ-অনুরাগ দেখে আমার সমস্ত দোষ মার্জনা করেছিলেন।

পৃথ্বী। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কতদূর উদার হবেন তাতে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। খানিকক্ষণ হল আমি মুক্তিমুদ্রা দিয়ে দশজন রাজপুতের মুক্তির কথা তাঁর নিকট প্রস্তাব করতে গিয়েছিলেম— প্রথমে তিনি খুব উদারতা দেখালেন। তিনি বললেন, তোমার মুক্তিমুদ্রা তুমি ফিরে নিয়ে যাও, দশজন কেন, একশোজনকে মুক্তি দিলেম। আমি এই কথায় খুব খুশি হলেম। আমি মনে করলেম, এই একশোজনের মধ্যে অশ্রুমতীও বুঝি একজন। কিন্তু আমি যেই অশ্রুমতীর নাম করেছি অমনি তাঁর সমস্ত উদারতা কোথায় উড়ে গেল। তখন আবার তিনি মুক্তিমুদ্রার প্রস্তাব করলেন— আর এমন উচ্চ মূল্য চাইলেন যে তা দেওয়া আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

শক্ত। আচ্ছা, তিনি অশ্রুমতীর মুক্তির জন্য যত খুশি উচ্চ মূল্য দাবি করতে পারেন, সে তাঁর অধিকার আছে— কিন্তু আমি যদি বলি আমি তাঁর কাকা— আমি এইখান থেকেই তার বিবাহ দেব, তাতে তিনি কি উত্তর দেবেন ? তাতে অসম্মত হতে কি তাঁর চক্ষুলজ্জাও হবে না ?

অন্তরাল হইতে ফরিদের প্রবেশ

ফরিদ। আপনারা যে এই বিবাহের প্রস্তাব করেছেন এ উত্তম প্রস্তাব। এ বিষয়ে অসম্মত হতে সুলতান সেলিমেরও নিশ্চয়ই চক্ষুলজ্জা হবে— আপনি ঠিক বলেছেন, আমি সর্বদাই তাঁর কাছে থাকি, আমি তাঁর ভাব বিলক্ষণ জানি।

শক্ত। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) তুমি ফরিদ খাঁ, এখানে কেন ? আমাদের গুপ্তকথায় তুমি কি সাহসে যোগ দাও, আমাদের গোপনীয় কথা শোনবার কি অধিকার আছে ? তোমাকে এর সমুচিত প্রতিফল দিব।

ফরিদ। আপনি রুষ্ট হবেন না— অগ্রে আমার কথা শুনুন। আপনারা এমনি উৎসাহের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কথা কচ্ছেন, আপনাদের হুঁশ নেই এটা রাজপথ, ভাগ্যি আমি মাত্র শুনতে পেয়েছি তাই রক্ষে— আপনি জানবেন, আপনাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ মনের মিল আছে— মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর বিবাহ আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ— সুলতানের বয়স অল্প, যদি তাঁর সে দুর্মতি হয় কে বলতে পারে— আমারও ইচ্ছে যে স্বজাতীয় কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আপনাদের রাজকুমারীর শীঘ্র বিবাহ হয়ে যায়— আমার মনের ভাব রাজকুমার পৃথ্বীরাজ বেশ জানেন।

পৃথ্বী। না শক্তসিংহ, ফরিদকে সন্দেহ কোরো না— আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে ওঁর বিলক্ষণ মনের মিল আছে বটে— আমি জানি।

শক্ত। ফরিদ খাঁ, তবে আমাকে মার্জনা করবে, আমার অত্যন্ত রূঢ়তা হয়েছে।

ফরিদ। আমাকে আপনারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন, সুলতানের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে দেখবেন, তাঁর কখনোই তাতে অসম্মতি হবে না— এতেই বুঝতে পারবেন আমি সত্যি বলছি কি মিথ্যে বলছি।

শক্ত। এসো আমরা এখন যাই।

[পৃথ্বী ও শক্তের প্রস্থান

ফরিদ। সুলতানের একবার হাতছাড়া হলে হয়— তার পর তোমাদের সকলকেই কদলী প্রদর্শন করব।

[ফরিদের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

সেলিমের শিবির

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। (স্বগত) "প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে পারি!" এখন মনে হচ্ছে, কেন তার সেই অপদার্থ প্রাণকে এই তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে সেই মুহূর্তেই যমালয়ে প্রেরণ কল্লেম না— "প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে পারি"—

রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। হজুর, রাজকুমার শক্তসিংহ উপস্থিত।

সেলিম। আচ্ছা, তাঁকে নিয়ে এসো।

রক্ষকের প্রস্থান ও শক্তসিংহের প্রবেশ

সেলিম। কি মনে করে রাজকুমার? তুমি তো কোনো পণের প্রস্তাব নিয়ে আস নি?

শক্ত। না স্থলতান, আমি মুক্তিপণের কথা বলতে আসি নি। আমার এক প্রস্তাব আছে।

সেলিম। কি বল দেখি?

শক্ত। অশ্রুমতীর মুক্তিপ্রার্থনায় আমি আসি নি— আপনি তাকে পৃথক বাড়িতে যেরূপ যত্নে রেখেছেন, তাতে সে পক্ষে কিছুই বক্তব্য নেই। আমার প্রস্তাব এই, অশ্রুমতী আমার ভ্রাতুষ্কন্যা— সে এখন বিবাহের যোগ্য হয়ে উঠেছে— তার বিবাহের জন্য আমি একটি পাত্রের সন্ধান কচ্ছি— যোগ্য পাত্র যদি পাওয়া যায় তো সে বিষয়ে আপনার মত কি তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

সেলিম। এখানে সেরূপ যোগ্যপাত্র কোথায় পাবে?

শক্ত। আমি তার অনুসন্ধানে আছি।

সেলিম। আচ্ছা, পাত্র স্থির করে আমাকে বোলো, যদি যোগ্য হয়— আর যদি তাকে বিবাহ করতে অশ্রুমতীর ইচ্ছা থাকে তো আমার তাতে কি আপত্তি হতে পারে?

শক্ত। তা হলেই হল। আমার আর কোনো প্রার্থনা নাই।

সেলিম। কিন্তু দেখো আমি বলপ্রয়োগের বড়োই বিরোধী— বলপূর্বক তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যে কারো সঙ্গে তার বিবাহ দেবে— আমি সে বিষয়ে কখনোই অনুমোদন করব না, তুমি তা বেশ জেনো। আমি দেখো তাকে সেরূপ বন্দীভাবে রাখি নি, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অধিকার পর্যন্ত তোমাকে দিয়েছি। তুমি মাঝে মাঝে সেখানে যেও— তোমাকে দেখলেও তার পিতা-মাতার অভাব কতকটা দূর হতে পারে।

শক্ত। আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ। আমি তবে এখন বিদায় হই।

[শক্তের প্রস্থান

সেলিম। (স্বগত) আমি অশ্রুমতীকে বিলক্ষণ পরীক্ষা করে দেখেছি— তার হৃদয় আর কারো হবে না— সে বিষয়ে আমার কোনো ভয় নাই। কিন্তু সেই পৃথ্বীরাজ— পৃথ্বীরাজ— তার বিষয় ফরিদ যেরকম ভাবে বলছিল তা যদি সত্যি হয়— না— সে কোনো কাজের কথা নয়, তা হলে আমি এতদিনে শুনতে পেতেম। ওরকম সন্দেহ মনে স্থান দিলেও অশ্রুমতীর হৃদয়ের অপমান করা হয়।

[সেলিমের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

দিল্লীর প্রাসাদ

পাত্র মিত্র সভাসদ্ লইয়া সম্রাট
আকবর আসীন

আকবর। প্রতাপসিংহ এখনো অবনত হলেন না? সন্ধির প্রস্তাব করে সেদিন যে আমাকে পত্র লিখেছিলেন সে কি তবে সমস্তই অলীক?

মোহব্বত খাঁ। না শাহেন-শা, সে তাঁর পত্র নয়— আমি পৃথ্বীরাজের কাছে শুনেছি, সে জাল-পত্র। শাহেন-শা, সহজেই যে প্রতাপসিংহ অবনতি স্বীকার করবেন এ কথা বিশ্বাস্য নয়। এমন সহায়হীন, নিঃসম্বল অবস্থায় পর্বতের গুহায় গুহায় ব্যাঘ্র ভল্লুক বন্য পাহাড়িদের সঙ্গে তাঁকে একত্র বাস করতে হচ্ছে— স্ত্রীপুত্র-পরিবারের অন্নকষ্ট উপস্থিত, তথাপি তাঁর অহংকারের এখনো খর্ব হল না— আমরা একজন চরের মুখে সেদিন শুনলেম যে, এই দারিদ্র্য দশাতেও তিনি রাজ-কায়দা ছাড়েন নি। দুই-চারখানি ঘাসের বীজের রুটি এই তো তাঁর রাজভোগ— তা তাঁর অনুচরবর্গের সঙ্গে যখন একত্র আহারে বসেন তখন তাদের মধ্যে যে কেউ কোনো সন্তোষজনক কাজ করেছে, এরূপ যোগ্য ব্যক্তি দেখে তাঁর অন্নের প্রসাদ তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ বিতরণ করাটিও আছে।

আকবর। ধন্য প্রতাপ!

রাজপুত সভাসদগণ। শাহেন-শা, প্রতাপসিংহই আপনার উপযুক্ত শত্রু— তিনি যেন নিরর্থক আর কষ্ট না পান— এই আমাদের মিনতি।

আকবর। তাঁর দুরবস্থার কথা শুনে আমার হৃদয় আর্দ্র হয়েছে— অমন বীরের প্রতি অত্যাচার করা উচিত নয়।

মোহব্বত। তাঁর বীরত্ব দেখেও শাহেন-শা, আমরা চমৎকৃত হয়েছি— তার এখন সৈন্যসামন্ত রীতিমত কিছুই নেই, তবু আমাদের সৈন্যেরা তাঁর প্রচ্ছন্ন বাসগহ্বরের সন্ধান পেয়ে যদি কখনো তার অনুসরণে যায় তিনি অমনি শৃঙ্গধ্বনি করেন, আর সেই ইঙ্গিতে কোথা হতে অসংখ্য পাহাড়ি ভীল চারি দিক থেকে এসে জমা হয়। একবার ফরিদ খাঁ এইরূপ অনুসরণ করতে গিয়ে তার সমস্ত সৈন্য একটা সংকীর্ণ পর্বত-পথে বিনষ্ট হয়।

একজন রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। শাহেন-শা, রণস্থল হতে একজন আমাদের দূত উপস্থিত।

আকবর। আসতে বলো।

দূতের প্রবেশ

আকবর। কি সংবাদ?

দূত। শাহেন-শা, সে সংবাদ দিতে ভয় হচ্ছে।

আকবর। তুমি নির্ভয়ে বলো।

দূত। শাহেন-শা, সর্বনাশ হয়েছে! প্রতাপসিংহ নিরাশ হয়ে মরুভূমি অঞ্চলে পলায়ন কচ্ছিলেন— পথিমধ্যে তাঁর মন্ত্রী ভামশা এসে তাঁর হস্তে বিস্তর অর্থ সমর্পণ করে— সেই অর্থে সৈন্যসংগ্রহ করে আবার প্রায় সমস্ত মেবারই পুনরুদ্ধার করেছেন। চিতোর আজমীর আর মণ্ডলগড় ছাড়া উদয়পুর কমলমেরু প্রভৃতি সমস্তই আবার তাঁর হস্তগত হয়েছে। তিনি মানসিংহের রাজধানী অম্বর পর্যন্ত আক্রমণ করে অম্বরের প্রধান বাণিজ্যস্থান মানপুর লুঠ করেছেন।

আকবর। (উঠিয়া) আমি প্রতাপসিংহের বীরত্বে চমৎকৃত হয়েছি— দূত, তুমি প্রতাপসিংহের নিকটে যাও— গিয়ে তাঁকে বল যে আর আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করব না— তিনি এখন নিঃশঙ্কচিত্তে কাল যাপন করুন।

দূত। শাহেন-শার হুকুম শিরোধার্য।

রাজপুত সভাসদগণ। ধন্য প্রতাপসিংহ! ধন্য আকবর শা! উভয়ই উভয়ের উপযুক্ত শত্রু।

[আকবর শা, পরে সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুরের রাজকুটির

একটা ঘরে প্রতাপসিংহ ও রাজমহিষী

রাজমহিষী। মহারাজ, নিদ্রার সময়েও কি তোমার একটু আরাম নেই— কেবলই যুদ্ধের কথা? সমস্ত রাত কাল তুমি মহারাজ, "ঐ চিতোর গেল"— "ঐ মুসলমানেরা আসছে— ধরো, মারো" এইরকম ক্রমাগত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চীৎকার করেছ— এইরকম হলে শীঘ্রই যে একটা ব্যামো হবে। এখন তো প্রায় সমস্ত মেবারই ফিরে পাওয়া গেছে— তবে এখনো কিসের জন্য এত ভাবনা মহারাজ?

প্রতাপ। মহিষি, এখনো চিতোর উদ্ধার হয় নি— যতদিন না চিতোর উদ্ধার করতে পারব ততদিন মহিষি, আমার আরাম নাই— বিরাম নাই— শান্তি নাই — নিদ্রা নাই। এই উদয়পুরের শিখর থেকে যখনই চিতোরের দুর্গপ্রাকার আমার দৃষ্টিগোচর হয় তখনই আমার হৃদয়ে যে কি যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তা আমিই জানি— আমার মনে হয় আমি নির্বাসিত চিরপ্রবাসী। যে চিতোর আমাদের পিতৃভূমি, যে চিতোরের সঙ্গে আমার পূর্বপুরুষদিগের কীর্তি-গৌরব জড়িত, যার শৈলদেশ তাঁদের শোণিতধারায় ধৌত, সেই চিতোরের নিকট আমি এখন কিনা একজন অপরিচিত বিদেশীমাত্র, তার সঙ্গে যেন আমার কোনো সম্বন্ধই নাই! ওঃ, মহিষি! এ কল্পনাটি মাত্র আমার অসহ্য! কাল আমি সমস্ত রাত এই চিতোরের স্বপ্ন দেখেছিলেম, কত চিত্রই যে আমার মনের মধ্যে একে একে উদয় হচ্ছিল তা কি বলব।

রাজমহিষী। তাই মহারাজ, তুমি এক-একবার ঘুমতে ঘুমতে চেঁচিয়ে উঠছিলে। এখন বুঝতে পাল্লেম।

প্রতাপ। দেখো মহিষি, প্রথমে যুবা বাপ্পা রাও— যাঁর বাহুবলে চিতোরের রাজমুকুট মৌর্যবংশ হতে প্রথম অর্জিত হয়— সেই পুজনীয় বাপ্পা রাও আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে সর্বপ্রথমে উদয় হলেন, তার পর দেখলেম বীরশ্রেষ্ঠ সমরসিংহ রাজপুত স্বাধীনতার সেই শেষ দিনে কাগার-নদীতীরে পৃথ্বীরাজের সহিত একত্র জীবন বিসর্জন করবার জন্য যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হচ্চেন — আবার দেখলেম, রাণা লক্ষ্মণসিংহের দ্বাদশ পুত্র একে একে চিতোরের লোহিত পতাকা হস্তে ধারণ করে চিতোরের দুরারোহ শৈলশিখর হতে শত্রুদের আক্রমণের জন্য বীরদর্পে অবতরণ কচ্ছেন, আর, চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চিতোরের প্রাকার হতে সেই ভীষণ রক্তময় রণক্ষেত্রের উপর নেত্রপাত করে আছেন— তার পর, বেদনোরের জয়মল ও কাইলবারের পত্তা— এই দুই অদ্বিতীয় বীর আমার মনশ্চক্ষে উপস্থিত হল— শেষ চিতোর আক্রমণের সময় যখন আমাদের সমস্ত প্রধান বীর ধ্বংস হয়ে গিয়ে পত্তার উপর নেতৃত্ব-ভার অর্পিত হল— পত্তার বীরমাতা সেই চণ্ডাবৎকুলের ললনা তাঁর পুত্রকে বলছেন, "যাও বৎস, রক্তবস্ত্র পরিধান করে চিতোরের জন্য প্রাণ বিসর্জন করো"— বলেই, এই উপদেশের সঙ্গে নিজ দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য তিনি তাঁর নব-বিবাহিতা দুহিতাকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে আর স্বয়ং অসি-হস্তে চিতোর-শৈল হতে অবতরণ করে মাতা ও দুহিতা একত্র রণশয্যায় শয়ন কল্লেন; তার পর জয়মলের উপর নেতৃত্ব-ভার নিপতিত হল— জয়মল বন্দুকের গুলিতে আহত হলেন, যখন তিনি দেখলেন জয়ের আর কোনো আশা নাই— তখনো তিনি শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ না করে ভীষণ 'জহর' ক্রিয়ার আদেশ করলেন, অমনি আট হাজার রাজপুত শেষ-পানের খিলি একত্র খেয়ে রক্তবস্ত্র পরিধান করে চিতোরের-সিংহদ্বার উন্মোচনপূর্বক মহাবেগে শত্রুগণকে আক্রমণ করলেন— তার মধ্যে একজনও রণক্ষেত্র হতে ফিরে নিজ-পরিহিত রক্তবস্ত্রকে কলঙ্কিত হতে দিলেন না। কিন্তু তার পরেই আবার দেখলেম চিতোরের প্রাকার ঘন মেঘরাশিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল— চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী 'কাংরা রানী' চিতোর পরিত্যাগ করলেন, দেখলেম উদয়সিংহ— আমার হতভাগ্য পিতা উদয়সিংহ— যে শৈলভূমি তাঁর পিতৃ-পুরুষের চির-কীর্তির আলয়, সেই চিতোর-শৈল

হতে পলায়ন কচ্ছেন— তার পর— তার পর— দেখলেম অশ্রুমতীকে, আমার সেই হতভাগিনী অশ্রুমতীকে যেন মুসলমানেরা হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এইখানে আমার নিদ্রাভঙ্গ হল, আর, আমার হৃদয়ে কি একটা গভীর যাতনা উপস্থিত হল। মহিষি! অশ্রুমতীর জন্য—

রাজমহিষী। মহারাজ, অশ্রুমতীর কথা আর স্মরণ করিয়ে দিও না— তাকে নিশ্চয়ই বাঘে নিয়ে গেছে— তুমি আর ও-সব কথা আদপে ভেবো না— সে যা অদৃষ্টে ছিল তা হয়ে গেছে— আমি যে কি করব তা ভেবে পাচ্ছি নে— কি করলে যে ও-সব কথা তুমি ভুলে থাক তা আমি ভেবে পাই নে— আমার কি মোহিনী শক্তি আছে মহারাজ যে তোমাকে আমি ভুলিয়ে রাখতে পারি।

প্রতাপ। তোমার কি মোহিনী শক্তি আছে বলছ? তুমি যদি না থাকতে মহিষি তা হলে আমার যে কি ভয়ানক কষ্ট হত তা আমিই জানি, তা হলে এতদিন কি আমি জীবিত থাকতে পারতেম? তোমার ঐ মুখ দেখেই আমি অনেক সময় আমার মর্মান্তিক যাতনা সকল ভুলে থাকি।

একজন রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। মহারাজ, আকবর শার নিকট হতে একজন দূত এসেছেন—

প্রতাপ। দূত? সন্ধির প্রস্তাব? বলো-গে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কোনো ফল নাই।

রাজমহিষী। মহারাজ, কি প্রস্তাব নিয়ে দূত এসেছে একবার শোনোই-না কেন— তাতে দোষ কি?

প্রতাপ। আচ্ছা, তাকে আসতে বলো।

মহিষী। আমি এখন ঐ দিকে যাই।

মহিষীর প্রস্থান ও দূতের প্রবেশ

প্রতাপ। কি সংবাদ?

দূত। মহারাজ, শাহেন-শা বাদশা আকবর শার নিকট হতে আমি আসছি। আপনার নিকট যে কথা বলতে তিনি আমাকে আদেশ করেছেন তা শ্রবণ করুন।

প্রতাপ। আচ্ছা বলো।

দূত। মহারাজ, আপনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ ভয়ানক কষ্ট সহ্য

কচ্ছেন, তা শুনে তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়েছে— তিনি আর আপনার প্রতি কোনো অত্যাচার করবেন না— আপনি এখন নিঃশঙ্কচিত্তে কালযাপন করুন।

প্রতাপ। দূত! ক্ষান্ত হও, আর আমি শুনতে চাই নে। যথেষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া আর কোনো কথা আছে?

দূত। না মহারাজ!

প্রতাপ। তবে তুমি এখন বিদায় হতে পার। তোমার প্রভু আকবর শাকে বোলো, কবে রণক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার জন্যই আমি প্রতীক্ষা করে আছি— সূর্যবংশীয় রাণা প্রতাপসিংহ তাঁর কৃপার আকাঙ্ক্ষী নন।

দূত। মহারাজ, তবে আমি বিদায় হই।

[দূতের প্রস্থান

প্রতাপ। (উঠিয়া) কি! আমার প্রতি আকবরের কৃপা? বরঞ্চ আমি শত্রুর ঘৃণা সইতে পারি— অবজ্ঞা সইতে পারি— অবমাননা সইতে পারি— কিন্তু শত্রুর কৃপা আমার অসহ্য! শত্রুর কৃপাপাত্র হওয়া অপেক্ষা পৃথিবীতে অসহ্য যন্ত্রণা আর কিছুই নেই। বরঞ্চ শতবার মৃত্যুযন্ত্রণাও প্রার্থনীয় তথাপি মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ কোনো মর্ত্যমানবের কৃপার ভিখারী হবে না।

[প্রতাপসিংহের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মণ্ডলগড়ে সেলিমের শিবির

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ

পৃথ্বী। (পরিক্রমণ করিতে করিতে স্বগত) একদিন তো গত হয়েছে— কালকের মধ্যে শক্তসিংহের নিকট পাত্র নিয়ে আসবার আমার কথা ছিল— কিন্তু যে-সকল পাত্রকে লক্ষ্য করে আমি বলেছিলেম— তাদের সকলের কাছ থেকেই তো নিরাশ হয়ে আসা গেল। এখন কি করি। শক্তসিংহ এলেই তো এখন তাঁর হস্তে বিনা ওজরে আত্মসমর্পণ করতে হবে— সে অবলা বালা আমার মুখপানে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে রয়েছে যে কবে আমি তাকে বিবাহ করব— এখন কি তাকে নিরাশ করতে পারি? তার সমস্ত সুখের আশা

আমার উপর নির্ভর কচ্ছে— সে-সব আমি এখন কি করে কঠোর হস্তে উন্মূলিত করব? সে আমাকে সুখী করবার জন্য কত চেষ্টা করে, তার প্রতিদান কি শেষকালে আমি এই কল্লেম? অশ্রুমতীর বিবাহের কথা সেই তো আগে আমার নিকট প্রস্তাব করে, আর কিনা শেষকালে তারই প্রতি এই ব্যবহার? তার ধন যে অন্য কারো আবার হতে পারে, এ সন্দেহমাত্র মনে উদয় হয় নি বলেই বিশ্বস্তচিত্তে সে ঐরূপ প্রস্তাব করেছিল— সে তখন স্বপ্নেও ভাবে নি যে, তারই শেষকালে সর্বনাশ হবে। কেন আমি শক্তসিংহকে কথা দিতে গিয়েছিলেম? কি ভয়ানক নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছি! এখন কি সে কথার অন্যথা করতে পারি? না, তাই বা কি করে হয়। আবার এ দিকে প্রতাপসিংহের কলঙ্ক আমার প্রাণ থাকতেই বা কি করে দেখি? ওঃ! এমন দ্বৈধ অবস্থার যন্ত্রণা যেন শত্রুকেও ভোগ করতে না হয়— আমার কাল সমস্ত রাত্রি মনে হচ্ছিল যেন এ রাত্রি আর না পোহায়— কিন্তু তাও পোহাল। অন্যের পক্ষে যে প্রভাত হাস্যময় সুখকর— আমার নিকট তা আজ করাল কালরাত্রির মতো ভীষণ বলে মনে হচ্ছে। যদি শক্তসিংহ আর কোনো পাত্র পেয়ে থাকেন— কিম্বা তাঁর যদি কোনো বিপদ হয়ে থাকে— সেইজন্যই কি তাঁর আসতে বিলম্ব হচ্ছে? ও কে? ঐ যে শক্তসিংহই এই দিকে আসছেন— কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ!

শক্তসিংহের প্রবেশ

শক্ত। কই পৃথ্বীরাজ! পাত্র কই?

পৃথ্বী। পাত্র— পাত্র— তা—

শক্ত। সে কি কথা— তুমি সব ভুলে গেছ না কি?

পৃথ্বী। শক্তসিংহ! তুমি কি সন্ধান করে কোনো পাত্র পেলে না?

শক্ত। সে কি পৃথ্বীরাজ, তোমাকে তো আমি পূর্বেই বলেছিলেম যে আমার সন্ধানে কোনো পাত্র নেই— তুমিই তো মহা উৎসাহের সহিত বললে যে, পাত্রের অভাব কি— আমি কালকের মধ্যেই এনে দিচ্ছি— তা সব ভুলে গেছ না কি?

পৃথ্বী। না, ভুলি নি।

শক্ত। তবে?

পৃথ্বী। তবে আর কি? পাই নি— এইমাত্র।

শক্ত। পাই নি এইমাত্র? না পেলে কি অঙ্গীকারে বদ্ধ আছ তা স্মরণ আছে?

পৃথ্বী। আছে-- কিন্তু—

শক্ত। আবার কিন্তু কি? আছে যখন বলেছ তখনই যথেষ্ট হয়েছে। পাত্রের জন্য এত ভাবছিলে কেন— পাত্র তো ঠিক হয়েই রয়েছে— আর এমন উপযুক্ত পাত্রই বা আর কোথায় পাওয়া যেত। চুপ করে রইলে যে? একটা উত্তর দাও।

পৃথ্বী। উত্তর আর কি, অগত্যা তোমার হাতেই আত্মসমর্পণ—

শক্ত। সে কি পৃথ্বীরাজ, তুমি বিবাহ করতে যাচ্ছ, না, কেউ তোমাকে বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে? এতে 'অগত্যা'ই বা কেন— 'আত্মসমর্পণ'ই বা কেন? আমি তো তোমার কিছু ভাব বুঝতে পাচ্ছি নে।

পৃথ্বী। শক্তসিংহ, তোমাকে তবে মনের কথা খুলে বলি। আমার মনে হচ্ছে সত্যিসত্যিই যেন আমাকে কেউ বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে; এই বিবাহে সত্যই আমার হৃদয়ের বলিদান হবে।

শক্ত। হৃদয়ের বলিদান? তবে আর কাকেও বিবাহ করবে বলে বাক্-দত্ত হয়ে আছ নাকি?

পৃথ্বী। তা ঠিক নয়, তবে ভাব-ভক্তিতে একজনকে যেন আশা দিয়েছি। সে একরকম কথা দেওয়াই বলতে হবে।

শক্ত। বাক্‌দত্ত হও নি— তোমার ভাব-ভক্তিতে একজনের আশার উদ্রেক হয়েছে মাত্র— হো হো হো (হাস্য) এতেই তুমি ভেবে আকুল? হো হো হো— তোমার মতো কবির মুখেই এ কথা শোভা পায়! একজনের ব্যবহারে কত লোকে কত না আশা করে— তাই বলে তার জন্য কেউ কখনো দায়ী হতে পারে না।

পৃথ্বী। কি শক্তসিংহ, তুমি যে হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছ? একজন সম্পূর্ণরূপে আমার উপর আশা করে আছে। আমি কি করে তার আশা ভঙ্গ করি বলো-দিকি? আমার সঙ্গে যখন তার দেখা হবে তখন কি আর তার কাছে মুখ দেখাতে পারব?

শক্ত। ও! চক্ষুলজ্জা হবে এইমাত্র? এখন তবে তোমার হৃদয়-বলিদানের মর্ম বুঝতে পাল্লেম। তোমরা কবি-মানুষ, তিলকে তাল করতে

বড়ো ভালোবাসো। তুমি কল্পনা-চক্ষে দেখছ যেন তুমি তাকে হৃদয় সমর্পণ করেছ— কিন্তু তুমি যদি আপনাকে ভালো করে তলিয়ে দেখো তো বুঝতে পারবে যে, তোমার ভালোবাসা এখনো চোখের উপর ভাসছে— এখনও হৃদয় পর্যন্ত তলায় নি।

পৃথ্বী। শক্তসিংহ, তুমি উপহাস কোরো না— আমার সে ভালোবাসা অতলস্পর্শ। আমার মনের ভাব তুমি কি বুঝবে?

শক্ত। আচ্ছা, কে তোমার প্রেমের পাত্র বলো দেখি— তা বলতে কিছু আপত্তি আছে?

পৃথ্বী। মলিনা বলে একটি সম্ভ্রান্ত রাজপুত-ললনা।

শক্ত। ও! আমাদের মলিনা? অশ্রুমতীর সখীর কথা কি তুমি বলছ? তার সঙ্গে তো আমার প্রায়ই দেখাশুনো হয়।

পৃথ্বী। হ্যাঁ সেই বটে।

শক্ত। হো হো হো হো (হাস্য)। অশ্রুমতী, আমাদের অশ্রুমতীর সঙ্গে তুমি তার তুলনা কচ্ছ? তুমি কি অশ্রুমতীকে দেখেছ?

পৃথ্বী। না।

শক্ত। ওঃ। তাই ও কথা বলছ। আগে একবার দেখো, তার পরে সব বুঝতে পারবে।

পৃথ্বী। তুমি এখন যা বলবে কাজেই আমাকে তাই করতে হবে। প্রথমে কি করতে হবে বলো।

শক্ত। প্রথমে অশ্রুমতীর সঙ্গে তোমার দেখা করতে হবে।

পৃথ্বী। তা কি করে হবে? চারি দিকে প্রহরী রয়েছে।

শক্ত। আমার সেখানে প্রবেশ করবার অধিকার আছে, আমি যাকে ইচ্ছে সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি— তাতে কেউ বাধা দেবে না।

পৃথ্বী। কিন্তু শক্তসিংহ, আমি প্রেমের কথা তাঁর কাছে কিছুই বলতে পারব না— হৃদয়ের কথা তো আর টেনে-বুনে হতে পারে না— হৃদয়ে ঠিক সেরূপ অনুভব না করলে কি তার কথা যোগায়?

শক্ত। আচ্ছা, সে-সব কথা প্রথমে কাজ নেই— তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের সূত্রপাত আমি আগে থাকতে করে এসেছি, সেখানে গিয়ে দেখবে সেরূপ অপ্রস্তুত ভাব আদপে মনে হবে না। অশ্রুমতী পিতামাতার সংবাদ পাবার

জন্য বড়োই আকুল— সে আমাকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি তাকে বলেছি যে "তোমার পিতার একজন পরম বন্ধু এখানে আছেন, তিনি মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে পত্র পান, আমি তাঁকেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব— তুমি তার কাছ থেকে সব খবর পাবে"— এইরকম কথা হয়ে আছে, এখন তোমার সেখানে যেতে আর বাধো-বাধো ঠেকবে না— কেননা, সাক্ষাতের একটা সূত্রপাত পূর্ব হতেই হয়ে আছে।

পৃথ্বী। আচ্ছা, তবে—

শক্ত। এই তবে কথা রইল, আমি এখন চললেম।

[শক্তসিংহের প্রস্থান

পৃথ্বী। (স্বগত) একবার দেখা করতে কি ক্ষতি? মলিনাকে আমার হৃদয় হতে তো কেউই অন্তর্হিত করতে পারবে না।

[পৃথ্বীরাজের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অশ্রুমতীর ভবন

শক্তসিংহ ও পৃথ্বীরাজের প্রবেশ

শক্ত। তুমি এই ঘরে বোসো— আমি অশ্রুমতীকে ডেকে দিচ্ছি।

[শক্তসিংহের প্রস্থান

পৃথ্বী। (স্বগত) মলিনার সঙ্গে দেখা হয় তো আমি কি বলব? কেন? আমি অশ্রুমতীকে তাঁর পিতামাতার সংবাদ দিতে এসেছি বই তো আর কিছুই নয়— বাস্তবিকও আমার মনে এখন অন্য ভাব নেই— তবে মলিনা এখানে এলেই বা কি ক্ষতি? ঐ যে অশ্রুমতী এই দিকে আসছেন— উঃ— কি সৌন্দর্যচ্ছটা— যে দিক দিয়ে আসছেন সেই দিকটাই যেন একেবারে আলো হয়ে যাচ্ছে— আহা!

হেথায় হোথায় মলয়ের বায়ে
কোথায় অলকা যেতেছে ছুটি।

ভাবেতে গলিয়ে পড়িছে ঢলিয়ে
টানাটানা বাঁকা নয়ন দুটি।
সরলতা সনে মাধুরী মিশায়ে
চারুতার তুলি ধরিয়ে করে,
সরু সরু মরি ভুরু দুটি যেন,
এঁকে কে দিয়েছে নয়ন 'পরে।

অশ্রুমতীর প্রবেশ

অশ্রু। কাল আমাকে কাকা বললেন যে তুমি আমার বাপ-মায়ের সংবাদ বলতে পার— তাই তোমার কাছে আমি এসেছি—

পৃথ্বী। হ্যাঁ রাজকুমারি, আমিও সেইজন্যে এসেছি।

অশ্রু। তুমি এইখানে বোসো-না— ভালো হয়ে বোসো।

উভয়ের উপবেশন

অশ্রু। তাঁরা কেমন আছেন?

পৃথ্বী। আমি রাণা প্রতাপসিংহের কাছ থেকে এর মধ্যে কোনো পত্র পাই নি— কিন্তু আমার একজন বন্ধুর পত্রে অবগত হলেম যে তাঁর ব্যারাম হয়েছে—

অশ্রু। ব্যারাম? (স্বগত) কি হবে? আমি থাকলে তাঁর কত সেবা করতেম— এখন কি করি? সেলিমকে বলি— তাঁকে বললে তিনি কি আমাকে নিয়ে যাবেন না? ওঃ! (প্রকাশ্যে)। মা কেমন আছেন?

সেলিম ও ফরিদ খাঁর প্রবেশ

সেলিম। পৃথ্বীরাজ! এখানে তুমি কার আদেশে এলে? এখানে তোমার কি প্রয়োজন? জানো-না এখানে যার-তার আসবার অনুমতি নেই।

পৃথ্বী। (উঠিয়া) আমাকে শক্তসিংহ এখানে নিয়ে এসেছেন— আমি স্বয়ং এখানে আসি নি।

সেলিম। এখান থেকে এখনই প্রস্থান করো। নচেৎ (অসি নিষ্কোষিত করিয়া)

অশ্রু। (ত্রস্তভাবে) ও কি সেলিম! ও কি সেলিম!

পৃথ্বী। (অসি খুলিয়া) সুলতান! আমি একজন রাজপুত পুরুষ আপনার যেন স্মরণ থাকে; পাছে রাজকুমারী ভয় পান, এইজন্যই আমি

কোনো দ্বিরুক্তি না করেই প্রস্থান কল্লেম। শক্তসিংহকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি আপনার ইচ্ছায় এসেছি কি না।

[পৃথ্বীরাজের প্রস্থান

অশ্রুমতী। (স্বগত) সেলিম যদি একলা থাকতেন তো আমি তাঁকে বাপমার কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে অনুরোধ করতেম। ফরিদ কেন আবার এই সময়ে এখানে এল? যদি তাঁর ব্যামো বেড়ে ওঠে— যদি তাঁর সঙ্গে আমার আর না দেখা হয়— যাই এখন।

[অশ্রুমতীর সজল নয়নে প্রস্থান

ফরিদ। কি সাহসে ও বেটা এখানে এল? কি স্পর্ধা! একটা কথা কি শুনতে পেয়েছিলেন হজুর? "পাছে রাজকুমারী ভয় পান" এসব কথা শুনলে আমারই রাগ হয়, হজুরের তো হবেই।

সেলিম। আমি সে কথা ভাবি নে— অশ্রুমতী কেন সজলনয়নে চলে গেলেন তাই ভাবছি।

ফরিদ। আর কিছুই নয়— এই একটা কাটাকাটি হবার উপক্রম হয়েছিল তাই— স্ত্রীলোকের কোমল মন, ওরকম তো হতেই পারে— কিন্তু— এর আগেও যখন আমরা দূর থেকে লুকিয়ে দেখছিলেম, তখন ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ছিল। সেই এক কথা— তা হজুর, ও-সব কিছুই ভাববেন না— ও কিছুই নয়। সে-সব হজুর আমি কিছু ভাবি নে— তবে ঐ বেটার কথায় বড়ো গা জ্বলে যায়— "অশ্রুমতীর মুক্তি হলে সুখী হব"— "প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে পারি"— "রাজকুমারী পাছে ভয় পান"— এগুলো কি কথা?

সেলিম। ওকে কে এখানে আসতে দিলে। শক্তসিংহকেই আমি এখানে আসবার অধিকার দিয়েছি— তিনি কার হুকুমে ওকে এখানে আসতে দিলেন। আমি এখনই জানতে চাই— যাও ফরিদ, শক্তসিংহকে এখনই আমার কাছে নিয়ে এসো।

ফরিদ। যে আজ্ঞা হজুর।

সেলিম। ফরিদ, এর আগেও কি তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে দেখেছিলে!

ফরিদ। তা তো সেই সময় হজুরও লক্ষ্য করেছিলেন।

সেলিম। ওঃ! ওঃ!

[সেলিম ও ফরিদের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবির-মধ্যে সেলিমের ঘর

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। (স্বগত) প্রেমিকের মনে একটুতেই কতরকম সন্দেহ হয়, এ কেবল আমার কল্পনা। আহা! সে সরলার উপর কি কারো কখনো সন্দেহ হতে পারে? কিন্তু এত লোক থাকতে পৃথ্বীরাজ কেন সেখানে? সে তো তার কোনো আত্মীয় নয়। তাকে আমি অনুগ্রহ করে মুক্তি দিলেম— কৃতজ্ঞতা দূরে থাক, তার কিনা এইরূপ ব্যবহার? এবার তাকে সামান্য বন্দীদের ন্যায় কারাগৃহে রুদ্ধ করতে হবে। এইবার কিরূপে 'প্রাণ পণ" করে দেখা যাক। কে আছে ওখানে প্রহরী?

প্রহরীদের প্রবেশ

প্রহরী। কি হুকুম হজুর স্থলতান!

সেলিম। আমি পৃথ্বীরাজের কঠোর কারাদণ্ড আদেশ করলেম, (ভূমিতে পদাঘাত করিয়া) এখনই যেন এই হুকুম তামিল হয়।

প্রহরী। যে আজ্ঞা হুজুর, এখনই তামিল হবে।

[প্রহরীদিগের প্রস্থান

শক্তসিংহ ও ফরিদের প্রবেশ

শক্ত। স্থলতান! পৃথ্বীরাজের নাকি কারাদণ্ড আদেশ হয়েছে? কি অপরাধে এমন গুরুদণ্ড হল?

সেলিম। কি অপরাধে এমন গুরুদণ্ড হল? যেরূপ গুরুতর অপরাধ তার উপযুক্ত দণ্ড কিছুই হয় নি বললেও হয়। একজন অরক্ষিতা বালিকার ভবনে একজন পুরুষের অনধিকার প্রবেশ— এর চেয়ে আর গুরুতর অপরাধ কি হতে পারে? আমি স্বয়ং তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছি, ওরূপ সম্ভ্রান্ত কুলের মহিলাকে অসম্ভ্রম হতে রক্ষা করা আমার কর্তব্য কর্ম।

শক্ত। (স্বগত) আমার রাগে সর্বাঙ্গ জলছে— উনি আমাদের কুলসম্ভ্রম রক্ষা করতে এসেছেন— দি এই তলবার বুকে বসিয়ে— না, রাগলে চলবে না। তা হলে সব কাজ নষ্ট হবে। (প্রকাশ্যে) স্থলতান! অশ্রুমতীর সম্ভ্রম

রক্ষার প্রতি যে আপনার এতদূর দৃষ্টি আছে, এ শুনে কৃতজ্ঞ হলেম। কিন্তু পৃথ্বীরাজের তো অপরাধ নেই। আমিই তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেম।

সেলিম। কি! শক্তসিংহ! তুমি তার পিতৃব্য, তোমার এই কাজ? পৃথ্বীরাজ তো তোমাদের কোনো আত্মীয় ব্যক্তি নয়।

শক্ত। এখন নয় বটে কিন্তু শীঘ্রই হবেন।

সেলিম। সে কি!

শক্ত। আপনাকে সেদিন যে প্রস্তাব করেছিলেম যে, অশ্রুমতীর বিবাহের জন্য একটি পাত্র সন্ধান করতে হবে— আপনিও তাতে সম্মত হয়েছিলেন। পৃথ্বীরাজকেই সেই পাত্র স্থির করেছি। কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন অশ্রুমতীর পছন্দ না হলে কারো সঙ্গে তার বলপূর্বক বিবাহ দেওয়া আপনার অভিপ্রেত নয়। সেইজন্যই আমি পরস্পরের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেম।

সেলিম। কিন্তু শক্তসিংহ। তুমি যে পাত্র স্থির করেছ, সে অতি কুপাত্র, তার সঙ্গে কখনোই বিবাহ দেওয়া যেতে পারে না— সে এমনি বর্বর যে কার কিরূপ পদমর্যাদা সে বিষয়ে তার একটুও লক্ষ্য নেই। আমার প্রতি সে যেরূপ অশিষ্টাচার করেছে সেজন্য আরো গুরুতর দণ্ড হওয়া উচিত। তাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি অন্য কোনো পাত্রের সন্ধান করো।

শক্ত। সুলতানের অভিপ্রায়ের বিপরীত কাজ আমি করতে চাই নে— আচ্ছা তাই হবে।

[শক্তসিংহের প্রস্থান

সেলিম। কেমন ফরিদ, পৃথ্বীরাজের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে কি না?

ফরিদ। সুলতান, শাস্তি আরো বেশি হলে ক্ষতি ছিল না— তবে কিনা পৃথ্বীরাজেরই শুধু অপরাধ নয়—

সেলিম। ওসব কথা মনেও এনো না। অশ্রুমতীর কোনো অপরাধ নেই। তবে পৃথ্বীরাজের যেরূপ স্পর্ধা, তারই উপযুক্ত শাস্তি দিলেম।

[সেলিমের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শিবিরের সন্নিকটস্থ একটা পথ

শক্তসিংহের প্রবেশ

শক্ত। (স্বগত) না, সহজ উপায়ে আর কোনো ফল হবে না— দুর্মতি সেলিমের অভিসন্ধি এখন স্পষ্টই একরকম বোঝা যাচ্ছে, এখন অশ্রুমতীকে এখান থেকে বলপূর্বক নিয়ে যাবার পন্থা দেখি— বিলম্ব হলে বিপদের সম্ভাবনা। মলিনার নিকট যেরূপ শুনলেম যে সেলিমের উপর অশ্রুমতীরও অত্যন্ত অনুরাগ জন্মেছে, তখন তাকে সহজে লওয়ানো দুর্ঘট— আচ্ছা, আমি একবার তার কাছে নিজে গিয়েই পৃথ্বীরাজের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করি, দেখি সে কি বলে— এখন পৃথ্বীরাজকেই বা কি করে উদ্ধার করি? এই-যে ফরিদ আসছে, ওর মনের ভাবটা কিরূপ জানতে হবে, যদি ওর দ্বারা কোনো সাহায্য হয় দেখতে হচ্ছে।

ফরিদের প্রবেশ

ফরিদ। কি মহাশয়? এত চিন্তিত দেখছি যে?

শক্ত। পৃথ্বীরাজ আমার পরম বন্ধু— তিনি কারারুদ্ধ হলেন। তাই বড়ো কষ্ট হচ্ছে।

ফরিদ। মহাশয়, আমার কাছে কিছু লুকোবেন না— আমাকেও আপনাদের একজন বন্ধু বলে জানবেন— আমি পৃথ্বীরাজের মুক্তির জন্য সুলতানকে অনেক বুঝিয়েছি— আর একটা কলকাটি কোথায় টিপতে হবে জানেন! সেটাও আপনাকে বলে যাই, আপনাদের রাজকুমারীকে বলবেন, যেন তিনিও সেলিমকে এই বিষয়ে অনুরোধ করেন। তা হলে নিশ্চয়ই কার্য সিদ্ধ হবে— আপনাতে আমাতে অনেকক্ষণ ধরে কথা কওয়া ভালো নয়, কি জানি যদি কেউ সন্দেহ করে। আমি চললেম।

[ফরিদের প্রস্থান

শক্ত। (স্বগত) ফরিদ কথাটা বলেছে মন্দ নয়। আর কিছু কত্তে হবে না, পৃথ্বীরাজ যে কারারুদ্ধ হয়েছে, মলিনাকে এই সংবাদ দিলেই যথেষ্ট হবে। সে অবশ্য অশ্রুমতীর কাছে এখনই কেঁদে গিয়ে পড়বে, আর অশ্রুমতীও তা

হলে নিশ্চয়ই তার মুক্তির জন্য সেলিমকে অনুরোধ করবে। যাই, মলিনার কাছে আগে এই সংবাদটা দিয়ে আসি।

[শক্তসিংহের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অশ্রুমতীর ভবন

অশ্রুমতীর প্রবেশ

অশ্রুমতী। (স্বগত) আ! সেলিম জানি কতক্ষণে আসবেন, তিনি যদি আমাকে সঙ্গে করে বাবার কাছে একবার নিয়ে যান তো কি আহ্লাদই হয়। কতদিন তাঁদের দেখি নি। কিন্তু সেলিম যদি আর কারো সঙ্গে যেতে বলেন, তাই বা আমি কি করে স্বীকার করি। তাঁকে না দেখে আমি তা হলে কি করে থাকব?

সজল নয়নে মলিনার প্রবেশ

অশ্রু। ওকি ভাই মলিনা, তুমি কাঁদছ কেন?

মলিনা। অশ্রুমতী, আমার সর্বনাশ হয়েছে, পৃথ্বীরাজকে— আমার পৃথ্বীরাজকে সুলতান কয়েদ করে রেখেছেন— এখন কি করি? আমি কি গিয়ে সেলিমের পায়ে জড়িয়ে রব? আমার কথা তিনি শুনবেনই বা কেন? তিনি ভাই কি অপরাধ করলেন যে তাঁর এই দণ্ড হল?

অশ্রুমতী। তিনি কয়েদ হলেন কেন? তুমি ভাই কেঁদো না— সেলিম এলেই আমি তাঁকে বলব এখন— আমি বললে তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি দেবেন— তুমি ভাই কিছু ভেবো না।

মলিনা। আমি ভাই তবে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেম— (স্বগত) এখন একবার দেখি। যদি দূর থেকেও তাঁর একটু দেখা পাই— (প্রকাশ্যে) আমি তবে ভাই চললেম।

[মলিনার প্রস্থান

অশ্রুমতী। (স্বগত) ঐ যে সেলিম আসছেন— আ! বাঁচলেম!

সেলিমের প্রবেশ

অশ্রুমতী। সেলিম, তুমি আজ এত দেরি করে এলে! আমি যে তোমার পথ চেয়ে কতক্ষণ আছি তা বলতে পারি নে।

সেলিম। অশ্রুমতী, তুমি কি এখন আমার পথ চেয়ে থাক? এখন কি আমার আর সে সৌভাগ্য আছে?

অশ্রুমতী। সে কি সেলিম?

সেলিম। আজকাল কি আমার চেয়ে পৃথ্বীরাজকেই তোমার বেশি দেখতে ইচ্ছে করে না?

অশ্রুমতী। পৃথ্বীরাজ? পৃথ্বীরাজ আমার কে যে তাকে দেখতে ইচ্ছা করবে সেলিম?

সেলিম। পৃথিবীতে এমন কোন্ ললনা আছে যে ভাবী পতিকে না দেখতে ইচ্ছে করে?

অশ্রুমতী। ভাবী পতি? পৃথ্বীরাজ, ভাবী পতি? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে— কেন আমাকে যন্ত্রণা দাও সেলিম? কাকা আমার বাপ-মায়ের সংবাদ দেবার জন্য তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন— তা ছাড়া তো আমি আর কিছুই জানি নে— সেলিম— সেলিম— আমাকে কেন ও কথা বললে? (ক্রন্দন)

সেলিম। (স্বগত) কি আশ্চর্য! এই সরলা বালার উপর কি কারো কখনো সন্দেহ হতে পারে? (প্রকাশ্যে) না অশ্রু, তুমি কেঁদো না, এখন আমি সব বুঝতে পারলেম। আমাদের বিবাহের এই বেলায় সব তবে প্রস্তুত করতে বলি। আর বিলম্বে কোনো প্রয়োজন নেই। আমি চললেম।

অশ্রুমতী। সেলিম, একটি আমার অনুরোধ আছে।

সেলিম। অনুরোধ? আমার প্রাণ পর্যন্ত তোমার হাতে সমর্পণ করেছি, তোমার একটি অনুরোধ রক্ষা করব না? কি তুমি চাও অশ্রু বলো!

অশ্রুমতী। যে পৃথ্বীরাজের কথা এইমাত্র বলছিলে, তাকে শুনছি তুমি কয়েদ করেছ। তার মুক্তি যাতে হয় তাই আমি চাই, আর কিছুই না— তার তো কোনো দোষ নেই।

সেলিম। পৃথ্বীরাজ? পৃথ্বীরাজের মুক্তি?

অশ্রুমতী। হ্যাঁ সেলিম।

সেলিম। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আচ্ছা, এখনই আমি তাকে মুক্তি দিচ্ছি, তোমার অনুরোধ আমি কখনোই অগ্রাহ্য করতে পারি নে— ফরিদ!

ফরিদের প্রবেশ

ফরিদ। আজ্ঞা হজুর!

সেলিম। পৃথ্বীরাজকে এখনই মুক্তি দিতে বলো। তিলার্ধ যেন বিলম্ব না হয়।

ফরিদ। যে আজ্ঞা হজুর।

[ফরিদের প্রস্থান

অশ্রুমতী। সেলিম, আমি আর-একবার পৃথ্বীরাজের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার বাপ-মায়ের কথা সেদিন ভালো করে জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

সেলিম। আচ্ছা তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি বিবাহের এখনই সমস্ত উদ্যোগ করতে বলে দিই-গে।

[সেলিমের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কারাগার

পৃথ্বীরাজ গভীর চিন্তায় মগ্ন

পৃথ্বীরাজ। আহা কি সৌন্দর্য! কি লাবণ্য! কি সরলতা! কথা আবার কেমন মধুর, সেখান থেকে যেন আমার আর উঠতে ইচ্ছা কচ্ছিল না— অমন যত্ন যদি আমার ভাগ্যে হয় তো হৃদয়ে অতি সন্তর্পণে তাকে রেখে দি— কি! অমন রত্নকে মুসলমানের স্পর্শে আমি কলঙ্কিত হতে দেব? আমার প্রাণ থাকতে তা কখনোই হবে না। যদি একবার কোনোরকম করে এখান থেকে মুক্তি পাই তা হলে দেখব, সেলিম কেমন করে তাকে হস্তগত করে— কি করে এখন এই কারাগার থেকে পালাই ভেবে পাচ্ছি নে— তাকে যেরকম বাপ-মায়ের জন্য অধীর দেখলেম সে কখনোই সুখী নয়, আমি সেলিমের হস্ত হতে উদ্ধার করে তাকে বাপ-মায়ের কাছে নিয়ে যাব, তা হলে সে কত সুখী হবে। প্রতাপসিংহ যখন শুনবেন তাঁর

দুহিতাকে আমিই উদ্ধার করেছি, তখন কি তিনি কৃতজ্ঞ হয়ে আমারই হস্তে তাকে সম্প্রদান করবেন না? আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অশ্রুমতী সাশ্রুনয়নে কাতরস্বরে আমাকে বলছেন, "পৃথ্বীরাজ, তুমিই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও— তুমি আমাকে এ যন্ত্রণা হতে মুক্ত করো"— এ বাক্যে কি আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি? আমার সহস্র প্রাণ কি সে বালিকার জন্য অনায়াসে বিসর্জন দিতে পারি নে?

নেপথ্য হইতে গীতি-ধ্বনি

সিন্ধু-ভৈরবী। মধ্যমান

ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখি,
(আমার সাধের পাখি)।
বল্ কে তোরা রাখলি ধরে,
অবলারে দিস নে ফাঁকি।
বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে,
কে তারে নিলে গো ছলে?
কোথা গেল দে গো বলে,
হৃৎপিঞ্জরে ধরে রাখি।
দেখা পেলে একবার,
কভু কি ছাড়িব আর?
চোখে চোখে রাখব তারে;
আর কি মুদিব আঁখি ॥

পৃথ্বী। (স্বগত) ও কে ও? আমার এ কল্পনাস্রোতে কে এ সময় ব্যাঘাত দেয়? মলিনার কণ্ঠস্বর না? হ্যাঁ মলিনাই তো, আঃ! এ সময়ে এখানে কেন? মলিনা! মলিনা! কেন তুমি আজ এমন নির্দয়রূপে আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙে দিলে? কেন আজ এমন অসময়ে আমার মধুর কল্পনা-সংগীতটি ডুবিয়ে দিলে? এখনো গাচ্ছে? এইবার বোধ হয় থেমেছে— না, ঐ যে, আবার গাচ্ছে— আ! অশ্রুমতী, তোমাকে কল্পনা থেকেও বিদায় দিতে কি মর্মভেদী কষ্ট হয়! ঐ যে আবার— কি গাচ্ছে শুনেই দেখি। কই, আর তো শোনা যায় না— ঐ যে— (নেপথ্যে গান) ঐ আবার থেমে গেল, এবার কথাগুলো বুঝতে পেরেছি—

বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে,
কে তারে নিলে গো ছলে

এ গান কেন গাচ্ছে? মলিনা কি সত্যই মনে করেছে যে আমি তার নই? হুঁ! কি পাগল! আমি কি কখনো প্রণয়ে অতদূর চপল— অতদূর দোষী হতে পারি? আর দোষীই বা কেন? এক বৃন্তে কি দুটি গোলাপ ফোটে না? কিন্তু অশ্রুমতী যদি গোলাপ হয় তা হলে মলিনাও কি গোলাপ? দুয়ে কি কিছুই তফাৎ নেই? অশ্রুর সহজ কথা কওয়াই কি মলিনার গানের চেয়ে মিষ্টি নয়? অশ্রুর সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টি, সেই কেমন-কেমন ভাব, সেই সকল সুকুমার মাধুরী— মলিনা! আজ দেখছি এক বৃন্তে সমান দুটি গোলাপ কখনোই ফোটে না। তা ছাড়া, অশ্রুমতীকে উদ্ধার করা— প্রতাপসিংহের কুল-গৌরব রক্ষা করা কি আমার কর্তব্য নয়? কর্তব্যের অনুরোধে কি-না করা যায়? (নেপথ্যে গান) ঐ আবার! আঃ! কি উৎপাত!

বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে,
কে তারে নিলে গো ছলে।
কোথা গেল দে গো বলে,
হৃৎপিঞ্জরে ধরে রাখি—

আমাকে কে ছলবে, আমার শিকলি আমি আপনিই কেটেছি— কিন্তু আমি চপল! সেদিন শক্তসিংহের প্রস্তাব শুনে আমার কি ভয়ানক কষ্টই হয়েছিল। আজ কিনা মলিনার নামেও যেন আমার— চপলতাই বা কিসের। আমি পূর্বেও যেমন ছিলেম, এখনও তেমনি আছি— কেবল, আপনাকে আপনি বুঝতে পারি নি— এইমাত্র। শক্তসিংহ, তুমি তো ঠিক বলেছিলে, মলিনার প্রতি আমার যে ভালোবাসা, সে চোখের ভালোবাসা— হৃদয়ে তার মূল নেই। এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি, আমি তার হৃদয়-পিঞ্জরের পাখি হতে পারি— কিন্তু সে কখনোই আমার হৃদয়-পিঞ্জরের পাখি ছিল না— কখনো হতেও পারবে না। কিন্তু আমি অশ্রুমতীর জন্য যেরকম লালায়িত, আমার প্রতি তার সেরকম ভাব না হতেও তো পারে— আপনার কল্পনাতেই আমি মত্ত হয়ে গেছি, আমি তো তার মনের ভাব কিছুই জানি নে। ওঃ! সে কথা মনে করতেও যেন কষ্ট বোধ হয়— ও কে? একি ফরিদ যে!

ফরিদ খাঁর প্রবেশ

পৃথ্বী। কি সংবাদ, খাঁ?

ফরিদ। সংবাদ ভালো— বেরিয়ে আসুন, আপনার মুক্তির অনুমতি হয়েছে।

পৃথ্বী। (আহ্লাদিত হইয়া) মুক্তি? কার অনুগ্রহে, কার চেষ্টায় আমি মুক্তি পেলেম ফরিদ?

ফরিদ। ফরিদ আপনার বন্ধু থাকতে আপনার কিসের ভাবনা? সুলতানকে অনেক বলে-কয়ে এই আদেশ করা গেছে।

পৃথ্বী। ফরিদ, তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু— এর জন্য তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হলেম।

ফরিদ। কৃতজ্ঞতার কথা যদি বলেন তো আমার চেয়ে আর-একজন যে আপনার অধিক কৃতজ্ঞতার পাত্র তা আমাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়।

পৃথ্বী। আর কে হতে পারে? শক্তসিংহ?

ফরিদ। আপনাদের রাজকুমারী অশ্রুমতী সেলিমের কাছে আপনার মুক্তির জন্য অশ্রুনয়নে অনেক কাকুতি মিনতি করায় তবে তিনি সম্মত হয়েছিলেন, নইলে আমাদের কথায় কি শুধু হত?

পৃথ্বী। বল কি ফরিদ? অশ্রুমতী আমার জন্য— আমার মতো ব্যক্তির জন্য অনুরোধ করেছিলেন? আমার কি এতদূর সৌভাগ্য হবে?

ফরিদ। না মহাশয়, আমাদের সুলতানের চেয়ে আপনার ভাগ্যি ভালো। যেরকম আমরা দাসীদের মুখে শুনতে পাই, তাতে তো বেশ বোধ হয় যে, আপনি রাজকুমারীর—

পৃথ্বী। কি ফরিদ, কি, ভেঙেই বলো-না।

ফরিদ। আপনি অধীর হবেন না, আমার একটা এখন পরামর্শ শুনুন। এমন অবসর আর পাবেন না, রাজকুমারী আপনার প্রতিই অনুকূল, ঝোপ বুঝেই কোপ মারতে হয়, এইবেলা আপনি প্রেম-পত্র লিখে গোপনে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন— দেখবেন যেন আমাদের সুলতান টের না পান।

পৃথ্বী। আমার এতদূর সৌভাগ্য হয়েছে আমি তা জানতেম না, এখনই আমি তাঁকে লিখছি। তবে কার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব ভেবে পাচ্ছি নে— তা ফরিদ, তুমি যদি অনুগ্রহ করে—

ফরিদ। অনুগ্রহ আবার কি? তা বেশ— পত্র লিখে আমার কাছেই দেবেন— আমি গোপনে পাঠিয়ে দেব— সে পক্ষে আপনার কোনো চিন্তা নাই। আসুন, এখন এই কারাগার থেকে বেরিয়ে আসুন—

পৃথ্বী। চলো ফরিদ, (দ্বারের নিকট আসিয়া স্বগত) মলিনা এখনও ঐখানে দাঁড়িয়ে? এখন ওকে দেখলে কেমন একরকম ভয় হয়।

[উভয়ের প্রস্থান

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

অশ্রুমতীর ভবন

অশ্রুমতী ও শক্তসিংহ

শক্ত। দেখো অশ্রু, তুমি বড়ো হয়েছ, এখানেই তোমার বিবাহ দেব বলে আমরা স্থির করেছি— যিনি তোমার পিতামাতার সংবাদ তোমাকে সেদিন দিতে এসেছিলেন, সেই পৃথ্বীরাজকেই তোমার ভাবী পতি বলে জানবে। রূপে গুণে পদমর্যাদায় তাঁর মতো লোক অতি দুর্লভ। তোমার মনের কথা আমাকে খুলে বলো— কিছুমাত্র লজ্জা কোরো না।

অশ্রু। কাকা! কাকা!

শক্ত। লজ্জা কোরো না, বলো। এখানে যেরূপ অবস্থায় আমরা পড়েছি, তাতে এখন লজ্জা করলে চলবে না। আর এখানে এখন অন্যের দ্বারাও এ-সব কথা চালাচালি হবার কোনো উপায় নেই— আমাদের যা ইচ্ছা তা স্পষ্ট তোমাকে বললেম— তোমার মনের কথা এখন তুমি স্পষ্ট করে বলো।

অশ্রু। কাকা! সেলিম—

শক্ত। সেলিমের কথা মুখেও এনো না— সে আমাদের শত্রু, তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই।

অশ্রু। মলিনাও একদিন বলেছিল তিনি শত্রু— কিন্তু কি করে তিনি শত্রু হলেন কাকা? শত্রু হলে তিনি আমাকে এত যত্ন করবেন কেন?

শক্ত। তুমি যদি না জান অশ্রুমতী, তবে শোনো, তিনি মুসলমান— তিনি বিধর্মী, তিনি রাজপুতকুলের পরম শত্রু— তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই।

অশ্রু। কাকা, যদি সত্যই তিনি রাজপুতকুলের শত্রু হন, আর শত্রু হয়েও যদি মিত্রের মতো ব্যবহার করেন, তা হলে কি তাঁকে ভালোবাসা যেতে পারে না?

শক্ত। কি! অশ্রু, ভালোবাসা? তুমি রাজপুত-ললনা হয়ে অমন উচ্চকুলোদ্ভবা হয়ে কিনা একজন ঘৃণিত যবনকে হৃদয় দেবে? তা হলে কি কলঙ্ক রাখবার আর স্থান থাকবে? তা হলে কি আমরা আর কারো কাছে মুখ দেখাতে পারব? যে এরূপ অপরাধে অপরাধিনী, আমাদের রাজপুতসমাজে সে কুলকলঙ্কিনীর মার্জনার আশামাত্র নাই, তা জানো অশ্রুমতী? পৃথ্বীরাজ, কুলে শীলে গুণে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ— তাঁর সঙ্গে যদি বিবাহ হয় তো তুমি নিশ্চয় সুখী হবে। এখন আর কোনো আপত্তি কোরো না— এই বিবাহে হৃষ্টচিত্তে সম্মতি দাও।

অশ্রু। কাকা! আমি—

শক্ত। স্পষ্ট করে বলো। তোমার তাতে ইচ্ছা নাই?

অশ্রু। যদি কোনো রাজপুতমহিলা রাজপুতকুলের শত্রুকে বিবাহ করতে সম্মত হয়, তা হলে রাজপুতদের ব্যবস্থা-অনুসারে তার কি শাস্তি হতে পারে কাকা? আমি নয় সেই শাস্তি ভোগ করব—

শক্ত। কি সর্বনাশ! মুসলমানকে বিবাহ? কি ভয়ানক কথা শুনলেম, তার শাস্তি কি হতে পারে জিজ্ঞাসা কচ্ছিস? তার শাস্তি আর কি — আশু মৃত্যু— এই অসি খুলে সেই কলঙ্কিনীর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ— (অসি খুলিয়া)

অশ্রু। মারো কাকা, হৃদয় পেতে দিচ্ছি মারো— আমাকে বধ করে কলঙ্ক হতে মুক্ত হও। আমি সেলিম ভিন্ন আর কাউকে ভালোবাসতে পারব না।

শক্ত। কে? অশ্রুমতী? তুই? প্রতাপসিংহের দুহিতা! তোর মুখ থেকে এই কথা শুনছি?

অশ্রু। যদি সেলিমকে ভালোবেসে অপরাধী হয়ে থাকি কাকা তো আমার অপরাধ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি—

শক্ত। কি! সেলিমকে বিবাহ! যা বললি তা কি সত্যি? তুমি কি সেই অশ্রুমতী, না আর কেউ? তুই কি সূর্যবংশীয় রাজদুহিতা অশ্রুমতী? তুই ঘৃণিত মুসলমানকে হৃদয় দিয়েছিস?

অশ্রু। হ্যাঁ কাকা, দিয়েছি— আমাকে বধ করো।

শক্ত। রাজপুত-কুলের কলঙ্কিনি! তুই মৃত্যু ইচ্ছা কচ্ছিস— মৃত্যুই তোর উপযুক্ত দণ্ড সত্যি (মারিতে উদ্যত কিন্তু হঠাৎ ক্ষান্ত হইয়া স্বগত) না— আহা ওর কি দোষ? মলিনার কাছে ওর যেরূপ ঘটনা শুনেছি তাতে ও মার্জনীয়— ভীলদের মধ্যেই প্রায় সমস্ত জীবনটা কাটিয়েছে। ও রাজপুত-কুলের গৌরব কি বুঝবে? এখন ওকে বলপূর্বক এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে, আর উপায় নেই — এখন যেরকম দেখছি সেলিম শীঘ্রই বিবাহ করবে— যদি কিছুদিনের জন্য বিবাহটা স্থগিত রাখতে পারি তা হলে খানিকটা সময় পাই। (প্রকাশ্যে) আর, আর তোকে বধ কল্লেম না— কিন্তু এখনই তোর পিতার নিকট যাচ্ছি— তাঁকে গিয়ে বলব যে তোমার গুণবতী দুহিতা একজন ঘৃণিত মোগলকে বরমাল্য দিতে উদ্যত হয়েছে— তিনি এখন পীড়িত, এ কথা শুনলে যদিও বাঁচতেন তো আর বাঁচবেন না— এই সংবাদ শুনে সেই মৃত্যুশয্যা হতে যখন তিনি তোর উপর জলন্ত অভিশাপ বর্ষণ করতে করতে প্রাণত্যাগ করবেন, নৃশংসে, তখনই তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে? আমি চললেম।

অশ্রুমতী। না কাকা, যেও না কাকা— একটু দাঁড়াও, কি বললে কাকা? ও কথা শুনলে তিনি আর বাঁচবেন না? ও কথা তাঁকে তবে বোলো না কাকা — আমাকে এখনই বধ করো— আমাকে বধ করে কুলের কলঙ্ক এখনই মোচন করো। আমার হৃদয় যদি আর কাউকে দিতে পারতেম তো এই দণ্ডে দিতেম— কিন্তু কাকা আমার হৃদয় যে আমার নেই— কি করে দেব— আমি যে বিবাহে সম্মতি দিয়েছি— সে কথা আর কি করে ফেরাব? না কাকা, আমাকে এখনই বধ করো— আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করো।

শক্ত। আচ্ছা, আমি আর একটা কথা বলি— তা করতে পারবে?

অশ্রু। আর যা বলবে কাকা, তাই পারব।

শক্ত। যদি এর মধ্যে তুমি শুনতে পাও যে সেলিম বিবাহের দিন— এই ঘৃণিত বিবাহের— দিন স্থির করেছেন, তা হলে সে-বিবাহ তুমি এক সপ্তাহ স্থগিত রাখবার জন্য সেলিমকে অনুরোধ করতে পারবে? চুপ করে রইলে যে? এটুকুও পারবে না। আচ্ছা, তবে আমি চললেম— তোমার—

অশ্রু। না কাকা যেও না, আমি বলছি, আচ্ছা আমি অনুরোধ করব।

শক্ত। শুধু একবার মৌখিক অনুরোধ নয়, যাতে এক সপ্তাহ স্থগিত থাকে তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে, করবে কি না?

অশ্রু। আচ্ছা, কাকা করব।

শক্ত। আর একটা কথা। আমি যে এইখানে এসেছিলেম— আমি যে এই বিষয় তোমাকে কিছু বলেছি, তার বিন্দুবিসর্গও সেলিমকে বোলো না। বললে আমি বিষম বিপদে পড়ব। বলো— বলবে না?

অশ্রু। কাকা, তুমি যাতে বিপদে পড়বে এমন কথা আমি কেন বলব? আমি এ বিষয়ে কোনো কথাই বলব না।

শক্ত। আমি চললেম, দেখো, তুমি যা অঙ্গীকার কল্লে তার কিছুমাত্র যেন অন্যথা না হয়।

[শক্তসিংহের প্রস্থান

অশ্রু। (স্বগত) হা! আমার কি হবে? আমি রাজপুতও জানি নে, মুসলমানও জানি নে— আমার হৃদয় যাকে চায় আমি তাকেই জানি। তিনি যখন এসে বলবেন যে বিবাহের সব স্থির তখন আমি কি বলব? এই বিবাহের উপর তাঁর যখন জীবনের সুখ নির্ভর করছে; তখন সাতদিন দূরে থাক, একদিনের জন্যও কোন্ প্রাণে তাঁকে সেই সুখ হতে বঞ্চিত করব? হা! সেলিম! তোমাকে ভালোবাসলে কি পাপ হয়? বাবার সঙ্গে যদি কখনো দেখা হয়, আর সেলিম আমাকে কিরকম যত্ন করে এখানে রেখেছেন তা যদি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারি, তা হলে নিশ্চয় তিনিও সেলিমকে না ভালোবেসে থাকতে পারবেন না। এ সময়ে মলিনা কোথায় গেল? হৃদয়ের কথা কার কাছে বলে হৃদয় খালি করি, কোথায় যাই? ঐ যে সেলিম আসছেন; ওঁকে কোনো কথা বলব না বলে কাকার কাছে অঙ্গীকার করেছি— এখন কি করি?

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। এসো অশ্রু, বিবাহের সব প্রস্তুত— হৃদয় আর ধৈর্য মানে না। দীপমালা সব জ্বালানো হয়েছে, মসজিদ পুণ্য গন্ধেতে পূর্ণ হয়েছে, যে-সকল সুন্দরী মহিলা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল— আমার হৃদয় অধিকার করবার জন্য চেষ্টা কচ্ছিল, তারা সকলেই নিরাশ হয়ে তোমার প্রতি ঈর্ষা কটাক্ষ নিক্ষেপ করবার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। অন্তঃপুরের সকল বেগমরা এখন তোমার পদসেবা করবে, আমি পিতৃসিংহাসনে যখন আরোহণ করব, তুমিই তখন রাজমহিষী হবে। বিবাহের উৎসব এখনই আরম্ভ হবে, সকল অনুষ্ঠানই প্রস্তুত, এখন তুমি এলেই আমার জীবনের দুঃখ-নিশা প্রভাত হয়।

অশ্রু। (স্বগত) হা! এখন কি বলি?

সেলিম। এসো অশ্রু।

অশ্রু। (স্বগত) কি করি?

সেলিম। চুপ করে রইলে যে?

অশ্রু। সেলিম!

সেলিম। এসো, আমার হাত ধরো— এসো অশ্রু, সঙ্গে এসো।

অশ্রু। (স্বগত) হা! আমি এখন কোন্ প্রাণে সে কথা বলি?

সেলিম। (স্বগত) নববধূর লজ্জা চির-প্রসিদ্ধ— এ লজ্জা ভাঙতেও সুখ আছে— এতে আমার প্রেমানল যেন আরো আহুতি পাচ্ছে।

অশ্রু। সেলিম!

সেলিম। অশ্রুমতি, লজ্জায় রক্তিম রাগে তোমার মুখশ্রীর সৌন্দর্য যেন আরো দ্বিগুণ বেড়েছে— এসো অশ্রু, আর আমার বিলম্ব সয় না।

অশ্রু। ওঃ!

সেলিম। এ আনন্দের দিনে দীর্ঘনিশ্বাস কেন অশ্রু? আমার মাথায় যে বজ্র পড়ল!

অশ্রু। সেলিম! আমি তোমার সিংহাসনের প্রত্যাশী নই— আমি তোমার সঙ্গে যদি পর্ণকুটিরেও একত্র থাকতে পাই তা হলেও আমি আপনাকে চিরসুখী মনে করি, কিন্তু—

সেলিম। তবে আবার কিন্তু কি, অশ্রু?

অশ্রু। সেলিম! সেলিম! বিবাহ— স্থগিত—

সেলিম। হা! অদৃষ্ট! তুমি— তুমি এই কথা বলছ? অশ্রু!

অশ্রু। সেলিম!

সেলিম। বিবাহ স্থগিত! তুমিই এই কথা বলছ, অশ্রু?

অশ্রু। সেলিম! আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নে— আমি যাই—

[অশ্রুমতীর প্রস্থান

সেলিম। একি! (স্বগত) এ বিবাহে চারি দিকেই বাধা আছে সত্য কিন্তু এরকম স্থলে বাধা পাব আমি স্বপ্নেও মনে করি নি— দারুণ নিরাশা— দারুণ নিরাশা— ফরিদ! ফরিদ!

ফরিদের প্রবেশ

ফরিদ। আজ্ঞা হজুর!

সেলিম। ফরিদ, আমি অবাক হয়েছি! আমার তো বুঝতে ভুল হয় নি? আমি কি স্বপ্ন দেখলেম? আমার কাছ থেকে সত্যই কি সে পালিয়ে গেল? হা অদৃষ্ট! আজ কি দেখলেম? ফরিদ, হঠাৎ এ পরিবর্তনের কারণ কি বলো দেখি? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

ফরিদ। হজুর! তা আর পরিতাপ করলে কি হবে? কার হৃদয়ে কি আছে কে বলতে পারে? তা, সন্দেহকে মনে স্থান দিয়ে কেন বৃথা কষ্ট পাচ্ছেন? সন্দেহের এমন বিশেষ কারণই বা কি আছে?

সেলিম। কিন্তু ফরিদ, এ সুখের সংবাদে কোথায় আহ্লাদ হবে, না, উল্‌টো অশ্রুপাত— অবশেষে কিনা পলায়ন? এতে কি না সন্দেহ হতে পারে? সে রাজপুত নরাধমের এতদূর স্পর্ধা! ফরিদ, শেষকালে কিনা একজন বন্দীকে আমায় ভয় করে চলতে হবে? না না, তুমি সত্য করে বলো দেখি ফরিদ, তুমি তো সেই রাজপুতকে সেদিন দেখেছিলে— তার মুখের ভাবে তোমার কি বোধ হল? তার চোখের চাহনি কি ভালো করে নজর করেছিলে? তার চোখের ভাষা কি পষ্ট বুঝতে পেরেছিলে? আমার কাছে কিছু গোপন কোরো না; সত্যি কি সেই আমার প্রেমের হন্তারক? তুমি যে কোনো কথা কচ্ছ না ফরিদ?

ফরিদ। হজুর! অশ্রুপাত— দীর্ঘনিশ্বাস— সতৃষ্ণ চাহনি— এ-সব লক্ষণ তো সেদিন বড়ো ভালো ঠেকে নি— তবে এমন আমি কিছু দেখি নি যাতে—

সেলিম। ঐ যথেষ্ট। বিধাতা কি শেষে এই অপমান আমার অদৃষ্টে লিখেছিলেন? না, যদি অশ্রুমতীর এতে কোনো অপরাধ থাকত তা হলে সে এমন চাতুরী করে চলত যে আমার মনে আদপে সন্দেহের উদয় পর্যন্ত হতে দিত না। সে যদি ছলনাময়ী হত তা হলে কি উৎসের মতো শতধারায় তার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হয়? না ফরিদ, অশ্রুমতীকে সন্দেহ কোরো না। "তবে, তুমি বলছিলে না কি যে সে রাজপুতও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কচ্ছিল, অশ্রুপাত কচ্ছিল— তাতেই বা আমার কি এল গেল? কিন্তু না— কে জানে তার মধ্যেই যদি প্রেম প্রচ্ছন্ন থাকে, প্রচ্ছন্ন কি, তার কথায়-বার্তায় তো তা পষ্টই টের

পাওয়া যায়, কিন্তু সে রাজপুতকে যদি কালই তাড়িয়ে দি কিম্বা আবার বন্দী করি তা হলে আর সে আমার কি হানি করতে পারে?

ফরিদ। কিন্তু হজুর, আপনি তো আর-একবার সাক্ষাৎ করবার অনুমতি দিয়েছেন। পিতামাতার সংবাদ শোনবার জন্য রাজকুমারী উৎসুক আছেন।

সেলিম। কি! আবার তাকে দেখা করতে দেব? সে-রাজপুত— বিশ্বাসঘাতক রাজপুত আবার এসে দেখা করতে সাহস করবে? আচ্ছা, আমি অশ্রুমতীর কাছে সাক্ষাৎ করতে তাকে পাঠিয়ে দেব— তার মৃতদেহকে পাঠিয়ে দেব— তা হলে হবে? শুধু তা নয়, তার সাক্ষাৎকারের পিপাসা পূর্ণ মাত্রাতেই তৃপ্ত করব— নায়ক-নায়িকার উভয়ের হৃদয়ের রক্ত ভূতলে প্রবাহিত হয়ে পরস্পর একত্র আলিঙ্গন করবে। এর চেয়ে আর অধিক কি চাও? কিন্তু ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কি ভয়ানক কথা— কি জঘন্য কথাই আমার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হল, অশ্রুর প্রতি ওরূপ কথা ব্যবহার করা আর আমার হৃদয়-দেবতার অবমাননা করা কি এক নয়? না, অশ্রুর হৃদয় ছলনার উপকরণে কখনোই গঠিত নয়। আর যদিই বা আমি প্রতারিত হয়ে থাকি তাতেই বা কি? আমি কি এতই দুর্বল যে একজন স্ত্রীলোকের চপলতায় আমি একেবারে অধীর হয়ে পড়ব? না, তা কখনোই হবে না ফরিদ। বরঞ্চ আমি অশ্রুমতীর নাম পর্যন্ত বিস্মৃত হব, তবু আমার হৃদয়ে অরাজকতা কখনোই হতে দেব না। চলো, কিন্তু দেখো ফরিদ, এই ভবনে কড়াক্কড় পাহারা বসিয়ে দাও, অবরোধ-শৃঙ্খলকে আর কিছুমাত্র শিথিল হতে দিও না— অন্তঃপুরদ্বারে কঠোরতা ও বিভীষিকা স্বয়ং এসে প্রহরীর ভার গ্রহণ করুক, আমাদের চিরন্তন অবরোধ-প্রথা নিজ মূর্তি ধারণ করে ভীমদর্পে ও পূর্ণ প্রতাপে এখানে এখন আধিপত্য করুক— চলো।

[উভয়ের প্রস্থান

নবম গর্ভাঙ্ক

শিবির সমীপস্থ উদ্যান

মলিনার প্রবেশ

মলিনা। (পরিক্রমণ করিতে করিতে স্বগত) আ! বাঁচলেম— পৃথ্বীরাজ মুক্ত হয়েছেন, তিনি কি তখন আমাকে দেখতে পান নি? দেখতে পেলে নিশ্চয় দৌড়ে আগে আমার কাছেই আসতেন। না, বোধ হয় দেখতে পান নি। এখানেও কেন তিনি এ কয়দিন আসছেন না? তিনি কি আমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হন নি? আ! আমি কতদিনে তাঁকে দেখতে পাব? এখনই যদি এসে পড়েন তা হলে আমার কি আহ্লাদই হয়, কতকগুলো ভালো ভালো গান এইবেলা মনে করে রাখি, শোনাতে হবে— ও কে? ঐ যে, ঐ যে, বটবৃক্ষের তলায় পৃথ্বীরাজ বসে আছেন, কি মজা! ও দিকটা এতক্ষণ আমি দেখি নি? আ! আমার পৃথ্বীরাজ এসেছেন? কে বললে আমাকে দেখবার জন্য তিনি ব্যাকুল হন নি? আ! এতক্ষণে যেন আমি প্রাণ পেলেম, পৃথ্বীরাজ আমাকে এখনও দেখতে পান নি— উনি আপনার মনে কত কি ভাবছেন, ঘাড় নাড়ছেন, মাঝে মাঝে আবার মুচকি মুচকি হাসা হচ্ছে— বোধ হয় আমার সঙ্গে দেখা হবে মনে করে আনন্দ হয়েছে— আমি আস্তে আস্তে ওঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়াই। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেলে বড়ো মজাই হবে।

পৃথ্বীরাজের পশ্চাতে আসিয়া মলিনা দণ্ডায়মান

পৃথ্বীরাজ। (বটবৃক্ষ তলায় বসিয়া স্বগত) ফরিদের হাত দিয়ে অশ্রুমতীর কাছে চিঠি তো পাঠিয়েছি— এখন কি উত্তর আসে দেখা যাক! ফরিদের কাছে যেরকম শুনলেম, তাতে তো অনুকূল উত্তর আসবারই কথা! অশ্রুমতী যদি আমার হয় তো আমার কি সৌভাগ্য হবে। (প্রকাশ্যে) হা! অশ্রুমতী!

মলিনা। (স্বগত) ও কি কথা? 'হা অশ্রুমতী'? আমার নাম না করে সখীর নাম? এর মানে কি? ও বুঝিছি, সেলিমের সঙ্গে সখীর বিবাহ হলে যদি প্রতাপসিংহের নামে কলঙ্ক পড়ে সেই আশঙ্কায় ওঁর মন উদ্‌বিগ্ন হয়েছে, বুঝি তাই ভাবতে ভাবতে ঐরকম বলে উঠেছেন— এইবার তবে জানিয়ে দি আমি এসেছি। (করতালি প্রদান)

পৃথ্বীরাজ। (চমকিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান) কে ও? এ কে? কি! তুমি কোথা থেকে?

মলিনা। ও কি পৃথ্বীরাজ! আমাকে দেখে তোমার মুখ অমন নীল হয়ে গেল কেন? এতক্ষণ মুখ তোমার কেমন হাসি-হাসি ছিল, হঠাৎ কেন গম্ভীর হয়ে গেল?

পৃথ্বীরাজ। হঠাৎ চমকে গেলে কি ওরকম হয় না? (স্বগত) কি উৎপাত!

মলিনা। পৃথ্বীরাজ, একটু হাসো-না পৃথ্বীরাজ, তোমার হাসি অনেক দিন দেখি নি যে— আমার সখীর জন্য কি ভাবনা হয়েছে? অশ্রুমতী অশ্রুমতী করে চেঁচিয়ে উঠেছিলে কেন?

পৃথ্বীরাজ। কে চেঁচিয়ে উঠেছিল?

মলিনা। কেন পৃথ্বীরাজ, তুমি? তার জন্য কি কোনো রাজপুত পাত্র সন্ধান করে পেলে না?

পৃথ্বীরাজ। (স্বগত) এ কোথা থেকে সব টের পেয়েছে দেখছি— তা আর লুকিয়ে কি ফল? (প্রকাশ্যে) সব জেনে শুনে আবার আমাকে কেন বিদ্রূপ করতে এলে বলো দেখি?

মলিনা। বিদ্রূপ? বিদ্রূপ কি পৃথ্বীরাজ?

পৃথ্বীরাজ। বিদ্রূপ না তো আর কি? তুমি তোমার সখীর কাছে শুনেছ যে আমিই তাঁর বিবাহার্থী হয়েছি, এ জেনেও ওসব কথা জিজ্ঞাসা করবার আর অর্থ কি? আমি তো তোমার কাছে লুকোতে যাচ্ছি নে।

মলিনা। কি! তুমিই পৃথ্বীরাজ তাঁর বিবাহার্থী— তুমি অশ্রুমতীর পৃথ্বীরাজ? তুমি আর আমার নও? ওঃ! (মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতন)

পৃথ্বীরাজ। (স্বগত) এ কি বিপদ! তবে তো বলাটা ভালো হয় নি— আমি মনে করেছিলেম আমাকে বিদ্রূপ কচ্ছে বুঝি— মুখে একটু জলের ঝাপটা দি।

সরোবর হইতে জল লইয়া মুখে প্রদান

মলিনা। (চেতন লাভ করিয়া উঠিয়া বসিয়া পৃথ্বীরাজের মুখপানে চাহিয়া সকাতরে) পৃথ্বীরাজ! সত্যি কি তুমি আর আমার নও? আমি কি দোষ করেছি পৃথ্বীরাজ যে, তুমি আমাকে ত্যাগ করলে? আমি যে জাগ্রত স্বপনে

তোমাকেই ধ্যান করি, এই কি আমার অপরাধ? পৃথিবীতে আমার যে আর কেউ নেই পৃথ্বীরাজ! আমার জীবনের শেষ হয়ে আসছে, একটিবার কথা কও —এই শেষবার— আর আমি তোমাকে জ্বালাতন করতে আসব না—

পৃথ্বীরাজ। মলিনা, তোমাকে আমার হৃদয়ের ভাব গোপন করব না— তুমি আমার আশা ত্যাগ করো— কেন মিথ্যে কষ্ট পাও?

মলিনা। পৃথ্বীরাজ! তুমি সেই আমার পৃথ্বীরাজ— তোমার মুখ থেকে আজ আমার এই কথা শুনতে হল? যদি তুমি ঐ অসি দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে আমার এই হৃদয় বিদীর্ণ করতে তা হলেও আমি সুখে মরতে পারতেম। 'কেন কষ্ট পাও!' আমার কষ্ট কি তুমি বুঝতে পেরেছ? আমার হৃদয়ে যে কি আঘাত লেগেছে তা যদি তুমি একটু অনুভব করতেও পারতে তা হলেও আমার এত কষ্ট হত না— তা সত্যি পৃথ্বীরাজ, আমার প্রথমে আশা করাই অন্যায় হয়েছিল— আমি তোমার যোগ্য নই, আমার কি গুণ আছে যে তুমি আমাকে ভালোবাসবে—

পৃথ্বীরাজ। মলিনা— মলিনা— তুমি মিথ্যে কষ্ট পেও না— আমি এখন চললেম। (প্রস্থানোদ্যত)

মলিনা। পৃথ্বীরাজ, একটিবার দাঁড়াও— আমার শেষ কথাটি শুনে যাও —আমি হাজার কষ্ট পাই আমি কখনোই তোমার সুখে বাধা দেব না— আমাকে ত্যাগ করেই যদি তুমি সুখী হও তো সেই ভালো। পৃথ্বীরাজ, আমি জন্মের মতো বিদায় নিলেম— বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁচব না— যদি এ কঠিন প্রাণ ততদিন না বের হয় তা হলে সখীর বিবাহের বরণডালা পারি যদি আমিই মাথায় নেব। তুমি যে আমাকে একজন সখী বলে জ্ঞান করবে, আমার আর সে আশাও নেই, কিন্তু পৃথ্বীরাজ— এই আমার মিনতি— আর যদি কিছুই বলে না ভাবতে পার, নিদেন, তোমার চরণের একজন সামান্য দাসী বলেও আমাকে কখনো কখনো মনে কোরো— এই আমার শেষ মিনতি। (ক্রন্দন)

পৃথ্বী। (স্বগত) ওঃ কি বিপদ! (প্রকাশ্যে) মলিনা, এখন আমি চললেম।

[পৃথ্বীরাজের প্রস্থান

মলিনা। (স্বগত) হা! আমার এতদিনকার সুখের স্বপ্ন ভেঙে গেল!

এখন আর কি অবলম্বন করে থাকব? আমার তো আর কেউ নেই। যাকে প্রাণমন হৃদয়, সর্বস্ব সঁপেছিলেম—যাকে আমার বলে এতদিন ভেবে রেখেছিলেম, সে পৃথ্বীরাজ আর আমার নয়? হা!

বাগেশ্রী। আড়াঠেকা

প্রাণপণে প্রাণ সঁপিলাম যারে,
সেই হন্তারক প্রাণে।
কাঁদিব আর কার কাছে, কে আর আমার আছে,
যারে খুঁজি হৃদি মাঝে, সেই বজ্র হৃদে হানে।

[কাঁদিতে কাঁদিতে মলিনার প্রস্থান

দশম গর্ভাঙ্ক

অশ্রুমতীর ভবন

অশ্রুমতীর প্রবেশ

অশ্রু। (স্বগত) কি করি? কাকা যা বললেন, সেলিমের কাছে কি সব খুলে বলব? কেমন করেই বা বলি? আমি যে কথা দিয়েছি বলব না—আর তা হলে তাঁরও বিপদ হতে পারে—শুধু যদি বিবাহ স্থগিতের কথা বলি—যদি তার কারণ বলতে না পাই তা হলেই বা তিনি কি মনে করবেন? তিনি কি মনে করবেন না, বিবাহ করতে আমারই ইচ্ছে নাই? কেন আমি কাকার কথায় সম্মত হয়েছিলেম? সেলিম কি আমার সঙ্গে দেখা করবেন না? হা! ঐ যে আসছেন।

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। রাজকুমারি! সে এক সময় ছিল যখন আমার হৃদয় তোমার প্রেম-মোহে নিদ্রিত থাকতে ভালোবাসত—কিন্তু আর না—আমার সে নিদ্রা ভেঙেছে। ঈর্ষার জ্বালায় অস্থির হয়ে, মনে কোরো না, একজন সামান্য হতাশ প্রেমিকের মতো আমি তোমার উপর কতকগুলি কটু-কাটব্য বর্ষণ করতে এসেছি—তা নয়। দারুণ আঘাত পেয়েছি সত্য, কিন্তু আমার হৃদয় এতদূর দুর্বল মনে কোরো না যে তার জন্ত আমি একেবারে কাতর হয়ে পড়ব।

রাজকুমারি, আমি আজ স্থিরসংকল্প। যে সিংহাসনে তোমাকে বসাব মনে করেছিলেম সেই সিংহাসনে আর-একজনকে বসাব স্থির করেছি। এর জন্য আমি দারুণ কষ্ট পাব সত্যি, কিন্তু এখন এই আমার প্রতিজ্ঞা। এ তুমি বিলক্ষণ জেনো যে সেলিম সকলেতেই প্রস্তুত। তোমাকে আমি না পাই সেও ভালো, বরঞ্চ আমি তোমাতে বঞ্চিত হয়ে নৈরাশ্য-অনলে চিরকাল দগ্ধ হব— তবু তোমাকে এরূপ নিয়মে পেতে কখনোই ইচ্ছে করি নে যে তুমি নামে মাত্র আমার থাকবে; অথচ আমার বলে আমি তোমাকে মনে করতে পারব না। রাজকুমারি, আমি তোমার মোহমন্ত্রে আর ভুলি নে।

অশ্রু। কি কথা বললে সেলিম! সত্যই কি তুমি আর আমাকে ভালোবাস না? মোহ-মন্ত্র কি সেলিম? ধর্ম জানেন, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা ছাড়া আমি তো আর কোনো মন্ত্র জানি নে। সত্যই কি সেলিম, তুমি আমাকে আর ভালোবাসবে না? সত্য কি— (ক্রন্দন)

সেলিম। তুমি কি আর আমার ভালোবাসা চাও যে ও কথা বলছ? তুমিই তো ইচ্ছে করে— অশ্রুমতি, তুমি কাঁদছ?

অশ্রু। হা! সেলিম, নিদেন এইটে তুমি কখনো বিশ্বাস কোরো না যে, আমি তোমার সিংহাসনের ভিখারী— আমি আর কিছুরই জন্য দুঃখ করি নে— আর কিছুরই প্রত্যাশী নই, আমি কেবল তোমাকেই চাই। পাছে তোমাকে হারাই— তোমার হৃদয়কে হারাই, এই আমার ভাবনা— এই আমার যাতনার একমাত্র কারণ।

সেলিম। অশ্রু! তুমি আমাকে ভালোবাস?

অশ্রু। আমি ভালোবাসি কি না? হা!

সেলিম। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে— আমি অবাক হয়েছি! আমাকে ভালোবাস? তবে কেন নৃশংসে, আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে? হা আমি আপনাকেই এখনো ভালো করে চিনতে পাল্লেম না তো তোমার হৃদয় কি বুঝব অশ্রুমতি! আমি মনে করেছিলেম যে নিরাশার বলে আমি এতদূর বলীয়ান হয়েছি যে আমার হৃদয়কে আমি বশে রাখতে পারব, আমি আর কারো প্রেমে মুগ্ধ হব না— কিন্তু না। আমি দেখছি— আমার হৃদয়ে সে বল নাই— আর, সে পিশাচের বল আমি প্রার্থনাও করি না— যে বলে হৃদয় অশ্রুর প্রেম বিস্মৃত হয়, এমন বলে বলীয়ান হয়ে কাজ নেই— কি! আমার হৃদয়-

সিংহাসনে আমি আর কাউকে বসতে দেব ? না, সে কথা মনেও কোরো না— না অশ্রু, তোমাকে আমি যে এতক্ষণ মিছেমিছি কষ্ট দিলেম তার জন্য আমাকে মাপ করো— আর আমি তোমাকে কষ্ট দেব না— তোমাকে ভিন্ন কি আমি আর কাউকে ভালোবাসতে পারি অশ্রু ? কিন্তু কেন অশ্রুমতি, তুমি আমার জীবনের চিরসুখকে স্থগিত রাখবার জন্য অনুরোধ করছিলে ? বলো অশ্রু ! তুমি কি স্বামীর কঠোর কর্তৃত্বের ভয় করো ? সে ভয়ের তো কোনো কারণ নেই— তবে কি সচরাচর স্ত্রীলোকেরা যেরূপ ছল করে প্রেমিকের ভালোবাসা বাড়ায়— এ কি সেইরূপ ছল মাত্র ? কিন্তু সেরূপ ছলে তোমার তো কোনো প্রয়োজন নাই— তোমার মতো সরলার জন্য তো ছলের সৃষ্টি হয় নি !

অশ্রু। সেলিম, আমি কোনো ছল জানি নে।—

সেলিম। আমার যে সব প্রহেলিকা মনে হচ্ছে— কেন অশ্রু, আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার কচ্ছ ?

অশ্রু। হা !

সেলিম। এমন কি গোপনীয় কথা যে আমার কাছে লুকোচ্ছ অশ্রু ? কোনো রাজপুত কি আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত কচ্ছে ?

অশ্রু। সেলিম, তোমার বিরুদ্ধে কেউ চক্রান্ত কচ্ছে, আর আমি তা জেনেও কি কখনো চুপ করে থাকতে পারি ? না সেলিম। এ আর কারো বিপদ নয়— এ আমারই বিপদ, আমিই তার ফলভোগী।

সেলিম। সে কি অশ্রু, তোমার বিপদ, তুমিই তার ফলভোগী।

অশ্রু। সেলিম, তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।

সেলিম। ভিক্ষা কি অশ্রু ? আমার জীবন চাও তো এখনই দিতে পারি।

অশ্রু। সেলিম, আমাদের বিবাহ এক সপ্তাহের জন্য কেন যে স্থগিত রাখতে হবে, তার কারণ আমাকে আর জিজ্ঞাসা কোরো না, এই ভিক্ষা।

সেলিম। কারণ জানতে পাব না ?

অশ্রু। সেলিম, আমার পরে যদি তোমার একটুও ভালোবাসা থাকে তো এই অনুরোধটি আমার অগ্রাহ্য কোরো না।

সেলিম। আচ্ছা, তুমি যখন বলছ তখন আমি আর 'না' বলতে পারি

নে। আচ্ছা, সম্মত হলেম। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। এটা মনে থাকে যেন অশ্রু, যে তোমার কথাতেই আমি এতদূর ত্যাগ স্বীকার কল্লেম।

অশ্রু। (স্বগত) হা! সেলিম আমার জন্য তুমি কত কষ্টই পাচ্ছ— আমি কি বিপদেই পড়েছি— কি করে এখন —

[সজল নয়নে প্রস্থান

সেলিম। তুমি চললে অশ্রু ?

অশ্রু। সেলিম! আর পারি নে— ওঃ—

[প্রস্থান

সেলিম। (স্বগত) আমি তবে এখন যাই, এ কি ব্যাপার ? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে।

[সেলিমের প্রস্থান

একাদশ গর্ভাঙ্ক

সেলিমের ঘর

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। (স্বগত) কেন আমি সহজে তার অনুরোধ গ্রাহ্য করলেম ? যদি সত্যই আমাকে সে ভালোবাসে তো আমার কাছে গোপন রাখবার বিষয় তার কি থাকতে পারে ? সাতদিন বিবাহ স্থগিত, আর তার কারণও আমি জানতে পাব না ? এ কি প্রকার অনুরোধ ? এসব কি ছলনার কথা নয় ? রাজপুত রমণীদের ছলনার অন্ত পাওয়া যায় না। কমলাদেবী, পদ্মিনী, উঃ কি বুদ্ধি কি প্রতারণা! কিন্তু অশ্রুও কি সেই উপকরণে গঠিত— না, আমার ও সন্দেহ মনে স্থান দেওয়াই অন্যায়। আমিই তার প্রতি অন্যায় কচ্ছি। সে যখন বলছে আমাকে সে ভালোবাসে, তাই যথেষ্ট, তাতেই আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অবশ্য গোপন করবার কোনো কারণ আছে, সে কারণ আমার জানবারই বা প্রয়োজন কি ? না অশ্রুমতীকে আমি কখনোই অবিশ্বাস করতে পারি নে— আহা ছলনা কাকে বলে সে সরল

জানে না। আমার প্রতি যে তার প্রগাঢ় ভালোবাসা আছে তা তার মুখের ভাবে, চোখের ভাবে বেশ প্রকাশ পায়।

ফরিদের প্রবেশ

ফরিদ। হজুরকে আজ আবার যে উদ্‌বিগ্ন দেখছি।

সেলিম। দেখো ফরিদ, বিবাহ সাতদিনের জন্য স্থগিত করতে হল।

ফরিদ। সে কি কথা হজুর? আমরা সেই শুভদিনের জন্য কত আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করে রয়েছি— স্থগিত রাখবার কারণ কি হজুর?

সেলিম। তার কারণ আমিও জানি নে। অশ্রুমতীর অনুরোধ।

ফরিদ। হজুর, আপনি কারণ না জেনে সহজেই অনুরোধ গ্রাহ্য করলেন?

সেলিম। কারণ আমি জিজ্ঞাসা করতে পাব না, সেও তার আর-একটি অনুরোধ।

ফরিদ। কারণ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে পাবেন না? তা বলতে পারি নে— আমরা সামান্য ব্যক্তি, আমাদের মনে এতে নানারকম সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে আপনারা হচ্ছেন উদারচরিতের লোক, আপনাদের মনে সন্দেহ না হবারই কথা।

সেলিম। তুমি বলো কি ফরিদ? এতে আর কি সন্দেহ হতে পারে? অশ্রুমতীর উপরে আমার কোনো সন্দেহ হতে পারে না।

পত্রহস্তে একজন রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। হজুর সুলতান! রাজকুমারী অশ্রুমতীর নামের এই চিঠি রক্ষকেরা পথে আটকিয়েছে।

সেলিম। কই চিঠি? কই দেখি? পত্রবাহক কে? দাও— দাও— আমার হাতে দাও।

রক্ষক। হজুর! একজন রাজপুত ভৃত্য এই চিঠি নিয়ে রাজকুমারীর ভবনে গোপনে প্রবেশ কচ্ছিল, তাই ধরা পড়েছে।

সেলিম। (পত্র লইয়া স্বগত) কি না জানি এতে আছে— আমার হৃদয় কাঁপছে।

[রক্ষকের প্রস্থান

ফরিদ। হজুর! এই পত্রপাঠে বোধ হয় আপনার হৃদয়ের উদ্‌বেগ দূর হবে, আমাদেরও সন্দেহ ভঞ্জন হবে।

সেলিম। পড়ে দেখা যাক্! আমার হাত কাঁপছে— কি যে অদৃষ্টে আছে বলতে পারি নে— কিন্তু এতই কিসের ভয়? সুলতান সেলিম কি আজ একখানি পত্র খুলতেও কম্পিত-দেহ হবে! হো! (পত্রপাঠ)

পত্র

যে অবধি হেরিয়াছি ও চারু বয়ান
পিপাসিত হয়ে আছি চাতক সমান।
প্রকাশিব আর যাহা আছে বলিবার,
দ্বিপ্রহর রাত্রি-যোগে খুলিও দুয়ার॥

প্রেমাকাঙ্ক্ষী পৃথ্বীরাজ

সেলিম। (পত্র হস্ত হতে স্খলিত হওন) কি সর্বনাশ! শুনলে তো? তোমার বক্তব্য কি?

ফরিদ। আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? আমি আঁর কি বলব?

সেলিম। ফরিদ! তুমিই বিবেচনা করো। আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার?

ফরিদ। উঃ! কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! হজুর মার্জনা করবেন। আপনার বিশ্বাসকেও ধন্য! আপনি এতেও অটল আছেন। কি ভয়ানক!

সেলিম। সেই বিশ্বাসঘাতিনীর কাছে যাও ফরিদ, এখনই যাও! এই পত্র নিয়ে দেখাও-গে! এ পত্র দেখে তার আপাদমস্তক কেঁপে উঠুক— আর সহস্র তীব্র ছোরা তার ছলনাময় হৃদয়ে এখনই বসিয়ে দাও— যাও ফরিদ, যাও—

ফরিদ। হজুর, আমি এখনই যাচ্ছি। (কিয়দ্দূর গমন)

সেলিম। হা! না ফরিদ থামো, থামো, না। এখনও সে সময় হয় নি— সে রাজপত্নীকে এইখানে আমার সামনে নিয়ে আসুক। ফরিদ, এখনই তাকে আনতে বলে দাও।

ফরিদ। যে আজ্ঞা হজুর!

ফরিদের প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ

সেলিম। আনতে লোক পাঠিয়ে দিলে?

ফরিদ। আজ্ঞা হাঁ!

সেলিম। (স্বগত) না, তা আর করে কাজ নেই— কি করবে তবে? ওঃ!

ফরিদ। কি ভয়ানক অপমানের কথা!

সেলিম। এতক্ষণে তার গোপনীয় কথা জানতে পারলেম! তাই ভয়ে ও লজ্জায় আমার কাছে মুখ দেখাতে না পেরে মায়াকান্না কাঁদতে কাঁদতে তখন আমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল? আমাকে বঞ্চনা! তুই অশ্রুমতি, তুই!

ফরিদ। হুঁঃ, আমি তো আগেই বলেছিলেম হজুর যে স্ত্রীলোকের কুটিলতার অন্ত পাওয়া যায় না— পৃথ্বীরাজের তো আমি তেমন দোষ দেখি নে— একজন যদি তাকে ভালোবাসে তো কাজেই যে—

সেলিম। পৃথ্বীরাজ, নরাধম কি অকৃতজ্ঞ, তাকে আমি কারাগার হতে মুক্তি দিলেম; আর মুক্তি পাবামাত্রই কিনা তার এই কাজ? কিন্তু তার যতই দোষ হোক না, তার চেয়ে সে বিশ্বাসঘাতিনী সহস্র গুণে অপরাধী। ফরিদ, তাকে তুমিই তো বন্দী করে এনেছিলে, তার রক্ষণাবেক্ষণ-ভার যদি আমি না নিতেম, তা হলে তার সামান্য বন্দীর মতো কত দুর কষ্ট ভোগ করতে হত বলো দেখি? সে কি জানে না আমি তার জন্য কত দুর করেছি? হা হতভাগিনি!

ফরিদ। হজুর যেরকম যত্ন কচ্ছেন, আর কেউ হলে কি তা করত? ও ভ্রষ্টা হজুরের উপযুক্ত নয়, ওর যেরকম ব্যবহার, ওকে গলায় হাত দিয়ে রাস্তায় বের করে দেওয়া উচিত; স্ত্রীহত্যাটা ভালো নয়, ওর শাস্তি ঐ।

সেলিম। না ফরিদ, আর একটা পরীক্ষা করে দেখি, তাতে যদি প্রমাণ হয় তো তুমি যা বলবে তাই করব। ছলনার ঔষধ ছলনা।

ফরিদ। এখনো কি হজুর, প্রমাণ হতে বাকি আছে— দুজনের পূর্ব হতে যোগাযোগ না থাকলে সে নরাধম রাজপুত কি ওরূপ অসম্ভব, ওরূপ অসংকোচে ওরূপ বিশ্বস্তভাবে বলতে পারে—

দ্বিপ্রহর রাত্রি-যোগে খুলিও দুয়ার।

কি ভয়ানক কথা! বলেন কি হজুর!

সেলিম। ভয়ানক নয় ফরিদ? এরকম স্বচক্ষে দেখলেও আমার হঠাৎ বিশ্বাস হয় না।

ফরিদ। হুজুর, বেয়াদপি মাপ করবেন, সে যে কি কুহক জানে। হুজুর তাকে একবার দেখলেই সব ভুলে যাবেন দেখছি, সে বিশ্বাসঘাতিনীর মুখে আপনি তখন সরলতার কত ছবিই আবার দেখতে পাবেন। হা আমার অদৃষ্ট!

সেলিম। এই-সব অকাট্য প্রমাণ পেয়েও আবার ভুলব? বলো কি তুমি? আমি কি পরীক্ষা করতে যাচ্ছি শোনো। আমি এ চিঠি আর তাকে দেখাব না। একজন অপরিচিত লোক দিয়ে এই চিঠিটা তার কাছে পাঠিয়ে দাও, দেখি এর কি উত্তর দেয়, যদি দ্বিপ্রহর রাত্রে সেই রাজপুতকে আসতে বলে, তবেই আর প্রমাণের কিছু বাকি থাকবে না— আমি দেখতে চাই, স্ত্রীলোকের ছলনাময়ী বুদ্ধির কত দূর দৌড়।

ফরিদ। কিন্তু, হুজুর, আপনি যে তার সঙ্গে একবার দেখা করবেন, সেইটিই অলক্ষণের কথা— হুজুরের যেরূপ সরল হৃদয়—

সেলিম। না সে ভয় কোরো না। তুমি এই চিঠিটা নিয়ে এখনই যাও, একজন বিশ্বাসী দাসকে দিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দেও— ঠিক যেন তার হাতে পড়ে— যাও শীঘ্র যাও, আমি আর তার সঙ্গে দেখা কচ্ছি নে— তার এখানে এসে কাজ নেই— এ কি! ঐ যে এসে পড়েছে! কি সর্বনাশ! (স্বগত) আহা! সত্যি! ফারদ, তুমি যাই বল-না কেন, ঐ সরল মুখচ্ছবিতে ছলনার কি একটু আভাসও পাওয়া যায়? ওকে দেখলে কঠোর কথা কি আর মুখ দিয়ে বেরোতে চায়?

অশ্রুমতীর প্রবেশ

অশ্রু। কেন সেলিম, আমাকে ডেকেছ?

সেলিম। রাজকুমারি! আমার মনের একটা সন্দেহ দূর করবার জন্য তোমাকে ডেকেছি। ঠিক কথা বোলো— না হলে তুমিও চিরজীবন অসুখী হবে, আমিও হব। আমি যে তোমাকে এতদিন প্রাণপণে যত্ন করে আসছি— তোমার নিকট সমস্ত হৃদয় খুলেছি— তোমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি— তারই প্রতিদান স্বরূপ তোমার মনে কৃতজ্ঞতার উদয় হতেও পারে— কিন্তু ঠিক করে বলো— আমাকে বঞ্চনা কোরো না— যদি কারো প্রেম তোমার হৃদয়কে এতদূর অধিকার করে থাকে যে সে কৃতজ্ঞতাটুকুও এখন আর সেখানে স্থান পায় না— তা হলে বলো—

এখনই মুক্ত কণ্ঠে বলো— আমিও মুক্তহৃদয়ে মার্জনা কচ্ছি। এই কিন্তু সময়, আর সময় নাই!

অশ্রু। সে কি সেলিম, এরকম কথা আমাকে বলছ কেন? আমি কি দোষ করেছি যে মার্জনার কথা বলছ? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। আমার হৃদয়ের কথা তো তোমাকে কতবার বলেছি— আবার তা জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন? সেলিম, তোমাকে ভালোবাসি কি না, তাও কি এখন আবার শপথ করে বলতে হবে? (ক্রন্দন)

সেলিম। (স্বগত) এখনো আমার কাছে ভালোবাসা জানাচ্ছে? কি ভয়ানক ছলনা! আমার হাতে প্রমাণ পর্যন্ত রয়েছে— তবু এখনো বঞ্চনা— আরে মিথ্যাবাদিনি! (প্রকাশ্যে) অশ্রুমতি!

অশ্রু। কেন সেলিম? তোমার হৃদয় কেন এত উদ্‌বিগ্ন হয়েছে আমাকে বলো। আমি তোমার কি করিছি?

সেলিম। না, আমার কোনো উদ্‌বেগ নাই— তুমি আমাকে ভালোবাস বলছ?

অশ্রু। অন্যদিনে সেলিম তুমি ভালোবাসার কথা ওরকম স্বরে তো বল না— আজ ওরকম স্বরে বলছ কেন?

সেলিম। এখনো বলছ তুমি আমাকে ভালোবাস?

অশ্রু। ওরকম তীব্র দৃষ্টিতে আজ আমাকে দেখছ কেন? কেন আমাকে সন্দেহ কচ্ছ সেলিম? কি হয়েছে খুলে বলো। আমি এখনই তার উত্তর দিচ্ছি।

সেলিম। না, আমার আর কোনো সন্দেহ নাই। তুমি এখন যেতে পার।

[অশ্রুর প্রস্থান

ফরিদের প্রবেশ

সেলিম। দেখো ফরিদ! আমি আশ্চর্য হলেম— কথাবার্তা এখনো এমনি মধুর যে অন্তরের হলাহল কিছুতেই প্রকাশ হবার নয়। বরাবর শেষ পর্যন্ত পূর্বভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখলেম না— এক ভাবেই কথা কইলে— অপরাধ করলে যে ভাব হয়, মুখে তার চিহ্নমাত্রও প্রকাশ হতে দিলে না।

এই অল্প বয়সে চাতুরীতে কি এতই পরিপক্ক হয়েছে? একজন বিশ্বাসী দাসের হাত দিয়ে সে পত্র তো পাঠিয়ে দিয়েছ ফরিদ?

ফরিদ। আজ্ঞা হাঁ, সে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু হজুর, আমি যা ভেবেছিলেম তাই! সে কুহকিনীকে দেখবামাত্রই আবার দেখছি সব ভুলে গেছেন।

সেলিম। কে জানে ফরিদ, তাকে অবিশ্বাস করতে আমার হৃদয় কিছুতেই চায় না— আমাদের বোঝবার যদি কিছু ভ্রম হয়ে থাকে— এখনো সে সন্দেহ ভঞ্জন হতে পারে। এখনো—

ফরিদ। এখনো? বলেন কি হজুর, এখনো? এ-সব স্থলে এক-একবার অন্ধ হতেও ইচ্ছা হয় বটে!

সেলিম। না ফরিদ, তা নয়— আমার একটা কথা মনে হয়েছে— এখনো আমার আশা আছে। অশ্রুমতীকে দেখে সেই দুঃসাহসী রাজপুত একেবারে মোহিত হয়ে গিয়ে থাকবে— অশ্রুমতী কোনো আশা না দিলেও সে দুর্মতি উন্মত্তের ন্যায় তাকে পাবার জন্য হয়তো লালায়িত হয়েছে— তাতে অশ্রুমতীর কি দোষ হতে পারে? দেখো ফরিদ, এক কাজ করো— সেই দ্বিপ্রহর রাত্রে— যে সময়ে ভীষণ দুষ্কর্ম-সকল সচরাচর আচরিত হয় সেই সময়— যখন সেই রাজপুত, অশ্রুমতী ভবনের ত্রিসীমায় পদার্পণ করবে, রক্ষকদের বিশেষ করে বলে দেও যেন তখনই তাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করে আমার কাছে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে— কিন্তু দেখো অশ্রুমতীকে যেন কেউ কিছু না বলে— ফরিদ, তুমি কি আমার দুর্বলতা দেখে মনে মনে হাসছ? না, তা ভেবো না— তার প্রেমে অন্ধ হয়ে আমি এ কথা বলছি নে— আমি বুঝে-সুঝেই তোমাকে এই আজ্ঞা দিলেম— যাও।

ফরিদ। যে আজ্ঞা হজুর, আমার এতে আর কি বক্তব্য আছে?

[ফরিদের প্রস্থান ও কিছুক্ষণ পরে সেলিমের প্রস্থান

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক

অশ্রুমতীর ভবন

অশ্রুমতী। (স্বগত) হৃদয় গেল— আর পারি নে— কাকা যদি আসেন তো তাঁর পায়ে জড়িয়ে ধরে একবার বলি যে "কাকা, মার্জনা করো, আমি আর গোপন করে রাখতে পারি নে— সেলিমকে সব খুলে বলি— তিনি শুনলে তোমার কোনো হানি হবে না— তাঁর হৃদয় অতি উদার— তিনি কিছু বলবেন না।" কই, তিনিও তো সেই অবধি আর আসছেন না— মলিনাই বা কোথায় গেল? তাকে খুলে বললেও যে আমার হৃদয়টা একটু হাল্কি হয়— তা, তাকেও যে দেখতে পাচ্ছি নে। হাঃ, আমি এখন কি করি? ঐ যে মলিনা আসছে— এখন হৃদয়ের কথা খুলে তবু বাঁচব।

মলিনার প্রবেশ

অশ্রু। ভাই মলিনা, তুমি ভাই কোথায় ছিলে? তুমি এলে বাঁচলেম —তোমাকে বললে তবু হৃদয়টা একটু খালি হবে। ওকি ভাই, তোমার চোখে জল কেন? আমি জানি আমারই কপাল মন্দ— তোমার তো ভাই দুঃখের কোনো কারণই নেই।

মলিনা। তোমার ভাই কপাল মন্দ কিসে? তোমার ভাই এমনি কপাল যে তোমার ভালোবাসা পাবার জন্য কত লোকে পাগল—

অশ্রু। আমি ভাই আর কারো ভালোবাসা চাই নে— সেলিমকে পেলেই বত্তে যাই—

মলিনা। সেলিম তো তোমাকে ভালোবাসেনই— তাতে কি তোমার সন্দেহ আছে?

অশ্রু। ভাই মলিনা, আমার কি ভয়ানক অবস্থা হয়েছে শোনো— কতক্ষণে তোমাকে বলব এইজন্য অপেক্ষা করে আছি। কাকা একদিন এখানে এসে আমাকে বললেন যে পৃথ্বীরাজকে— তোমার পৃথ্বীরাজকে— আমার বিবাহের পাত্র স্থির করেছেন।

মলিনা। কে ভাই? আমার পৃথ্বীরাজ? আমার? ওঃ!

অশ্রু। হ্যাঁ ভাই, তোমার পৃথ্বীরাজ— তা ভাই সে কথা শুনে আমার ভাই যেন মাথায় বজ্রাঘাত হল— আমি লজ্জা-শরম ত্যাগ করে তাঁকে স্পষ্ট বললেম যে সেলিম ছাড়া আমি আর কাকেও ভালোবাসতে পারব না— তাতে তিনি আমাকে অনেক তিরস্কার করে শেষ আমার প্রাণ বধ কত্তেও উদ্যত হলেন— তবুও যখন আমি সম্মত হলেম না— তখন কাকা বললেন যে এখনি তিনি পিতার কাছে এই কথা বলতে পাবেন— পিতা পীড়ায় শয্যাগত— এ কথা শুনলে তিনি আর এক মুহূর্তও বাঁচবেন না— আমি এই কথা শুনে বড়োই অধীর হলেম— আমি তাঁকে বললেম যে ও কথা তবে তাঁকে বোলো— আমি আর কাউকে বিবাহ করতে পারব না— এ ছাড়া আর যা বলবে আমি তাই করব। তা তিনি বললেন, "আচ্ছা সেলিম যদি বিবাহের প্রস্তাব করতে আসেন তো তুমি সাতদিনের জন্য বিবাহ স্থগিত রাখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে পারবে?" আমি করব বলে অঙ্গীকার করলেম— আরো তিনি বললেন, "আমি যে এ বিষয়ে কোনো প্রস্তাব তোমার কাছে করেছি— কি তোমার এখানে এসেছি, সে বিষয় বিন্দুবিসর্গও সেলিমকে বলতে পারবে না।" আমি ভাই না ভেবে চিন্তে এতেও সায় দিয়েছিলেম— তারই ভাই ফল এমন ভুগতে হচ্ছে— সেলিম যখন বিবাহের সব স্থির হয়েছে বলে আমাকে নিতে এলেন— আমি সাত-দিন বিবাহ স্থগিত রাখতে আর তার কারণ আমাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করতে অনেক কষ্টে তাঁকে অনুরোধ কল্লেম— তা এর দরুণ ভাই আমার ভালোবাসার উপরেই তাঁর কখনো কখনো সন্দেহ হচ্ছে— কাকাকে কথা দিয়েছি বলেই যে আমার এইরকম অনুরোধ করতে হয়েছে তা ভাই আমি তো আর বলতে পাচ্ছি নে— এইজন্য ভারি বিপদে পড়েছি! এ কথা আমি সেলিমকে বলতে পাচ্ছি নে বলে আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে— এখন কি করি ভাই?

মলিনা। যাকে নিয়ে তোমার ভাই বিপদ— তার জন্যই আমার সর্বনাশ! তুমি ভাই বলছিলে— আমার পৃথ্বীরাজ? না ভাই পৃথ্বীরাজ এখন আর আমার নন। এখন তিনি তোমার! (ক্রন্দন)

অশ্রু। কি ভাই মলিনা? তুমিও ঐ কথা বলছ? সেলিম ভিন্ন আমার বলে তো ভাই আমি আর কাউকে জানি নে।

মলিনা। কিন্তু ভাই, পৃথ্বীরাজ তোমাকেই ভালোবাসেন— তুমি ভাই তাঁকে ভালোবাসবে না? ভালোবেসো। (ক্রন্দন)

অশ্রু। ও কি কথা ভাই মলিনা? আমাকে কেন ভাই কষ্ট দাও? সেলিম ছাড়া কি ভাই আমি আর কাউকে ভালোবাসতে পারি? পৃথ্বীরাজ, যাঁর কথা তুমি ভাই আমাকে কতদিন বলেছ, তাঁর ভাই এইরকম ব্যবহার?

মলিনা। না ভাই তাঁকে দোষ দিও না— আমি ভাই তাঁর যোগ্য নই— আমার কি গুণ আছে যে তাঁর মনে ধরবে? তিনি ভাই আমাকে পষ্ট বলেছেন যে তোমাকেই ভালোবাসেন— আমাকে ভালোবাসেন না। (ক্রন্দন)

অশ্রু। এ কি ভয়ানক কথা ভাই! যদি আমার বাপ-মার সংবাদ দিতে আর কখনো তিনি আমার কাছে আসেন, তা হলে আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারি যে কাকার প্রস্তাবে তিনি যেন না ভোলেন— যেন তিনি এ বেশ জানেন যে সেলিম ভিন্ন আমার হৃদয়ে আর কারো স্থান নেই— এ কথা তাঁকে বুঝিয়ে দিলে তিনি কি ভাই আবার তোমাকে ভালোবাসবেন না?

মলিনা। উঃ! কথায় ভাই আর কাজ নেই— তিনি— তিনি— তিনি কি ভাই আমার আছেন? ওঃ! (ক্রন্দন)

অশ্রু। মলিনা, কেঁদো না ভাই— দেখো পৃথ্বীরাজ, আবার ভাই তোমার হবেন।

পত্র লইয়া একজন দাসের প্রবেশ

দাস। (অশ্রুমতীর প্রতি) রাজকুমারি, পৃথ্বীরাজ আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন।

অশ্রু। কে? পৃথ্বীরাজ? সে কি!

মলিনা। কি পত্র ভাই? পৃথ্বীরাজ তোমায় লিখেছেন? হা।

অশ্রু। (পত্রপাঠ)—

যে অবধি হেরিয়াছি ও চারু বয়ান
পিপাসিত হয়ে আছি চাতক সমান।
প্রকাশিব আর যাহা আছে বলিবার।
দ্বিপ্রহর রাত্রিযোগে খুলিও দুয়ার॥

প্রেমাকাঙ্ক্ষী পৃথ্বীরাজ

(দাসের প্রতি) এ পত্র ফিরে নিয়ে যাও, তাঁকে বোলো এরকম পত্র আমি গ্রহণ করি নে— আর যেন না পাঠান।

মলিনা। কেন ভাই অশ্রু তাঁর অপমান কর? তুমি তাঁকে নাই ভালোবাসলে, তিনি তো তোমাকে ভালোবাসেন— তিনি যদি এখানে আসেন তাতে তোমার কি ক্ষতি? তুমি যদি তাঁকে দেখতে না চাও, আমি তাঁকে দেখেও তো তৃপ্ত হব। আমি ভাই একবার দেখব, আমার পৃথ্বীরাজ তোমাকে কিরকম করে আমার সামনে সাধেন? (ক্রন্দন)

অশ্রু। আচ্ছা ভাই তিনি আসুন, আমি পষ্ট তাঁকে বলব, আমার ভালোবাসা তিনি কখনোই পাবেন না— তা হলে তোমার সঙ্গে আবার ভাই মিলন হয়ে যাবে। (দাসের প্রতি) আচ্ছা, তাঁকে আসতে বোলো।

দাস। যে আজ্ঞা।

[দাসের প্রস্থান

মলিনা। আমিও ভাই যাই।

[মলিনার প্রস্থান

অশ্রু। (স্বগত) হা! সেলিম কেন এখনো আসছেন না? তাঁর তো আসবার সময় হয়েছে। দেখি-গে যাই।

[অশ্রুমতীর প্রস্থান

ত্রয়োদশ গর্ভাঙ্ক

শিবিরের সন্নিকট একটা পথ

পৃথ্বীরাজ ও শক্তসিংহের প্রবেশ

শক্ত। সে পত্রের কি কোনো উত্তর পেয়েছ?

পৃথ্বী। হাঁ পেয়েছি— দ্বিপ্রহর রাত্রে সেখানে যাবার কথা আছে।

শক্ত। তা হলে বেশ হয়েছে। আমি পাল্কি প্রভৃতি প্রস্তুত করে রেখে একটু দূরে অপেক্ষা করব। তুমি যখন তার হৃদয়কে একটু অধিকার করতে পেরেছ তখন তুমি তাকে বলে-কয়ে অনায়াসেই বের করে আনতে পারবে, বলপ্রয়োগের বোধ হয় আর প্রয়োজন হবে না।

পৃথ্বী। কিন্তু এখন শুনতে পাই নাকি বড়ো কড়াক্কড় পাহারা। তার উপায় কি বলো দেখি ?

শক্ত। তার কোনো ভাবনা নাই। ফরিদের সঙ্গে সে বিষয় আমার ঠিকঠাক হয়ে আছে। কিন্তু দেখো পৃথ্বীরাজ, ফরিদকে আমরা যে এ'ত বিশ্বাস কচ্ছি— শেষকালে তো সে আমাদের কোনো প্যাঁচে ফেলবে না ? তার কোনো দুরভিসন্ধি নেই তো ?

পৃথ্বী। না, সে বিষয়ে তুমি কিছুমাত্র ভয় কোরো না। আমি ফরিদকে বিলক্ষণ জানি। কিন্তু একটা আমার ভয় আছে— সে সময় মলিনার সঙ্গে যদি আমার দেখা হয় তো বড়ো চক্ষুলজ্জায় পড়ব।

শক্ত। না, তাকে আমি কোনো ছুতো করে তফাত রাখব, তার জন্য তোমার কোনো চিন্তা নাই।

পৃথ্বী। তবে আমাদের এই কথা রইল। আমি এখন চললাম।

[পৃথ্বীরাজের প্রস্থান

শক্ত। আমিও সব ঠিকঠাক করি-গে।

[শক্তসিংহের প্রস্থান

চতুর্দশ গর্ভাঙ্ক

শিবিরে সেলিমের ঘর

সেলিম ও ফরিদের প্রবেশ

সেলিম। আজ সময় আর যাচ্ছে না— দ্বিপ্রহর রাত্রি কখন আসবে— সেই দুর্মতি রাজপুতের রক্তে হস্ত ধৌত হলে তবু আমার হৃদয় একটু শান্ত হয়। ফরিদ, সে দাস কি এখনো ফিরে আসে নি ? কখন আসবে ?

ফরিদ। হুজুর, আমার বোধ হয় তার আসতে বিলম্ব নাই। ঐ যে এসেছে।

সেলিম। এসেছে কই ?

দাসের প্রবেশ

সেলিম। এ দিকে আয়। কি শুনলি শীঘ্র বল। কাঁপছিস কেন ? কোনো মন্দ খবর ?

দাস। হুজুর, আমি যা দেখলেম তা বলতে ভয় হচ্ছে। সে চিঠি পড়ে রাজকুমারী টস টস করে চোখের জল ফেলতে লাগলেন, আর তাঁর হাত থর থর করে কাঁপতে লাগল— তার পর— তার পর— (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে)

সেলিম। তার পর কি— শীঘ্র বল— আমার দেরি সইছে না।

ফরিদ। আমার পানে তাকাচ্ছিস কি? যা দেখলি শুনলি ঠিক করে বল— হুজুর শোনবার জন্যে বড়ো ব্যস্ত হয়েছেন।

দাস। তার পর অনেক দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন যে আচ্ছা আজ দুপুর রাত্রিরে খুব গোপনে এখানে তাঁকে আসতে বলে দিও— কেউ যেন না টের পায়— আর খুব সাবধানে যেন—

সেলিম। (দাসের প্রতি) আর শুনতে চাই নে— যথেষ্ট হয়েছে, আমার সামনে থেকে দূর হ— দূর হ— (ফরিদের প্রতি) তুমিও এখান থেকে যাও —আমাকে একলা থাকতে দেও— কাউকে আমি চাই নে— যাও— যাও— আমি কারো পরামর্শ চাই নে, কারো বন্ধুত্ব চাই নে—

[দাসের প্রস্থান

ফরিদ। যে আজ্ঞা হুজুর, চললেম—

[ফরিদের প্রস্থান

সেলিম। (স্বগত) কি ভয়ানক! এতদূর বিশ্বাসঘাতকতা! কি কুলগ্নে সে রাজপত্নীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল— এর প্রতিশোধ, এর সমুচিত প্রতিশোধ কি? হতভাগিনি, তোর আজ জীবনেব শেষ দিন! (প্রকাশ্যে) ফরিদ, শীঘ্র এসো।

ফরিদের প্রবেশ

ফরিদ। আজ্ঞা হুজুর!

সেলিম। ফরিদ, মাপ করবে— আজ মনের ঠিক নেই। তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু— তোমার কথা এতদিন শুনলে আর এ যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হত না।

ফরিদ। হুজুর, কাঙালের কথা বাসি হলেই ফলে। এখন সাতদিন বিবাহ স্থগিত রাখবার মতলব কি টের পেয়েছেন? আমি এইমাত্র একটা গুজব শুনলেম, তাতেই আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।

সেলিম। কি গুজব ফরিদ? বলো, আমাকে শীঘ্র বলো।

ফরিদ। কি বিশ্বাসঘাতকতা— মনে করতেও যেন গা কেঁপে ওঠে! চক্রান্তটা কি হয়েছে শুনবেন? পৃথ্বীরাজ আজ রাত্রে সেই রাজপত্নীকে বের করে নিয়ে আসবে— আর, শক্তসিংহ একটু দূরে পাল্কি নিয়ে অপেক্ষা করবে। কি দুঃসাহস! এই সমস্ত জোগাড় করবার জন্যই সাতদিন বিবাহ স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেছিল।

সেলিম। তাই বটে? এখন সব বুঝতে পারলেম। উঃ কি ছলনা! কি অবিশ্বাসের কাজ! কি দুঃসাহস! আমি একেবারে অবাক হয়েছি। চলো ফরিদ, এখনই চলো, আর না— দ্বিপ্রহর রাত্রের আর বিলম্ব নাই— চলো, একটা তীক্ষ্ণ শাণিত ছোরা আমার সঙ্গে নি— আর কিছুরই আবশ্যক নাই— চলো।

[সেলিমের প্রস্থান

ফরিদ। (স্বগত) এইবার তো চূড়ান্ত সময় উপস্থিত। আমি অশ্রুমতীকে হস্তগত করবার জন্য যেরকম জাল পেতেছি— মানসিংহকে তা তো সব লিখেছি। যাতে হত্যাটা না হয়, সেলিমকে তারই পরামর্শ এখন দিতে হবে— সেলিমের একবার হাতছাড়া হলেই ও শিকার আমার হবে— আর যদি বা নিতান্তই মারা পড়ে, তাতে বা কি? আমাকে যেমন সে দুচক্ষে দেখতে পারে না— তারই এই সমুচিত প্রতিশোধ হবে— আমার কি এল গেল— আমার শুধু রূপলালসা, আমার তো আর ভালোবাসা নয়। এখন দেখি, কোথাকার জল কোথায় মরে।

[ফরিদের প্রস্থান

পঞ্চদশ গর্ভাঙ্ক

অশ্রুমতীর ভবনে একটা ঘর

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ

পৃথ্বীরাজ। (স্বগত) কই অশ্রুমতী কই? তার সঙ্গে দেখা করতে আমার যত দূর আগ্রহ, তার কি ততদূর আগ্রহ নেই? বোধ হয় এখনই

এ ঘরে আসবে। এখন ফরিদের কাছে যেরকম শুনলেম তাতে তো আমার খুবই আশা হচ্ছে, আমি বলবামাত্রই বোধ হয় আমার সঙ্গে চলে আসবে। আর তো কেউ এখানে নেই? (চতুর্দিক অবলোকন) মলিনা না এলে বাঁচি। একে দ্বিপ্রহর রাত্রি, তাতে মেঘের ঘোর ঘটা— আজ তাকে নিয়ে পালাবারও বেশ সুবিধা আছে। কই এখন যে এলে হয়। ঐ-যে আসছে!

অশ্রুমতীর প্রবেশ

পৃথ্বীরাজ। রাজকুমারি, আমি অনেকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করে আছি।

অশ্রু। তোমার সঙ্গে দেখা করবার আমার আর-কোনো অভিপ্রায় নাই। সেলিম ভিন্ন আমার হৃদয় আর কাউকে জানে না— তুমি ওরকম পত্র আর আমাকে লিখো না— এই কথা স্পষ্ট তোমাকে বলবার জন্য আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হয়েছিলেম।

পৃথ্বী। (স্বগত) সে কি! আমি যে ভারি অপ্রতিভ হলেম, কি বিপদ! ফরিদের তবে আগাগোড়া মিথ্যা কথা! সে তবে আমাদের প্যাঁচে ফেলবার ফিকিরে আছে দেখছি— এখনই শক্তসিংহকে বলি-গে— আর এখানে থাকা নয়। হা! আমার সমস্ত সুখের স্বপ্ন কি ভেঙে গেল! (প্রকাশ্যে) রাজকুমারি, আমার ভ্রম হয়েছিল, মার্জনা করবেন— (স্বগত) কি উৎপাত! আবার মলিনাও যে এসে পড়ল! (প্রকাশ্যে) আমি চললেম।

মলিনার প্রবেশ

[পৃথ্বীরাজের সত্বর প্রস্থান

মলিনা। (স্বগত) হা! আমার দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না— একটা ভদ্রতার কথাও বললেন না। আমি এতই কি অপরাধ করেছি। (প্রকাশ্যে) উনি ভাই এসেই চলে গেলেন কেন?

অশ্রু। এসো ভাই, আমার সঙ্গে এসো, তোমার সঙ্গে যাতে মিলন হয় তার একবার চেষ্টা করি— পৃথ্বীরাজ তো বেশি দূরে যান নি— এসো তুমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করো।

মলিনা। তিনি ভাই এতক্ষণে চলে গিয়েছেন। কেন ভাই মিথ্যে চেষ্টা কচ্ছ।

অশ্রু। আচ্ছা, আমি ভাই দেখছি।

[অশ্রুমতীর প্রস্থান

মলিনা। হা!

আপন মনে গান

ভৈরবী

এখনো এখনো প্রাণ, সে নামে শিহরে কেন,
এখনো হেরিলে তারে কেন রে উথলে মন।
বিরক্তি ভ্রুকুটিরাশি, হেরি সে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখনো!
চোখের দেখা দেখতে এলে, তাও দেখা নাহি মেলে,
দারুণ তাচ্ছিল্য ভাবে সে করে যে পলায়ন।
তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মর্মভেদী নীরে,
মুহূর্তও দেখা পেলে, স্বর্গ হাতে পাই যেন।
জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক কি ক্ষতি তায়,
সে আমার, সুখে থাক, নাহি সাধ অন্য কোনো।

[মলিনার প্রস্থান

ষোড়শ গর্ভাঙ্ক

অশ্রুমতীর ভবনের বহির্দ্বার

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও ঘন ঘন বজ্রনাদ

সেলিম ও ফরিদের প্রবেশ

সেলিম। একে ঘোরা দ্বিপ্রহরা রজনী— তাতে আবার আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন, একটি তারাও প্রহরী নাই। কি ভীষণ অন্ধকার! এই ঘোর অন্ধকারের আবরণে প্রচ্ছন্ন থেকে সমস্ত প্রকৃতিই যেন কি একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র কচ্ছে— যেন কি একটা দারুণ সাংঘাতিক কাজে প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছে! নরহত্যা ব্যভিচার প্রভৃতি ভীষণ নিশাচরের এই তো সময়! ফরিদ! কাউকে কি দেখতে পেয়েছ?

ফরিদ। হজুর, জনপ্রাণী না।

সেলিম। (স্বগত) ছদ্মবেশী রাক্ষসী নিশি! কে তোকে বিরামদায়িনী শান্তির জননী বলে? তোর নিষ্ঠুর ক্রোড়ই তো অশান্তির আলয়। পৃথিবীতে যত প্রকার ভীষণ পাপ আছে, তুইই তো সেই সকলকে তোর অন্ধকারময় বক্ষে স্থান দিস! অশ্রুমতি! বিশ্বাসঘাতিনি! আমার এত ভালোবাসার কি শেষে এই প্রতিদান? আমি যদি এই উচ্চ সম্পদশিখর হতে হঠাৎ নিরন্ন দারিদ্র্য দশায় পতিত হই— তাতেও আমি অধীর হই নে, যদি ঘোর অন্ধকারময় ভীষণ কারাগারে আমাকে চিরজীবন বদ্ধ হয়ে থাকতে হয়— সে যন্ত্রণাকেও আমি তুচ্ছ করতে পারি— আমি অদৃষ্টের আর সকল অত্যাচারই সহ্য করতে পারি— কিন্তু— কিন্তু— যাকে আমি ভালোবাসি— যাকে আমার সর্বস্ব সমর্পণ করেছি— যাকে আমার একমাত্র আমারই বলে জানি— সে আমাকে ছলনা করবে? ওঃ! অসহ্য!

ফরিদ। হজুর, এখন কি কর্তব্য?

সেলিম। একটা কি শব্দ হল শুনতে পেয়েছ কি?

ফরিদ। কই হজুর?

সেলিম। আমি শুনতে পেয়েছি— বোধ হয় পদশব্দ।

ফরিদ। না হজুর, জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই— এখন তো চারি দিক ঘোর নিস্তব্ধ— সকলেই অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে—

সেলিম। আর যেই নিদ্রিত হোক— ফরিদ, এ বেশ জেনো— পাপের চোখে নিদ্রা নাই! বিশ্বাসঘাতিনি, তুই যদি জানতিস তোকে আমি যতদূর বিশ্বাস কত্তেম— কতদূর ভালোবাসতেম— তা হলে কি তুই— হা! ফরিদ, তুমি জান না আমি কি আঘাত পেয়েছি— যাকে একবার দেখতে পেলেই স্বর্গ হাতে পেতেম— যার এক চোখের ইঙ্গিতে আমার অদৃষ্ট-চক্র নিয়মিত হত— যার এক বিন্দু অশ্রুপাতে আমার হৃদয়ের রক্ত নিঃসৃত হত— তার এই ব্যবহার? আর! নৃশংসে!

ফরিদ। একি হজুর, কাঁদছেন নাকি? অদ্বিতীয় বীর সুলতান সেলিমের চোখে আজ অশ্রু দেখতে পেলেম? হা! অদৃষ্ট।

সেলিম। কি? আমি কি সত্যই কাঁদছি? একজন বিশ্বাসঘাতিনীর বিশ্বাসঘাতকতায় আমার চক্ষে অশ্রু পড়ল? ফরিদ! তুমি জেনো,

এই যে অশ্রুবিন্দু— এ কোমল রমণীনেত্রের অশ্রুবিন্দু নয়, এ নিষ্ঠুর বীর হৃদয়ের রক্তপাত! বিশ্বাসঘাতিনী অশ্রুমতি! তুইও কাঁদ তোরও সময় হয়ে এসেছে— আমার এই নিষ্ঠুর রক্তময় অশ্রু, তোর কলঙ্কিত রক্তপাতের পূর্বসূচনা বই আর কিছুই নয়!

ফরিদ। হজুর, আর যাই হোক— স্ত্রীহত্যাটা ভালো নয়— আমার ভয়ে গা কাঁপছে পাছে আপনার অসি স্ত্রীরক্তে—

সেলিম। ফরিদ, কাঁপো— কাঁপো— কাঁপবার অনেক কারণ আছে। এসো এসো ফরিদ, আমি এবার পষ্ট পদশব্দ শুনতে পেয়েছি। ঐ দিকে— ঐ দিকে— চলো— চলো!

অন্ধকারে অদৃশ্য অশ্রুমতীর প্রবেশ

অশ্রু। মলিনা, কোথায় তুমি, পৃথ্বীরাজ তো এখনো যান নি।

[অশ্রুমতীর প্রস্থান

সেলিম। কি শুনি। সেই কণ্ঠস্বর না— যার মোহিনী স্বর-সুধায় একদিন আমি মোহিত হয়েছিলেম? যে স্বরে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় আমি একেবারে অবশ হয়ে পড়েছিলেম? সেই ছলনাময় কণ্ঠস্বরই কি শুনতে পেলেম না? এইবার প্রতিশোধ— জ্বলন্ত প্রতিশোধ! অসি! আর যাই হোক, তুই যেন এ সময় অবিশ্বাসী হোস নে।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ

পৃথ্বীরাজ। (স্বগত) হা! মলিনা আমার কি অপরাধ করেছিল কেন তাকে ত্যাগ করেছিলেম? সেই বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ড ফরিদকে একবার দেখতে পেলে হয়। তাকে এই অসির দ্বারা তা হলে খণ্ডখণ্ড করি। শক্তসিংহ ও সে তাকে খুঁজতে গেছেন— তিনি ফিরে এলেই অশ্রুমতীকে বলপূর্বক এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। প্রতাপসিংহের কলঙ্ক আমি প্রাণ থাকতে কখনোই দেখতে পারব না।

সেলিম। ঐ যে— ঐ যে ফরিদ! সেই দুর্মতি রাজপুতের মতো বোধ হচ্ছে— ওঃ! কি অন্ধকার। কিছুই পষ্ট দেখা যায় না। চলো চলো ঐ দিকে— (পৃথ্বীরাজের নিকটে গিয়া) দুর্মতি পাষণ্ড অকৃতজ্ঞ তস্কর। তোর এতদূর দুঃসাহস? (দুজনে অসিযুদ্ধ)

ফরিদ। (স্বগত) আমিও পিছন থেকে ঘা বসিয়ে দি।

(অসি-আঘাত)

পৃথ্বীরাজ। ফরিদ বিশ্বাসঘাতক! তুই?

পতন ও মৃত্যু

সেলিম। এখন চলো— দেখি সেই বিশ্বাসঘাতিনী কোথায়— ঐ বুঝি?

অশ্রুমতীর প্রবেশ

অশ্রু। এ কিসের গোলমাল? অন্ধকারে কিছুই তো দেখা যায় না— এ কে এখানে পড়ে? একি? পৃথ্বীরাজ?

সেলিম। হাঁ, পৃথ্বীরাজ! বিশ্বাসঘাতিনি— কলঙ্কিনি— হাঁ, ঐ তোর পৃথ্বীরাজ— তোর প্রাণেশ্বর পৃথ্বীরাজ— এইবেলা জন্মশোধ দেখে নে।

অশ্রু। কে ও? এ কি! সেলিম! তুমি? এত রাত্রে— ছোরা হাতে— এ কি!

সেলিম। কলঙ্কিনি, তোর মুখ দেখাতে কি এখন লজ্জা হচ্ছে না?

অশ্রু। সেলিম! তুমি— তুমিও আমাকে কলঙ্কিনী বললে? আমি কি অপরাধ করেছি বলো। আমাকে এখনই বলো। তোমাকে ভালোবেসেছি বলে রাজপুতের কাছেই আমি কলঙ্কিনী হয়েছি— তোমার কাছেও আমি কলঙ্কিনী? তুমি কি কথা বললে সেলিম? তোমার চোখেও আমি কলঙ্কিনী? সেলিম? (ক্রন্দন)

সেলিম। বিশ্বাসঘাতিনি কলঙ্কিনী! এখনো ছলনা? তোর মায়া-কান্নায় আর আমি ভুলি নে— নৃশংসে! আমার নিষ্ঠুর কথায় তোর আঘাত লেগেছে? তুই আমাকে কি আঘাত দিয়েছিস তা কি তুই জানিস নে? একটা কথামাত্রেই কি তার উপযুক্ত প্রতিশোধ হবে? এই অসির আঘাতে যদি ঐ ছলনাময় হৃদয়— হা! অশ্রুমতি! হতভাগিনি, তোর কেন এই দুর্মতি হয়েছিল? এখনো দোষ স্বীকার কর, এখনো মার্জনা করি।

অশ্রু। সেলিম, তুমি যে কথা বলেছ— তাতেই শত ছুরি আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছে— আর কি কিছু বাকি আছে? আমার আর বাঁচতে সাধ নাই— কিন্তু ঐ অসিদ্বারা এ হৃদয় বিদীর্ণ হলে যখন প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে কেবল তোমারই প্রতিমা দেখতে পাবে তখন— তখন— সেলিম— এই

হতভাগিনীর জন্যে কি একটি ফোঁটাও চোখের জল ফেলবে না? তখন—(ক্রন্দন)

সেলিম। (স্বগত) হা! আবার আমি ওর কথায় মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি? আমার হাত আবার অসাড় হয়ে আসছে—দুর্বলতা এসে আমার হৃদয়কে আবার অধিকার করছে—না—আর বিলম্ব না। (প্রকাশ্যে) ভুজঙ্গিনি! তোর মৃত্যুই শ্রেয়—(ছুরি উদ্যত করিয়া) অন্তিম কালের যদি কোনো বাসনা থাকে তো এইবেলা বল্।

অশ্রু। সেলিম, আমার আর কোনো বাসনা নাই। আমার এ হৃদয় তোমারই—মারো।

সেলিম। আর তোর ছলনাময় কথা শুনতে চাই নে—তোর ঐ ছলনাময় হৃদয় শৃগালকুকুরেরই যোগ্য উপহার! এই তবে—(ছুরির আঘাত) না! পারলেম না—

হস্ত হইতে ছুরি স্খলিত হওন

অশ্রুমতীর পতন

সেলিম। হা! এইটুকু আঘাতেই? ফরিদ! ফরিদ! শীঘ্র এসো—কি কল্লেম, ফরিদ দেখো—আমি কি সর্বনাশ করেছি—

ফরিদ। কি হয়েছে? কি হয়েছে? ওকেও মারলেন? তা আর কি হবে—যেমন কাজ তার উচিত প্রতিফল হয়েছে।

সেলিম। ফরিদ, আমার হাত থেকে ছুরি স্খলিত হয়ে পড়ল, একটু আঘাতেই যে সব শেষ হবে তা আমি মনে করি নি—হা! অমন কোমল পুষ্পের একটি তৃণের আঘাতও সহ্য হয় না—হা! ফরিদ, অমন সুন্দর ফুলটি নষ্ট হল! আমি পুষ্প-নিহিত সর্পকে মারতে গিয়ে পুষ্পটিকে নষ্ট কল্লেম? না, আমি অন্যায় করি নি—অমন ভুজঙ্গিনীকে পৃথিবীতে রাখলে পৃথিবী ছারখার হয়ে যেত।

মলিনার প্রবেশ

মলিনা। (স্বগত) অশ্রুমতী কোথায় গেল? এ কি কাজ? সুলতান! ফরিদ! রক্তময় ছুরি! এ কে দুজন পড়ে—অশ্রুমতি! পৃথ্বীরাজ! কি সর্বনাশ হয়েছে—(পৃথ্বীরাজের মৃত শরীরের উপর পড়িয়া) সেলিম! পাষণ্ড—রক্তপিপাসু পিশাচ! তুই আমার সর্বনাশ করিছিস্?

সেলিম। মলিনা তুমি? তোমার তো আমি কোনো সর্বনাশ করি নি।

মলিনা। আর কারো কিছু হয় নি— আমারই সর্বনাশ হয়েছে— আমি তোর কি করেছি পাষণ্ড যে আমার পৃথ্বীরাজকে তুই মারলি?

সেলিম। তোমার পৃথ্বীরাজ কি মলিনা— ও তো ঐ বিশ্বাসঘাতিনীর পৃথ্বীরাজ!

মলিনা। হা অদৃষ্ট, পাষণ্ড তুই কি কাজ করিছিস? যে অশ্রুমতী তোকে ভিন্ন আর কাউকে জানত না— যে তোর জন্যই জগতের কাছে কলঙ্কিনী হয়েছে— যে তোর জন্য সর্বত্যাগী হয়েছে— তাকেই তুই মেরেছিস? —হা! আর কেউ না— আমিই এই সর্বনাশের মূল, পৃথ্বীরাজকে আমি দেখতে পাব বলে পৃথ্বীরাজের প্রার্থনা গ্রাহ্য করতে সখীকে আমিই অনুরোধ করেছিলেম, হা! তারই এই ফল ফলেছে। (ক্রন্দন)

সেলিম। কি! মলিনা, আমাকে অশ্রুমতী ভালোবাসত? হা! আমি তবে কি সর্বনাশ করেছি— সত্যি মলিনা, সত্যই কি আমাকে অশ্রু এত ভালোবাসত? অশ্রুমতি! অশ্রুমতি! আর এখন কাকে ডাকছি? আমি অতি নরাধম! আমি অতি পাপিষ্ঠ! ওঃ! কি কাজ করলেম! ফরিদ, তুমি আমাকে কেন এমন কাজ করতে দিলে? এই কি তোমার বন্ধুর মতো কাজ হয়েছে?

ফরিদ। হজুর, আমার অপরাধ কি! আমি তো সেই সময় বারণ করেছিলেম যে স্ত্রী-হত্যাটা যেন না হয়।

সেলিম। হা! কি সর্বনাশ করেছি! সত্যি মলিনা, অশ্রু আমাকে ভালোবাসত?

ফরিদ। হজুর, ওর কথা কেন বিশ্বাস করেন— ওর সখীর দোষ ঢাকবার জন্য ঐরকম বলছে।

সেলিম। তাই কি ফরিদ— তাই কি?

শক্তসিংহের প্রবেশ

শক্ত। কই পৃথ্বীরাজ, আমি তো সেই বিশ্বাসঘাতক ফরিদকে কোথাও খুঁজে পেলাম না— কিন্তু একজন পত্রবাহকের পত্র আটকিয়ে তার সমস্ত চক্রান্ত আমি জানতে পেরেছি— কাকে বলছি?— এ তো পৃথ্বীরাজ নয়— কি ভয়ানক অন্ধকার! এরা কে?

ফরিদ। (স্বগত) সর্বনাশ! আমি এখন তবে তফাত থাকি।

[ফরিদের প্রস্থান

মলিনা। রাজকুমার শক্তসিংহ, দেখো কি সর্বনাশ হয়েছে!

শক্ত। এ কি! পৃথ্বীরাজ নিহত! সেলিম— পাষণ্ড, তোর এই কাজ? অস্ত্র নে— আপনাকে রক্ষা কর—

সেলিমের প্রতি অসি আঘাত করিতে উদ্যত

সেলিম। শক্তসিংহ, আমি নিরস্ত্র— তুমি আমাকে বধ করো— আমি কি কাজ করেছি এখনো বুঝতে পাচ্ছি নে—

শক্ত। এখনো বুঝতে পারিস নি নরাধম? না, তোকে আর মারব না —অনুতাপের নরক-যন্ত্রণা তুই ভোগ কর! এখন আমি হতভাগিনীর মৃত শরীর তার পিতার কাছে নিয়ে যাই— কলঙ্কিত জীবনের চেয়ে এ মৃত্যুতেও তিনি সুখী হবেন।

সেলিম। যাও শক্তসিংহ, নিয়ে যাও— আর আমি দেখতে পারি নে— দেখো, যেন প্রতাপসিংহ তার দুহিতাকে কলঙ্কিত মনে না করেন— আমি শপথ করে বলছি, ও পবিত্র দেহে আমার এই কলঙ্কিত পাপিষ্ঠ হস্তের কখনো স্পর্শ পর্যন্ত হয় নি। তোমার রাজপুতদের সমাজে অশ্রুমতীর নামে যেন কলঙ্ক না রটে! এই আমার প্রার্থনা!

শক্ত। সুলতান সেলিম, তোমার আমি তত দোষ দিই নি— কিন্তু সেই মিত্রদ্রোহী ফরিদ— যাকে তোমার বন্ধু বলে জানো— সে যেমন আমাদের প্রতি, তেমনি তোমার প্রতিও ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি প্রতিশোধ নিতে পারলেম না— আমার আর সে সময় নেই— তুমিই এর প্রতিশোধ নিও— এই পত্রপাঠে সমস্ত অবগত হবে। (অশ্রুমতীর নিকটে আসিয়া) হা! হতভাগিনী!

[অশ্রুমতীকে লইয়া শক্তসিংহের প্রস্থান

মলিনা। সাবধান পাষণ্ড! তোরা আমার পৃথ্বীরাজকে কেউ স্পর্শ করিস নে—

সেলিম। ফরিদ, আমার চির-বিশ্বস্ত ফরিদ, বিশ্বাসঘাতক! এ কখনো সম্ভব? (পত্র লইয়া পাঠ করিতে করিতে) একি! অশ্রুমতীর কথা কি

লিখেছে? এ কার পত্র— মানসিংহ ফরিদকে লিখেছে? কি ভয়ানক! ফরিদের এই ষড়যন্ত্র! মানসিংহ ও ফরিদ দুজনে মিলে এই চক্রান্ত করেছে! ফরিদ বিশ্বাসঘাতক, ফরিদই আমার সর্বনাশ করেছে— কি বিশ্বাসঘাতকতা! দেখি সে কোথায় পালাল— পৃথিবীর শেষ সীমায় গেলেও আমার হাত থেকে সে নিস্তার পাবে না— এই অসিতে তার শরীর খণ্ড খণ্ড করে শৃগালকুক্কুরকে দিয়ে ভক্ষণ করাব— ও পাপিষ্ঠের দেহ কবরস্থ হবারও যোগ্য নয়।

উদ্যত অসি-হস্তে বেগে প্রস্থান ও ফরিদকে ধরিয়া আনয়ন

সেলিম। বিশ্বাসঘাতক! পাপিষ্ঠ! নেমখারাম! পাষণ্ড!

ফরিদ। আমি— কোনো অপরাধ— হুজুর—

ফরিদকে ভূমিতলে নিক্ষেপ ও তাহার বুকের উপর
জানু পাতিয়া বসিয়া

সেলিম। এখনো প্রবঞ্চনা! পাষণ্ড বিশ্বাসঘাতক— (ফরিদকে বধ)

ফরিদ। ওঃ! গেলেম। (মৃত্যু)

সেলিম। (উঠিয়া) কি! শত সহস্র ফরিদকে বধ করলেও কি এখন আমার অশ্রুমতীকে ফিরে পাব? হা! তাকে কি শক্তসিংহ নিয়ে চলে গেল? আর কি তাকে দেখতে পাব না? যাই দেখি— হা! কি কুলগ্নেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল— অশ্রুমতীর সঙ্গে আমার হৃদয়ের সুখ জন্মের মতো বিদায় হল— ওঃ! ওঃ! যাই দেখি যদি আর-একবার সেই মুখখানি দেখতে পাই!

[সেলিমের প্রস্থান

সপ্তদশ গর্ভাঙ্ক

আরাবল্লী পর্বত

পান্থশালা

অশ্রুমতী ও শক্তসিংহ

অশ্রু। কাকা, আমার সব স্বপনের মতো মনে হচ্ছে! সত্যি কি সেলিম আমাকে বধ করতে এসেছিলেন?

শক্ত। ঐ দেখো এখনো ছুরির দাগ রয়েছে— তবে অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ভাগ্যি সাংঘাতিক জায়গায় আঘাত লাগে নি— কেবলমাত্র মূর্ছা হয়েছিল— দৈবক্রমে প্রাণটা বেঁচে গেছে। যাকে তুই হৃদয়ের বন্ধু ভেবেছিলি, সেই তোর দারুণ শত্রু কিনা, এখন দেখ্ হতভাগিনী— তখন আমার কথায় যে তোর বিশ্বাস হয় নি।

অশ্রু। (স্বগত) কি! সেলিম আমাকে— কেন? পৃথ্বীরাজ— পৃথ্বীরাজকে কি তিনিই বধ করেছেন? আহা মলিনা, হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আমার মনে পড়ছে। তিনিই আমাকে মেরেছিলেন বটে— কিন্তু তাঁরই বা তাতে দোষ কি? আমি সব কথা তাঁকে খুলে বলতে পারি নি বলেই তাঁর মনে ঐরকম সন্দেহ হয়েছিল। তিনি আমাকে ভালোবেসেছিলেন বলেই তাঁর অত মনে আঘাত লেগেছিল— ভালোবাসাই তাঁর নিষ্ঠুরতার কারণ— কিন্তু আমার উপর সন্দেহ! হা! আমার সমস্ত সুখের আশাই একেবারে নির্মূল হল। আমি তাঁর জন্য যে বাপ-মাকে পর্যন্ত ভুলেছিলেম— শেষ কিনা তার এই ফল হল! বাবা রোগে শয্যাগত শুনেও আমি এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেম! সেই মহাপাপের জন্যই বিধাতা বুঝি আমাকে এই শাস্তি দিলেন। এখন না জানি তাঁরা কেমন আছেন! কতক্ষণে আবার তাঁদের দেখব! হা! মা-বাপের চেয়ে আর পৃথিবীতে বন্ধু কে আছে। (প্রকাশ্যে) কাকা! আর কতদূর এখান থেকে? এই বেলা চলো-না— না জানি বাবা এখন কেমন আছেন— সেখানে না গেলে আর আমার মন নিশ্চিন্ত হচ্ছে না। চলো কাকা— শীঘ্র চলো।

শক্ত। তুমি কি এখন গায়ে বেশ বল পেয়েছ? উদয়পুর এখান থেকে বেশি দূর নয়।

অশ্রু। আমি এখন বেশ বল পেয়েছি— চলো। এখন আমরা কোন্ জায়গায় এসেছি কাকা? এসব জায়গা যেন আমার খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছে— এইসব পর্বত— ঐ গাছপালা— ঐ নির্ঝর— এই সমস্ত যেন আমি স্বপ্নে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

শক্ত। এ হচ্ছে আরাবল্লী পর্বত— ভীলদের দেশ। তুমি এইখানে একটুখানি থাকো— আমি পাল্কির বাহক ঠিক করে আসি।

[শক্তসিংহের প্রস্থান

অশ্রু। (স্বগত) ভীলদের দেশ? আমার বুড্‌ঢা-দাদার দেশ? আহা! তখন আমি কি সুখেই ছিলেম। হ্যাম্বা-খ্যাম্বাদের সঙ্গে পর্বতের শিখরে শিখরে কেমন খেলিয়ে বেড়াতেম— বরাহদের তাড়া করে কেমন ছুটাছুটি করতেম— হাত ধরাধরি করে কেমন সবাই মিলে নাচতেম— লুকোচুরি খেলবার সময় ঐ গুহায় আমি কতবার লুকিয়েছি— আহা! তখন কোনো জ্বালাই ছিল না। এ মুসলমান— ও রাজপুত— সে-সব কিছুই জানতেম না— কাকে ছলনা বলে, কাকে সন্দেহ বলে, কিছুই জানতেম না — হা! তখন কিছুই গোপন করবারও দরকার হত না— ঐ বুড্‌ঢা-দাদার বাড়ি না? ইচ্ছে কচ্ছে, একবার বুড্‌ঢা-দাদার সঙ্গে, হ্যাম্বা-খ্যাম্বাদের সঙ্গে দেখা করে আসি—

ঐ যে— ঐ যে— লাঠি-হাতে বুড্‌ঢা-দাদা এই দিকে আসছেন!

ভীলপতি বৃদ্ধ মল্লুর প্রবেশ

মল্লু। মোদের 'চেনি' বুড়ি কোথা রে?

অশ্রু। এই যে আমি বুড্‌ঢা-দাদা। (প্রণাম করণ)

মল্লু। এত্তে দিন তু কথা ছিলি রে বুড়ি? তো— মুখানি দেখি রে! (নিকটে আসিয়া ভালো করিয়া নিরীক্ষণ) আহা! একি হয়েছিস। তোর এ পারা হাল ক্যানে রে? আহা! তোরে হেরি মোর হিয়াটা ফাটি যাচ্ছে!

অশ্রু। হ্যাম্বা-খ্যাম্বারা কোথায় বুড্‌ঢা-দাদা? তাদের নিয়ে এলে না কেন?

মল্লু। তাদের দেখবি বুড়ি? ঐ হুত্তাকে তারা ভঁয়ীস চরাচ্ছে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও! হ্যাম্বা রে! ও! খ্যাম্বা রে! হিথাকে আয় রে! তোদের 'চেনি' দিদি আসিছে রে। ঝট্ করি আয়! ঝট্ করি আয়!

খ্যাম্বা ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ

খ্যাম্বা। ক্যানেরে বাবা তু ডাকছিস্ ক্যানেরে?

মল্লু। কে আসছে দেখ দিকি—

খ্যাম্বা। (অশ্রুমতীকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে ছুটিয়া গিয়া অশ্রুমতীকে গাঢ় আলিঙ্গন)

অশ্রু। হ্যাম্বা কোথা? সে কোথা? সে এল না?

খ্যাম্বা। সে ভঁয়ীস্ চরাচ্ছে, সে তো জানে না হে মোদের চেনি দিদি

আসেছে। আয় ভাই, আয় ভাই, মোদের ঘরকে চল্, আজ মোদের খুব খেল্ হবে— তুই মুই হ্যাম্বা সিধু নিধু সবাই মিলি মোরা লুকোচুরি খেলব—

অশ্রু। খ্যাম্বা, এখনো তোমরা লুকোচুরি খেলো? আমার সে-সব ফুরিয়ে গেছে।

খ্যাম্বা। সে কি চেনি দিদি, তু মোদের সাথে খেলবি না? সে মোরা ছাড়্‌ব না, চল্ তু চল্, তু মোদের সাথে চল্—

মল্লু। খেলবি না ক্যান্ রে বুড়ি? তোর পাঁচ গণ্ডা বয়স এই নয়, তু খেলবি না? বলিস কি বুড়ি? তু ক্যামন-ক্যামন পারা হয়েছিস্, তু কি মোদের সে চেনি নোস্? তোরে যেত্তে দেখছি, তেত্তে মোর বুক চুর্ চুর্ ফাটি যাচ্ছে। তু সব ভুলি গেইছিস রে! চল্, মোদের ঘরকে চল্, রাজপুতের কাছে থাকি থাকি তোর চাল চোল সব বিগড় গেইছে।

অশ্রু। দেখ্ বুড্‌ঢা-দাদা, কাকা আসুন, তিনি এলে তাঁকে বলে যাব। ঐ যে কাকা আসছেন। (স্বগত) হা! এখন সে মনের অবস্থা নেই যে ওদের খেলাতে মনের সঙ্গে যোগ দি। কিন্তু আমার ছেলেবেলার সঙ্গীদের সব দেখতে বড়ো ইচ্ছে কচ্ছে।

শক্তসিংহের প্রবেশ

শক্ত। এসো অশ্রুমতী, পাল্কি প্রস্তুত, এই বৃদ্ধ ভীলরাজই সব ঠিকঠাক করে দিয়েছেন।

অশ্রু। উনিই আমার সেই ছেলেবেলাকার প্রতিপালক।

শক্ত। উনিই তোমার প্রতিপালক?

মল্লু। রাজা, মোদের ঘরকে চল্, বুড়িকে মোরা কেতে দিন দেখি নি, মোরা ওহাকে আজ ছাড়বো না, চল্ রাজা, মোর বুড়ি না খায়ে খায়ে কাটিটি-পারা হই গেইছে, তোদের রাজপুত ঘরে কচ্ছু ভালো জিনিস তো খাইতে পারে না, মোর গিন্নিকে আজ সাপের ঝোল, ইন্দুরের তরকারি রাঁধতে বলি দিব, একদিনেই দেখিস রাজা উহার চেহারাখানি ফিরি যাবে। চল্ রাজা—

শক্ত। সাপের ঝোল? ইন্দুরের তরকারি? না না আমরা কিছু খাব না। এমনি তোমাদের বাড়িতে বেড়িয়ে আসছি চল।

মল্লু। না রাজা, তোদের না খাওয়াইয়ে মু ছাড়ব না।

শক্ত। (স্বগত) কি বিপদ! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তবে আমাদের জন্তে একটা বরাহ মেরে আনতে বলে দাও।

মল্লু। বরা খাবি রাজা? আচ্ছা রাজা আচ্ছা, ওরে সিধুরে, নিধুরে, সব চলি আয়— খ্যাম্বা তু মা যাতো রে, ঝট্‌ করি দুটো দাঁতালো বরা মারি আনতে বলি দে তো— আর মাদোল খতাল বাজা লয়ে সবারে আসতে বলি দে, মোদের রাজার ভাই আসেছে।

[খ্যাম্বা ছুটিয়া প্রস্থান

মল্লু। রাজা আজ মোদের কি সুখের দিন! কেত্তে দিন পরে মোর বুড়িরে আজ পাইছি।

খ্যাম্বা সমভিব্যাহারে— মাদোল খর্তাল লইয়া
কতকগুলি ভীলের প্রবেশ

মল্লু। এইবার মোর সাথ সাথ আয় রাজা, (ভীলদের প্রতি) তোরা সব নাচ্, মোদের রাজা আজ মোদের ঘরকে আসছে, বাজা রে বাজা, খুব বাজা (মাদোল বাগু)

খ্যাম্বা ও কতিপয় ভীল-যুবা হাত-ধরাধরি করিয়া
চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে গান

কাহার্বা

ক্যায়্‌সে কাহারোয়া জাল বিনুরে,
দিনকো মারে মছলি, রাতকো বিনু জাল,
আর অ্যায়্‌সা দেক্‌দারি কিয়া জিয়া কি জঞ্জাল।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর পেষলা নদীর তীরে

প্রতাপসিংহের কুটির

পীড়িত প্রতাপসিংহ পালঙ্কের উপর খড়ের শয্যায় শয়ান— একটি মৃন্ময় দীপ ঘরের এক কোণে মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে— রাজপুত প্রধানগণ— মন্ত্রিবর ভাম্‌শা— বৈদ্য, কুলপুরোহিত প্রভৃতি চতুর্দিকে দণ্ডায়মান

প্রতাপ। মন্ত্রিবর! রাজপুতগণ! আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি এ-যাত্রা আর রক্ষা পাব না— চিতোর-উদ্ধার আমার দ্বারা হল না—

বৈদ্য। মহারাজ! এখনো নাড়ী বেশ সবল আছে— এখন কোনো আশঙ্কার কারণ নাই— আপনি নিরাশ হবেন না— আরোগ্যের এখনো বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

প্রতাপ। বৈদ্যরাজ! কেন আমাকে আর বৃথা আশ্বাস দাও! আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি— আমার মৃত্যু সন্নিকট।

একজন রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। মহারাজ! রাজকুমারী অশ্রুমতী আবার কোথা থেকে ফিরে এসেছেন।

প্রতাপ। (উঠিয়া বসিয়া) কি! অশ্রুমতী, অশ্রুমতী, কি প্রলাপ বাক্য বলছিস্? অশ্রুমতী?

রক্ষক। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, রাজকুমারী অশ্রুমতী, আমি স্বচক্ষে তাঁকে দেখেছি।

প্রতাপ। তুই বলিস্ কি? অশ্রুমতীকে কি আবার ফিরে পাব? তোর চক্ষের ভ্রম হয়েছে— সে আর কেউ হবে— সে কখনোই অশ্রুমতী নয়—

অনেকদিন হল, সে ব্যাঘ্র-কবলে কবলিত হয়েছে। আমি স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করি নে— কাকে দেখেছিস নিয়ে আয়, এখানে শীঘ্র নিয়ে আয়।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ!

প্রতাপ। (স্বগত) সত্যই কি অশ্রুমতী— মৃত্যুর পুর্বে কি তাকে আবার দেখতে পাব ?

মন্ত্রী। আমরা মহারাজ তবে এখন আসি।

প্রতাপ। বৈদ্যরাজ— পুরোহিত তোমরা থাকো।

[মন্ত্রী ও প্রধানগণের প্রস্থান

অশ্রুমতীর প্রবেশ

প্রতাপ। (আহ্লাদে বিস্ময়ে কণ্ঠরোধ) আ! আ! কে ? আমার অশ্রুমতী ? সত্যিই কি ? আ! প্রাণ-প্রতিমা— অশ্রুমতি! এসো মা এসো— এই অন্তিমকালে একবারটি— আ!

অশ্রুমতীর প্রণামকরণ

প্রতাপ। চিরজীবী হও— (স্বগত) আ! আমার রোগ-যন্ত্রণার যেন অনেকটা উপশম হল— আর কোনো ঔষধের প্রয়োজন হবে না (প্রকাশ্যে)— কোথায় ছিলে মা এতদিন ? আবার কি ভীলেরা তোমাকে লুকিয়ে রেখেছিল ?

অশ্রুমতী। না বাবা, আমি সেই গুহার বাহিরে পালঙ্কের উপর একদিন ঘুমিয়েছিলেম— আর আমাকে সেই পালঙ্ক শুদ্ধ উঠিয়ে মুসলমানেরা তাদের শিবিরে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রতাপ। মুসলমানেরা ? কি ভয়ানক কথা ? একি বিষম বজ্রাঘাত! এতদিন যা ভয় করে আসছিলেম, তাই কি শেষে ঘটল! বলো অশ্রুমতি, বলো— তোমার প্রতি তো কোনো অসদ্ব্যবহার হয় নি ? সমস্ত মুক্তকণ্ঠে বলো।

অশ্রুমতী। না বাবা, সেলিম আমাকে খুব যত্ন কত্তেন— তাঁর মতো উদার লোক— তাঁর মতো এমন ভালো—

প্রতাপ। আর শুনতে চাই নে— কি ভয়ানক কথা! আর না জানি কি শুনতে হয়— কি বললে অশ্রুমতী— আমার যে চির-শত্রু— অস্পৃশ্য

ঘৃণিত মুসলমান, তাদের যত্নে তুমি মোহিত হয়ে গেছ? সেই দুর্মতি সেলিম— যাকে সেই হলদিঘাটের যুদ্ধে আর একটু হলেই যমালয়ে প্রেরণ করেছিলেম— যে আমার দারুণ শত্রু— তার প্রশংসা তোমার মুখে আর ধরে না? কি বললে অশ্রুমতি, তোমাকে খুব যত্ন করেছিল? যত্নের অর্থ কি? যত্নের মধ্যে আর তো কিছু প্রচ্ছন্ন নেই? সেই যত্নে তুমি কৃতজ্ঞ হয়েছ? আচ্ছা তাতে ক্ষতি নাই। তার অধিক তো কিছু নয়? অশ্রুমতী, আমার এই ভীষণ সন্দেহ শীঘ্র দূর করো— এই উদ্বেগ থেকে আমাকে শীঘ্র মুক্ত করো— তুমি আমার দুহিতা অশ্রুমতী— তুমি? একি! ভূমির দিকে নেত্রপাত কেন? আমার মুখের পানে তাকাতে সাহস হচ্ছে না? হতভাগিনি! কাঁদছিস? —কোনো উত্তর নাই? বুঝি আমার সন্দেহ তবে সফল হল— কি ভয়ানক!

অশ্রু। বাবা, আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা করতে চাই নে— সেলিম আমার — সেলিম—

প্রতাপ। ক্ষান্ত হ— যথেষ্ট হয়েছে! কেন তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন? কেন হতভাগিনি, তুই প্রতাপসিংহের দুহিতা হয়ে জন্মেছিলি? আমি যে কুলসম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্য এই পঁচিশ বৎসর কাল অনাহারে অনিদ্রায় ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করেছি— হা ধর্ম! তার ফল কি এই হল? জানিস্ হতভাগিনি, তুই কে? জানিস্, কোন্ রক্ত তোর শিরায় বহমান? বিধাতঃ, যাকে আমি অন্তিম কালের একমাত্র সান্ত্বনাস্থল মনে কচ্ছিলেম— সে প্রাণের দুহিতাকে কি না তুমি শত্রু করে পাঠিয়ে দিলে— আমার সব যন্ত্রণা উপশম হয়েছিল— বৈদ্যরাজ— আবার সেই বেদনা— ওঃ!

বৈদ্য। মা, তুমি তোমার পিতার একটু পায়ে হাত বুলিয়ে দেও— তা হলে অনেকটা আরাম বোধ হবে। (অশ্রুমতী প্রতাপসিংহের পদতলের দিক অগ্রসর)

প্রতাপ। না হতভাগিনি, ও কলঙ্কিত হস্তে আমাকে স্পর্শ করিস নে।

অশ্রু। (চমকিয়া দূরে সরিয়া গিয়া) বিধাতঃ, কেন আবার আমাকে বাঁচালে? আর পারি নে। (ক্রন্দন)

রাজমহিষী ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ

রাজমহিষী। কই আমার অশ্রুমতী কই? এসো মা— এসো মা— আমার হৃদয়ে এসো।

অশ্রু। মা— মা— মা— তোমার কোল কি পাব মা?

দৌড়িয়া আলিঙ্গন করিতে গমন

প্রতাপ। ও মুসলমানপ্রেমে কলঙ্কিত— রাজমহিষি, ওকে স্পর্শ কোরো না।

রাজমহিষী। (চমকিত ভাবে পশ্চাতে হটিয়া) কি? মুসলমানকে স্পর্শ! বাছা, তুই কি আমার সর্বনাশ করেছিস? হা! এতদিনের পর তোকে বুকে করে বুকটা জুড়োতে এলেম— তাও তুই দিলি নে? মা অশ্রুমতী বল্ মা— মহারাজ যা বলছেন তা কি সত্যি? ওঃ— আর পারি নে— মহারাজ! শক্তসিংহ ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন— তিনি তো সব জানেন— তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করে আসি— কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ!

[রাজমহিষীর প্রস্থান

অশ্রু। (স্বগত) মা তুমিও— তুমিও আমাকে ঘৃণা কল্লে? তোমার কোলেও আশ্রয় পেলেম না? হা! মা ভগবতি ভবানি— তুমিও কি আমাকে পরিত্যাগ করবে? তুমিও কি মা আমাকে ঘৃণা করবে? মা, শুনেছি তুমি অগতির গতি— তুমিও কি আমাকে নেবে না— নেও মা, আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। এখন আর কার পানে তাকাব? পৃথিবীতে আর আমার কেউ নেই মা।

প্রতাপ। (স্বগত) মানসিংহ যখন এ কথা শুনবে তখন তার কতই উল্লাস হবে! এতদিনের পর আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হল— আমার উন্নত মস্তক অবনত হল— এ কলঙ্ক-কাহিনী আমার কুলপরম্পরায় প্রবাহিত হতে চলল— (প্রকাশ্যে) আর-কিছু নয়— বিষ— বিষ! বৈদ্যরাজ! শীঘ্র প্রস্তুত করো।

বৈদ্য। মহারাজ, মহারাজ, এরূপ আদেশ—

প্রতাপ। কোনো দ্বিরুক্তি কোরো না— আমার আদেশ এখনই পালন করো।

বৈদ্য। যে আজ্ঞা মহারাজ! (এক পাত্র জলে বিষ মিশাইয়া) মহারাজ প্রস্তুত হয়েছে।

প্রতাপ। দাও কলঙ্কিনীর হাতে দাও— বিষ ভিন্ন এই কলঙ্ক আর কিছুতেই অপনীত হবার নয়।

অশ্রু। (পাত্র হস্তে করিয়া) আমি এখনই পান কচ্ছি। আমি তোমার অকৃতজ্ঞ দুহিতা— আমি জানি আমার মার্জনা নেই— কিন্তু বাবা মরবার আগে তোমার মুখের একটি আশীর্বাদও কি শুনতে পাব না? (ক্রন্দন)

প্রতাপ। ও! ও! আশীর্বাদ করি যেন জন্মান্তরে এমন নিষ্ঠুর কঠোর পিতার ঔরসে তোর জন্ম না হয়—

অশ্রু। বাবা! এই আশীর্বাদ? (বিষ পান করিতে উদ্যত)

সহসা শক্তসিংহ আসিয়া বিষ-পাত্র হস্ত হইতে
কাড়িয়া লওন

শক্তসিংহ। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! মহারাজ, আপনার শুভ্র যশ কিছুমাত্র কলঙ্কিত হয় নি।

অশ্রু। কাকা! আবার তুমি এই সময়ে?

প্রতাপ। কি বললে শক্তসিংহ? আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হয় নি?

শক্ত। না মহারাজ, হয় নি। সেলিম যেরকম যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, তাতে কোন্ সরলা বালিকার মন আর্দ্র না হয়? কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানি— আর, তরবারি স্পর্শ করে শপথ করতে পারি— সেলিম কর্তৃক অশ্রুমতীর কোনো অসম্ভ্রম হয় নি— শত্রু হলেও মুক্তকণ্ঠে আমার সে কথা স্বীকার করতে হবে— এ আপনাকে আমি শপথ করে বলছি— কোনো প্রকার কলঙ্ক অশ্রুমতীকে আজও পর্যন্ত স্পর্শ করে নি— আপনি সে বিষয়ে নিরুদ্‌বিগ্ন হোন।

প্রতাপ। আ! আ! শক্তসিংহ! ভাই! তোমার কথায় তবু আশ্বস্ত হলেম। অশ্রুমতি! এই দিকে এসো। আমি যতদূর আশঙ্কা করেছিলেম, ততদূর বাস্তবিক নয় শুনে তবু নিরুদ্‌বিগ্ন হলেম। কিন্তু এখন আমার আর একটি কথা বলবার আছে— অশ্রুমতী, সেই কথাটি যদি রক্ষা কর তা হলে আমি এখন সুখে মরতে পারি।

অশ্রু। বলো বাবা— আমি তা রক্ষা করব।

প্রতাপ। পুরোহিত!

পুরোহিত। মহারাজ!

প্রতাপ। অশ্রুমতীকে নিয়ে গিয়ে এখনই মহাদেবের মন্দিরে যোগিনী-

ব্রতে দীক্ষিত করো— চিরকুমারী হয়ে মহাদেবের ধ্যান করুক— মনেও যদি কোনো কলঙ্ক স্পর্শ হয়ে থাকে, তাও অপনীত হবে— যাও নিয়ে যাও।

পুরোহিত। মা এসো।

[পুরোহিতের সঙ্গে অশ্রুমতীর প্রস্থান

শক্ত। মহারাজ! মহারাজ! একি ভয়ানক আদেশ! ঐ কোমলাঙ্গী বালিকা অমন কঠোর যোগিনী-ব্রত পালন করবে? আর, চিরকাল কুমারী অবস্থায় থাকবে?

প্রতাপ। শক্তসিংহ, ওর মনেও যদি কোনোরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করে থাকে — আমি সে কণামাত্র কলঙ্কও— ওর বিবাহ দিয়ে কুলপরম্পরায় প্রবাহিত করতে চাই নে। ওঃ! আমি অবসন্ন হয়ে পড়ছি— আর বিলম্ব নাই, শক্ত-সিংহ, মন্ত্রী রাজপুত-প্রধানদের এইবেলা ডাকো। আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। ওঃ! ওঃ!

[শক্তসিংহের প্রস্থান

মন্ত্রী ও প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহ ও
রাজপুত-প্রধানগণের প্রবেশ

মন্ত্রী। বৈদ্যরাজ! কিরকম বুঝছ?

বৈদ্য। আর কি বুঝব? বিলম্ব নাই।

প্রতাপ। ওঃ! ওঃ— ওঃ!

মন্ত্রী। মহারাজ, এখনো কি মনে কোনো উদ্‌বেগ আছে যে, অন্তরাত্মা শান্তভাবে দেহ থেকে নির্গত হতে চাচ্ছে না?

প্রতাপ। আমার দেশ তুর্কের হস্তে কখনোই সমর্পিত হবে না— এই আশ্বাসবাক্য তোমাদের মুখে শোনবার জন্যই আমার অন্তরাত্মা দেহ হতে এখনো বেরোতে বিলম্ব কচ্ছে। ওঃ ওঃ! অমরসিংহের উপর আমার বিশ্বাস নাই— সে নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য দেশের দুঃখদুর্দশা বোধ হয় বিস্মৃত হবে— শোনো মন্ত্রী শোনো— আমার সেই দুরবস্থার সময়, শুধু ঝড় বৃষ্টি হতে দেহকে রক্ষা করবার জন্য এই পেষলা নদীর তীরে এই কুটিরগুলি নির্মাণ করেছিলেম, একদিন অমরসিংহ আমার এই কুটিরের নিম্নতা বিস্মৃত হয়ে যেমন মাথা নিচু না করে বাইরে বেরোবে অমনি তার পাগড়ির পাক কুটির-

ছাদের বাঁশে বেঁধে পাগড়িটা খুলে গেল— অমনি অমরসিংহ একটা বিরক্তিব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করে কি একটা কথা বলে উঠল— তাই দেখে অবধি আমার মনে এই দৃঢ় সংস্কার হয়েছে— আমি যে কঠিন ব্রত অবলম্বন করেছি, তাতে যে-সব ভয়ানক কষ্ট ও কঠোরতা সহ্য করা আবশ্যক, অমরসিংহ কখনোই তা সহ্য করতে পারবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি— এই-সকল সামান্য কুটির ভগ্ন হয়ে তার স্থলে তখন চাকচিক্যময় সমুচ্চ প্রাসাদ সকল উত্থিত হবে— সে প্রাসাদে রাক্ষসী বিলাসলালসা, আর তার দলবল এসে প্রবেশ করবে। আর যে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য আমরা এতদিন আমাদের অজস্র রক্ত দিলেম, সেই স্বাধীনতালক্ষ্মীকে তখন সেই রাক্ষসীর নিকট বলি দেওয়া হবে— আর, রাজপুত প্রধানগণ তোমরাও সেই বিষময় দৃষ্টান্তের অনুগামী হবে।

রাজপুত-প্রধানগণ। না, মহারাজ! আপনি নিরুদ্‌বিগ্ন হোন, আমরা সকলে বাপ্‌পা রাও সিংহাসনের নামে শপথ করে বলছি যে যতদিন না মেবারের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হয় ততদিন আমরা এখানে প্রাসাদ নির্মাণ করতে কখনোই দেব না।

প্রতাপ। আ! আ! নিশ্চিন্ত— (মৃত্যু)

বৈদ্য। রাজপুতগণ, মহারাজের আত্মা স্বর্গত হয়েছে— জীবনের আর কোনো লক্ষণ নাই।

রাজপুতগণ। হা! চিতোরের সূর্য অস্তমিত হল। রাজপুতগৌরব তিরোহিত হল!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মণ্ডলগড়ে সেলিমের শিবির সমীপস্থ মহাশ্মশান

গেরুয়াবসন পরিহিত ত্রিশূল হস্তে যোগিনী বেশে অশ্রুমতীর প্রবেশ

অশ্রু। (স্বগত) আজ অমাবস্যা— এই সেই শ্মশান— এই তো যোগের উপযুক্ত স্থান। এমন ভয়ানক স্থানে পূর্বে আমি কি কখনো আসতে

পারতেম ? এ দৃশ্য দেখে নিশ্চয়ই ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়তেম। কিন্তু— এখন ভয় দূরে থাক— এই ভয়ানক স্থানে থাকতেই যেন একটু আরাম বোধ হয়। হৃদয় যখন আমার শ্মশান হয়ে গেছে— তখন এ শ্মশানে আর কি ভয়— এ আমার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব বই তো নয়! হৃদয় এখন শূন্য— এতে ভয় নাই, স্পৃহা নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, আশা নাই, প্রেম নাই, সকলই ভস্ম হয়ে গেছে। কি বললেম, প্রেম নাই ? প্রেমও কি ভস্ম হয়ে গেছে ? একেবারে ভস্ম হয়ে গেলেই ভালো ছিল— কিন্তু তা তো নয়, তার চিতানল এখনো থেকে থেকে যেন জ্বলে উঠছে— হা! কিছুতেই একেবারে নিবোতে পাচ্ছি নে। প্রেম যদি আমার হৃদয়ে নির্বাণ হবে— তবে এত শ্মশান থাকতে সেলিমের শিবির সমীপস্থ শ্মশানে কেন আমি এলেম ? হা! এত তপস্যা কচ্ছি, হৃদয়কে এখনো সম্পূর্ণ বশ করতে পারলেম না— যখন মহাদেবের ধ্যান করি, তখন সেলিমের মূর্তি যেন সেখানে এসে উপস্থিত হয়। এ কি জ্বালা হল! না— এইবার বিস্মৃত হব— জন্মের মতো বিস্মৃত হব— জন্মের মতো বিস্মৃত হব— প্রেম আমার মনে আর স্থান্ পাবে না— যাক্ যাক্ ও কথা আর মনে করব না— এইবার যোগ আরম্ভ করি, একটা মৃতদেহ পেলেই তার উপর আসন পাতি— কই! চারি দিকেই তো চিতা-ভস্ম— এই যে একটা মৃত শরীর— একি ফুল দিয়ে ঢাকা! এর উপরেই তবে বসি— (মৃত শরীরের উপর ব্যাঘ্রচর্ম পাতিয়া তাহার উপর বসিয়া ধ্যানে মগ্ন) (নেপথ্য হইতে বিকট উচ্চহাস্য)

অশ্রুমতী। (চমকিত হইয়া) এ কি! এই ঘোর শ্মশানে হাসির রব! আমি এতক্ষণ নির্ভয় ছিলেম— কিন্তু এই বিকট হাসির রবে আমার হৃদয়ের শেষতল পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছে— কোথা থেকে এ শব্দ এল ? ও কে ? একজন স্ত্রীলোক না ? ফুলের মালা গলায়— ফুলের মালা মাথায়— সব ফুলের সাজ— এ কি— এ কি! মলিনার মতো দেখছি যে!

মলিনার উচ্চহাস্য করিয়া অশ্রুমতীর নিকট
দৌড়িয়া গমন

মলিনা। তুমি এসেছ পুরুতঠাকুর ? এসো এসো— আমাদের ফুল-শয্যা দেখো-সে— (অশ্রুমতীর হাত ধরিয়া সেই মৃত শরীরের নিকট গমন ও মৃত

শরীরের মুখ হইতে শুষ্ক ফুলরাশি সরাইয়া তাহাতে টাটকা কতকগুলি ফুল অর্পণ)

অশ্রুমতী। একি! এ যে পৃথ্বীরাজ! (স্বগত) আমি পৃথ্বীরাজের মৃত শরীরের উপর বসেছিলেম!

মলিনা। চিনতে পার নি? হি হি হি হি— তুমি এইখানে থাকো, আমি আরো ফুল নিয়ে আসছি— হি-হি-হি-হি

[মলিনার প্রস্থান

অশ্রুমতী। (স্বগত) কি ভয়ানক! মলিনার এই দশা হয়েছে! না, পাগল হয়ে মলিনা তবু তো সুখী হয়েছে— সে তো বুঝতে পাচ্ছে না, তার বাস্তবিক অবস্থা কি— সে এখনো তো সুখের কল্পনা কচ্ছে— কিন্তু আমার কি ভয়ানক অবস্থা— আমি সব দেখছি, সব শুনছি, সব বুঝছি, বুঝে সুঝেই দগ্ধ হচ্ছি। না— হৃদয়! ও সব কথা বিস্মৃত হও! দেখি আর-একবার যোগে বসি— এবার রুদ্র মহাদেব ভিন্ন আর কোনো মূর্তিকেই হৃদয়ে আসতে দেব না। (ব্যাঘ্রচর্মে উপবেশন করিয়া ধ্যান)

সেলিমের প্রবেশ

সেলিম। (স্বগত) আর আমার যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজকার্য কিছুই ভালো লাগে না— নরকাগ্নি যেন আমার হৃদয়ে দিবানিশি জ্বলছে। যে আমাকে ভালোবাসত— আমার এই নিষ্ঠুর হস্ত তার রক্তেই কলঙ্কিত? সেই নির্দোষী অবলাকে আমিই বধ করেছি! আমার মতো পাষণ্ড নরাধম আর কে আছে! অশ্রুমতী কি সত্যই আমাকে ভালোবাসত? হা! এই চিতাভস্ম হতে যদি অশ্রুমতীর শরীর কোনো মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত হয়ে উত্থিত হয়— তা হলে আমি তাকে একবার জিজ্ঞাসা করি— আমি কি পাগলের মতো বকছি— সে দেশে যে একবার যায় সে কি আর ফেরে? হা! (চিন্তাযুক্ত হইয়া পরিভ্রমণ)

অশ্রুমতী। (স্বগত) আ! এ কি হল, সে মূর্তি কি কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি নে, যতবার মহাদেবের ধ্যান করতে চেষ্টা কচ্ছি, ততবারই কি সেই মূর্তি আমার মনে আসবে (নেত্র উন্মীলিত করিয়া) একি! সত্যই যে সেলিমের মূর্তি দেখতে পাচ্ছি— আমার কল্পনা কি মূর্তিমান হল নাকি! যা দেখছি

এ কি বাস্তবিক, না আমার চোখের ভুল? না, এ তো চোখের ভুল নয়। আর, তাঁর শিবিরও খুব নিকট, এখানে আসাও তাঁর অসম্ভব নয়। আমার যোগ তপস্যা ধ্যান সব রসাতলে যাক্, যাই— আমি সেলিমের কাছে দৌড়ে যাই— এই ভীষণ শ্মশানেই আমার প্রেমের ফুল ফুটেছে— আবার ভ্রমরের গুঞ্জন যেন শুনতে পাচ্ছি, আবার যেন মলয় সমীরণ মৃদু মৃদু বইছে— এ কি হল! কিন্তু আমি যে পিতার কাছে কথা দিয়েছি, আমি যে গুরুর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এই ব্রতে দীক্ষিত হয়েছি, না— তা কি করে হবে? ঐ শোন্ ঐ শোন্ রুদ্র মহাদেব বলছেন— "বৎসে! সাবধান, সাবধান— প্রেমের ছলনায় আর ভুলিস নে— তুই যে মহাব্রতে ব্রতী হয়েছিস, তা স্মরণ কর্— আমার ত্রিশূলের অবমাননা করিস নে— সাবধান!" না, এখান থেকে পালানোই শ্রেয়, (উঠিয়া) কিন্তু এইবার দেখে নি, জন্মের মতো দেখে নি— দেবদেব মহাদেব, অবলার এই দুর্বলতা একটিবার মার্জনা করো, প্রেমের নিকট এই শেষ বিদায় নিচ্ছি, যে প্রেমের চিতানল হৃদয়-শ্মশানে এখনো জ্বলছে— এইবার চিরকালের মতো নির্বাণ হবে— তার একটি স্ফুলিঙ্গও আর থাকবে না— (সেলিমকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ)

সেলিম। (অশ্রুমতীকে দেখিতে পাইয়া) এ কি! এ কি! অশ্রুমতীর প্রেত-আত্মা! আ! আ! আ! (দূরে জানু পাতিয়া জোড় হস্তে) তুমি যদি সত্যই অশ্রুমতীর প্রেত-আত্মা হও, তো আমাকে মার্জনা কোরো— আমি অতি নরাধম, অতি পাপিষ্ঠ, আমার নিষ্ঠুর অত্যাচারেই তুমি এই পৃথিবী ছেড়ে পলায়ন করেছ, আমি কখনো মনে করি নি যে তুমি আমাকে আবার দেখা দেবে, এই নরাধমের উপর তোমার কি এখনো ভালোবাসা আছে? অশ্রুমতি, তুমি সত্যই আমাকে ভালোবাসতে? বলো, একটিবার উত্তর দেও!

অশ্রু। (সেলিমের দিকে চাহিয়া গান করিতে করিতে ধীরে ধীরে অপসরণ)

ঝিঁঝিট কাওয়ালি

(ইটালিয়ন ঝিঁঝিটের গৎ-ভাঙা)

প্রেমের কথা আর বোলো না
আর বোলো না,

আর বোলো না,
ক্ষমো গো ক্ষমো,
ছেড়েছি সব বাসনা।
ভালো থাকো, সুখে থাকো হে,
আমারে দেখা দিও না,
দেখা দিও না,
নিবানো অনল জ্বেলো না।
হেথা আজ কেন তুমি, এ যে গো শ্মশান-ভূমি,
এ তো নয় সে প্রমোদ-উদ্যান হে।
যাও যাও, সখা যাও, কেন পুন দেখা দেও
আর নয়— আর নয়—
মায়া-মোহ অবসান,
মনেরে করেছি পাষাণ হে।
ক্ষমো গো সখা ক্ষমো গো সখা,
যোগব্রতে বাধা দিও না।

সেলিম। হা! সেই সুধাস্বর! কি স্বর্গীয় সংগীত! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? ঐ পদতলে গিয়ে এখনই এই প্রাণ বিসর্জন করি— কিন্তু আমার এই অপবিত্র দেহ নিয়ে কি করে ঐ স্বর্গবাসিনীর সমীপবর্তী হব— (অশ্রুমতীকে অনুসরণ করত সেলিমের ধীরে ধীরে গমন ও অশ্রুমতীর ধীরে ধীরে অপসরণ) কই! আর তো দেখতে পাচ্ছি নে! অন্তর্হিত হলেন? কই— কোথায়? সকলই কি স্বপ্ন? হা! কই? অশ্রুমতি! অশ্রুমতি! হা! (মূর্ছিত হইয়া পতন)

যবনিকা পতন

মানময়ী

পরে 'পুনর্বসন্ত' নামে প্রকাশিত

পূর্বাভাস

উর্বশী ইন্দ্রের প্রতি মান করিয়াছে; অনেক সাধ্য-সাধনাতেও সে মান ভাঙিল না। মান ভাঙাইবার জন্য মদনকে রতি অনুরোধ করেন। মদন উর্বশীর নিকট উপস্থিত হইয়া ফুলবাণ মারে, তাহাতে উর্বশীর মান ভাঙিয়া যায় ও সে ইন্দ্রের জন্য অধীর হয়। এ দিকে বসন্ত মদনকে মদ খাওয়াইয়া তাহার ফুলবাণ চুরি করিয়া তাহাকেই মারে। মদন তাহাতে উর্বশীর প্রেমে মত্ত হইয়া তাহার সহিত প্রেমালাপ করিতেছে, বসন্ত এমন সময় দুষ্টামি করিয়া উর্বশীর পদানত মদনের কাছে রতিকে ডাকিয়া আনে। রতি মদনকে তিরস্কার করিতে করিতে চলিয়া যায়, মদনও তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। পরে উর্বশীর মান-ভঙ্গের জন্য তাহাকে উপহাসপূর্বক সকলে উল্লাস করিতে করিতে ইন্দ্রের সহিত মিলন করাইতে লইয়া গেল।

পাত্রগণ

*মদন

বসন্ত

উর্বশী

রতি

উর্বশীর সখীগণ

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য । কুঞ্জবন

মদন বসন্ত ও রতি

উর্বশীর মানভঞ্জনার্থ মদনের প্রতি রতির অনুরোধ

রতি । ছিলে কোথায় বলো, কত কি যে হল
জান না কি তা ?
হায়, হায়, আহা !
মান দায়ে যায় যায় বাসবের প্রাণ ।
এখানে কি কর
তুমি ফুলশর ।
(বসন্তের উৎসাহ) তারে গিয়ে করো ত্রাণ ।

বসন্ত । চলো চলো, চলো চলো, চলো চলো, ফুলধনু,
চলো যাই কাজ সাধিতে ;
দাও বিদায় রতি গো
এমন এমন ফুল দিব আনি,
পরখিবে মানিনী হৃদয়ে হানি,
মরমে মরমে রমণী অমনি
থাকিবে গো দহিতে ।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য। কুঞ্জবন

উর্বশী ও সখীগণ

সখীদের বসন্ত-বন্দনা

সখীগণ। আজি কোয়েলা কুহু বোলে,
গগনে গগনে গীত উথলে,
উদিল ফাগুন দিন, চলো লো সজনি, সব কুঞ্জে ;
আয় অলি মিলি জুলি
ফুলগুলি তুলি তুলি
দিব ঢালি মদন-চরণ-তলে।
দেখল ফুটল বিমল
শতদল ঢলো ঢলো—
টলমল জল হিল্লোলে।
বহত সমীর অধীর
সর সর, তর তর
নাচত খেলত ফুলে ফুলে।
আয় তবে, সহচরি, রুনু রুনু, ঝুনু ঝুনু
বসন্ত জয়ধ্বজা তুলে।
নাচই গাও, গাও লো, জয় জয় ঋতুপতি
সব সখী মিলে।

মানিনী উর্বশীকে সখীদের সাধাসাধি

১ সখী। (মানময়ী উর্বশীর প্রতি)
আয় লো, আয় লো, আয় লো, সই লো,
কুসুম কুঞ্জে আয় লো আয়,
ফুটেছে গোলাপ চম্পা উঠেছে দক্ষিণ বায়।

উর্বশী। যা যা, তোরা যা আমি তো যাব না, সই
আঁধারে একেলা বসে রই (সই)।

১ সখী। ছি ছি, সজনি, যায় যায় রজনী—

উর্বশী। যায় যাক, যায় যাক ;
তোরা মাত্ প্রমোদে সই !

সখীগণ। ছি ছি আ ছি, ও কি কথা, রঙ্গিনি, বালা
সুখ-তরঙ্গে সজনী সঙ্গে রঙ্গে প্রাণ ঢালো।

উর্বশী। তোরা যা চলে
আমি বিরলে
মরমে মরম জ্বালা স'ব। (ওলো সখি)

১ সখী। ও কি কথা, সখি, দেখোদেখি, ফুলে ফুলে
বন উঠেছে হাসিয়া
হাসিছে তারা, হাসিছে চন্দ্র,
হাসিছে সারা ধরণী রে।

মদনের প্রবেশ

সখীগণ। তোমার, মদন, বন্দি চরণ, সুধাই মোরা
সবাই মিলে—
আজ কেন হে এমন বেশে হেথায় এসে
উদয় হলে।
কার মাথাটি খেতে স্মর,
হেথায় এসে বিরাজ কর,
কাহার চিতে আগুন দিতে আচম্বিতে
হেথায় এলে।

মদনের আস্ফালন

মদন। শুনলেম নাকি নিদারুণ মানে মানিনী হয়েছে সই।
সন্ন্যাসিনী সাজে আজি হয়েছ, লো সখি,
মদন জয়ী।

ভাঙব তোমার মান, সখি, হানব ফুলবাণ
হোক্ না যতই কঠিন পাষাণ মান, ফুলের ঘায়ে
ভেঙে দেব, সই।
ছাড়তে হবে বাকল, ধনি, বাঁধতে হবে কেশ,
সাধতে হবে নাথের ধরি পায়—
নহিলে মদন আমি নই।

উর্বশী। যা যা, রে অনঙ্গ দূরে দূরে যা,
তোর রঙ্গভঙ্গে অঙ্গ জ্বলিছে
হৃদি মন চুর চুর হা।

মদন। থাক্ লো, থাক্ লো, ধনি, রাখ্ লো যোগিনী ভান,
ফুলশরে দেখব, ওরে, কোথায় থাকে মানের মান।

শরসন্ধান

উর্বশী। (অধীরভাবে সখীগণের প্রতি)
সজনি লো বল, এ কি হল হল একি জ্বালা বল, এ কি!
পিউ পিউ কুহু থাকিয়া থাকিয়া
কুজিছে যতই কোয়েলা পাপিয়া—
তিল তিল খসে মরমের খিল, কেমনে এ মানে বাঁধিয়া রাখি
মলয়ের বায় শিহরিছে কায়
পরান আকুল ফুল-শর ঘায়,
সরমে মরিয়ে হইতেছি সারা কেমনে এ মুখ দেখাব সখি?

সখীদের উপহাস

সখীগণ। কেমন সখি, মানের ভরে থাকবি আরো সই।
এত করে করলি পণ
কোথা গেল তা এখন,
সেই তো, সজনি, শেষে মদন হল জয়ী।

বসন্তের প্রবেশ, বসন্ত ও মদনের মদ্যপান

বসন্ত। (উর্বশীকে দেখিয়া)
আমরি আমরি হল কি, হায়!
হা, সজনি যায় যে যায়!

কাঁপিছে অধীর কায়, ঘন ঘন শ্বাস বহিছে তায়।
ছিঃ রতিপতি, এই কি কাজ ?
সজনীরে বুঝি বধিলে আজ
তোমারি কুসুম ঘায় !
এসো হে আমার সাথ,
সুরাপানে গানে কাটাব রাত—
মেনকা নাচিবে তায়।

মদন। বেশ বেশ বেশ ভাই, মদে তবে মাতি আয়,
মদে সবে মাতি আয়, মদে সবে মাতি আয়।

মদ্যপান

বসন্ত। ঢালো ঢালো সুধা— বকুলের সুধা,
কমলের সুধা মিশাও তায়—

মদন। বশ্‌! বশ্‌! বশ্‌! আরো সুধারস
মিশায়ো না, সখা, ধরি হে পায়।
ঢল্‌ ঢল্‌ ঢল্‌ ঢলিছে শরীর,
ঢুলু ঢুলু ঢুলু ঢলিছে আঁখি ;
ধরো ধরো সখা ; নিজ দেহ-ভার
বলো হে বলো হে কেমনে রাখি।
খসিয়ে পড়িছে ফুল-বেশ মোর
ফুল-ধনু খসে পড়িল ওই—
ধরো ধরো ধরো সখা ; নাহিক শকতি
আর যে একটি কথাও কই।

দুষ্টামি করিয়া বসন্ত কর্তৃক মদনের ফুলশর হরণ

বসন্ত। (মদনের ফুলশর অপহরণ করিয়া)
আজ ভাঙব সকল জারি-জুরি, মদন হে, তোমার
ফুলশর—বিষধর—আজ দেখব কতই খরধার।

তুমি তো হে জলে স্থলে
ঢঙ করে হে কতই ছলে
মজাও সকলে;
তার যতই যাতন, মকর কেতন,
আজ বুঝবে হে জ্বালাটি তার।
থাকো থাকো অঘোর হয়ে
তোমারই পঞ্চবাণ লয়ে
তোমার হৃদয়ে
আজ হানব এ বাণ, কুসুম-বাণ,
দেখব কেমন করে পাও হে পার।

মদনকে শরসন্ধান

উর্বশীর প্রতি মদনের প্রেম-সম্ভাষণ

মদন। (উর্বশীর প্রতি)
আজ লো, সজনি, প্রেমেরই তরঙ্গে রঙ্গে কুঞ্জে
পোহাইব দুজনে।
ওই যে পাপিয়া দিগন্ত ছাইয়া পিউ পিউ রবে
ডাকিছে সঘনে।
যৌবন-জীবন এ সুখ বসন্তে দেখিস, লো সজনি,
বিফলে না যায়,
প্রাণ তো প্রাণ নয়, প্রেম যদি না রয়,
প্রাণে প্রেম ঢালি আয় লো বিরলে।

রতির প্রবেশ

রতির ভৎর্সনা

রতি। খুব তুমি মন্তর তন্তর জানো
দু দণ্ড এসে হেথা কি কাণ্ড করিলে?

মদন। (জোড়হস্তে) জান ম্যা দাস তোমারি—

রতি। ঢের ঢের জানি, ঢের ঢের জানি
হেসো না হেসো না মিছে, যাও যাও রূপসীর কাছে,
যাও যাও উর্বশীর কাছে, যাও যাও প্রেয়সীর কাছে।

রাগভরে প্রস্থান ও মদনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন

উর্বশীর বিষাদ

উর্বশী। সজনি লো বল, কেন কেন এ পোড়া প্রাণ গেল না?
সহে না যাতনা, সহে না যাতনা,
এনে দে এনে দে তারে, আর যে লো পারি না।

মদনের পুনঃপ্রবেশ

মদনের উপহাস

মদন ও বসন্ত। সেই তো মল খসাতে হল দেশ কেন হাসালে!
প্রাণদায়ে মান ভাসালে
মানময়ী মান শিখেছ কোথা, খেতে হল শেষে
মানেরই মাথা,
কেমন! কেমন!! এখন কেমন!!! হায় রে
হায় রে হায় রে হায়!!!!
কুহু কুহু করি দুয়ো দুয়ো দুয়ো দিচ্ছে কোকিল
রসালে।

সখীদের উল্লাস

সকলে সমস্বরে—
আয় লো আয় লো আয় লো আয় লো
মিলে সব সজনী—
বাসরে পোহাব আজি কি সুখের রজনী!
ভাসিয়ে সুখ-তরঙ্গে, মাতিয়ে প্রমোদ-রঙ্গে

হাসিব সখীর সঙ্গে
দিব সুখে হুলুধ্বনি।

সখীদের আমোদে উর্বশীর যোগ দেওয়া

আয় তবে সহচরি, হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা
সপ্তম সুরে বাঁধো তবে তান।
পাশরিব ভাবনা পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি মন প্রাণ দিবা নিশি।
আন্ তবে বীণা
সপ্তম সুরে বাঁধো তবে তান।
ঢালো ঢালো, শশধর, ঢালো ঢালো জোছনা,
সমীরণ বহে যা রে, ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি
উল্লাসিত তটিনী
উথলিত গীতরবে খুলে দে রে মনপ্রাণ।

সকলের প্রস্থান ও পটক্ষেপ

সমাপ্ত

স্বপ্নময়ী

নাটকীয় পাত্রগণ

কৃষ্ণরাম রায়	বর্ধমানের ভূপতি
আনন্দরাম তত্ত্ববাগীশ	বর্ধমান রাজ্যের সভাপণ্ডিত
বর্ধমান রাজার মন্ত্রী	
শুভসিংহ	চিতোয়া ও বর্দার তালুকদার
সুরজমল	শুভসিংহের অনুচর
জগৎ রায়	কৃষ্ণরামের পুত্র
স্বপ্নময়ী	কৃষ্ণরামের দুহিতা
রহিম খাঁ	আফগান সর্দার
জেহেনা	রহিম খাঁর স্ত্রী
সুমতি	জগৎ রায়ের স্ত্রী

বান্দিগণ, রক্ষকগণ, ইতর লোক, নর্তকী প্রভৃতি

ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকাল। ঐতিহাসিক মূল ঘটনা : শুভসিংহের বিদ্রোহ

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শুভসিংহের বাটী

শুভসিংহ ও সূরজমল

শুভসিংহ। দেখো সূরজ, প্রতারণা করা আমার স্বভাবের নিতান্ত বিরুদ্ধ। কি করে বলো দেখি আমি এমন ছদ্মবেশ ধারণ করে লোকের নিকট আপনাকে দেবতা বলে পরিচয় দি?

সূরজ। মহাশয়, আপনি তো অন্য উপায়ও দেখেছেন, তাতে কি কিছু করতে পারলেন?

শুভ। তা সত্য— শীত নাই— গ্রীষ্ম নাই— দিন নাই— রাত্রি নাই— আমি লোকের বাড়ি বাড়ি বেড়িয়েছি, আরংজীবের অত্যাচারের কথা জলন্ত ভাষায় তাদের কাছে বর্ণনা করেছি; কিন্তু কিছুতেই তাদের উত্তেজিত করতে পারলেম না, কিছুতেই তাদের পাষাণহৃদয় বিগলিত হল না, সেই-সকল হীন জড় পদার্থের কিছুতেই চেতনা হল না।

সূরজ। সেইজন্যই তো আপনাকে বলছি অন্য উপায় পরিত্যাগ করে এখন এই উপায় অবলম্বন করুন। দেখবেন এতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবেন।

শুভ। কিন্তু প্রতারণা কি করে করব? আমি প্রতারণা করব? চিরজীবন যা আমি ঘৃণা করে এসেছি, যা আমার দুই চক্ষের বিষ, যার একটু গন্ধও আমার সহ্য হয় না সেই জঘন্য প্রতারণাকে কিনা আমি এখন আমার অঙ্গের ভূষণ করব— আমার চিরজীবনের সঙ্গী করব? তা কি করে হবে সূরজ? আমি দেশের জন্য— মাতৃভূমির জন্য, ধর্মের জন্য— আর সকল ক্লেশ সকল যন্ত্রণাকেই আলিঙ্গন করছি, কিন্তু— কিন্তু— দেবতার ভাণ করে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা— ছদ্মবেশ করে লোকদের প্রতারণা করা— ওঃ কি জঘন্য— কি জঘন্য—

সূরজ। সে কথা সত্যি— প্রতারণাটা যে বড়ো ভালো কাজ তা আমি বলছি নে— কিন্তু এ ভিন্ন যখন আর-কোনো উপায় নেই, তখন কি করবেন বলুন— মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কখনো কখনো হীন উপায়ও অবলম্বন করতে হয়— তা না করলে চলে কই? তীর্থস্থানে পৌছিতে গেলে কখনো কখনো

পঙ্কিল পথ দিয়েও চলতে হয়— তা বলে এখন কি করবেন— এ যদি না করতে পারেন তবে আর কেন! সে সংকল্প ত্যাগ করুন— যেমন অন্য দশজনে জড়পিণ্ড পাষাণের ন্যায় সকল অত্যাচারই সহ্য করে আছে— তেমনি আসুন, আমরাও সহ্য করে থাকি। তাদেরই বা অপরাধ কি? তারা দেশের চেয়ে প্রাণকে বেশি ভালোবাসে— তাই তারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করতে পারছে না— আপনি অত্যাচারের চেয়ে প্রতারণাকে বেশি ঘৃণা করেন— আপনিও দেশের জন্যে এই ঘৃণাকে অতিক্রম করতে পারছেন না। শুধু তাদের দোষ কি? সকলেই এইরকম করে থাকে। যার যাতে বেশি কষ্ট— সে সে-কষ্ট দেশের জন্য স্বীকার করতে চায় না। আসল কথাই এই। নাহলে মুখে জারিজুরি করতে তো সকলেই পারে।

শুভ। (কিয়ৎকাল চিন্তার পর) আচ্ছা সুরজ, আমি দেশের জন্য তাও করব।

সুরজ। এখন তবে আমার মতলবটা শুনুন— প্রথমত দেবতার ভাণ করে কতকগুলো লোককে হস্তগত করতে হবে, তার পর সেই লোকদের নিয়ে বর্ধমান-রাজের কোষাগার লুঠ করতে হবে— সম্রাট আরংজীবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে গেলে বিলক্ষণ অর্থের আবশ্যক, এই উপায়ে অর্থসংগ্রহ হলে যুদ্ধের আয়োজন অনায়াসেই হতে পারবে।

শুভ। বর্ধমান-রাজের কোষাগার লুঠ? দস্যুবৃত্তি? তার চেয়ে তাঁর নিকটে গিয়ে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলি-না কেন? তিনি একজন হিন্দু রাজা, তিনি কি আমাদের এই মহৎ কার্যে সাহায্য করবেন না? যদি না করেন তখন আমরা প্রকাশ্যরূপে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব।

সুরজ। মহাশয়, বলেন কি, ও কথা মনেও আনবেন না। তা হলে সমস্ত কার্যই বিফল হয়ে যাবে। বর্ধমান-রাজ যদি এর বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারেন তা হলে তিনি এখনই সম্রাটের প্রতিনিধিকে সংবাদ দেবেন। বর্ধমান-রাজ সম্রাটের অত্যন্ত বিনীত অনুগত দাস তা কি আপনি জানেন না? এখন আমাদের সংকল্পের কেবলমাত্র অঙ্কুর দেখা গিয়েছে, এখন একটু গোপনভাবে কাজ না করলে সে অঙ্কুর কখনোই ফলে পরিণত হবে না।

শুভ। হাঁ তা সত্য, কিন্তু প্রতারণা ছদ্মবেশ—

সুরজ। মহাশয়, আবার সেই কথা? আপনার দ্বারা এ কাজ তবে হবে

না— এত অল্পতেই আপনার সংকোচ— এত অল্পতেই আত্মগ্লানি— স্ত্রীলোকের ন্যায় অমন কোমল প্রকৃতির দ্বারা অমন কঠোর কাজ কখনোই সাধন হতে পারে না। অন্য লোক থাকতে দেবতারা বেছে বেছে কেন যে আপনার উপরই এই কঠিন কার্যের ভার দিয়েছেন তা বুঝতে পারছি নে। আজ জানলেম দেবতাদেরও কখনো কখনো ভ্রম হয়। আপনার দ্বারা কোনো কাজ হবে না— মাঝ থেকে আমরা হাস্যাস্পদ হব। হাঁ, যদি কোনো নীচ কাজের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য এসব করতে হত— হাঁ, তা হলে সংকোচ হতে পারত— আত্মগ্লানি হতে পারত— কিন্তু এমন মহৎ কাজ— দেশের জন্য— মাতৃভূমির জন্য, ধর্মের জন্য— এতেও আবার সংকোচ? এতেও আবার আত্মগ্লানি? না, আমি আর এতে নেই— আমি মশায় বিদায় হলেম। (গমনোদ্যত)

শুভ। না না না সুরজ, যেও না, তাই হবে। এখন কি করতে হবে বলো।

সুরজ। আর কিছুই করতে হবে না— আপনাকে দেবতার মতো সাজতে হবে— কপালে একটা কৃত্রিম চোখ বসাতে হবে— সেটা খুব জ্বলতে থাকবে —আমি ওলন্দাজদের কারখানায় কাজ করতুম— অনেকরকম দ্রব্যের গুণাগুণ জানি— সে-সব আমি সাজিয়ে দেব, তার জন্য কোনো চিন্তা নেই— আর আমি আপনার ভক্ত সাজব।

শুভ। তার চেয়ে তুমি দেবতা সাজো না কেন— আমি তোমার ভক্ত সাজব।

সুরজ। তা হলে মনে করছেন বুঝি প্রতারণার বোঝা আপনার কাঁধ থেকে অনেকটা নেবে যাবে— কিন্তু তা নয় বরং উল্টো। আপনি তো মৌন হয়ে বসে থাকবেন, লোক ভোলাবার জন্য আমারই নানা কথা কইতে হবে। তা ছাড়া, আপনার ন্যায় দিব্যশ্রী পুরুষেরই দেবতা সাজা প্রয়োজন। নাহলে ভক্তির উদয় হবে কেন?

শুভ। আচ্ছা, তবে তাই। তার পর কি করতে হবে বলো।

সুরজ। আমি কতকগুলো ভালো ভালো অষুধ জানি— তাতে অনেক দুরারোগ্য রোগ আরাম হয়, সেই-সকল ঔষধে কারো কারো রোগ আরাম হলেই আপনার নাম খুব রাষ্ট্র হবে— দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসে আপনার

পূজা করবে, আপনার আজ্ঞাবহ সেবক হবে, তখন তাদের যা বলবেন তারা তাই করবে। সেই-সব লোকজন নিয়ে বর্ধমান-রাজার কোষাগার লুঠ করতে হবে। কোষাগার লুঠ করে ধন সঞ্চয় হলে তার পর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন। আপাততঃ বর্ধমান-রাজার কোষাগার লুঠ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শুভ। বুঝলেম। কিন্তু রাজকোষ লুঠ করা তো সহজ নয়; রাজবাটীর ধনরত্ন খুব প্রচ্ছন্ন স্থানে প্রোথিত থাকে, প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করলেই তো তার সন্ধান পাওয়া যায় না।

সুরজ। সে কথা সত্যি— বিশেষত বর্ধমানের রাজার ধনরত্ন যেখানে থাকে শুনেছি সে অতি গুপ্ত স্থান— একটা সুরঙ্গ পথে পাতালপুরীর ন্যায় একস্থানে যেতে হয়— তার পথ গোলোকধাঁধার মতো অতি জটিল— শুনেছি, সে পথ আর কেউ জানে না, কেবল বর্ধমান-রাজার দুহিতা সেই পথের সন্ধান জানে। তাকে হস্তগত করা দরকার।

শুভ। বর্ধমানের রাজকুমারীকে হস্তগত করতে হবে! তাও কি কখনো সম্ভব? এ তোমার অত্যন্ত অসম্ভব কল্পনা।

সুরজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন— তার উপায় ক্রমে হবে। রহিম খাঁ নামে একজন আফগান সর্দারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, সে বর্ধমান-রাজকুমার জগৎ রায়ের মোসাহেব— তার কাছ থেকে রাজবাটীর অনেক সংবাদ আমি পাই— শুনেছি রাজকুমারী বাতিকগ্রস্তা— রাজবাটী থেকে বেরিয়ে পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে যেখানে সেখানে বেড়িয়ে বেড়ায়— তাকে হস্তগত করা তাই মনে হচ্ছে নিতান্ত অসম্ভব নয়। রহিম খাঁ আমাদের দলভুক্ত হতে চায়— সে আমাদের সহায় থাকলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হতে পারে।

শুভ। রহিম খাঁ? একজন মুসলমান? সে আমাদের দলভুক্ত হবে? তুমি কি বলো সুরজ?

সুরজ। সে বিষয়ে কোনো ভয় নেই। মুসলমান বটে, কিন্তু তার স্বার্থ আছে— তার স্বার্থ হচ্ছে মোগলরাজত্ব ধ্বংস করে তার স্থানে পাঠানসাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করে, আর সে অবশেষে সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট হয়।

শুভ। তুমি কি বলতে চাও তার দ্বারা কাজ সিদ্ধ করে নিয়ে তার পর

তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে— কাজের সময় তাকে বন্ধু বলে স্বীকার করে তার পর কাজ সমাধা করে তাকে বিদায় করে দেওয়া ?

সুরজ। আবার আপনার সেই-সব সংকোচ ? এইমাত্র আপনি বললেন এই মহৎ কার্য সিদ্ধ করবার জন্য সদসৎ কোনো উপায় অবলম্বন করতে আপনি সংকুচিত হবেন না— আবার সেই কথা ? রহিমের কাছ থেকে আর কোনো প্রত্যাশা নেই, তার কাছ থেকে রাজবাটীর অনেক সন্ধান পাওয়া যাবে।

শুভ। আচ্ছা, আচ্ছা তবে তাই।

সুরজ। এই সময় রহিম খাঁর আসবার কথা ছিল। এখনো যে আসছে না ?

শুভ। রহিম খাঁ ?

সুরজ। হাঁ, আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলেছিল। এই-যে সে আসছে।

রহিম খাঁর প্রবেশ

সুরজ। বন্দেগি খাঁ-সাহেব !

রহিম। বন্দেগি, বন্দেগি। মেজাজ শরিফ ?

সুরজ। আপনার আশীর্বাদে একরকম ভালো আছি। (শুভসিংহের প্রতি) ইনি আমাদের খাঁ-সাহেব, বড়ো ভালো লোক, উনি পরচর্চায় থাকেন না— কারো নিন্দাবাদ করেন না— কেবল আপনার ধর্ম নিয়েই আছেন—

রহিম। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ-আলাপ ছিল না বটে কিন্তু আপনার আমি সমস্তই জানি। আপনার প্রপিতামহ রঘুনাথ সিং প্রথমে বাংলাদেশে এসে বাস স্থাপন করেন, তার পর তাঁর পুত্র আপনার পিতামহ কানাই সিং চিতোয়ার তালুক ক্রয় করেন— তাঁর দেনায় চিতোয়া তালুক বিক্রি হয়ে যায়— বর্দার ফতে সিং ক্রয় করে— তার পর সে মরে গেলে তার ছেলে বীর সিংহের কাছ থেকে আপনার পিতা দুর্লভ সিং আবার ঐ মহল ক্রয় করে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করেন।

সুরজ। আঃ ! এ যে চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করতে বসল !

শুভ। মহাশয়, আমার পিতার নাম তো দুর্লভ সিং নয়, তাঁর নাম দুর্জয় সিং।

রহিম। আপনি তবে জানেন না, তাঁর আসল নাম দুর্জয় সিং ছিল বটে কিন্তু লোকে তাঁকে দুর্লভ সিং বলে ডাকত।

শুভ। তা হবে।

সুরজ। আপনার দেখছি কিছুই অজ্ঞাত নেই— এত খবর আপনি কোথা থেকে পান আমি ভেবে পাচ্ছি নে, এ কি সাধারণ ক্ষমতার কর্ম ?

রহিম। (সন্তুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে) এমন কি জানি, তবে কিনা বেঁচে থাকলেই কিছু কিছু জানতে পারা যায়।

সুরজ। রাজবাটীর সংবাদ কি মশায় ?

রহিম। রাজবাটী ? কোন্ রাজবাটী ? ওঃ, আমাদের বর্ধমানের জমিদারের বাড়ি ? আপনারা বুঝি রাজবাটী বলেন ? ও ! আঃ সে কথা বোলো না— জমিদার কৃষ্ণরাম আমাকে অনেক করে বলে পাঠায় যে জগতের কিছু সহবৎ শিক্ষা হচ্ছে না— সে যদি তোমার সঙ্গে কিছুকাল থাকে তো সে আদব-কায়দা অনেক শিখতে পারে— তা ভদ্রলোকের ছেলে বয়ে যায়— মনে করলুম যদি কিছুকাল তার সঙ্গে থাকি তো তার অনেক উপকার হয়। পরোপকারের চেয়ে কি আর ধর্ম আছে ? পরের উপকার করাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। নাহলে, আমার পাঠান-রাজবংশে জন্ম, জমিদারের সঙ্গে কি আমি একত্র বসতে পারি ?

সুরজ। (শুভসিংহের প্রতি) আমি তো আপনাকে বলেছিলুম উনি কেবল পরোপকার নিয়েই আছেন। এমন সৎলোক মশায় আর দেখা যায় না।

রহিম। আপনি জমিদারের বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন ? জগৎ কিছু লোক মন্দ নয়— তবে কিনা একেবারে বয়ে যাচ্ছিল, ভাগ্যিস আমি ছিলুম তাই চরিত্রটা শুধরে এসেছে। জমিদার কৃষ্ণরামের কথা আর বোলো না— সেটা নিতান্ত নির্বোধ, পাগল বললেও হয়— আর তার একটা মেয়ে আছে— সেটা পাগলির মতো কোথায় যে বেড়িয়ে বেড়ায় তার ঠিক নেই। লোকে বলে পাগলি— কিন্তু আমি জানি সে কি উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়—

সুরজ। তার চরিত্র সম্বন্ধে কি কিছু গোল আছে নাকি ?

রহিম। সে কথায় কাজ কি ? আমি পরচর্চা করতে ভালোবাসি নে। তবে তোমরা নিতান্তই খবর শুনতে চাইলে তাই দুই-একটা কথা বললুম। বর্ধমান জমিদারের আরম্ভ কোথা থেকে হল জান ?

সূরজ। না, খাঁ-সাহেব। (স্বগত) এইবার বুঝি আবার কুলচি আওড়ায়।

রহিম। আবু রায় জাতিতে কর্পূর ক্ষত্রিয়, বর্ধমান জমিদার-বংশের আদি। পঞ্জাব থেকে বাংলাদেশে এসে বর্ধমানে সে বসবাস করে— ১০৬৮ আমাদের মুসলমান অব্দে, চাকলা— বর্ধমানের ফৌজদারের অধীনে বর্ধমান শহরের অন্তর্ভূত পেকাবি বাগানের চৌধুরী ও কোতোয়াল পদে সে নিযুক্ত হয়— তার ছেলে বাবু রায়; সে বর্ধমান পরগনা ও আর তিনটে পরগনার মালিক— তার ছেলে ঘনেশ্যাম রায় তার ছেলে কৃষ্ণরাম রায়।

সূরজ। (স্বগত) আর তো পারা যায় না— আসল কথায় আসা যাক— (প্রকাশ্যে) আপনার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল তা তো ঠিক আছে?

রহিম। তোমাকে যখন একবার কথা দিয়েছি তখন কি আর নড়চড় হতে পারে? 'মরদ কি বাত হাতিকা দাঁত'— আমার ওতে কিছুই স্বার্থ নেই— তবে আওরংজীব হিন্দুদের উপর যেরকম অত্যাচার কচ্ছে তা দেখে আমার বড়োই কষ্ট বোধ হয়েছে— তোমাদের উপকারের জন্যই আমি এই কার্যে ব্রতী হয়েছি।

সূরজ। বাস্তবিক, খাঁ-সাহেবের মতো এমন নিঃস্বার্থ পরোপকারী লোক আমি কোথাও দেখি নি। বাঃ বাঃ, খাঁ-সাহেব, আপনার তলোয়ারটি তো অতি চমৎকার দেখছি— অনেক অনেক তলোয়ার দেখেছি বটে কিন্তু এমন তলোয়ার আমি কখনো দেখি নি! বাঃ, চমৎকার!

রহিম। (একটু মুচকি হাসিয়া) কত মূল্য আন্দাজ কর দিকি?

সূরজ। আমার তো বোধ হয় দশ হাজার টাকার কম নয়।

রহিম। (হাস্য করিয়া) দশ টাকায় আমি কিনিছি।

সূরজ। বলো কি খাঁ-সাহেব, এত সস্তা? এ যে মাটির দর!

রহিম। আমার বাড়িতে যে তলোয়ার আছে তার দাম দশ হাজার কি, ত্রিশ হাজার টাকার কম নয়! তবে এটা খুব সস্তায় পেলুম বলে কিনলুম। এই তলোয়ারে আমি ৫০০ লোক এক রোখে কেটেছি!

সূরজ। সেও বোধ হয় পরোপকারের জন্য?

রহিম। পরোপকারের জন্য বই-কি— একজন লোকের বাড়িতে ৫০০ ডাকাত পড়েছিল— আমি একলা ৫০০ লোককে টুকরো টুকরো করে কেটে সেই ভদ্রলোকের উপকার করি।

সুরজ। (স্বগত) যেখানে মুসলমান থাকে সেখানকার বাতাসও যেন আমার বিষতুল্য বোধ হয়। (প্রকাশ্যে) ওঃ! খাঁ-সাহেবের কি সাহস!

রহিম। আমাকে তোমাদের সেনাপতি করো-না— দেখবে আওরংজীবকে সপ্তাহের মধ্যে সিংহাসনচ্যুত করব। কেয়া বড়ি বাৎ হ্যায়। (গুম্ফ মোচড়ায়ন)

সুরজ। আগে খাঁ-সাহেব এই লুঠের কাজটা তো উদ্ধার হোক, তার পর—

রহিম। আচ্ছা আর-এক দিন এসে তবে তা স্থির করব। আজ চললেম, বন্দেগি!

শুভ। বন্দেগি!

সুরজ। বন্দেগি!

সুরজ। রাম বাঁচলেম!

রহিম। বেশ, এদের বুঝিয়ে দিয়েছি— হিন্দুদের বোঝাতে কতক্ষণ? এই বিদ্রোহে যদি মোগলরাজত্ব যায় তখন এই তৃণভোজী হিন্দুদের জয় করতে কতক্ষণ?

[রহিম খাঁর প্রস্থান

শুভ। সুরজ, আমি তবে সমস্ত উদ্যোগ করি-গে।

সুরজ। হাঁ, আপনি অগ্রসর হোন। (স্বগত) রহিম খাঁ মনে করছে সে বড়ো খেলা খেলছে— জানে না তার চেয়েও একজন বড়ো খেলোয়াড় আছে!

[সুরজের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

রাজা কৃষ্ণরাম, আনন্দরাম ও কতিপয় পণ্ডিত

রাজা। নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—

সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎ সুখং।
কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোঽর্থেপ্সয়া দিশঃ॥

যিনি সন্তুষ্টচিত্ত, চেষ্টাহীন, এবং আত্মানন্দ-সম্ভোগে রত তাঁহার যে সুখ, যাহারা অভীষ্ট লোভে ধনোপার্জনের নিমিত্ত দিকে দিকে ধাবিত হয় তাদের সে সুখ কোথায়?

আনন্দ। মহারাজ, শুধু অর্থের উপার্জনে কেন, রক্ষণেও ক্লেশ। পঞ্চদশী-কর্তা লিখেছেন—

অর্থানামর্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ

বলছেন— অর্থের অর্জনে ক্লেশ, পরিরক্ষণে ক্লেশ, নাশে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ— এমন যে ক্লেশকারী অর্থ তাকে ধিক্।

একজন পণ্ডিত। তত্ত্ববাগীশমহাশয়, ওর মধ্যে একটা কথা আছে— অর্থের ব্যয়মাত্রেই যে দুঃখ, শাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে— ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সৎপাত্রে দান করলে সুখও আছে— দানাৎ পরতরং নহি—

আনন্দ। সে কথা সত্য। তবে কিনা বশিষ্ঠদেব বলেছেন—

ন চ ত্রিভুবনৈশ্বর্যান্ন কোষাদ্রত্নধারিণঃ
ফলমাসাদ্যতে চিত্তাৎ যন্মহত্তোপবৃংহিতং।

মহা চিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির নিজ চিত্ত হইতে যে ফললাভ হয়, অপর ব্যক্তির রত্নপূর্ণ ভাণ্ডার এবং ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য লাভেও তাদৃশ ফললাভ হয় না।

একজন পণ্ডিত। তবে কি আপনি বলেন, মহারাজ এই-সমস্ত সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে সমস্ত ঐশ্বর্য-বাসনা পরিত্যাগ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবেন। গৃহী ব্যক্তির পক্ষে কার্য পরিত্যাগ কখনো সম্ভবপর নয়। নারদ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বকাঃ।

গৃহস্থের ক্রিয়াত্যাগ, ব্রহ্মচারীর ব্রত পরিত্যাগ, তপস্বীর গ্রামে বাস এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়চাপল্য এই-সকল আশ্রমের বিড়ম্বনা।

আনন্দ। তর্কালংকার-খুড়ো থামো, সে-সব জানা আছে। ভগবান শিব বলেছেন—

সমাপ্যাহ্নিককর্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম বা
গৃহস্থোনিয়তং কুর্যান্নৈব তিষ্ঠেন্নিরুদ্যমঃ।

কোন্ শাস্ত্র আমার জানা নেই যে তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসো? তুমি তো হরিনাথ ভট্টাচার্যের সন্তান— তোমার বিদ্যাবুদ্ধি আমি কি-না জানি।

তর্ক। তত্ত্ববাগীশমহাশয়, রাগবেন না, শাস্ত্র-বিষয়ে বাক্যালাপ হচ্ছে, এতে ক্রোধের কোনো কারণ নেই!

আনন্দ। ক্রোধের কোনো কারণ নেই? আমার কথাটা শেষ না করতে করতেই তুমি কিনা আর-একটা কথা নিয়ে এলে! ক্রোধের কোনো কারণ নেই?

রাজা। তোমরা থামো, মিথ্যা কলহে কোনো ফল নেই— আমি মীমাংসা করে দিচ্ছি। ঋষিবর অগস্ত্য বলেছেন—

সকল পণ্ডিত। থামুন থামুন, মহারাজ বলছেন— আহা, মহারাজের কথা অমৃত-সমান। আহা, অমন পণ্ডিত কি আর ভূভারতে আছে— শাস্ত্রজ্ঞানে স্বয়ং রাজর্ষি-জনক।

রাজা। উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদং॥
কেবলাৎ কর্মণো জ্ঞানান্নহি মোক্ষোঽভিজায়তে
কিন্তু তাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ সাধনস্তূভয়ং বিদুঃ।

হে সুতীক্ষ্ণ! যেরূপ পক্ষিগণ উভয় পক্ষ দ্বারা আকাশপথে বিচরণ করে সেইরূপ জীবগণ জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়কে অবলম্বন করে ক্রমে ভগবানের পরমপদ লাভ করতে সমর্থ হয়, অতএব—

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, সমূহবিপদ উপস্থিত!

রাজা। স—মূ—হ বিপদ— আচ্ছা বেশ, কি কথা বলছিলেম? হাঁ অতএব— অতএব কেবলমাত্র জ্ঞানসাধন কিম্বা—

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত।

রাজা। আঃ, থামো-না মন্ত্রি, বিদ্রোহ পরে হবে— কেবলমাত্র জ্ঞানসাধন কিম্বা কর্মসাধন—

মন্ত্রী। মহারাজ, বিদ্রোহ হবে কি— হয়েছে—

রাজা। কেবলমাত্র জ্ঞানসাধন কিম্বা কর্মসাধন দ্বারা বিদ্রোহ, ওঁ বিষ্ণু— মুক্তি— হয় না—জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই মুক্তির সাধন— কিন্তু যাই হোক, গোড়ায় যে কথা উত্থাপিত হয়েছিল তার এতে মীমাংসা হল না— সেটা হচ্ছে এই— (চিন্তা)

মন্ত্রী। এই পণ্ডিতগুলো মিলে মহারাজের বিষয়বুদ্ধি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে— রাতদিনই শাস্ত্রালোচনা। এদিকে যে রাজ্য ছারখার হয়ে যায় সেদিকে দৃষ্টি নাই— যেরকম অন্যমনস্ক— এখন রাজকার্যে মনোযোগ করানো তো আমার কর্ম নয়। যাই, রাজকুমার জগৎ রায়কে ডেকে দি।

[মন্ত্রীর প্রস্থান

রাজা। কথা হচ্ছিল, ধন-ঐশ্বর্যে মনুষ্য সুখী, না, তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মনুষ্য সুখী হয়— পঞ্চদশীকর্তা শ্রীমদ্‌ভারতী তীর্থ মুনি পরিতৃপ্ত ভূপতির সুখের সহিত আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সুখের তুলনা করে এইরূপ বলেছেন—

যুবা রূপী চ বিদ্যাবান্নীরোগো দৃঢ়চিত্তবান্।
সৈন্যোপেতঃ সর্বপৃথ্বীং বিত্তপূর্ণাং প্রপালয়ন্॥
সর্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্ন তৃপ্ত ভূমিপঃ
যমানন্দমবাপ্নোতি ব্রহ্মবিচ্চ তমশ্নুতে।

ভূপতি যুবা রূপবান, বিদ্বান, নীরোগ, বুদ্ধিমান ও বহু সৈন্যবিশিষ্ট হয়ে, বিত্তপুর্ণ সসাগরা পৃথিবী শাসনপূর্বক যে আনন্দ উপভোগ করে তত্ত্বজ্ঞানী সতত—

জগৎ রায়ের প্রবেশ

জগৎ। মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে!

মহারাজ। তত্ত্বজ্ঞানী সতত তা উপভোগ করেন।

জগৎ। তত্ত্ববাগীশমহাশয়, আপনার দলবল নিয়ে এখনই প্রস্থান করুন— নচেৎ (তরবারিতে হস্ত প্রদান) এখন শাস্ত্রালোচনার সময় নয়, এখন কার্যের সময় উপস্থিত—

[পণ্ডিতগণের দ্রুত প্রস্থান

মহারাজ। কি হয়েছে? কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি? তত্ত্ববাগীশ,

তুমি যাও কোথায়? আরে তর্কালংকার, তুমি কোথায়, সবাই গেলে? একটু শাস্ত্রালোচনা করা যাচ্ছিল—

জগৎ। মহারাজ, বেয়াদপি মাপ করবেন, এই কি শাস্ত্রালোচনার সময়? এমন বিপদ উপস্থিত—

রাজা। (চমকিত হইয়া) কি বললে? বিপদ উপস্থিত? কি বিপদ?

জগৎ। আজ্ঞা, বিদ্রোহ।

রাজা। বিদ্রোহ! (উঠিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে) কি সর্বনাশ! বিদ্রোহ! আগে আমাকে কেউ বলে নি কেন? কেন বলে নি? (উচ্চৈঃস্বরে) মন্ত্রি! মন্ত্রি! রক্ষকগণ কে আছিস ওখানে! কি আশ্চর্য! মন্ত্রি সময়ে আমাকে কোনো কথা বলে না— আমি কি রাজ্যের কেউ নই? মন্ত্রি! রক্ষকগণ!

রক্ষক। আজ্ঞা মহারাজ!

জগৎ। মহারাজ, আমি মন্ত্রীকে ডেকে আনছি—

[জগতের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

রাজা। মন্ত্রি!

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। রাজ্যে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত— আমি কোনো সংবাদ পেলুম না? এ কিরকম তোমার কার্যের রীতি?

মন্ত্রী। মহারাজ! সে কি কথা? এই কিছুক্ষণ পূর্বে আমি মহারাজকে এসে সংবাদ দিলেম— মহারাজ শাস্ত্রে এত মগ্ন ছিলেন যে আমার কথা বোধ হয় একেবারেই অবধান হয় নি— তখন জ্ঞান ও কর্ম নিয়ে কি আলোচনা হচ্ছিল—

রাজা। হাঁ বটে বটে, তুমি এসেছিলে বটে, কিন্তু বিদ্রোহের কথা কি কিছু হয়েছিল? আচ্ছা আচ্ছা, তোমার কোনো দোষ নেই— আচ্ছা বেশ বেশ— ভালো, কি হয়েছে বল দেখি? কি সর্বনাশ! (মন্ত্রীর হস্ত ধরিয়া) দেখো মন্ত্রি, যদি কখনো তোমাদের উপর কঠোর হই তো কিছু মনে কোরো না। আমার মতির স্থির নাই। মহিষীর পরলোকপ্রাপ্তির পর সংসারে আর আমার আস্থা নেই— এখন শাস্ত্রালোচনা করেই আমি বেঁচে আছি। আমার তো এই দশা, আমি মনে করেছিলুম জগৎ আমার মুখ উজ্জ্বল করবে, আমার

বংশের নাম রাখবে— কিন্তু সে আশাতেও নিরাশ হয়েছি। তত্ত্ববাগীশের কাছে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করবার জন্য এত করে তাকে বললুম— কিন্তু সে তাতে কিছুমাত্র মনোযোগী হয় না— কেবল শিকার— কেবল কুস্তি— কেমন এক-রকম গোঁয়ার হয়ে পড়েছে। তার পর আমার মেয়েটি— তাকে যে আমি কি ভালোবাসি তা তুমি জানো না— সংসারে যদি কিছু আমার মমতা থাকে তো সে স্বপ্নময়ীর উপর— ইচ্ছে করে তাকে আমি অষ্টপ্রহর বুকে করে রেখে দি— তাকে দেখতে পেলে আমার শাস্ত্র পর্যন্ত ভুলে যাই— কিন্তু তাকে আমি প্রায় দেখতে পাই নে— যদি বা দেখা হয়— দশ বার একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে তার একটা উত্তর দেয়— রাতদিন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, আপনা-আপনি কি হাত নাড়ে— শূন্যের সঙ্গে কি কথা কয়— কি ভাবে— কি দেখে কিছুই বুঝতে পারি নে— আবার এক-এক সময়ে দেলকোষা বনে একলা চলে যায়— প্রায়ই সেইখানে থাকে— কি করে বলতে পারি নে— কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না— কেমন একরকম বুনো হয়ে গেছে। বিবাহের বয়স হয়েছে, কতবার বিবাহের দিন স্থির হয়েছে— সমস্ত উদ্যোগ হয়েছে— বিবাহের দিন সে যে কোথায় পালায় কেউ তার সন্ধান পায় না— তুমি তো সব জানো মন্ত্রি। এই-সব নানা কারণে সংসারের উপর আমার অত্যন্ত ধিক্কার হয়েছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি সব জানি। আপনি আমার প্রতি যতই কঠোর হোন না কেন আমি তাতে কিছুই মনে করি নে— মহারাজের ও রাজ্যের মঙ্গলই আমার একমাত্র কামনা। যুবরাজের সম্বন্ধে আপনি নিরাশ হবেন না। তাঁর যুবা বয়স— এই সময় শারীরিক স্ফূর্তি ও উদ্যমের সময়— শিকার ও ব্যায়াম-চর্চায় উপকার বই অপকার নাই। রাজ্যের ভার স্কন্ধে পড়লেই আপনা হতেই ক্রমে ক্রমে নীতিজ্ঞান জন্মাবে, নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন না করলেও বিশেষ ক্ষতি—

রাজা। শাস্ত্র অধ্যয়ন না করলেও ক্ষতি নাই— তুমি বলছ মন্ত্রি?

মন্ত্রী। না মহারাজ, তা নয়, আপাতত ক্ষতি হলেও ক্রমে তা সংশোধন হতে পারে— ক্রমে শাস্ত্রে মতি হতে পারে— এখনো তো বেশি বয়স হয় নাই। কিন্তু মহারাজ, রাজকুমারী স্বপ্নময়ীকে একটু শাসন করা চাই— এত বড়ো মেয়ে হল, কোনো আব্রু নেই— অন্তঃপুর হতে স্বচ্ছন্দে কোথায় চলে যায়— রাজবংশে এরূপ ঘটনা তো কখনো শুনি নি।

রাজা। থাক্ থাক্ মন্ত্রি, ওসব কথা থাক্— ওসব কথা থাক্— বিদ্রোহের ব্যাপারটা কি বলো দিকি? তুমি যখন রয়েছ তখন আমার আর কিছুই ভয় নেই, ওরকম কত বিদ্রোহ হয়ে গেছে, আবার তোমার কৌশলে সমস্ত নিবৃত্তি হয়েছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ ক্ষুদ্র প্রজা-বিদ্রোহ নহে। চিতোয়া ও বর্দার তালুকদার শুভসিংহ সম্রাট আরংজীবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে।

রাজা। সম্রাটের বিরুদ্ধে? ক্ষুদ্র একজন তালুকদার দুর্দান্তপ্রতাপ সম্রাট আরংজীবের বিরুদ্ধে? কি হাস্যকর ব্যাপার! তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে এখন আমি শাস্ত্রালোচনা করতে পারি।

মন্ত্রী। না মহারাজ, বড়ো নিশ্চিন্ত হবার বিষয় নয়। শুভসিংহ শুনছি সমস্ত প্রজাদিগকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিচ্ছে— কিন্তু সে কোথায় আছে তার কোনো সন্ধান পাচ্ছি নে— সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে অনেক অর্থের আবশ্যক, সেইজন্য মহারাজের কোষাগার লুঠ করে সেই অর্থে সমস্ত যুদ্ধের আয়োজন তারা করবে এইরূপ জনরব।

রাজা। কি মন্ত্রি! আমার কোষাগার লুঠ হবে? শহর কোতোয়ালকে এখনই ডাকো— আমার সেনাপতিকে ডাকো— সবাইকে সতর্ক করে দাও— সৈন্যসামন্ত সজ্জিত রাখো। দেখো যেন আয়োজনের ক্রটি না হয়।

মন্ত্রী। মহারাজ, এসব আয়োজনে অনেক অর্থের আবশ্যক— কোষাগার প্রায় শূন্য— মহারাজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যেরূপ অকাতরে মুক্তহস্তে দান করেন তাতে—

রাজা। মন্ত্রি, তুমি যে অবধি কোষাগারের অপ্রতুলতা জানিয়েছ সেই অবধি তো আমি আর কাউকে দান করি নি।

মন্ত্রী। মহারাজ বোধ হয় বিস্মৃত হয়েছেন, তার পরেও মহেশ তর্কালংকারকে দান করেছেন।

রাজা। আঃ! সে দশ হাজার টাকা বই-তো নয়। আর তাঁর পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। পিতার শ্রাদ্ধ, বলো কি! না দিলে ব্রাহ্মণের যে মান রক্ষা হয় না।

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যকে—

রাজা। আঃ! সে কিছুই না— সে তো পাঁচ হাজার টাকা, আর তাঁর

যেরকম দায় উপস্থিত হয়েছিল, তুমি শুনলে তুমিও কখনো না দিয়ে থাকতে পারতে না।

মন্ত্রী। আর হরিনাথ ন্যায়রত্নকে—

রাজা। থাক্ থাক্ সে-সব কথায় আর কাজ নেই— আচ্ছা মন্ত্রি, এ তো তোমারই দোষ, তোমাকে বার বার আমি বলেছি যে হাজার আমি হুকুম দি, আমার হুকুম তামিল করবে না— কোষাগারের অবস্থা বুঝে তোমরা টাকা দেবে। তা তোমরা তো কিছুতেই করবে না। এখন কি করে এই-সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হয় বলো দেখি?

মন্ত্রী। মহারাজ, আর কি বলব, সে আমারই দোষ বটে। মহারাজ সে সময় যেরকম তম্বি করেন তাতে ক্ষুদ্র দাসেরা কি না দিয়ে বাঁচতে পারে?

রাজা। যাক যাক সে কথা যাক, এখন সমস্ত আয়োজন করো-গে যাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[মন্ত্রীর প্রস্থান

রাজা। আঃ! সংসারের কি অত্যাচার! একটু কাকে কি দান করেছি তা নিয়েও এত কথা। আর পারা যায় না। যাই, একটু শাস্ত্রালোচনা করি গে।

[রাজার প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্যপথ

কতকগুলি ইতর লোক

১। তুমি কোথা যাচ্ছ ভাই?

২। ঠাকুরের কাছে।

১। আমিও ভাই সেইখানে যাচ্ছি।

৩-৪। আমরাও সেইখানে যাচ্ছি।

১। আহা ভাই সাক্ষাৎ ভগবান। কি চেহারা, দেখলে মোহিত হয়ে যেতে হয়।

২। আর দেখেছ ভাই, দুটো চোখ যেন আগুনের মতো জ্বলে। আর

কপালের একটা চোখ থেকে যেন আগুনের শিষ বেরোয়। এ নিশ্চয় কল্কি অবতার।

অন্য। সত্যি নাকি?

২। সত্যি না তো কি! সেদিনকার একটা তামাশা তবে বলি শোনো।

সকলে। (আগ্রহ সহকারে তাকে ঘিরিয়া) কি ভাই হয়েছিল? কি ভাই হয়েছিল?

একজন। অত ভিড় কচ্ছ কেন? কথাটাই শুনতে দেও-না হে—

আর-একজন। তুমি একটু সরো না।

আর-একজন। তোমার কি কেনা জায়গা নাকি? আমি সরব কেন? বলো-না দাদা, কি তামাশাটা হয়েছিল?

২। একটা ভাই ফিরিঙ্গি এসে ঠাকুরকে কি-একটা ঠাট্টা করলে, ওরা তো ভাই ঠাকুর-দেবতা মানে না, মনে করেছে বুঝি ও যে-সে ঠাকুর। কিন্তু ঠাকুর না রাম না গঙ্গা কিছু না বলে কেবল একবার তার মুখের পানে কট্‌ কট্‌ করে তাকালে, তা তোমায় বলব কি ভাই, অমনি তার মুখটা দাও দাও করে জ্বলে উঠল— ফিরিঙ্গিটি বাপ বাপ করে দে ছুট— (সকলের হাস্য)

১। বেটা তো বড়ো জব্দ হয়েছে।

২। বড়ো চালাকি করতে এসেছিলেন।

১। তোমরা যে কজন ছিলে, ধরে খুব ঠুকে দিলে না কেন?

২। ঠাকুরই যখন মারলেন তখন আর আমরা মেরে কি করব।

১। তা বটেই তো। কথায় বলে 'মুখে আগুন', যখন মুখই পুড়ে গেল তখন আর বাকি রইল কি? মুখে আগুন! (সকলের হাস্য)

৩। তুমি ভাই দেখলে দপ দপ করে মুখটা জ্বলে গেল?

২। দপ দপ করে বই-কি— আমার পিসি সেখানে ছিল, একটু পরেই আমাকে বললে।

আর-একজন। তা ওর পিসি কি আর মিথ্যা কথা কইবে? তার দরকার কি?

২। না ভাই, আমি বড়ো কারো কথায় বিশ্বাস করি নে— পিসি কি, আমার বাপের কথাতেও বিশ্বাস হয় না— তবে ভাই মিথ্যা কথা বলতে নেই, আমার পিসি আমাকে দূর থেকে দেখালে, দেখলুম বটে মুখের চার দিক

থেকে ধোঁ বেরোচ্ছে— আর, এক-এক বার আগুন দপ দপ করে জলে উঠছে।

১। তা তো হবেই, পিসি কি আর মিথ্যা কথা কবার লোক, কথায় বলে 'বাপের বোন পিসি, ভাত কাপড় দে পুষি'।

৩। হাঁ রে, রেধো কেমন আছে?

৪। রেধোর গোদ ভালো হয়ে গেছে, দিব্যি ভালো হয়ে গেছে, যেদিন ভালো হল, তার মা তাকে কোলে করে ধেই ধেই করে নেত্তো, আঃ, সে দেখে কে, মাগির যে আনন্দ— বুঝলে?

৫। তা কেন, রাখালের মার চোখে ছানি পড়েছিল, কিছু দেখতে পেত না— এখন বেশ দেখতে পায়—

১। আহা! ঠাকুরের কি মাহাত্তি!

২। আমি দেখেই চিনেছিলেম, লোকে বলে মোহন্ত মোহন্ত— মোহন্তের বাবাও এসকল কাজ করতে পারে না— স্বয়ং ভগবান।

১। আমিও তাই চিনিছিলুম—

২। হাঁ, এখন তো সবাই চিনেছে— গোড়ায় চিনেছিস কে? তোরা তো সবাই বলিছিলি মোহন্ত।

১। এসো ভাই আর দেরি না— একটু পা চালিয়ে নেওয়া যাক— ঠাকুরের ভোগের সময় হয়ে এল।

২। হাঁ ভাই চলো— কিন্তু ঠাকুরকে এক জায়গা তো পাওয়া যায় না— আজ এখানে— কাল ওখানে— আবার খুঁজে নিতে হবে।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরবর্তী বৃক্ষাচ্ছাদিত দীর্ঘিকার ঘাট— ঘাটের চাতালে ব্যাঘ্রচর্ম— সম্মুখে ধূপ ধূনা পুরোহিত বেশে সুরজমল

একজন ইতর লোকের প্রবেশ

১ জন। আয় ইদিকে আয়, ইদিকে আয়— এইখানে ঠাকুরের আজ আসন পড়েছে রে— ঝপ্‌ করে আয়— ঝপ্‌ করে আয়।

অন্ত ৫-৭ জন ইতর লোকের প্রবেশ

একজন স্ত্রী। (সুরজকে দেখিয়া) আহা! বাবার কি রূপ!

আর-একজন। আরে মর্ মাগি, উনি তো পুরুতঠাকুর। বাবা এখনো আসেন নি।

স্ত্রী। পুরুতঠাকুর, আঃ তা বেশ, পুরুতঠাকুরটিও দিব্যি—

একজন। উনি কি কম লোক— উনি একজন সিদ্ধপুরুষ—

আর-একজন। উনি দয়ার সাগর।

আর-একজন। উনি আমাদের হয়ে বাবার কাছে কত বলেন।

একজন। বাবা কখন আসবেন ঠাকুর?

সুরজ। কখন আসবেন আমি কি করে বলব— সকলই প্রভুর ইচ্ছা— আজ নাও আসতে পারেন।

সকলে। আজ আসবেন না? আজ আসবেন না? আমরা যে ঠাকুর অনেক দূর থেকে এসেছি—

সুরজ। তোমাদের যদি ভক্তি অটল থাকে তা হলে দেখা দিতেও পারেন।

সকলে। আমাদের ভক্তি নেই? আমরা দিবেরাত্তির তাঁকে ডাকছি, (উচ্চৈঃস্বরে) প্রভু গো, আমাদের একবার দেখা দাও বাবা—

একজন। অনেক কষ্ট করে আমরা এসেছি বাবা।

আর-একজন। আমরা বড়ো কষ্ট পাচ্ছি, আমাদের উদ্ধার করো বাবা।

একজন। মহাপ্রভুর জয়, বল্, বাবার জয়—

সকলে মিলিয়া। (অঙ্গুলি ঘুরাইয়া) মহাপ্রভুর জয়! বাবার জয়!

একজন। ঠাকুর, তুমি না বললে হবে না— তুমি একবার বাবাকে ডাকো।

সুরজ। আচ্ছা। (দণ্ডায়মান হইয়া)

সকলে। এইবার ঠাকুর ডাকছেন— বেঁচে থাকো ঠাকুর— বেঁচে থাকো ঠাকুর— তুমি কাঙালের মা-বাপ, তুমি দয়ার সাগর।

সুরজ। (জোড়হস্তে গম্ভীর স্বরে) প্রভো, পতিতপাবন ভক্তিবৎসল, তোমার ভক্তদের কাছে একবার প্রকাশ হও— ওরা তোমার দর্শনলাভের জন্ত

অনেক দূর থেকে এসেছে— ওদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো— প্রভো, তোমার জয় হোক!

সকলে মিলিয়া। প্রভুর জয় হোক! মহাপ্রভুর জয় হোক!

লতাপাতা ঝোপঝাপের মধ্য হইতে ছদ্মবেশী শুভসিংহের প্রবেশ ও আসনে ধ্যানের ভাবে উপবেশন

সকলে। ঐ এসেছেন, ঐ এসেছেন। (সুরজ ও সকলের সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

স্ত্রীলোকদ্বয়। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত) প্রভো— বাবা, (ক্রন্দন) আমি যে বড়ো দুঃখী।

শুভ। (স্বগত) কি কষ্ট! কি যন্ত্রণা! কি প্রতারণা! আমি দেবতা? ওদের বলি— ওদের স্পষ্টাক্ষরে বলি আমি দেবতা নই— একজন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম সামান্য মনুষ্য, একজন নীচ অতি জঘন্য প্রবঞ্চক প্রতারক! কিন্তু আমার সংকল্প— আমার সংকল্প— না না না, এখন না— হাঁ আমি দেবতা।

সুরজ। (উঠিয়া) তোমাদের কার কি প্রার্থনা আছে এইবেলা বলো।

একজন। বাবা, মোর প্যাট ফাঁপে, কিছু খাতি পারি না, অন্ন প্যাটে পাক পায় না—

আর-একজন। মোর পেট্যার বড়ো জ্বালা ধর‍্যা, এই খাঞ তো এই খাঞ পেট্যায় মোর কি পোকা ঢুক্যাছে।

আর-একজন। ও ঠিক কথা কঁইচে, বাপের বেটা ঠাঁসতে ঠসতে মুম— দশসের ময়দা খাওঁয়াইলেও হেলেক না— বাপের বেটা হেলেক না।

আর-একজন। মুঁ তো জগড়নাথ পাঞ কাসিছি— আওর কোনো আশ নাই।

একজন। বাবা, আমি বড়ো দুক্ষে আছি— আমার দুক্ষের কথা কাকে কব —আমি সেদিন পরমা উপসী একটি মেয়াকে বেয়া করে ঘরকে আনেছিলাম, সে কাল থেকে কোয়ানে চলি গেছে তার তল্লাস পাচ্ছি না।

একজন স্ত্রী। (ঘোমটার ভিতর হইতে সলজ্জভাবে এক পাশে মুখ ফিরাইয়া অতি মৃদু স্বরে) বাবা— বাবা—

একজন। বাছা, একটু চেঁচিয়ে বল্-না।

স্ত্রীলোক। আমার— আমার (আর-একজনকে) আমার হয়ে দুটো কথা বল না গা—

একজন। আরে মর্ মাগি— তোর মনের কথা আমি কি করে বলব!

স্ত্রী। (ঘোমটার মধ্যে থেকে) মধুর বাপ আমাকে দেখতে পারে না— আমাকে দূর ছাই করে— কে তাকে গুণ করেছে বাবা! (ক্রন্দন)

শুভ। (স্বগত) আর পারা যায় না, এই বেলা ওঠা যাক— না, আর-একটু থাকি— যদি এখনও আসে, রোজই তো আসে, আজ কি আসবে না? ঐ যে মনে করবামাত্রই— আঃ!

আলুলায়িতকেশা স্বপ্নময়ী মালা হস্তে গম্ভীরভাবে কোনো দিকে দৃষ্টি না করিয়া ধীর পদক্ষেপে শুভসিংহের নিকট গমন ও প্রণাম

একজন। আ মরি মরি মরি! এ কে? কি রূপ!

সকলে। আহা আহা যেন ভগবতী—

আর-একজন স্ত্রীলোক। আ মর্ ছুঁড়ি, এতবড়ো আস্পর্দা, বাবার কোল ঘেঁষে যাচ্ছে দেখো-না—

সুর। না না ওকথা বলতে নেই, খুব ভক্ত বলেই অত সাহস।

আর-একজন। মাগির যেমন কথার শ্রী, প্রভুর কাছে যাবে না তো কার কাছে যাবে।

শুভ। (স্বগত) একবার জিজ্ঞাসা করি— (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! (স্বগত) না না না না— (পুনর্বার ধ্যানের ভাব ধারণ)

[স্বপ্নময়ী মালাটি শুভসিংহের পদতলে রাখিয়া কোনো কথা না কহিয়া যেরূপভাবে আসিয়াছিল সেইরূপ ভাবে কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান

একজন। বাবা, কি কথা কইতে যাচ্ছিলেন— বাবা, কি কথা কচ্ছিলেন—

অনেকে। সত্যি না কি, সত্যি না কি— আমরা শুনব— আমরা শুনব —বাবার মুখে কখনো কথা শুনি নি।

সুর। তোরা পাগল হয়েছিস না কি— প্রভু কি কথা কন?

একজন। ওর যেমন কথার শ্রী— ও আবার কথা শুনতে পেলে।

সেই লোক। হাঁগা, একটা কথা কি কইলেন যে—

১। দূর পাগল!

২। দূর মূর্খ!

৩। তুমি যাও তো বাপু এখান থেকে, বাবা কথা কইলেন, ও শুনতে পেলে, আমরা কেউ শুনতে পেলেম না।

৪। যা কতক ওকে দিয়ে দেও-না হে।

৫। আরে তোমরা অত সোর কচ্ছ ক্যান্? বাবার শ্রীমূর্তি খান হৃদে ধরি নয়ন ভরি দ্যাহ না, সশরীরে স্বর্গে যাবা (সকলে চুপ করিয়া জোড়হস্তে নিরীক্ষণ) আহা আহা!

শুভ। আঃ, কি যন্ত্রণা— কত দেশদেশান্তর হতে কত কষ্ট করে এইসকল নিরীহ বিশ্বস্ত গ্রাম্যলোকেরা এসেছে— আমি কিনা স্বচ্ছন্দে এদের প্রতারণা কচ্ছি, আমার চেয়ে নরাধম আর কে আছে? আর সহ্য হয় না— আমি ওদের প্রকাশ করে বলি— কিন্তু না না না— মাতঃ জন্মভূমি, আমি যা যথার্থ ছিলেম, তা তোমার কাছে আমি বলিদান দিয়েছি, আমি এখন আর সে শুভসিংহ নই, আমি আর-একজন। মা, তোমার শতকোটি সন্তানের মধ্যে আমি কে? আমি আপনার অবমাননা করে তোমাকে অবমাননার হাত হতে যদি মুক্ত করতে পারি, আমি আপনাকে হীন করে তোমাকে যদি হীনতা হতে উদ্ধার করতে পারি, তবে আমি কেন তা না করব? কিন্তু সেই ললনা, সেই আলুলায়িতকেশা, উষার ন্যায় শুভ্রবসনা পবিত্রমূর্তি ললনা তাকেও ছলনা? কি! ছলনা? ছলনা আবার কিসের? আমি কি দেবতা নই? আমাতে কি দেবতার অংশ নেই? কে না দেবতা? এ যদি প্রতারণা হয়, সে প্রতারণা দেবতার— সোঽহং ব্রহ্ম— সোঽহং ব্রহ্ম— আমি কি দেবতা নই?

[শুভসিংহের প্রস্থান

সকলে। প্রভু চলে গেলেন, আমাদের কি করে গেলেন? আমাদের দশা কি হবে?

সুর। সব হবে, তোমরা স্থির হও। তোমাদের হাতে ও-সব কি?

সকলে। বাবাকে প্রণামী দেবার জন্য কিছু কিছু এনেছিলাম।

সুর। আচ্ছা এইখানে দিয়ে যাও।

১। আমার ক্ষেতে নতুন বেগুন হয়েছিল, তাই চারটি দেবতার জন্য এনেছি।

২। আমার ঘানিতে টাটকা যে তেল হয়েছিল, তাই একটু এনেছি।

৩। আমার গোরুর বাছুর হয়েছে, তার প্রথম দোয়া দুধটুকু বাবার জন্যে এনেছি।

সুর। তোমাদের যার যে মনস্কামনা ছিল সব পূর্ণ হবে— দেবতার এই

আশীর্বাদী এক-একটি ফুল নিয়ে বাড়ি যাও। (ফুল প্রদান ও তাহাদিগের গ্রহণ ও প্রণাম)

সকলে। বাবার জয় হোক— বাবার জয় হোক!

[সকলের প্রস্থান

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অরণ্য

স্বপ্নময়ীর প্রবেশ

স্বপ্ন। এইবেলা ফুল তুলি, হয়েছে সময়।
আজ রাতে মালাগুলি গেঁথে রেখে দেব,
কাল প্রাতে তাঁর পায়ে দিব উপহার।
কেন তাঁরে ফুল দিই? কেন যে, কে জানে?
প্রথম যখনি তাঁরে দেখিলাম আমি,
আপনি গেলাম কাছে, করিনু প্রণাম।
আঁচলে আছিল ফুল, দিলাম চরণে,
কেন দিনু ভাবিতেছি— কেন যে, কে জানে।
না জানি কি আছে গুণ প্রভাতের মুখে,
যা দেখি আপনি লতা ফুল ফুটাইয়া
অরুণ চরণে তার দেয় ভারে ভারে।
যাই তবে, ফুলগুলি তুলি এইবেলা।
কোথা লো গোলাপ সখি, তুই কোথা গেলি?
এই যে হেথায় তুই আছিস লুকায়ে,
বল্ দেখি সখি মোর হল কি লো তোর—
আজও তুই ফুটিবি নে? মেলিবি নে আঁখি?

গোলাপের প্রতি

গান

পিলু । খেমটা

বল্‌ গোলাপ মোরে বল্‌,
তুই ফুটিবি সখি কবে ?
ফুল, ফুটেছে চারি পাশ
চাঁদ, হাসিছে সুধা হাস,
বায়ু, ফেলিছে মৃদুশ্বাস
পাখি, গাহিছে মধুরবে,
তুই ফুটিবি, সখি, কবে ?
প্রাতে, পড়েছে শিশির-কণা,
সাঁঝে, বহিছে দখিনা বায়,
কাছে, ফুলবালা সারি সারি
দূরে পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা
মুখানি দেখিতে চায়।
বায়ু, দূর হতে আসিয়াছে,
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয়গুলি
রয়েছে নয়ন তুলি
তোরে শুধাইছে মিলি সবে
তুই ফুটিবি সখি কবে ?

কল্পনায় স্বপ্নময়ীর নেপথ্য হইতে গোলাপের প্রত্যুত্তর শ্রবণ

গৌরী

আমি, স্বপনে রয়েছি ভোর,
সখি, আমারে জাগায়ো না।
আমার সাধের পাখি
যারে, নয়নে নয়নে রাখি

তারি, স্বপনে রচেছি ভোর
আমার, স্বপন ভাঙায়ো না,
কাল ফুটিবে রবির হাসি
কাল ছুটিবে তিমির রাশি
কাল আসিবে আমার পাখি
ধীরে বসিবে আমার পাশ
ধীরে গাহিবে সুখের গান
ধীরে ডাকিবে আমার নাম,
ধীরে বয়ান তুলিয়া, নয়ান খুলিয়া
হাসিব সুখের হাস !
আমার কপোল ভেরে
শিশির পরিবে ঝরে
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি
মরমে রহিব মরে।
তাহারই স্বপনে আজি
মুদিয়া রয়েছি আঁখি
কখন আসিবে প্রাতে
আমার সাধের পাখি,
কখন জাগাবে মোরে
আমার নামটি ডাকি !

স্বপ্ন। থাক্ সখি থাক্ তবে স্বপনে মগন
ভাঙাব না আমি তোর সাধের স্বপন।

পুষ্পচয়ন করিতে করিতে অরণ্যের অন্য দিকে গমন ও মালতীলতাকে দেখিয়া

মালতীর প্রতি গান

গৌড়সারং। কাওয়ালি

আঁধার শাখা উজল করি
হরিত পাতা ঘোমটা পরি
বিজন বনে, মালতী বালা
আছিস কেন ফুটিয়া ?

শোনাতে তোর মনের কথা
পাগল হয়ে মধুপ কভু
আসে না হেথা ছুটিয়া।
মলয় তব প্রণয় আশে
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর
শরমে মাখা মুখানি!
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখি
লভিয়া তোর সুরভি শ্বাস
যায় না তোরে বাখানি!

নেপথ্য হইতে স্বপ্নময়ীর কল্পনায় প্রত্যুত্তর শ্রবণ

গৌড়সারং। কাওয়ালি

হৃদয় মোর কোমল অতি
সহিতে নারে রবির জ্যোতি
লাগিলে আলো শরমে ভয়ে
মরিয়া যায় মরমে,
ভ্রমর মোর বসিলে পাশে
তরাসে আঁখি মুদিয়া আসে,
ভূতলে ঝরে পড়িতে চাহি
আকুল হয়ে শরমে।
কোমল দেহে লাগিলে বায়
পাপড়ি মোর খসিয়া যায়
পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ
রয়েছি তাই লুকায়ে।
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভি রাশি
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে।

স্বপ্ন। এইবার মালাগুলি গাঁথি বসে বসে।
ওই বুঝি শুকতারা উঠিছে ফুটিয়া!
তিনি কে? দেবতা তিনি? স্বর্গের দেবতা?
তাই বুঝি তাঁর তরে ফুল তুলি আমি?
তাই কি প্রণাম করি? তাই মালা গাঁথি?
এই তো হয়েছে মালা, কাল দেব যবে,
একবার মোর পানে চাহিবেন শুধু!
যদি তিনি নাম ধরে ডাকেন আমায়!
যদি তিনি কাছে তাঁর বসিতে বলেন!
পারি কি বসিতে কাছে? না না, ভয় করে!
তাঁরে শুধু মালা দেব, করিব প্রণাম—
না না না, কাছেতে তাঁর বসিব কেমনে?
কেন বা না যাব কাছে, কেন না বসিব?
যখন কুসুমগুলি দিই তাঁরে আমি,
এমনি কোমলভাবে চান মুখপানে,
তখন দেবতা বলে মনে হয় না তো!
কোমল মমতাময় সে আঁখি দেখিয়া
মনে হয় কাছে যেন বসিতেও পারি!
মাঝে মাঝে ভুলে যাই দেবতা যে তিনি—
সাধ যায় দুই দণ্ড বসে কথা কই—
হয়তো মানুষ তিনি— নহেন দেবতা!
নহিলে কেনবা মোর হেন সাধ যায়?
মানুষ বটেন তিনি স্বর্গের মানুষ—
দেখি নি মানুষ হেন দেবতার মতো,
জানি নে দেবতা হেন মানুষের মতো।
ললাটে বিকাশে তাঁর স্বরগের জ্যোতি,
নয়নে নিবসে তাঁর মর্তের মমতা।
যাই তবে— কোথা তিনি আছেন না জানি।

[স্বপ্নময়ীর প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপ্রাসাদ

রাজা কৃষ্ণরাম

রাজা। (স্বগত) আচ্ছা, তত্ত্ববাগীশমহাশয় এ কয়দিন কেন আসছেন না ? জগৎ সেদিন যেরকম অপমান করেছিল, বোধ হয় তারই জন্যে তিনি ভারি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন— জগতের স্বভাব ভারি খারাপ হয়ে গেছে— কার প্রতি কিরকম ব্যবহার করতে হয়— সে জ্ঞান যদি তার কিছুমাত্র থাকে, কেবল গোঁয়ার্তুমি। তার জন্যে আমাকে বড়ো লজ্জিত হতে হয়েছে— এখন তিনি এলে কি করে তাঁকে আবার প্রসন্ন করব ভেবে পাচ্ছি নে। কতদিন শাস্ত্রালোচনা হয় নি। এই যে আসছেন— আমি যা মনে করেছিলেম তাই, মুখ ভারি বিষণ্ণ দেখছি।

আনন্দরাম তত্ত্ববাগীশের প্রবেশ

রাজা। প্রণাম তত্ত্ববাগীশমহাশয় !

তত্ত্ব। মহারাজের কল্যাণ হোক।

রাজা। তত্ত্ববাগীশমহাশয়, মার্জনা করবেন— জগতের সেদিনকার ব্যবহারে আমি বড়োই লজ্জিত হয়েছি, সে ছেলেমানুষ একটা কাজ করে ফেলেছে, আপনি কিছু মনে করবেন না।

তত্ত্ব। (স্বগত) আমার তো ও কথা মনে হয় নি। (প্রকাশ্যে) বলেন কি মহারাজ, আমি কালীবর ন্যায়রত্নের পুত্র— নিধিরাম বিদ্যাভূষণের প্রপৌত্র —আমাকে কিনা আহ্বান করে অপমান ? আমি মহারাজের সভাপণ্ডিত— আমাকে অপমান করাও যা মহারাজকে অপমান করাও তা— সে একই কথা।

কৃষ্ণরাম। (স্বগত) তাই তো, কথাটা তো সত্যি। তবে তো জগৎ আমাকেই অপমান করেছে— (প্রকাশ্যে উচ্চৈঃস্বরে মহাক্রুদ্ধ হইয়া) কে আছিস ওখানে ? রক্ষক ! মন্ত্রি ! রক্ষক ! কে ও ? এ দিকে আয়, শীঘ্র আয়, জগৎ ভারি খারাপ হয়ে যাচ্ছে— তার সমুচিত শাসন করতে হবে—

এখনি তাকে ডেকে নিয়ে আয়। (রক্ষকের প্রবেশ) এখনি জগৎকে ডেকে নিয়ে আয়, ডেকে নিয়ে আয় বলছি।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[রক্ষকের প্রস্থান

রাজা। জগৎ ভারি অবাধ্য হয়েছে— তাকে বিলক্ষণ ভর্ৎসনা করতে হবে— তত্ত্ববাগীশমহাশয়ের অপমান! আমার অপমান!

জগৎ রায়ের প্রবেশ

জগৎ। মহারাজ ডাকছিলেন?

রাজা। (জগতের মুখের পানে তাকাইয়া ব্যাকুল ভাবে) তোমার মুখ অমন শুকনো দেখছি কেন? তুমি— তুমি— তোমার— তোমার— ভারি— অন্যায় না হোক— কাজটা তেমন ভালো হয় নি— তুমি কি ইচ্ছে করে— সেদিন তত্ত্ববাগীশমহাশয়ের অপমান করেছিলে?

জগৎ। মহারাজ! অপমান করা আমার অভিপ্রায় ছিল না— তবে কিনা সে সময় যেরূপ বিপদের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল— সেরকম না করলে দেখলেম মহারাজের মনোযোগ করবার আর উপায় নাই— তাই—

রাজা। ও! তাই— আমিও তাই মনে করেছিলুম— বুঝেছ তত্ত্ববাগীশ-মহাশয়? জগতের কোনো মন্দ অভিপ্রায় ছিল না— কিন্তু জগৎ, তোমার কাজটাও বড়ো ভালো হয় নি— বুঝেছ? আমি বলছি নে তোমার অভিপ্রায় খারাপ ছিল— কিন্তু কাজটাও তেমন ভালো হয় নি— বুঝেছ?

জগৎ। আজ্ঞা হাঁ।

রাজা। আচ্ছা, আচ্ছা, যাও! বুঝেছ, আর ওরকম কখনো কোরো না।

[জগতের প্রস্থান

রাজা। বুঝলেন, ওর কোনো অভিপ্রায় মন্দ ছিল না— এখনো যে আপনাকে বিমর্ষ দেখছি? আপনার এখনো কি— বলুন-না।

আনন্দ। মহারাজ, আমি মনে করেছিলুম রাজবাটীতে আর আসব না— কিন্তু গরিব ব্রাহ্মণ না এলেই বা চলে কই? বিশেষত যেরকম দায় উপস্থিত —এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারলে আমি অপমান পর্যন্ত ভুলে যেতে পারি— এমন দায় আমার কখনো উপস্থিত হয় নি।

রাজা। কি দায়? বলুন বলুন, এখুনি বলুন, কত টাকা চাই? এখনি

আমি দিচ্ছি— আপনাকে বিমর্ষ দেখলে আমার বড়ো কষ্ট হয়— জগতের কথা আর কিছু মনে করবেন না— বুঝলেন ? এখন আমি দিচ্ছি। কত টাকা চাই ?

আনন্দ। মহারাজ, আমার কন্যাদায় উপস্থিত। শাস্ত্রে আছে 'পিত্রো-র্দুঃখস্য নাস্ত্যন্তঃ'— পিতার দুঃখের আর অন্ত নাই। আমি মহারাজের সভা-পণ্ডিত— দশ হাজার টাকার কমে আর কার্যনির্বাহ হয় না—

রাজা। দশ হাজার টাকা মাত্র ? আচ্ছা, এখনি আমি বলে দিচ্ছি। কে আছিস, মন্ত্রীকে এখনি ডাক্।

রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষ। যে আজ্ঞা মহারাজ !

[রক্ষকের প্রস্থান

রাজা। বুঝলেন তত্ত্ববাগীশমহাশয়, জগতের অভিপ্রায় মন্দ ছিল না— আপনি আর কিছু মনে করবেন না।

আনন্দ। রাম ! আমি আর তার কথায় কিছু মনে করি ? সে ছেলে-মানুষ— অপোগণ্ড বালক— একটা কাজ না বুঝেসুজে করেছে, তার কথা চিরকাল মনে রাখতে হবে ? শাস্ত্রে আছে, 'অমৃতং বালভাষিতং' —

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। (স্বগত) এই যে বাগীশ এসেছেন— তবেই হয়েছে, ওকে দেখলে আমার রক্ত জল হয়ে যায়। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা মহারাজ !

রাজা। দেখো মন্ত্রি, এঁকে, আমাদের তত্ত্ববাগীশমহাশয়কে, বুঝেছ ?

মন্ত্রী। (স্বগত) অনেক কাল বুঝেছি।

রাজা। আমাদের পণ্ডিতমহাশয়কে, বেশি না— দশ হাজার— বুঝেছ ?

মন্ত্রী। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞা, আজ্ঞা, মহারাজ !

রাজা। না, তুমি যা ভাবছ তা নয় মন্ত্রি— এ সেরকম নয়— বুঝেছ ? এ স্বতন্ত্র ব্যাপার— এ না হলে একেবারে চলবে না— এ টাকা দিতেই হবে। তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলব এখন— বুঝেছ ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, অত টাকা কোথা থেকে এখন—

রাজা। কোথা থেকে কি ? যেখান থেকে হয়— যেরকম করে হয় দিতেই হবে। যাও মন্ত্রি, এখনি দেওয়া চাই।

মন্ত্রী। মহারাজ—

রাজা। না না, ওসব আমি কিছু শুনতে চাই নে, যেখান থেকে পাও তুমি নিয়ে এসো। বল কি মন্ত্রি, এতবড়ো রাজ্যের মন্ত্রী, তুমি দশ হাজার টাকা আর দিতে পার না?

মন্ত্রী। মহারাজ, এখন যেরকম চারি দিকে বিপদ উপস্থিত, আমার যে কি ভাবনা হয়েছে তা ভগবান জানেন— বিশেষত রাজকুমারী স্বপ্নময়ী—

রাজা। ওঃ! তুমি তাকে শাসন করবার কথা বলছ? তার জন্য চিন্তা কি? এখনি আমি তাকে খুব ধম্‌কে দিচ্ছি, তার জন্য ভেবো না মন্ত্রি। তত্ত্ববাগীশমহাশয়কে ততক্ষণ টাকাটা দেও-গে। আমি এখনি শাসন করে দিচ্ছি। কে আছিস, শীঘ্র স্বপ্নময়ীকে ডেকে নিয়ে আয়।

রক্ষকের প্রবেশ

রাজা। স্বপ্নময়ীকে এখনি ডেকে নিয়ে আয়— তিলার্ধ বিলম্ব করিস নে— (রক্ষকের প্রস্থান) ঠিক কথা বলেছ মন্ত্রি, স্বপ্নময়ীকে শাসন করা ভারি আবশ্যক— আমাদের রাজপরিবারের এরূপ ঘটনা তো কথনো শুনি নি— এ কিরকম তার ব্যবহার? এ কিরকম রীতি-বহির্ভূত ব্যবহার? কই? কোথায় সে?

স্বপ্নময়ীর প্রবেশ

রাজা। স্বপ্নময়ী! মা! তোমাকে দেখতে পাই নে কেন মা? তুমি কোথায় যাও বল দেখি?

স্বপ্ন। পিতা, আমি দেশকোটা বনে বেড়াতে যাই— সেখানে একলাটি বেড়াতে আমার বড়ো ভালো— কি বলব— একদিন সেখানে তোমাকে নিয়ে যাব— তুমিও একবার গেলে আর সেখান থেকে আসতে চাবে না— যাবে পিতা, এখন যাবে?

রাজা। না মা, এখন না, আচ্ছা একদিন (মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া) কিন্তু, কিন্তু না, স্বপ্নময়ি, একলা যাওয়াটা বড়ো— বড়ো— ভালো নয়, বুঝেছ? (স্বপ্নময়ীকে একটু বিমর্ষ দেখিয়া) আমি তা বলছি নে— আমি তা বলছি নে— আসলে যে কিছু দোষ আছে তা নয়, তবে সামাজিক প্রথা বুঝেছ? আচ্ছা, এখন যাও মা, বুঝেছ?

[স্বপ্নময়ীর প্রস্থানোদ্যম

আনন্দ। দেখো মা, আমাদের শাস্ত্রে আছে, 'বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং।'

মন্ত্রী। রাজকুমারি, আমি এ সরকারের পুরাতন ভৃত্য— আমিও তোমাকে কন্যার মতো দেখি— কিন্তু এ বড়ো লজ্জার কথা— এতবড়ো মেয়ে হয়ে—

স্বপ্ন। আমি পিতার কথা শুনতে এসেছিলেম, আর কারো নয়।

কোনো দিকে দৃকপাত না করিয়া ধীর পদক্ষেপে
সদর্পে প্রস্থানোদ্যম ও জগৎ রায়ের প্রবেশ

জগৎ। শোনো বলি স্বপ্ন, (যাইতে যাইতে স্বপ্নময়ীর পুনর্বার দণ্ডায়মান) তুমি আপনার ইচ্ছায় যেখানে সেখানে চলে যাবে— কারো কথা গ্রাহ্য করবে না? দেখো দিখি তোমার জন্য আমাদের কি লজ্জা পেতে হচ্ছে— চারি দিকে নিন্দে রটেছে— শত্রুরা আমাদের উপহাস কচ্ছে— আমাদের পূর্বপুরুষের নাম কলঙ্কিত হচ্ছে— স্ত্রীলোকে অন্তঃপুরের বাহিরে যায়— এ কোন্ শাস্ত্রে লেখে? আমাদের বাড়িতে যা কখনো হয়নি, তুই তা করলি, তোর জন্যে— (স্বপ্নময়ীর সজল নয়ন)

রাজা। থামো থামো জগৎ, হয়েছে হয়েছে অত বেশি না।

জগৎ। মহারাজ, আমি কি এমন বেশি কথা বলিছি? আমি যা বলছি তা কি ঠিক নয়?

রাজা। আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে, ক্ষান্ত হও। (স্বপ্নময়ী স্বীয় অঞ্চল দিয়া অশ্রুমোচন) ক্ষান্ত হও। যাও মা, তুমি যাও, দেখোদিকি ছেলেমানুষকে মিছিমিছি— মন্ত্রি, আমি ওকে বেশ বুঝিয়ে বলেছি, দেখো, আর কোনোরকম অনিয়ম হবে না। মন্ত্রি, আর তো তোমার কোনো ভাবনার কারণ নেই, এখন আর আমি কোনো ওজর শুনতে চাই নে। এখনি টাকাটা দেওগে— দিতেই হবে— যেরকম করেই হোক— যান তত্ত্ববাগীশমহাশয়, মন্ত্রীর সঙ্গে যান।

মন্ত্রী। আসুন আসুন—

তত্ত্ব। মন্ত্রীমহাশয়, আপনি রাজার অত্যন্ত হিতৈষী— রাজার অর্থ গেলে আমিও হৃদয়ে বড়ো ব্যথা পাই— কিন্তু যেরকম দায় উপস্থিত— গরিব ব্রাহ্মণ —আর কোথায় যাই বলো?

[মন্ত্রীর সঙ্গে তত্ত্ববাগীশের প্রস্থান

রহিম। সে উত্তেজনার জন্যে বাহিরের উপর নির্ভর করতে হয় না— অন্তরে গেলে আপনা হতেই আনন্দের উদ্রেক হয়।

জগৎ। সত্যি না কি? তবে তো বড়ো ভালো— আগে আমাকে এর সন্ধান দাও নি কেন? কি? বলো রহিম, আমাকে সন্ধানটা বলে দাও।

রহিম। সে একরকম অমৃতবিশেষ— উদরে একটুখানি গেলেই মেজাজ একেবারে খোশ হয়ে যায়— দুনিয়া বেহেস্তের মতো দেখায়— আর চারি দিকে খুবসুরৎ হুরিরা এসে নৃত্য করে। শুভান্ আল্লা— কেয়া কহেনা!

জগৎ। কি বেহেস্তের মতো দেখায়— বেহেস্ত কি রহিম?

রহিম। আমাদের ভাষায় স্বর্গকে বেহেস্ত বলে।

জগৎ। স্বর্গের মতো দেখায়? সে কি! কি সে জিনিস? আমাকে এনে দাও-না। সে কি খেতে হয়? তোমার কাছে কি আছে?

রহিম। সে পান করতে হয়—

জগৎ। মদ না তো? দেখো রহিম, মদ খাওয়া আমাদের ধর্মে নিষেধ।

রহিম। মদ কি কুমার? মদ তো ছোটোলোকেরা খায়— এ হচ্ছে সরাবে-সিরাজ— আমাদের দেশের বড়োলোকেরাই পান করে থাকে।

রহিম। আসুন, এইখানে বসা যাক।

উভয়ের উপবেশন। জেব হইতে একটি
শিশি বাহির করিয়া

একটুখানি পান করুন দিকি—

জগৎ। কিছু তো খারাপ হবে না?

রহিম। তার জন্যে আমি দায়ী।

জগৎ। (একটুখানি পান করিয়া) উঃ রহিম, এ যে আগুন—

রহিম। এখন আগুন, সবুর করুন, ক্রমে গুণ হয়ে দাঁড়াবে— আর-একটু খান— আর-একটু— আর-একটু—

জগৎ। (ক্রমশ নেশার উদ্রেক) আ! আ! চমৎকার জিনিস! রহিম, তুমি এমন জিনিস কোথায় পেলে? রহিম, তুমি আমার যথার্থ বন্ধু।

রহিম। কুমার, আপনি আপনার অভাব যত না বুঝতে পারেন তার চেয়ে আমি আপনার অভাব বেশি বুঝতে পারি। আমি বুঝেছিলুম যে

শিকার কুস্তিতে আপনার অরুচি ধরেছে— আর-একটা কিছু চাই— আমি তা বুঝে আগু থাকতে এই শিশিটি আমার সঙ্গে করে এনেছিলুম।

জগৎ। (কিঞ্চিৎ তরলভাবে) রহিম, তোমার চমৎকার বুদ্ধি, আমার অভাব তুমি কি করে বুঝলে ? বাঃ চমৎকার ! চমৎকার ! রহিম, এইবার সত্যি স্বর্গ দেখছি, সব ঘুরছে, সব ঘুরছে। কই রহিম, তুমি বলেছিলে স্বর্গে হরি নৃত্য করবেন— এখনো তো দর্শন পেলেম না ?

রহিম। কুমার, হরি না, আমি বলেছিলেম হুরি— আমাদের ভাষায় অপ্সরাকে হুরি বলে, আসুন, আমার সঙ্গে হুরিও আপনাকে দেখিয়ে আনছি, আসুন।

জগৎ। না না অপ্সরা আমি চাই নে, আমার সুমতিই আমার হুরি— আমার বেহেস্ত— আমার স্বর্গ—

[জগতের টলিতে টলিতে প্রস্থান

রহিম। জগৎ রায়ের মতো বীরপুরুষ বঙ্গদেশে আর কেউ নেই। জগৎ রায়কে যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে পারি তা হলে আর আমাদের সঙ্গে কে পারে ? শুভসিংহের দল ক্রমেই পুষ্ট হয়ে উঠছে। হিন্দু বেটাদের সঙ্গে এখন যোগ দি, তার পর আমার মতলব সিদ্ধ করব। শুধু কি মদে কার্য হবে ? না আর-একটা চাই— প্রমদা ! মদিরা আর প্রমদা একত্র হলে আর ভাবনা কি, তা হলে পৃথিবীকে রসাতলে দিতে পারি। মদটা তো ধরিয়েছি, এখন প্রমদা— প্রমদাকে এখন ধরাই কি করে ? জগৎ রায় যেরকম স্ত্রৈণ তাতে বড়ো সন্দেহ হয়। যা হোক, চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই, একবার দেখা যাক— কত কাজ এই বয়সে করলুম, আর এই তুচ্ছ কাজটা করতে পারব না ? কেয়া বড়ি বাৎ হ্যায়।

[রহিমের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজপ্রাসাদ

রাজা ও তত্ত্ববাগীশ

রাজা। তত্ত্ববাগীশ, তুমি ঠিক বলেছ, কন্যাদায় বড়ো দায়— 'পিত্রোর্দুঃখস্য নাস্ত্যন্তো'— বিশেষত 'কন্যাপিতৃত্বং খলু নাম কষ্টং'। স্বপ্নময়ীর বিবাহের জন্য আমার যে কি ভাবনা হয়েছে তা আর কি বলব— আমি শাস্ত্রালোচনাতেও এখন আর মনোযোগ দিতে পারি নে— মাঝে মাঝে সেই ভাবনা জেগে ওঠে— বয়স প্রায় ১৬ বৎসর হল।

তত্ত্ব। না মহারাজ, রাজকুমারীকে কিছুতেই আর অবিবাহিতা রাখা যায় না— মহারাজের বড়ো ঘর বলে কোনো কথা হচ্ছে না— আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের ঘর হলে এতদিন পতিত হতে হত, কেননা, শাস্ত্রে আছে— 'ত্রিংশৎবর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং— ত্র্যষ্টবর্ষোষ্টবর্ষাম্বা ধর্মে সীদতি সত্বরঃ।'

রাজা। কিন্তু শাস্ত্রেতে এ কথাও বলেন যে যোগ্যপাত্র না পেলে কন্যাকে বরং চিরকাল অনূঢ়া রাখবে তথাপি অযোগ্য পাত্রে কন্যা দান করবে না। 'কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যার্তুমত্যপি নচৈ বৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।' আমি এই বচনটি স্মরণ করে কতকটা আশ্বস্ত আছি কিন্তু যাই হোক আর রাখা যায় না।

তত্ত্ব। মহারাজ, বিবাহ দিয়ে ফেলুন-না কেন— আমার সন্ধানে একটি পাত্র আছে।

রাজা। পাত্র আছে? যোগ্য পাত্র তো?

তত্ত্ব। আজ্ঞা, শাস্ত্রে বেশ ব্যুৎপত্তি আছে— ষড়্‌দর্শন তার কণ্ঠস্থ।

রাজা। সত্যি না কি? এ কথা তবে আগে বল নি কেন? এখনি পাত্রটিকে নিয়ে এসো— এখনি— এখনি— এমন যোগ্য পাত্র আর কোথায় পাব— রাত-দিন তার সঙ্গে ব্রহ্মবিচার করা যাবে— আমার কি সৌভাগ্য, বুঝেছ তত্ত্ববাগীশ-মহাশয়, তুমি একদিন আধদিন না এলেও চলে যেতে পারবে—

তত্ত্ব। আজ্ঞা হাঁ, কিন্তু—

রাজা। আর কিছু বলতে হবে না— যথেষ্ট হয়েছে— ষড়্‌দর্শন কণ্ঠস্থ? তবে আর কিছু চাই নে— আমি এক কথায় সব বুঝে নিয়েছি। বিবাহের দিন স্থির করে ফেলো— কাল হলে হয় না?

তত্ত্ব। আজ্ঞা মহারাজ, পাঁজি দেখে একটা দিন স্থির করা যাবে, একটু বিলম্ব হবে।

রাজা। পাঁজি চাই? এই নেও না। (পঞ্জিকা অন্বেষণ) পাঁজিটা কোথায় গেল? অ্যাঁ— এই যে এইখানে ছিল। আঃ, কি সর্বনাশ! কোথায় গেল? কে নিলে? কে আছিস? (উঠিয়া) আমার পুঁথি-টুঁথি কে যে কোথায় নিয়ে যায় তার ঠিকানা নেই— রক্ষক! রক্ষক! আঃ—

রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষ। আজ্ঞা মহারাজ!

রাজা। আমার পাঁজিটা কোথায়?

রক্ষ। মহারাজ, আমি তো জানি নে।

রাজা। তবে কে নিলে? তবে বোধ হয় মন্ত্রী নিয়েছে। মন্ত্রি, মন্ত্রি, ডাক্‌ মন্ত্রীকে।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, কুমার জগৎ রায়কে কোথাও খুঁজে পেলুম না।

রাজা। সে কথা হচ্ছে না, আমার পাঁজি কোথা? তুমি আমার যে পাঁজিটা এইমাত্র এইখান থেকে নিয়ে গেছ সেই পাঁজিটা এনে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি এখান থেকে পাঁজি নিয়ে যাই নি।

রাজা। অ্যাঁ, তুমিও নাও নি? তবে কি হল? তবে কি হল? এই যে, এই যে পেয়েছি— এইখানেই ছিল, আঃ আমি সারা দেশ খুঁজে বেড়াচ্ছি, অথচ এইখানেই রয়েছে। তত্ত্ববাগীশ, দিনটা দেখো, (তত্ত্ববাগীশের পঞ্জিকা-দর্শন) দেখো মন্ত্রি, স্বপ্নময়ীর বিবাহ দিতে হবে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, তা হলে বড়ো ভালো হয়। কন্যার যতই বয়স হোক না কেন, বিবাহ যতদিন না দেওয়া যায় ততদিন তার যেন বালিকা-স্বভাব ঘোচে না, কিন্তু একটি ৮ বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলেই তৎক্ষণাৎ তারও কেমন একটা গাম্ভীর্য এসে পড়ে। আমার বেশ বোধ হয়, বিবাহ দিলেই রাজকুমারীর চঞ্চলতা চলে যাবে। পাত্রটি কে মহারাজ?

রাজা। এই আমাদের তত্ত্ববাগীশমহাশয় স্থির করেছেন— তার শাস্ত্রে খুব ব্যুৎপত্তি আছে— তার বড় দর্শন কণ্ঠস্থ।

তত্ত্ব। মন্ত্রীমহাশয়, আপনি তাকে জানেন, তার কথা আপনার কাছে একদিন বলেছিলেম— আমাদের ফতেলাল।

মন্ত্রী। ও! ফতেলাল? হাঁ শাস্ত্রে তার খুব ব্যুৎপত্তি আছে বটে কিন্তু—

রাজা। তুমিও বলছ মন্ত্রি, শাস্ত্রে তার খুব ব্যুৎপত্তি আছে? তবে আর কথাই নেই— শীঘ্র দিনটা দেখে ফেলো।

মন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ, যেমন তার গুণ তেমনি যদি রূপ থাকত তা হলে কোনো ভাবনা ছিল না।

রাজা। রূপ আবার কি? রূপ নিয়ে কি হবে? রূপ তো নশ্বর বস্তু— শাস্ত্রে আছে 'বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং'— আচ্ছা তার বাহ্য আকারের একটু বর্ণনা করো দিকি।

মন্ত্রী। মহারাজ, আর যাই হোক, তার দাঁত বড়ো উঁচু—

রাজা। দাঁত উঁচু? সে তো বুদ্ধিমানেরই লক্ষণ! শাস্ত্রে আছে 'কদাচিৎ দন্তুরো মূর্খঃ'—

মন্ত্রী। আর মাথায় এর মধ্যেই টাক পড়েছে।

রাজা। টাক আছে? টাক আছে? বলো কি মন্ত্রি! তা হলে তো আরো ভালো— টাক আবার বিজ্ঞতার লক্ষণ— এ বড়ো ভালো হয়েছে— ঠিক হয়েছে, আমার মনের মতো পাত্রটি হয়েছে— যে পাণ্ডিত্যের কথা শুনলুম তার বাহ্য লক্ষণও তদনুরূপ— তাকে আর দেখতেও হবে না, একেবারে বিবাহের দিনে তাকে নিয়ে এসো। তত্ত্ববাগীশমহাশয়, দিন স্থির হল?

তত্ত্ব। আজ্ঞা হাঁ, ১৫ই দিনটা ভালো।

রাজা। মন্ত্রি, তবে সেই দিন স্থির রইল— তুমি সমস্ত উদ্যোগ করে রেখো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শুভসিংহের বাটী

শুভসিংহ ও সূরজমল

সূরজ। মালা দেবার সময় তার মুখে যেরকম ভাব দেখতে পাই— তাতে শুধু ভক্তির ভাব মনে হয় না— একটু যেন প্রেমেরও লক্ষণ প্রকাশ পায়। এমন অবসর ছাড়বেন না। আপনি যদি তাকে এখন একবার বলেন যে তাকে আপনি ভালোবাসেন, দেখবেন তা হলে তাকে অনায়াসে আপনি হস্তগত করতে পারবেন। তাকে একবার হস্তগত করতে পারলেই রাজবাটীর অন্ধি-সন্ধি সমস্তই তার কাছ থেকে কথায় কথায় বের করে নিতে পারবেন।

শুভ। দেখো সূরজ, আমি তোমার অনেক কথা শুনিছি— কিন্তু এরকম হীন নীচ পরামর্শ আমাকে আর দিয়ো না। সেই বিশ্বস্তা কুমারীকে ভালোবাসা দেখিয়ে ছলনা করে তার কাছ থেকে তার পিত্রালয়ের গুপ্ত সন্ধানগুলি জেনে নেব? তোমার এ কথা বলতে লজ্জা হল না? প্রথমত মালা দেবার সময় তার ভালোবাসার লক্ষণ কিসে তুমি দেখতে পেলে? আর যদিও সে ভালোবেসে থাকে, তা হলে কি এইরকম করে সেই বিশ্বস্তা সরলার কাছ থেকে ছলনা করে কথা বের করে নিতে হবে? আমি যে তার কাছে দেবতার ভাণ কচ্ছি এর জন্যেই যা আমার কষ্ট হয়।

সূরজ। আমি মনে করেছিলুম শুধু তারই মনে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে, আপনার মনেও যে বিকার উপস্থিত হয়েছে তা আমি জানতেম না। আমি মনে করেছিলুম তাকেই আপনি ফাঁদে ফেলেছেন, সে যে আপনাকে ফাঁদে ফেলেছে তা আমি জানতেম না।

শুভ। দেখো সূরজ, তুমি ওরূপ অনধিকারচর্চা কোরো না— আমার হৃদয়ের সমস্ত নিভৃত কক্ষ তোমার কাছে অনাবৃত করি নি, হৃদয়ের যে অংশ তোমার কাছে উন্মুক্ত করেছি সেই অংশ সম্বন্ধে তোমার যা বক্তব্য তাই তুমি বলতে পার, আমার যে সংকল্পে তুমি যোগ দিয়েছ সেই সংকল্প-বিষয়ে তুমি যা ইচ্ছা পরামর্শ দিতে পার কিন্তু কাকে আমি ভালোবাসি, কাকে আমি ভালোবাসি নে সে-সব বিষয়ে কথা কবার তোমার কোনো অধিকার নেই।

সুরজ। যদি আমাদের সংকল্পের সঙ্গে ও কথার কোনো যোগ না থাকত তা হলে ও বিষয়ে কোনো কথা কবার আমার অধিকার ছিল না আমি স্বীকার করি, কিন্তু বাস্তবিক তা তো নয়, এই প্রেমে হয় আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, নয় সমস্ত বিফল হতে পারে। হয় আপনি তার দ্বারা কাজ উদ্ধার করতে পারেন, নয় সে আপনার কাজের প্রতিবন্ধক হতে পারে। আপনি বলছেন এর সঙ্গে আপনার সংকল্পের কোনো যোগ নাই?

শুভ। দেখো সুরজ, যার মূল আমার প্রাণের অতি গভীর দেশে নিবদ্ধ— যার শাখা-প্রশাখা আমার শিরায় শিরায় বিস্তৃত— প্রাণের রক্ত দিয়ে আমি যাকে এতদিন পোষণ ও বর্ধন করে এসেছি— সে সংকল্প হতে আমাকে কেউ কখনো বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তবে যদি কোনো লতা সেই তরুকে বেষ্টন ও আলিঙ্গন করে তা হলে কি ক্ষতি? শোনো সুরজ, আমি কি উপায় অবলম্বন করতে যাচ্ছি তা শোনো— আমি সেই বিশ্বস্তা সরলা বালাকে বুঝিয়ে বলব যে দেশই আমাদের আরাধ্যা জননী, তিনি পার্থিব পিতা হতে উচ্চ— মাতা হতে শ্রেষ্ঠ, স্বর্গ হতেও গরীয়সী। এ কথা বুঝিয়ে বললে আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই সেই পবিত্র মূর্তি দেবীপ্রতিম বালা আমাদের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দেবেন। তখন তাঁকে কোনো কথা বলতেও হবে না— সেই মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যখন যে উপায় অবলম্বন করতে হবে তখন তিনি আপনা হতেই তাতে যোগ দেবেন।

সুরজ। সে কিন্তু বড়ো সন্দেহের বিষয়— একে স্ত্রীলোক— তাতে পিতার বিরুদ্ধে— এ কখনো হয়? দেশ, মাতৃভূমি, এই-সকল অশরীরী মহান ভাব কি কোনো স্ত্রীলোক কখনো মনে ধারণা করতে পারে? বলেন কি মহাশয়?

শুভ। সুরজ, তুমি তবে এখনো লোক চিনতে পারো নি। স্ত্রীলোক হলে কি হয়— তার মুখে যে একটা অসাধারণ উৎসাহের ভাব আমি দেখেছি তা সচরাচর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায় না। সুরজ, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এতে আমাদের কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। বরং আমাদের বিশেষ সাহায্য হবে।

সুরজ। আচ্ছা মহাশয়, তবে একবার চেষ্টা করে দেখুন কিন্তু অতি সাবধানে অগ্রসর হবেন।

শুভ। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। [উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

অরণ্য

স্বপ্নময়ীর প্রবেশ

স্বপ্নময়ী। (স্বগত) যাই তবে যাই, তাঁরে মালা দিয়ে আসি।
সত্য কি দেবতা তিনি? লোকে তাই বলে!
দেবতার রুদ্রভাব দেখি নি তো তাঁর,
তা হলে যে কাছে যেতে মরিতাম ভয়ে!
তবে কি মানুষ তিনি? আহা যদি হন!
যদি হন, যদি হন, তা হলে— তা হলে!
কিন্তু সকলেই তাঁরে বলে যে দেবতা।
আহা কে করিবে মোর সংশয় মোচন!
তুই লো গোলাপ সখি, তুই কি জানিস?
দেবতা কাহারে বলে পারিস বলিতে?

নেপথ্যে কল্পনায় গান শ্রবণ

সিন্ধু ঝিঁঝিট

হাসি কেন নাই ও নয়নে!
ভ্রমিতেছ মলিন আননে!
দেখো সখি, আঁখি তুলি
ফুলগুলি ফুটেছে কাননে।
তোমারে মলিন দেখি, ফুলেরা কাঁদিছে সখি
শুধাইছে বনলতা, কত কথা আকুল বচনে।
এসো সখি, এসো হেথা, একটি কহো গো কথা
বলো সখি কার লাগি, পাইয়াছ মনোব্যথা,
বলো সখি মন তোর আছে ভোর কাহার স্বপনে?

স্বপ্নময়ী। গান

ঝিঁঝিট

ক্ষমা করো মোরে সখি শুধায়ো না আর
মরমে লুকানো থাক মরমের ভার।
যে গোপন কথা সখি
সতত লুকায়ে রাখি,
দেবতা কাহিনী সম পুজি অনিবার।
সে কথা কাহারো কানে ঢালিতে যে লাগে প্রাণে
লুকানো থাক তা সখি হৃদয়ে আমার।
পুজা করি, শুধায়ো না পুজা করি কারে,
সে নাম কেমনে বলো প্রকাশি তোমারে।
আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার।
ক্ষুদ্র ওই বনফুল পৃথিবী কাননে
আকাশের তারকারে পুজে মনে মনে।
দিন দিন পুজা করি, শুকায়ে পড়ে সে ঝরি
আজন্ম নীরবে রহি যায় প্রাণ তার।

স্বপ্ন। (স্বগত) দেবতা না হন যদি বাঁচি তাহা হলে!
যত দিন যায়, আর যত দেখি তাঁরে,
ততই মানুষ বলে মনে হয় কেন?
দেবেরে মানুষ বলে মনে হয় কভু?
কখনো না— আমি তাঁরে পেরেছি চিনিতে।
না জানি দেবতাদের দেখিতে কেমন!
হেথাকার বনদেব যদি দেখা দেন,
দেখি তবে তাঁর মুখ তাঁর মত কিনা,
একবার ডেকে দেখি বনদেবতারে
ডাকিলে হয়তো তিনি আসিবেন কাছে।

গান

রাগিণী। প্রভাতী

এসো গো এসো বনদেবতা
তোমারে আমি ডাকি,
জটার পরে বাঁধিয়া লতা
বাকলে দেহ ঢাকি।
তাপস, তুমি দিবস রাত্তি
নীরবে আছ বসি,
মাথার পরে উঠিছে তারা
উঠিছে রবি শশী।
বহিয়া জটা বরষা ধারা
পড়িছে ঝরি ঝরি,
শীতের বায়ু করিছে হাহা
তোমারে ঘিরি ঘিরি।
নামায়ে মাথার আঁধার আসি
চরণে নমিতেছে,
তোমার কাছে শিখিয়া জপ
নীরবে জপিতেছে।
একটি তারা মারিছে উঁকি
আঁধার ভুরু-পর,
জটার মাঝে হারায়ে যায়
প্রভাত রবিকর।
পড়িছে পাতা ফুটিছে ফুল
ফুটিছে পড়িতেছে,
মাথায় মেঘ, কত না ভাব
ভাঙিছে গড়িতেছে।
মিলিয়া ছায়া, মিলিয়া আলো
খেলিছে লুকাচুরি।

আলয় খুঁজে বনের বায়ু
ভ্রমিছে ঘুরি ঘুরি!
তোমার তপ ভাঙাতে চাহে
ঝটিকা পাগলিনী
গরজি ঘন ছুটিয়া আসে
প্রলয় রব জিনি,
ভ্রুকুটি করি চপলা হানে
ধরি অশনি চাপ,
জাগিয়া উঠি নাড়িয়া মাথা
তাহারে দাও শাপ!
এসো হে এসো বনদেবতা
অতিথি আমি তব
আমার যত প্রাণের আশা
তোমার কাছে কব।
নমিব তব চরণে দেব
বসিব পদতলে
সাহস পেয়ে বনবালারা
আসিবে দলে দলে।

বনদেবতা বেশে শুভসিংহের আবির্ভাব

স্বপ্ন। (স্বগত) একি! বনদেবতা! তিনি? এখানে? তিনি বনদেবতা! তিনি তবে সত্যি দেবতা? দেবতাই তো— প্রণাম করি— আর অত কাছে না— মালাটা দেব? কাছে যাব? না, এইখানে—

কিঞ্চিৎ দূর হইতে প্রণাম ও ভূমিতে মালাস্থাপন

শুভ। (স্বগত) একি! আজ এরকম কেন? অত দূর থেকে প্রণাম? বোধ হয় ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে— আমি বলি, আমি বনদেবতা নই— আমি বলি, আমি মানুষ, দুর্বল মানুষ মানুষের সুখ-আশা, মানুষের ভালোবাসা, মানুষের দুর্বল হৃদয় নিয়ে আমি জন্মেছি— আমি বলি, আমি মানুষ তুমিই দেবতা— তুমিই আমার হৃদয়ের দেবতা— কিন্তু না, আমার

সংকল্প, আমার সেই মহান সংকল্প— আমার সেই চিরজীবনের সংকল্প তা হলে বিফল হবে— না কখনোই না— দেবদেব মহাদেব! এতদিন যদি তোমার বলে আমার হৃদয়কে বলীয়ান করে এসেছ, আজ দেব, এই দুর্বল মুহূর্তে আমাকে পরিত্যাগ কোরো না। আমার অন্তরে আবির্ভূত হও— দেব-ভাবে আমার হৃদয়কে পূর্ণ করো। (প্রকাশ্যে)

কুমারী, শুনিয়া তব হৃদয়ের বাণী
আজ আসিলাম আমি তোমার সকাশে।
চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো আকাশের পানে
সমস্ত দেশের এই মাথার উপরে
ঘোর নিশীথিনী ভীম পক্ষ বিস্তারিয়া
মহা অভিশাপ এক করিছে পোষণ!
অন্ধকারে চন্দ্র সূর্য গিয়েছে হারায়ে।
ঘন ঘোর জলদের ভ্রূকুটির তলে
নীরবে নয়ন মুদি কাঁপিছে ভারত!
আজি এই ঘনীভূত নিশীথের মাঝে
স্তব্ধ জগতের মাঝে একাকী দাঁড়ায়ে
দেবতা কি কথা কহে শোন্ স্বপ্নময়ি—

স্বপ্ন। বলো প্রভু, শীঘ্র বলো শুনিব সে কথা।

শুভ। কে তব জননী তাহা জান কি কুমারী?

স্বপ্ন। আমার জননী নাই, আমি মাতৃহীনা।

শুভ। জননী তোমার আছে কহিনু তোমারে!

স্বপ্ন। জননী আমার আছে? কোথায়? কোথায়?
কোথা দেব কোথা তিনি? দেখাও না তাঁকে।

শুভ। কে তোমারে বক্ষে করে করেছে পোষণ?
কে তোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে?
কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা?
ধনধান্য রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার?
কে তোরে পোহালে নিশি, প্রভাত হইলে

পাখিদের মিষ্টতম গান শুনাইয়া
শুভ্রতম শান্ততম উষার আলোকে
ধীরে ধীরে ঘুম তোর দেন ভাঙাইয়া ?
কে তোরে আইলে রাত্রি বুকে তুলে নিয়ে
নিদ্রারে আনেন ডাকি গেয়ে ঝিল্লি গান ?
জোছনার শুভ্র হস্ত দেহে বুলাইয়া
অনিমেষ তারকার স্নেহ-নেত্র মেলি
ঘুমন্ত ঘুমের পানে রহেন তাকায়ে ?
এমন পাখির গান উষার আলোক,
এমন উজ্জ্বল তারা, বিমল জোছনা,
কোথায় কোথায় আছে বিশাল ধরায় ?
কে তোর পিতার পিতা মাতার জননী ?
কোথা হতে পিতা তব পেয়েছেন জ্ঞান ?
কোথা হতে মাতা তব পেয়েছেন স্নেহ ?
কে তিনি তোমার মাতা জান স্বপ্নময়ি ?

স্বপ্ন। না প্রভু, জানি নে।

শুভ। তিনি তোর জন্মভূমি।

স্বপ্ন। আমাদের জন্মভূমি ? তিনিই জননী ?

শুভ। হাঁ তব জননী সেই তোর জন্মভূমি।
সেই মাতা, স্নেহময়ী জননী তোদের
দেখ দেখ আজি তাঁর একি দুরদশা,
বাম হস্তে ছিল যাঁর কমলার বাস,
দক্ষিণ কমল করে দেবী বীণাপাণি,
সেই দুই হস্তে আজি পড়েছে শৃঙ্খল !
বিদেশী মোগল যত দলে দলে আসি
দেখ্ চেয়ে দেখ্ তাঁর করে অপমান,
দেখ্ তোর মায়েরে করিছে পদাঘাত !

স্বপ্ন। অপমান ! পদাঘাত ! সে কি কথা প্রভু ?

শুভ। অপমান নয় ? দেবমন্দির সকল

চূর্ণ চূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ পদাঘাতে
বেদ মন্ত্র ধর্ম কর্ম করিতেছে লোপ—
গো হত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে—
অপমান নয়? অপমান বলে কারে?

স্বপ্ন। থামো দেব, থামো দেব, বুক ফেটে যায়।
গো-হত্যা! ধর্মলোপ! অপমান নয়?
প্রতিকার কিসে হবে শীঘ্র বলো প্রভু।

শুভ। শোধ তুলিবার যদি বল নাহি থাকে,
পাষাণ-নয়নে কিরে অশ্রুজল নাই?
ভয়ার্ত হৃদয়ে কিরে রক্তবিন্দু নাই?
আর কিছু নাহি থাকে মরণ কি নাই?
যাঁহার প্রসাদে আজি লভিয়া জনম
হয়েছিস বশিষ্ঠের অর্জুনের বোন
তাঁর অপমানে আজ মরিতে নারিবি?

স্বপ্ন। মরিব মরিব দেব, এখনি মরিব।

শুভ। সঁপিবি দেশের কার্যে কুমারী-জীবন
অমর জীবন পাবি তার বিনিময়ে।
সকলে জীবন পায় মরিবার তরে,
তুই বাঁচিবার তরে পাইবি মরণ।
সেই তোর জননীর সুবিমল যশ
সে যশে যে করে বিন্দু কলঙ্ক অর্পণ
তাদের যে মিত্র বলি আলিঙ্গন করে
যদি বা সে ভাই হয়, পুত্র পিতা হয়,
তবু সে মায়ের শত্রু, শত্রু সে দেশের;
ভাই বলো বন্ধু বলো, পুত্র পিতা বলো
মাতৃভূমি চেয়ে কেহ নহে আপনার।

স্বপ্ন। ধিক ধিক শত ধিক সেই নরাধমে,
ভাই হোক পিতা হোক, শত্রু সে দেশের।

নেপথ্যে। ধিক ধিক শত ধিক সেই নরাধমে,
ভাই হোক পিতা হোক, শত্রু সে দেশের।

স্বপ্ন। ভাই হোক পিতা হোক শত্রু সে আমার।

শুভ। তবে শোনো স্বপ্নময়ি, শোনো মোর কথা,
জানো কে সে শত্রু তব?

স্বপ্ন। না দেব জানি না।

শুভ। সে শত্রু তোমার পিতা।

স্বপ্ন। পিতা? পিতা মোর?

শুভ। সে শত্রু তোমার পিতা, যতনে যে জন
আপনার প্রভু বলে করেছে বরণ।
মায়ের কোমল হস্তে শৃঙ্খল আঁটিতে
যেজন মোগল সাথে করিয়াছে যোগ,
মায়েরে যে বিদেশীরা করে অপমান,
তাদের যে হাসিমুখে করে সমাদর
সেজন তোমার পিতা, শত্রু সে তোমার।

স্বপ্ন। পিতা শত্রু? পিতা? প্রভু, দেবতা কি তুমি?
পিতা— যাঁরে ভক্তি করি— সেই পিতা শত্রু?

শুভ। হাঁ স্বপ্ন, নিশ্চয় ইহা দেবতার বাণী।
নিতান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টি মর্ত মানবের,
দেবতা দেখিতে পান কে আত্ম কে পর
কে পিতা কে পিতা নয়, কে মিত্র কে অরি।

স্বপ্ন। তুমি কি বলিছ দেব, পিতা শত্রু মোর?
একি সত্য শুনিতেছি, একি স্বপ্ন নয়?

শুভ। দেশের অরাতি যদি শত্রু হয় তোর,
তবে তোর পিতা শত্রু কহিলাম তোরে।
আজ এই মহাব্রত কর্ রে গ্রহণ
ঊর্ধ্বকণ্ঠে উচ্চারণ কর্ এই কথা;
'অযুত ভারতবাসী মোর ভাই বোন
একমাত্র মাতৃভূমি মোর পিতামাতা।'

স্বপ্ন। অযুত ভারতবাসী মোর ভাই বোন
একমাত্র মাতৃভূমি মোর পিতামাতা।
শুভ। ওই শোন্, ওই দেখ্, ওই তোর গান!

নেপথ্যে চারি দিক হইতে গান

বাহার

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে
নগরে, প্রান্তরে, বনে বনে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে।
পাষাণহৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে,
জ্বলিয়া উঠে অযুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক গান গায়,
নয়নে অনল ভায়, শূন্য কাঁপে অভ্রভেদী বজ্র-নির্ঘোষে,
ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে।
ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই,
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলি।
তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোমারি দুখে কাঁদাব,
তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে ত্যজিব,
সকল দুঃখ সহিব সুখে তোমারি মুখ চাহিয়ে।

স্বপ্নময়ীর এই গানে যোগ

শুভ। ভবিষ্যৎ আমি ওই পেতেছি দেখিতে,
তোর এ দুর্বল হাতে ভারতের পাশ
একেবারে শতভাগে ছিন্ন হয়ে যাবে।
তুই রে কুমারী তোর নাহিকো সন্তান
সমস্ত ভারতবাসী মা বলিবে তোরে
সমস্ত ভারতবাসী হইবে সন্তান।
তবে আয় এই বেলা, বিলম্ব কিসের,
জননীরে ত্যজিস নে বিপদের দিনে।
তোর মুখে দেখিতেছি উষার কিরণ,
নিশীথেরে না বিনাশি যাস নে চলিয়া।
স্বপ্নময়ী তোর পিতা শত্রু ভারতের—

স্বপ্ন। আবার বলিছ প্রভু, শত্রু মোর পিতা?

শুভ। হোন দেখি পিতা তোর এই ব্রতে ব্রতী,
দিন দেখি ধনরত্ন স্বদেশের তরে,
রণভূমে দিন দেখি অকাতরে প্রাণ,
তবে তো জানিব মিত্র দেশের, নতুবা
স্বপ্নময়ি তোর পিতা শত্রু ভারতের,
স্বপ্নময়ি তোর পিতা শত্রু দেবতার,
স্বপ্নময়ি তোর পিতা স্বয়ং শত্রু তোর।

অন্তর্ধান

স্বপ্ন। (স্বগত) এ কি হল! এ কি হল! কোথায়? সকলি কি স্বপ্ন?— পিতা আমার শত্রু? দেবতার মন্দিরসকল যারা চূর্ণ কচ্চে, প্রকাশ্য স্থানে গোহত্যা কচ্চে— মায়ের এত অপমান কচ্চে— সেই মোগলদের সঙ্গে পিতার বন্ধুত্ব? একি কখনো হতে পারে? তিনি কি দেশের জন্য, তিনি কি মায়ের জন্য তাঁর ধনরত্ন সর্বস্ব দিতে পারেন না? তাঁর প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারেন না? যাই তাঁর কাছে।

['দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে' এই গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রহিম খাঁর বাটী

রহিম খাঁ

রহিম। (স্বগত) মদ তো ধরিয়েছি— এখন প্রমদা— কিন্তু তার স্ত্রীকে সে যেরকম ভালোবাসে তাতে বড়ো সন্দেহ হয়। কিন্তু জেহেনাকে একবার যদি দেখাতে পারি তা হলে নিশ্চয়ই কার্যসিদ্ধি হবে— আমার স্ত্রীর এমন একটা মোহিনী শক্তি আছে যে তাকে দেখলেই কেমন লোকের মাথা ঘুরে যায়, আমারই অষ্টপ্রহর ঘুরছে, তো অন্যের। কিন্তু আবার হিতে বিপরীত হবে না তো? আমার নিজের মাথা নিজে খাচ্ছি নে তো— না, তার কোনো ভয়

নেই। আমাকে সে যেরকম ভালোবাসে, আমাকে একটুখানি না দেখতে পেলে যেরকম ছট্‌ফট্ করে—না, তার কোনো ভয় নেই— একবার নিজের স্ত্রী থেকে জগৎ রায়ের মনটা যদি একটু ছিনিয়ে আনতে পারি তা হলে আর ভাবনা কি —তখন আমার ইচ্ছামতো তাকে হাবুডুবু খাওয়াতে পারব। আর জগৎকে যদি এইরকম ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে পারি, তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের কার্য উদ্ধার হবে। এই যে জেহেনার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, এই বেলা—

তাড়াতাড়ি পালঙ্কে শয়ন ও অসুখের ভাণ

আ! উঃ! বাবা! গেলুম!

জেহেনার প্রবেশ

জেহেনা। (স্বগত) অমনতরো কচ্ছে কেন? ও বুঝেছি। আমাকে দেখলেই বুড়োর রোগে ধরে— বুড়ো বয়সে কত সাধই যায়! (প্রকাশ্যে) ও মা! কি হয়েছে? কি হয়েছে? (রহিমের মস্তকের নিকট উপবেশন) অমন কচ্ছ কেন রহিম?

রহিম। (অতি কাতর ও মৃদুস্বরে) এসেছ?

জেহেনা। আমি তোমাকে দেখবার জন্যে দৌড়ে এসেছি— কি হয়েছে রহিম? অসুখ কচ্ছে?

রহিম। (অতি মৃদুস্বরে) মাথা ধরেছে, চোক চাইতে পাচ্ছি নে।

জেহেনা। আহা হা, মাথা ধরেছে? আমার কেন ধরল না? আহা এই টিপে দিচ্ছি (মাথা টিপিতে টিপিতে)— আমি কত মনে করতে করতে আসছি তোমার হাসিমুখ দেখব, না শেষে কিনা এই— (ক্রন্দন)

রহিম। উঃ— আঃ— বাবা রে— বাবা রে— গেলুম!

জেহেনা। রহিম, আমার বুক ফেটে গেল— আর পারি নে— এখনি একজন হাকিমকে ডেকে আনি।

রহিম। হাকিম? না জেহেনা, অনেকটা ভালো হয়ে এসেছে—আমি উঠে বসছি।

জেহেনা। না, তুমি শোও, আমি হাকিমকে এখনি ডেকে আনি, আমার বড়ো ভাবনা হয়েছে।

রহিম। না জেহেনা, তোমার হাতের কোমল স্পর্শে আমার সব সেরে গেছে। আর কিছু নেই। এসো, এখন একটু গল্প করি।

জেহেনা। হাঁ রহিম, একটু গল্প করো— তোমার গল্প শুনতে আমার বড়ো ভালো লাগে— দেখো, আমি অনেক লোকের গল্প শুনেছি কিন্তু— (লজ্জার ভাণ) না, না কিছু নয়। না না, আমি তা বলছি নে— তা বলছি নে।

রহিম। না না, বলো না জেহেন, বলো না, আমার মাথা খাও।

জেহেনা। না না না আমার লজ্জা করে—

রহিম। লজ্জা কি, আমার কাছে লজ্জা কি?

জেহেনা। এই বল্-ছি-লু-ম অনেকের গল্প শুনেছি কিন্তু মিষ্টি— রসিকতা —(লজ্জার হাসি হাসিয়া) না না না না, বলব না— (মুখে অঞ্চল প্রদান)

রহিম। আমার গল্প শুনতে ভালো লাগে, এই বলছ? তুমি আমার গেজেল— তুমি আমার জানি (আদর করতঃ) দেখো জেহেনা, এবার চালের দরটা খুব কমে গেছে; কমবে না কেন? দশ হাজার মণ এখানে মজুত ছিল।

জেহেনা। দশ হাজার মণ! এত?

রহিম। তার মধ্যে বাঁকুড়া থেকে পাঁচ হাজার মণ আমদানি হয়— আর বীরভূম থেকে পাঁচ হাজার মণ। এই দশ হাজারের মধ্যে সরু চাল ছিল তিন হাজার আর মোটা চাল ছিল সাত হাজার— এই যে তিন হাজার মণ সরু চাল ছিল, আমি মনে করেছিলুম কিছু ধরে রাখি— আর খুব সস্তায় পাচ্ছিলুম নাকি—

জেহেনা। (স্বগত) এ অসহ্য! (প্রকাশ্যে) তা কিনলে না কেন?

রহিম। গদাধর পাল আমাকে অনেক অনুরোধ করলে— বললে, কেনো-না খাঁ-সাহেব, এমন সস্তা আর হবে না। আমি মনে করলেম খাঁ-সাহেব ধাপ্পাবাজিতে ভোলেন না। আমি আর বুঝি নে তোমার মতলব? তাই আগেই আমি খবর পেয়েছিলুম যে তার চালের বস্তা জলে ডুবেছিল, সেই চাল আমাকে গতাবার চেষ্টা। তা আমি ভাবলুম বেচারা কষ্টে পড়েছে— ওর উপকারের জন্যে নয় কিছু নি— কিন্তু সে ভয়ানক চড়া দাম বলতে লাগল— আমি বললুম— বটে? আমি কি তোমার মালের খবর জানি নে? তুমি জলে-ডোবা বস্তা আমাকে বিক্রি করতে এসেছ? ১০ই তারিখে রাত্তির দুপুরের সময় বাদু ঘাটের পাঁচু রশি তফাতে তোমার নৌকাডুবি হয়—

আর কেউ জানে না বটে কিন্তু আমি জানি। সে তো একেবারে অবাক— সে বললে, আপনি অমনি নিয়ে যান, আমি এক পয়সাও চাই নে। আমি বললুম (হাসিয়া) তোমার নৌকাও ডুবি হয়, তুমিও ডুবে ডুবে জল খাও— তোমাদের শিব টের না পেতে পারে কিন্তু রহিম খাঁ তোমাদের শিবের বাবা। তাঁর কাছে কিছুই চাপা থাকে না।

জেহেনা। রহিম খাঁ শিবের বাবা! হি-হি-হি-হি-- এমন কথাও কখনো শুনি নি— হি-হি-হি-হি— রহিম, আর হাসিও না— আমার পাঁজরা ব্যথা কচ্ছে— শিবের বাবা! হি-হি-হি— তোমার কথা শুনলে এমন হাসি পায়। তোমার রহিম, কি বুদ্ধি, সব অমনি পেয়ে গেলে?

রহিম। আমার কাছে চালাকি করতে এসেছিল, কিন্তু অমনি আমি নিলুম না— মনে বললুম গরিব বেচারা, তাই প্রতি বস্তায় দুই-দুই পয়সা ধরে দিলুম। তার পর যখন এখান থেকে দিল্লীতে চাল রপ্তানি হল— দশ হাজারের মধ্যে কানপুরে গিয়েছিল কত ভুলে যাচ্ছি—

জেহেনা। (স্বগত) আর তো পারি নে— আমদানিতেই রক্ষা নেই, আবার রপ্তানি! (প্রকাশ্যে) হি-হি-হি-হি— ঐ কথাটা ক্রমাগত মনে পড়ছে— হি-হি-হি— শিবের বাবা— না রহিম, তোমার গল্প আর শোনা হবে না— তুমি বড়ো লোককে হাসিয়ে হাসিয়ে মারো— না, আর হাসব না (গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া) রহিম, তোমার কিন্তু এ ভারি অন্যায়—

রহিম। অন্যায়! সে কি?

জেহেনা। তুমি যে এত পরের উপকার করে মরো, ব্যামো হলে তোমাকে একবার কেউ দেখতেও আসে না— অথচ পরের জন্যেই ঘুরে ঘুরে তোমার মাথা ধরে— এইরকম উপকার না করলেই কি নয়?

রহিম। কি জানো জেহেন, কেমন একটা আমার স্বভাব হয়ে পড়েছে— পরের উপকার না করে আমি থাকতে পারি নে— এই দেখো-না কেন, জগতের চরিত্র ভালো করবার জন্যে আমি কত চেষ্টা কচ্ছি— সে কি একবার ভুলেও আমার কাছে আসে? তার স্ত্রীকে গান শেখাবার জন্যে তোমাকে যে আমি অনায়াসে একজন পরের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলুম— সে কেবল জগৎকে ভালোবাসি বলে। এমন-কি জগৎ যদি তোমাকে কখনো দেখেও ফেলে তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। না হলে, তুমি তো আমার

ভাব জানো। যে স্ত্রী পরপুরুষের ছায়া মাড়ায় তাকে আমার ইচ্ছে হয় তখনি টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলি। তার স্ত্রীকে মনোযোগ দিয়ে শেখাও তো জেহেন?

জেহেনা। রহিম, তোমাকে স্পষ্ট কথা বলি, আমার সেখানে যেতে ভালো লাগে না— আমার ইচ্ছে করে তোমার কাছে আমি অষ্টপ্রহর থাকি, তোমার সব মজার গল্প শুনি— তোমার গল্প শুনতে আমার এমন ভালো লাগে।

রহিম। কি করবে বলো— দিনকতক কষ্ট সহ্য করে থাকো— পরের উপকারের জন্য কি-না করা যায়? আচ্ছা জগৎ কি উঁকিঝুঁকি মারে?

জেহেনা। তা বলছি রহিম, সে হবে না, পুরুষমানুষ এলে আমি তখনি পালাব— মেয়েমানুষের সঙ্গেই যা আমার কথা কইতে লজ্জা করে।

রহিম। না, তা আমি বলছি নে— বলছি যদি দূর থেকে উঁকি মারে, তা হলে কি করবে বলো? নইলে জগৎ আমার স্ত্রীর সঙ্গে বসে কথা কবে— এতবড়ো স্পর্ধা— তা হলে তখনি আমি তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলব না? রহিম খাঁ বড়ো সহজ লোক নয়! জেহেন, আমি চললেম।

জেহেনা। (সোহাগের স্বরে) আবার কখন আসবে? তুমি গেলে আমি কি করে থাকব?

রহিম। আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান

জেহেনা। তুমি গেলেই বাঁচি— আঃ, আমদানি-রপ্তানিতে জ্বালাতন করেছে। আমিও এই বেলা সখির বাড়িতে যাই।

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটী

উদ্যান

রাজা। (স্বগত) ১৪ই দিনটা বড়ো ভালো হয়েছে, সেইদিন আবার সম্রাট আরংজীবের জন্মদিন। দিনের বেলা দরবার হবে— রাত্রে শুভবিবাহ।

সেদিন কি আনন্দের দিন! জামাইটি আমার ঠিক মনের মতো হয়েছে! ষড়্‌দর্শন কণ্ঠস্থ, এর চেয়ে আর কি হতে পারে? (নেপথ্যে গান। 'দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে') ও কে ও? স্বপ্নময়ী যে? কি গান গাচ্ছে? 'দেশে দেশে ভ্রমি তব গুণগান গাহিয়ে', কার গুণগান না জানি গাচ্ছে।

স্বপ্নময়ীর প্রবেশ

স্বপ্ন। ওই যে পিতা, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি উনি জননীকে ভালোবাসেন কি না।

রাজা। মা! তুমি কার গুণ গাইছ মা?

স্বপ্ন। পিতা, জননীর দুঃখ-গান।

রাজা। তোর জননীর গুণগান? আহা! এখনো তাকে ভুলিস নি? বাস্তবিক তোর জননীর গুণ এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না— হা। (দীর্ঘনিশ্বাস)

স্বপ্ন। পিতা, আমি মার কথা বলছি নে— ইনি আমারও জননী, তোমারও জননী, আমার মায়েরও জননী।

রাজা। সকলের জননী? ও! জগৎজননী দেবী ভগবতীর কথা বলছ? আ! তাঁর গুণবর্ণনা কে করতে পারে? পতিতপাবনী সনাতনী কলুষনাশিনী, আহা— মা, তোমার এত অল্প বয়সে ধর্মে মতি দেখে বড়ো আহ্লাদ হল।

স্বপ্ন। পিতা, আমি দেবী ভগবতীর কথা বলছি নে। ইনি জননী জন্মভূমি।

রাজা। জননী জন্মভূমি? তুমি বাছা এ কথা জানলে কি করে? শাস্ত্রে আছে বটে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

স্বপ্ন। কে আমারে বক্ষে করে করেছে পোষণ?
কে মোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে?
কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা?
ধনধান্য রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার।
কে মোর পিতার পিতা, মাতার জননী?
কোথা হতে পিতা মোর পেয়েছেন জ্ঞান?
কোথা হতে মাতা মোর পেয়েছেন স্নেহ?
কে তিনি আমার মাতা?— তিনি জন্মভূমি।

রাজা। (বিস্মিতভাবে) এ-সব কোথা থেকে তুই শিখলি? অ্যাঁ? আহা,

বড়ো চমৎকার কথাগুলি! তোর যে এত জ্ঞান হয়েছে তা আমি জানতেম না— সবাই তোকে পাগলি বলে উড়িয়ে দেয়— এ তো ওড়াবার কথা নয়— আমি মন্ত্রীকে ডেকে আনি, তত্ত্ববাগীশমহাশয়কে ডেকে আনি— তারা এই কথাগুলো একবার শুনুক— শাস্ত্রেতেও এমন কথা শুনি নি— কে আছিস ওরে! মন্ত্রীকে ডাক তো— আহা আহা চমৎকার— এই যে মন্ত্রী এসেছে।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। মন্ত্রি! স্বপ্নময়ীর এমনতরো জ্ঞান জন্মেছে আমি তা জানতেম না— চমৎকার সব কথা বলছে— এমন কথা আমি শাস্ত্রেও শুনি নি— শাস্ত্রে বলেছেন বটে জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী— কিন্তু সে এরকম না; মন্ত্রি, তুমি একবার শোনো— মা, সেই কথাগুলি আবার একবার বলো তো।

স্বপ্ন। হাঁ সেই জননী মম মোর জন্মভূমি,
সেই মাতা স্নেহময়ী জননী মোদের
দেখো দেখো আজি তাঁর একি দুরদশা,
বাম হস্তে ছিল যাঁর কমলার বাস
দক্ষিণ কমল করে দেবী বীণাপাণি
সেই দুই হস্তে আজি পড়েছে শৃঙ্খল।

রাজা। আহা! শুনলে মন্ত্রি, চমৎকার কথা না? এ-সব শিখলে কোথা থেকে তাই আমি আশ্চর্যি হচ্ছি, আর কিছু না। আবার 'শৃঙ্খল' কথাটা কেমন ওখানে বসিয়েছে দেখেছ? শৃঙ্খল অর্থাৎ বন্ধন। শাস্ত্রে আছে 'বন্ধোহি বাসনা— বন্ধোমোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ' 'বাসনা দ্বারা যে বন্ধন সেই বন্ধন, এবং বাসনার যে ক্ষয় সেই মোক্ষ'। শাস্ত্রে আরো বলেছে 'দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্মমেতি চ'। মম অর্থাৎ 'আমার' এইরূপ যে দৃঢ় জ্ঞান তাহাই জীবের বন্ধের কারণ— তবে দেশের বন্ধন কি? না, আমার দেশ, আমার দেশ এই যে জ্ঞান, অতএব 'আমার দেশ আমার দেশ' এই যে ভ্রম— এই যে বন্ধন— যখন ঘুচবে তখনি দেশ মুক্ত হবে। বাঃ চমৎকার! 'সেই দুই হস্তে পড়েছে শৃঙ্খল!' কি চমৎকার! শুধু দেশ কেন— 'ভোগেচ্ছা-মাত্রকো বন্ধঃ'— ভোগেচ্ছা মাত্রই বন্ধন।

মন্ত্রী। মহারাজ! কথাগুলো আমার বড়ো ভালো ঠেকছে না। আপনি যে অর্থ কচ্ছেন বোধ হয় ওর অর্থ তা নয়।

রাজা। তুমি বলো কি মন্ত্রি, আমি যা অর্থ কচ্ছি তা ঠিক হচ্ছে না? আমার চেয়ে তুমি শাস্ত্র বেশি জান? হা হা হা হা— শাস্ত্র বিষয়ে তুমি কথা কইতে এসো না— কি করে অর্থ সংগ্রহ হবে, কি করে প্রজাশাসন হবে সে-সব বিষয় তুমি জানো বটে— কিন্তু এ সব তোমার অনধিকার চর্চা।

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ!

স্বপ্ন। বিদেশী মোগল যত দলে দলে আসি
দেখো চেয়ে দেখো তাঁর করে অপমান
দেখো ওই মায়েরে করিছে পদাঘাত—

রাজা। সে কি কথা? মোগল? দেশের সঙ্গে মোগলের সম্বন্ধ কি? অপমান! পদাঘাত! সে কি?

মন্ত্রী। মহারাজ, এ বিদ্রোহ! এ বিদ্রোহ! ও কথা শুনবেন না— এখনি সর্বনাশ হবে— কি ভয়ানক!

রাজা। অ্যাঁ! কি! বিদ্রোহ! না মন্ত্রি, তুমি বুঝছ না— মা, তুমি আগে যে কথাগুলি বলছিলে সে তো বেশ— এখন কি বলছ? পদাঘাত! অপমান!

স্বপ্ন। অপমান নয়? দেবমন্দির সকল
চূর্ণ চূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ পদাঘাতে,
বেদ মন্ত্র ধর্ম কর্ম করিতেছে লোপ,
গোহত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে,
অপমান নয়? অপমান বলে কারে?

রাজা। মন্ত্রি! মন্ত্রি! একি! একি কথা বলে? না না না এ কি! এ-সব কি? এ যে বিদ্রোহ-বিদ্রোহ ঠেকছে— এ কে শেখালে? মা, তুমি যাও, এ-সব কথা মুখে এনো না— ও ভালো কথা নয়, মন্ত্রি, একি? অ্যাঁ?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি তো বলেই ছিলেম—

রাজা। তাই তো— তাই তো।

স্বপ্ন। সেই মোর জননীর সুবিমল যশ—
সে যশে যে করে বিন্দু কলঙ্ক অর্পণ

শত্রুদের যে মিত্র বলি আলিঙ্গন করে
যদি বা সে ভাই হয়, পুত্র, পিতা হয়—
তবু সে মায়ের শত্রু, শত্রু সে দেশের।
ভাই বলো, বন্ধু বলো, পুত্র পিতা বলো
মাতৃভূমি চেয়ে কেহ নহে আপনার।

রাজা। এ কি কথা! এ কি কথা! থামো স্বপ্নময়ি, আর না, আর না—

মন্ত্রী। রাজকুমারী, ও কথা আর মুখে এনো না— কি সর্বনাশ করছ তা কি তুমি জানো না? কে এইসকল কথা শুনে ফেলবে— কি সর্বনাশ!

রাজা। তাই তো একি! মন্ত্রি, তুমি এখন যাও মা, ও-সব কথা খবরদার মুখে এনো না— যাও—

স্বপ্ন। ধিক ধিক শত ধিক সেই কাপুরুষে
ভাই হোক, পিতা হোক শত্রু সে দেশের।

[স্বপ্নের সবেগে প্রস্থান

রাজা। এ কি ব্যাপার? মন্ত্রি?

মন্ত্রী। ব্যাপার আর কি মহারাজ, এ বিদ্রোহ— আপনি তো শাসন করবেন না— সম্রাট টের পেলে বলুন দেখি কি সর্বনাশ হবে?

রাজা। তাই তো! তাই তো! মন্ত্রি, এখনি তুমি ওকে শাসন করে দেও— আমি তোমার উপর সমস্ত ভার দিলুম। বুঝেছ মন্ত্রি, বুঝেছ? কি সর্বনাশ, বোধ হয় বিবাহ দিলেই সব সেরে যাবে। না মন্ত্রি?

মন্ত্রী। মহারাজ, বিবাহটা যত শীঘ্র দেওয়া হয় ততই ভালো— কিন্তু আপনি যদি কোনো আপত্তি না করেন তো একটা কথা বলি।

রাজা। আপত্তি কি? কোনো আপত্তি নেই, যা তোমার ইচ্ছে করো-না।

মন্ত্রী। মহারাজ, বিবাহের দিন পর্যন্ত রাজকুমারীকে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখতে হবে— রাজকুমারী একজন সন্ন্যাসীর কাছে যাতায়াত করে আমি শুনেছি— সেই সন্ন্যাসীকে শীঘ্র গেরেপ্তার করতে হবে।

রাজা। এখনি এখনি এখনি— কে সে? শীঘ্র তাকে গেরেপ্তার করো—

গে— আর দেখো মন্ত্রি, স্বপ্নকে শুধু ধরে রেখো, সে যেন কষ্ট না পায়, বুঝেছ, বুঝেছ মন্ত্রি?

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমাকে আর বলতে হবে না, (স্বগত) রাজকুমারীকে আটকে রাখা বড়ো সহজ নয়, রীতিমত কারাগৃহে বদ্ধ করে না রাখলে চলবে না।

রাজা। এসো, তবে এখন যাওয়া যাক।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর অন্তঃপুর

সুমতির প্রবেশ

সুমতি। (স্বগত) আহা জেহেনা বড়ো ভালো লোক, এমন লোক আমি কখনো দেখি নি— মুসলমানদের এমন ভালো লোক আছে আমি তা জানতেম না— আমাকে সে কী ভয়ানক ভালোবাসে। এখনো আসছে না কেন? তার তো আসবার সময় হয়েছে। ওই বুঝি আসছে—

জেহেনার প্রবেশ

সুমতি। এসো জেহেনা।

জেহেনা। আমার সই, আমার সই— আমার প্রাণের সই!

জেহেনা দৌড়িয়া আসিয়া সুমতিকে
আলিঙ্গন ও চুম্বন

সুমতি। আজ এত দেরি করলে কেন? আমি তোমার জন্যে কতক্ষণ ধরে বসে আছি।

জেহেনা। বলছি ভাই, আগে তোমাকে চুমো খেয়ে মনের সাধ মিটিয়ে নেই। (ঘন ঘন চুম্বন) দেরি হল কেন জিজ্ঞাসা করছ? না ভাই, সে আর জিজ্ঞাসা কোরো না। (হঠাৎ বিষণ্ণ ভাব ধারণ)

সুমতি। কেন অমন বিষণ্ণ হয়ে পড়লে জেহেনা? বলো-না কি হয়েছে?

সুমতি। হ্যাঁ, আমি বুঝি সেইজন্যে বলছিলুম? ও গানটা আমার বেশ ভালো লাগে তাই বলছি— আচ্ছা আমি গাচ্ছি— যেখানটা ঠিক না হবে আমাকে বলে দিয়ো।

জেহেনা। তা দেব— আমিও তোমাকে ফুল দিয়ে সাজাতে বসি। (খোঁপায় ফুল পরাইতে পরাইতে) এইবার তবে আরম্ভ করো।

সুমতি। তুমি যে সত্যি সত্যি ফুল দিয়ে আমাকে সাজাতে বসলে। না জেহেনা, ও কি ও?

জেহেনা। সত্যি সত্যি না তো কি? তুমি ভাই আর জ্বালিয়ো না— গাও। আ! এই ফুলেতে এমন মানিয়েছে কি বলব— তোমার ভাই মুখের কি সুন্দর গড়ন, একটু কিছু দিলেই কেমন মানিয়ে যায়।

সুমতি। মিছে জেহেনা রঙ্গ কোরো না— আচ্ছা আমি গাচ্ছি।

গান

দেশ

দে লো সখি দে পরাইয়ে চুলে
সাধের বকুল ফুলহার
আধ-ফুটো জুঁই-গুলি, যতনে আনিয়া তুলি,
দে লো দে লো ফুলময় সাজে
সাজায়ে আমারে সখি আজ।
ওই লো ওই লো দিন যায় যায় লো,
এখনি আসিবে প্রাণনাথ।
যা লো সহচরি এই বেলা ত্বরা করি
এখনি আসিবে প্রাণনাথ।
এই তো যামিনী এল, সে তবু এল না কেন?
বুঝি বা সে দুখিনীরে আজি ভুলে গেল,
বুঝি বা সে এল না রে।
সখি তোরা দেখে আয় দেখে আয়।
না লো সখি না,
ওই দেখ্ দেখ্ লো,
ওই যে আসিছে প্রাণনাথ।

হঠাৎ থামিয়া হাসিতে হাসিতে

না জেহেনা, আমার হচ্ছে না— তোমার মতো রঙ্গভঙ্গ করতে পাচ্ছি নে। তুমি গাও-না।

জেহেনা। আচ্ছা গাচ্ছি। (অভিনয়সহকারে রঙ্গভঙ্গ করিয়া গান)

সুমতি। (হাস্যসহকারে) তুমি ভাই কত রঙ্গই জান। উনি বুঝি আসছেন (দূরে পদশব্দ) এই বেলা— এই বেলা— শেষ কলিটা ধরো—

'ওই দেখ্ দেখ্ লো
ওই যে আসিছে প্রাণনাথ।'

তা হলে বড়ো মজা হবে। এই বেলা বলো— এই বেলা বলো— এসে পড়লেন বলে।

জেহেনা। আমি কেন ভাই বলব— তোমার প্রাণনাথ তুমি বলো-না।

[জগৎ উঁকি মারিয়া প্রস্থান

সুমতি। তা ভাই তোমার বলতে দোষ কি? ঐ যে ঐ যে (জগতের প্রতি) কোথায় পালাও? এসো-না ভাই। একজন নূতন লোককে দেখে যাও-না।

জগতের প্রবেশ ও জেহেনা ঘোমটা টানিয়া অত্যন্ত
জড়সড় হইয়া উপবেশন

জেহেনা। ও কি কর— ও কি কর ভাই?

জগৎ। (ব্যস্তসমস্ত ভাবে) তুমি গান শেখো-না— গান হয়ে গেলে আমি আসব এখন। (পিছন ফিরিয়া গমন উদ্যত)

সুমতি। না, তা হবে না— এঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। বোসো-না।

জগৎ। সে কি হয়? ওঁর লজ্জা করবে যে। আচ্ছা ওঁকে জিজ্ঞাসা করো বরং। উনি যদি অনুমতি দেন তা হলে বসি।

সুমতি। কি জেহেনা অনুমতি হবে? অত লজ্জা কচ্ছ কেন? আমার তো কিছু লজ্জা কচ্ছে না। যদি না বল তা হলে কিন্তু ওঁর অপমান করা হবে। আচ্ছা কথা কইতে না পার, ঘাড় নেড়ে বলো। অবশ্যি দু দিকে ঘাড় নেড়ো না। (জেহেনার এক দিকে ঘাড় নাড়া) হয়েছে-হয়েছে, অনুমতি হয়েছে।

জগৎ। আচ্ছা, তবে বসি।

সুমতি। ইনি এমন ভালো লোক তোমাকে কি আর বলব। ওঁর স্বামী ওঁর উপর এত অত্যাচার করেন তবু উনি তাঁকে ভয়ানক ভালোবাসেন, দু দণ্ড না দেখতে পেলে একেবারে ছট্‌ফট্‌ করেন।

জেহেনা। (অর্ধস্ফুট স্বরে মাটির দিকে চাহিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বিষণ্ণভাবে) না মহাশয়, তিনি আদবে অত্যাচার করেন না— ওঁর কথা শুনবেন না।

জগৎ। আমি পূর্বেই সুমতির কাছ থেকে আপনার দুঃখের কথা শুনেছিলুম, তা শুনে আমার বড়ো কষ্ট হয়েছিল।

জেহেনা। সে মশায় কারো দোষ নয়— আমার অদৃষ্টেরই দোষ (সুমতির প্রতি মৃদুস্বরে) দেখোদিকি ভাই, তুমি ও-সব কথা ওঁকে কেন বললে?

সুমতি। তা উনি জানলেনই বা তাতে দোষ কি?

জেহেনা। (সুমতির কানে কানে) দেখো ভাই— তোমার প্রাণনাথের ঠোঁট দুটি বড়ো ভালো, ঠোঁটে কি আলতা দিয়েছেন?

সুমতি। (উচ্চহাস্য করিয়া) দেখো ভাই, জেহেনা বলছে—

জেহেনা। (সুমতির মুখ চাপিয়া ধরিয়া) না ভাই বোলো না— তোমার পায়ে পড়ি ভাই বোলো না— আমি কিছু বলি নি।

সুমতি। তাতে দোষ কি— উনি বলছিলেন তোমার ঠোঁট দুটি বড়ো ভালো— মনে করেছেন ঠোঁটে আলতা দিয়েছ।

জগৎ। আলতা দিয়েছি— হা হা হা।

জেহেনা। না মশায়, ওঁর কথা শুনবেন না— সব মিছে কথা, তুমি বানিয়ে এত কথাও ভাই বলতে পার।

সুমতি। বানিয়ে বলিছি বই-কি!

জগৎ। (সুমতির প্রতি) তুমি গান শেখো-না— আমি শুনি। ওঁর গলা আমার বড়ো মিষ্টি লাগে।

সুমতি। তুমিও আমার সঙ্গে শেখো-না।

জগৎ। আমি তোমার কাছ থেকে পরে শিখব, উনি আমাকে শেখাবেন কেন?

সুমতি। ওঁকে শেখাবে না জেহেনা? লজ্জা করবে?

জেহেনা। তা কেন শেখাব না— শেখাতে আমার লজ্জা করে না।

সুমতি। তা ভাই তুমি শেখো-না— উনি যেরকম ভালো লোক ওঁর কাছ থেকে শিখতে কোনো দোষ নেই।

জগৎ। আমি একটা কাজ পেলে বাঁচি— আচ্ছা আমি কাল থেকে শিখব।

জেহেনা। আমি ভাই আজ তবে আসি— (কানে কানে) বড়ো মন কেমন কচ্ছে।

সুমতি। আচ্ছা তবে এসো— অনেকক্ষণ ধরে রেখেছি।

জেহেনা। (স্বগত) এক আঁচড়েই বুঝে নিয়েছি— তোমাকে ফাঁদে ফেলতে বেশি দেরি লাগবে না।

[জগতের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া জেহেনার প্রস্থান

সুমতি। আমি যা বলেছিলুম, তা ঠিক না? জেহেনা বড়ো ভালো লোক।

জগৎ। বাস্তবিক— বড়ো সরেস লোক— আহা বেচারা কি কষ্টই না পাচ্ছে।

সুমতি। আমার কাছে গান-টান করে তবু মনটা একটু ভালো হয়, না-হলে বড়োই বিমর্ষ হয়ে থাকে।

জগৎ। হাঁ আমি দেখিছি, ওর মুখে কেমন একটি মিষ্টি বিমর্ষের ভাব আছে।

সুমতি। এসো ভাই, এখন ও-ঘরে যাওয়া যাক।

জগৎ। চলো। (স্বগত) জেহেনা আর একটু থাকলে বেশ হত।

[প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর উদ্যান

রহিমের প্রবেশ

রহিম। (স্বগত) জগৎকে এত করে বলছি বিদ্রোহের কোনো সম্ভাবনা নেই তবু সে তো নিরস্ত হচ্ছে না, নবাবের কাছে নিজে যাবে বলছে, নবাবের

একবার চৈতন্য হলে আমাদের কাজ উদ্ধার হওয়া বড়ো কঠিন হবে। মদেতে মাঝে মাঝে দিব্যি বেহোঁস হয়ে পড়ে থাকে, কিন্তু আবার মন্ত্রীর পরামর্শে কেমন এক-একবার চেতনা হয়। আর-এক টোপ তো ফেলিছি, দেখি এবার বঁড়শি লাগে কি না, তবে যদি ছিপ-শুদ্ধ টেনে নিয়ে পালায় সেই ভয়— কিন্তু ছিপ আমার মুটোর মধ্যে, তা ছিঁড়ে নেওয়া বড়ো শক্ত।

সুরজের প্রবেশ

সুরজ। বন্দেগি খাঁ-সাহেব।

রহিম। বন্দেগি, এখানে কি মনে করে?

সুরজ। একটা বরাত ছিল। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, মনে করলুম খাঁ-সাহেবকে একবার সেলাম দিয়ে আসি। তা ইদিককার কত দূর?

রহিম। তার জন্যে তোমরা ভেবো না— যখন একবার তোমাদের কথা দিয়েছি তখন আর নড়চড় হবে না— তোমরা মনে করছ আমার তো কোনো স্বার্থ নেই তবে কেন আমি এ কাজ করব— কিন্তু তা ভেবো না, পরোপকার করাই আমার জীবনের ব্রত। বিশেষত, তোমাদের সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব হয়েছে, তোমাদের জন্যে আমি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি।

সুরজ। সে আপনার অনুগ্রহ। বাস্তবিক খাঁ-সাহেব, আপনার মতো পরোপকারী লোক আমি কোথাও দেখি নি। আপনার কোনো স্বার্থ নেই— অথচ আমাদের কেবল উপকারের জন্যেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এ কি সাধারণ কথা? কজন লোক এরকম পারে? কিন্তু খাঁ-সাহেব, একটা কথা শুনে ভারি ভয় হয়েছে। রাজকুমার নাকি বিদ্রোহের সন্দেহ করে সৈন্য সংগ্রহ করছেন— আবার নবাবের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, তা হলে তো বড়োই বিপদ। নবাবের সঙ্গে যেন তাঁর সাক্ষাৎ করাটা কোনো মতেই না ঘটে— এইটি আপনার কোনোরকম করে করতে হচ্ছে।

রহিম। সে আমাকে আর বলতে হবে না। তোমাদের উপকারের জন্যে আমি কি-না করছি। কিন্তু এই বেলা তোমাকে একটা কথা বলে রাখি— শুভসিংটা কোনো কাজের নয়— ওকে তোমাদের সেনাপতি কোরো না— তা হলে সব ব্যর্থ হবে। ও কি কখনো যুদ্ধ দেখেছে।

সুরজ। শুভসিং আবার যুদ্ধ করবে? হয়েছে। আপনি কি তাই মনে করেছেন নাকি? আপাতত একটা লোক খাড়া করে রেখেছি এইমাত্র,

কাজের সময় আপনিই আমাদের ভরসা। বাস্তবিক ধরতে গেলে আমাদের দলপতিই বলুন, কর্তাই বলুন, সেনাপতিই বলুন, আপনি আমাদের সব। আপনার ভরসাতেই এই কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। নবাবের সঙ্গে যাতে রাজকুমারের সাক্ষাৎটা না ঘটে—

রহিম। তার জন্যে ভেবো না— আর নবাবের আমি কি না জানি— তার প্রপিতামহ দেলোয়ার খাঁ ১২৬০ সালে একজন সামান্য ফেরিওয়ালার কাজ করত, তার পর তার পিতামহ আলি খাঁ— সালটা মনে পড়ছে না— কি ভালো—

সুরজ। (স্বগত) এই আবার চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করেছে (প্রকাশ্যে) রাজকুমার এই দিকে আসছেন, আমি পালাই। বন্দেগি!

[সুরজের প্রস্থান

রহিম। কই? হাঁ তাই তো, আচ্ছা বন্দেগি।

জগৎ রায়ের প্রবেশ

রহিম। কুমার, বন্দেগি বন্দেগি। (নতভাবে সেলাম)

জগৎ। রহিম, আমার আর সময় নেই। শিঘ্‌ঘির হাতি ঘোড়া প্রস্তুত করতে বলো। আমার সঙ্গে একশো পদাতিক যাবে। আর একশো ঘোড়সওয়ার। নবাবকে যা সওগাদ দিতে হবে মন্ত্রী সব ঠিক করে রেখেছে। তুমি এই-সকল উদ্যোগ শীঘ্র করো।

রহিম। যো হুকুম কুমার, এখনি যাচ্ছি। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ?

জগৎ। হাঁ নবাবের সঙ্গে। কেন বলো দেখি।

রহিম। না, তাই হুজুরকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি— বোধ হয় রাজ্যের কোনো বিশেষ বিপদ উপস্থিত হয়ে থাকবে নইলে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কেন?

জগৎ। বিপদ নয়? যেরকম শুনতে পাচ্ছি শীঘ্রই একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হবে। মহারাজ বামন-পণ্ডিতদের অজস্র দান করে তাঁর কোষাগার প্রায় শূন্য করে ফেলেছেন, অর্থের অভাবে সৈন্য-সংগ্রহ হয়ে উঠছে না। নবাবের কাছে গিয়ে দেশের অবস্থা বুঝিয়ে বললে তাঁর কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাবে। নবাব-সাহেব বোধ হয় এখনো কোনো খবর পান নি— তা হলে কি তিনি নিদ্রিত থাকেন?

রহিম। কুমার, বিদ্রোহের কথা যদি সত্য হত তা হলে কি নবাব-সাহেব খবর পেতেন না?

জগৎ। নবাব-সাহেব দূরে থাকেন, তিনি টের পাবেন কি করে? আর তাঁর যেসকল কর্মচারী আছেন, এরকম একটা বিদ্রোহ হলে তাঁদের পক্ষে তো খুব মজা— উপার্জনের বেশ উপায় হয়।

রহিম। নবাবের কর্মচারীরা খারাপ নয়? অত্যন্ত খারাপ। এই যে এখানকার শহর কোতোয়াল আছেন— এঁর প্রপিতামহ খসরু খাঁ, তিনি ১৩০০ সালে—

জগৎ। ও-সব কথা রেখে দেও, আমি শুনতে চাই নে, এখন যা বলছি তাই করো।

রহিম। যো হুকুম কুমার— আমি এখনি সমস্ত উদ্যোগ করতে বলে দিচ্ছি— আর, একটা শিশি কি সঙ্গে দেব? কি জানি যদি কখনো ইচ্ছে হয়—

জগৎ। হাঁ হাঁ বটে বটে সেটা ভুলো না। ভালো কথা মনে করে দিয়েছ, আমার এখনি একটু তৃষ্ণা পাচ্ছে— আছে কি কিছু সঙ্গে?

রহিম। আছে বইকি— এই যে (জেব হইতে মদের শিশি বাহির করিয়া) আমার কাছে কি-না থাকে— হুজুরের কখন কি দরকার হয় আমি আগু থাকতে সব ঠিক করে রেখে দি।

জগৎ। তাই তো, তুমি তো হুঁশিয়ার দেখছি, ভাগ্যিস তোমার কাছে ছিল, আমার এমনি তৃষ্ণা পেয়েছিল কি বলব।

রহিম। এখন কি খাবেন? আমি বরং হুকুমটা তামিল করে আসি। জরুরি কাজ— বিদ্রোহ—

জগৎ। না এখনি এখনি— শিশিটা এখনি দাও (শিশি কাড়িয়া লইয়া পান) হুকুম পরে হবে। রহিম, আশ্চর্য, তুমি কি করে আগু থাকতে এ-সব সংগ্রহ করে রাখ বল দেখি? ভাগ্যিস তোমার কাছে ছিল।

রহিম। আমার সব সংগ্রহ থাকে, কি জানি যদি কুমারের কোনো জিনিস কাজে লাগে।

জগৎ। (নেশাগ্রস্ত হইয়া) রহিম রহিম, তোমার স্ত্রীর গলা বড়ো মিঠে—

রহিম। আজ্ঞা সকলেই তো তাই বলে।

জগৎ। আমি বলছি রহিম, তার আওয়াজ বড়ো মিঠে, আমার কথা বিশ্বাস কচ্ছ না?

রহিম। বিশ্বাস কচ্ছি বইকি কুমার— আর লোকে বলে দেখতেও নেহাৎ মন্দ নয়।

জগৎ। মন্দ নয়? চমৎকার চমৎকার— আমার কথা বিশ্বাস কচ্ছ না?

রহিম। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সব উদ্যোগ করি-গে।

জগৎ। চুলোয় যাক্ নবাব— কাল হবে।— বড়ো মিষ্টি গলা— চমৎকার—

[জগতের টলিতে টলিতে প্রস্থান

রহিম। তবে, দেখতে পেয়েছে। বঁড়শি লেগেছে। এইবার তবে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াবার সময়। আর আমি কিছু ভয় করি নে। এই বঁড়শির মাছ বড়ো সাধারণ মাছ নয়— সমস্ত হিন্দুস্থানের সিংহাসন!

[রহিমের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর অন্তঃপুর

জগৎ রায়, সুমতি

সুমতি। ও শিশি থেকে যখনি তুমি কি খাও তখনি তোমার অসুখ করে— আর ভাই খেও না— খাবে?

জগৎ। তোমার ঐ এক কথা— আমি বুঝি নে আমার কিসে অসুখ করে না করে? ও খুব ভালো জিনিস— ও খেলে আমার মনটা ভারি ভালো থাকে।

সুমতি। কিন্তু আমি দেখিছি ওটা খেলেই তুমি কি-একরকম হয়ে পড়, তোমার কথার মানে বোঝা যায় না— আর আমাকে মিছিমিছি বকো।

জগৎ। মিছিমিছি বকি? এরকম বললেই তো রাগ ধরে— আমার কিসে অসুখ হয় না-হয় তুমি তার কি বুঝবে? দাও, শিশিটা এনে দাও— কোথায় রেখেছ এনে দাও।

সুমতি। তোমার ভাই পায়ে পড়ি, আমাকে আনতে বোলো না— আমি বুঝিছি ও বিষ। ঐ জেহেনা আসছে, ওর কাছ থেকে একটু গান-টান শেখো, তা হলে মনটা ভালো হবে।

জগৎ। ঢের হয়েছে। আর আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। তোমার কাজ না থাকে তো তুমি এখন যাও।

সুমতি। আমি যাব? আচ্ছা আমি যাচ্ছি— তুমি ভালো থাকলেই হল (অশ্রুপাত)। (স্বগত) আগে তো উনি অমন কঠোর ছিলেন না।

জেহেনার প্রবেশ

জেহেনা। সই সই, কোথায় যাচ্ছ ভাই?

সুমতি। আমি আসছি।

[অঞ্চল দিয়া অশ্রুমোচন করিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান

জেহেনা। রাজকুমার, আজ তবে আসি। (ক্রন্দনের ভাণ)

জগৎ। সে কি জেহেনা? এর মধ্যেই যাবে কি? বোসো না— ও কি! কাঁদছ কেন?

জেহেনা। (উপবেশন করিয়া) না, কাঁদি নি।

জগৎ। আমার কাছে ঢাকছ কেন জেহেনা, বলো-না কি হয়েছে— আজ কি বাড়িতে তোমার উপর বড়ো অত্যাচার হয়েছে?

জেহেনা। না তা নয় রাজকুমার, তা আমার সওয়া অভ্যাস আছে, কিন্তু কিন্তু—

জগৎ। কিন্তু কি জেহেনা? আমাকে খুলে বলো-না।

জেহেনা। কিন্তু আমার সখি— আমার প্রাণের সখি— আমার সঙ্গে আজ ভালো করে কথা কইলেন না— তাই— (ক্রন্দন)

জগৎ। কেঁদো না জেহেনা। আমি তাকে বলব এখন— এ ভারি অন্যায় বটে।

জেহেনা। না রাজকুমার, বোলো না— আমি জানি যাকেই আমার আপনার বলে মনে করি, তা হতেই আমি কষ্ট পাই; কারোরই দোষ না, সে আমার পোড়া অদৃষ্টের দোষ। থাক, সে-সব কথায় আর কাজ নেই।

জগৎ। দেখো জেহেনা, তোমার বোঝবার ভুল হয়েছে। সেজন্যে

যে তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা কয় নি তা নয়, আমার একটু সরাব খাওয়া অভ্যাস আছে, তা এত করে আমি তাকে সরাবের শিশিটা দিতে বললুম তা কিছুতেই সে দিলে না, তাই আমাদের মধ্যে একটু রাগারাগি হয়েছে। আচ্ছা বলো দেখি জেহেনা, এটা কি তার অন্যায় না?

জেহেনা। আপনার সরাব খাওয়া অভ্যাস আছে না কি? তা একটু-আধটু খেতে কোনো দোষ নেই। আমি দেখেছি যারা সরাব খায় তাদের মন বড়ো প্রফুল্ল থাকে।

জগৎ। দেখোদিকি জেহেনা, এ সে বুঝবে না। কেবল বলে অসুখ করবে, অসুখ করবে।

জেহেনা। বরং আমি দেখিছি যাদের অভ্যাস আছে তারা যদি সময়মত না পায় তো তাদের এমন কষ্ট হয়-না— তাদের মুখ দেখলে মায়া করে। আমি তো তাদের না দিয়ে থাকতে পারি নে। তাই আমি আজ এসেই আপনার মুখ ভারি শুকনো দেখেছিলুম। আমার এমন কষ্ট হচ্ছিল।

জগৎ। সত্যি বড়ো কষ্ট হয়।

জেহেনা। আহা সখি তবে এমন কল্লেন কেন? আহা বড়ো মুখ শুকিয়ে গেছে, কোথায় আছে বলুন, আমি এনে দিচ্ছি। (উত্থান)

জগৎ। না জেহেনা, তুমি বোসো, তুমি কি করে পাবে— সে কোথায় লুকিয়ে রেখে দিয়েছে।

জেহেনা। আচ্ছা একবার খুঁজে দেখি। (অন্বেষণ ও কুলুঙ্গি হইতে একটি শিশি পাইয়া) পেয়েছি পেয়েছি।

জগৎ। পেয়েছ? তবে নিয়ে এসো। আঃ বাঁচা গেল।

জেহেনা। কিন্তু রাজকুমার আমার একটু ভয় কচ্ছে— সখি বারণ করে গেছেন— আমি দিলুম— তিনি কি মনে করবেন!

জগৎ। তিনি আবার কি মনে করবেন? তার কোনো ভয় নেই।

জেহেনা। তিনি কিছু মনে করবেন না? তিনি মনে করবেন তাঁর স্বামী— আমার কি অধিকার আছে?

জগৎ। না সে-সব কিছু ভেবো না জেহেনা— দাও।

জেহেনা। আপনার কষ্ট দেখে না দিয়েও থাকতে পাচ্ছি নে। (শিশি জগতের হস্তে প্রদান)

জগৎ। (মন্ত পান করিয়া) আঃ বাঁচা গেল। এইবার জেহেনা, তবে একটা গান হোক।

জেহেনা। (যেন জগতের কথা শুনিতে পায় নাই ভাণ করিয়া— পানের বোঁটায় চুন দিয়া একটা পানের উপর লিখন)

জগৎ। কি লিখছ জেহেনা?

জেহেনা। না, কিছু না। একটা পান খাবেন? না না না— ভুলে— আমার হাতের পান খাবেন কি করে? ঘেন্না করবে যে!

জগৎ। বল কি— তোমার পানে ঘৃণা করবে? দাও আমি খাচ্ছি।

জেহেনা। (পান প্রদান) পানে একটু চুন কম হয়েছিল— তা এই আস্ত পান একটা ওর সঙ্গে খান, তা হলে চুন লাগবে না। (প্রদান)

জগৎ। (আস্ত পান লইয়া) এ কি! এ-সব লেখা কি? তুমি এইমাত্র বুঝি লিখছিলে জেহেনা? "জগৎ— জগৎ— "

জেহেনা। (লজ্জার ভাণ) ও মা— ও মা— ও মা— ও কি করেছি— কোন পানটা দিতে কোন পানটা দিয়েছি— ও আমার লেখা না— ও হিজি-বিজি কে লিখেছে।

জগৎ। তা হোক দিব্যি হাতের লেখা। আর পানটি এমন চমৎকার সাজা হয়েছে কি বলব। এইবার তবে একটা গান হোক—

জেহেনা। (জগতের মুখের পানে গদগদভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া)

জগৎ। কি দেখছ জেহেনা? ঠোঁট লাল হয়েছে কি না তাই দেখছ তোমার পানে আর লাল হবে না?

জেহেনা। না না কিছু না— এই আমি গাচ্ছি—

গান

রাগিণী। বেহাগ

না জানি কি গুণ ধরে মুখানি তোমার
যত দেখি তত সাধ দেখিতে আবার
একদৃষ্টে চেয়ে রই, মনে মন হারা হই
তবুও পলক নাহি নয়নে আমার।

স্থমতির প্রবেশ

জগৎ। (স্বগত) আঃ! এখনি কেন? (প্রকাশ্যে) বেশ হচ্ছিল, বেশ হচ্ছিল— থামলে কেন জেহেনা?

জেহেনা। সখি, আজ তবে আমি আসি— কেন বুঝেছ? (কানে কানে) বড়ো মন কেমন করছে।

স্থমতি। আচ্ছা ভাই, তবে আজ এসো।

[জেহেনার প্রস্থান

জগৎ। দিনকে দিন তুমি কিরকম হয়ে যাচ্ছ বল দেখি? একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী তোমার সঙ্গে কেবল দেখা করতে আসে, এত পরিশ্রম করে তোমাকে গান শেখায়— তার আর কোনো স্বার্থ নেই, কেবল তোমাকে ভালোবাসে বলে আসে— আর তুমি কিনা তার সঙ্গে একবার ভালো করে কথাও কও না?

স্থমতি। আজ ভাই আমার মন বড়ো খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে কিছুতেই ভালো করে কথা কইতে পারলুম না— আবার যেদিন আসবেন সেদিন ভালো করে কথা কব।

জগৎ। ঐরকম করে তুমি তার প্রতি ব্যবহার করলে কি আর সে আসবে? কোন ভদ্রলোক এরকম সহ্য করতে পারে?

স্থমতি। আচ্ছা ভাই তিনি এলে আমি তার পায়ে ধরে মাপ চাব। আমি বলছি আমার অন্যায় হয়েছে।

জগৎ। শুধু অন্যায় হয়েছে, ভারি অন্যায় হয়েছে। দিনকে দিন তোমার স্বভাবটা কেমন কঠোর হয়ে পড়ছে। আমি এত করে শিশিটা চাইলুম, তুমি কিছুতেই দিলে না। জেহেনা একজন নতুন লোক, আমার কষ্ট দেখে তারও পর্যন্ত মায়া হল, আর তোমার কিছুই হল না। ভাগ্যিস জেহেনা ছিল তাই— না না তা ঠিক নয়— সে কথা বলছি নে আমি আপনিই—

স্থমতি। কি! জেহেনা তোমাকে শিশিটা এনে দিয়েছে নাকি? ভাই, তোমার কিসে ভালো হয় আমার চেয়ে কি জেহেনা ভালো জানে?

জগৎ। না না তা নয়— জেহেনা কিছু এনে দেয় নি— তোমার চেয়ে কি করে ভালো জানবে? না না তা বলছি নে, এসো, আমার কাছে এসো, এইখানে বোসো। এতক্ষণ কেন আস নি?

সুমতি। (ক্রন্দন) ভাই— ভাই— আমি আসবামাত্রই তোমার মুখ কেমন একরকম হয়ে গেল— আমি তোমার কাছে এলে কি সুখী হও? আমি অত শীঘ্র না এলেই ভালো হত— বেশ গান শিখছিলে— সুখে—

জগৎ। কাঁদছ কেন? এসো এসো, আমার কাছে এসো— তুমি মনে করছ তোমাকে আমি ভালোবাসি নে? তুমি কি পাগল হয়েছ? এসো এসো আমার পাগলিনী আমার— এখনো কাঁদছ? ছি কেঁদো না। এসো চোখ পুঁছিয়ে দি, (রুমাল দিয়া অশ্রুমোচন) ওহো ভালো কথা— নবাবের ওখানে যেতে হবে যে, এই বেলা তার উদ্যোগ করিগে।

[তাড়াতাড়ি প্রস্থান

সুমতি। দেখি শিশিটায় কিছু আছে কি না— কি সর্বনাশ! সমস্তটাই খেয়েছেন দেখছি, আচ্ছা জেহেনা কি করে অমন বিষ এনে দিলে? ওর গুণ কি জেহেনা জানে না? তাই জন্যেই কি জেহেনার কাছে তিনি অষ্টপ্রহর থাকতে ভালোবাসেন? জেহেনা চলে গেছেন তাই কি তিনি চার দিক শূন্য দেখেন? বুঝেছি— সব বুঝেছি। আমার কপাল ভেঙেছে।

আপন মনে গান

রাগিণী। ভৈরবী

বুঝেছি বুঝেছি সখা ভেঙেছে প্রণয়।
ও মিছা আদর তবে না করিলে নয়?
ও শুধু বাড়ায় ব্যথা, সে-সব পুরানো কথা
মনে করে দেয় শুধু, ভাঙে এ হৃদয়।
প্রতি হাসি প্রতি কথা প্রতি ব্যবহার
আমি যত বুঝি তব কে বুঝিবে আর?
প্রেম যদি ভুলে থাকো, সত্য করে বল নাকো,
করিব না মুহূর্তেরও তরে তিরস্কার।
তখনি তো বলেছিনু ক্ষুদ্র আমি নারী,
তোমার এ প্রণয়ের নহি অধিকারী।
আরো কারে ভালোবেসে সুখী যদি হও শেষে
তাই ভালোবেসো নাথ, না করি বারণ।

মনে করে মোর কথা, মিছে পেয়োনাকো ব্যথা,
পুরানো প্রণয়-কথা কোরো না স্মরণ।

[অঞ্চল দিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর উদ্যান

রাজা। বলো কি মন্ত্রি!

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, ভারি আশ্চর্য, রাজকুমারী এবার কী করে যে পালালেন তা কিছুই ভেবে পাই নে— রক্ষকদের জিজ্ঞাসা করলুম, রক্ষকেরা বললে যে একজন দেবতা এসে দুফুর রাত্তিরে দ্বার খুলতে বললেন— তারা ভয়ে দ্বার খুলে দিলে।

একজন রক্ষক। সত্যি দেবতা বটে, তাঁর তিনটে চোক্ আছে, কপালের চোক্টা দপ্ দপ্ করে জলে। হজুর, আমি তো তাঁকে দেখে মূর্ছো গিয়েছিলুম।

রাজা। স্বপ্নময়ী তো একজন দেবতার কথা সারাদিন বলে। কে সে দেবতা না জানি— কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি নে।

মন্ত্রী। যেমন এক দিকে শুভসিংহ বিদ্রোহী হয়েছে, তেমনি শুনেছি একজন সন্ন্যাসীও দেবতার ভাণ করে চারি দিকে বেড়াচ্ছে— আর লোকের মধ্যে বিদ্রোহ উত্তেজন করে দিচ্ছে।

রাজা। সত্যি নাকি?

একজন রক্ষক। মহারাজ, সে সন্ন্যাসী নয়, সে দেবতা— জাগ্রৎ দেবতা।

মন্ত্রী। চুপ কর্ বেয়াদব। তা মহারাজ, তাকে ধরবার জন্তে আমি এত চেষ্টা কচ্ছি কিছুতেই পাচ্ছি নে।

রাজা। মন্ত্রি, তবে এখন বিবাহের কি হবে? এমন যোগ্য পাত্র ঠিক হয়ে গেল— দিন পর্যন্ত স্থির হল, বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ হচ্ছে, এই সময় স্বপ্নময়ী পালালো।

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারীর আশা পরিত্যাগ করুন, তাকে ধরে রাখবার কোনো উপায় নেই। আপনার অজ্ঞাতসারে একটা সুদৃঢ় কারাগারে তাকে বন্ধ করে রেখেছিলুম, সেখান থেকে যখন—

রাজা। কি! কারাগার? মন্ত্রি, তার তো কোনো কষ্ট হয় নি?

মন্ত্রী। রাজকুমারীকে আমি কষ্ট দেব আপনার বিশ্বাস হয়? তাঁর কোনো কষ্ট হয় নি।

রাজা। অমন কারাগার থেকে পালিয়ে গেল? তবে আর কোনো আশা নেই। তবে এখন কি করি মন্ত্রি? আমার এই বৃদ্ধবয়সে এতদূর যন্ত্রণা আমার অদৃষ্টে ছিল? তবে এখন আর বিবাহের উদ্যোগ করে কি হবে? এমন যোগ্য পাত্র পেয়েছিলেম— বলো কি মন্ত্রি, ষড়দর্শন তার কণ্ঠস্থ— আর কি তেমন হবে— লোকে বলে টাক— দাঁত উঁচু— কিন্তু তাতে কি এসে যায়?

মন্ত্রী। আমি তবে মহারাজ বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ স্থগিদ করে রাখি।

রাজা। কাজেই। কিন্তু দেখো মন্ত্রি, পাত্রটি এখনো যেন হাতছাড়া না হয়।

মন্ত্রী। না মহারাজ, তার জন্য চিন্তা নেই।

[মন্ত্রীর প্রস্থান

নেপথ্যে গান 'দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে'

রাজা। (স্বগত) ঐ সেই গান— নিশ্চয় সে আসছে। এমন আশ্চর্যি মেয়েও দেখি নি— আপনার ইচ্ছে-মতো কখন যায়— কখন আসে কিছুরই ঠিকানা নেই— ওকে ধরে রাখা অসম্ভব— ১৫ই দিনটা বড়ো ভালো— সেদিন আবার সম্রাটের জন্মদিন— সেদিন যদি ঠিক সময়ে আসে তা হলে কোনো আড়ম্বর না করে তৎক্ষণাৎ বিবাহটা দিয়ে ফেললে হয়— আঃ তা হলে বাঁচা যায়— ১৫ই তারিখে ঠিক সময়ে যাতে আসে তাই বুঝিয়ে বলে দেখি— বিবাহের কথা বলব না, তা হলে নাও আসতে পারে।

স্বপ্নময়ীর প্রবেশ

স্বপ্ন। (স্বগত) পিতার কি দোষ? জননীর কথা আমার কাছ থেকে শুনে প্রথমে তো তিনি ভারি খুশি হয়েছিলেন, তার পর মন্ত্রী তাঁকে কি বুঝিয়ে দিলে— আবার তাঁর মত ফিরে গেল। আর-একবার তাঁকে বুঝিয়ে বলি। (প্রকাশ্যে) পিতা, জননীর জন্যে তোমার সমস্ত ধনরত্ন দিলে না? দেও-না পিতা!

রাজা। তুই কি পাগল হয়েছিস স্বপ্নময়ি, কে তোকে এ-সব কথা শেখালে?

স্বপ্ন। কেউ না পিতা, স্বয়ং দেবতা।

রাজা। সে কোন্ দেবতা বল দেখি?

স্বপ্ন। তিনি পিতা, সব জায়গাতেই আছেন।

রাজা। তুই তাঁকে দেখেছিস?

স্বপ্ন। বলো কি পিতা, আমি আবার তাঁকে দেখি নি? আমি রোজ তাঁকে ফুল দিয়ে পূজা করি।

রাজা। তাঁর মন্দির কোথায়?

স্বপ্ন। কোথাও মন্দির নেই— আজ এখানে, কাল সেখানে, সর্বত্রই তিনি আছেন। তুমি আমার কথা বিশ্বাস কচ্ছ না পিতা? যদি তিনি দেবতা না হবেন তবে কি করে আমাকে অমন কঠিন কারাগার থেকে অনায়াসে উদ্ধার করলেন?

রাজা। বোধ হয় কোনো দুষ্ট লোক তোকে ছলনা কচ্ছে, তার কথায় ভুলিস নে মা, তা হলে বিপদে পড়বি।

স্বপ্ন। পিতা, অমন কথা বোলো না, তিনি অন্তর্যামী— এখনি জানতে পারবেন— কি করে বললে পিতা— তোমার একটুও ভয় হল না? একেই তো তিনি বলেন তুমি দেশের শত্রু— যদি আবার জানতে পারেন তুমি তাঁকে মানো না— তা হলে ভয়ানক হবে। তিনি রাগলে পৃথিবী রসাতলে যাবে। তোমার পায়ে পড়ি পিতা, আর ও কথা বোলো না। তোমার সমস্ত ধনরত্ন আমাকে দেও, তাঁর কাছে আমি নিয়ে যাই— তা হলে তিনি আর তোমাকে শত্রু মনে করবেন না— তিনি আমাকে একদিন যে কথা বলেছিলেন তা এখনো যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

হোন দেখি পিতা তোর এই ব্রতে ব্রতী,
দিন দেখি ধনরত্ন স্বদেশের তরে,
রণভূমে দিন দেখি অকাতরে প্রাণ,
তবে তো জানিব মিত্র দেশের— নতুবা
স্বপ্নময়ি তোর পিতা শত্রু ভারতের
স্বপ্নময়ি তোর পিতা শত্রু দেবতার
স্বপ্নময়ি তোর পিতা স্বয়ং শত্রু তোর

রাজা। দেখ্ স্বপ্ন, হয় তুই পাগল হয়েছিস নয় তোকে কে ছলনা কচ্ছে। আমি তোর শত্রু এই কথা তোকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

স্বপ্ন। আমি সত্যি বলছি, এর একটা কথাও মিথ্যা নয় পিতা, এই বেলা তোমার ধনরত্ন আমাকে দেও, নাহলে দেবতা নিজে এসে যেদিন জোর করে নিয়ে যাবেন সেদিন কি ভয়ানক হবে— সেই কথা মনে হলে আমার ভারি ভয় হয়— পিতা, এই বেলা আমার কথা শোনো, তোমার শত্রু হয়ে আমাকে না আসতে হয়— (ক্রন্দন)

রাজা। হা হা হা হা— তুই স্বপ্নময়ি আমার শত্রু হবি? সেও এক তামাশা বটে, তুই কি করে মারবি বল্ দিকি? হা হা হা—

স্বপ্ন। পিতা, তোমার পায়ে পড়ি, সেদিন যেন না আসে— সেই ১৫ই তারিখ— সেকথা আমার মনে হলে হৃৎকম্প হয়— ওঃ!

রাজা। ১৫ই তারিখে তোর দেবতা এখানে আসবেন?

স্বপ্ন। হাঁ পিতা।

রাজা। তাঁর সঙ্গে তুইও আসবি?

স্বপ্ন। হাঁ।

রাজা। আচ্ছা, তোর দেবতা আসুন বা না-আসুন, তুই সেইদিন আসিস, আর দেবতা যদি আসেন তো দেখব কেমন সে দেবতা।

স্বপ্ন। তবে নিশ্চয় সেদিনে আসতে হবে? সে কি অশুভ দিন পিতা, তুমি এখনো বুঝতে পাচ্ছ না।

রাজা। না, সেদিন অশুভ নয়— সে ভারি শুভ দিন।

স্বপ্ন। হা! কি করলে পিতা?

[স্বপ্নময়ীর প্রস্থান

রাজা। (স্বগত) ১৫ই তারিখে তবে আসবে— আর তবে কিসের ভাবনা— মন্ত্রীকে আবার তবে বিবাহের উদ্যোগ করতে বলে দি। বিবাহ দিয়েই একজন ভালো চিকিৎসক আনিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে— বোধ হয় মস্তিষ্কেরই রোগ। আ! ১৫ই তারিখ— সেদিন কি আনন্দেরই দিন— সেদিন আসবামাত্র তৎক্ষণাৎ বিবাহ দিয়ে দেব— মন্ত্রি, মন্ত্রি, কে আছিস শীঘ্র মন্ত্রীকে ডাক দে—

রক্ষকের প্রবেশ

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[রক্ষকের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ!

রাজা। এখনই আবার বিবাহের উদ্যোগ করতে বলে দেও।

মন্ত্রী। সে কি মহারাজ! রাজকুমারী কি এসেছেন?

রাজা। হাঁ স্বপ্নময়ী এসেছিল, সে আমাকে কথা দিয়ে গেছে ১৫ই তারিখে আসবে— তাকে ধরে রেখে কোনো ফল নেই— সে যখন বলে গেছে আসবে তখন অবশ্য আসবে।

মন্ত্রী। তবে কি আবার উদ্যোগ করতে বলব?

রাজা। হাঁ এখনই এখনই— শীঘ্র যাও— আর তত্ত্ববাগীশমহাশয়কে ডাকতে পাঠাও— আর দেখো, পাত্রটি তো ঠিক আছে?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ। সে-সব ঠিক আছে।

রাজা। দাঁত উঁচু— মাথায় টাক— তাতে কি এসে যায়— এ তো বরং ভালো লক্ষণ— বলো কি, ষড়দর্শন একেবারে কণ্ঠস্থ, আর কি চাই—

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর অন্তঃপুর

সুমতি, জেহেনা

সুমতি। কেন ভাই, উনি আমার সঙ্গে ভালো করে কথা কন না? কাছে গেলে বিরক্ত হন? আমি কি করিছি? (ক্রন্দন)

জেহেনা। তা আমি কি করে জানব, তোমার হল স্বামী, তাঁর মনের কথা আমি কি করে জানব বলো—

সুমতি। তোমার সঙ্গে সেদিন ভালো করে কথা কই নি বলে কি তুমি ভাই রাগ করেছিলে? আমাকে ভাই মাপ কোরো— আমার মন সেদিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে কথা কইতে পারি নি। উনি সেইজন্য আমাকে ধমকাচ্ছিলেন।

জেহেনা। তুমি কথা কও নি বলে আমি রাগ করব কেন? আমি জানি, আমার অদৃষ্ট মন্দ, আমার সঙ্গে কথা কইতে লোকের ভালো লাগবে কেন? আমার কি গুণ আছে যে ভালো লাগবে?

সুমতি। তোমার ভাই আবার গুণ নেই— তোমার সঙ্গে আবার কেউ কথা কয় না? উনি তোমার সঙ্গে কথা কইতে কত ভালোবাসেন— তুমি যতক্ষণ থাক উনি কেমন সুখে থাকেন। ঐ যে ভাই উনি আসছেন। আমি চললেম।

জেহেনা। যাচ্ছ কেন ভাই? থাকো না— তুমিও গান শিখবে এখন।

সুমতি। না ভাই কাজ নেই।

[সুমতির প্রস্থান

জগৎ রায়ের প্রবেশ

জগৎ। (স্বগত) না, আজ আর নবাবের ওখানে যাব না— কাল যাব। আর বোধ হয় রহিমের কথাই সত্যি…বিদ্রোহ সব মিথ্যে। আর যদি-বা সত্যি হয়, আজ না গেলে কি ক্ষতি? আজ জেহেনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাল যাব— নিশ্চয় কাল যাব। এই যে জেহেনা (প্রকাশ্যে) ও কি! কাঁদছ কেন জেহেনা? কি হয়েছে? বলো-না কি হয়েছে?

জেহেনা। (ক্রন্দন করত) রাজকুমার, আমার কি সর্বনাশ হয়েছে তা কি তুমি জান না?

জগৎ। সে কথা শুনেছি বইকি। সে কথা শুনে আমার ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল, কি করবে বলো জেহেনা— আহা, রহিমের মতো লোক আর হবে না। কিন্তু এতদিনেও তোমার শোক কি একটুক কমল না? কি করবে বলো— সকলই অদৃষ্ট—

জেহেনা। রাজকুমার, আমি জানি, আমি জানি সকলই আমার পোড়া অদৃষ্টের ফল। তবু জেনেশুনেও প্রাণটা কেমন থেকে থেকে কেঁদে ওঠে। কিছুতেই নিবারণ করতে পারি নে। আবার যখন ভাবি ত্রিসংসারে আমার আর কেউ নেই, কোথায় যাই, কার আশ্রয়ে থাকি, একলা স্ত্রীলোক, তখন— (ক্রন্দন)

জগৎ। জেহেনা, তোমার কোনো ভাবনা নাই— আমি তোমাকে আশ্রয় দেব— তুমি মনে করছ ত্রিসংসারে তোমার কেউ নেই? তা মনে কোরো না— জেহেনা, তোমার জন্যে আমি কি-না করতে পারি? জেহেনা, তুমি কেঁদো না— তোমার হাতখানি দেখি— (দুজনে হাতে হাত দিয়া নিস্তব্ধভাবে উপবেশন)

অন্তরালে সুমতির প্রবেশ

সুমতি। (অন্তরাল হইতে স্বগত) আমার মাথা ঘুরছে— আর পারি নে— কেন মরতে শুনতে এলুম? যদি শুনলুম তো শেষ পর্যন্ত শুনি— কিন্তু আর যে পারি নে— বুক যে ভেঙে গেল— ও!— ও!— যাই যাই— না, আর-একটুখানি—

জেহেনা। রাজকুমার, আমাকে কি করে আশ্রয় দেবে? আমি যে মুসলমানি— তা হলে তোমার যে নিন্দে হবে— জাত যাবে— আমার যাই হোক তোমাকে কিছুতেই কষ্ট দিতে পারব না— বিশেষত আমার সখি একেই আমাকে দেখতে পারেন না— আবার যখন তিনি শুনবেন একজন মুসলমানিকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, তা হলে কি আর রক্ষা থাকবে? তা হলে কি অপমান করে আমাকে তিনি তাড়িয়ে দেবেন না? না রাজকুমার, তার কাজ নেই— আমার পোড়া অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে— (ক্রন্দন)

জগৎ। কি জেহেনা? আমার স্ত্রী তোমাকে তাড়িয়ে দেবে? তা

কখনোই মনে কোরো না— তাকে আমি বুঝিয়ে বলব— তোমার জন্য জেহেনা আমি কি-না করতে পারি— আমার কুল যাক, মান যাক, জাত যাক, সব যাক— তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না।

জেহেনা। রাজকুমার, সকল পুরুষই প্রথমে ঐরকম করে বলে থাকে— কিন্তু কিন্তু— আচ্ছা রাজকুমার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— তোমার স্ত্রী যখন মুখ ভারি করে এসে আমার নামে তোমার কাছে কত কি বলবে তখন কার কথা তোমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যাবে একবার ভেবে দেখোদিকি? না রাজকুমার, তাঁকে কষ্ট দেব কেন? আমিই চলে যাব (ক্রন্দন)—

জগৎ। জেহেনা, তুমি যেও না— আমার কথা শোনো, যেও না— আমি তোমার জন্যে আলাদা বাড়ি করে দেব— যাতে তুমি সুখে থাক আমি তাই করব— আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কোনো সংস্রব থাকবে না— তাঁর রাগ করবার তো কোনো কারণ নেই— একজন অনাথাকে কি আমি আশ্রয় দেব না? তিনি তাতে কি বলতে পারেন?

জেহেনা। রাজকুমার, তুমি বুঝছ না— আমি থাকলে কখনোই তাঁর ভালো লাগবে না— রাতদিনই তিনি মুখ ভার করে থাকবেন— সে ভারি কষ্টকর হবে—

জগৎ। মুখ ভার? তা হতে পারে— কিন্তু তাতে কি? কিছুদিনের পর সব সয়ে যাবে। কিন্তু জেহেনা, তোমাকে মিনতি কচ্ছি তুমি যেও না। তুমি একলা অনাথা স্ত্রীলোক কোথায় যাবে? সংসার বড়ো কঠোর স্থান— কে তোমাকে দেখবে শুনবে? কে তোমার যত্ন করবে—

সুমতির প্রবেশ

সুমতি। (কাঁপিতে কাঁপিতে জগতের পদতলে পড়িয়া) নাথ— আমার প্রভু— আমার দেবতা— আমার জন্যে কিসের বাধা? আমি এখনই চলে যাচ্ছি— আমি ক্ষুদ্র কীটেরও অধম— তুমি আমার দেবতা— তোমার সুখে আমি বাধা দেব? নাথ, তা মনেও কোরো না— আমি একটুও বাধা দেব না— আমি অনায়াসে সব সহ্য করব— আমি অনেক চেষ্টা করেছিলুম যাতে আমার মুখ ভার না হয়— কিন্তু কিছুতেই পারি নি— নাথ, কি করব বলো— জেহেনা কি করব বলো— আমি জানি আমার এই অন্ধকার মুখ তোমাদের

সুখের হন্তারক— কিন্তু আর ভয় নেই আমি যাচ্ছি, এ মুখ আর দেখতে হবে না। (উঠিয়া গমন)

জগৎ। ওকি ও? ও কথা কেন বলছ? তুমি যাবে কেন? তুমি যাবে কেন? সে কি—

জেহেনা। তুমি কেন যাবে ভাই, আমিই যাচ্ছি।

সুমতি। তুমি অনাথা স্ত্রীলোক, তুমি কোথায় যাবে জেহেনা? সংসার বড়ো কঠোর স্থান— কে তোমাকে তা হলে দেখবে শুনবে? কে তোমাকে যত্ন করবে? আর তুমি গেলে ওঁকেই বা কে যত্ন করবে? আমি চললেম, তোমরা ভাই সুখে থাকো। (স্বগত) যে দিকে দু চোখ যায় সেই দিকেই চলে যাই— অরণ্য, মরু, শ্মশান কোথাও আর ভয় নেই।

জগৎ। (উঠিয়া) যেও না যেও না— ও কি কর—

[সুমতির প্রস্থান

জেহেনা। রাজকুমার, তুমি ওকে ধরে আনো, আমিই চলে যাই—

জগৎ। না জেহেনা, তুমি থাকো— আমি বুঝিয়ে বললেই সব মিটে যাবে। (স্বগত) আমাদের কথা সব শুনতে পেয়েছে— এখন বুঝিয়ে বলিই-বা কি? যে কথা আমি বলেছি তা শুনলে কি আর রক্ষা আছে? আমি কি করে তার কাছে মুখ দেখাব? নিশ্চয়ই আমাদের সব কথা শুনতে পেয়েছে। (প্রকাশ্যে) সে শিশিটা কোথায়— সে শিশিটা কোথায়?

জেহেনা। এই যে রাজকুমার। (মদের শিশি প্রদান)

জগৎ। আ! সকল রোগের মহৌষধ— (পান) সুমতি আর কোথায় যাবে? আবার ফিরে আসবে— যাক চুলোয় যাক— এখন জেহেনা, তুমি একটা গান গাওদিকি— আমি তা হলে সব ভুলে যাব— আমি তো তাকে কিছু বলি নি, আপনি যদি চলে যায় তো আমি কি করব— না, আমি তাকে নিয়ে আসি গে যাই, আহা বেচারা— জেহেনা তুমি কাঁদছ?

জেহেনা। রাজকুমার, আমিই তোমার কষ্টের কারণ— কেন আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল— আমার সংস্রবে যে আসবে সেই অসুখী হবে— সকলই আমার অদৃষ্ট— না রাজকুমার, আর আমি এখানে আসব না— তুমি সখিকে ডেকে আনো। (ক্রন্দন)

জগৎ। না জেহেনা— তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব

না— তুমি এখানে থাকো— তুমি যাতে সুখে থাকো তাই আমি করব, তোমার কষ্ট হবে না। একটা গান গাও-না জেহেনা।

জেহেনা। রাজকুমার, এই কষ্টের সময় আর কি গান গাব? আচ্ছা একটা দুঃখের গান গাই—

গান

সিন্ধু

সজনি লো বল কেন এ পোড়া প্রাণ গেল না,
সহে না যাতনা, সহে না যাতনা।
এনে দে এনে দে বিষ, আর যে লো পারি না।

জগৎ। না জেহেনা, বিষের কথা মনেও এনো না— এসো, তোমার একটা থাকবার বন্দোবস্ত করে দি। (স্বগত) দেখি সুমতি কোথায়— কিন্তু সে সব কথা লুকিয়ে শুনেছে— কি করে তার কাছে মুখ দেখাব? জেহেনাকেই বা কি করে ছাড়ব— আমি তো তাকে তাড়িয়ে দিই নি— সে যদি আপনি চলে যায় তো আমি কি করব। যা হবার তা হবে। (প্রকাশ্যে) এসো জেহেনা।

[জেহেনা ও জগতের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দেলকোষা বন

সুরজমল ও শুভসিংহ

সুরজ। শুনতে পাচ্ছি রহিমের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তার দ্বারা যে কাজ হবার কথা ছিল সে তা করে গেছে।

শুভ। তার দ্বারা আবার কি কাজ হবে? আমি তো তার কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করি নি। সে নাকি নবাবের ওখানে গিয়েছিল? সেখানে তার কি প্রয়োজন?

সুরজ। সে মশায় আমাদের অনেক কাজ এগিয়ে দিয়েছে। রাজকুমার জগৎ রায় বিদ্রোহের আশঙ্কা করে নবাবকে সংবাদ দেবার জন্য তাঁর নিকট যাত্রার উদ্যোগ করেছিলেন; কিন্তু রহিম তার যাবার পূর্বে নবাবের মনে

অনুরূপ বিশ্বাস জন্মে দেবার উদ্দেশে অগ্রেই সেখানে গিয়েছিলেন— সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এইরূপ জনরব।

শুভ। তাতে আমাদের কাজ কি এগোল? জগৎ রায় নবাবের ওখানে এখনো তো যেতে পারেন, আর গেলেই বা কি? আমার ইচ্ছে এই সকল হীন ছল কৌশল ছেড়ে দিয়ে প্রকাশ্যরূপে মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করি। আমাদের ধর্মের বল— আমাদের অনন্ত উৎসাহের বল— আমরা অল্প লোক হলেও অসংখ্য অত্যাচারী মোগলদের উপর জয়লাভ করতে পারব, আমার এই বিশ্বাস। কিন্তু এইরকম ছলনা করে করে আমাদের সে ধর্মবল হ্রাস হয়ে আসছে— আমাদের উৎসাহের খর্ব হচ্ছে, কার্যকালে আমরা কিছুই করতে পারব না। আর আমি এরকম ছদ্মবেশে থাকতে পারি নে সুরজ।

সুরজ। মহাশয়, আর কিছুকাল ধৈর্য ধরে থাকুন। যতক্ষণ না আমাদের অর্থসংগ্রহ হচ্ছে ততক্ষণ জয়ের কোনো আশা নাই। আর সমস্তই প্রস্তুত। ১৫ই তারিখও নিকটবর্তী— সেই দিন বর্ধমানের রাজকোষ লুঠ করেই আমরা মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করব। জগৎ রায়কে আমাদের ভয় ছিল কিন্তু রহিমের কৌশলে জগৎ রায় বিলাসের ক্রোড়ে নিদ্রা যাচ্ছেন— এখন আর কোনো ভয় নেই।

শুভ। সে কি! জগৎ রায় নিদ্রিত? আমার ইচ্ছে ছিল তাঁর সঙ্গে একবার আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। ছেলেবেলায় আমরা এক গুরুর কাছ থেকে অস্ত্রশিক্ষা করেছিলেম। আমি প্রায় তাঁর কাছে হেরে যেতেম— কিন্তু এখন একবার আমি দেখতে চাই— কে হারে, কে জেতে। সত্যি জগৎ বিলাসের ক্রোড়ে নিদ্রিত? তার সঙ্গে সেদিন তবে দেখা হবে না? কিন্তু সুরজ আমি তোমাকে আগে থাকতে বলে রাখছি— জগতের সঙ্গে দেখা হলে আমি দেবতার ভাণ করতে পারব না। আমার ছেলেবেলাকার সখা— তার সঙ্গে আমি দেবতার ভাণ করব? কি লজ্জার কথা! আমি কি করে তার কাছে দেবতা বলে পরিচয় দেব? সে মনে করবে, আমার নিজের কোনো পৌরুষ নেই, কেবল দেবতার ভাণ করে ছলনা করে আমি জয়লাভ কচ্ছি। সে তা হলে আমাকে কতই না উপহাস করবে। না, আর যার কাছেই করি না কেন, তার কাছে আমি কখনোই দেবতার ভাণ করতে পারব না।

সুরজ। সে ভয় আপনাকে করতে হবে না। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা

হবার সম্ভাবনা নেই। তিনি রহিমের স্ত্রী— জেহেনাকে নিয়ে এমনি মেতে আছেন যে তাঁর স্ত্রীকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। এ সমস্তই রহিমের কৌশল।

শুভ। (স্বগত) কি! জগৎ তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন? আর আমাদের চক্রেই এই সমস্ত ঘটেছে! আমরাই একটি পরিবারের সর্বনাশের কারণ? আমাদের জন্যে একজন সাধ্বী স্ত্রী অনাথা হল? পৌরুষ গেল, বীরত্ব গেল, মনুষ্যত্ব গেল, শেষে কিনা একজন স্ত্রীলোকের আশ্রয়ের উপর আমাদের জয়লাভ নির্ভর করছে? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নির্ভর করছে? এরূপ জয়লাভে আমাদের কাজ নাই। এরূপ স্বাধীনতাতে আমাদের কাজ নাই। বীরের মতো, পুরুষের মতো, মনুষ্যের মতো অত্যাচারের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করতে পারি তো ভালো, নচেৎ দেশ-উদ্ধার স্বাধীনতা সমস্তই রসাতলে যাক।

সুরজ। মশাই ভাবছেন কি? এখন কাজের সময়, আসুন, সব উদ্যোগ করা যাক—

শুভ। সুরজ, তুমি যাও— আমি আসছি। (চিন্তা)

সুরজ। যে আজ্ঞা। (স্বগত) শুভসিংহের সঙ্গে আর পেরে ওঠা যায় না— ছলনা না করে কি উপায় আছে? তা বুঝবে না— মাঝে মাঝে এক-একবার ক্ষেপে ওঠে— আর দিন কতক থামিয়ে রাখতে পারলে হয়, তার পরে দেখা যাবে—

[সুরজের প্রস্থান

শুভ। (স্বগত) আমি কি কচ্ছি? দেশ-উদ্ধারের এই কি প্রকৃষ্ট উপায়? প্রতারণা করা কি আত্মার হত্যা নয়? আত্মার যদি বল গেল তো কিসের বলে যুদ্ধ করব— অন্যায়ের বিরুদ্ধে অধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে শেষে কি না নিজেই আমি অধর্ম আচরণ করছি? আমার জন্যই একজন সতী স্ত্রীর এই দুর্দশা হল, অথচ আমি নিশ্চিন্ত আছি— ধিক্! না, আর পারি না— এই হীন ছদ্মবেশ ত্যাগ করে প্রকাশ্য ভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করি— সুরজমলের কথা আর আমি শুনতে চাই না— জগৎ রায়কে বলে পাঠাই সে ১৫ই তারিখের জন্য প্রস্তুত থাকুক— আমি হীন তস্করের ন্যায় অন্ধকারে আক্রমণ করতে চাই নে। স্বপ্নময়ী কখন আসবে? তাকে বলি আমি দেবতা নই— না, আর দুই-একদিন পরে— তাকে আমি বলবই— এখন জগৎ রায়কে জাগাতে হবে— আহা! সতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ! তাঁর চোখের তপ্ত অশ্রু কি

আমাদের উপর জলন্ত অভিশাপ বর্ষণ করবে না? সেই শাপে কি আমাদের সমস্ত চেষ্টা সমস্ত কার্য ধ্বংস হয়ে যাবে না? ঐ যে স্বপ্নময়ী আসছে! আহা, কবে ঐ ললনার কাছে মন খুলে বলতে পারব যে আমি ওর দেবতা নই, ওই আমার হৃদয়ের দেবতা— না, এখনো না— দেব, বল দাও, সুখের প্রলোভন হতে আমাকে রক্ষা করো।

'দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাইয়ে' এই গান
গাহিতে গাহিতে স্বপ্নময়ীর প্রবেশ

স্বপ্ন। (স্বগত) এই যে আমার দেবতা— কি উপায়ে দাদার আবার চেতনা হয় দেবতাকে জিজ্ঞাসা করি— আহা সুমতির দুঃখের কথা শুনলে দেবতারও দুঃখ হবে। (শুভসিংহকে প্রণাম)

শুভ। স্বপ্নময়ি, একি আজ অমঙ্গল হেরি,
জগৎ তোমার ভ্রাতা আজি এ দুর্দিনে
প্রমোদে বিলাসে মগ্ন-- এ কি দুরদশা!
এক দিকে মায়াবিনী কলঙ্কী জেহেনা
হাসিতেছে অট্টহাসি নিষ্ঠুর উল্লাসে
অন্য দিকে পতিপ্রাণা দুখিনী সুমতি
অনাথিনী পথে পথে করিছে ভ্রমণ;
এ তো আর সহে না রে, যা রে স্বপ্নময়ি,
জাগা রে ভ্রাতারে তোর— যা রে শীঘ্র করি,
বল্ তারে এই কথা— দেবের আদেশ—
'ধিক ধিক ধিক ভ্রাতা, ওঠো শীঘ্র ওঠো,
ডাকিনী গাহিছে ওই প্রমোদ-উল্লাসে—
নহে উহা অপ্সরার সুখের সংগীত।
ভেঙে ফেলো বীণা বেণু, ছিঁড়ে ফেলো মালা,
চূর্ণ করো সুরা-পাত্র, নিভাও প্রদীপ,
বাঁধো কটিবন্ধ তব, লও তলোয়ার,
আগামী নবমী তিথি, চারি দণ্ড নিশি,
বহিবে শোণিত-স্রোত প্রাসাদ-মাঝারে,

জ্বলিবে চিতার আলো, পুড়িবে প্রাসাদ,
সেই দিন সেই তিথি যেয়ো সেথা যেয়ো !'

স্বপ্ন। দেব, আজি জানিলাম অন্তর্যামী তুমি
অনাথার নাথ তুমি দয়ার সাগর,
কি আর বলিব— হল কণ্ঠ রোধ—
এখনি যাইয়া আমি পালিব আদেশ।

[শুভসিংহের প্রস্থান

সুমতির প্রবেশ

স্বপ্নময়ী। ভাই সুমতি, আমি দাদার কাছে এখনি যাচ্ছি— দেবতার প্রসাদে তোমার দুঃখ শীঘ্র ঘুচবে—

[স্বপ্নময়ীর প্রস্থান

সুমতি। স্বপ্নময়ী, যেও না ভাই, আমার কথা তাঁকে কিছু বোলো না— আমার যা হবার তা হয়েছে— আমার জন্যে তাঁর সুখে যেন বাধা না পড়ে—

আপন মনে গান

খট

বলি গো সজনি, যেও না যেও না—
তার কাছে আর যেও না যেও না,
সুখে সে রয়েছে সুখে সে থাকুক,
মোর কথা তাকে বোলো না বালা।
আমারে যখন ভালো সে না বাসে
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,
কাজ কি, কাজ কি, কাজ কি সজনি
তার সুখে সঁপিয়ে জ্বালা।

[গাইতে গাইতে সুমতির প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শুভসিংহের কুটিরের নিকট গ্রাম্য পথ

ইতর লোকদিগের প্রবেশ

১। এবার ভাই বড়ো ধুম। যে দিনে বাদশার জন্মদিন সেই দিনই রাজার মেয়ের বিয়ে শুনছি।

২। এমন ধুম তো আমার বয়সে দেখি নি। এখনো ১৫ই আসে নি, এর মধ্যেই নহবৎ বসে গেছে। আর, নাচ তামাসা হচ্ছে, গান বাজানা হচ্ছে, ভারি ধুম।

১। তুমি ভাই সেখানে গিয়েছিলে নাকি?

২। গিয়েছিলুম বই-কি, আজ আবার যাচ্ছি। সে তো কম দূর নয়, আজ না রওনা হলে সময়মত পৌছুতে পারব কেন? সমস্ত নগরে আমায় দীপ জ্বালাতে হবে আমার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে।

৩। আমাকেও ভাই ফুলমালা জোগাতে হবে।

১। তোমরা ভাই এই হ্যাঁপায় খুব লাভ করে নিলে যা হোক।

২। তা ঈশ্বরের ইচ্ছে কিছু পাওয়া যাবে বটে, তুমি কি জন্যে যাচ্ছ ভাই?

১। আমি এমনি যাচ্ছি— তামাসাটা ভাই দেখব না? বাদশার দরবার, আবার রাজার মেয়ের বিয়ে— বল কি? আমাদের গ্রামের আর সবাই চলে গেছে— ছেলে-পিলে ঝি-বউ সবাই— আঃ, তাদের আমোদ দেখে কে— তোমায় বলব কি, তাদের এ কয় রাত্তির আহ্লাদে ঘুম হয় নি।

২। তা আমোদ হবে না গা, বল কি!

৩। এবার শুনছি ভারি ঘটা করে আতসবাজি হবে।

১। শুনছি না কি একটা হিন্দুর মন্দিরের ঠাট্ করে তাতে বাজি পোড়াবে।

২। ঐ জন্যই তো ভাই রাগ ধরে— হিন্দুর মন্দির নিয়ে টানাটানি কেন? পোড়াতে হয় মসজিদ পোড়াক না—

৩। যা খুশি করুক না দাদা, ও-সব কথায় কাজ কি, আমাদের কিছু লাভ হলেই হল। এখন চলো। সময় চলে যায়— জয় বাদশার জয়—

২। না, তাই বলছি, এত জিনিস থাকতে হিন্দুর মন্দির পোড়াবার দরকারটা কি? চলো ভাই চলো।

[সকলের প্রস্থান

শুভসিংহের প্রবেশ

শুভ (স্বগত)—

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।

অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে।
শুনিতেছি নাকি শতকোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী-কূলে, আর্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি— ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে মোগলের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি— কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগে নি এ মহাশ্মশান,

বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,

আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা।
এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি

রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,

তখনো একত্রে ভারত জাগে নি, তখনো একত্রে ভারত মেলে নি,

আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা।
মোগল-রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া।

রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া, মোগল চরণে লোটাতে শির—
তাই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর !
হারে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলংকার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
মোগল-রাজের বিজয় রবে ?
মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না।
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে কজন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।

সুরজের প্রবেশ

সুরজ। কি ভাবছেন মশায় ? আজ আসুন যাত্রা করা যাক, নইলে ঠিক দিনে পৌঁছতে পারা যাবে না।

শুভ। আমি প্রস্তুত। আমাদের দল বল কই ?

সুরজ। তারা এল বলে— ঐ আসছে।

কতিপয় অস্ত্র-শস্ত্র সুসজ্জিত বাগ্‌দি চোয়াড়ের প্রবেশ ও শুভসিংহকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম

সুরজ। এসো এসো, তোমাদের জন্য প্রভু অপেক্ষা কচ্ছেন।

বাগ্‌দি। আমরা তো প্রভু হাজির আছি, যা হুকুম করবেন আমরা তাই করব— কোন বাড়ি লুট করতে হবে ? বলুন, এখনই যাই। আমাদের ঠাকরুন কই ? তিনি তো এখনো আসেন নি—

সুরজ। তিনি পথে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।

বাগ্‌দি। হাঁ প্রভু, আমাদের ঠাকরুনকে চাই, তিনি সামনে থাকলে আর আমাদের কিছুই ভয় নেই।

একজন। তিনি সাক্ষেৎ ভগবতী—

একজন। তিনি আমাদের মা।

[রাজবাড়ির কতিপয় পাইক সঙ্গে লইয়া সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। ঐ সেই সন্ন্যাসী, ওকে ধরতে আবার ভয় কি— তুই ভারি ভীতু, তুই এগো-না—

১। 'এগো-না এগো-না' বলা সহজ, তুমি এগোও দিকি— বাবা রে, কপালের চোখটা জলছে দেখো—

২। আচ্ছা ভাই আমি যাচ্ছি।

সর্দার। ভালা মোর ভাই রে, তুমি এগোও তো— ভয় কি? আমি পিছনে আছি।

৩। তুমি হচ্ছ সর্দার, তুমি এগোলেই আমরা সবাই পিছনে যাব। তুমি এগোও-না দাদা।

অন্য পাইক। হাঁ, এই ঠিক কথা— এই ঠিক কথা। সর্দার এগোলেই আমরা যাব।

সর্দার। না না, তা হবে না— আমি এগিয়ে গেলে চলবে কেন— তোরা পালালে আটকাবে কে? না, আমি একজনকেও পালাতে দেব না— মন্ত্রী মশাই কি তা হলে আমার মাথা রাখবেন? ভয় কি, আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমরা এগোও— ভালা মোর জোয়ানরা সব— এগোও— তলোয়ারের এক ঘায়ে ওকে এখনই টুকরো টুকরো করে ফেলব— নাহলে আমার নাম নিধিরাম সর্দার নয়—

সুরজ। মশায় সাবধান, রাজবাড়ির সৈন্য আমাদের ধরতে এসেছে, দেখছেন না উঁকিঝুঁকি মারছে—

শুভ। দূর আকাশের তলে, ওই যে রতন জলে
আনিতে কে যাবি তোরা
এই বেলা আয় রে—
মায়ের আঁধার ভালে পরাবি ও রত্নখানি,
কে আসিবি আয় তোরা
মিছা দিন যায় রে।
সুমুখে দুর্গম পথ, প্রত্যেক কণ্টক তার
মাড়াইতে হবে বটে
রক্তময় চরণে
কিন্তু রে কিসের ভয়, আসুক সহস্র বাধা,
মাতৃ মুখ উজ্জলিবি,
কি ভয় রে মরণে

বাগ্‌দিগণ। আমরা সবাই যাব— আমরা সবাই যাব। কি ভয় রে মরণে— মা কালীর জয়— মহাপ্রভুর জয়! ভগবতীর জয়—

সুরজ। রাজবাড়ির সৈনিকরা প্রভুকে ধরতে এসেছে— তোমরা পথ পরিষ্কার করো—

বাগ্‌দিগণ। কি! আমরা থাকতে আমাদের প্রভুকে ধরবে? ধর— ধর— মার— মার— (কোলাহল)

পাইকগণ। পালা রে পালা রে— মেলে রে মেলে— আমাদের সর্দার কোথায়? ও নিধিরাম— ও নিধিরাম— সর্দার পালিয়েছে রে পালিয়েছে—

বাগ্‌দিগণ। মার— মার— ধর— ধর—

[মারামারি করিতে করিতে প্রস্থান ও পাইকদিগের পলায়ন

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জগৎ রায়ের উদ্যানবাটী

জেহেনা ও জগৎ রায় মছলন্দ বিছানার উপর গের্দা ঠেসান দিয়া পাশাপাশি আসনে মদের পেয়ালা সম্মুখে

জগৎ। জেহেনা, তুমি একটু খাও— (মদের পেয়ালা জেহেনার মুখের নিকট ধারণ)

জেহেনা। আমার নেশা হয়েছে— আর ভাই না— আচ্ছা, তুমি দিচ্ছ একটু খাই। (পান)

জগৎ। (জেহেনার হস্ত ধরিয়া) জেহেনা, তোমার তো কোনো কষ্ট নেই? তোমার এখানে ভালো লাগছে তো?

জেহেনা। জগৎ, ছি ভাই— ওরকম করে আমাকে কষ্ট দিও না— ও কথা বললে বরং আমার কষ্ট হয়— তোমার কাছে আবার আমার কষ্ট! তবে, তোমার বোধ হয় ভালো লাগছে না, তাই ও কথা তোমার মনে হয়েছে।

জগৎ। আমার আবার ভালো লাগবে না? জেহেনা, তোমাকে আর কি বলব—এ স্বর্গ-সুখ। মনে করছ আমি সুমতির কথা ভাবি? একবারও না। আমি তো তাকে যেতে বলি নি— সে যদি আপনি যায় তো আমি কি করব। (মদ্যপান) সে কথা যাক, জেহেনা, তুমি একটা গান গাও—

জেহেনা। (গান)

কালাংড়া। আড়খেমটা

দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা
সাধের কাননে মোর,
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
(সেথা) জোছনা ফুটে,
তটিনী ছুটে,
প্রমোদ কানন ভোর।
এসো এসো সখা এসো গো হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা,
(সুখে) গাঁথিব মালা,
গণিব তারা,
করিব রজনী ভোর।
এ কাননে বসি গাহিব গান
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ
খেলিব দুজনে মনের খেলা রে—
(প্রাণে) রহিবে মিশি
দিবস নিশি
আধ আধ ঘুম ঘোর।

জগৎ। (মদ্য পান করিয়া) আহা কি কথাই বলেছে—
প্রাণে রহিবে মিশি
দিবস নিশি
আধ আধ ঘুম ঘোর।

ঠিক— ঠিক— আচ্ছা জেহেনা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? তুমি আমাকে সত্যি কি— (চমকিত হইয়া) জেহেনা দেখো দেখো— ও কে? ও কে? সুমতির মতো কাকে দেখলুম— কে ও? কে ও?

জেহেনা। কই কই? জগৎ, তুমি পাগল হয়েছ? তোমার মনের ভিতর সারাদিন সুমতি জাগছে কি না তাই—

জগৎ। না জেহেনা, আমি পাগল হই নি, সত্যি সুমতি— এখানে কেন? এখানে কেন? এ কি! এখানকার সন্ধান কোথা থেকে পেলে?

জেহেনা। তাই তো! এ কি!

[সুমতির প্রবেশ ও দূরে দণ্ডায়মান

জেহেনা। সখি এসো, অনেক দিনের পর তোমাকে দেখছি।

জগৎ। এসো-না— কোথায় ছিলে এতদিন? বোসো না। তুমি চলো, আমি যাচ্ছি— বসবে কি?

জেহেনা। সখি, বসবে না?

জগৎ। সুমতি, তুমি দাঁড়িয়ে কেন? আমি উঠব? আমাকে গোপনে কিছু বলবে?

সুমতি। (গান)

রাগিণী। সর্ফর্দা

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি
দেখো বা না দেখো আমায় দেখিব ও মুখখানি।
মনে করি আসিব না, এ মুখ আর দেখাব না,
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, কেন যে তা নাহি জানি।
এসেছি দিব না ব্যথা, তুলিব না কোনো কথা,
সাধিব না কাঁদিব না— যাব এখনি।
যেথাই আছ সেথাই থাকো, আর কাছে যাব নাকো,
চোখের দেখা দেখব শুধু— দেখেই যাব অমনি।

[সুমতির প্রস্থান

জগৎ। (স্বগত) এ কি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি! যাই একবার বুঝিয়ে বলি গে— কি বোঝাব? বোঝাবার আছে কি? কিন্তু কিন্তু—

জেহেনা। জগৎ, আমি তোমাকে কতই কষ্ট দিলুম, এ হতভাগিনীর সঙ্গে কেন তোমার দেখা হয়েছিল? বেশ সুখে থাকতে, আমিই তোমার সুখ নষ্ট করেছি, যাই এখনি আমি সখীকে ডেকে আনছি, আমাকে বিদায় দেও।

[ক্রন্দন

জগৎ। সে কি জেহেনা, আমার কোনো কষ্ট নেই। কেমন আমরা সুখে ছিলুম, মাঝ থেকে একটা ব্যাঘাত হল, তাই মনটা কেমন একরকম হয়ে গেল— আসলে কিছুই নয়, এখনই সব সেরে যাবে। জেহেনা, তোমাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারব না। (মদ্যপান) এই দেখো আমার সব সেরে গেছে। কই সে নাচওয়ালিরা কোথায়? এখনো এল না কেন? এইবার নাচ হোক, আজ সমস্ত রাত নাচগান হবে, জেহেনা, তুমিও একটু খাও।

[মদিরার পেয়ালা জেহেনার মুখে ধারণ

জেহেনা। (পান করিয়া) ঐ যে নাচওয়ালিরা এসেছে।

[নর্তকীদিগের প্রবেশ

জগৎ। তোমরা আর বসতে পারবে না, নাচ আরম্ভ করে দেও— এখনি— এখনি— আর দেরি না— একটা সুখের গান— একটা সুখের গান— শিঘঘির—শিঘঘির—

জেহেনা। এ তোমার ভাই অন্যায়— অতদূর থেকে এসেছে, ওরা একটু বসবে না? বোসো তোমরা, একটু বোসো।

জগৎ। বসবে? আচ্ছা বোসো।

জেহেনা। (কর্ণমূলে মৃদুস্বরে) দেখেছ ঐ ছুঁড়িটার ঠোঁট কি মোটা।

জগৎ। হাঁ, ঠোঁটটা মোটা বটে।

জেহেনা। আর দেখেছ, ওর দাঁত উঁচু, তাই রুমাল দিয়ে মুখটা সারা দিন ঢাকছে।

জগৎ। কিন্তু উদিকে যে বসে আছে ওর মুখটা দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়।

জেহেনা। মুখটা নিতান্ত মন্দ নয় বটে কিন্তু ওর বয়স কত জান?

জগৎ। কত?

জেহেনা। পঞ্চাশের কম নয়— রংটং দিয়েছে বলে বয়স অল্প দেখাচ্ছে।

জগৎ। সত্যি নাকি? আশ্চর্য!

জেহেনা। আচ্ছা, বেচারাদের দেখলে বড়ো মায়া হয়! রাতদিন পরের

মন জোগাতে হচ্ছে— ভালোবাসুক না বাসুক, ভালোবাসা দেখাতে হচ্ছে— কিন্তু কি করে ওরকম ওরা পারে তাই আমি ভাবি— বাইরে একরকম, ভিতরে আর-একরকম।

জগৎ। জেহেনা, তোমার মতো সরলা কি সবাই হবে? ওদের পেশাই হল ওই।

জেহেনা। না, তাই বলছি, ওদের দেখলে ভারি মায়া করে। (উচ্চৈঃস্বরে) আচ্ছা, তোমরা এখন তবে নাচো।

জগৎ। নাচো নাচো— একটা সুখের গান— শিঘ্‌ঘির শিঘ্‌ঘির (মদ্যপান)—

জেহেনা। হাত ধরাধরি করে নাচো।

নর্তকীগণ। আচ্ছা, তাই হবে।

নৃত্য ও গান

ছায়ানট

আয় তবে সহচরি,
হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি,
গাহিবি গান।
আন তবে বীণা,
সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান।
পাশরিব ভাবনা
পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি
মন প্রাণ দিবা নিশি,
আন তবে বীণা,
সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান।
ঢাল ঢাল শশধর,
ঢাল ঢাল জোছনা!
সমীরণ বহে যারে
ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি;

উলসিত তটিনী,
উথলিত গীত রবে খুলে দে রে মন প্রাণ।

জগৎ। বাহবা! বাহবা! বেশ! বেশ!

[ফুলের তোড়া নিক্ষেপ

জেহেনা। তুমি এইবার একটু খাও।

[মদের পেয়ালা জগতের মুখের নিকট ধারণ

জগৎ। (পান করিয়া) আ! আ! এমন মিষ্টি আর কখনো লাগে নি। তুমিও ভাই একটু খাও।

[জেহেনার মুখে পেয়ালা-ধারণ

জেহেনা। এই খাচ্ছি। (পান)

জগৎ। ও কে? ও আবার কে? আবার ব্যাঘাত? একি স্বপ্নময়ী! স্বপ্নময়ী এখানে! আজ হচ্ছে কি! এখানে কেন? আঃ, ভারি উৎপাত! একি!

[স্বপ্নময়ীর প্রবেশ

জগৎ। স্বপন্, তুই এখানে কেন? অ্যাঁ!

স্বপ্ন। ধিক ধিক ধিক ভাই, ওঠো শীঘ্র ওঠো
ডাকিনী গাহিছে ওই প্রমোদ উল্লাসে
নহে উহা অপ্সরার সুখের সংগীত,
ভেঙে ফেলো বীণা বেণু, ছিঁড়ে ফেলো মালা।
চূর্ণ করো সুরা-পাত্র নিভাও প্রদীপ,
বাঁধ কটিবন্ধ তব, লও তলোয়ার,
আগামী নবমী তিথি, চারি দণ্ড নিশি,
বহিবে শোণিত-স্রোত প্রাসাদ-মাঝারে
জলিবে চিতার আলো, পুড়িবে প্রাসাদ
সেই দিন সেই তিথি যেয়ো সেথা যেয়ো।

[স্বপ্নময়ীর প্রস্থান

জগৎ। (স্বগত) এ কি! কি কথা বলে গেল? আগামী নবমী তিথি, চারি দণ্ড নিশি— বহিবে শোণিত-স্রোত প্রাসাদ-মাঝারে! এর অর্থ কি? বিদ্রোহটা সত্যি হয়েছে না কি? আমি তো সেই অবধি আর কোনো খবর রাখি নি— এখনই যাই— কি সর্বনাশ! আঃ, বিধাতা আমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখভোগ করতে দিলেন না। (উঠিয়া)

জেহেনা। ও কি জগৎ উঠছ কেন? ঐ পাগলির কথায় আবার তোমার ভাবনা হল?

জগৎ। পাগলি বটে। কিন্তু ওর পাগলামিতে অর্থ আছে। জেহেনা, তুমি একটু বোসো— আমি আসছি— (স্বগত) ওঃ স্বপ্নময়ীর কথাগুলো আমার হৃদয় কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে। যাই, দেখে আসি। (নর্তকীগণের প্রতি) যাও তোমরা যাও—

[নর্তকীদের প্রস্থান, পরে জগতের প্রস্থান

জেহেনা। (স্বগত) যাও, কিন্তু সুতো আমার লম্বা রয়েছে, ভাবনা নেই— বঁড়শি খুব লেগেছে— আর ছাড়াতে পারবে না— (মদ্যপান) মনে করেছ তোমাকে আমি হৃদয় দিয়েছি? না, ঐটি ছাড়া আর সব। দেখি না, আরো কত হৃদয় লুট করতে পারি— এই বয়সে এত হৃদয় জয় করেছি যে তা একত্র করে একটা মালা গেঁথে গলায় পরা যায়। দিব্যি একটু নেশা হয়েছে— কেউ কোথাও নেই, এইবার একটু মন খুলে গাই— (ভাবভঙ্গি-সহকারে গান)

বাগেশ্রী। খেমটা

কে যেতেছিস আয় রে হেথা, হৃদয়খানি যা-না দিয়ে।
বিম্বাধরের হাসি দেব, সুখ দেব, মধুমাখা দুঃখ দেব,
হরিণ-আঁখির অশ্রু দেব,
অভিমানে মাখাইয়ে।
অচেতন করব হিয়ে, বিষে মাখা সুধা দিয়ে
নয়নের কালো আলো
মরমে বরষিয়ে।
হাসির ঘায়ে কাঁদাইব, অশ্রু দিয়ে হাসাইব,
মৃণাল-বাহু দিয়ে সাধের বাঁধন বেঁধে দেব,
চোখে চোখে রেখে দেব,
দেব না হৃদয় শুধু,
আর সকলই যা-না নিয়ে!

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

সুমতির ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রবেশ

সুমতি। জেহেনা, বাঁচতে চাও তো পালাও— তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় নি— তিনি ফিরে এসেছেন—

জগৎ। (ঘরের পর্দার অন্তরাল হইতে) এ কি! সুমতি! জেহেনা, সুমতির কাছে কি করে মুখ দেখাব? এইখান থেকে শুনি—

জেহেনা। (ভীত ও বিস্মিত হইয়া) কি! আমার স্বামীর মৃত্যু হয় নি? ফিরে এসেছেন? কে তোমাকে বললে?

সুমতি। আমি স্বচক্ষে তাঁকে দেখেছি। তিনি এখানে এলেন বলে, এই বেলা পালাও—

জেহেনা। তোমার মিথ্যা কথা— আমি আর তোমার ফিকির বুঝি নে? তুমি মনে করছ ঐ বলে আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে তুমি স্বচ্ছন্দে আবার সুখভোগ করবে— কিন্তু তার জন্যে তো মিথ্যে কথা কবার কোনো আবশ্যক নেই— আমি তো এখান থেকে গেলে বাঁচি— তোমার স্বামীই তো আমাকে ধরে রেখেছেন। আগে যদি জানতেম তিনি অমন খারাপ লোক— তা হলে কি তাঁর সঙ্গে আমি আলাপ করতুম? তুমি কেন এমন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ করে দিয়েছিলে? দেখো দেখি তাঁর জন্যে কি কাণ্ড হল— যদি সত্যই আমার স্বামী ফিরে এসে থাকেন, তা হলে কি হবে বলো দেখি।

সুমতি। (কিছুকাল নিস্তব্ধ ও অবাক ভাবে থাকিয়া স্বগত) কি আশ্চর্য, অবশেষে আমাকেই অপরাধী করছে! আমি সমস্তই জানি, অথচ আমারই মুখের সামনে এই-সব কথা কইব না— কিন্তু আর না বলেও থাকতে পারছি নে। (প্রকাশ্যে) নির্লজ্জ! শেষে আমিই অপরাধী? তোমার কোনো অপরাধ নেই? আমি যে তোমাকে আমার হৃদয়ের বন্ধু মনে করে বিশ্বাস করে আমার সর্বস্ব ধনকে একলা ফেলে তোমার কাছে রেখে যেতুম, তাই কি আমার অপরাধ? লুকিয়ে লুকিয়ে মদ এনে দিয়ে কে তাঁর সর্বনাশ করলে পানের উপর তাঁর নাম লিখে, ভালোবাসা দেখিয়ে কে তাঁর মন হরণ করলে? আর যিনি সমস্ত পরিত্যাগ করে তোর চরণে তাঁর সর্বস্ব বিসর্জন করলেন, তাঁকে তুই কিনা খারাপ লোক বললি, বিশ্বাসঘাতিনি, না আমি মিথ্যে বল্‌ছি

নি— আমি শপথ করে বলছি, রহিম খাঁ ফিরে এসেছে। যদি প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছে হয় জেহেনা, তো এখনো পালাও।

জেহেনা। আমার স্বামী যদি এসে থাকেন, সে ভালোই হয়েছে। আমি পালাব কেন? তিনি আসুন, আমি তাঁকে বলব, জগৎ আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে— জগৎ আমার সর্বনাশ করেছে— তা হলে নিশ্চয় তিনি আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন, আর জগৎকেও এর উচিত শাস্তি দেবেন।

সুমতি। (জেহেনার পায়ে পড়িয়া) জেহেনা, তুমি আমার সর্বস্ব নেও কিন্তু তাঁকে প্রাণে মেরো না— তিনি আমার কে? জেহেনা, তিনি তোমারই— তাঁকে তুমি বাঁচাও— আর আমি কিছু চাই নে— তিনি এখনো তোমাকে ভালোবাসেন, বেঁচে থাকলে চিরকাল তোমাকেই ভালোবাসবেন— জেহেনা, তোমার স্বামীর কাছে তাঁর নামে ওরকম করে বোলো না, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না— আমি শপথ করে বলছি, আমা-হতে তোমার কোনো ভয় নেই— তিনি বেঁচে থাকলে নিষ্কণ্টকে তুমি তাঁকে নিয়ে সুখী হতে পারবে, আমি কোনো বাধা দেব না। আরো যদি চাও, আমি শপথ করছি, বিবাহ-ব্রত ভঙ্গ করে— সেই সমস্ত পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করে তোমার হাতেই তাঁকে সমর্পণ করে দিয়ে যাব— তাঁর উপর আমার কোনো অধিকার থাকবে না— আর কি চাও জেহেনা? এতেও কি হবে না? ঐ তোমার স্বামী তলোয়ার হাতে করে এই দিকে আসছে— কি হবে! কি হবে! জগৎ তো এখানে আসেন নি? ঐ যে তিনি এসেছেন, তবেই তো সর্বনাশ!

নিষ্কোষিত তলোয়ার-হস্তে রহিমের প্রবেশ

রহিম। কই? কই? বিশ্বাসঘাতিনি!

জেহেনা। (দৌড়িয়া গিয়া রহিমের পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন) নাথ! আমাকে রক্ষা করো, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করো— জগৎ আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে— আমি অমন দুষ্ট লোক— আমি অমন খারাপ লোক আর কখনো দেখি নি।

সুমতি। রহিম খাঁ, তুমি ওর কথা শুনো না, তিনি ওকে বন্দী করে রাখেন নি, সব মিথ্যা কথা।

রহিম। আমি তোমাকে শীঘ্রই উদ্ধার করছি— আমি মনে করেছিলুম, তোকে দেখবামাত্রই এই তলোয়ার দিয়ে কুটি কুটি করে কাটব, কিন্তু না,

তাতেও তোর যথেষ্ট শাস্তি হবে না, আরো কিছু চাই, একটু রোস, আমি তোকে ভালো করেই উদ্ধার করছি— আগে তোর প্রাণকান্তকে শেষ করে আসি, (সুমতির প্রতি) তুই জগতের স্ত্রী ? বল কোথায় তোর স্বামী ?

জগৎ। (নেপথ্য হইতে) রহিম, আমি আসছি।

রহিম। কোথায় ? কোথায় ? (সুমতির প্রতি) দেখিয়ে দে— কোথায়—

সুমতি। (স্বগত) এখন কি করি— আর তো কোনো উপায় নেই— ঐ গুপ্তকূপের ফাঁদ-দরজাটা দেখিয়ে দি (একটা ফাঁদ-দরজা দেখাইয়া দিয়া প্রকাশ্যে) এই যে— এই যে— এই দিকে— ঐ দরজা দিয়ে ঢুকলে একটা সিঁড়ি পাবে।

রহিম। এ যে অন্ধকার— যাই, ঘোর পাতালের ভিতর থাকলেও আজ আমার হাত থেকে তার নিস্তার নাই।

[রহিমের প্রস্থান

নেপথ্যে। গেলুম গেলুম মলুম। (রহিমের গুপ্তকূপ মধ্যে পতন ও মৃত্যু)

সুমতি। জেহেনা, আমার কাজ ফুরোলো, তুমি এখন নিষ্কণ্টকে সুখভোগ করো।

[সুমতির প্রস্থান

জেহেনা। (স্বগত) আ ! বাঁচা গেল !

জগতের প্রবেশ ও জেহেনার নিকট আসিয়া একদৃষ্টে ভ্রূকুটি করিয়া দৃষ্টিপাত

জেহেনা। যাও-না, যেখানে তুমি সুখে ছিলে সেইখানে যাও-না— এ দুখিনীর কাছে কেন ? আমি যে তোমাকে দেখবার জন্য স্বামীর কথাও শুনলেম না— তিনি আমাকে বাড়ি যাবার জন্য এত করে বললেন, তবু যে আমি গেলেম না, তারই কি এই প্রতিফল ? আমি তাঁর সঙ্গে গেলে (ক্রন্দন) ভালো হত, তা হলে আর কিছু না হোক, তুমি সুখী হতে পারতে। (ক্রন্দন)

জগৎ। কাঁদছিস ? হা হা হা হা হা— আমি যে তোকে চিনিছি !

জেহেনা। আমার দুঃখ দেখে হাসছ জগৎ ?

জগৎ। আমি হাসব না ? আমার মতো দুষ্ট লোক, আমার মতো

খারাপ লোক তো আর নেই, আমিই তো তোকে এখানে বন্দী করে রেখেছি—

জেহেনা। সে কি! সে কি! এসব কথা তোমাকে কে বললে? কে আমার নামে মিথ্যে করে লাগিয়েছে?

জগৎ। কেউ বলে নি, আমি স্বকর্ণে সব শুনেছি।

জেহেনা। অ্যাঁ! অ্যাঁ! কি!

জগৎ। স্ত্রীজাতির কলঙ্ক— দূর হ এখান থেকে— তোর জঘন্য রক্তে আমার অসি কলঙ্কিত করতে চাই নে— দূর হ দূর হ এখনি—

জেহেনা। আমি চললেম, আমি জানি, যাকেই আমি ভালোবাসব সেই আমার হৃদয়ে বজ্রাঘাত করবে— সে আমার পোড়া অদৃষ্ট— কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি, এর জন্যে একদিন তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। আমি চললেম— তুমি সুখে থাকো।

[জেহেনার প্রস্থান

জগৎ। (স্বগত) উঃ, শেষ পর্যন্ত ছলনা! না জানি, কি উপাদানে বিধাতা ওকে গড়েছিলেন— আ— সুমতি দেবতা— আমি পিশাচ—কি করে তাঁর কাছে মুখ দেখাব? আমি তাঁর কি সর্বনাশই করিছি! সুমতি আমার জন্যে কি-না করেছেন— তিনি কি মার্জনা করবেন না? করবেন— করবেন— তিনি করুণাময়ী দেবী— কোথায় তিনি? যাই—

[জগতের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বারান্দা-যুক্ত রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ ফুলমালা ও মোগল-পতাকা-শোভিত বহিরঙ্গন

রাজা, মন্ত্রী ও তত্ত্ববাগীশ

রাজা। আঃ! আজ কি আনন্দের দিন! মন্ত্রি, নহবৎ বাজাতে বলে দাও, এখনো আলো সব জ্বালে নি কেন? এখনি জ্বালতে বলে দাও তত্ত্ববাগীশ মহাশয়, লগ্নের আর কত বিলম্ব?

তত্ত্ব। মহারাজ, আর বড়ো বিলম্ব নাই।

মন্ত্রী। কিন্তু মহারাজ, রাজকুমারী যে এখনো আসেন নি।

রাজা। তার জন্য ভেবো না মন্ত্রি, সে সব ঠিক আছে। সে নিশ্চয় আসবে, আমার কাছে বলে গেছে। আচ্ছা, বরং একজন লোক এগিয়ে গিয়ে দেখে আসুক, বোধ হয় নিকটেই কোথাও আছে। সেজন্য তোমরা ভেবো না। পাত্রটি তো ঠিক আছে?

মন্ত্রী। মহারাজ, পাত্রের জন্য কোনো চিন্তা নাই।

রাজা। পাত্রের জন্যই চিন্তা— পাত্রটি হাতছাড় হলে অমন পাত্র আর পাওয়া যাবে না— বলো কি, ষড়দর্শন কণ্ঠস্থ। মন্ত্রি, তার জন্য এক প্রস্থ দর্শন-শাস্ত্র আনিয়ে রেখেছ তো? আমার গ্রন্থগুলি নিয়ে টানাটানি করলে চলবে না— আর, সে-সব অতি জীর্ণ হয়ে পড়েছে— এক-প্রস্থ নূতন গ্রন্থ তার জন্য আনিয়ে দিও— বুঝলে মন্ত্রি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা মহারাজ, সে-সমস্তই প্রস্তুত আছে।

রাজা। তোমরা স্বর্ণ-মণি-মুক্তার দান-সামগ্রী হাজার দাও না কেন— আমি বেশ বলতে পারি, সে-সকল তার মনে ধরবে না। যার শাস্ত্রে মতি হয়েছে, বিশেষতঃ যার ষড়দর্শন কণ্ঠস্থ, ওরূপ নশ্বর পদার্থে তার আস্থা হবে কেন? তা হতেই পারে না— কি বলো তত্ত্ববাগীশ মহাশয়?

তত্ত্ব। তার সন্দেহ কি মহারাজ, শাস্ত্রে আছে— 'জ্ঞানাৎ পরতরং নহি'।

মন্ত্রী। তত্ত্ববাগীশ মহাশয়, লগ্নের তো সময় হয়ে এল।

রাজা। সময় হয়েছে না কি?

তত্ত্ব। আজ্ঞা প্রায় হল বই কি।

রাজা। সময় হয়েছে? বল কি, লগ্নের সময় হয়েছে? কি আশ্চর্য! এখনো তবে স্বপ্নময়ী এল না কেন? কেন এল না সে? আমাকে সে যে বলেছিল আসবে— তবে কেন এল না? এ তার ভারি অন্যায়। কে আছিস, শীঘ্র তাকে ডেকে নিয়ে আয়— মন্ত্রি, তুমি যাও— তত্ত্ববাগীশ তুমিও যাও— শীঘ্র শীঘ্র, আর বিলম্ব নয়— এমন অবাধ্য মেয়েও তো দেখি নি, তার কথার স্থির নেই? কে আছিস? (নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল— ভেঙে ফেল্— ছিঁড়ে ফেল— মোগল-পতাকা সব উপড়ে ফেল্) ও কি! ও কি! কিসের কোলাহল?

মন্ত্রী। তাই তো! কিসের কোলাহল?

তত্ত্ব। আমি একবার দেখে আসি।

[তত্ত্ববাগীশের প্রস্থান

রক্ষকের দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ

রক্ষক। মহারাজ— রাজকুমারী আসছেন— বড়ো হাঁপ ধরেছে— জিব শুকিয়ে গেছে— বলছি।

মন্ত্রী। রাজকুমারী?

রাজা। স্বপ্ন এসেছে? আঃ! বাঁচা গেল— আমি তো বলেইছিলেম মন্ত্রি যে, তার জন্য ভাবনা নেই— সে তেমন মেয়ে নয় যে একবার কথা দিয়ে আবার লঙ্ঘন করবে— মন্ত্রি শিঘ্ঘির বাজনা বাজাতে বল— অন্তঃপুরে হুলুধ্বনি করুক— পাত্রকে শীঘ্র আনা হোক—

মন্ত্রী। অমন কচ্ছিস কেন? (নেপথ্যে পুনর্বার কোলাহল) ও কিসের কোলাহল? রাজকুমারী কি আসেন নি?

রক্ষক। বলছি মহারাজ বলছি— আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে— ফাটকের কাছে এসেছেন— তলোয়ার হাতে করে— তিনি— এগিয়ে এগিয়ে আসছেন —আর তাঁর পিছনে মশাল হাতে করে ডাকাতের মতো হাঁক দিতে দিতে অনেক লোক আসছে--

রাজা। কি! তলোয়ার হাতে?

মন্ত্রী। কি! মশাল জ্বালিয়ে!

রক্ষক। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, ঐ বারাণ্ডায় উঠে দেখুন-না, সব দেখতে পাবেন।

রাজা। চলো চলো মন্ত্রি দেখিগে— কি ব্যাপার কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি নে—

মন্ত্রী। চলুন মহারাজ। কি সর্বনাশ! (নিক্রান্ত হইয়া প্রাসাদের বারাণ্ডায় উঠিয়া উভয়ের দণ্ডায়মান ও অবলোকন— কোলাহল আরো নিকটবর্তী)

রাজা। উঃ— কি কোলাহল! ও সব কি ভাঙছে? তাই তো কি সর্বনাশ! মন্ত্রি, ব্যাপারটা কি? কই স্বপ্নময়ী কোথায়? সব মিথ্যে— ওদের মধ্যে স্বপ্নময়ী কি করে থাকবে?

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি কোথাও নড়বেন না— এইখানে থাকুন— আমি দেখে আসি। এ আর কিছু না, এ বিদ্রোহ, আর স্বপ্নময়ী তার নেতা।

রাজা। কি! বিদ্রোহ! স্বপ্নময়ী বিদ্রোহের নেতা! স্বপ্ন তার পিতার বিরুদ্ধে? বলো কি মন্ত্রি, তা কখনোই হতে পারে না। দেখলেও আমার প্রত্যয় হবে না।

মন্ত্রী। ঐ রাজকুমারী— কি সর্বনাশ! আপনি এখানে থাকুন, কোথাও নড়বেন না— কি জানি, বিপদ হতে পারে, আমি দেখে আসি—

[মন্ত্রীর প্রস্থান

রাজা। (স্বগত) কি। স্বপ্নময়ী আমার দুধের মেয়ে— তাকে আমি ভয় করব? দেখি সত্যি কি না— কি ভয়ানক কোলাহল।

স্বপ্নময়ীর নিষ্কোষিত তলোয়ার-হস্তে, "দেশে দেশে ভ্রমি" এই গান গাইতে গাইতে ও তাহার পশ্চাতে শুভসিংহ, সুরজমল ও মহা কোলাহল করিতে করিতে বাগ্‌দিদিগের প্রবেশ

স্বপ্নময়ী। সব ছিঁড়ে ফেল— ভেঙে ফেল— পিতার আলয়ে মোগল-ধ্বজা? (স্বপ্নময়ীর স্বহস্তে মালা ছিন্নকরণ ও ধ্বজা-উৎপাটন)

বাগ্‌দি। ছিঁড়ে ফেল— ভেঙে ফেল— মার্ মার্— সব ছারখার করে দে। (মালা ছিন্নকরণ ও ধ্বজা-উৎপাটন)

রাজা। (বারাণ্ডা হইতে) একি! সত্যই তো স্বপ্নময়ী! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! স্বপ্নময়ীর এই কাজ! স্বপ্নময়ী আমার শত্রু? স্বপ্নময়ী! স্বপ্নময়ী! স্বপ্নময়ী!—

(বারাণ্ডা হইতে নীচে অবতরণ)

বাগ্‌দিগণ। ভগবতি, এইবার হুকুম দাও, আমরা লুটপাট আরম্ভ করি। প্রভু, হুকুম দাও, সব ছারখার করে দি।

স্বপ্নময়ী। চুপ মূঢ় বর্বরেরা! দেখছিস নে তোদের মহারাজ— আমার পিতা। (ভূমিষ্ঠ প্রণাম)

বাগ্‌দিদিগেরও ভূমিষ্ঠ প্রণাম

রাজা। তুই স্বপ্নময়ী, তুই? তুই আমার প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ উত্তেজিত করেছিস? তুই নেত্রী হয়ে তোর পিতার বাড়িতে এই দস্যুদের এনেছিস? তুই আমার বার্ধক্যের অবমাননা করছিস? কোন দৈত্য তোকে

এই ভয়ানক কাজে প্রবৃত্ত করেছে? কোন দৈত্য তোর হৃদয়ের ধর্ম নষ্ট করেছে? বল। আ! স্বপ্নময়ী— বাছা— তোকে যে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভালোবাসি— তুই যে আমার বার্ধক্যের আশা— কষ্টের সান্ত্বনা-স্থল— আমার হৃদয়ের পুত্তলি— নয়নের মণি— তোর এই কাজ? আ! (ক্রন্দন)

স্বপ্নময়ী। পিতা— পিতা— আর বোলো না— আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে (ক্রন্দন)। আমি কি করব— (শুভসিংহের প্রতি জোড়হস্তে) দেবতা আমাকে মার্জনা করো— আমার পিতাকে মার্জনা করো— উনি কথনোই শত্রু নন— পিতা, তোমার ধনরত্ন দেশের জন্য, জননীর জন্য দাও না পিতা— তা হলে সব মিটে যায়— আমি কি করব? দেবতা! পিতাকে শুভবুদ্ধি দাও, আমাকে রক্ষা করো— আমাকে রক্ষা করো—

শুভ। (স্বগত) এ দৃশ্য আর দেখা যায় না— মহাদেব, হৃদয়ে বল দাও।

রাজা। কে তোর দেবতা?

স্বপ্ন। (শুভসিংহকে দেখাইয়া) ঐ দেখো পিতা— ঐ আমার দেবতা— পিতা, উনি দয়ার সাগর—

রাজা। কি বললি স্বপ্নময়ী, আমার অদৃষ্টের শনি, আমার শুভ্র যশের কলঙ্ক, ঐ তোর দেবতা? ও তোর দৈত্য! ছলনাময় নিষ্ঠুর দৈত্য! কি! শুভসিংহ, তুমি মনে করেছ, আমি তোমাকে চিনতে পারি নি? তুমি এই বালিকাকে— এই সরলা বালিকাকে ছলনা করেছ? কথা কচ্ছ না যে?

স্বপ্ন। পিতা, করো কি, করো কি, দেবতাকে ওরকম করে বোলো না, এখনি সর্বনাশ হবে; পিতা, উনি শুভসিংহ নন, উনি মানুষ নন, উনি দেবতা।

রাজা। কি! শুভসিংহ দেবতা? একজন সামান্য তালুকদার— সে দেবতা? শুভসিংহ তোর মন হরণ করেছে? স্বপ্নময়ী— মা— তোকে মিনতি করছি, এমন ভয়ানক কলঙ্কে আমাদের উচ্চ বংশকে আমার বার্ধক্যকে আমার গৌরবকে কলঙ্কিত করিস নে, করিস নে, হা ভগবান! কি লজ্জা। স্বপ্নময়ী তুই— তুই আমার এই শেষ দশায় আমাকে এই যন্ত্রণা দিলি? আমি যে তোকে এত স্নেহ-মমতা করেছি, তারই কি এই পুরস্কার? স্বপ্নময়ী, মা, তোর পিতার চেয়েও কি ঐ তালুকদার— কোথাকার অপরিচিত একজন সামান্য তালুকদার— তোর কাছে বড়ো হল? চুপ করে রয়েছিস যে? কি ভয়ানক কাজ করেছিস, এখন বুঝি বুঝতে পেরেছিস? এখন

অনুতাপ হচ্ছে বুঝি? আ! তা হলে আমি সব মার্জনা করছি— সব ভুলে যাচ্ছি— আয় মা, আমার সঙ্গে আয়— ঐ দৈত্যকে ত্যাগ কর।

স্বপ্ন। পিতা, আমার প্রাণের ইচ্ছে, তোমার কথা শুনি— কিন্তু এ যে দেবতার আদেশ পিতা, দেবতা যে পিতার চেয়েও বড়ো, মাতার চেয়ে বড়ো, সকলের চেয়ে বড়ো— কি করে তাঁর কথা এখন— দেবতা, দেবতা, তুমি পিতাকে বুঝিয়ে বলো, আমাকে রক্ষা করো।

রাজা। বিধাতঃ, এ সংসার কি তুমি কঠোর লোকদের জন্যই সৃষ্টি করেছ? এ সংসারে কঠোর না হলে কি কেউ কারোও বাধ্য হয় না? আচ্ছা আজ থেকে আমিও কঠোর হব, স্নেহমমতা বিন্দুমাত্রও আমার হৃদয়ে আর থাকবে না। স্বপ্নময়ী শোন, আমি চন্দ্রসূর্যকে সাক্ষী করে এই অভিশাপ দিচ্ছি যে, একদিন, ঐ তোর দেবতা, ঐ তোর প্রণয়ীই, একদিন আমার হয়ে তোর উপর প্রতিশোধ তুলবে— এইসকল নীচ প্রণয়, জানিস স্বপ্নময়ী, অবশেষে ছলনাতেই পরিণত হয়— ছলনাই যেন তোদের এই জঘন্য মিলনের শেষ ফল হয়— ছলনাতে যার জন্ম, ছলনাতেই তার শেষ! আমাকে যেমন এই শেষ দশায় কষ্ট দিলি, তুইও সেইরকম সমস্ত জীবন— স্বপ্নময়ী, মা আমার কাঁদছিস? না, আমি তোকে কিছু বলি নি— তুই আমার দুধের বাছা, ননির পুতলি— তোকে অভিসম্পাত করে এমন কঠোর প্রাণ কার? না না না। তুমি চাও মা? তুমি আমার শত্রু হয়ে এসেছ? তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে— দাও মা। (ক্রন্দন)

স্বপ্ন। পিতা— পিতা— ও কথা বোলো না পিতা, তোমার এ অকৃতজ্ঞ দুহিতাকে এখনি বধ করো— আর সহ্য হয় না (ক্রন্দন) দেবতা, তুমি আমাকে বধ করো— আর আমি পারি নে— আমি কি করব—

রাজা। শুভসিংহ, দেখো আমার আর কোনো অস্ত্র নাই— পিতৃহৃদয়ের অশ্রুজলই আমার একমাত্র অস্ত্র— তোর কি একটুও দয়া হচ্ছে না? আমি বৃদ্ধ— আমি অবমানিত— স্বপ্নময়ী, যাকে আমি বড়ো ভালোবাসি, সে আমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে— আমি তোর কাছে আত্মসমর্পণ কচ্ছি— তুই ধন নে, রত্ন নে— আমার সর্বস্ব নে— কিন্তু আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দে— যে কুহকে তুই ওর মন হরণ করিছিস, সে কুহক ভেঙে দে— আমার শুভ্রকেশের অবমাননা করিস নে— নিষ্ঠুর, কিছুই উত্তর দিচ্ছিস নে?

শুভ। রাজন্, তোমার দুহিতা তুমি ফিরে নেও, তোমার ধনরত্ন জননীর কাছে সমর্পণ করো।

স্বপ্ন। পিতা, জননীকে ধনরত্ন দেও, আমাকে রক্ষা করো, আমাকে রক্ষা করো।

রাজা। মা, তুমিই তো আমার জননী— তুমি আমার ধনরত্ন চাচ্ছ? এখনি লও— এই লও আমার চাবি— তুমি আমার সর্বস্ব লও— তোমার পিতার ধন তুমি নেবে না মা? তার জন্য এত কেন লজ্জা। এখনি তোমাকে দিচ্ছি, চলো— কেবল মা, আমাদের বংশকে কলঙ্কিত কোরো না, এসো মা এসো!

স্বপ্ন। দেখো দেবতা, আমার পিতা শত্রু নন।

[রাজার প্রস্থান ও স্বপ্নময়ীর অনুগমন

বাগ্‌দিগণ। প্রভু, হুকুম দাও, আর আমরা চুপ করে থাকতে পারছি নে।

বেগে জগৎ রায়ের প্রবেশ

জগৎ। কই, আমাদের দেবতা কোথায়? শুভসিংহ নাকি দেবতা সেজেছে? এই যে শুভ, ভালো আছ তো? ভুল হয়েছে, তোমাকে যে প্রণাম করতে হবে, তুমি যে দেবতা, ছোটোবেলাকার তলোয়ারের দাগগুলো কি দেবতার গায়ে এখন আছে? আর-একবার বাহুবল পরীক্ষা করবার কি সাধ হয়েছে? আমি প্রস্তুত আছি এসো, তোমার ভয় কি, তুমি দেবতা, অস্ত্রাঘাত তো তোমার শরীরে লাগবে না— ভীরু, এই তোর সাহস? বীরের মতো শিক্ষা পেয়ে শেষে কিনা তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিছিস্, ধিক্! তোর সঙ্গে আবার যুদ্ধ কি? প্রাণ নিয়ে পালা, আমি কিছু বলব না।

শুভ। শোনো জগৎ রায়, আমি দেবতা নই— আমি সকলের সাক্ষাতে স্পষ্টাক্ষরে বলছি, আমি দেবতা নই, আমি বিদ্রোহী শুভসিংহ— একজন সামান্য তালুকদার। আমার ললাটে এই যে একটা কৃত্রিম নেত্র জ্বলছে, যা দেখে তোরা সবাই আমাকে দেবতা বলে ভয় করতিস— এই দেখ, সে কি জিনিস (বাগ্‌দিদের নিকট নিক্ষেপ) সুরজমল, আজ হতে আমি বিদ্রোহী শুভসিংহ, আর আমি দেবতা নই, আমার সেই কপটতার কলঙ্ক— আমার ললাটের এই উজ্জ্বল কলঙ্ক, ঐ দেখ, আমি অপনীত করলেম!

সুরজ। ওকি কথা মশায়? ওকি কথা মশায়? আপনার সংকল্প কি ভুলে গেলেন? কি বলছেন, ভালো করে বুঝে দেখুন—

বাগ্‌দিগণ। ওরে ভাই, যা মনে করেছিলুম তা নয় রে— ওটা একটা ফাঁকিজুকি— কপালের চোক নয়।

শুভ। সুরজ, আমি বুঝেই বলছি— শোনো জগৎরায়, তুমি যদি মায়ের সুপুত্র হও তো এখনি আমার সঙ্গে যোগ দাও, তোমাদের ধনরত্ন জননীর চরণে, জন্মভূমির চরণে এখনি সমর্পণ করো, তা যদি না কর তো এসো, একবার দেখি, ছেলেবেলাকার অস্ত্রশিক্ষা কার কত মনে আছে।

জগৎ। এখন তোমার দেবত্ব ঘুচেছে, এখন শুভসিংহ এসো, একবার দেখা যাক্—

উভয়ের অসিযুদ্ধ

সুরজ। শুভসিংহ আজ হতে আমি তোমার শত্রু হলেম।

শুভ। শত্রুই হও যাই হও— আর ছলনা নয়।

[জগতের সহিত অসিযুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

সুরজ। (বাগ্‌দিদের প্রতি) আজ হতে আমি তোদের সর্দার হলেম, আয় লুটপাট কর, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দে, সব চুরমার করে ফেল্— সব ছারখার করে দে।

বাগ্‌দিগণ। হাঁ, এই তো সদ্দারের যুগ্যি কথা, আয় ভাই আয়, সব ছারখার করে দি—

১। দেখদিকি ভাই, আমাদের বলে কি না চুপ করে থাক্, আমরা কি চুপ করে থাকবার জন্য এখানে এসেছি?

২। এতদিন আমাদের ভোগা দিয়ে এসেছে, পাজি জুয়াচোর! ও আবার দেবতা!

৩। তাই তো হারার ব্যামো সারাতে পারে নি।

৪। তাই তো রেধোর বাত আরাম করতে পারলে না— ও আবার দেবতা! আমাদের বড়ো ঠকানটাই ঠকিয়েছে— পাজি জুয়াচোর কোথাকেরে--

৫। আয় ভাই, ওকে আজ না মেরে যাচ্ছি নে।

সকলে। আয় সবাই, মার্ মার্, সব ভেঙে ফেল্— সব পুড়িয়ে দে— সব ছারখার ক'রে দে— রে রে রে রে।

[কোলাহল করিতে করিতে সকলের প্রস্থান

মন্ত্রীর বেগে প্রবেশ

মন্ত্রী। প্রাসাদে আগুন লেগেছে— সর্বনাশ হয়েছে— সর্বনাশ হয়েছে— মহারাজ শীঘ্র নেবে আসুন— শীঘ্র নেবে আসুন—

রাজার প্রবেশ

রাজা। (বারাণ্ডার উপরে) এ কি! কোনো দিক দিয়ে বেরোবার উপায় নাই— চারি দিকেই আগুন— কোন দিক দিয়ে যাই— কি সর্বনাশ!

মন্ত্রী। মহারাজ, নেবে আসুন— নেবে আসুন— এখনি সমস্তই অগ্নিতে গ্রাস করবে। বিলম্ব করবেন না। ও রে, শীঘ্র জল নিয়ে আয়— মহারাজকে উদ্ধার কর— মহারাজকে উদ্ধার কর—

[মন্ত্রীর প্রস্থান

রাজা। আমার কোনো দিক দিয়েই যাবার পথ নেই— কে আমাকে উদ্ধার করবে? যে আমাকে উদ্ধার করবে, তাকে আমার সমস্ত রাজত্ব দেব— আমার সর্বস্ব দেব— আমি বৃদ্ধ— আমাকে উদ্ধার করো— আমাকে উদ্ধার করো।

রক্ষকগণের প্রবেশ

রক্ষকগণ। মহারাজ, চারি দিকেই আগুন— আমরা এখন কি করে প্রবেশ করি। কেউ যাবি? যা না, অনেক টাকা পাবি।

অন্য রক্ষক। আমাদের টাকায় কাজ নেই— প্রাণ গেলে টাকা নিয়ে কি ধুয়ে খাব? না, আমরা যেতে পারব না।

[সকলের প্রস্থান

রাজা। কেউ উদ্ধার করলি নে? কারো মনে দয়া হল না? ওঃ দগ্ধ হলেম— দগ্ধ হলেম! এই কি তোদের প্রভুভক্তি? এই কি তোদের রাজভক্তি? স্বপ্নময়ী, তুই কি করলি?

রক্তময় তলোয়ার-হস্তে শুভসিংহের প্রবেশ

শুভ। (স্বগত) পাষণ্ড সুরজ, উচিত প্রতিফল দিয়েছি— মহারাজ কোথায়— মহারাজ কোথায়?

রাজা। কি! শুভসিংহ পাষণ্ড দৈত্য তুই! আবার তলোয়ার হাতে—আমাকে দগ্ধ করেও তোর আশ মিটল না? এই বৃদ্ধকে বধ করে তোর কি পৌরুষ? ও গেলুম! গেলুম!

শুভ। (রাজাকে দেখিতে পাইয়া) মহারাজ? ঐখানে?

বেগে প্রস্থান

উপরের বারাণ্ডায় প্রবেশ

রাজা। কি! তুই পাষণ্ড, আমাকে বধ করবি! অসির আঘাতে শীঘ্র বধ কর্, আমাকে দগ্ধে মারিস নে।

শুভ। মহারাজ, আপনার প্রাণ নিতে আসি নি—আমার প্রাণ দিতে এসেছি। আপনাকে উদ্ধার করতেই এসেছি—চলুন, আর অন্য কথা না।

[অগ্নির মধ্য হইতে রাজাকে লইয়া প্রস্থান

শুভসিংহের সহিত রাজার প্রবেশ

রাজা। আ! বাঁচলেম, শুভসিংহ তুমি আমার পরিত্রাতা? পুরাতন বন্ধুরাও এই বিপদের সময়ে আমাকে ত্যাগ করেছে, কিন্তু তুমি আমার শত্রু হয়ে আমাকে উদ্ধার করলে—তুমি সামান্য মনুষ্য নও, এসো বৎস, আলিঙ্গন করি। (আলিঙ্গন) তুমি যেন জন্মান্তরে দেবলোকবাসী হও—বৃদ্ধের এই আশীর্বাদ!

শুভ। মহারাজের আশীর্বাদ শিরোধার্য।

দুই চারিজন বাগ্‌দির প্রবেশ

বাগ্‌দিগণ। মার্ মার্, কাট্ কাট্, ওই সেই জুয়াচোর!

রাজা। শুভসিংহ, ওকি!

শুভ। মহারাজের কোনো ভয় নাই, আমি থাকতে আপনার একটি কেশও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। এখনও তোরা আছিস?

অসিযুদ্ধ ও বাগ্‌দিদের পলায়ন

নেপথ্যে আবার কোলাহল—সব পুড়িয়ে দে—

ভেঙে ফেল, ছারখার করে দে

রাজা। আমার স্বপ্নময়ী কোথায়? দেখো বৎস, তাকে উদ্ধার করো—তোমাকে সে দেবতা বলে, তাকে উদ্ধার করো—যাও বৎস, যাও, সে তোমারই।

শুভ। মহারাজ, আমি এখনি যাচ্ছি, আপনি নিশ্চিন্ত হোন (যাইতে যাইতে) পুরজ পাষণ্ড— নিরস্ত হ— নিরস্ত হ— প্রাসাদে অগ্নি দিয়ে নিরর্থক কেন অত্যাচার করছিস— প্রতিশোধ নিতে হয় তো আমার উপর প্রতিশোধ নে— আয়, তলোয়ার নিষ্কোষিত কর— আমি প্রস্তুত।

[শুভসিংহের নিষ্কোষিত অসিহস্তে বেগে প্রস্থান

নেপথ্যে। মার্ মার্ — আগুন লাগা— ভেঙে ফেল্, সব চুরমার করে ফেল্, গেল গেল গেল, ঐ ভেঙে পড়ল, ঐ ভেঙে পড়ল।

রাজা। কি ! সব পুড়ে গেল— সব পুড়ে গেল— ঐ ভেঙে পড়ছে— কোথায় পালাই— (প্রাসাদের কিয়দংশ ভাঙিয়া রাজার উপর পতন)

স্বপ্নময়ীর ধনরত্ন লইয়া প্রবেশ

স্বপ্ন। কোথায় পিতা কোথায় ? আমি ধনরত্ন সমস্তই এনেছি (ভগ্নাবশেষের মধ্যে মৃতবৎ রাজাকে দেখিয়া) পিতা ! পিতা ! একি ! একি ! এ কি হল। পিতা, উত্তর দাও-না পিতা—

রাজা। মা মা, তুমি কি করলে মা ? আমি তোমার কি করেছিলেম ? আ ! শুভসিংহকে— বাছা— বাছা তুই— (মৃত্যু)

স্বপ্ন। পিতা, তোমার কি হল পিতা ? কোথায় গেলে পিতা ? (মূর্ছিত হইয়া পতন)

শুভসিংহের প্রবেশ

শুভ। কই, স্বপ্নময়ী কোথায় ? এ কি ! এখানে ? হা ! সমস্ত শেষ হয়ে গেছে ? না এখনও জীবিত, নিশ্বাস পড়ছে— ও কে ? মহারাজ ? ভগ্নাবশেষের মধ্যে ? হা ! মহারাজ গতপ্রাণ ! কই, জীবনের তো কোনো লক্ষণ নেই, স্বপ্নময়ী তবে কি মূর্ছা গেছে ? স্বপ্নময়ী স্বপ্নময়ী—

স্বপ্নময়ী। (চেতনা লাভ করিয়া) আ ! দেবতা ! দেবতা ! আর নাই— (ক্রন্দন) আমার পিতা— আমার অমন পিতা— আমার বৃদ্ধ পিতা— আমার স্নেহের পিতা— প্রভু, দেখো কি হয়েছে— দেখো কি হয়েছে— দেবতা আমার পিতাকে ফিরে দেও, আমার পিতাকে বাঁচাও—

শুভ। হা অদৃষ্ট ! আমার জন্য একজন স্ত্রী অনাথা হল— একজন বীর অধঃপাতে গেল— একটি দুহিতা পিতৃহীন হল— আমা অপেক্ষা পাষণ্ড আর কে আছে ?

স্বপ্ন। সে কি প্রভু, তোমার জন্য আমি পিতৃহীন হলেম, তোমার জন্য?

শুভ। হাঁ স্বপ্নময়ী, আমিই সমস্তের মূল।

স্বপ্ন। প্রভু, তুমি দেবতা, তুমি আমার পিতার প্রাণ এনে দাও, তুমি কি-না পার? পিতা তো তোমার শত্রু নন, দেখো প্রভু, তুমি যা চেয়েছিলে, তিনি সমস্তই দিয়েছেন। তবে কেন ওঁর প্রাণ নিলে? তুমি যদি ওঁর প্রাণ নিয়ে থাক, তুমিই আবার ওঁর প্রাণ ফিরে দাও— প্রভু, তুমি দেবতা, তোমার অসাধ্য কি আছে? প্রভু, আমাকে রক্ষা করো, আমার পিতাকে ফিরে দাও। (ক্রন্দন)

শুভ। স্বপ্নময়ী, আমি তোমাকে আর প্রবঞ্চনা করব না, আমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য—

স্বপ্ন। কি! একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য? তুমি প্রভু, তুমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য? তুমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য? প্রভু, আমাকে কি পরীক্ষা করছ?

শুভ। স্বপ্নময়ী, আমি তোমাকে সত্য বলছি, আমি দেবতা নই, আমি একজন সামান্য মনুষ্য, আমি দেবতা নই— আমার নাম শুভসিংহ।

স্বপ্ন। কি! শুভসিংহ? পিতা যার কথা সেদিন বলেছিলেন সেই তালুকদার শুভসিংহ?

শুভ। হাঁ আমি সেই।

স্বপ্ন। না প্রভু, তুমি তা নও— নিশ্চয় তুমি আমাকে পরীক্ষা করছ— প্রভু, আমার পিতাকে ফিরে দাও—

শুভ। স্বপ্নময়ী, ক্ষুদ্র মনুষ্যের তা সাধ্যাতীত। আমি দেবতা নই, তার প্রমাণ চাও? দেখো, আমার কপালে যে চোখ জ্বলত সে চোখ আর নেই— সে কৃত্রিম চোখ আমি দূরে নিক্ষেপ করেছি।

স্বপ্ন। দেবতা না হলে অমন কারাগার থেকে কি করে আমায় উদ্ধার করলে?

শুভ। এখানকার অনেক লোকেই আমাকে দেবতা বলে জানত, কারাগারের রক্ষকেরা আমাকে দেবতা মনে করে আমার এই ললাট-চক্ষু দেখে ভয় পেয়ে আমাকে দ্বার খুলে দিয়েছিল।

স্বপ্ন। দেবতা না হলে সুমতির দুঃখের কথা কি করে জানতে পারলে?

শুভ। আমি সুরজমলের কাছ থেকে আগে থাকতে জেনেছিলুম।

স্বপ্ন। কি! আমাকে তবে তুমি বরাবর ছলনা করে এসেছ? তুমি দেবতা নও? তুমি মানুষ? তুমি প্রবঞ্চক? তুমি প্রতারক? তুমিই আমার পিতার মৃত্যুর কারণ? তুমি— সত্যি তুমি?

শুভ। হাঁ সকলই সত্য, স্বপ্নময়ী, আর আমি তোমাকে ছলনা করব না— তোমার নিকট একটুও গোপন করি নি।

স্বপ্ন। কি! যাকে আমি দেবতা বলে এতদিন পুজা করে এসেছি, সে একজন ভীষণ দৈত্য! পিতা, তোমার কথাই ঠিক, তুমি যা অভিসম্পাত করেছিলে, তাই ঠিক হল— ঐ পাষণ্ড দৈত্যের ছলনায় আমি কি কাজ না করেছি, আমি তোমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছি, আমি তোমার শত্রুতা করেছি, আমি তোমার ধনঃস্ব সর্বস্ব লুট করেছি, শেষে আমারই জন্য তোমার প্রাণ পর্যন্ত গেল, পিতা, এখন তুমিই আমার একমাত্র দেবতা— বলো, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? বলো কি করব, এখনি তা করছি— কি বলছ? কি? কি? পিতা, কি বলছ? ঐ পাষণ্ডকে বধ করে তোমার প্রতিশোধ নেব? এখনি এখনি—

শুভ। স্বপ্নময়ী, আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

স্বপ্ন। প্রভু, দেবতা, কি বলছ? আমি তোমাকে বধ করব? আমার এতবড়ো যোগ্যতা? প্রভু, বলো তুমি দেবতা, আমাকে আর ছলনা কোরো না— আমার পিতাকে ফিরিয়ে দেও— প্রভু, ওঁর কোনো অপরাধ নেই। উনি আমার বৃদ্ধ পিতা— উনি আমার স্নেহের পিতা। (ক্রন্দন)

শুভ। স্বপ্নময়ী, আমি দেবতা নই— তুমিই আমার দেবতা, আমাকে মার্জনা করো—

স্বপ্ন। পিতা, পিতা, মার্জনা করবে কি?— "না পিতৃহন্তার মার্জনা নাই— প্রতিশোধ নে, প্রতিশোধ নে, শীঘ্র প্রতিশোধ নে,"— ঐ শোন্ পাষণ্ড, তোর মার্জনা নাই— এখনি— এখনি—। না-না-না পিতা, পারছি নে পিতা— ওকেই আমি দেবতা বলে পুজা করেছিলেম— দেখো, পিতা, বড়ো কাতর দৃষ্টিতে তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে— মার্জনা করো পিতা— মার্জনা করো— "কি! পিতৃহন্তার মার্জনা!"

শুভ। স্বপ্নময়ী!

স্বপ্ন। না, আমি তোকে পুজা করি নি— আমার সে দেবতা কোথায়

আমার সে প্রভু কোথায়? না, তুই আমার সে দেবতা নোস্? তুই তো পিশাচেরও অধম। (উপরে দৃষ্টি করিয়া) আমার দেবতা, কোথায় তুমি? আমি যে তোমার উপর আমার সমস্ত জগৎ নির্মাণ করেছিলেম, আমার চন্দ্র সূর্য, আমার গ্রহ নক্ষত্র যে তোমাতেই ছিল, আমার আশা ভরসা, আমার সুখ দুঃখ যে তোমাতেই ছিল! আমার প্রভু, দেবতা, আমার হৃদয় শূন্য করে তুমি কোথায় পালালে? আমি কি নিয়ে এখন বেঁচে থাকব? কি বলছ পিতা, মার্জনা নাই? পিতা, মার্জনা করো, আমার দেবতাকে আমি কি করে বধ করব? কে দেবতা? কে দেবতা? আমার সে দেবতা কোথায়? আমার দেবতা নাই— (ক্রন্দন)

শুভ। (স্বগত) আমা হতে জননীর কোনো কাজ হল না, আমার জীবনের সংকল্প বিফল হল— আমার সহচরেরাও আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াল, অবশেষে, মনে মনে যার চরণে আমার হৃদয় উৎসর্গ করেছিলেম, সে স্বপ্নময়ীর কাছেও আমি এখন ঘৃণিত— এ অপদার্থ জীবনে আর কি ফল? (স্বপ্নময়ীর নিকটে নতজানু হইয়া প্রকাশ্যে) স্বপ্নময়ী, আমার হৃদয়ের দেবতা, সত্যই আমার মার্জনা নাই, আমার জন্যই তুমি পিতৃহীন হয়েছ, আমার জন্যই এই সুন্দর প্রাসাদ ভস্মসাৎ হল, এ পাষণ্ড দৈত্যের প্রায়শ্চিত্ত আর কিসে হবে? আমি এই জঘন্য প্রাণকে এখনি তোমার পদতলে বিসর্জন করছি—

স্বপ্ন। হা! ওকি! ওকি! আমার দেবতা— আমার দেবতা—

শুভ। স্বপ্নময়ী, (অসির দ্বারা আত্মহত্যা) আমাকে মার্জনা— (মৃত্যু)

স্বপ্ন। পিতা, পিতা, একি হল! হতভাগ্য, কেন এ কাজ করলি? পিতা তোকে মার্জনা করতেন, আমি বলছি তোকে মার্জনা করতেন— আমার দেবতা কোথায় গেল? হা! আমি তোকে কিছু বলি নি— দেবতা, প্রভু, এ কি তোমার দশা হল? হা! আমার পিতা নাই, আমার দেবতা নাই— সুমতি দেখে যাও, কি কাণ্ড হল— দাদা দেখে যাও, কি কাণ্ড হল— আমার পিতা! আমার দেবতা!

[স্বপ্নময়ীর বেগে প্রস্থান

জগৎ ও সুমতির প্রবেশ

জগৎ। এ কি! সর্বনাশ! স্বপ্নময়ী উন্মাদিনী, পিতার এই দশা— এ দিকে মৃতদেহ— ও দিকে মৃতদেহ— একি! শুভসিংহ! শুভসিংহের

মৃতদেহ! এমন সুন্দর প্রাসাদ সমস্তই ভস্মসাৎ— হা! আমার জন্যই এই সমস্ত শোচনীয় কাণ্ড ঘটেছে! আমি যদি না উন্মত্ত হতেম তা হলে এ-সব কিছুই ঘটত না।

সুমতি। (নীরবে ক্রন্দন)

জগৎ। সুমতি, দেখছ তো কি কাণ্ড হয়েছে— আর সুখের আশা কোরো না, সুখের নাম মুখে আনাও এখন পাপ; বাহিরে যেরকম ভগ্নদশা দেখছ, আমার অন্তরেও তাই— যা গেছে তা আর ফেরবার নয়; যা ভেঙেছে, তা আর জোড়বার নয়; বাহিরে শ্মশান, অন্তরেও শ্মশান। নন্দনকাননে তোমার সঙ্গে মিলন না হয়ে অদৃষ্টক্রমে আজ এই শ্মশানে মিলন হল! (সুমতিকে আলিঙ্গন করত) সুমতি, তুমি দেবতা, আমি অতি নরাধম, আমি তোমাকে কতই যন্ত্রণা দিয়েছি— আমাকে মার্জনা করো।

সুমতি। (জগতের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নীরবে ক্রন্দন)

[ক্রন্দন করিতে করিতে সুমতি ও জগতের প্রস্থান

শেষ দৃশ্য

পুরুষোত্তমের সমুদ্রতীর

সুমতি ও জগতের নৌকারোহণ

দুইজনে গান

বাগেশ্রী

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে দুঃখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্‌বিদিক হারাইয়া!
জলধি রয়েছে স্থির, ধূ ধূ করে সিন্ধুতীর
প্রশান্ত সুনীল নীর, নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ধীরে, দুই বাহু পসারিয়া।

সীমাহীন বারি-রাশি, নীরবে যাইব ভাসি,
সীমাহীন শূন্যপানে নীরবে রহিব চাহি।
যে দিকে তরঙ্গ যায়, যে দিকে বহিবে বায়,
কে জানে কোথায় যাব, ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া।

যবনিকা পতন

হিতে বিপরীত

পাত্রগণ

ভজহরি	বাড়ির কর্তা
কুঞ্জবিহারী	ভজহরির পৌত্র
রামধন	ভজহরির ভৃত্য

থিয়েটারের দলপতি ও দলবল

প্রথম দৃশ্য

ভজহরির বৈঠকখানা

ভজ। ওহে রামধন!

রাম। এজ্ঞে!

ভজ। তোমাকে বাপু একটি কথা বলি।

রাম। বলুন।

ভজ। বলি, তামাক জিনিসটা কি গাছে ফলে?

রাম। তামাক আবার গাছে ফলবে কি মশায়?

ভজ। তাই জিজ্ঞাসা করছি, গাছে ফলে না তো? অনেক তদ্বিরে তৈরি হয়, তা তো জানো?

রাম। এজ্ঞে, তদ্বির করতে হয় বই-কি।

ভজ। পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, তা তো জানো।

রাম। এজ্ঞে, তা জানি বই-কি।

ভজ। তবে বাপু রামধন, এসব জেনেও যে তুমি, লোক এসে বসতে না বসতেই তামাক নিয়ে হাজির করো, এর মানে কি বলো দেখি।

রাম। এজ্ঞে—ভদ্রলোক এলে—

ভজ। ভদ্রলোক এলে হয়েছে কি? তাদের কি বাড়িতে তামাক জোটে না? এখানে কি তারা তামাক খেতেই আসে।

রাম। এজ্ঞে, এবার থেকে কেউ এলে আর তামাক দেব না।

ভজ। এই দেখো, রামধন, তুমি আমার কথাটাই বুঝলে না। তামাক কি একেবারে দেবে না বলছি? দশবার 'তামাক দে' 'তামাক দে' বলতে বলতে একবার-বা নিয়ে এলে— গেরস্ত ঘরে এইরকম করে কাজ করলে তবে একটু সাশ্রয় হয়— বুঝলে?

রাম। এজ্ঞে বুঝেছি, আমি তবে এখন যাই, বাজারহাট করতে হবে।

[প্রস্থান

ভজ। আর শোনো রামধন। গেছে না কি! রামধন! রামধন!

রামধনের পুনঃপ্রবেশ

রাম। (স্বগত) আঃ, জ্বালাতন করলে! (প্রকাশ্যে) এজ্ঞে

ভজ। টিকে-তামাকের রোজকার-রোজ হিসেবটা রাখ তো?

রাজ। রাখি বই কি! আমার মশায় বেলা হয়ে যাচ্ছে।

[প্রস্থান

ভজ। আর শোনো রামধন! ওহে রাম! রাম! কোথায় গেলে হে?

রামের পুনঃপ্রবেশ

রাম। (স্বগত) ভারি বিপদ করলে দেখছি। এইবার শুনে একেবারে পিট্টান দেব।

(প্রকাশ্যে) এজ্ঞে!

ভজ। বলি, রামধন, পাতের নুন তো আমি সব খাই নে, খানিকটা পড়ে থাকে। সেটুকু উঠিয়ে রাখো তো?

রাম। পাতের এঁটো নুন আবার উঠিয়ে রাখব কি মশায়?

ভজ। না হে না, নুন ঝেঁটিয়ে ফেলো না। যেটুকু পড়ে থাকবে, উঠিয়ে রেখে দিও। পরে কাজে দেখবে। নুন কখনো এঁটো হয় না। বুঝলে?

রাম। আর কি বলবার আছে বলুন, একেবারেই শুনে যাই।

ভজ। তুমি বাজারে যাচ্ছ। আট পয়সার ভালো জলপান নিয়ে এসো দিকি— বড়োবাজার থেকে ভালো জলপান বুঝলে? বেশ গরম গরম—

রাম। কি আনব বলুন দিকি?

ভজ। এই— রসগোল্লা, পানতোয়া, বোদে, খাজা, গজা, আর খানকতক কচুরি— তার সঙ্গে আলুর দমও যেন থাকে। আর ভালো কথা, খানকতক গরম গরম জিলিপিও এনো।

রাম। দিলেন তো দুগণ্ডা পয়সা, আর জিনিস ফরমাস দিলেন এক টাকার মতো।

ভজ। দেখো, তাই ঢের হবে। আট পয়সা বুঝি বড়ো কম হল? কত কাহন কড়িতে এক পয়সা হয়, সে জ্ঞান আছে? আট পয়সায় হবে না তো কি, ঢের হবে।

রাম। তা আট পয়সায় যা পাই, তাই আনব।

ভজ। আর দেখো যদি রাবড়ি ভালো পাও তো নিয়ে এসো— তাতে

যেন বেশ একটু গোলাব জলের গন্ধ থাকে। দেখো বাপু, আমরা আফিম-খোর মানুষ, আমাদের একটু মিষ্টান্ন না হলে চলে না।

রাম। তা, যা পাই নিয়ে আসব। (স্বগত) বাবুর খাবার শখটি বিলক্ষণ অথচ পয়সার বেলা টানাটানি। যাই, আট পয়সায় দুই চারখানা জিবে গজা যা পাই নিয়ে আসি। আট পয়সায় আর কত হবে? আর কোন্ না এক পয়সা আমি ও থেকে সরাব। এইরকম করে মাহিনাটা তো পুষিয়ে নিতে হবে। ২॥০ টাকা মাহিনে— তাও তো ছ মাস পাই নি।

ভজ। কি ভাবছ রাম, দেখো ওতেই হবে।

[রামের প্রস্থান

ভজ। (স্বগত) রাম বেটা ভারি চোর! এতগুলো পয়সা নিলে, আর দেখো-না ঠোঙা করে কি একরত্তি নিয়ে আসবে এখন। ওর সঙ্গে আর পারা যায় না। আবার বিবাহ না করলে আর চলছে না। ঘরে গিন্নি না থাকলেই যত দুর্দশা। কেই-বা দেখে, কেই-বা শোনে। না, বিয়েটা করতেই হচ্ছে। লোকে একটু হাসবে, এই বই তো নয়, তাতে আর কি— আমার টাকা তো বাঁচবে। আর আমার বয়সও এমনই কি হয়েছে— ৭০ বই তো নয়— লোকে যে ৯০ বৎসরেও বিয়ে করে— তা পুরুষ-মানুষের এতে লজ্জা কি! রামকে একটি কনের সন্ধান করতে বলতে হচ্ছে। রাম! রাম! ও রাম! ওরে রামা!

[রামের প্রবেশ

রাম। এই বাজারে যেতে বললেন, আবার ডাকছেন কেন? ঘড়ি ঘড়ি এরকম ডাকলে কাজ চলবে কি করে!

ভজ। বাপু, অত চট কেন? একটা তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

রাম। কি বলবেন বলুন— বাজারের সময় হয়ে গেল।

ভজ। (করুণস্বরে) দেখো রাম, সংসারে তুমি বই আমার কেউ দেখবার লোক নেই— তাই আমার জন্য তোমার বড়োই কষ্ট পেতে হয়— কিন্তু তোমার কষ্টের যাতে লাঘব হয়, তার উপায় আমি একটা ঠাওরেছি। আমি আবার একটি চতুর্থ পক্ষ করতে চাই, বুঝলে রাম

রাম। (স্বগত) তা হলে আমার পক্ষেও ভালো হয়— পয়সা-কড়ি তা হলে কিছু পাওয়া যায়। কর্তার হাতে তো জল গলবার জো নেই। (প্রকাশ্যে)

এজ্ঞে, তা হলে ভালোই হয়— আপনার এই বৃদ্ধ বয়সে একটি সেবাদাসী হলে বড়োই ভালো হয়— তা আমি একটি কনের সন্ধান দেখছি।

ভজ। দেখো রাম, ভুলো না— কিন্তু তাও তোমাকে বলে রাখছি, ঘটক-বিদায় আমি দু-টাকার বেশি এক পয়সাও দেব না।

রাম। এজ্ঞে, সে কথা পরে হবে— এখন তো সন্ধানটা করি— এইবার বাজারে চললুম— আর ডাকবেন না।

[প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ

ভজ। রাম! রাম! ও রাম! রামচন্দ্র! রামহরি! ও রামভদ্র!

রাম। আ! ভালো জ্বালা! আবার ডাকছেন কেন?

ভজ। রাম, তুমি অত চট কেন?

রাম। এজ্ঞে চটব কেন? কিন্তু রাতদিন ডাকাডাকি করলে কাজ চলবে কি করে? এখন কি হুকুম বলুন।

ভজ। দেখো বাপু রাম, আমি রংটং চাই নে, রূপ-টুপ চাই নে; দু-চারটে পাকা চুল তুলতে পারবে— আর খুব হাত কষা হবে— নিক্তির ওজনে খরচপত্র করবে— বুঝেছ? আমি এই শুধু চাই।

রাম। এজ্ঞে, তা হবে। আমি এখন চললেম।

[প্রস্থান

কুঞ্জবিহারীর প্রবেশ

কুঞ্জ। দাদামশায়, আমার থিয়েটারের বন্ধুরা খ্যাঁট দেবার জন্য আমাকে ধরেছে— কিছু টাকা দিতে হবে।

ভজ। যাও যাও— আমি এখন কিছু দিতে পারি নে। খ্যাঁট আবার কি? তারা বাড়িতে খেতে পায় না নাকি?

কুঞ্জ। দাদামশাই বলেন কি? বাড়িতে খেতে পেলেই হল? লোকের বাড়ি ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ হয় না কি?

ভজ। কথায় তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই— ভারি জেঠা হয়ে পড়েছ। আমার হাতে পয়সা নেই, যাও। আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না।

কুঞ্জ। (দুঃখের ভাণ করিয়া চোখ পুঁছিতে পুঁছিতে প্রস্থান)

ভজ। (আদরের স্বরে) ও কুঞ্জ! কুঞ্জবিহারী, শোনো শোনো বলি!

কুঞ্জ। কি দাদামশাই। আবার ডাকছেন কেন ?

ভজ। সত্যি, তোমার বন্ধুদের খাওয়াতে হবে ? আচ্ছা, (বাক্স খুলিয়া দুইটা টাকা বাহির করিয়া) এই নেও ভাই। (টাকা প্রদানোদ্যত)

কুঞ্জ। দাদামশাই, আমাকে ঠাট্টা কচ্ছ না কি ? ২৲ টাকায় ভদ্র-লোকদের খাওয়ানো যায় ? ৮।১০ জন লোক জলপান খাবে। দু-টাকায় কি হবে ?

ভজ। দু-টাকায় ভেসে যাবে। দেখো, প্রত্যেকের পাতে দুটো দুটো করে রসগোল্লা দিও—দুটো দুটো কচুরি দিও—চারটি মুগের ডাল ভিজনো দিও—তার সঙ্গে একটু আদার কুচি দিও—আর কি চাই ? আর দেখো, এখন সময়টা বড়ো খারাপ—চারি দিকে কলেরা হচ্ছে। বুঝলে ?

কুঞ্জ। দাদামশাই বলেন কি ? আপনার মতো তারা তো আর পেট-রোগা নয়—তারা যে খুব খাও়া—দিব্যি খেতে পারে—ওতে তাদের কি হবে—ওতে যে নস্যও হবে না।

ভজ। আরে, তুমি ছেলেমানুষ, কিছু বোঝো না, ওতে ঢের হবে। রাম আসুক, আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব এখন—এখন এই নেও। দুটো টাকা নিয়ে যাও।

কুঞ্জ। আপনার টাকা বাক্সর ভিতর রেখে দিন। আমার দরকার নেই।

[প্রস্থান

ভজ। আঃ! কি মুশকিলেই পড়েছি গা! গিন্নি থাকলে এইসব খিঁকিচ পোয়াতে হয় না। যা কিছু করবার সেই করে। গিন্নি ঘরে থাকলে আমি দু দণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে হরিনাম করতে পারি। বিয়েটা আমাকে করতেই হচ্ছে। লোকে যাই বলুক!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুঞ্জবিহারীর বৈঠকখানা

কুঞ্জ। (স্বগত) আমার থিয়েটারের দলবল এখনি আসবে—এসেই দেখছি থ্যাটের কথা পাড়বে। তাদের একদিন না খাওয়ালে তো আর মান

থাকে না। দাদার কাছ থেকে একটা কোনো ফন্দি করে টাকা আদায় না করতে পারলে তো আর চলছে না। এমনি সহজে বুড়োকে পারা যাবে না।

থিয়েটারের দলবলের প্রবেশ

দলপতি। গুড মর্নিং কুঞ্জবাবু!

কুঞ্জ। এত রাত্রে গুড মর্নিং?

দলপতি। কি জানেন কুঞ্জবাবু, আমাদের কিবা রাত্রি কিবা দিন!

অন্য সকলে। বাহবা! বেড়ে জবাব দিয়েছে—"কিবা রাত্রি কিবা দিন"—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) নিধুবাবুর কথায় না হেসে থাকা যায় না। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

কুঞ্জ। সবাই তোমরা বোসো। একটা কাজের কথা আছে। তোমাদের আজ যে এত দেরি হল?

দলপতি। এই হাতির পা-মশায়কে খুঁজে আনতে এত দেরি হল। উনি আবার গজেন্দ্রগমনে চলেন কি না।

সকলে। ঠিক বলেছ—গজেন্দ্রগমনই বটে—হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

দলপতি। কিন্তু বলতে কি—বড়ো সরেশ হাতির পা পাওয়া গেছে—হাতির সামনে পা ও ঠিক সাজতে পারবে। আর ঐ ব্যক্তিটি হাতির পিছনের পা দিব্যি সাজবে। আর ঐ লোকটি হাতির শুঁড় সাজবে। (কানে কানে) হাতির শুঁড়কে একটু বেশি টাকা কবুল করতে হল। শুঁড়ের মতন করে হাত দুটো অনেকক্ষণ উঠিয়ে রাখতে হবে কি না—তাই কাজেই একটু বেশি দিতে হল। মোদ্দা কথা কুঞ্জবাবু, প্রহ্লাদ চরিত্রের নাটকে এমন হাতি কলকাতার শহরে কোনো থিয়েটারের স্টেজে আনতে পারবে না—তা বেঙ্গল থিয়েটারই কি, আর স্টার থিয়েটারই কি—লোকে যদি জলজ্যান্ত আসল হাতি না ঠাওরাঁয় তো আমার নাম নেই—এই এক কথা আমি বলে দিলুম।

কুঞ্জ। (স্বগত) তুমি আমাকে এমনই হস্তিমূর্খ ঠাওরেছই বটে। এদের তো আর টাকা যুগিয়ে উঠতে পারছি নে—আমার সেই কাণ্ডটা উদ্ধার করে নিয়েই এদের একেবারে বিদায় করে দিতে হবে। কিন্তু এমনি চক্ষুলজ্জা—

দলপতি। হাতির রিহার্সালটা এখন তবে আরম্ভ করে দেওয়া যাক। কুঞ্জবাবু, দেখে নিয়ো, স্টেজে হাতি এলে যদি অডিয়েন্স থেকে পাঁচশো

এনকোর না পড়ে তো কি বলেছি। ভালো কথা কুঞ্জবাবু, আমাদের সেই থ্যাটের কি হল?

কুঞ্জ। (স্বগত) রামের কাছে যেরকম শুনতে পাই, তাতে মনে হয় দাদামহাশয় বিলক্ষণ বিয়ে-পাগলা হয়ে উঠেছেন। এই সুযোগে টাকা আদায় করবার বেশ একটা ফন্দি মনে হয়েছে।

দলপতি। কুঞ্জবাবু, আপনাকে আজ একটু ভাবিত দেখছি কেন বলুন দেখি?

কুঞ্জ। ভাই, তোমাদের কাছে সব কথা খুলে বলাই ভালো— তোমরা হচ্ছ আমার পরম বন্ধু, তোমাদের কাছে না বলব তো কার কাছে বলব বলো। তোমরা তো আমার দাদামশায়ের কথা অনেক শুনেছ— তিনি কি-রকম কঞ্জুস লোক তা তো তোমরা জানোই।

দলপতি। তা আর জানি নে— সে কে না জানে।

কুঞ্জ। তাঁর কাছ থেকে টাকা বের করা বড়োই মুশকিল— তবে একটা ফন্দি আমার মনে হয়েছে। তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করো তা হলে হতে পারে।

সকলে। অবশ্য অবশ্য, আমরা খুব সাহায্য করব।

কুঞ্জ। কথাটা হচ্ছে এই— আমার দাদামশায়ের বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ হয়েছে— তিনি আবার চতুর্থ সংসার করতে চান। তোমাদের মধ্যে একজন যদি কনে— একজন কনের বাপ, আর-একজন ঘটক সাজতে পার, তা হলে আমাদের কাজ অনায়াসে উদ্ধার হতে পারে।

দলপতি। আর বলতে হবে না— এ বেশ হবে।

সকলে। এ আমরা খুব পারব।

দলপতি। ওহে, তোমাকে কনে সাজতে হবে, তোমার গলাটা মিহি আছে— আর, গজেন্দ্রগমনে চলাটাও তোমার খুব রফ্‌ত আছে।

একজন। আমি মেয়ে সাজতে বেশ পারব— বুড়োকে যদি ভোগা না দিতে পারি তো কি বলেছি। লজ্জার ভান করে, ঘোমটা দিয়ে মুখ এমন ঢেকে থাকব যে শিবের বাবাও টের পাবে না।

দলপতি। আর, ওগো হাতির পিছনের পা, তুমি বাপ সেজো— আর আমি ঘটক সাজব। বুঝলে?

সকলে। তা আমরা বেশ পারব।

কৃষ্ণ। আচ্ছা তবে, তোমরা আমার সঙ্গে এসো। রামের সঙ্গে পরামর্শ করে একেবারে সমস্ত পাকাপাকি করে ফেলি।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ভজহরির বৈঠকখানা

রামের প্রবেশ

রাম। এজ্ঞে, সব ঠিক করেছি।

ভজ। এর মধ্যেই ঠিক করেছ? আ! বেঁচে থাকো বাপু। কবে নিয়ে আসবে বলো দিকি ? আমার তো আর ঘটা করবার দরকার নেই—যেদিনই আনবে, সেইদিনই নমো নমো করে সব কাজ শেষ করে ফেলা যাবে। বুড়ো বয়সে বিয়ে, এতে তো আর ধুমধাম নেই।

রাম। এজ্ঞে, সব তৈরি। বাহিরে কনে, কনের বাপ, ঘটক, পুরুত, সব হাজির। হুকুম দিলেই নিয়ে আসি।

ভজ। সত্যি না কি ? কি আশ্চর্য ! আমার যে দুই হাত তুলে নাচতে ইচ্ছে কচ্ছে — অ্যাঁ ! না জানি, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম ! তোমাকে বাপু মন খুলে আশীর্বাদ করছি। ওঁদের তবে নিয়ে এসো— 'শুভস্য শীঘ্রং' —বুঝলে কিনা ?

সকলের প্রবেশ

ঘটক। নমস্কার মশায়, ইনি কনের বাপ— আপনার বেহাই— ওঁ বিষ্ণু —আপনার শ্বশুর— আর এই কনে। কনেটি বড়োই সুশীলা ও সুলক্ষণা আর এমন লজ্জাশীলা যে কি বলব— বাপের বাড়িতেও দেখেছি রাতদিন ঘোমটা দিয়ে থাকে— কারো পানে মাথা তুলে চায় না।

বাপ। অত কথায় কাজ কি, আমি ওর যে বাপ, আমার কাছেই মুখ দেখায় না তো অন্তপরে কা কথা, লোকে বলে ভারী সুন্দরী, এই পর্যন্ত আমি কানে শুনেছি।

ভজ। সুন্দরী-টুন্দরী কোনো কাজের কথা না— আসল কথা হচ্ছে,

সজ্জা। লজ্জাই স্ত্রীলোকের অলংকার। সে তো ভালোই। মুখ নাই দেখলুম। পায়ের গড়ন দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ঘটক। তবে মশায় বলতে কি, একটি দোষ আছে।

ভজ। দোষ আছে না কি?

ঘটক। সব কথা বলা ভালো, শেষে আবার আমাকে দুষবেন— দোষের মধ্যে মেয়েটির হাত বড়ো কষা!

ভজ। হাত কষা? সত্যি নাকি? তাই তো আমি চাই— তবে তো ঠিকই হয়েছে— এ আবার দোষ কি, এ তো মহৎ গুণের মধ্যে ধর্তব্য।

কনে। (বাপের কানে কানে ফিস ফিস)

বাপ। দূর বেটি! সেও কখনো হয়?

ভজ। উনি বলছেন কি?

বাপ। ঘটকমশায় যা বলেছেন তা ঠিক— ঐ দোষটি না থাকলে বড়োই ভালো হত— অভাগার বেটি বলে কি শুনবেন— আপনার প্রদীপে দুটো সলতে পুড়ছে— তার দরকারটা কি— একটা সলতেতেই তো যথেষ্ট আলো হয়।

ভজ। সত্যি না কি? দুটো সলতে পুড়ছে না কি? (লাফাইয়া উঠিয়া) এ রামের কীর্তি— রাম— রাম— বেটাকে খরচ কমাতে এত বলি তা কিছুতেই শুনবে না। এইবার বাছাধন, শক্ত হাতে পড়বে। (বাপকে) বাপু, তোমার কন্যেটি একটি অমূল্য রত্ন— আমার ভাগ্যে এমনটি জুটবে তা আমি জানতুম না।

বাপ। মশায়, বলব কি, আমার তামাকটুকু পর্যন্ত মেপে দেয়— আমি যেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, অমনি প্রদীপটা নিবিয়ে দেয়।

ভজ। সত্যি না কি? কি আশ্চর্য! আমি যা চাই আমার ভাগ্যে দেখছি তাই ঘটেছে। মশায়, আর না— চলুন, দালানে যাওয়া যাক— শুভস্য শীঘ্রং। কি জানি, যদি আবার—

কুঞ্জবিহারীর প্রবেশ

কুঞ্জ। আমি রসুনচৌকি ডেকে এনেছি। দাদামশায়, একটু ঘটা করতে হবে।

ভজ। সত্যি কথা বলতে কি, ও চটক-ফটকের গান আমার ভালো লাগে না। আর-একটা কোনো ভালো গান গাও। যাতে বেশ রস পাওয়া যায় এমন একটি গান গাও দেখি।

শালী। আচ্ছা গাচ্ছি।

ভজ। তোমরা একটু থামো, মাঝ থেকে আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করে নি, (স্ত্রীর প্রতি) বলি ও গিন্নি, তুমি যখন পিত্রালয়ে থাকতে তখন আলুর ভাওটা কিরকম ছিল গা?

স্ত্রী। এক আনা সের।

ভজ। এক আনা সের? রামটা কি চোর! বলব কি, আমার কাছ থেকে পাঁচ পয়সা করে নেয়— রাম— রাম! ও রাম! বেটা কি আর এ দিকে আসবে! ভাগ্যি তুমি আমার ঘরে এসেছ। সে থাক— এইবার তোমরা আর-একটা গান গাও দেখি।

বাংলা ললিত। আড়াঠেকা

শালী। বলো বলো প্রিয়ে বলো, আলুর আজ ভাও কি,
কত হল সের আজি পটলের বলো দেখি।
কবে চাল সস্তা হবে, বস্তা বস্তা বিকাইবে।
গমের দরটা সুগম হবে; ধস্তাধস্তি যাবে সখি।
মাগ্‌গি হয়েছে বেগুন, একেবারে আগুন,
তাতে আবার খাঁকতি নুন, কিসে বলো প্রাণ রাখি,
কচুপোড়া খেয়ে খেয়ে, দেহটা যাচ্ছে ক্ষয়ে ক্ষয়ে
এখন শুধু চিঁড়ে খইয়ে যা কিছু ভরসা সখি।

ভজ। (প্রফুল্ল হইয়া) এতক্ষণে গানে একটু রস পাওয়া গেল। বা! বা! বেড়ে হচ্ছে— বেড়ে হচ্ছে। থামলে কেন? আর একটা হোক না।

শালী। আমি এতগুলো গাইলাম— এইবার তুমি একটা গাও।

ভজ। আমার ভাই গানটান আসে না। তুমিই আর একটা গাও।

শালী। আচ্ছা, আমি গাচ্ছি— কিন্তু তোমার তা হলে নাচতে হবে।

ভজ। সে পরে দেখা যাক, এখন তো তুমি একটা গাও।

সোহিনী বাহার। আড়খেমটা

শালী। বাক্স-ভরা লাকশো টাকা দেখতে কি বাহার,
দেখে দেখে সাধ মেটে না, চোখ ফেরানো ভার।
চাঁদপারা মুখখানি, বশ তাহে রাজারানী,
কিবা ঋষি কিবা মুনি মন টলে না কার?
কি নূপুর শিঞ্জিনী, হার মানে রাগ-রাগিণী
অঙ্গে কি মধুর ধ্বনি বাজে গো তাহার।

ভজ। বাহবা! বাহবা! কি চমৎকার গান— এমন ভালো যে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে। (উঠিয়া নৃত্য) (কতকটা গানে যোগ দেবার চেষ্টা)

সকলে। (সকলের হাস্য) হি হি হি হি— বেশ বেশ। এইবার আমরা তবে চললুম। তোমরা শোও। রাত হয়েছে।

[প্রস্থান

ভজ। হ্যাঁ, এইবার তবে শুই, অনেক আমোদ-আহ্লাদ হল (স্বগত) এখনি শোব? গিন্নির সঙ্গে দুই-একটা খোশগল্প করব না? না, দুই-একটা ভালো কথাবার্তা কওয়া যাক। (প্রকাশ্যে) বলি, ও গিন্নি, গামছা আজকাল কত করে বিকোচ্ছে গা? আমার একখানি গামছা চাই। এ গামছাখানা একেবারে কুটি কুটি হয়ে গেছে।

স্ত্রী। ছেঁড়া গামছাগুলো ফেলে দেও না তো? পুরোনো গামছাগুলো আমার কাছে দিও। আমি ধুতি করে দেব।

ভজ। (মহাখুশি হইয়া) সত্যি নাকি? ধুতি করে দেবে? সে কিরকম?

স্ত্রী। আমি সেলাই করে জুড়ে ধুতি করে দেব— বেশ হবে। তা জানো না?

গামছাকে গামছা
গামছা দুগুণে কাছা
দুই কাছায় পণে ধুতি
চার কাছায় ধুতি।

ভজ। কি বলব যাদু, তুমি একটি রত্নবিশেষ। এই বয়সে কত গিন্নিই দেখলুম। কিন্তু তোমার মতো গিন্নি আমি তো চক্ষে দেখি নি। কি আশ্চর্য আমরা ছেলেবেলায় কড়াঙ্কে, শোটকে গুরুমহাশয়ের কাছে শিখেছিলুম, কিন্তু

গামছাকে তো কখনো শুনি নি। আজকাল মেয়েদের লেখাপড়ার চর্চাটা খুব হচ্ছে দেখছি। এইরকম লেখাপড়া মেয়েরা শিখলে খুব কাজে দেখে। (প্রকাশ্যে) তা, আমি কাল তোমাকে আমার ছেঁড়া গামছাগুলো দেব, তুমি ধুতি করে দিয়ো, বুঝলে ?

স্ত্রী। তা দেব। এখন তুমি শোও— অনেক রাত হয়ে গেছে— আমি তোমার পাকা চুল তুলে দি।

ভজ। এরকম খোশগল্প হলে রাতকে রাত মনে হয় না। তবে, কথাটা হচ্ছে, এখন আর সেকাল নেই। শুই।

ভজ। তোমার হাতটি কি কোমল! এখনি আমার নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে। ঐ বাক্সর চাবিটা রইল— একটু নজর রেখো। (নাক ডাকাইয়া নিদ্রা)

স্ত্রী। (স্বগত) এইবার বেশ অবসর হয়েছে।

[আস্তে আস্তে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া টাকার থলিয়া গ্রহণ ও প্রস্থান

ভজ। (জাগিয়া) কোথায়? গিন্নি কোথায়? বাক্সর চাবিটা ঠিক আছে তো? চাবিটা কই? অ্যাঁ-অ্যাঁ আমার বাক্সর চাবি? (লাফাইয়া উঠিয়া) অ্যাঁ একি! বাক্স যে খোলা— অ্যাঁ— একি? একেবারে যে খালি! অ্যাঁ! গিন্নি— গিন্নি— রাম-রাম— সর্বনাশ হয়েছে— সর্বনাশ হয়েছে— এযে হিতে বিপরীত হল! পুলিসম্যান! চৌকিদার! রাম! রাম! গিন্নি!

[প্রস্থান

হাসিতে হাসিতে ও গাহিতে গাহিতে

কনে, কনের বাপ ও ঘটকের প্রবেশ

খাম্বাজ। আড়খেমটা

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচি নে।

কনে। দাড়ি ফেলে শাড়ি পরে, সাজনু গো কনে।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচি নে।

ঘটক। ভাগ্যি তোর ঐ গোঁপ ঝাঁটা
ছিল একেবারে ছাঁটা,
নৈলে কি বিষম ল্যাঠা
ভেবে দেখ মনে।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচি নে।

কনে। মুখ ঢাকিয়ে বিধিমতে
পা দেখিয়ে কয়্‌ ফতে
মল ঝম ঝম আলতা তাতে
পয়্‌ যতনে।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচি নে।

ঘটক। আমি ঘটক দেখিয়ে চটক
ফলিয়েছিনু কথার নাটক
নৈলে সে কি হত আটক
রূপের ফাঁদনে।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচি নে।

কনের বাপ। আমি কেমন কনের বাপ সেজেছিনু বল সাফ
এখন তবে ছেড়ে হাঁপ
চল্‌রে ভবনে।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচি নে।

হুঁকা-হাতে রামের প্রবেশ

রাম। ছমাস বাকি মোর মাহিনে
আদায় হল এতদিনে
অম্বুরী তাই আয়্‌ কিনে
বাবুরা টানো সঘনে।

[প্রস্থান

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচি নে।

কুঞ্জবিহারীর প্রবেশ

কুঞ্জ। চলো এইবার 'পেলিটি'
খাইগে কষে কেক রুটি
কারি কটলেট অয়সটার প্যাটি
আমরা কয়জনে।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচি নে।

[প্রস্থান

যবনিকা পতন

বসন্ত-লীলা

গীতি-নাটিকা

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

নেপথ্যে। ('হোরি হ্যায়'-'হোরি হ্যায়' কোলাহল ও ঢোল-মন্দিরাদির বাদ্য)

একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ

পথিক। কিসের এত গোলমাল? চারি দিকেই কেবল হৈ হৈ— রৈ রৈ শব্দ, ব্যাপারটা কি? এই যে এই দিকে কতকগুলি ব্রজবাসী আসছে, ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক।

হোরি খেলিতে খেলিতে কতিপয় ব্রজবাসীর প্রবেশ

পথিক। আপনাদের আজ এসব হচ্ছে কি? আজ এত গোলমাল কিসের?

ব্রজবাসী। তা বুঝি জান না? আমাদের ব্রজরাজ একটা নূতন খেলার সৃষ্টি করেছেন তাতে সমস্ত ব্রজপুরী আজ একেবারে মেতে উঠেছে।

পথিক। কিরকম খেলা?

১ জন। এই দেখুন-না, এই লাল গুঁড়ো আমরা সবার কাপড়ে মাখিয়ে দিচ্ছি, আর এরই গোলা-জল নিয়ে পিচকিরি করে গায়ে দিচ্ছি। এইরকম ছুটোপাটি আজ সকাল থেকেই চলছে। আসুন আপনার গায়েও একটু মাখিয়ে দি।

পথিক। হাঁ হাঁ, কর কি! কর কি! আমার ধোপদস্ত কাপড়খানি লাল করে দিও না।

১ ব্রজবাসী। সে কি হয়? আজ এই আনন্দের দিনে আপনি ফাঁক যাবেন, (গায়ে আবির দেওন) সে হতেই পারে না।

পথিক। হাঁ হাঁ, কর কি, আমি আজ শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি।

২ ব্রজবাসী। আজ মশায়, জামাই শ্বশুর কেউই কসুর যাবেন না। আজ সবারই এক সুর।

সকলে। (হাস্য) হা হা হা— ঠিক বলেছ দাদা— ঠিক বলেছ, আজ সকলেরই এক সুর— হা হা হা হা!

পথিক। আচ্ছা ভালো, এর উদ্দেশ্যটা কি?

ব্রজবাসী। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, এই নূতন বসন্তের সময় একটা আমোদ-প্রমোদ করা।

পথিক। হাঁ, এই সময়ে সমস্ত প্রকৃতিই যখন উৎসবে মেতে উঠেছে, তখন মানুষ আর বাকি থাকে কেন? তা এ আমোদটা নিতান্ত অসংগত নয়। আচ্ছা, তোমাদের রাজা আজ কার সঙ্গে খেলবেন?

ব্রজবাসী। শুনতে পাই, আজ রাধারানীর সঙ্গে খেলবেন। তাই আজ সকাল থেকেই তাঁর বাঁশির তান শোনা যাচ্ছে।

পথিক। বাঁশি কেন?

ব্রজবাসী। তিনি বাঁশি বাজিয়েই রাধাকে ডাকেন। রাধারানীও বাঁশি শুনলে আর ঘরে থাকতে পারেন না; অমনি চলে আসেন।

পথিক। ও, তাই বুঝি? হাঁ, একথা আমাদের গ্রামেও খুব রাষ্ট্র বটে। রাধা কেন, শুনেছি নাকি কোনো ব্রজনারীই সে বাঁশি শুনলে ঘরে তিষ্টিতে পারে না। যা হোক, তোমাদের রাজা খুব রসিক বটে।

১ ব্রজবাসী। রসিক বলে রসিক, নাকে রশি দিয়ে যেন মেয়েগুলোকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে আসে।

সকলে। রশিই বটে— হা হা হা হা। (হাস্য)

একজন। দাদা, তুমি সবটা বললে না, শুধু রশি না— তার পর একটা শিকও আছে। বাঁশি শুনে যে আসে, তার আর নড়ন-চড়ন নেই— অমনি সে শিকে আটকে পড়ে। আমাদের রসিকরাজের রশিও আছে, আবার শিকও আছে। হা হা হা। কথাটা বড়ো সরেশ বলেছ— বলিহারি যাই —হা হা হা হা!

পথিক। তোমাদের রাজা যে খুব রসিক, তার আর কোনো ভুল নেই। দেখো-না কেন, বেছে বেছে, খেলার কেমন সময়টি ঠিক করেছেন। আহা এই নববসন্তে কার প্রাণ না আকুল হয়?

ব্রজবাসিগণ। তা আর বলতে, দেখো-না কেন—

বাহার । তেওরা

(আজি) আইল বসন্ত হিম-ঋতু অন্ত
প্রকৃতি আনন্দে হাসিছে ।
তরুলতাগুলি, অলসে হেলিদুলি
হরষে কোলাকুলি করিছে ।
যতেক ফুলবালা, লয়ে পরাগ-ডালা
মরি কি ফাগ-খেলা খেলিছে ।
ভ্রমরা গুন গুন গাহে ফাগুন-গুণ
অশোক কুসুম হানিছে ।
পবন সুমন্দ, ফুলরেণু-অন্ধ
মরি কি সুগন্ধ ঢালিছে ।
লুটায়ে গিরিপরি, নির্ঝর পড়ে ঝরি
উৎস-পিচকারি ছুটিছে ।
কিশোরী সাথে হরি খেলিবে আজ হোরি
রঙ্গে ব্রজপুরী মাতিছে ॥

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাধার গৃহপ্রাঙ্গণ

নেপথ্যে বংশীধ্বনি

রাধা আসীনা

রাধা । (গালে হাত দিয়া আকাশপানে তাকাইয়া উদাসভাবে)

বেহাগড়া । আড়খেমটা

ওগো শোনো কে বাজায় ।
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায় ।
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি, চুরি করে হাসিখানি
বঁধুর হাসি মধুর গানে, প্রাণের পানে মিশে যায় ।

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।
যমুনারই কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়॥

(উঠিয়া) না আর থাকতে পারছি নে, ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, দেখি শ্যাম কোথায় বাঁশি বাজাচ্ছেন।

যাইতে যাইতে পায়ে নূপুর-ধ্বনি হওয়ায়
থমকিয়া দাঁড়াইয়া

আঃ এ কি জ্বালা!

ইমনকল্যাণ। কাওয়ালি

পায়ে পায়ে বাজে রে
ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি
ঝিনি নিনি নিনি নিনি।
বাঁশিতে ডাকে কেমনে থাকি,
এ পোড়া নূপুর কোথায় রাখি রে,
বাজে ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি
ঝিনিনিনি নিনিনিনি॥

নেপথ্যে। রাধে, বলি ও রাধে! ঘর থেকে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছিস না?

রাধা। (স্বগত) ঐ গো ননদিনী আসছে। এই বেলা একটা কলসী কাঁকে করি, (তাড়াতাড়ি কলসী কাঁকে করিয়া) (প্রকাশ্যে) এই যমুনাতে জল আনতে যাচ্ছি দিদি।

নেপথ্যে। আজ শহরে বড়ো গোলমাল, পথ-ঘাটে দুষ্ট লোকের ভয় আছে, দেখিস যেন দেরি করিস নে।

রাধা। না, আমি দেরি করব না। (স্বগত) ননদিনীর জ্বালায় আর বাঁচি নে। একটু ঘরের বার হয়েছি কি অমনি দেখতে পেয়েছে।

নেপথ্যে। আর শোন, সেদিন চন্দ্রাবলী বলছিল, তুই যমুনায় স্নান কচ্ছিলি, আর সেই সময় নাকি সেই শ্যাম ছোঁড়াটা ঘাটে বসে বাঁশি

বাজাচ্ছিল, এ কথাগুলো তো বড়ো ভালো নয়। তা, যা বোন, কিন্তু দেখিস যেন রাত করিস নে।

মিশ্র খাম্বাজ। খেমটা

যেও না যেও না যমুনায়
সে যে বাজিয়ে বাঁশি মন মজায়।
যাবে যদি যাও রাধে, এদিক ওদিক চোখ না যায়।
সে যে থাকে কদমতলে,
বনমালা দোলায় গলে,
রঙ্গভঙ্গ কতই ছলে,
রমণী দেখলেই অমনি চায়॥

ভৈরবী। খেমটা

রাধা। সত্যি ননদী আমি শ্যামের পানে চাই নি
শ্যামের পানে চাই নি, আমি যমুনা-জলে যাই নি।
জল আনতে যাই বটে, শুধু জল ভরি ঘটে,
তাই বুঝি দিয়েছে রটে সেই বড়াই বুড়ি ডাইনী॥

নেপথ্যে বংশীধ্বনি

মিশ্র পূরবী। একতালা

রাধা। মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে যে॥
ভেবেছিলাম ঘরে রব কোথাও যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বলো কী করি॥
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনা-তীরে
সাঁঝের বেলায় বাজে বাঁশি, ধীরে সমীরে—
ওগো তোরা জানিস যদি আমায় পথ বলে দে॥
দেখি সে তার মুখের হাসি
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি
তারে বলে আসি তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে যে॥

নেপথ্যে রাধা।

(সখি) ঐ বুঝি বাঁশি বাজে (তিনবার) বনমাঝে কি মনমাঝে।
বসন্ত বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল
বলো গো সজনি, এ সুখ-রজনী, কোন্‌খানে উদিয়াছে।
(বনমাঝে ইত্যাদি)
যাব কি যাব না, মিছে এই ভাবনা, মিছে মরি
লোকলাজে, সখি মিছে মরি লোকলাজে॥
না জানি কোথা সে, বিরহ-হুতাশে ফিরে অভিসারসাজে।
(বনমাঝে ইত্যাদি)

তৃতীয় দৃশ্য

যমুনা নদী-অভিমুখে গ্রাম্যপথ

কলসী-কাঁকে গোপিনীগণের প্রবেশ

মুলতান। খেমটা

গোপিনীগণ। তোরা আয় লো আয়
শ্যামের বাঁশরী বাজে যমুনায়
শুনিয়ে শ্যামের বাঁশি,
চিত হল উদাসী,
ঘরে মন রাখা হল দায়।

নেপথ্যে বংশীধ্বনি

রাধার প্রবেশ

মিশ্র পিলু। ঝাঁপতাল

রাধা। মন চুরি করিল মুরলীর তানে
প্রকাশি বলিতে নারি কি যে হয় প্রাণে।

না জানি কোথা আছে, কোন্ কুঞ্জমাঝে।
শুধু 'রাধে রাধে' বংশী যে বাজে,
আর যে গো ধৈরয চিত্ত নাহি মানে ॥

দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গোপিনীগণের প্রবেশ

১। আয় ভাই আমরা এই গাছের আড়ালে লুকোই।

২। এই যে সখি তুমি এসেছ, তবে আমাদের আর ভয় নেই।

রাধা। কি হয়েছে, কি হয়েছে? পথে চোর-ডাকাতের ভয় আছে নাকি?

৩। সে সখি চোর-ডাকাতেরও বাড়া। পথের মাঝে কালা আমাদের দেখতে পেয়ে গায়ে ফাগ দিতে আসছিল।

রাধা। সে আবার কি?

১। সে একরকম লালগুঁড়ো— তাই নিয়ে লোকের গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে— আবার তারই গোলা জলে গায়ে পিচকিরি দিচ্ছে। তাতে সবার কাপড় ভিজে একেবারে লাল হয়ে যাচ্ছে।

রাধা। তবে তো বড়ো বিপদ। এ আবার তাঁর কি লীলা?

১। এ সখি তাঁর বসন্ত-লীলা!

রাধা। (স্বগত) শ্যাম আমার কত লীলাই জানেন।

১। আমরা সখি তাই এখানে দৌড়িয়ে পালিয়ে এসেছি। আমরা জল আনবার ছল করে এখানে এসেছি, কাপড়ে রঙ লাগলে কি আর রক্ষা থাকবে?

রাধা। যদি তিনি এখানে আসেন, তা হলে কি করবে?

গোপিনী। তা হলে তুমি আমাদের রক্ষা করবে।

রাধা। আমি রক্ষা করব? আমাকে কে রক্ষা করে তার ঠিক নেই।

সহসা কৃষ্ণের প্রবেশ

গোপিনীগণ। পালাও পালাও সখি, ঐ এসেছে।

সখিগণের প্রস্থান এবং রাধিকা চলিয়া না আসায় পুনঃপ্রবেশ

কৃষ্ণ। এসো রাই কুঞ্জবনে খেলিব হোরি।
ঋতুরাজ বসন্ত এল কুসুম-সাজ পরি।

আবির অঙ্গে ছাইব, গুলালে মুখ রাঙাইব
কুঙ্কুম মারিব মৃদু, দিব পিচকারি ॥

কাফি। কাওয়ালি

রাধা ও সখিগণ। জানি জানি তোমায় কালাচাঁদ
না জানি কি তুমি পেতেছ গো ফাঁদ।
রাখ রঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ, ছুঁয়ো না হাত
হবে তাহে অপবাদ।
কেন গো রাখাল-রাজ, লালে লাল হেরি আজ
লাল তব পীত সাজ।
এ কি হেরি বংশীধারী, একি অকস্মাৎ!
এ যে তব নব সাধ।
কাছে মোর এসো না, বসনে ফাগ দিও না
বারবার করি মানা—
ছিছি ছিছি ছিছি, ছিছি দিয়ে নিশানা
কেন ঘটাবে প্রমাদ।

সিন্ধুরা। কাওয়ালি

কৃষ্ণ। ও নয়ন-বাণে-বাণে
চিত মন মম হল জরজর
তবু তুমি তো দয়া না কর।
এখন আসিতে কাছে কেন কর মানা
সখি কোন্ প্রাণে বল সর সর!
দেখো গো সখি এ মম বুক চিরে
কি দশা করেছে তব আঁখি-তীরে।
লাল দেখিছ যাহা নহে সে আবিরে
সখি রক্তধারা পড়ে ঝরঝর ॥

কাফি-সিন্ধুরা। ঝাঁপতাল

রাধা ও সখিগণ। শ্যাম তব পায়ে ধরি
খেলো না আমা-সনে হোরি।
দিও না দিও না গো অঙ্গে আমারি
আবির পিচকারি।
রাঙায়ো না মোর সাধের নীলাম্বরী,
রাখো এ মিনতি মুরারি।
খেলো না আমা-সনে হোরি।
ছলি ননদিনী এয় গো শ্রীহরি
জল আনা ছল করি।
কত কথা শুনাবে ঘরে গেলে ফিরি।
যাব যে গো লাজে মরি
খেলো না আমা-সনে হোরি॥

ভৈরবী। আড়খেমটা

কৃষ্ণ। তবে কাজ নাই এসে।
মিটিল না মনসাধ তোমায় ভালোবেসে।
ছিল আশা মনে মনে, হোরি খেলব তোমা-সনে
ভাবি নাই কভু স্বপনে, নিরাশ করবে শেষে॥

রাধা। (স্বগত) এখন কি করি? এইবার ওঁর সঙ্গে যাই। আমার যা হবার তা হবে।

সখিগণ। (জনান্তিকে) সখির মুখের ভাবে মনে হচ্ছে, শ্যামের কথায় ওঁর মন গলে গেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, আর-একটু কাকুতি-মিনতি করলেই সখি সুড়সুড় করে ওঁর সঙ্গে চলে যাবেন। কিন্তু সখি, ওঁকে কিছুতেই যেতে দেওয়া হবে না। তা হলে ঘরে গিয়ে উনি কি আর মুখ দেখাতে পারবেন? লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একশেষ হবে।

মিশ্র-কালাংড়া। আড়খেমটা।

সখিগণ। আর বুঝতে বাকি নাইকো রে শ্যাম
চাতুরী তোমার।
প্রদোষে, কি দোষে, রাইকে জ্বালাতে এলে আবার
গোপিনীদের মাথার কিরে,
যাও হে তোমার গোষ্ঠে ফিরে ধেনু চরাতে,
আহা! রাখাল-হারা হয়ে তারা
করছে হাম্বারবে হাহাকার
এ যে তোমার চাষার খেলা,
রাই যে মোদের রাজবালা,
ফিরে যাও হে কালা,
তুমি রাখাল বলে রেয়াৎ পেলে
তোমার চাষার মতো ব্যবহার॥

(রাধার প্রতি) এসো সখি, এখানে থেকে আর কাজ নেই।

[রাধিকাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

কৃষ্ণ। আচ্ছা যাও, দেখি তোমাদের কতদূর দৌড়! যেখানেই থাকো, আমার এই মোহন-বাঁশি তোমাদের আবার এইখানে টেনে নিয়ে আসবে।

[বংশী বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান

সখিগণ। কথা কোস নে লো রাই শ্যামের বড়াই বড়ো বেড়েছে
কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে।
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি।

নেপথ্যে বংশীধ্বনি

সখিগণের সহিত রাধার প্রবেশ

খাম্বাজ। ঝাঁপতাল

রাধা। বারণ কর লো সই
আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না।

সখিগণ। আমরা গোপের বালা, পথে কালা এ কি জ্বালা!

ছল করে জল আনতে যাওয়া সাজে না সাজে না।

একজন সখি। এ কি তেমনি কালা যে বারণ মানবে। ও যেমন ছল করছে, আমাদেরও তেমনি ছল করতে হবে। ছলে-বলে কোনোরকম করে হাত থেকে ওর বাঁশিটি কেড়ে নিতে হবে। এই বাঁশিই সখি যত কুয়ের গোড়া।

রাধা। তোমার কথা শুনে সখি বাঁচি নে। তুমি অবলা রমণী হয়ে শ্যামের হাত থেকে বাঁশি কেড়ে নেবে? তোমার সাহস তো কম নয়। এ কি কখনো হয়?

সখি। আচ্ছা, দেখো হয় কি না। কিন্তু তুমি সখি 'আহা উহু' করতে পারবে না, তা বলছি।

রাধা। আচ্ছা, আমি চুপ করে থাকব, কোনো কথাই কব না।

সখিগণ। এসো সখি, আমরা এ গাছের আড়ালে গিয়ে একটু বুদ্ধি এঁটে আসি।

[সখিগণের সহিত রাধার প্রস্থান

নেপথ্যে বংশীধ্বনি

রাধার পুনঃপ্রবেশ

সিন্ধু। একতালা

রাধা। আমি যাই যাই আর ফিরে ফিরে চাই
যাই যাই করে আসি।
(ঐ) বাঁশি যে সর্বনাশী।
বাজায়ো না শ্যাম বাজায়ো না
প্রাণ হয় উদাসী।

মনে হয় যেন, ত্যজি গৃহজন
হয়ে থাকি তব দাসী।
আমি যাই যাই আর ফিরে ফিরে চাই
যাই যাই করে আসি।

সখিগণের প্রবেশ

সখিগণ। ঐ বাঁশি যে সর্বনাশী।

কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। আবার কি মনে করে?

একজন সখি। আচ্ছা তুমি যদি আমাদের সখির একটি সাধ মেটাও, তা হলে সখিও তোমার সাধ মেটাবেন।

কৃষ্ণ। কি সাধ বলো। উনি যা বলবেন, আমি তাতেই প্রস্তুত।

সখি। এঁর কি সাধ হয়েছে, একটু পরেই বলছি। এখন তুমি ঐ কদমগাছে ঠেস দিয়ে সেইরকম ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা করে তোমার বাঁশিটি বাজাও দিকি।

কৃষ্ণ। এ তো সহজ কথা। এ তো আমার চিরকালের অভ্যাস।

ঐরূপভাবে দাঁড়াইয়া বংশীবাদন

কাফি। ঝাঁপতাল

সখিগণ। শ্যাম! এ কি রঙ্গ হেরি— ও ত্রিভঙ্গ-মুরারি!

খেলিবে হোরি, লয়ে সহচরি

অধরে ধরে বাঁশরী।

'রাধে রাধে' বলে বাঁশি বাজিবে

মজিবে গোকুল-নারী।

একজন সখী আস্তে আস্তে পিছনে গিয়া লতার ফাঁস দিয়া তাড়াতাড়ি হস্ত দৃঢ়রূপে বন্ধন, আর-একজন ঐরূপ পদদ্বয় বন্ধন এবং আর-একজন বাঁশি কাড়িয়া লওন

সকলে। (হাস্য) বাঁশি কেড়ে লব, আমরা বাজাইব

শ্যাম তোমায় সাজাব নারী।

নারী সাজাইব, বামে বসাইব

আমরা হব বংশীধারী।

কৃষ্ণ। দেখো রাই, এরা আমায় কি অবস্থা করেছে। আমাকে ভালো মানুষ পেয়ে ওরা যা-তা করছে।

রাধা। সখি, হয়েছে হয়েছে, আর না, যথেষ্ট হয়েছে।

সখী। ছি সখি! আবার কথা কচ্ছ?

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ আমার শাপে বর হল। রাধার মন এতে গলে যাবে— আমার সাধ না মিটিয়ে আর থাকতে পারবেন না। (প্রকাশ্যে) উঃ, এমনি করে বেঁধে দিয়েছে আমি আর নড়তে পারছি নে।

সখিগণ। কেমন জব্দ! আর গায়ে আবির দেবে?

কৃষ্ণ। (রাধার নিকটে আসিয়া)

খাম্বাজ। একতালা

রাই! এই বুঝি তব ফন্দি?
এতক্ষণে বুঝিলাম তব অভিসন্ধি।
পায়ে ধরি, বাঁধন খোলো
মোরে বেঁধে কিবা ফল,
আমি যে গো চিরকাল
আছি তব বন্দী॥

রাধা। (কৃষ্ণের বন্ধন-মোচন)

সখিগণ। আমরা জানি, রাধার প্রাণে অধিক ক্ষণ সইবে না।

কৃষ্ণ। দেখো, আমি তো তোমাদের সখীর সাধ মেটালুম— আমাকে যতদূর নাকাল করবার তা করলে— এখন আমার সাধটি মেটাও।

রাধা। চলো সখি, এইবার আমরা ওঁর সঙ্গে যাই— আমাদের যা হবার তা হবে।

সিন্ধু। খেমটা

রাধা ও সখিগণ। যদি খেলবে হোরি বংশীধারী
চলো চলো নিকুঞ্জে চলো।

কৃষ্ণ। চলো চলো রাই কুঞ্জে চলো।

রাধা ও সখিগণ। পথের মাঝে মরি যে লাজে
ননদিনী কি বলবে বলো।

সখিগণ। আজ কেমন তোমায় কয়্‌ নাকাল
ওগো রাখাল রায়।

কাঁদতে হল রাধার কাছে
মরি যে লজ্জায়।
(শেষে) খেলায় ভঙ্গ দিয়ে ত্রিভঙ্গ
ধরতে হল চরণতল ॥

কৃষ্ণ। সে কথায় আর কাজ কি বলো
চলো চলো রাই কুঞ্জে চলো।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

কুঞ্জকানন

সখিগণের প্রবেশ

একজন সখী। এ কিরকম হোরিখেলা সখি? আমি মনে করেছিলেম খুব ছুটোছুটি হুটোপাটি হবে— কাননময় আমরা খুব মাতামাতি করে বেড়াব— শ্যামকে খুব নাকাল করব— না, এ কি হল— এখন দেখছি দুজনে কেবল পাশাপাশি—

১। আবার একটু ঘেঁষাঘেঁষি—

২। আবার চোখে চোখে একটু হাসাহাসি—

৩। ও সখি, কেবল ভালোবাসাবাসি বই তো নয়— হোরিখেলা কেবল একটা ছুতো-নতা।

৪। আর দেখেছ সখি, কুঞ্জে এসেই ওঁদের দুজনের কেমন ভাব বদলে গেছে।

১। আমাদের সখী শ্যামের মুখের পানে আর ভালো করে তাকাতে পারছেন না। যেই চোখাচোখি হচ্ছে, অমনি মুখখানি ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

২। আবার শ্যাম সখীর পানে একদৃষ্টে তাকিয়েই আছেন। চোখ যেন আর কোথাও নড়ে না।

৩। এখন শ্যামের আর সেই ছুটোছুটি হুটোপাটি-ভাব নেই— ভালো মানুষের মতো মুখটি কাঁচুমাচু করে এক জায়গায় দাঁড়িয়েই আছেন।

৪। আর দেখেছ, বাঁশিটিতে আর ভালো করে ফুঁ বেরুচ্ছে না।

১। আবার থেকে থেকে বাঁশিটি হাত থেকে পড়েও যাচ্ছে।

প্রথম একজন, তার পর সকলে—

ভূপালি। কাওয়ালি

আহা কি চাঁদিনী রাত হেরো লো সখি।
আকাশ প্লাবিল ভাসিল রে বিমল চন্দ্রকরে,
আনন্দ উথলিল।
বিহঙ্গেরা জাগিল ভাবিয়ে প্রভাত
ঐ বুঝি বাজে বাঁশি, আসে ব্রজনাথ,
সব সখী মিলি একতানে
গাও লো মঙ্গল গান।
অনিল হিল্লোলে মিশিবে সে তান বাঁশির সাথ॥

২। ঐ যে ওঁরা আসছেন।

কৃষ্ণের প্রবেশ, পরে রাধার প্রবেশ

ভৈরবী। কাওয়ালি

কৃষ্ণ ও সখিগণ। সুন্দরী রাধে আওব বনি
ব্রজ-রমণীগণ মুকুট-মণি।
কুঞ্চিত-কেশিনী, নিরুপম বেশিনী,
রস-আবেশিনী ভাঙিনি রে!
অধর-সুরঙ্গিণী, অঙ্গ-তরঙ্গিণী
সঙ্গিনী, নব নব রঙ্গিণী রে!
কুঞ্জবর-গামিনী, মোতিম-দশনী
দামিনী-চমক-নেহারিণী রে!
আভরণধারিণী, নব অভিসারিণী
শ্যামের হৃদয়-বিহারিণী রে!

নব-অনুরাগিণী অখিল সোহাগিনী
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে।
রাসবিলাসিনী, হাসবিকাশিনী
গোবিন্দ-চিত-মন-মোহিনী রে!

আশা-ভৈরবী। খুংরী

সখিগণ। এই বুঝি হোরি খেলা গো তোমারি (শ্যাম)
নয়নে নয়নে ছোটে প্রেম-পিচকারি।
লাজের রক্তিম রাগে, সখীর কপোল দুটি দাগে
সোহাগ-কুঙ্কুম-ফাগে (ও শ্যাম) রঞ্জিলে
অঙ্গ রাধারি॥

মিশ্র-সিন্ধু। আড়াঠেকা

কৃষ্ণ। দেখি দেখি আবার দেখি
দেখিবার সাধ মেটে না তো।
যত দেখি ও মুখখানি
দেখিবার সাধ বাড়ে তত।
দেখিতে দেখিতে হেন, অঙ্গ অবশ যেন
আঁখি দুটি পড়ে ঢুলে
মন যেন পাগলের মতো॥

কীর্তনের সুর

সখিগণ। এ মধু যামিনী এ মধু চাঁদিনী
এ মধু যমুনা-পুলিনে।
দেখো রাই আঁখি মেলি
পাশে ঐ বনমালী
আবেশে চাহে মুখপানে।
ঘন ঘন বহে শ্বাস আলুথালু কেশবাস
ঢল ঢলু আঁখি পড়ে ঢুলে।

আ ছিছি বিপিন-বালা, মন-মালীর বন-মালা

ভুঁয়ে লুটায়, দেও তুলে।

ওই যে বাঁশরী স্বরে, উদাসিনী হলি ঘরে

একাকিনী এলি যমুনায়,

অলসে অবশ তনু, মরমে ফুল-ধনু,

চরণ চলিতে না চায়।

দেখা যদি হল সখি, ছিছি ছিছি লাজ একি

চাহ লো চাহ আঁখি ভোরে

সখিদের মাথা খাও, শ্যামের পানে চাও

আমরা সখীরা যাই সরে।

[সখীদের প্রস্থান

কৃষ্ণ। এসো রাধে, আমরা দুজনে এই লতার দোলায় বসে এই কুঞ্জবনের বসন্ত-মাধুরী উপভোগ করি।

দোলায় উপবেশন

যোগিয়া। কাওয়ালি

রাধা। (কৃষ্ণের হস্ত হইতে বাঁশিটি লইয়া)

মুরলী কি গুণ জানে ভাবি তাই মনে,

কেমনে হরিল সকলি।

আমার বলি হেন কিছু নাহি আর,

কুলমান সব দিনু জলাঞ্জলি।

আমি অবলা কুলবালা

দেখো যেন আমায় শ্যাম

যেও না ছলি॥

মিশ্র-সিন্ধু। ঝাঁপতাল

কৃষ্ণ। যতদিন দেহে প্রাণ রহিবে,

আমি তোমারি, আমি তোমারি।

যেদিন তোমায় চোখে দেখেছি
সেইদিনই তোমায় প্রাণ সঁপেছি
তখনি হৃদে এই স্থির জেনেছি
আমি তোমারি আমি তোমারি ॥
যদি না এসো কাছে না বসো
মুখের দুটো কথা বলে, যদি না তোষ
অন্তরে আমারে ভালো না বাস তবু তোমারি।

সখিগণের প্রবেশ

সখিগণ। (রাধা ও কৃষ্ণের প্রতি) এইবার ঠিক হয়েছে। ঐ যুগলমূর্তি দেখে আমাদের মন যেন আজ আনন্দে নৃত্য করছে।

কৃষ্ণ। দেখো সখি, তোমাদের নৃত্য মনে মনে না থেকে বাহিরে প্রকাশ হোক-না। আমি ব্রজবাসীদের আজ এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য বলেছি, তারা এ আসবে। তারা যদি দেখে, আমরা দুটিতে মুখোমুখি হয়ে বসে আছি, তা হলে ভালো হবে না। তোমরা নৃত্য করো, তা হলে তারাও তোমাদের আমোদে যোগ দিতে পারবে।

একজন সখী। আচ্ছা, এসো সখি আমরা তবে—

হাত ধরাধরি করে নৃত্য

ব্রজবাসিগণের নেপথ্য হইতে গান করিতে করিতে প্রবেশ

ভূপালি। কাওয়ালি

চরণে বাজে আহা কি মধুর,
আহা বাজে রুনি-ঝুনি রুনি-ঝুনি,
ঝুনি-রুনি ঝুনি-রুনি,
ঝনক ঝনক ঝন নন নন চরণে
সব সখী ঘিরি ঘিরি
হাতে হাতে ধরিয়ে
নাচে কত রঙ্গে, ভাব-ভঙ্গে,
বনমালী করতালি দেয় সঙ্গে,
তাহে ঝন ননন ঝন নন আরো
বাজে ঘন ঘন রে ॥

ব্রজবাসীদের প্রবেশ

ব্রজবাসিগণ। (নিকটে আসিয়া প্রণাম করিয়া)

বেহাগড়া। ত্রিতালী

মরি হায়! কি শোভা আঁখি জুড়ায় হেরি।

সখিগণ। যুগল রূপের কিবা মাধুরী।

ব্রজবাসিগণ। সুন্দর শ্যাম— ঘনঘটা।

সখিগণ। রাধিকা তাহে কনক-বিজুরী ॥

যবনিকা পতন

ধ্যানভঙ্গ

গীতি-নাটিকা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নন্দন-কানন

ইন্দ্র চিন্তামগ্ন

নারদের প্রবেশ

ইন্দ্র। আসতে আজ্ঞা হোক দেবর্ষি, প্রণাম হই।

নারদ। জয়োস্তু! পিতামহের নিকট কি গিয়েছিলেন দেবরাজ?

ইন্দ্র। গিয়েছিলেম বই-কি। তিনি যা বললেন, সে বড়ো সহজ ব্যাপার নয়।

নারদ। কেন? তিনি কি বললেন?

ইন্দ্র। তিনি বললেন—

শুন শুন পুরন্দর, তারকেরে দিনু বর,
হৈল তাই ভুবনে দুর্জয়।
গাছ আরোপিয়া মাঠে, কেবা তা আপনি কাটে,
যদিও সে বিষ-বৃক্ষ হয়।
বরুণ পবন যম, কেহ নহে তার সম,
বিষ্ণু-চক্রে নাহি তার ক্ষয়।
মহেশের পুত্র হবে, ষড়ানন নাম থোবে
তবে তার মরণ নিশ্চয়।
সেই দেব পশুপতি, তপস্বী পরম যতি
আঁখি মেলি নাহি চায় নারী।
শঙ্করের তেজ সয়, হেন নারী কেবা হয়
বিনা দেবী হিমন্ত-কুমারী।
চলো দেব ইন্দ্ররাজ, সাধহ আমার কাজ
দেবী আছে শম্ভু সন্নিধানে।
করাইবে ধ্যানভঙ্গ, হয়ে যেন এক অঙ্গ
আরতি দিইয়া ফুলবাণে॥

নারদ। তবে এখন মোট কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে— মহেশ্বরের পুত্রের নাম ষড়ানন হবে, পার্বতীর গর্ভে তাঁর জন্ম হবে, পরে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে তারকের নিধন হবে। এই না?

ইন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ। তা তো হবে। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানেন, মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ তো বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। কন্দর্পের দর্প কি সেখানে খাটবে? তা ছাড়া, মহাদেবের সঙ্গে সাক্ষাতই বা কি করে ঘটবে?

নারদ। সেজন্য চিন্তা নাই দেবরাজ। তার একটু সূত্রপাত পুর্ব হতেই হয়ে আছে। আমি একদিন বেড়াতে বেড়াতে হিমাচলে গিয়েছিলেম, সেখানে গিরিরাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি পার্বতীর বিবাহ সম্বন্ধে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁকে আমার নিকটে নিয়ে এলেন। আমি দেখেই বুঝলেম, সতী দেহত্যাগ করে নিশ্চয়ই গিরিরাজের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। কেননা, এমন অলৌকিক রূপলাবণ্য সৃষ্টির মধ্যে অসম্ভব। তাই আমি তাকে বললেম, মহাদেবই এই কন্যার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। ভাগ্যক্রমে মহাদেবও সেই সময়ে হিমাচলে তপস্যা করছিলেন। তাই গিরিরাজ সুযোগ পেয়ে, আতিথ্য-সৎকারে তাঁকে পরিতুষ্ট করে, এই-টুকুমাত্র তাঁর কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছেন যে, পার্বতী কুশ-জল অর্ঘ্যাদি নিয়ে প্রতিদিন তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করবেন।

ইন্দ্র। তবে তো দেখছি, পুর্ব হতেই পথ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আছে। এখন মদনকে সেখানে পাঠালে কার্যসিদ্ধি হলেও হতে পারে।

নারদ। হাঁ, মদনকে সেখানে এখনই পাঠান, তিলার্ধ বিলম্ব করবেন না। আমি তবে এখন চললেম।

[নারদের প্রস্থান

ইন্দ্র। প্রতিহারি!

প্রতিহারীর প্রবেশ

ইন্দ্র। মদনকে শীঘ্র আমার নাম করে এইখানে ডেকে নিয়ে এসো।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা দেবরাজ!

[প্রতিহারীর প্রস্থান

ইন্দ্র। (স্বগত) মদন সেখানে কিছু করে উঠতে পারবেন কি না সে বিষয়ে এখনো আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তবে চেষ্টা করতে হানি কি!

এই যে মদন আসছেন। মদনের আত্মাভিমানে একটু আহুতি দেওয়া আবশ্যক, তা হলে আঁরো উৎসাহিত হবে।

মদনের প্রবেশ

ইন্দ্র। এসো, সখা এসো!

মদন। দাসের প্রতি কি আদেশ!

ইন্দ্র। দেখো সখা, বাহুল্য কথায় প্রয়োজন নাই। কোনো কারণবশত মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করা আবশ্যক হয়েছে। অতএব, এখনি তুমি হিমাচলে গিয়ে তোমার ফুলশরে—

মদন। মহাযোগী ঘোর তপস্বী মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ? আমার পুষ্প-শরাঘাতে? (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) দাসের প্রতি এরূপ কঠিন আদেশ কেন?

ইন্দ্র। দেখো মদন, তোমার উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে। এ কাজ তুমি সিদ্ধ করতে না পারলে আমি বড়োই বিপদে পড়ব। আর পারবেই বা না কেন? তোমার অসাধ্য কি আছে?

মল্লার সারং। কাওয়ালি

কে পারে এড়াতে তব শর (ওহে মদন)
রক্ষ-যক্ষ নর-অমর গন্ধর্ব-কিন্নর?

মদন। তা যা আজ্ঞা করছেন সে কথা বড়ো মিথ্যা নয়।
ফুল-শর যে বড়ো মিষ্টি
বিষে মাখা সুধা-বৃষ্টি
তাই মজে সব সৃষ্টি বিশ্বচরাচর।

ইন্দ্র। ব্রহ্মা আদি প্রজাপতি
কে রোধে তোমার গতি?
হোন না কেন মহা যতি ভোলা মহেশ্বর।

মদন। যে আজ্ঞা
তব আজ্ঞা শিরোধার্য
সাধিব তোমার কার্য
—কিন্তু দেখো যেন—
হর-কোপানলে দাহ না হই পুরন্দর।

ইন্দ্র। তব বাণ অনিবার্য জেনো তুমি স্মর ॥ ১ ॥

এই লও সখা, আমার প্রসাদ মালা গ্রহণ করো।

কণ্ঠে মাল্যপ্রদান

মদন। (প্রণাম করিয়া) দাসের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ। আমি একটু পরেই যাচ্ছি। আপাতত সখা বসন্তকে পূর্বায়োজন করতে এখনি পাঠিয়ে দি।

ইন্দ্র। দেখো যেন বিলম্ব না হয়। আমরা সকল দেবতা মিলে হিমাচলের গগনে গিয়ে তোমার বিজয়-কীর্তি স্বচক্ষে দেখব। বুঝলে? আমি এখন সজ্জিত হতে চললেম।

[ইন্দ্রের প্রস্থান

ব্যস্তসমস্ত হইয়া রতির প্রবেশ

সুরট। ঝাঁপতাল

রতি। যেও না যেও না নাথ করি গো বারণ,
এসেছি তোমার কাছে হেরি দুঃস্বপন।
সে বড়ো কঠিন স্থান, ব্যর্থ হবে তব বাণ,
মিছে কেন অপমান হবে গো মদন?
শঙ্কর ত্যেজেছে সুখ, না হেরে নারীর মুখ,
তাই বলি হও বিমুখ, কোরো না গমন।
এই বেলা মানে মানে, চলো যাই নিজ স্থানে,
বাসবেরে মুক্ত প্রাণে করি নিবেদন ॥ ২ ॥

সোহিনী। কাওয়ালি

মদন। ধিক্ ধিক্! একি কথা বলো সুনয়ানে!
কে আছে ফুল-শর-শাসন না মানে?
কোথা আছে ঋষি-মুনি, কোথা আছে জ্ঞানী-গুণী
যে না বশ এই মোর বাণে?
মোর গতি নাহি কোনো স্থানে?
বকুল চুত-মুকুল, বাণে আছে কত ফুল
আকুল করিয়া তোলে প্রাণে
—জলাঞ্জলি দেয় কুল মানে।
কোমল নারী-হৃদয়, যাঁতে তাতে পাও ভয়,

দেখো জয় করিব ঈশানে,
চকিতে ভাঙিব তাঁর ধ্যানে।

রতি। সে যে গো বিষম ঠাঁই,
মায়া-মোহের নাম নাই,
যোগী হৃদি গঠিত পাষাণে,
তাই বলি যেও না সেখানে ॥ ৩ ॥

[রতি ও মদনের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

তুষারাবৃত হিমালয় পর্বত
মহাদেবের আশ্রম

ভূতগণের প্রবেশ

ইমন-ভূপালি। একতালা

১ম জন। উহুহু হুহুহু, হিহিহি হিহিহি, এ কিরে শীত বাপ্ রে।
২। হুরু হুরু হুরু, গুড়ু গুড়ু গুড়ু, বুকে ধরেছে কাঁপ্ রে।
৩। দেখ্‌রে দাদা, গাদা গাদা বরফের চাপ্ রে।
৪। উঁচু চুড়ো দেখে খুড়ো লেগে যায় যে তাক্ রে।
১। উঠ্‌তে নাবতে, ঘুরতে ফিরতে, লাগে যে বুকে হাঁপ্ রে।
২। শুকনো তরু, রুক্ষ মরু, নাহি সব্‌জি শাক রে।
৩। প্রাণ আই-ঢাই করে যে সদাই, না শুনি শেয়াল-ডাক্ রে।
৪। (আবার) নন্দী দাদা দেয় রে বাধা, ছাড়লে একটু হাঁক রে।
৩। ভোলাই জানে, কি সুখ ধ্যানে, মুদে তিনটি আঁখ্ রে।
১। (ওরে !) দাদা এসে ঝট্, দেবে পটাপট্, ওসব কথা থাক্ রে।
৩। বল্ কি করি, প্রাণে যে মরি, থাকিয়ে চুপ চাপ্ রে।
৪। তড়াক্ তড়াক্ দে রে তবে লাফ, যদি চাস্ গায়ে তাপ্ রে ॥ ৪ ॥

[লম্ফঝম্ফ-সহকারে প্রস্থান

বসন্তের প্রবেশ

গাহিতে গাহিতে মন্ত্রপূত জল-সিঞ্চন, আর অমনি তুষারকঠিন পাষাণ দৃশ্যের পরিবর্তে ক্রমে ক্রমে পুষ্প-পল্লব-ভূষিত বসন্ত-শোভার আবির্ভাব

মিশ্র কালেংড়া। আড়খেমটা

বসন্ত। ফোট্ রে কুসুম ফোট্ রে তোরা
(মোর) মায়া-মোহন মন্তরে।
মুঞ্জরবে শুষ্ক-তরু (এই) শৈল-মরু-প্রান্তরে।
কুঞ্জে কুঞ্জে ছাউক শৃঙ্গ, পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমুক ভৃঙ্গ,
ঢালুক তান বন-বিহঙ্গ তাহে অবিশ্রান্ত রে।
মৃদুল মৃদুল ফেলিয়ে পা, আয় রে মধুর মলয় বা,
কোমল পরশে শিহরি গা, মৃতে কর জীবন্ত রে।
ধবল বসন ত্যেজিয়ে আজ, ধরিয়ে শোভন হরিত সাজ,
হাসো গো হাসো গো ভূধর-রাজ হর্ষ-ফুল্ল-অন্তরে ॥ ৫ ॥

মন্ত্রপূত জল-সিঞ্চন

আকাশে দেবগণ

হেরো—
দক্ষিণের দ্বার খুলি, মৃদু মন্দ গতি
ঘরের বাহির হল ঋতু কুলপতি।
লতিকার গাঁঠে গাঁঠে ফুটাইল ফুল,
পরাইল আহা কিবা পল্লব-দুকূল।
কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হল মলয় বাতাস।
ভয়ে ভয়ে পদার্পয়ে, তবু পথ ভুলে
গন্ধ-মদে ঢলি পড়ে এ ফুলে ও ফুলে।
তপস্বী যতেক এই শিবের আশ্রমে,
অকালে হেরিয়া মধু-ঋতু সমাগমে,
বহু যত্নে কোনোমতে বশ করি মন
মনোবিকারের বেগ করে সম্বরণ ॥

বসন্ত। ('ফোট্‌ রে কুসুম ফোট্‌ রে তোরা' ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

আশ্রমবাসী শিবভক্ত তাপসগণের প্রবেশ

কাশ্যপ। একি হল ভারদ্বাজ, মধু-ঋতু দেখি আজ
সহসা আশ্রমে আসি পশে।

ভারদ্বাজ। তাই তো গো কাশ্যপ, ব্যর্থ দেখি জপ তপ
যোগে আর মন নাহি বসে।

বাৎস্যায়ন। শোনো গো শাণ্ডিল্য মুনি, এই-সব দেখি শুনি
তোমার মনেতে কিবা লয়?

শাণ্ডিল্য। আর কি বলো হে বাপু, আমায়ো করেছে কাবু,
এতদিন তো আছি হিমালয়।

কাশ্যপ। ঠিক বলেছ শাণ্ডিল্য, তোমা সনে খুব মিললো,
মনটা যেন কেমন কেমন করে।

ভারদ্বাজ। মরু-মাঝে তরুলতা, জরা ধরে তরুণতা,
দেখে মোর বাক্য নাহি সরে।

বাৎস্যায়ন। চুত-মুকুল নব, ছোটে কিবা সৌরভ
উপবন হল যেন শৈল।

শাণ্ডিল্য। তবে বলি খুলি প্রাণ, আজি যেন করি ঘ্রাণ
গৃহিণীর কুন্তলের তৈল।

কাশ্যপ। কোকিলের কুহুতানে, মোরও যেন জাগে প্রাণে
ব্রাহ্মণীর সুললিত ভাষ।

ভারদ্বাজ। মধুর মলয়-বায়, প্রাণে যেন বহে যায়,
মানিনীর আকুল নিশ্বাস।

কাশ্যপ। ও নহে নিশ্বাস শুধু, গায়ে যেন ঢালে মধু,
প্রাণটা করে একেবারে ঠাণ্ডা।

বাৎস্যায়ন। হাওয়াটি এমন মিষ্টি, ব্রাহ্মণীর হাতের সৃষ্টি
মনে পড়ে গুড়ের সে মণ্ডা।

ভারদ্বাজ। থাক থাক ও পাপ-কথা, পলায়ে আইনু হেথা,
এখানেও দেখি রক্ষা নাই।

শাণ্ডিল্য। মন যদি নাহি বসে, এখনি আসিবে বশে
এসো সবে শিব-গান গাই।

সকলে। হাঁ সেই উত্তম কল্প।

ভৈরব। সুরফাক তাল

ভব শিব শঙ্কর হর বিভূতি সাজে
করে ত্রিশূল ডমরু ধরে,
নৃত্যতি কৈলাসপতি শ্মশান-মাঝে।
শির'পরে গঙ্গা-জটা, তাহে তরঙ্গ-ঘটা,
ভালে চন্দ্র-ছটা কিবা বিরাজে।
নন্দী-ভৃঙ্গী সাথী, আনন্দে মাতি
তাথেই তাথেই থেই, থেই থেই নাচে।
ডাকিনী যক্ত যোগিনী, নাচে ধিনিকি ধিনিনিনি
ডিমিকি ডিমিকি ডিমিডিমি ডমরু বাজে ॥ ৬ ॥

গাহিতে গাহিতে নাচিতে নাচিতে নন্দীর প্রবেশ

কেদারা। একতালা

নন্দী। যোগী হে যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে,
বিভূতি-ভূষিত শুভ্র দেহ, নাচিছ দিক-বসনে।
মহা-আনন্দে পুলকে কায়, গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশু-শশি হাসিয়া চায়,
জটাজুট ছায় গগনে ॥ ৭ ॥

নন্দী। (ভক্তদের দেখিয়া) বোম্ মহাদেব!

ভক্তগণ। বোম্ মহাদেব! কোথায় যাওয়া হচ্ছে ভায়া?

নন্দী। ভোলাবাবার জন্য সমিৎ-কাষ্ঠ আহরণ করতে এসেছি।

ভক্তগণ। এসো আমরাও তোমার সাহায্য করি।

['যোগী হে' এই গান গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান

আকাশে দেবগণ

হেরো—
হিমঋতু অপগমে কিন্নর-রমণী
বিষণ্ণ-অধরা হল— পাণ্ডুরবদনী

বিচিত্র ওদের মুখে চিত্র পত্র-লেখা
স্বেদ-বারি বিন্দু বিন্দু ছিল তাহে দেখা ॥

একজন কিন্নরের প্রবেশ

মিশ্র পিলু। আড়খেমটা

কিন্নর। অকালে বসন্ত আহা কার মন্ত্রে জাগিল
দুরন্ত হিমন্ত ঋতু আচম্বিতে ভাগিল।
কোয়েলা করিছে কুহু, পাপিয়া পিউ পিউ,
প্রাণ করে হুহু হুহু কোথা প্রিয়ে আয় লো ॥ ৮ ॥

কিন্নরীর প্রবেশ

কিন্নরী। (দৌড়িয়া আসিয়া কিন্নরের হস্তধারণ) এই যে আমি নাথ!
তুমি মোর মধু-ঋতু, তুমিই মকর-কেতু
না জানি অপর হেতু কে বসন্ত আনিল।

কিন্নর। এসো এসো প্রিয়ে এসো, করে দিই ফুল-বেশ
ফুলে দিই বাঁধি কেশ, ফুলে ফুলে ছাইলো।

ফুল দিয়া সজ্জিতকরণ

ভূতগণের গাছের আড়াল হইতে উঁকি-ঝুঁকি

কিন্নরী। দেখিয়া আতঙ্কে) ওমা গো!

[পলায়ন

কিন্নর। কি হল কি হল প্রিয়ে!

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবন

ভূতগণের প্রবেশ

মিশ্র ভূপালি। একতালা

১। এ কি রে ভাই! সে-সব কোথায়, আর সে বরফ নাই তো!
২। তাই তো রে ভাই
৩। তাই তো দাদা
৪। কোথায় সে-সব তাই তো।
১। (এ কি রে ভাই!)
ছিল সাদা, হল সবুজ, করলে যে অবাক।
২। (আর) ফুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে সারা হল যে নাক।

৩। (আর) কোকিল-ডাকে হল যে ভাই কানটা ঝালাপালা।
৪। (হ্যাঁ ভাই ?) শ্মশানে সেই ডাকত পেঁচা কেমন মধুঢালা ?
১। (আহা !) হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, ডাকত কেমন শেয়াল ?
২। (আর) ঘেউ ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ ঘেউ, নেড়িকুত্তার পাল ?
৩। (আবার) জ্বলত কেমন চিতায় আগুন, কেমন সে রোশনাই ?
৪। (আর) মাংস পুড়ে কেমন দাদা গাদা হত ছাই ?
১। কোনো সুখই নাই রে দাদা (হেথা) কোনো সুখই নাই।
২। ভদ্রলোকে আসে কিগো এমন খারাপ ঠাঁই ?
৩। আচ্ছা মোরা ভোলার পাকে পড়েছি হেথা আটকা।
৪। (আবার) মেলে না কিছু পচা-ধসা সবই এখানে টাটকা।
১। (আহা) শ্মশানেতে ছিলুম ভালো, কেন এনু হেথা ?
২। এখানে ভাই পাই নে দেখতে একটা মড়ার মাথা।
৩। মাথা থাকুক দূরে দাদা, পাই নে একটা হাড়।
৪। (আর) হাতের সুখও হয় না হেথা মটকে কারো ঘাড়।
১। (আ রে !) চুপ কর, চুপ কর রে তোরা, করিস নে ভ্যানভ্যান।
ঠ্যাং ভাঙবে নন্দীদাদা ভাঙলে বাবার ধ্যান।
২। (আচ্ছা) ধ্যান-ধ্যান যে বলিস খুড়ো, ধ্যান জিনিসটা কি ?
১। থাম রে মুখ্খু, থাম রে তুই, সে তোর মাথার ঘি।
ধ্যান করাটা কাকে বলে, তাও জানিস নে তুই ?
(আ রে) তাকেই বলে যখন মোরা বসে বসে ঘুমুই।
২। (ও !) এখন বুঝনু, এখন বুঝনু, ভাগ্যি ছিল খুড়ো,
তাই তো মোরা পাই একটু জ্ঞানের খুদ-কুঁড়ো।
১। (আ রে !) সোর করিস নে, সোর করিস নে, আস্তে কথা ক।
নন্দীদাদা এলেই তখন বনে যাবি রে থ।
২। আসবে যখন, থামব তখন, করি তো এখন ফূর্তি,
৩। আয় তো রে ভাই, ধরি সবাই মোদের নিজ মূর্তি।
৪। ধর তো রে সেই গানটা খুড়ো, মনটা খুলে গাই।
সকলে। (হ্যাঁ হ্যাঁ) সেই গানটা, সেই গানটা, সেই গানটা ভাই ॥ ৯ ॥
১। ধর— আমরা

সকলে। আমরা—

মিশ্র খাম্বাজ। একতালা

আমরা ভূত পেরেতের দল
ভবের পদ্মপত্রে জল, সদা করছি টলোমল।
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য-হাওয়া, নাহিকো ফলাফল।
নাহি জানি ধরণ ধারণ, নাহি শুনি কাহার বারণ,
কেবল মানি ভোলার শাসন গো।
আমরা আপন রোখে, মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল।
কখন আমরা ধরি কায়া, কখন হই রে গাছের ছায়া,
কতই মোরা জানি মায়া গো।
কখন হয়ে ঝড়ের হাওয়া ফিরি ধরাতল।
(আমরা) অশথ-বটে থাকি লটকে, পথিকের ঘাড় দিই মটকে,
শূন্যপানে যাই শট্‌কে গো।
(পরে) আবার এসে, শ্মশান-দেশে হাসি খল্‌খল্‌।
আমরা এবার খুঁজে দেখি, অকূলেতে কূল মেলে কি
ভোলার ভেলা মোদের সম্বল।
যদি সুখ না জোটে, দেখব ডুবে কোথায় রসাতল।
আমরা জুটে সারাবেলা করব ভূত-প্রেতের মেলা,
গাব গান, খেলব খেলা গো।
(আর) কণ্ঠে যদি গান না আসে, করব কোলাহল ॥ ১০ ॥

[প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহাদেবের আশ্রমের এক অংশ

মদন ও রতির প্রবেশ

প্রবেশমাত্রে চারি দিকে বিহঙ্গমের গীতোচ্ছ্বাস

মদন। এই বোধ হয় মহাদেবের আশ্রম। দেখছ না প্রিয়ে, বসন্তসখা

এইখানে এসে এই কঠোর শৈলপ্রদেশকে যেন একেবারে প্রমোদ-কানন করে তুলেছেন।

রতি। হাঁ, এ তোমার সখারই কীর্তি বটে।

ভূপালি কেদারা। একতালা

ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে বহে কিবা মৃদু বায়,
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়,
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহুকুহুকুহু গায়,
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়॥ ১১॥

মদন। প্রিয়ে, সম্মোহন বাণের জন্য এসো আমরা কতকগুলি বাছা-বাছা ফুল চয়ন করি।

পুষ্পচয়ন

আকাশে দেবগণ

উদ্যত-কুসুম-ধনু রতির সহিত
ওই দেখো কামদেব হৈলা উপনীত।
সঞ্চারিল প্রেমরস চরাচর মাঝে,
মিথুনের ভাব সবে প্রকাশয়ে কাজে।
মধুকর অনুসরি আপনার বধূ
একই পাত্রে দুইজনে পান করে মধু।
কৃষ্ণসার মৃগীতনু করে কণ্ডূয়ন,
পরশ-সুখের বশে মুদে আসে তাহার নয়ন।
পদ্মগন্ধী জল মুখে গণ্ডূষ করিয়া
মাতঙ্গিনী মাতঙ্গেরে দেয় পিয়াইয়া
তরুগণে লতাবধূ অবনত শাখা-ভুজে করিল বন্ধন,
ওষ্ঠ নব-কিশলয় কুসুম-স্তবক-গুচ্ছ তাহাদের স্তন।

মদন। প্রিয়ে দেখো দেখো, ঐ দিকে ঐ অপ্সরা-মিথুন কেমন প্রেম-রসে মগ্ন।

বেহাগ। কাওয়ালি

আজ সখি মুহুমুহু, গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু দোঁহার পানে চায়।

রতি। যুবন্‌-মদ বিকশিত, পুলকে হিয়া উলসিত

অবশ তনু অলসিত মুরছি জনু যায়।

নেপথ্যে অপ্সরা। আজ মধু চাঁদনী, প্রাণ উন্মাদনী

শিথিল সব বাঁধনী, শিথিল ভই লাজ।

বচন মৃদু মরমর, কাঁপে স্নিগ্ধ থরথর

শিহরে তনু জর জর কুসুম-বন-মাঝ।

মদন। মলয় মৃদু কলয়িছে, চরণ নাহি চলয়িছে,

বচন মুহু খলয়িছে, [illegible] লুটায়।

রতি। আধ ফুটো শতদল, বায়ুভরে টলোমল,

আঁখি জনু ঢলোঢল, চাহিতে নাহি চায়।

মদন। অলকে ফুল কাঁপয়ি, কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি

মধু অলসে তাপয়ি, খসয়ি পড়ু পায়।

রতি। ঝরয়ি শিরে ফুলদল, তটিনী বহে কলকল

হাসে শশী ঢলোঢল, ভানু মরি যায়।

নেপথ্যে অপ্সরাগণ। আজ মধু চাঁদনী প্রাণ উন্মাদিনী

শিথিল সব বাঁধনী শিথিল ভই লাজ ॥ ১২ ॥

আকাশে দেবগণ

গাহিছে অপ্সরাগণ অতি মনোহর

তবুও শঙ্কর-দেব ধ্যানেতে তৎপর

যে পুরুষ আপনি গো আপনার প্রভু

কোনো বিঘ্ন টলাইতে নারে তারে কভু ॥

মদন। মহাদেব না জানি কোথায় বসে ধ্যান করছেন। প্রিয়ে, একবার চার দিক ভালো করে খুঁজে দেখোদিকি।

দুজনের অনুসন্ধান

রতি। ঐ দেখো নাথ, ঐ দেখো।

মদন। (সেই দিকে অবলোকন করিয়া) ঐ যে! তাই তো!

দেবদারু-বেদী পরে ব্যাঘ্রচর্মাবৃত,

পূর্বকায় ঋজু স্থির— বীরাসন-ধৃত।

রতি। নত দুই স্কন্ধদেশ, পাতা করতল,
অঙ্ক-মাঝে আহা যেন ফুল্ল শতদল।

মদন। জড়ানো জটা-কলাপে ভুজঙ্গ-বন্ধন,
অক্ষমালা দুই ফের কানেতে বেষ্টন,

রতি। গ্রন্থি-যুত কৃষ্ণাজিন পরিধান গায়,
হয়েছে বিশেষ নীল কণ্ঠের প্রভায়।

মদন। এসো প্রিয়ে, তবে ঐখানে যাওয়া যাক।

রতি। না নাথ, অত কাছে গিয়ে কাজ নাই।

মদন। ওখানে না গেলে ইন্দ্রের কার্য আমরা কি করে সিদ্ধ করব? চলো প্রিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহাদেবের সমাধি-স্থান

লতামণ্ডপে দেবদারু বেদীর উপর মহাদেব ধ্যানমগ্ন

লতামণ্ডপের দ্বারদেশে হেম-বেত্র-হস্তে নন্দী দণ্ডায়মান

দুপ্‌দাপ্‌ ও লম্ফঝম্ফ করিতে করিতে ভূতগণের প্রবেশ

নন্দী। (মুখে তর্জনী স্থাপনপূর্বক ভূতগণকে ইঙ্গিত-আদেশ)

ভূতগণ। (নন্দীকে দেখিবামাত্রই ভয়ে জড়সড় ও চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান)

আকাশে দেবগণ

হেরো—

লতা-গৃহ-দ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম-করে হেম-বেত্র করিয়া ধারণ,
মুখেতে তর্জনী রাখি, ইঙ্গিত আভাসে
'চপলতা ছাড়্‌' বলি ভূতগণে শাসে।

নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত দ্বিরেফ,
নীরব বিহঙ্গ, শান্ত মৃগ-পদক্ষেপ।
নন্দীর আদেশমাত্রে সমস্ত কানন,
চিত্র-সম রহে স্থির যেথা-যে-যেমন।

ভূতগণ। (অবসর বুঝিয়া নন্দীর চক্ষু এড়াইয়া একে একে পলায়ন ও বাহিরে গিয়া কোলাহল)

নন্দী। (হেমবেত্র উদ্যত করিয়া শাসনার্থে সরোষে প্রস্থান)

পা টিপিয়া টিপিয়া মদন ও রতির প্রবেশ

মদন। (মহাদেবকে দর্শন করিয়া ভক্তি-বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও হস্ত হইতে ধনুর্বাণ স্খলিত)

রতি। (মদনের বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাড়াতাড়ি মদনের পার্শ্বে আগমন)

আকাশে দেবগণ

মনেরও অধৃষ্য যেই দেব মহেশ্বর,
অদূর হইতে তাঁরে করিয়া দর্শন,
ভয়ে মদনের হস্ত কাঁপি থরোথর,
ধনুর্বাণ পড়ে খসি— না জানে কখন॥

মদন। হেরো প্রিয়ে,
স্তিমিত নয়ন-তারা কিঞ্চিৎ প্রকাশ,
ভুরুদ্বয়ে বিকারের নাহিক আভাস,
পলক নাহিক নেত্রে, নাহিক স্পন্দন,
অধোদৃষ্টে নাসিকাগ্র করেন দর্শন,
প্রাণ আদি অন্তর্বায়ু হয়েছে নিরোধ,
অবৃষ্টি জলদ-ঘটা যেন হয় বোধ।
নিস্তরঙ্গ সুগভীর সাগরের সম,
নিবাত-নিষ্কম্প-শিখা প্রদীপটি যেন।
নব দ্বার রোধ করি সমাধির বলে
মনেরে স্থাপন করি হৃদি-মধ্যস্থলে

আত্মদর্শী ঋষিগণ অবিনাশী পুরুষ বলি জানেন যাঁহারে
পরম-আত্মারে সেই শঙ্কর দেখেন নিজ আত্মার মাঝারে।

ভৈরব। ঝাঁপতাল

মদন ও রতি। নমো নমো মহাদেব, নমঃ শিব-শঙ্কর,
নমঃ কৈলাসপতি, নমঃ চন্দ্রশেখর।
নমোনম ঈশান, নমো বৃষবাহন,
নমো ভোলানাথ, নমো দিগম্বর।
নমো ব্যোমকেশ, নম আশুতোষ,
নমঃ ত্রিলোচন নমো মহেশ।
নমোনমঃ পশুপতি, নমোনমো মহাযতি
নমঃ শূলপাণি নমো যোগীশ্বর ॥ ১৩ ॥

দুইজন বনদেবী সমভিব্যাহারে পার্বতীর প্রবেশ

মদন ও রতি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ)

খাম্বাজ। কাওয়ালি

সখীদ্বয়। শিব শঙ্কর বোম্‌-বোম্‌ ভোলা
ত্রিশূল করে গলে রুণ্ড-মালা।
শির শোভে জটা-জুট জালে,
আবৃত বর-তনু বাঘ-ছালে,
নব ইন্দু ভালে করে দিক আলা ॥ ১৪ ॥

কেদারা। ঝাঁপতাল

মদন ও রতি। কে গো নিরুপমা বামা অমল-বরণী
সাগর-সঙ্গমে যেন কনক-তরণী!
আননে স্বরগ-প্রভা, বসনে বসন্ত-শোভা,
চরণ-পরশে যেন কৃতার্থ ধরণী।
কুসুম-সৌরভ অঙ্গে, ভাসে অনিল-তরঙ্গে,
সঞ্চারিণী লতা যেন নব পল্লবিনী।
পুন তবে ধরি বাণ, করি এবে সন্ধান,
নিশ্চয় যোগীর ধ্যান ভাঙিব এখনি ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ে! এইবার আমার মনে বিলক্ষণ ভরসা হচ্ছে, এইবার নিশ্চয়ই কার্য সিদ্ধ হবে। এসো, আমরা সম্মোহন বাণ প্রস্তুত করি।

দুইজনে পুষ্পাদি দিয়া সম্মোহন বাণ প্রস্তুতকরণ

মিশ্র। কাওয়ালি

১ বনদেবী। এসো সখি এসো হেথা
তোমা হেরি হরষিত তরুলতা।

২। জুঁথি জাতি সেউতি, মল্লিকা মালতী
হেরো, পদে আনতা।

পার্বতী। বিল্বপত্র বলো কোথা?
সেথা মোরে লয়ে চলো বন-দেবতা।

১। জানি জানি পার্বতী, মহেশের প্রিয় অতি,
—ধরো সেই পাতা॥ ১৬॥

পুষ্পচয়ন

আকাশে দেবগণ

কন্দর্পের বীর্য ছিল নিভ-নিভ প্রায়,
উদ্দীপিত হল এবে রূপের ছটায়।
বসন্ত-কুসুম যত ভূষণ উমার,
অশোক মল্লিকা জুঁথি কত পুষ্প আর।
স্তনভারে চারু তনু ঈষৎ নমিত,
তরুণ অরুণ রাগে বসন রঞ্জিত।
পর্যাপ্ত-কুসুম-ভারে কিঞ্চিৎ আনতা,
আহা যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।

মহাদেব। (ধ্যান-ধারণায় ক্ষান্ত হইয়া আসন শিথিলীকরণ)

আকাশে দেবগণ

হেরো—

শঙ্কর পরম-জ্যোতি পরম-আত্মায়
নিরখি হলেন ক্ষান্ত ধ্যান-ধারণায়।
ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ু করিয়া মোচন
শিথিলিলা অঙ্কবদ্ধ দৃঢ় যোগাসন॥

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। (পার্বতীকে দেখিয়া) এই যে আমার মা জননী এসেছেন! (প্রণাম)

নন্দী। (পরে মহাদেবের পদতলে প্রণাম করিয়া) ভগবন্! সেবা-শুশ্রূষার জন্য উমাদেবী এসেছেন।

মহাদেব। (ভ্রূক্ষেপ-ইঙ্গিতে আসিবার অনুমতি প্রদান)

সখীদ্বয়। (মহাদেবকে প্রণাম করিয়া সপল্লব হিম-সিক্ত পুষ্পরাশি মহাদেবের চরণে অর্পণ)

উমা। (প্রণামকরণ ও কর্ণিকার-ফুল অলক হইতে স্খলিত হইয়া পতন)

মহাদেব। ভদ্রে! অনন্যভাজন পতিলাভ করো।

নেপথ্যে দেবগণ

আশিসিলা মহাদেব যথার্থ আশিস।
উচ্চারিত হয় যবে ঈশ্বরের বাণী,
কভু বিপরীত অর্থ না হয় ঘটনা॥

মদন। প্রিয়ে—

তাম্ররুচি করে হেরো গিরিরাজ-বালা
এনেছেন মন্দাকিনী পদ্মবীজ-মালা
ভানুর কিরণে শুষ্ক— শিবেরে সঁপিতে।
আদরে যেমন হর যাবেন লইতে
অমনি আমি গো এই সম্মোহন বাণ
শরাসনে জুড়িয়া করিব সন্ধান।

উমা। (পদ্মবীজ-মালা মহাদেবকে প্রদান)

মহাদেব। (সাদরে গ্রহণ ও উমার প্রতি দৃষ্টিপাত)

উমা। (চোখোচোখি হইবামাত্র লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া)

মদন। হেরো প্রিয়ে!

চন্দ্রোদয়ারম্ভে যথা জলধির জল,
হয়েছে হরের মন ঈষৎ চঞ্চল,
চন্দ্রাননা-উমাপানে তাই গো মহেশ
সমগ্র ত্রিনেত্র তাঁর করিলা নিবেশ।

রতি। উমাও মনের ভাব পারিছে না রাখিতে গো ঢাকি,
তনুটি কদম্ব-সম পুলকিত— লজ্জানত আঁখি॥

মহাদেব। (চঞ্চল-চিত্ত হইয়া চারি দিকে নিরীক্ষণ)

মদন। এইবার তবে—

ধনুকে সম্মোহন বাণ সংযোজন

আকাশে দেবগণ

মহাবলী মহাদেব অন্য কেহ নয়,
মুহূর্তে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ নিগ্রহ করিয়া
বিকৃতির কারণ কি জানিবার তরে
করিছেন নেত্রপাত দিগ্‌দিগন্তরে।

[পার্বতী ও বনদেবীদ্বয়ের প্রস্থান

সহসা গগন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঘোর অন্ধকার

নন্দী। অকস্মাৎ এ কি হল!

মল্লার। কাওয়ালি

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল, কি হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভয়-বিহ্বলা।

মদন। (বাণ সন্ধান করিতে গিয়া স্খলিত হইয়া পতন) একি হল! ফুলগুলি যে আবার ঝরে গেল! প্রিয়ে, এইগুলি বাণে আবার লাগিয়ে দেও।

দুইজনে বাণ-রচনা

মহাদেব। (সরোষে চারি দিকে দৃষ্টিপাত)

মদন। (বাণ সন্ধান ও মারিতে উদ্যত)

আকাশে দেবগণ

দেখো দেখো কামদেব ধনুখানি করি চক্রাকার,
(দক্ষিণ অপাঙ্গে লগ্ন কর-মুষ্টি— স্কন্ধ নত আর)
আকুঞ্চিয়া বাম-পদ করে অবস্থান,
উদ্যত হইয়া আছে প্রহারিতে বাণ।

মহাদেব। (সরোষে চারি দিকে দৃষ্টিপাত)

নন্দী। চমকে চমকে সহসা দিক উজলি,
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিছে বিজুলি,
থরোথর চরাচর, পলকে ঝলকিয়ে
ঘোর তিমির ছায় গগন-মেদিনী।
গুরু গুরু নীরদ গরজনে
স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে। (মেঘগর্জন)

মহাদেব। (মদনকে দেখিতে পাইয়া রোষ-প্রজ্বলিত লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত)

নন্দী। সহসা উঠিল জাগি প্রচণ্ড প্রভঞ্জন,
ধাইল বাজ ॥ ১৭ ॥

বিদ্যুৎ বিকাশ ও বজ্রপাত

মহাদেব। (সেই একই সময়ে ত্রিশূল উন্মুখ করিয়া)

নিপাত ! !

মদন। (মহাদেবের ত্রিনেত্র-নিঃসৃত বিদ্যুচ্ছটায় মদনের দেহ ভস্মীভূত)

রতি। হা নাথ ! (মূর্ছিতা)

মহাদেব। (শিঙা বাদন ও ভীষণ প্রলয়-ঝড়ের আবির্ভাব)

ভূতগণের প্রবেশ

খাম্বাজ। একতালা

ভূতগণ। (লম্ফঝম্ফ-সহকারে)
পঞ্চ বদনে বোম্‌বোবোম্ শিঙা ঘোর বাজে।
ব্রহ্ম-অণ্ড যেন দ্বিখণ্ড, ঘটে-বা প্রলয়-কাণ্ড,
অগণ্য কবন্ধ-মুণ্ড লুণ্ঠে কণ্ঠ-মাঝে।
ঘোর অন্ধকার রাত, তাহে প্রচণ্ড বজ্রনাদ,
ভূত-নাথ ভূত-সাথ ঊর্ধ্ব হাতে নাচে ॥ ১৮ ॥

[মহাদেবের সহিত ভূতগণের প্রস্থান

আকাশে দেবগণ

লচ্ছাসার। চপকতাল

শিব শিব শম্ভো শম্ভো, মহাদেব মহাদেব !
রোষ প্রভো সংহর সংহর !
ত্রিভুবন কম্পমান, করো ত্রাণ, করো ত্রাণ, করো ত্রাণ।
গেল গেল গেল সব চরাচর,
রোষ প্রভো সংহর শঙ্কর ॥ ১৯ ॥

যবনিকা পতন

সংযোজন

পুনর্বসন্ত

'মানময়ী' নাটকের পরিবর্ধিত রূপ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নন্দন-কাননের সন্নিকট

নারদের প্রবেশ

জয় নারায়ণ বিঘ্ন বিনাশন।
জয় মুরারি কেশব বামন॥
জয় জগন্নাথ কংসনিপাতন।
জয় মধুসূদন গদা-ধারণ॥
জয় গোবিন্দ কৃষ্ণ রমেশ।
জয় গোপাল জয় হৃষীকেশ॥
জয় মুকুন্দ জয় যজ্ঞেশ।
জয় বাসুদেব যশোদানন্দন॥

বাসব নৃত্যগীত-আমোদেই দিবানিশি মগ্ন— বিধাতা তাঁর প্রতি যে গুরুতর কার্যভার দিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁর বিলক্ষণ শৈথিল্য ও অবহেলা দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীতে বৃষ্টির অভাবে ঘোরতর হাহাকার উঠেছে, দুর্ভিক্ষে অনাহারে কোটি কোটি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে— আবার স্থানে স্থানে এই সময় ভীষণ মহামারী উপস্থিত— তবু বাসবের তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি নিজ সুখেই উন্মত্ত। তাঁর এই সুখে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত দেওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মা তাই আমার' প্রতি এই কার্যের ভার দিয়াছেন। সেদিন দেবরাজের সভায় উর্বশী নৃত্য করছেন, হঠাৎ তাঁর অঙ্গ হতে একটি রত্ন স্খলিত হয়ে পড়ল। দেবরাজ যে সময়ে উর্বশীর পদতলে অবনত হয়ে রত্নটি অনুসন্ধান করছিলেন, সেই সময়ে আমি শচীদেবীকে ডেকে এনে, কোনো কথা না বলে কেবল ঐ দৃশ্যটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেম। তিনি দেখবামাত্রই মুখ ভার করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। সেই অবধিই তিনি দুর্জয় অভিমানভরে বসে আছেন। আর দেবরাজ হা-হুতাশ করে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করছেন। মদন বসন্তও এই শোচনীয় ব্যাপার দেখে নন্দন-কানন ত্যাগ করে আর কোথায় গিয়ে কুসুম-সুরাপানে মত্ত হয়ে আছেন। নন্দন-কাননের তো এই অবস্থা! এখন এই অবস্থা কিয়ৎকাল স্থায়ী হলে বাসব বিলাস-লীলায় বিরক্ত হয়ে আবার স্বীয় কর্তব্যকার্যে মন দিলেও দিতে পারেন।

এ কি মধুর মদির-রস-রাশি
আজি শূন্যতলে চলে ভাসি।
ঝরে চন্দ্র-করে এ কি হাসি,
ফুল গন্ধ লুটে গগনে।
এ কি প্রাণ-ভরা অনুরাগে
আজি বিশ্বজগতজন জাগে।
আজি নিখিল নীল গগনে
সুখ-পরশ কোথা হতে লাগে।
সুখে শিহরে সকল বন-রাজি
উঠে মোহন বাঁশরি বাজি।
হের পূর্ণ বিকশিত আজি
মম অন্তর সুন্দর স্বপনে।

বসন্ত ও মদনের আবির্ভাব

মদন। সখা, এ সময়ে ডাকাডাকি করে আমাদের সুখ-নিদ্রা কে ভঙ্গ করলে?

বসন্ত। বাস্তবিক সখা, আমরা কুসুম-সুরা পান করে কেমন সুখ-স্বপ্নে মগ্ন ছিলাম! ও! এই যে! বনদেবতারা এইখানে। এঁরাই বুঝি তবে ডাকছিলেন।

বনদেবগণ। সব গুণী মিলে গাও রে গাও রে সবে
এই বিলাস-অলস সরস বসন্তে
অদূরে বাঁশরি মধুর বাজে
ধরে তান বিহঙ্গ সবে কত ললিত গলিত স্বরে।
দেখ পিককুল আকুল কুঞ্জে কুঞ্জে
কুহু-কুহু মুহু-মুহু কুহরে, পাপিয়া ঝঙ্কারে।
ধীরে ধীরে সমীর বিহরে
সব বন মোদিত চূত-মুকুল-বাসে
তরুবর পল্লব মর্মরে হরষে
থল-থল করে শশী সরসে
মলয়ের মধুময় পরশে

মন খুলে গাও রে গাও রে।

বসন্ত। এই যে রতিদেবী এই দিকে আসছেন।

[বনদেবগণের প্রস্থান

মদন। তাই তো! তবে দেখছি নন্দনকাননে আমাদের আবার ডাক পড়েছে। নইলে এখানে রতি আসবেন কেন?

রতির প্রবেশ

রতি। (মদনের প্রতি)

ছিলে কোথা বল, কত কি যে হল, রাখ কি সন্ধান?

হায় হায় আহা!

মান-দায়ে যায় যায় বাসবের প্রাণ

এখানে কি কর তুমি ফুলশর

তারে গিয়ে কর ত্রাণ।

[রতির প্রস্থান

মদন। (বসন্তের প্রতি)

চলো চলো, চলো চলো, চলো তবে মধু-ঋতু,

চলো যাই কাজ সাধিতে নন্দন-কাননে।

বসন্ত। চলো চলো, চলো চলো, চলো চলো ফুল-ধনু,

চলো যাই কাজ সাধিতে নন্দন-কাননে।

এমন এমন ফুল দিব আনি,

পরশিবে মানিনী হৃদয়ে হানি।

মদন। মরমে মরমে রমণী অমনি

থাকিবে গো দহিতে।

উভয়ে। চলো চলো, চলো চলো, চলো তবে দুইজনে

চলো যাই কাজ সাধিতে নন্দন-কাননে।

[মদন-বসন্তের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নন্দন-কানন

সখীগণের প্রবেশ

সখীগণ। আজি কোয়েলা কুহু বোলে

গগনে গগনে গীত উথলে

উদিল ফাগুন দিন, চল লো সজনি সব কুঞ্জে

আয় অলি মিলিজুলি

ফুলগুলি তুলি তুলি

দিব ঢালি মদন চরণতলে।

দেখল ফুটল বিমল শতদল ঢল ঢল

টলমল জল-হিল্লোলে।

বহত সমীর অধীর সর-সর তর-তর

নাচত খেলত ফুলে ফুলে।

আয় তবে সহচরি রুনুঝুনু রুনুঝুনু

বসন্ত জয়ধ্বজা তুলে

নাচই গাও, গাও লো জয় জয় ঋতুপতি

সব সখী মিলে।

তারা। ভাই যামিনি, শচীদেবীকে এখানেও তো দেখতে পাচ্ছি নি।

যামিনী। কি জানি ভাই, সে দিন নারদ ঠাকুর এসে তাঁকে কি যে বললেন, সেই অবধি তিনি সতত বিষণ্ণ, কেবলি নির্জনে থাকতে ভালোবাসেন; বোধ হয়, দেবরাজের উপর অভিমান করেছেন।

রোহিণী। ঐ যে, দেবী এই দিকেই আসছেন।

শচীর প্রবেশ

সখীগণ। কোথা ছিলি সজনি লো

মোরা যে তোরি তরে এসেছি কাননে,

এসো সখি কেন হেথা বসি বিজনে

আঁখি ভরিয়ে হেরি হাসি মুখানি।

সাজাব সখীরে সাধ মিটায়ে
ঢাকিব তনুখানি কুসুমেরি ভূষণে
গগনে হাসিবে বিধু, গাহিব মৃদু মৃদু
কাটাব প্রমোদে চাঁদিনী যামিনী।

শচী। সেই তো বসন্ত ফিরে এল,
হৃদয়ের বসন্ত কোথায় সই রে!
সব মরুময় মলয় অনিল এসে কেঁদে শেষে
ফিরে চলে যায় হায় রে!
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে ঝরে গেল,
আশালতা শুকাল
পাখীগুলি দিকে দিকে চলে যায়,
শুকানো পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃত-কায়
প্রাণ করে হায় হায় হায় রে।

সখীগণ। বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান করে থাকা আজ কি সাজে।
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে চল চল কুঞ্জমাঝে।
আজ কোকিলে গাহিছে কুহু মুহু মুহু,
কাননে ঐ বাঁশী বাজে।
আজ মধুরে মিশাবি মধু পরান-বঁধু,
চাঁদের আলো ঐ বিরাজে।

১ সখী। আয় লো আয় লো, আয় লো সই লো,
কুসুম কুঞ্জে আয় লো আয়।

২ সখী। ফুটেছে গোলাপ চম্পা উঠেছে দখিন বায়।

শচী। যা যা তোরা যা, আমি তো যাব না সই
আঁধারে একেলা বসে রই (সই),

১ সখী। ছি ছি সজনি, যায় যায় রজনী

শচী। যায় যাক, যায় যাক
তোরা মাত প্রমোদে সই
একেলা আঁধারে বসে রই।

২ সখী। ছি ছি আঃ ছি, ওকি কথা রঙ্গিনী বল
সুখ-তরঙ্গে সজনি সঙ্গে রঙ্গে প্রাণ ঢালো।

শচী। তোরা যা চলে, আমি বিরলে
মরমে মরম— জ্বালা স'ব
(ওলো সখি) মরমে মরম জ্বালা স'ব।

৩ সখী। ওকি কথা সখি, দেখ দেখি,
ফুলে ফুলে বন উঠেছে হাসিয়া
হাসিছে তারা, হাসিছে চন্দ্র,
হাসিছে সারা ধরণী রে।

সখীগণ। ওকি কথা বল সখি ছি ছি,
ও কথা মনে এনো না
আজি এ সুখের দিনে জগত হাসিছে
হেরলো দশ দিশি হরষে ভাসিছে
আজি ও ম্লান মুখ প্রাণে সহে যে না
সুখের দিনে সখি কেন এ ভাবনা।

মদন বসন্তের প্রবেশ

বসন্ত। সখীরা এত বোঝাচ্ছে তবু দেখ কিছুই ফল হচ্ছে না। সখা, তুমি এইবার বাণ সন্ধান করো, তা হলেই কার্য সিদ্ধি হবে।

মদন। না সখা, এখনও সময় হয় নি। সদ্যোজাত মান আর একটু থিতিয়ে আসুক। চলো এখন যাই, অবসর বুঝে একটু পরে আসব।

[মদন ও বসন্তের প্রস্থান

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ম্লান মুখ কেন বল প্রিয়ে বল,
নাহি আর হাসি সবেতে উদাসী, আঁখি ছল ছল।
কি দুখে দুখী তুমি, কি অভাব আছে শুনি,
আমি ভেবে মরি, না জানি কি হল।

শচী। (অভিমানভরে মুখ ফিরাইয়া সখীদের প্রতি)
হা সখি, ও আদরে আরো বাড়ে মনোব্যথা,
ভালো যদি নাহি বাসে,

কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা।

মিছে প্রণয়ের হাসি

বোলো তারে ভালো নাহি বাসি,

চাই নে মিছে আদর তাহার, ভালোবাসা চাই নে

বোলো বোলো সজনি লো তারে

আর যেন সে লো আসে নাকো হেথা।

ইন্দ্র। এ প্রেমে সন্দেহ কোরো না কোরো না।

ও পাপ কথা মনে এনো না এনো না।

তব মন সুন্দরি, অতি সরল

না জানি কে তাহে ঢালিল গরল,

কি করেছি অপরাধ বল লো বল,

নির্দোষে দোষী কভু কোরো না ললনা।

শচী। আর সখি, ও কথায় ভুলি না ভুলি না,

ও কথা মিছে যেন বলে না বলে না।

নিজ চোখে যাহা দেখেছি ঘটনা,

না করি তা প্রত্যয় কেমনে বল না

কোনো কথা আমি আর শুনিতে চাহি না,

কেন আর মিছে তবে করে গো ছলনা।

[শচী ও সখীগণের প্রস্থান

ইন্দ্র। এ যে দুর্জয় মান, কিসে হয় অবসান।

কি করি, কোথায় যাই, কে বলে সন্ধান।

হেন মম লয়ে মনে, ত্যজি রাজ্য-সিংহাসনে,

ভ্রমি একা বনে বনে, করি তপোধ্যান।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। (ইন্দ্রের প্রতি) সখা, এখনও বিষণ্ণ— ব্যাপারখানা কি খুলে বল দেখি?

ইন্দ্র। সে কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর, আর তো সহ্য হয় না—

ঘ্যানোর ঘ্যানোর ঘ্যানোর ঘ্যানোর,

সেই সে কাঁদুনি কি কব সখা?

কথায় কথায় অভিমান তারি সাধ্য কি গো সে মন রাখা।
সারারাত হা-হুতাশ, ফোঁশ্ ফোঁশ্ বহে শ্বাস,
আমি করি এ পাশ ও পাশ, চোখে নাইকো ঘুমের দেখা।
ঘাট হয়েছে আর না, কেঁদে বাঁচি ছেড়ে দে না,
সুধা ভ্রমে গরল রাশি আর যেন কেউ খায় না।
সাধ করে গলে ফাঁস, চির কারাগারে বাস,
হয়ে পরের ক্রীতদাস পদানত হয়ে থাকা।

চন্দ্র। সখা, সাধিতে সাধাতে কত সুখ,
তাহা বুঝিলে না তুমি, মনে রয়ে গেল দুখ।
অভিমান-আঁখি জল, নয়নে ছল ছল,
মুছাতে লাগে ভালো কত।
তাহা বুঝিলে না তুমি, মনে রয়ে গেল দুখ।
চোখের জলে হাসির রেখা, যখন তা যায় দেখা,
সে হাসি কি মধুমাখা, কি বলিব হায়।
সাধলে মান দূর হয়, মেঘ-অন্তে চন্দ্রোদয়,
আহা সে কি মধুময়, তাহে ভরে ওঠে বুক।
দারা সুখের পারাবার, কে বলে সে কারাগার,
সুধার আধার, জুড়াবার স্থান।
গরল ভেবে সুধারসে, যে না খায় এসে,
পস্তাতে হয় সখা শেষে—
চলো গিয়ে তোষো তারে, আর কোরো নাকো চুক।

[ইন্দ্র ও চন্দ্রের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

নন্দন-কানন

সখীগণসহ শচীর প্রবেশ
শচীর নিরালায় বিষণ্ণভাবে অবস্থান
পরে মদনের প্রবেশ

সখীগণ। তোমার মদন বন্দি চরণ, সুধাই মোরা সবাই মিলে
আজ কেন হে এমন বেশে হেথায় এসে উদয় হলে।
কাহারে হানিতে শর, হেথায় এসে বিরাজ কর,
কাহার চিতে আগুন দিতে আচম্বিতে হেথায় এলে

মদন। (শচীর প্রতি)
শুনলেম নাকি নিদারুণ মানে মানিনী হয়েছ সই,
সন্ন্যাসিনী-সাজে আজি হয়েছ লো মদন-জয়ী।
ভাঙব তোমার মান সখি, হানব ফুলবাণ,
হোক না যতই কঠিন পাষাণ প্রাণ —
ফুলের ঘায়ে ভেঙে দেব সই।
ছাড়তে হবে বাকল ধনি, বাঁধতে হবে কেশ,
সাধতে হবে নাথের ধরি পায়,
নহিলে মদন আমি নই।

শচী। যা যা রে অনঙ্গ দূরে দূরে যা,
তোর রঙ্গভঙ্গে অঙ্গ জ্বলিছে, হৃদি-মন চুর চুর হা !

মদন। থাক্ লো থাক্ লো ধনি রাখ্ লো যোগিনী-ভান,
ফুল-শরে দেখব ওরে কোথায় থাকে মানের মান।

শরাঘাত

শচী। (অধীরভাবে সখীগণের প্রতি)
সজনি লো বল, একি হোলো হোলো,
এ কি জ্বালা বল এ কি।
পিউ পিউ কুহু থাকিয়া থাকিয়া
কূজিছে যতই কোয়েলা পাপিয়া,

উঠিছে হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,

কেমনে এ মানে বাঁধিয়া রাখি।

মলয়ের বায় শিহরিছে কায়,

পরান আকুল ফুল-শর-ঘায়,

শরমেতে সারা হতেছি লো হায়,

কেমনে এ মুখ দেখাব সখি!

সখীগণ। কেমনে এখন মানের ভরে থাকবি আরো সই,

এত করে করলি পণ, কোথা গেল তা এখন,

সেই তো সজনী শেষে মদন হল জয়ী।

মদন ও বসন্তের প্রবেশ

বসন্ত। (শচীকে দেখিতে পাইয়া মদনের প্রতি)

আ মরি আ মরি হোলো কি হায়,

হা সজনি যায় যে যায়।

কাঁপিছে অধীর কায়, ঘন ঘন শ্বাস বহিছে তায়,

ছি রতিপতি, এই কি কাজ, সজনীরে বুঝি

বধিলে আজ,

তোমারি কুসুম-ঘায়।

মদন। তুমিও তো সখা ফ্যালা না যাও

ফুঁ দিয়ে আগুন দ্বিগুণ জ্বালাও, দূষিছ কেন আমায়।

বসন্ত। কাজ তো হে সখা করেছ সাফ

এখন একটু ছাড়িয়ে হাঁপ

কষ্ট নষ্ট কর সুরায়।

কানন-প্রান্তে উভয়ের উপবেশন

[শচী ও সখীগণের প্রস্থা

মদন। বেশ বেশ বেশ ভাই, মদে তবে মাতি আয়,

মদে তবে মাতি আয়, মদে তবে মাতি আয়।

মদ্যপান

বসন্ত। ঢালো ঢালো সুধা বকুলের সুধা

কমলের সুধা মিশাও তায়?

মদন। বস্ বস্ বস্, আরো সুধারস
মিশায়ো না সখা ধরি হে পায়।
ঢল ঢল ঢল ঢলিছে শরীর,
ঢুলু ঢুলু ঢুলু ঢুলিছে আঁখি;
ধরো ধরো সখা নিজ দেহ-ভার
বল হে বল হে কেমনে রাখি।
খসিয়ে পড়িছে ফুল-বেশ মোর,
ফুল-ধনু খসে পড়িল ঐ,
ধরো ধরো সখা— নাহিক শকতি
আর যে একটি কথাও কই।

বসন্ত। এ কি হল! সখা যে একেবারে চৈতন্যরহিত। মদন! মদন! ওঠো না সখা— কিছুতেই যে ওঠাতে পাচ্ছি নে। রতিদেবী এলে না-জানি কি বলবেন। আমিই দেখছি শেষকালে দোষের ভাগী হব। মদন! মদন! মদন! সখা! না, ওঠাতে পারলেম না। এখন কি করা যায়? যাই দেখি, নারদ ঋষি কোথায় আছেন। তাঁর অনেক ফন্দি আছে। দেখি তিনি যদি জাগাবার কোনো উপায় বলে দিতে পারেন।

[বসন্তের প্রস্থান

হরিনাম গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ

নারদ। এখনো বাসবের সম্পূর্ণ চেতনা হয় নি। এখনো তাঁর তেমন কাজের উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি নে। যতক্ষণ না ঐরাবতকে প্রস্তুত করতে বলেন, ততক্ষণ আর বিশ্বাস নেই! এখনো দুজনের বিচ্ছেদটা একটু জাগিয়ে রাখতে হবে। শুনলেম নাকি রতিদেবী মদনকে ডেকে এনে তাঁদের মিলন ঘটাবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু এখনো সেটা হতে দেওয়া হবে না। এ কি! মদন যে এইখানে সুরাপানে হতচৈতন্য। তা ভালোই হয়েছে।

বসন্তের প্রবেশ

বসন্ত। মহর্ষে! আপনি এইখানে আছেন? আমি আপনাকে সমস্ত কাননময় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

নারদ। কেন প্রয়োজনটা কি?

বসন্ত। মহর্ষে, আমি বড়ো বিপদেই পড়েছি। আমরা দুই সখায় মিলে এইখানে বসে একটু পুষ্পসুরা পান কচ্ছিলেম, তা—

নারদ। যা দেখছি, তা তো বড়ো একটু বলে বোধ হচ্ছে না।

বসন্ত। মহর্ষে, ওর দশাই ওই, সখা আমার একটুতেই বিহ্বল হয়ে পড়েন।

নারদ। এখন তোমার প্রার্থনাটা কি বলো দেখি।

বসন্ত। প্রার্থনা এমন কিছু নয়, কি করে সখার চেতন হয়, তার উপায় যদি একটা বলে দিতে পারেন —

নারদ। আচ্ছা আমি ভেবে দেখছি। (স্বগত) একটা বেশ উপায় মনে হয়েছে। বসন্ত মদনের বাণ নিয়ে মদনকেই মারুক-না। তা হলে মদন জেগে উঠবে বটে, কিন্তু অন্যের উপর ওর বাণের আর বড় প্রভাব থাকবে না। আর পূর্বেও যদি শচীকে বাণের দ্বারা আহত করে থাকে, তবে তারও ফল কতকটা নষ্ট হবে। (প্রকাশ্যে) আমার কাছে এসো, জাগিয়ে দেবার উপায় একটা স্থির করেছি শোনো।

[কানে কানে বলিয়া নারদের প্রস্থান

বসন্ত। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! তাই ভালো আমি মনে করেছিলাম, কি না জানি বলবেন— হাঃ হাঃ হাঃ— নারদ যা বললেন, এ তো বেশ সহজ উপায় —আশ্চর্য, আমার এ কথা আগে মনে আসে নি। মদন ভায়া বিশ্বের লোককে মজিয়ে বেড়াচ্ছেন অথচ নিজে বেশ অক্ষত—রতিদেবীকে নিয়েই চির-তুষ্ট— দেখি ওর মন আর কারো পানে আকৃষ্ট হয় কি না— মদন এখন মদ্যপানে বিহ্বল, এইবার ওর বাণ নিয়ে ওকেই মারা যাক—

শচীর প্রবেশ ও কাননের এক প্রান্তে উপবেশন ও মালা গাঁথন

বসন্ত। শচীদেবী এই দিকেই আসছেন। বাণে আহত হলে শচীদেবীর প্রতি ওঁর নিশ্চয়ই অনুরাগ জন্মাবে, তা হলে রতিদেবী কি করেন, মজাটা দেখা যাবে।

আজ ভাঙব সকল জারি-জুরি মদন হে তোমার,
ফুল-শর— বিষধর— আজ দেখব কতই খরধার।
তুমি তো হে জলে স্থলে,
ঢং করে হে কতই ছলে মজাও সকলে—
তার যতই যাতন, মকর-কেতন,
আজ বুঝবে হে জ্বালাটি তার।

থাক থাক অঘোর হয়ে,
তোমারি পঞ্চবাণ লয়ে, তোমার হৃদয়ে
আজ হানব এ বাণ, কুসুম-বাণ,
দেখব কেমন পাও হে পার।

বসন্ত মদনের বাণ অপহরণ করিয়া মদনের প্রতি সন্ধান

মদন। (বাণে আহত হইয়া শচীর প্রতি)
আজ লো প্রেয়সী প্রেমেরি তরঙ্গে
রঙ্গে কুঞ্জে পোহাইব দুজনে,
ঐ যে পাপিয়া দিগন্ত ছাপিয়া
পিউ পিউ রবে ডাকিছে সঘনে।
জীবন যৌবন এ সুখ-বসন্তে দেখিস লো রূপসী
বিফলে না যায়,
প্রাণ তো প্রাণ নয়, প্রেম যদি না রয়,
প্রাণে প্রেম ঢালি আয় লো যতনে।

[বসন্তের প্রস্থান

শচী। মদন! তুমি উন্মত্ত হয়ে কাকে কি বলছ? আমি তো রতি নই।

মদন। (চটক ভাঙিয়া) তাই তো! তাই তো! কাকে বলছি (প্রকাশ্যে) দেবি! মার্জনা করবেন—আমার ভ্রম হয়েছিল। (স্বগত) এ কি! আমার তো এরকম ভুল কথনো হয় না।

রতির প্রবেশ

রতি। (মদনের প্রতি)
ধিক্ ধিক্, এ কি তোমার সাজে,
কি জন্য রত আজি জঘন্য কাজে।
মাতিলে মাতাতে গিয়ে ছি ছি মরি লাজে!

মদন। (জোড়হস্তে) জান তো তোমারি আমি—

রতি। ঢের ঢের জানি, ঢের ঢের জানি,
বোকো না বোকো না মিছে— যাও যাও রূপসীর কাছে—
যাও যাও প্রেয়সীর কাছে—
যাও যাও রূপসীর কাছে

মদন। কেন ফিরে অকারণে দাও গঞ্জনা,

কি দোষ তা বলো না, তোমা বই জানি না।

তোমার ঐ মুখ-শশী হৃদি-মাঝে

জাগে দিবা-নিশি, তা কি জান না।

জাগরণে তোমাতে থাকি,

স্বপনে তোমারি ছবি আঁকি,

কি বলিব নাহি আর বাণী

আর সহে না সহে না মরম-যাতনা।

[রতির প্রস্থান ও মদনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন

শচী। (স্বগত) সে দৃশ্য মনে হলে এখনো আমার হৃৎকম্প হয়। ধিক্, অমন কপট শঠের মুখ আর আমি দেখব না।

সখীগণের পুনঃপ্রবেশ

শচী। সজনি লো বলো কেন কেন এ পোড়া প্রাণ গেল না—

সহে না যাতনা, সহে না যাতনা।

কি করি কি করি সখি, আর যে লো পারি না।

সখীগণ। সখি, আমরা এখনি গিয়ে দেবরাজকে ডেকে আনছি, তুমি আর দুঃখ কোরো না।

শচী। না লো সখি ডেকো না লো তায়,

বিজনে এ বনে তোরা মোরে রেখে যা।

এই এ আঁধার-ঘোরে প্রাণ ভরে

দে সখি কাঁদিতে মোরে,

সখা যে আসিয়ে ঘৃণা-হাসি হাসিয়ে

দেখিবেন আমারে প্রাণে তা সহিবে না।

সখীগণ। (চুপি চুপি) চলো সখি, আমরা মদনকে আবার পাঠিয়ে দিই গে।

[সখীগণের প্রস্থান

মদন ও বসন্তের প্রবেশ

বসন্ত। সখা, এইবার সন্ধান করো।

মদন। (সন্ধান করিয়া) এইবার অব্যর্থ সন্ধান।

শর মোচন

শচী। (শিহরিয়া) এ কি! সহসা একি পরিবর্তন! আঃ, বাঁচলেম, মনের ভারটা যেন একেবারে নেবে গেল। না, আমার সন্দেহ সমস্তই অমূলক। মদন যখন আমাকে রতি ভেবে আমার পদতলে এসে বসেছিলেন, তখন তা দেখে ইন্দ্রের মনেও তো সন্দেহ হতে পারত, না, এ সব সন্দেহ ভুল-ভ্রান্তি থেকেই উৎপন্ন হয়। যাই, মহর্ষি নারদকে এ বিষয়ে ভালো করে জিজ্ঞাসা করে আসি।

[শচীর প্রস্থান

নারদের প্রবেশ

নারদ। ইন্দ্র এইবার ঐরাবতকে সজ্জিত করতে বলেছেন, শীঘ্রই জলধারা বর্ষণ করবার জন্ম পার্থিব গগনে যাত্রা করবেন। আর তবে কোনো সন্দেহ নাই। শচীদেবীকে এখন আর কষ্ট দিয়ে কি ফল? তাঁর ভুলটা এইবার ভাঙিয়ে দেওয়া যাক।

[নারদের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নন্দন-কানন

সখীগণ। ধীরে ধীরে বায়ু বহিতেছে,
রঙ্গে ভঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে,
গুঞ্জিছে গুনু গুনু ভ্রমর ফুলে,
সুন্দর মধুঋতু আইল রে।
চন্দ্র-কিরণে দিক প্লাবিল রে (আজি)
বিশ্ব-জগৎ সুখে ভাসিল রে,
প্রেম হৃদয়-মাঝে জাগিল রে,
সুন্দর মধুঋতু আইল রে।
চুত-মুকুল নব, হেরিয়া পিক সব
ললিত মধুর স্বরে গাইছে রে।
লতিকা তরু তনু-আশ্লিষ্টা,

বিহঙ্গী প্রিয়-রব আকুষ্টা,
বিশ্ব আজি যেন, স্বপ্নে নিমগন
আপন প্রিয়জনে ভাবিছে রে।
চারি দিকে শোভা নব,
প্রকৃতির উৎসব
সুন্দর মধুঋতু আইল রে।

শচীর প্রবেশ

শচী। পুষ্প কত প্রস্ফুটিত আজি অন্তরে
পরানে বসন্ত এল কার মন্তরে।
মুঞ্জরিল শুষ্ক শাখী
কুহরিল মৌন পাখি
বহিল আনন্দ-ধারা মরু প্রান্তরে।

শচী। দে লো সখি দে পরাইয়ে গলে সাধের
বকুল-ফুল-হার।
আধ ফোটা যুঁইগুলি, যতনে আনিয়ে তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে কবরী
ভরিয়ে ফুল-ভার
তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল, কপোলে
পড়িছে বারে বার।

সখীগণ। আজি এত শোভা কেন
আনন্দে বিবশা হেন
বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে
সখি তোরা দেখে যা দেখে যা
তরুণ তনু এত রূপ-রাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর!

সখীগণ। এত ফুল কে ফুটালে (কাননে)
লতায় পাতায় এত হাসি-তরঙ্গ মরি কে উঠালে
সজনীর মিলন হবে ফুলেরা শুনেছে সবে,

সে কথা কে রটালে।

শচী। কোয়েলিয়া মাতোয়ারা আনন্দে
মন্দ মন্দ মলয় বহে অন্ধ ফুল-গন্ধে।
ভ্রমরা গুঞ্জরে মুঞ্জরে কুঞ্জে চূত-মঞ্জরী কি সুন্দর
কোথা গো নাথ এ সুখ-বসন্তে।

সখীগণ। সেই তো সই পস্তাতে হল, দেশ কেন হাসালে
প্রাণ-দায়ে মান ভাসালে।
মানময়ী মান শিখেছ কোথা,
খেতে হল শেষে মানেরি মাথা
কেমন কেমন এখন কেমন হায় রে
হায় রে হায় রে হায়—
কুহু কুহু করি দুয়ো দুয়ো দিচ্ছে
কোকিল রসালে।

শচী। রেখে দে সখি রেখে দে ও-সব রঙ্গ তামাশা,
অসময়ে কভু ভালো নাহি লাগে উপহাসময় ভাষা।

যামিনী। তবে আমরা সখি এখন চললেম। উষা-সখীর আসবার সময় হয়েছে। এখন তাঁর পালা, এখন থেকে তিনিই তোমার কাছে থাকবেন।

[সখীগণের প্রস্থান

শচী। কই এল কই এল, সে আর কই এল
ঐ দেখ পূর্ব-গগনে তরুণ-অরুণ-কিরণ ছায়
বিহঙ্গম কুঞ্জে কুঞ্জে গায়, চলো সখী চলো।
একে একে সব তারা নিভিল, ম্লান-শশী অস্তে গেল
কই সে এল, কই সে এল, সাধের মালা শুকালো শুকালো।

সখীগণের পুনঃপ্রবেশ

শচী। যামিনী, তোমরা যে আবার?

যামিনী। ঐরাবতের গর্জন শুনছ না সখি? তার কৃষ্ণবর্ণ ছায়ায় গগন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, উষা-সখী ভয়ে কোথায় লুকিয়েছেন, তাই আমরা আবার এলেম।

সখীগণ। দেখো, ঐ কে এসেছে, চাও সখী চাও।

আকুল পরান ওর আঁখি-হিল্লোলে নাচাও।
তৃষিত নয়নে চাহে মুখপানে
হাসি সুধাদানে বাঁচাও।

[শচী ও সখীগণের প্রস্থান

ইন্দ্র ও চন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। এখনো কি উনি অভিমানভরে আছেন? না জানি আমার অদৃষ্টে আবার কি আছে।

চন্দ্র। না সখা, আর কোনো ভয় নাই। ঐ দেখো— এই দিকেই আসছেন। এখানে আমার থাকাটা ভালো হচ্ছে না, আমি চললুম।

[চন্দ্রের প্রস্থান

ইন্দ্র। সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে
রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে
রিনিরিনি ঝিমীরে।
বিকচ নীপ-কুঞ্জে, নিবিড় তিমির পুঞ্জে
কুন্তল-ফুল-গন্ধ আসে অন্তর-মন্দিরে
উন্মদ সমীরে।
শঙ্কিত চিত কম্পিত হিয়া, অঞ্চল উড়ে চঞ্চল
পুষ্পিত তৃণ-বীথি, ঝঙ্কৃত বন-গীতি
কোমল পদপল্লবতল চুম্বিত ধরণীরে
নিকুঞ্জ কুটীরে।

শচীর প্রবেশ

ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসো
মধুর হাসিয়ে ভালোবেসো
হৃদয়-কাননে ফুল ফুটাও
আধ-নয়নে প্রিয়ে চাও চাও
পরান কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসো।

শচী। বিরহ-রজনী হল অন্ত, এসো এসো কান্ত মম প্রিয়তম,
নয়ন-রঞ্জন প্রাণ-জুড়ান-ধন, আজি কি আনন্দ!
মল্লিকা মালতী যূথী বেলা, সুরভি কুসুমে গেঁথেছি মালা

আজি তব কণ্ঠে দিব পরাইয়া, হৃদিমাঝে জাগিল নবীন বসন্ত।

ইন্দ্র। আহা জাগি পোহাল বিভাবরী
(অতি) ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী।
ম্লান প্রদীপ উষানিল চঞ্চল
পাণ্ডুর শশধর গত অস্তাচল
মুছ আঁখিজল, চলো সখী চলো
অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি।
আইল প্রভাত নিরাময় নির্মল
শান্ত সমীরে কোমল পরিমল
নির্জন বনতল শিশির-সুশীতল
পুলকাকুল তরুবল্লরী।
বিরহ-কাননে ফেলি মলিন মালিকা
এসো নিজ ভবনে এসো গো বালিকা
গাঁথি লহো অঞ্চলে নব শেফালিকা
অলকে নবীন ফুল-মঞ্জরী।

বৈতালিকের প্রবেশ

বৈতালিক। আইল শুভ্র উষা নভ-মাঝে
যাও কাজে দেবরাজ হে।
যাও ইন্দ্র তুমি তৃষিত মরত-ভূমি
যাও আরোহি গজরাজে।
করিয়া বরিষন দাও গো জীবন,
শুষ্ক বৃক্ষ-লতা জল বিনা যে।
জাগিল ত্রিভুবন, ঐ শোনো ঐ শোনো
দেব-দুন্দুভি মৃদু বাজে॥

ইন্দ্র। প্রিয়ে, ঐ শোনো, দেব-বৈতালিকেরা আমাকে উদ্বোধিত করছেন। আর আমার থাকা হয় না।

শচী। তুমি যেও না এখনি, এখনো আছে রজনী
পথ বিজন, তিমির সঘন,
কানন কণ্টক-তরু-গহন, আঁধারা ধরণী।

বড়ো সাধে জালিনু দীপ, গাঁথিনু মালা

চিরদিনে বঁধু পাইনু হে তব দরশন।

আজি যাব অকূলের পারে

ভাসাব প্রেম-পারাবারে জীবন-তরণী।

তুমি যেও না এখনি।

সখীগণের প্রবেশ

ইন্দ্র। হৃদয়ের মণি, আদরিণী মোর,

আয় লো কাছে আয়,

চির সোহাগিনী অভিমানী ধনি,

আয় লো কাছে আয়।

মিশাবি জোছনা-হাসি রাশি রাশি

মৃদু মধু জোছনায়, আয় লো আয়।

মলয় কপোল চুমে ঢলিয়া পড়েছে ঘুমে;

নয়নে, আননে, ভুলিয়া ভ্রমর ধায়;

তটিনী-তরঙ্গগুলি চরণে লুটিতে চায়।

শচী। সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার।

ইন্দ্র। তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।

সখীগণ। নীল অম্বর অঙ্গে তড়িত

অঞ্চলে খেলে রঙ্গে জড়িত

মঞ্জুল মৃদু সঙ্গীত কত গুঞ্জরে চারিধার।

ঝলকিছে কত ইন্দু-কিরণ, উথলিছে ফুল গন্ধ

অপ্সরাগণ-চরণ-ভঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।

ইন্দ্র। তুমি মর্মের চিরবন্ধন, তোমা ছাড়া প্রাণ করে ক্রন্দন।

শচী। লহো হৃদয়ের ফুলচন্দন বন্দন উপহার।

ইন্দ্র। প্রিয়ে! আজ আমার কী সুখের দিন। তোমরা সকলে মিলে আজ মন খুলে নৃত্য-গীত করো।

সখীগণ। আয় লো, আয় লো, আয় লো, আয় লো,

মিলে সব সজনী

বাসরে পোহাব আজি কি সুখের রজনী।

ভাসিব সুখ-তরঙ্গে মাতিয়ে প্রমোদ-রঙ্গে,
হাসিব সখীর সঙ্গে দিব সুখে হুলুধ্বনি ॥

ইন্দ্র। প্রিয়ে! সখীদের সঙ্গে তুমিও নৃত্যগীতে যোগ দাও-না, তা হলে আমি বুঝবো তোমার মন থেকে সব কষ্ট দূর হয়েছে।

শচী। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা আন্, সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান্।
আর কি গো ভাবনা আর কি গো যাতনা
রাখিব প্রমোদে ভরি দিবানিশি মন প্রাণ।
আন্ তবে বীণা আন্, সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান্।
ঢালো ঢালো শশধর ঢালো ঢালো জোছনা
সমীরণ বহে যা রে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি।
উলসিত তটিনী গাও গো তুমিও
কুলু কুলু কলতানে খুলে হৃদি-মন প্রাণ।

ইন্দ্র। প্রিয়ে! তুমি শ্রান্ত হয়েছ, এসো আমার কাছে এসে বোসো; একটু পরেই আমায় পার্থিব গগনে যাত্রা করতে হবে। এখন যতটুকু তোমার সংসর্গে থাকতে পাই ততটুকুই আমার পরম লাভ।

সখীগণ। মধুর মিলন।
হাসিতে মিশেছে হাসি নয়নে নয়ন ॥
মর মর মৃদুবাণী মর মর মরমে
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে।
নয়নে স্বপন ॥

বনদেবতা প্রভৃতি সকলের প্রবেশ

সকলে। আজ আঁখি জুড়াল হেরিয়ে (আহা)
মনোমোহন মিলন-মাধুরী, যুগল মুরতি।
ফুলগন্ধে পাগল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্র-করে
তারি মাঝে মনোমোহন মিলন-মাধুরী যুগল মুরতি
আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে

পুলকে পূরিল নন্দনকানন, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন
চিরদিন হেরিব হে মনোমোহন মিলন-মাধুরী
যুগল মুরতি।

সখীগণ। আয় লো, আয় লো, আয় লো, আয় লো,
মিলে সবে সজনি
বাসুরে পোহাব আজি কি সুখের রজনী।
ভাসিয়ে সুখ-তরঙ্গে মাতিয়ে প্রমোদ-রঙ্গে
হাসিব সখীর সঙ্গে, দেব সুখে হুলুধ্বনি ॥

যবনিকা পতন

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌলিক নাট্যগ্রন্থাবলির প্রথম প্রকাশকাল নীচে সংকলন করে দেওয়া গেল। তারিখগুলি বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তকতালিকা থেকে সংগৃহীত :

কিঞ্চিৎ জলযোগ . ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২

পুরুবিক্রম নাটক : ৯ জুলাই ১৮৭৪

সরোজিনী বা চিতোর-আক্রমণ নাটক : ৩০ নভেম্বর ১৮৭৫

এমন কর্ম্ম আর ক'রব না : ৭ জুলাই ১৮৭৭ (পরে 'অলীকবাবু' নামে প্রকাশিত : ১৩ এপ্রিল ১৯০০)

অশ্রুমতী নাটক : ৪ নবেম্বর ১৮৭৯

মানময়ী : ১৮৮০ (পরিবর্ধিত আকারে 'পুনর্বসন্ত' নামে প্রকাশিত : ১৪ মার্চ ১৮৯৯)

স্বপ্নময়ী নাটক : ২৪ মার্চ ১৮৮২

হিতে বিপরীত : ৭ মে ১৮৯৬

বসন্ত-লীলা : ২৯ মার্চ ১৯০০

ধ্যান-ভঙ্গ : ১৫ এপ্রিল ১৯০০

সমকালীন নাটকের তিনটি শ্রেণীতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের স্বাক্ষর মুদ্রিত করেছিলেন। তিনি নাট্যরচনা শুরু করেছিলেন প্রহসন দিয়ে। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' ছাড়া তাঁর প্রহসন-নাটক 'এমন কর্ম্ম আর ক'রব না' (পরে 'অলীকবাবু') ও 'হিতে বিপরীত'। লিখেছিলেন বীররসাত্মক ও জাতীয়ভাবোদ্দীপক ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক : 'পুরুবিক্রম' 'সরোজিনী' 'অশ্রুমতী' 'স্বপ্নময়ী'। এবং গীতিনাট্য : 'মানময়ী' 'পুনর্বসন্ত' 'বসন্ত-লীলা' 'ধ্যান-ভঙ্গ'। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যূন সংগীতসাধক, অনেকগুলি গীতযন্ত্রে সিদ্ধহস্ত, দেশি-বিদেশি সুরের সমান অধিকারী। শুধু পারদর্শিতামাত্র নয়, সুর-রচনাতেও তাঁর বিশেষ প্রতিভা ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— 'সঙ্গীতে তাঁহার বিশিষ্ট স্থান— বাংলা গানে নূতন রীতিতে সুর-সংযোজনা।'[১] 'সংগীতকে নাট্যকার্যে নিযুক্ত করা'র[২] ক্ষেত্রে তাঁর সেই প্রতিভা সম্যক্ স্ফূর্তি লাভ করেছিল।

১ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৮, পৃ. ৪৩

২ জীবনস্মৃতি : 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সূত্রে

পরবর্তী সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসি সংস্কৃত ও ইংরেজি থেকে নাট্যানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 'বাংলা সাহিত্যে যাঁহারা অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থান পুরোভাগে ইহা জোর করিয়া বলা যায়।'[১]

'অদ্ভুত নাট্য'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনা একখানি প্রহসন: 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'। তাঁর বালকবয়সের একটি নাট্যরচনাপ্রচেষ্টায় তাঁর এই প্রহসন-প্রবণতার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়।

তাঁর বাল্যস্মৃতির বিবরণে প্রকাশ— 'একদিন কথা হইল, আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন "সংবাদ প্রভাকর" হইতে কতকগুলি মজার মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া একটা "অদ্ভুত নাট্য" খাড়া করিয়া, তাহাতে সুর বসাইয়া ও-বাড়ীর বৈঠকখানায় মহাউৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে একটা গান ছিল—

ও কথা আর ব'লো না, আর ব'লো না,
বল্‌ছো, বঁধু, কিসের ঝোঁকে—
ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে,
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে !

হাঃ হাঃ হাঃ— এই জায়গাটাতে সুর হাসির অনুকরণে রচনা করিয়া দিয়াছিলাম।'[২]

হাসির ধ্বন্যাত্মক অংশটুকু বাদ দিয়ে পংক্তি-কটি আসলে 'বোধেন্দুবিকাশ' নাটকের প্রস্তাবনায় নটীর গানের প্রথম দুই কলি। মনে হয়, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত ঐ 'বোধেন্দুবিকাশ' (১৮৬৩) নাটকটিকে তাঁরা কয়েকজন বালক নাট্যোৎসাহী মিলে ছেঁটে-কেটে অভিনয়োপযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। স্মরণীয়, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঠাকুরবাড়িতে সুপরিচিত ছিলেন।

১ অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ১৫১

২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ৭১-৭২

নাট্যবিষয়টুকু বাদ দিয়ে, 'Extravaganza' নামক বিদেশী নাট্যকল্পটি এবং 'অদ্ভুতনাট্য' নামে তার পরিভাষাটি বাংলা-নাট্যসাহিত্যে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবদান।

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে এই নাট্যপ্রচেষ্টাটিকে 'Burlesque' এবং 'কৌতুকনাট্য' নামে পরিচয় দিয়েছেন। 'বার্লেস্ক' ও 'এক্সট্রাভাগাঞ্জা'র ভেদ আসলে এত সূক্ষ্ম তফাতে বিভাজ্য যে সাধারণ প্রয়োগে ও-দুটি সমার্থক হিসেবেই বিবেচ্য হবার যোগ্য। রচনাটি তাঁর 'বড়দাদা'র লেখা বলেও রবীন্দ্রনাথ পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানিয়েছেন— 'শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিকথায় এই "অদ্ভুতনাট্য" বড়-দাদার নামে আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু বড়দাদা [শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর] এই শাস্তিহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।'[১]

'অদ্ভুতনাট্যে'র এই কৌতুকপ্রধান সরসতাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উত্তর-কালের প্রহসনগুলির স্বভাব, বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে মনে হয়।

জোড়াসাঁকো অবৈতনিক নাট্যসমাজ ১৮৬৬

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভবনে তাঁর মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথের অংশে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা স্থাপিত হয়। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন— সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নাটকাভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবল আগ্রহ ছিল। তাঁর একখানি চিঠিতে প্রকাশ, গোপাল উড়ের যাত্রা শুনে বাড়িতে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংকল্প তাঁদের মনে জাগে। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ১৪ জুলাই ১৮৬৭ তারিখে আমেদাবাদ থেকে লেখা ঐ পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ—

> ...The origin of the Jorasanko Theatre is now hidden in the deep folds of rusty antiquity !! ...It was Gopal Ooriah's Jatra that suggested us the idea of projecting a theatre. It was Gangooly [Saradaprasad], you and I that proposed it ;...

---

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ৭২

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সঙ্গীত-চর্চাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। নাটক অভিনয় করিবার দিকেও তাঁহার প্রবল ঝোঁক ছিল। অভিনয়ে তাঁহার গুণুদাদারও যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া বাড়িতেই একটি নাটকীয় দলের সৃষ্টি করিলেন। অভিনয়, তাহার আয়োজন, অভিনয়োপযোগী নাটক নির্বাচন প্রভৃতি কার্যের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল। সমিতির গৃহ হইল তাঁহাদেরই ও-বাড়িতে! সমিতির নাম হইল Committee of Five। কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিবাবু, অক্ষয়বাবু (চৌধুরী) এবং জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই পাঁচজনে এই নাট্যসমিতির সভ্য হইলেন।'[১]

জোড়াসাঁকোর নাট্যশালায় মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হয়েছিল। এই অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যথাক্রমে কৃষ্ণকুমারীর মাতা অহল্যা দেবী এবং সার্জেনের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

অতঃপর তখনকার যশস্বী নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়ে বহু-বিবাহ-বিষয়ক একখানি নাটক—'নবনাটক'—লিখিয়ে নেওয়া হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'সাত আট মাস ধরিয়া দিনে রিহার্সাল ও রাতে কনসার্টের মহলা চলিবার পর ১৮৬৭ সনের ৫ই জানুয়ারি মহাসমারোহে 'নবনাটক' প্রথম অভিনীত হইল। বহু দর্শকের অনুরোধে নাটকখানি ঠাকুর-বাড়ীতে উপর্যুপরি নয়বার অভিনীত হইয়াছিল।

''নব-নাটকে'র অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কনসার্টে হার্মোনিয়ম বাজাইয়াছিলেন এবং নটীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নটী-বেশে তিনি সংস্কৃতে রচিত একটি বসন্তবর্ণনার গান গাহিতেন।'[২]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঘরোয়া'য় এ বিষয়ে স্মরণ করেছেন—'নট সেজেছিলেন ছোটপিসেমশায়, নীলকমল মুখোপাধ্যায়। নটী জ্যোতি-কাকামশায়। তখনকার থিয়েটারে নট-নটী ছাড়া চলত না।…

'…যার কাছেই সব বর্ণনা শুনেছি থিয়েটারের। তিনি বলতেন, সে যে

---

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৬-১৯

২ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৮, পৃ. ৯

কী সুন্দর নট-নটী হয়েছিল, নট-নটী দেখলেই লোকের চিত্তির হয়ে যেত, কে বলবে যে নটী মেয়ে নয়।

'নটী আসল মুক্তোর মালা হীরের গয়না পরেছিলেন।...

'জ্যোতিকাকা ছিলেন পরমসুন্দর পুরুষ। নটী সাজবেন, সকাল থেকে বাড়ির মেয়েরা বিনুনি করছে, চুল আঁচড়ে দিচ্ছে গোলাপ তেল দিয়ে, বাড়ির পিসিমারাই সাজিয়ে দিয়েছিলেন ভিতর থেকে।'[১]

উল্লেখযোগ্য, 'নবনাটক' অভিনয়ের পাঁচ বৎসর পরে তেইশ বৎসর বয়স্ক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রণয়ন করেন।

কিঞ্চিৎ জলযোগ

'কিঞ্চিৎ জলযোগ!' প্রহসনখানি রচনার প্রাথমিক প্রেরণা হল সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া, নব্যতন্ত্রী ব্রাহ্মপন্থায় কোনো কোনো বিষয়ে— যেমন স্ত্রী-স্বাধীনতা, বর্ণভেদ-অস্বীকার বা খ্রীষ্টীয় উপাসনাপদ্ধতির অনুসরণ-ব্যাপারে—কিঞ্চিৎ অতিপ্রগতি বা উগ্রতা দেখা দিয়েছিল, তাকেই কটাক্ষ করে এটি লেখা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে এ বিষয়ে স্মরণ করেছেন— 'এ সময়ে আমি কিন্তু পুরাতনপন্থী ছিলাম, তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলাম। প্রহসনখানি প্রকাশিত হইবার পর, প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম Indian Mirrorএ আমার উপর কিছু-না-কিছু আক্রমণ থাকিতই। আক্রমণকারীদের মতে বইখানি অশ্লীল বিবেচিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে এ পুস্তকে আমার নাম ছিল না, তবুও কি-করিয়া যেন আমার নাম প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সমস্ত আক্রমণ আমার নামেই হইত। নব্যপন্থীদলে এই বই লইয়া খুব একটা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল।'[২]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কথিত আক্রমণকারীদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন-প্রতিষ্ঠিত

---

১ ঘরোয়া (১৯৬২), পৃ. ৭৬-৭৭। 'নবনাটক' অভিনয় এবং জোড়াসাঁকো নাট্যশালার সম্বন্ধে বিস্তৃততর বিবরণের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (১৩৫২), পৃ ৫৯-৬৩ এবং 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (১৩২৬) পৃ. ১০৩-১১৩ দ্রষ্টব্য।

২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৩৭

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকাও ছিল। 'ধর্মতত্ত্বে' বলা হয়েছিল—'আমরা শুনিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলাম 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামক একখানি নাটক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে, ভারতাশ্রম, ব্রহ্মমন্দির প্রচারকগণকে বিলক্ষণ গালি দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মিকাগণকেও ইহার মধ্যে আনিয়া গ্রন্থকর্তা যথোচিত আপনার নীচতা ও বিকৃত স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এ কথা শুনিয়া অবাক হইলাম যে, উক্ত গ্রন্থকর্তা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্যের পুত্র। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। অবশেষে ব্রাহ্মসমাজের কপালে এই কি হইল? যে পরিবার এক সময়ে ইহার এত অনুগত ছিল এবং যাহা ব্রাহ্মধর্ম-প্রসাদে এত সৌভাগ্য, পবিত্রতা ও শান্তিলাভ করিল, তাহা হইতে কি ব্রাহ্মমণ্ডলীর উপরে এমন ভয়ানক কলঙ্ক আরোপিত হইতে পারে?'

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এই নাট্যরচনাকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কিন্তু শুধুই নিন্দা নয়, এই রচনার জন্য উল্লেখযোগ্য প্রশংসাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জুটেছিল। সমকালীন 'ক্রীশ্চান হেরাল্ড' কাগজে প্রশংসা বেরিয়েছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছিলেন— 'Its tendency is far from immoral'। স্বনামধন্য তারকনাথ পালিত এর প্রশংসা করেছিলেন। 'আবার ইহার মধ্যেই National Theatreএ এই বইখানির অভিনয়ও হইয়া গিয়াছিল।' সর্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং 'বঙ্গদর্শন' পত্রে এর এক দীর্ঘ 'প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা' করেছিলেন।[১]

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—'ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারা যায় যে ইহাতে কদর্য-ভাবজনক কথা কিছুই নাই। এমত কোনো কথা নাই যে তাহাতে পাঠকের বা দর্শকের মন কলুষিত হইতে পারে।'

আরো লিখেছিলেন—'অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক মাত্র; এ প্রহসন প্রহসন মাত্র, কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাস্যের প্রাচুর্য না থাকুক, নিতান্ত অভাব নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। সেই সঙ্গে যদি কোনো শ্রেণীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে তথাপি নিন্দনীয় নহে, কেননা,

১ বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯

ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না। যাহা ব্যঙ্গের যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ প্রযুজ্য; তাহাতে অনিষ্ট নাই, ইষ্ট আছে। ...এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর; ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, কেননা অন্যান্য বাঙ্গালা প্রহসনে প্রায় তাহা অসহ্য কষ্টকর।'

কিন্তু এই অভিনন্দন সত্ত্বেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই প্রহসনখানির আর পুনর্মুদ্রণ করেন নি। বরং লিখেছেন—'ইহার কিছুদিন পরে মেজদাদা [সত্যেন্দ্রনাথ] বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অবরোধ-প্রথার বিরোধী নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। ইহারই কিছুদিন পূর্বে স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করিয়া আমি 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' লিখিয়াছিলাম বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। সেইজন্য 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র দ্বিতীয় সংস্করণ আর আমি ছাপাই নাই।'[১]

'কিঞ্চিৎ জলযোগ' সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এবং জোড়াসাঁকো থিয়েটারে একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয় ২৬ এপ্রিল ১৮৭৩ সালে, রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে।

পুরুবিক্রম

'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসননাট্য, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—'এ প্রহসনের একটি গুণ এই যে তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই।'[২] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত প্রথম নাটক—'পুরুবিক্রম' ১৮৭৪ সনের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।'[৩]

গ্রন্থোৎপত্তির বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে স্মরণ করেছেন—'জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষ্যে একবার গুণুদাদার সঙ্গে আমাকে কটকে যাইতে হইয়াছিল। হিন্দুমেলার পর হইতে, কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত

---

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৩৮

২ বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯

৩ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৮, পৃ. ২২-২৩

হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কটকে থাকিতে থাকিতেই, আমি 'পুরু-বিক্রম' নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।'[১] সুকুমার সেন তাঁর ইতিহাস-গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন— 'জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ীর উদ্যোগে হিন্দুমেলার মধ্য দিয়া যে দেশপ্রিয়তার উৎসাহ জাগিতেছিল, সাহিত্যে তাহার মুখ্য অভিব্যক্তি হইল পুরুবিক্রমে।'[২]

কটক থেকে ফিরে 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' নামক জাতীয়তাবাদী সাহিত্য-সম্মিলনীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য-রচিত নাটক থেকে অংশত পড়ে শোনান। 'ভারত সংস্কারক' পত্রে প্রকাশিত (১২ বৈশাখ ১২৮১) ঐ সম্মিলনীর প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু—

> …পরে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এক অঙ্ক নাটক পাঠ করিলেন, তাহাতে পুরুরাজা যবনশত্রু নিপাত করিবার জন্য সৈন্যদলকে উত্তেজিত করিতেছেন এবং সৈন্যদল তাঁহার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বীরমদে মাতিতেছে।

ঐ পঠিত অংশটি 'পুরুবিক্রম' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কস্থ জাতীয়ভাবোদ্দীপক গদ্য-পদ্যময় সংলাপ।

'পুরুবিক্রমে'র প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক এবং তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের 'মিলে সব ভারত-সন্তান' গানটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত বিখ্যাত স্বদেশীসংগীত, হিন্দু-মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে ('১১ এপ্রিল ১৮৬৮) প্রথম গীত হয়। প্রসঙ্গত, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের পূর্বে এই গানটি ছিল বাঙালির প্রধান জাতীয়সংগীত। বঙ্কিমচন্দ্র এই গান সম্বন্ধে বলেছিলেন— 'এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী-তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক!'[১]

'পুরুবিক্রম' দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৯) রবীন্দ্রনাথের—

১ বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯

> এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
> এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন

গানটিও ব্যবহৃত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেই গানটির প্রথম প্রকাশ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন— 'গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি।'[১] গানটি পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'সঙ্গীত প্রকাশিকা'র এক সংখ্যায় রবীন্দ্ররচনা-রূপেই স্বরলিপিসহ পুনর্মুদ্রিত হয়।

'পুরুবিক্রম' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্যোক্তাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং জানিয়েছেন— 'পুরু-বিক্রম প্রকাশিত হওয়ার পর, একদিন Great National Theatre-এর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা এই নাটকখানির অভিনয় করিবার জন্য আমার অনুমতি লইতে আসিয়াছিলেন।' অমৃতলাল বসুর 'স্মৃতিকথা'য় তার বিস্তারিত সাক্ষ্য আছে—

> গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর আমরা একে একে দীনবন্ধু ও মাইকেল মধুসূদনের নাটক প্রহসনগুলি অভিনয় করিয়াছিলাম। তাহার পর অভিনয়যোগ্য উৎকৃষ্ট নাটক আর খুঁজিয়া পাই নাই— বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের তখন এমনই দুর্দশা। এই সময়ে পুরুবিক্রমের ন্যায় উৎকৃষ্ট নাটক প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। যদিও তখন স্বত্ব-সংরক্ষণের এত কড়াকড়ি ছিল না, ভদ্রতার খাতিরে আমরা কয়েকজন রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য গ্রন্থকারের অনুমতি ভিক্ষা করিতে গেলাম। তিনি সানন্দে অনুমতি প্রদান করিলেন।
>
> ন্যাশনাল থিয়েটারে পুরুবিক্রমের অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল এবং রঙ্গালয়ের দর্শকগণ সুরুচিপূর্ণ নাটকের অভিনয় দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছিলেন।

২২ অগস্ট ১৮৭৪ সনে বেঙ্গল থিয়েটারে ও ৩ অক্টোবর ১৮৭৪ সালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে এবং ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ সালে দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল

---

১ রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়

থিয়েটারে 'পুরুবিক্রম' অভিনীত হয়েছিল। ঐলবিলার ভূমিকায় তখনকার খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত স্বয়ং লেখকের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়ে 'ছাতুবাবুদের বাড়ীর শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুরু সাজিয়াছিলেন। শরৎবাবুর একটি অতি সুন্দর আরব ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি যেমন তেজীয়ান্ তেমনি সায়েস্তাও ছিল। এই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, তিনি উন্মুক্ত অসিহস্তে স্বল্পপরিসর নাট্যমঞ্চের উপর আস্ফালনপূর্বক ঘুরিয়া-ফিরিয়া, সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতেন। ঘোড়াটি কিন্তু এমনই ঠাণ্ডা যে নীচে ফুট-লাইট, চারিদিকে গ্যাসের উজ্জ্বল আলোক, দর্শকগণের ঘনঘন করতালিধ্বনি, যুদ্ধের বাজনা প্রভৃতি এত গোলমালেও কিছুমাত্র ভীত বা চকিত হইত না। এইরূপে এই দৃশ্যে বীররসের অতি চমৎকার অবতারণা করা হইত।'[১]

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'র এই বিবরণ আর-এক জবানি থেকে 'পুরুবিক্রম' নয়, বেঙ্গল থিয়েটারের 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয়ের সূত্রে পাওয়া যায়: 'শরৎবাবু চমৎকার ঘোড়সোয়ার ছিলেন এবং জগৎসিংহের ভূমিকায় তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া রঙ্গমঞ্চে আসিতেন। ইহাতে দর্শকগণ চমৎকৃত হইয়া যাইত। দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়ে 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র সুযশ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।'[২]

'পুরুবিক্রম' রসিকজনের প্রশংসা অর্জন করেছিল। 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রে প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বেরিয়েছিল। 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' রেভারেণ্ড লালবিহারী দে লিখেছিলেন— 'The story is well-told, the descriptions are lively, some of the characters are well-drawn, and the language is simple and idiomatic'। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রে এর সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন[৩]— 'গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়।' কিন্তু সেই সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন— 'লেখক যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতি নীতি বিলক্ষণ জানেন তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়।... এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জিতরুচি মহোদয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৪২-১৪৫

২ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ (১৯৪৭), পৃ. ৭১

গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে, নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গলা নাটকের বর্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্য্যতা থাকিবে না।'[১]

'পুরুবিক্রম শেষে গুজরাটী ভাষাতেও অনূদিত হয়। ইউরোপের বিখ্যাত সমালোচক ও সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শী Sylvain Le'vi সাহেব গুজ্‌রাটী-সাহিত্যের সমালোচনাপ্রসঙ্গে পুরুবিক্রমের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানি যে আমারই বাঙ্গালা পুরুবিক্রমের অনুবাদ তাহা তিনি জানিতেন না।'[২]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'পুরুবিক্রম' উৎসর্গ করেন তাঁর আবাল্যসুহৃদ এবং এই নাটকের প্রথম পাঠক তাঁর খুল্লতাতপুত্র গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

স রো জি নী

'পুরুবিক্রমে'র অল্পদিন পরেই 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' লিখিত হয়েছিল। তাঁর জীবনীকারের মতে—'কটক হইতে কলিকাতা আসিয়া জ্যোতিবাবু "সরোজিনী" রচনা করেন।'

'সরোজিনী' 'উদাসিনী-প্রণেতা সুহৃদ্বরের হস্তে' অর্থাৎ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে উৎসর্গিত হয়েছিল।

১৫ জানুয়ারি ১৮৭৬ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সরোজিনী'র প্রথম অভিনয়। গ্রেট ন্যাশনালে ঐ বছরেই ২২ জানুয়ারি, ২৯ জানুয়ারি, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১১ মার্চ, ১৮ নবেম্বর তারিখেও অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। শহরে-মফস্বলে অন্যত্রও 'সরোজিনী'র অনেকবার অভিনয় হয়েছিল—

> হাওড়ায় একদিন একটা থিয়েটারে সরোজিনীর অভিনয় হয়, জ্যোতিবাবুও তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যে দৃশ্যে বিজয়সিংহ-কর্তৃক সরোজিনীর উদ্ধার সাধিত হয়, সেই দৃশ্যে কিয়ৎক্ষণের জন্য রঙ্গালয় মুখরিত করিয়া, দর্শকগণ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘনঘন চিৎকার করিয়াছিল, "Thanks, thanks to the young author."

বস্তুত, 'শহরে-মফস্বলে—রঙ্গমঞ্চে এবং যাত্রার আসরে—অভিনীত হইয়া

১ বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮১। দ্র° সুশীল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৯৭৩), পৃ. ১৩৫

২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

সরোজিনী নাটক একদা দেশকে মাতাইয়াছিল। আর কোনো বাঙ্গালা নাটক এমন সর্বত্র-সমাদর লাভ করে নাই।'[১] এবং 'বিশেষতঃ সরোজিনী অভিনয়ের পর, বাঙ্গলাদেশে জ্যোতিবাবুর যশের বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল।'

'যাত্রার দলেও সরোজিনী অভিনীত হইতে লাগিল। সরোজিনী-যাত্রা একবার জোড়াসাঁকো বাড়ীতেও হইয়াছিল।' ঐ যাত্রার বিবরণ স্মরণ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর 'ঘরোয়া'য়—

> জ্যোতিকাকামশায়ের 'সরোজিনী' নাটকের যাত্রা হয়েছিল, যাত্রা-ওয়ালারা সেই যাত্রা করে। আমাদের বাড়ির উঠোনে একদিন যাত্রা দেখানো হয়েছিল। আমার মনে আছে, চিতোরের পদ্মিনী আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে—
>
> জল্ জল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
> আগুনে সঁপিবে বিধবা বালা।
>
> আর ভৈরবী যখন দু হাত তুলে খাঁড়া হাতে 'ম্যয় ভুঁখা হুঁ' বলে বের হত তখন আমাদের বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করে উঠত। জ্যোতিকাকামশায়ের সরোজিনী নাটকের পদ্মিনীর অগ্নিপ্রবেশের ছবি আর্ট স্টুডিয়ো থেকে লিথোগ্রাফ প্রিণ্ট্ হয়ে বেরিয়েছিল, ঘরে ঘরে সেই ছবি থাকত।'[২]

'কলিকাতা-আর্ট-স্কুলে'র তদানীন্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বাগচী মহাশয় সরোজিনীর শেষ দৃশ্যের একখানি চিত্র-পর্যন্ত অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সে চিত্রখানি পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্রের সঙ্গে বাজারে বহুদিন যাবৎ বিক্রীত হইয়াছিল।'

'সরোজিনী'র শেষ দৃশ্যের 'জল্ জল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' ইত্যাদি কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ বিষয়ে স্মরণ করেছেন— 'রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়িতে রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। আমি ও রামসর্ব্বস্ব দুইজনে রবির পড়ার ঘরে বসিয়াই, 'সরোজিনীর' প্রুফ্ সংশোধন করিতাম। রামসর্ব্বস্ব খুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবি শুনিতেন, ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া, কোন্ স্থানে

১ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৭০), পৃ. ২৯৫

২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী রানী চন্দ, ঘরোয়া (১৩৬২), পৃ. ৮৩

কি করিলে ভালো হয়, সেই মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের মে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ্ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন— এখানে পদ্যরচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না— কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'জল্ জল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।'[১]

শেষ দৃশ্যের অন্তিম পদ্য-বিবৃতিটি— 'গভীর তিমিরে ঘিরে জল-স্থল সর্ব-চরাচর' লেখকের অন্তরঙ্গ বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা বলে সুকুমার সেন অনুমান করেন।'[২]

'সরোজিনী'র অভিনয় সফলতা সম্বন্ধে অভিনেত্রী বিনোদিনী 'রূপ ও রঙ্গে' প্রকাশিত তাঁর 'আমার অভিনেত্রী জীবন'-নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন— 'সরোজিনী নাটকখানির অভিনয় ভারি জমত। অভিনয় করতে করতে আমরা একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতাম। শুধু আমরা নয়, যাঁরা দেখতেন, সেই দর্শকবৃন্দও আত্মহারা হয়ে যেতেন। একদিনকার ঘটনা উল্লেখ করলেই কথাটা পারিষ্কার হয়ে যাবে। আমি সরোজিনী সাজতাম। সরোজিনীকে বলি দেবার জন্য যূপকাষ্ঠের কাছে আনা হ'ল, রাজমহিষীর সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে রাজা স্বদেশের কল্যাণ কামনায় কন্যার বলিদানের আদেশ দিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রোদন করছেন, উত্তেজিত রণজিৎ সিংহ শীঘ্র কাজ শেষ করবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। কপট ব্রাহ্মণ-বেশধারী ভৈরবাচার্য তরবারি হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাটতে এসেছে, এমন সময়ে

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি
২ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৭০), পৃ. ২৯৫

বিজয়সিংহ যেমন সেখানে ছুটে এসে বললেন, 'সব মিথ্যে, সব মিথ্যে, ভৈরবাচার্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান, সে মুসলমানের চর', অমনই সমস্ত দর্শক একেবারে ক্ষেপে উঠে মার মার কাট কাট করে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জন দুই দর্শক এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁরা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ফুটলাইট ডিঙিয়ে মার মার করতে করতে একেবারে স্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখনই ড্রপ ফেলে দেওয়া হল।'[১]

'সরোজিনী' নাটকে প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদেসের 'ইফিগেনেইয়া হে এন আউলিদি'— 'আউলিস-বন্দরের কুমারী ইফিগেনেইয়া' নাটকের ছায়া আছে। এই তথ্য 'সরোজিনী'র প্রকাশবর্ষেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল।[২]

প্রসঙ্গত, আর-একটি কথা এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একসময়ে বরিশালে স্বদেশী স্টীমার চালানোর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম জাহাজখানির নাম রাখেন 'সরোজিনী', এই 'সরোজিনী' নিয়ে ১৮৮৪ সালের ২৩ মে তারিখে তিনি নতুন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। বিদেশী জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঙালি জাহাজ চালাচ্ছে, সে যুগে এটি ছিল স্বাদেশিকতারই একটি বিশিষ্ট প্রকাশ। বরিশালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে এই কীর্তির জন্য এক সভায় অভিনন্দিত করা হয় এবং তার পর নগরে জাতীয় নগর-সংকীর্তন বের করা হয়।[৩] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আরো চারখানি জাহাজ ছিল, এদের নাম ছিল 'বঙ্গলক্ষ্মী' 'স্বদেশী' 'ভারত' এবং 'লর্ড রিপণ'। কিন্তু তাঁর প্রথম উদ্যোগে যে 'সরোজিনী' জাহাজ নিয়ে তা তাঁর জাতীয়ভাবাপন্ন ও মঞ্চসফল নাটকখানির নামেই যে কেন নামাঙ্কিত, তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

'সরোজিনী'র প্রথম পর্যটন-সমাচার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবরণীতে রক্ষিত আছে— '১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ইংরাজি ২৩ শে মে ১৮৮৪ খৃস্টাব্দ। আজ শুভলগ্নে 'সরোজিনী' বাষ্পীয় পোত তাহার দুই সহচরী লৌহতরী দুই পার্শ্বে

---

১ দ্র° বিনোদিনী দাসী, আমার কথা (১৩৭১), পৃ. ৯৪-৯৫

২ আর্যদর্শন ১২৮২, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ -সম্পাদিত

৩ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৮৫-২০৯

লইয়া বরিশালে তাঁহার কর্মস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিবে। যাত্রীর দল বাড়িল ; কথা ছিল আমরা তিনজনে যাইব— তিনটি বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষমানুষ। সকালে উঠিয়া জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি, পরমপরিহাসনীয়া শ্রীমতী ভ্রাতৃজায়া-ঠাকুরানীর নিকটে ম্লানমুখে বিদায় লইবার জন্য সমস্ত উদ্‌যোগ করিতেছি, এমন সময় শুনা গেল তিনি সসন্তানে আমাদের অনুবর্তিনী হইবেন।'

রবীন্দ্রনাথের এই পর্যটন-সমাচার 'সরোজিনী-প্রয়াণ' 'ভারতী'র ১২৯১ শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[১]

অলীকবাবু (এমন কর্ম আর ক'রব না)

'এমন কর্ম আর ক'রব না' 'বিদ্বজ্জন সমাগমে'র ১৮৭৭ সালের অধিবেশনে প্রথম অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এর নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এটি তাঁর প্রথমবার বিলাত যাত্রার পূর্বেকার ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার 'এমন কর্ম আর ক'রব না' প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়।'

প্রহসনখানি ঠাকুরবাড়িতে এবং সাধারণ মঞ্চেও বহুবার অভিনীত হয়েছে। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী তাঁর স্মৃতিকথায় বিবৃত করেছেন— 'কালানুক্রমে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে বোধ হয় জ্যোতিকাকামশায়ের এমন কর্ম আর ক'রব না (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭) এর পরে আসে। নাটকটির নাম পরে বদলে হয় অলীকবাবু। এটিও অনেকবার অভিনীত হয়েছে। কিন্তু হয়তো স্মৃতির জাদুবশত এর যে অভিনয়টি আমাদের সবচেয়ে সেরা মনে হয় তার পাত্রপাত্রী এ রকম ছিল—

সত্যসিন্ধু	জ্যাঠামশায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ
অলীকবাবু	রবিকাকা
গদাধর	সেজপিসেমশায়
জগদীশ	জগদীশদাদা
হেমাঙ্গিনী	শরৎকুমারী চৌধুরানী
পিসনি	বর্ণপিসিমা

১ দ্র° রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৮৩

'কী স্বাভাবিক অভিনয় করতেন বর্ণপিসিমা! এখনও মনে পড়ে, প্রথম দৃশ্যে তিনি দাসীদের মতো মাটিতে বসে হাঁটু তুলে হাতের উপর মাথা রেখে সকালবেলা বসে আছেন আর বাইরে থেকে গদাধর দরজা ঠেলতেই মাথা তুলে বলে উঠলেন, 'দরজা ঠেলে কে ও? ওমা, গদাধর বাবু যে! বড়মানুষের মোসাহেব, দশটা বাজতে-না-বাজতেই ঘুম ভাঙল?' তার পরের দৃশ্যে অলীকবাবু ও সত্যসিন্ধু স্টেজে ঢুকছেন। ঢুকতে ঢুকতে অলীকবাবু বলছেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়, কামাখ্যাদেশের রাজকন্যা, আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি।' সেই ভাব ও কথা এখনও যেন কানে বাজছে। তার পর বন্ধু সেজে অরুদাদার গান, তারই বা কী কায়দা! আর জ্যোতিকাকার সেই চীনেম্যান সেজে চীনেভাষায় কিচিরমিচির কথা— কাকে ছেড়ে কার কথা বলব! হেমাঙ্গিনী যে হাতে বঁটি ধরে 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর' এইরকম কী একটা খুব নাটকীয় ভাবে বলতেন, সেও একটা মনে রাখবার মত জিনিস।'[১]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নাটকাভিনয়ের আর-একটি বর্ণনা দিয়েছেন— 'একবার ড্রামাটিক ক্লাবে 'অলীকবাবু' অভিনয় হয়। অলীকবাবু জ্যোতি-কাকামশায়ের লেখা, ফরাসী গল্প, মোলেয়ারের একটা নাটক থেকে নেওয়া। সেই ফরাসী গল্প উনি বাংলায় রূপ দিলেন।…কী যে জমেছিল অভিনয় তা কী বলব।'[২]

প্রিয়নাথ সেন 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'অলীকবাবু'র এক উল্লেখযোগ্য সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন (চৈত্র ১৩০৬), তার থেকে অংশত উদ্ধার করা যায়। প্রিয়নাথ সেন লিখেছেন— 'কেবলমাত্র অভিনয়চাতুর্যে মুগ্ধ হইয়া আমি পরিচয়ে অলীকবাবুর অনুরক্ত হইয়া পড়ি নাই। গ্রন্থকারের অট্টহাস্যময়ী রঙ্গিণী কল্পনার উল্লাস-লাঞ্ছিত লাস্যলীলাতরঙ্গে হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছিল। ইহার ভিতর একটি নিতান্ত অভিনবরস উপভোগ করিয়াছিলাম। আমাদের সাহিত্যে ইহা একটি নূতন সামগ্রী। বাঙ্গালায় অনেকগুলি সুন্দর প্রহসন আছে— 'একেই কি বলে সভ্যতা' 'সধবার একাদশী' প্রভৃতির কৌলীন্যগৌরব কে না স্বীকার করে? হালের আমলে বিধবাবিভ্রাট সম্বন্ধে কোনও রূপ

১ ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, রবীন্দ্রস্মৃতি (১৩৬২), পৃ. ৩০-৩১

২ ঘরোয়া, পৃ. ৮৮

মতবিভ্রাট নাই। ইহারও উপাদেয়তা সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু অলীকবাবু ইহাদের সকলগুলি হইতে স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজবিশেষ প্রহসনের লক্ষ্য হইয়া থাকে। সমাজের কোনও কুপ্রথা বা কুরীতি, ব্যক্তিগত চরিত্রের কোনও দোষ বা গুণ অতিরঞ্জিত করিয়া তাহার হাস্যজনক, বিদ্রূপাত্মক বিকাশই প্রহসনের কার্য। আমরা যে কয়েক-খানি প্রহসনের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদেরই ভিতর প্রহসনের এই ধর্ম বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।... কিন্তু সমালোচ্য প্রহসনে এরূপ কোন ব্যঙ্গ বা অপর উদ্দেশ্য নাই। ইহার উদ্দেশ্য কেবল খাঁটি আমোদ। গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার ভিতর একটি সুস্থ, সবল, উজ্জ্বল, বালকসুলভ অট্টহাস্য শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল হাসি— নিছক বিশুদ্ধ হাসি। কল্পনা উদ্ভট হইলেও সুস্থ অবিকৃত বালক-হৃদয়ের কল্পনা। এই আনন্দোচ্ছল, সরল অথচ উদ্ভট কল্পনাতেই গ্রন্থের গৌরব— গ্রন্থকারের প্রতিভা।'

পরিশেষে প্রিয়নাথ মন্তব্য করেছিলেন—'এই অপূর্ব কল্পনা হাস্যরসিকের সৃষ্টি। সাহিত্যে ইহা বিরল। বঙ্গ-সাহিত্যে নাই বলিলেই হয়।... আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, 'অলীকবাবু' যে-কোনো লেখকের প্রতিভাগৌরব বাড়াইতে এবং যে-কোনো সাহিত্যের সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধি বর্ধন করিতে সক্ষম।'[১]

অশ্রুমতী

'অশ্রুমতী' বিলাত-প্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গিত হয়। উৎসর্গলিপিটি নিম্নরূপ—

ভাই রবি,

তুমি অশ্রুমতীকে ছাখবার জন্য উৎসুক হয়ে আছ। এই লও, আমার অশ্রুমতীকে তোমার কাছে পাঠাই। ইংলণ্ড-প্রবাসে, তাকে দেখে, তোমার প্রবাস-দুঃখ যদি ক্ষণকালের জন্যও ঘোচে তা হ'লে আমি সুখী হব।

৯ই শ্রাবণ তোমার
১৮০১ শক দাদা

---

১ প্রিয়নাথ সেনের এই সমালোচনা তাঁর গদ্যগ্রন্থ 'প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি'তে (১৩৪০) সংকলিত আছে, পৃ. ১৩৬-৩৭। এই রচনা সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক উল্লেখের জন্য রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র অষ্টম খণ্ড (১৯৬৩) পৃ. ৯০, পৃ. ২৪৯ এবং পৃ. ৩০৬ দ্রষ্টব্য।

উৎসর্গলিপি থেকে অনুমান হয় এই নাটকের পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ড যাবার আগেই হয়েছিল।

'অশ্রুমতী'র তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কের 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে' পদটি রবীন্দ্রনাথের রচনা। ১৮৭৭ সালের বর্ষাকাল এর রচনাকাল।[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে গানটি ঝিঁঝিট রাগিণীতে গেয়। চতুর্থ অঙ্ক পঞ্চদশ গর্ভাঙ্কে মলিনার গাওয়া 'এখনো এখনো প্রাণ, সে নামে শিহর কেন' গানটির রচয়িতা স্বর্ণকুমারী দেবী। শেষ দৃশ্যের ইটালিয়ান ঝিঁঝিটের গৎ-ভাঙা সুরে স্থাপিত 'প্রেমের কথা আর বোলো না আর বোলো না' গানটির পদকার অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। সুকুমার সেন লিখেছেন— 'আরো দুই একটি গান ইহার বলিয়া অনুমান করি।'[২]

রবীন্দ্রনাথের চিত্তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটকখানি 'গভীর দাগ অঙ্কিত' করেছিল ব'লে সুশীল রায় মনে করেন, তাঁর মতে তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'সতী' কাব্যনাট্যটি। তিনি লিখেছেন[৩]—

> 'অশ্রুমতী নাটকের পিতা মাতা ও পুত্রীর কথোপকথনের অনেকটা প্রতিধ্বনির মতই যেন 'সতী' কাব্যনাট্যের পিতা মাতা ও পুত্রীর কথোপকথন।
>
> 'অশ্রুমতী'তে আছে—
>
> অশ্রু। মা, তুমিও আমাকে ঘৃণা কল্লে— তোমার কোলেও আশ্রয় পেলাম না? হা! মা ভগবতি ভবানি! তুমিও আমাকে পরিত্যাগ করবে? মা, শুনেছি তুমি অগতির গতি— তুমিও কি আমাকে নেবে না? —পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক
>
> 'সতী'তে আছে—
>
> রমাবাঈ॥ পতি! ম্লেচ্ছ, পতি সে তোমার!
> জানিস কাহারে বলে পতি? নষ্টমতি,
> ভ্রষ্টাচার! রমণীর সে যে এক গতি,
> একমাত্র ইষ্টদেব। ম্লেচ্ছ মুসলমান
> ব্রাহ্মণকন্যার পতি! দেবতা সমান!

১ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর ৮-সংখ্যক। দ্র° জীবনস্মৃতি (১৩৬৩), পৃ. ৭৬
২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (১৩৭০), পৃ. ২৯৮
৩ সুশীল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৩৬৩), পৃ. ১০৯-১০

রমাবাঈ ॥ উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে
ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যে মনে
পূজিয়াছি পতি বলে ; মোরে করে ঘৃণা
এমন সতী কে আছে? নহি আমি হীনা
জননী তোমার চেয়ে— হবে মোর গতি
সতীস্বর্গলোকে।

এ উক্তি দুঃসাহসী উক্তি। নায়িকার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এমন কথা বলাতে পেরেছেন। অবিকল এই ধরণের কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিয়েছেন—

অশ্রুমতী। হা! আমার কি হবে? আমি রাজপুতও জানি নে, মুসলমানও জানি নে— আমার হৃদয় যাকে চায়, আমি তাকেই জানি।' —চতুর্থ অঙ্ক, অষ্টম গর্ভাঙ্ক

'সতী' রচিত হয় 'অশ্রুমতী'র প্রায় আঠারো বছর পরে, ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ২০ কার্তিক (১৮৯৭)।

'অশ্রুমতী' নাটকাভিনয়ের এক বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'য় :

এলেন নাট্যজগতে জ্যোতিকাকামশায়। 'অশ্রুমতী' নাটক লিখেছেন; থিয়েটার হবে পাবলিক স্টেজে বাইরের লোক দিয়েই। আমার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়, চাকর কোলে করে নিয়ে বেড়ায়। তখনকার দু-এক বছর কত তফাত, বাড়তির সময় কিনা বয়সের। থিয়েটারে শরৎবাবু সত্যিকার ঘোড়ায় চেপে স্টেজে উঠলেন। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার তখন, একটা হল্লোড় পড়ে গেছে চারি দিকে। নানা রকম গল্পই কানে আসে, চোখে আর দেখতে পাই নে। পড়বারও তখন ক্ষমতা হয় নি যে বইটা পড়ে গল্প শুনব। নানা রকম এটা ওটা কানে আসছে, আর আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে মার কাছে গল্প শুনি, এই রকম সব ব্যাপার হচ্ছে। অশ্রুমতী অভিনয় হল, বাড়ির মেয়েরা কেউ দেখতে পেলেন না। তখন পাবলিক স্টেজে গিয়ে মেয়েরা দেখবে, এ দস্তুর ছিল না। কী করা

যায়। বাবামশায় বললেন, পুরো বেঙ্গল থিয়েটার এক রাতের জন্য ভাড়া নেওয়া হোক। কেবল আমাদের বাড়ির লোকজন থাকবে সেদিন। অ্যাক্‌টাররা ছাড়া বাইরের লোক ,আর-কেউ থাকবে না।…

বসে আছি, ড্রপসিন পড়ল, তাতে আঁকা ইউলিসিসের যুদ্ধযাত্রা। রাজপুত্তুর নৌকোতে চলেছে, জলদেবীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, পিছনে পাহাড়ের সার— গ্রীক-যুদ্ধের একটা কপি। কোনো সাহেবকে দিয়ে আঁকিয়েছিল বোধ হয়, প্রকাণ্ড সেই ছবি। নৌকো থেকে গোলাপ ফুলের মালা ঝুলছে…

সিন উঠল। ভামশা মন্ত্রী ইয়া লম্বা দাড়ি, রাজপুত্তুর, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, তলোয়ারের ঝক্‌মকানি, হাসিকান্না— ডুবে গেছি তাতে।

অভিনয় হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কথা মুখস্ত হয়ে যাচ্ছে। মলিনা সেজেছিল সুকুমারী দত্ত। স্টেজ-নাম ছিল গোলাপী, সে যা গাইত! বুড়ো বয়সেও শুনেছি তার গান, চমৎকার গাইতে পারত। মিষ্টি গলা ছিল তার, অমন বড়ো শোনা যায় না। আর কী অভিনয়, এক হাতে পিদিমটি ধরে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে আসছে, যেন ছবিটি— এখনো চোখে ভাসছে।…

অশ্রুমতীও বেশ ভালো অভিনয় করেছিল। প্রতাপ সিংহের অভিনয়, বাদশার ছেলে সেলিমের অভিনয়, সব যেন সত্যি সত্যিই রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে, অভিনয় বলে মনেই হচ্ছে না। অশ্রুমতীর অগ্নিপ্রবেশ, সেলিমকে বিদায় দিচ্ছে—

প্রেমের কথা আর বোলো না
আর বোলো না,
আর তুলো না, ক্ষমো গো সখা—
ছেড়েছি সব বাসনা—
ভালো থাকো, সুখে থাকো,
আর দেখা দিয়ো না, দেখা দিয়ো না।
নিভানো অনল আর জ্বেলো না।[১]

---

১ এই গ্রন্থের পৃ. ৪১৫-৪১৬ দ্রষ্টব্য ও সংগীতটির পাঠভেদ লক্ষণীয়।

হু হু করে আমার চোখ দিয়ে জল পড়াচ্ছে। অশ্রুমতীর এই গানে সব মাত করে দিলে। এই গানটায় সুর দিয়েছিলেন জ্যোতিকাকা, ইটালিয়ান ঝিঁঝিট। রবিকাকাও কয়েকটা গানে তখন সুর দিয়েছিলেন বোধ হয়। বিলিতি সুরে বাংলা গান, এখন মজা লাগে ভাবতে। কোত্থেকে যে সুর সব জোগাড় করেওছিলেন। এই-সব শুদ্ধ হয়ে দেখছি, অন্য জগতে চলে গেছি। অশ্রুমতী নাটকে না ছিল কী! আর কী রোমান্টিক সব ব্যাপার![১]

'অশ্রুমতী' হিন্দী ও মরাঠী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। রাণা প্রতাপ-সিংহের কন্যাকে সেলিমের অনুরাগী দেখে অবাঙালি পাঠক ও দর্শকেরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এ নিয়ে আলোচনা-প্রত্যালোচনা এবং পত্র-বিনিময়ের একটি বিস্তারিত অধ্যায় আছে।[২] দু-একটি পত্রাংশমাত্র আমরা নীচে উদ্ধৃত করছি।

বড়বাজার লাইব্রেরির অবৈতনিক সম্পাদক পণ্ডিত কেশবপ্রসাদ মিশ্র ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০১ তারিখের পত্রে লেখেন—

> ...Considering the great regard which the Rajputs have for their religion and the spirit of exemplary independence possessed by the great Maharana Pratap Singh, the story of his alleged daughter, Ashrumati's love for the Mahomedan Prince Salim, based upon pure imagination, is a slur cast on the sacred memory of the Maharana, who has been highly revered by the Hindu Society.

৮ অক্টোবর ১৯০১ তারিখের পত্রে 'ভারতমিত্র' পত্রিকার সম্পাদক বালমুকুন্দ গুপ্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিশোধন-সম্মতিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে লেখেন—

> I cannot sufficiently thank you for your desire to amend the wrongs your work the 'Ashrumati' has caused to the Hindus of Rajputana and Upper India.

১ ঘরোয়া, পৃ. ৮০-৮৩

২ মন্মথনাথ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, পৃ. ৭৬-১০১

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বারাণসীস্থ হিন্দী-অনুবাদের প্রকাশক রামকৃষ্ণ বর্মা ২৩ অক্টোবর ১৯০১ তারিখের পত্রে জানান—

> …আপনার রচিত 'অশ্রুমতী' নাটক আমি নিজ খরচে ছাপাইয়াছিলাম, কিন্তু কতিপয় পত্রে উহার কুৎসা রটাইয়া আমাকে বাধিত করিল যে ভবিষ্যতে যেন আর বিক্রয় না করি। তন্নিমিত্ত আমাকে প্রতুল অর্থহানি সহ্য করিতে হইয়াছে।

৩০ নবেম্বর ১৯০৩ তারিখের পত্রে স্বনামধন্য সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে জানান—

> …ব্যাপার এই যে 'রাজস্থান সমাচার' নামক হিন্দী কাগজে এবং সেই সঙ্গে 'বেঙ্কটেশ্বর সমাচার' প্রভৃতি অন্য সকল হিন্দী কাগজে আপনার 'অশ্রুমতী'র কথা ধরিয়া বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন চলিতেছে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে অশ্রুমতীর অনুবাদ হইয়া উহার অভিনয়ও চলিতেছে। এই অভিনয়-কারণ লোকের মনে অনায়াসেই বাঙ্গালী-বিদ্বেষ যেন দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

১৯২০ সালে প্রকাশিত 'অশ্রুমতী'র অষ্টম সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকারের 'কৈফিয়ৎ' প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছিলেন—'যিনি অশ্রুমতী নাটক ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তিনিই জানেন, যাহাতে রাণা প্রতাপ সিংহের শুভ্র যশ কলঙ্কিত না হয়, যাহাতে অশ্রুমতীর বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্কের স্পর্শ মাত্র না থাকে, সে বিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি ও যত্নবান হইয়াছি।'

এই কৈফিয়ত ব্যতীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর কাছে লেখা পত্রগুলির উত্তরেও যথাবিহিত আত্মসমর্থন করেছিলেন। এমন-কি বিভিন্ন জনের নির্বন্ধে উদয়পুরের মহারাণাকেও একখানি পত্র লিখেছিলেন। পত্রের খসড়াটি রক্ষিত আছে। যদিও পত্রটি প্রেরিত হয়েছিল কি না নিশ্চিতভাবে তা জানা যায় না।

মানময়ী

অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'মানময়ী যে কার লেখা তা মনে নেই, কিন্তু গানের সুর জ্যোতিকাকার দেওয়া, ইংরেজি রকমের।'[১]

---

১ ঘরোয়া (১৯৬২), পৃ. ৮৪

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীও জানিয়েছেন, ‘এটি কার রচনা সেকালে আমাদের অনুসন্ধান করবার কোনো প্রবৃত্তি হয় নি, তবে এখন মনে পড়ে রবিকাকা স্বর্ণপিসিমা অনেক সময় মিলেমিশে গীতিনাট্য রচনা করতেন।’[১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—‘একদিন জ্যোতিবাবুরা কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ স্টীমারে চন্দননগর যাইতেছিলেন। পথে অকস্মাৎ ঝড় জল তুফান আরম্ভ হইয়া স্টীমারখানিকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহাদের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। জ্যোতিবাবু সুর রচনা করিতেছিলেন ও অক্ষয়বাবু ক্রমান্বয় তাঁহার সঙ্গে একটির পর একটি গান বাঁধিয়া যাইতেছিলেন। ইঁহারা গানবাজনায় একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। এই একদিনকার রচিত গানগুলি হইতেই পরে ‘মানভঞ্জ’ নামে একখানি গীতিনাট্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ‘মানভঞ্জ’ প্রথম জোড়াসাঁকো বাড়িতে অভিনীত হয়। তাহার অনেক দিন পরে, যখন ‘ভারত-সঙ্গীত-সমাজ’ স্থাপিত হয়, তখন জ্যোতিবাবু এই ‘মানভঞ্জে’র আখ্যানবস্তু লইয়া পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে ‘পুনর্বসন্ত’ নামে আর একখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন।’

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এই গীতিনাটিকাখানি ‘মানভঞ্জ’ নয়—‘মানময়ী’।

পূর্ববর্তী ‘সরোজিনী’ ও ‘অশ্রুমতী’র মাঝেরখানি প্রহসন, এবারে ‘অশ্রুমতী’ ও ‘স্বপ্নময়ী’র অন্তর্বর্তী সময়ের রচনা এই গীতিনাট্যখানি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে—‘এই মানময়ীকে বাংলা সাহিত্যের গীতিনাট্য রচনার প্রথম প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে।’[২]

যতদূর জানা যায় ‘গীতিনাট্য’এই পরিভাষাটি প্রথমে ব্যবহার করেছিলেন বিনোদবিহারী দত্ত, তাঁর ‘কনককানন গীতিনাট্যে’ (১৮৭৯)। পাশ্চাত্য পদ্ধতির নাটকাভিনয়ের প্রায় পাশে পাশেই ‘গীতিনাট্য’ব্যাপারটি স্ফূর্তিলাভ করেছিল। মনোমোহন বসু পুরাতন রীতির যাত্রা ও নতুন রীতির নাটকের মধ্যপন্থা নির্ণয় করেছিলেন ‘গীতাভিনয়ে’— নতুন পঞ্চাঙ্ক-নাট্য-প্রকরণে পাঁচালি-কথকতা-গীত ইত্যাদি মিশিয়ে। এই গীতাভিনয়ের

১ রবীন্দ্রস্মৃতি (১৯৬২), পৃ. ২৪
২ রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড (১৩৬৭), পৃ. ৯৫

প্রবৃত্তি আগে থেকেই আমাদের নাট্যোৎসাহী-সমাজে জেগেছিল। ১৮৬৫ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেখা যায়—'কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তৎ-প্রণালীতে [নাটকের প্রণালীতে] গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা এদেশের পক্ষে শ্লাঘনীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই।' মনোমোহন বসুর প্রথম নাটক 'রামাভিষেক নাটক' প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালের মাঝামাঝি, প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৮ সালের গোড়ার দিকে, বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে।

সমসাময়িককালে হরিমোহন রায় 'গীতিকা'র প্রচলন করেছিলেন। হরিমোহন জানিয়েছেন—' "অপারা" অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা, এ পর্যন্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই। বহু দিবস হইল আমি জানকী-বিলাপ নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয় নিজব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত গীতিকার অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জানকী-বিলাপখানি কথঞ্চিৎ "অপারার" আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল।'[১] 'জানকী-বিলাপ' ১৮৬৭ সালে রচিত।

হরিমোহন রায় যখন বাঙলায় অপেরা লেখবার উদ্‌যোগ করেছিলেন, অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, কলকাতায় তখন ইংরেজদের উদ্যোগে একটি অপেরা-প্রদর্শনীর সাড়ম্বর আয়োজন চলেছিল। লিণ্ডসে স্ট্রীটের অপেরা হাউসে উপর্যুপরি পাঁচ বছরের অভিনয়-গ্যারান্টি নিয়ে ইতালীয় এক অপেরা-সম্প্রদায় অভিনয় করে গিয়েছিলেন। এই অপেরা-অভিনয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া হরিমোহন রায়ের পক্ষে স্বাভাবিক।

হরিমোহন আরও যেসব গীতিকা প্রণয়ন করেছিলেন, তার মধ্যে 'পর্বত-কুসুম' গীতিকা (১৮৭৮) 'যোড়াসাঁকো নাট্যসমাজের অভিনয়ের জন্য' ছাপা হয়েছিল। আরো একখানি 'ইন্দুমতী নাটক' (১৮৭৯) তিনি 'যোড়াসাঁকো নাট্যসমাজাধ্যক্ষ মহোদয়গণের অনুরোধে' রচনা করেছিলেন।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চেরও গোড়া থেকেই সামাজিক-ঐতিহাসিক নাটক এবং প্রহসন-পঞ্চরঙের পাশে এই অপেরা-কল্প গীতিনাট্যের বিশেষ সংস্থান ছিল।

১ ভূমিকা, যামিনী গীতিনাট্য, ১৮৭৪

তার পর ১৮৭৬ সালে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রচলিত হবার ফলে নাটকাভিনয় যখন সঙ্কুচিত হয়ে' পড়েছিল, গীতিনাট্যই তখন হয়ে উঠেছিল আসরের সঞ্জীবনী। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামতারণ সান্যাল প্রভৃতি সাধারণ মঞ্চের শ্রুতকীর্তিগণ গীতিনাট্যের রচনা-প্রযোজনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় -রচিত 'কামিনীকুঞ্জ' গীতিনাট্যের (১৮৭৮) অভিনয় বর্ণনার সূত্রে সংবাদ-প্রভাকর (৯ মাঘ ১২৮৫) মন্তব্য করেছিলেন—'অধ্যক্ষগণ গীতাভিনয়ে সংসারের এবং তৎসহ সাধারণ দর্শকমণ্ডলীর রুচি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা চরম প্রীতি লাভ করিয়াছি।... অধ্যক্ষসমাজ এক্ষণে ইটালিয়ান অপেরার ন্যায় আদি হইতে অন্ত্য পর্যন্ত সমস্তই সংগীত দ্বারা উত্তর-প্রত্যুত্তর, স্বগত বিলাপযুক্ত প্রকৃত গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন।'

এই মন্তব্য ১৮৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসের। ১৮৭৯ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ সালে 'মানময়ী'। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'এই মানময়ীকে বাংলাসাহিত্যের গীতিনাট্য রচনার প্রথম প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে— কারণ ইহাতে গান ছাড়া গদ্যে কথাবার্তা ছিল। ইহার এক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচিত ও অভিনীত হয়; সেটি খাঁটি গীতিনাট্য, কারণ তাহাতে সকল কথাবার্তাই গানের দ্বারা সম্পন্ন হয়।'[১]

গীতিনাট্য বা গীতাভিনয়ের প্রতি ঠাকুরবাড়ির দীর্ঘদিনের অনুরক্তির কথাও এই সূত্রে স্মরণযোগ্য। খ্যাতিমান যাত্রাওয়ালা মধুকান জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যাত্রাভিনয় করে গিয়েছিলেন। গোপাল উড়ের গীতপারদর্শিতা ও যাত্রাভিনয় তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা'য় জানিয়েছেন— 'আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনী-ঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। মিহি-গলা-ওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা ছিলেন এইরকম একটি শখের দলের দলপতি।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিতান্ত ছোটবেলায় দেখতে-বসা যে 'নলদময়ন্তীর পালা'র উল্লেখ করেছেন তা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বন্ধুস্থানীয় কালিদাস সান্যালের লিখিত

---

১ 'বাঙ্গালা গীতিকা' বা গীতিনাট্যের মূলে ইংরেজী অপেরার ছায়া যতটা না থাক্ যাত্রার প্রভাবই বেশী।' সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (১৩৭০), পৃ. ১১০

হওয়া সম্ভব।[১] সাধারণ মঞ্চ মারফত যখন শহর কলকাতায় গীতিনাট্যের প্রবল উন্মাদনা, সেই সময়ে— এমন-কি হরিমোহন রায়কে দিয়ে গীতিনাট্য লিখিয়ে নেওয়ার কথাও হয়তো তাঁদের মনে হয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুর-রচনা-প্রতিভার স্বাক্ষর আছে 'মানময়ী'তে। তাঁর জীবনস্মৃতির সাক্ষ্য অনুসারে— এর সুরে-সংস্থাপিত কথা, অর্থাৎ এর গানগুলি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী -রচিত। সজনীকান্ত দাস এই কথা উল্লেখ করে লিখেছেন[২]— 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায়··· তিনি শুধু অক্ষয়চন্দ্রের নাম করিয়াছেন, মানময়ীতে কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও গান রহিয়াছে; যেমন শেষ গান —'আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি' ইত্যাদি।'

সজনীকান্ত আরো লিখছেন[৩]— কেবল 'আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি' গানটিই পরবর্তীকালে 'রবিচ্ছায়া' ও 'গানের বহি' ও 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রভৃতি সঙ্গীত-সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। মানময়ীর গানগুলি রবীন্দ্রনাথকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম, তিনি ইহার মধ্যে মাত্র আর দুইটি গান নিজের বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সে দু'টি নিম্নে উদ্‌ধৃত করিলাম।[৪]—

১. রতির গান

ছিলে কোথায় বল, কত কি যে হ'ল জান না কি তা?
হায়, হায়, আহা! মান দায়ে যায় যায় বাসবের প্রাণ।
এখানে কি কর তুমি ফুলশর তারে গিয়ে কর ত্রাণ।

২. বসন্তের গান

চল চল, চল চল, চল চল ফুলধনু
চল যাই কাজ সাধিতে, দাও বিদায় রতি গো
এমন ফুল দিব আনি, পরখিবে মানিনী হৃদয়ে হানি
মরমে মরমে রমণী অমনি থাকিবে গো দহিতে।'

---

১ নলদময়ন্তী নাটক (১৮৬৮)।

২ রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬

৩ রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৪৬

৪ এই গান দুটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার-কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। পৃ. ৭৩৩

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন[১]— 'দেশী ও বিদেশী সুরের ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্ট হইয়াছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' নামে গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে আসিয়া দেখিলেন যে নাটকখানি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, তিনি শেষ দিকে একটি গান যোজনা করিয়া দিলেন— 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি' ইত্যাদি। নাটক রচনা করিয়া তাহার অভিনয়মূর্তি না দেখিতে পাইলে যথার্থ আর্টিস্ট-লেখকেরা সুখী হইতে পারেন না; মানময়ীর অভিনয় হইল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ মদনের, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইন্দ্রের ও তাঁহার পত্নী কাদম্বরী দেবী উর্বশীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বলিয়া শুনিয়াছি।'

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী জানিয়েছেন[২]— 'মানময়ীর অভিনয়ে দেবতাদের মধ্যে রবিকাকা আর জ্যোতিকাকামশায় ছিলেন মনে আছে।'

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুখানি গীতিনাট্য—'বাল্মীকিপ্রতিভা' (১৮৮১) ও 'কালমৃগয়া'য় (১৮৮২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত সুর ব্যবহৃত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে জানিয়েছেন—

> 'বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে-উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে-উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্বমূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানাপ্রকার কথা কহিতেছে, এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে

---

১ রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড (১৩৬৭), পৃ. ৯৪-৯৫

২ রবীন্দ্রস্মৃতি (১৯৬২), পৃ. ২৪

কথাযোজনার চেষ্টা করতাম। কথাগুলি যে সুপাঠ্য হইত তাহা নহে, তাহারা সেই সুরগুলির বাহনের কাজ করিত।

এইরূপ একটা দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা।'

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'বিহারীলালের নিকট হইতে নাটিকার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট হইতে সুরযোজনা সম্বন্ধে সহায়তা লাভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতনাট্য রচিত হইল।'[১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি-লেখকও উল্লেখ করেছেন—'জ্যোতিবাবুর কাছেই শুনিলাম যে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র প্রায় সব গানের সুরই জ্যোতিবাবুর সংযোজিত।'

প্রসঙ্গত, 'কাল-মৃগয়া' পুনর্মুদ্রিত হয় নি। এর 'অনেকগুলি গান পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে' 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণে (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬) সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। 'কালমৃগয়া' ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২ শনিবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো-ভবনে 'বিদ্বজ্জনসমাগমে'র সম্মিলন উপলক্ষে অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

স্বপ্নময়ী

'স্বপ্নময়ী'ও সমালোচনার পরিভাষায় ইতিহাসাশ্রয়ী ট্রাজেডি-নাট্য। তবে এখানে দূরতর রাজপুত ইতিহাসের আশ্রয় ছেড়ে কাছের— বাঙলা দেশের— বর্ধমান অঞ্চলের ইতিহাস-কাহিনীকে অবলম্বন করা হয়েছে। সমালোচকের মতে—'that certainly shows a change towards reality, a tendency to leave the airy regions of romance.[২] আবার আর-এক পর্যালোচনায়—'স্বপ্নময়ী' নাটক শুধু অনৈতিহাসিক নয়। রোমান্টিকতায় যে ফানুস তিনি সেখানে উড়াইয়াছেন, তাহার মধ্যে বাস্তবতার বা সম্ভাব্য-বাস্তবতার বালাইও নাই।[৩] অপর ঐতিহাসিক নাটকগুলির মতো

১ রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড (১৩৩৭), পৃ. ৯৯

২ P. R. Sen. *Western influence in Bengali Literature*, 1947, p. 172

৩ বৈদ্যনাথ শীল, বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা (১৩৬৪), পৃ. ৩০৪

চিতুর্গা-বরদার জমিদার শোভা সিংহের এই কাহিনীও যথেষ্ট ইতিহাসানুসারী হয়ে ওঠে নি। কেন ওঠে নি তা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

'স্বপ্নময়ী'র লক্ষণীয়তর বিশেষত্ব তার রচনারীতি। এই নাটকে গান এবং পদ্য-সংলাপের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়, এবং 'নাটকটিতে যে লিরিক্যাল ভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপর তিন নাটকে দেখা যায় নাই।'

যতদূর সম্ভব এই নাটক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চন্দননগর বাসকালে রচিত, এবং সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র কবিতাগুলি লিখেছিলেন। সুকুমার সেন লিখেছেন— 'স্বপ্নময়ীর ভূমিকায় যেন সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবির অন্তরেরই প্রতিধ্বনি শুনিতেছি।'[১]

সুকুমার সেন আরো লিখেছেন— 'নাটকের পদ্যাংশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া অনুমান করি। কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহৃদয়ের ও গানের-বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। একটি গান ("দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা") শৈশব-সঙ্গীতেও সঙ্কলিত হইয়াছিল।'

চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কস্থ শুভসিংহের স্বগতোক্তিটিকে রবীন্দ্ররচনা বলে চিহ্নিত করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।[২] হিন্দু-মেলার একাদশ অধিবেশনে (১৮৭৭) রবীন্দ্রনাথ দিল্লি-দরবার সম্বন্ধীয় যে কবিতাটি পাঠ করেছিলেন, লর্ড লিটনের ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট-এর প্রভাববশত তা কোনো সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হতে পারে নি। 'ব্রিটিশে'র স্থানে 'মোগল' বসিয়ে কবিতাটিকে 'স্বপ্নময়ী'র মধ্যে সুথস্থাপিত করা হয়েছিল।

'স্বপ্নময়ী'র আরো যে-সব পদ রবীন্দ্ররচনা বলে নির্ধারিত করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে দেওয়া গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের 'বল্, গোলাপ, মোরে বল্, তুই ফুটিবি, সখী, কবে।' দ্র° গীতবিতান— প্রেম, স্বরবিতান ২০

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের পরবর্তী গান 'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর,

---

১ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড

২ রবীন্দ্র-গ্রন্থপরিচয়, পৃ. ৭৯-৮০

সখী, আমারে জাগায়ো না।' দ্র° গীতবিতান— প্রেম ও প্রকৃতি, স্বরবিতান ৩৫

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের 'আঁধার শাখা উজল করি, হরিত-পাতা-ঘোমটা পরি' ভগ্নহৃদয় নাটকে প্রমোদের গান। দ্র° রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬৫। গীতবিতান, নাট্যগীতি, স্বরবিতান ২০

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের 'হৃদয় মোর কোমল অতি, সহিতে নারি রবির জ্যোতি'। দ্র° গীতবিতান— প্রেম ও প্রকৃতি, স্বরবিতান ৩৫

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের 'হাসি কেন নাই ও নয়নে! ভ্রমিতেছ মলিন-আননে।' দ্র° গীতবিতান, প্রেম ও প্রকৃতি, স্বরবিতান ৩৫

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের 'ক্ষমা করো মোরে সখী, শুধায়ো না আর— মরমে লুকানো থাক্ মরমের ভার।' দ্র° গীতবিতান, প্রেম ও প্রকৃতি, স্বরবিতান ৫১

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের 'এসো গো এসো বনদেবতা, তোমারে আমি ডাকি'। দ্র° গীতবিতান, প্রভাতী

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের 'দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে'। দ্র° গীতবিতান, জাতীয় সংগীত, স্বরবিতান ৪৭

তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কের 'দে লো, সখী, দে পরাইয়ে গলে সাধের বকুলফুলহার' গানটি মায়ার খেলা নাটকে প্রমদার গান। দ্র° রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩৪

তৃতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কের 'বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙেছে প্রণয়!' দ্র° গীতবিতান, নাট্যগীতি, স্বরবিতান ২০

'স্বপ্নময়ী'র নাটকীয় ভঙ্গি ও চরিত্র রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকের পূর্বাভাস বলে অনেকে মনে করেন।[১] 'স্বপ্নময়ী'র মধ্যে যে গীতিকাব্যের প্রাধান্য আছে তাহা রবীন্দ্রনাথের গীতধর্মী নাটকের কথা মনে করাইয়া দেয়। বিদ্রোহী নেতা শুভসিংহের মধ্যে দয়া ও কোমলতার সমাবেশ দেখিয়া 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বাল্মীকির সহিত তাহার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য অনুভূত হয়। ভাবময়ী idea-রূপিণী স্বপ্নময়ীর চরিত্র রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকের স্ত্রী-চরিত্রের অনুরূপ। নকল দেবতা এবং তাহার প্রতি স্বপ্নময়ীর দুর্বার, দুষ্প্রতিরোধ্য আকর্ষণ 'রাজা' নাটকের সহিত

১ অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস

সাদৃশ্যযুক্ত। সাধারণ লোকেদের ধর্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কার লইয়া নাট্যকার যে রকম পরিহাস করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথও বহু কবিতা ও নাটকে সেই ধরণের পরিহাস অনেক করিয়াছেন।'

'বাল্মীকি-প্রতিভা' অবশ্য 'স্বপ্নময়ী'র বৎসরাধিককাল পূর্বে রচিত অভিনীত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

'স্বপ্নময়ী'র অবলম্বিত ইতিহাসাংশটুকু নীচে বর্ণিত হল :

> শায়েস্তা খাঁর পরে নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙলার সুবাদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শায়েস্তা খাঁর শাসনে বঙ্গে মোগল অধিকারের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার সহিত সর্বাঙ্গীণ শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সেকালে রাজশক্তি ও প্রতাপ ব্যক্তিগত থাকায় শায়েস্তা খাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে অশান্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। এদিকে সম্রাট ঔরঙ্গজেব সমীচীন রাজনীতি রসাতলে দিয়া রাজ্যের প্রত্যেক শিরা পর্যন্ত শোষণ করিতেছিলেন; সুতরাং বিশাল মোগল সাম্রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। চতুর্দিকে ক্রমে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সূচনা দৃষ্ট হইতেছিল। বঙ্গদেশে সেকালের বিদ্রোহের অধিনায়ক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চিতুয়া, বরদা পরগণার এক সামান্য ভূম্যধিকারী শোভা সিংহ। বর্ধমানের জমিদার রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত বিবাদ উপলক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া ১৬৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত করেন। শোভা সিংহ উড়িষ্যা হইতে তদানীন্তন পাঠান দলপতি রহিম খাঁকে সাহায্যার্থে আহ্বান করিলেন। রহিম সানন্দে অনুচরবর্গসহ বিদ্রোহে যোগ দিলেন।[১] ইহার পর উভয়ে মিলিত হইয়া বাঙলার মোগল অধিকার উচ্ছেদে অগ্রসর হইলেন।
>
> রহিম ও শোভা সিংহের বিদ্রোহী সৈন্য বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলে, দুঃসাহসিক কৃষ্ণরাম রায় তাঁহার সামান্য সৈন্যদল-সহ অসংখ্য বিদ্রোহী সেনার সম্মুখীন হইলেন। কৃষ্ণরামকে নিহত করিয়া বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদ অধিকার করিল। রাজপরিবারবর্গ

১ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গলার ইতিহাস, নবাবী আমল. পৃ. ১৬

কারারুদ্ধ হইলেন। কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠপুত্র জগতরাম রায় কোনো প্রকারে পলায়ন করিলেন। বিদ্রোহীগণের এই প্রথম বিজয়ঘোষণা প্রচারিত হইলে চতুর্দিক হইতে দুষ্ট ও বিপ্লবপ্রিয় যুদ্ধ-ব্যবসায়ী জনগণ তাহাদের দল পুষ্ট করিতে লাগিল। তাহাদের আস্ফালন ও উপদ্রবে চারি দিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। জগতরাম ঢাকায় যাইয়া নবাব ইব্রাহিম খাঁকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ইব্রাহিম যুদ্ধ বিষয়ে অনভিজ্ঞ শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি এই তালুকদার বিদ্রোহ সামান্য ঘটনা মনে করিয়া নূরউল্লা খাঁর উপর বিদ্রোহ-দমনের জন্য এক পরওয়ানা জারি করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেন। নূরউল্লা খাঁ তৎকালে যশোহর, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হিজলীর যুক্ত ফৌজদার থাকিলেও বহুদিবসাবধি কৃষি, বাণিজ্যাদি অর্থকর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় নামেমাত্র ফৌজদার হইয়া রহিয়া ছিলেন। তিন সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক হইলেও কস্মিনকালে সৈন্য চালনার কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হয় নাই; সুবাদারের হুকুম পাইয়া স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তিনি এই বিদ্রোহীগণকে নিপাত করিবার জন্য যথাসম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিপক্ষের আগমন-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইবার আশঙ্কায়, হুগলীদুর্গে আশ্রয়গ্রহণপূর্বক চুঁচুড়া-নিবাসী ওলন্দাজবণিক-সম্প্রদায়ের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; দুর্গ-মধ্যে থাকাও নিরাপদ নহে ভাবিয়া, তিনি একরাত্রে কৌপীন পরিধানপূর্বক ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। হুগলী বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইল।

ইব্রাহিম খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া ওলন্দাজদিগের সাহায্যে হুগলী পুনরধিকার করিলেন। বিদ্রোহীরা হুগলী পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে গিয়া আড্ডা করিল। শোভা সিংহ সপ্তগ্রাম হইতে রহিম খাঁকে অধিকাংশ সৈন্যসহ নদীয়া, মুকসুদাবাদ অঞ্চল অধিকারের জন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বর্ধমানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে ইন্দ্রিয়বিকার শোভা সিংহের কাল হইল।

বর্ধমানের যে-সকল রাজপরিবার বিদ্রোহীর হস্তগত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজার এক পরমাসুন্দরী কন্যাও বন্দিনী হইয়াছিলেন। শোভা সিংহ তাঁহাকে আপনার অঙ্কশায়িনী করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। অনুনয়-বিনয়ে সে কার্য সম্পন্ন হইল না দেখিয়া, পাশববলে তাহাই পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে, কামাতুর নরপিশাচ যেমন উন্মত্তবৎ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে যাইবেন, অমনি সেই বীরাঙ্গনা তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে লুক্কায়িত শাণিত ছুরিকা সবলে সেই নরপিশাচের উদর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। বিকট চীৎকারে শোভা সিংহ ভূপতিত হইলেন। ছুরিকা তাঁহার নাভিদেশ পর্যন্ত ভেদ করিয়াছিল, কয়েক মুহূর্ত পরেই তাহার মৃত্যু হইল। দুর্মতি শোভা সিংহের পতনের পর, রাজকুমারী, 'পাপীর স্পর্শে কলঙ্কিত দেহভার বহন করিব না' প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই ছুরিকা নিজ বক্ষমধ্যে বিদ্ধ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন।[১]

শোভা সিংহের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ বিদ্রোহী শিবিরে পৌঁছিলে বিদ্রোহীগণ রহিম খাঁকে অধিনায়ক মনোনীত করিল। রহিম খাঁ ও শোভা সিংহের ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ উভয়ে মিলিয়া লোকের উপর অত্যাচার ও লুটপাট পূর্ববৎ অবাধে চালাইতে লাগিল। প্রতিদিন চারি দিক হইতে বিখ্যাত দস্যুগণ, অবসরপ্রাপ্ত সৈন্য ও দেশের জঞ্জাল অসচ্চরিত্র লোকে তাহাদের দল পুষ্টি করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ বিদ্রোহীগণের অধিকৃত হইল। এ যাবৎ কোনোপ্রকার বাধা না পাইয়া রহিম খাঁ সর্বত্র লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই-সকল ঘটনার সংবাদ ঔরংজেব সংবাদপত্র দ্বারা অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং অবিলম্বে ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করিয়া স্বীয় পৌত্র আজিম ওসমানকে বাঙ্গালার সুবাদার—এবং ইব্রাহিমের সাহসিক পুত্র জবরদস্ত খাঁকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। সেনাপতি নবাবের বিচ্ছিন্ন সেনাদলকে একত্রিত

১ Narrative of the Govt of Bengal by Francis Gladwin, 1788, pp. 5-8

করত, বিদ্রোহীদিগের অনুসরণ করিয়া ভগবানগোলাতে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে তিনি প্রথম দিনেই সমীপবর্তী শত্রুদিগের কামান-সকল অকর্মণ্য করিয়া দিলেন এবং পরদিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। রহিম খাঁ তাঁহার সহিত যুদ্ধে সমকক্ষ হইতে না পারিয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। অনন্তর বিদ্রোহী জমিদারেরা সকলেই সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলে বাঙ্গালার বিষম বিদ্রোহ বহ্নি নির্বাপিত হয়।[১]

এই বিদ্রোহের সময়ে— মেদিনীপুর জেলার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন অরাজকতা চারিদিকে বিরাজ করিতেছিল। এই বিদ্রোহের ফলে কত নিরপরাধ ব্যক্তিকে যে কত প্রকারে উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। শিবায়ন কাব্যে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। কাব্যরচয়িতা কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য নিজেও ওই সময়ে বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। এই বিদ্রোহের সময়েই কবি স্বীয় জন্মভূমি বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়া আসিয়া মেদিনীপুর কর্ণগড়ের রাজার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। বরদা পরগণায় শোভা সিংহের ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।[২]

ইতিহাসের এই শোভা সিংহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজস্বকালের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনার প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার ফলেই, বলা বাহুল্য, তাঁর মৌল চরিত্রের কিঞ্চিৎ রদবদলের প্রয়োজন হয়েছিল।

'স্বপ্নময়ী' উৎসর্গিত হয় 'কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্তী'কে।

হিতে বিপরীত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—'একদিন মেজ-বৌঠাকুরানী আমায় বলিলেন— 'অনেকদিন তুমি নাটক রচনা কর নাই— একখানা নাটক এইখানে লিখে

১ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গলার ইতিহাস, নবাবী আমল, পৃ. ২৫-২৭

২ যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস (১৩৪৬), পৃ. ২০২-০৬

ফেল।' আমি বলিলাম—এখন আমার মাথায় কোনো প্লট্ নাই, লেখা হইবে না। তিনি শুনিলেন না; জবরদস্তি আমাকে একটা ঘরে পুরিয়া, তারকদাদার (সার্ পালিতের) কন্যা লীলুকে আমার পাহারায় নিযুক্ত করিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। যতক্ষণ নাটক না লেখা হইবে, ততক্ষণ আর আমার মুক্তি নাই। দায়ে পড়িয়া এইরূপে 'হিতে বিপরীত' রচিত হইল। এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানি পরে আমাদের বাড়ীতে ও সঙ্গীতসমাজে বহুবার অভিনীত হয়।'

দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের কন্যা নলিনী দেবীর সঙ্গে ডাক্তার সুহৃদনাথ চৌধুরীর বিবাহ উপলক্ষে নাতনীকে এই নাটিকাটি উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হয়েছিল। উৎসর্গলিপিটি নীচে উদ্ধৃত হল—

নাতনীর শুভবিবাহে উপহার

নলিনি, জুটিল তোর সুহৃদ্ ভ্রমর
বিধি মিলাইয়া দিল মনোমত বর।
কি দিয়া তুষিব তোরে, কি আছে রতন,
সম্বলের মধ্যে মোর একটু যতন।
যতনে গাঁথিনু তাই বাক্যময় হার,
কৌতুক-যৌতুক এই লহ উপহার।

১৪ই বৈশাখ —নূতন দাদা
১৩০৩ সাল

বসন্তলীলা, ধ্যানভঙ্গ

'স্বপ্নময়ী' রচনার পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক রচনা থেকে প্রায় আনুষ্ঠানিক ভাবে অবসর গ্রহণ করেন। জীবনস্মৃতিতে এ বিষয়ে তিনি বলেছেন—'ইহার কিছুদিন পরেই গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতে লাগিলেন, তখন আমরা ক্রমশ হটিয়া পড়িতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে গিরিশবাবুর অসামান্য প্রতিভা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক রচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া, সাহিত্যসেবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিলাম।'

গিরিশচন্দ্র ঘোষ কিছুদিন পূর্ব থেকেই উপন্যাসের নাটকীকরণে এবং গীতিনাট্য-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নাট্যকার হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা অর্জিত হল ইতিহাসমূলক 'আনন্দ রহো'তে (১৮৮১)। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন— 'গিরিশবাবু তখন নিজেই একখানি নাটক লেখেন। নাম 'আনন্দ রহো'। এখানিই তাঁহার প্রথম নাটক।'[১]

সুকুমার সেনের ধারণা—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী বোধ হয় গিরিশচন্দ্রকে আনন্দ-রহো রচনা করিতে প্রেরণা দিয়াছিল।'[২]

'স্বপ্নময়ী'র প্রায় পনেরো বছর পরে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর উপরোধে লিখিত হয় ক্ষুদ্রাবয়ব 'হিতে বিপরীত' প্রহসন। অবশেষে স্ব-প্রতিষ্ঠিত 'ভারত সঙ্গীত-সমাজ'এ অভিনয়ার্থ একাদিক্রমে 'পুনর্বসন্ত' 'বসন্তলীলা' ও 'ধ্যানভঙ্গ' এই তিনখানি গীতিনাট্য রচিত হয়। 'পুনর্বসন্ত' প্রায় বিশ বছর পূর্বে 'মানময়ী'র লেখা বিষয়বস্তু অবলম্বনে তার বর্ধিতায়তন। পুনর্বিন্যাস 'অদ্ভুত-রস মিশ্র' এই গীতিনাট্যখানি ভারত সঙ্গীত-সমাজে অনেকবার অভিনীত হয়েছিল।

'বসন্তলীলা'র আখ্যান গীতিনাটিকা ভাগের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসবে'র সাদৃশ্য আছে। এই গীতিনাট্যখানি 'সঙ্গীত-সমাজ' ব্যতীত সাধারণ মঞ্চেও উপস্থাপিত হয়েছিল।

---

১ ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, ১৯৪৭, পৃ. ১১২

২ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত মৌলিক নাটকের এই সংগ্রহগ্রন্থ সংকলন করেছেন শ্রীসুশীল রায়। এই কাজে ও প্রসঙ্গকথা-প্রস্তুতে তাঁকে বিশেষ সহায়তা করেছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রণয়কুমার কুণ্ডু। শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ও শ্রীসুবিমল লাহিড়ী অনেকগুলি গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়ে আনুকূল্য করেছেন।